আল কোরআন

বাংলা মর্মবাণী

‘যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি
কখনো সমান হতে পারে?’ ৩৯:৯

আল কোরআন

বাংলা মর্মবাণী

আল কোরআন
বাংলা মর্মবাণী

শহীদ আল বোখারী মহাজাতক

আল কোরআন
বাংলা মর্মবাণী

শহীদ আল বোখারী মহাজাতক

প্রকাশক

মায়িশা তাবাসসুম
যোগ ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৮৩৯৬৮১৫, ৯৩৫৫৭৫৬
০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮, ০৯৬১৩-০০২০২৫
E-mail : info@quantummethod.org.bd

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ

মাহে রমজান, ২০১৪

সংশোধিত ডিজিটাল সংস্করণ

মাহে রমজান, ২০১৫

মুদ্রাকর

উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার
ইসলাম ভবন, ৬৮ ফকিরাপুল বাজার রোড, ঢাকা-১০০০

সৃষ্টির সেবায় হাদিয়া

৪৯৫ টাকা

Al Quran Bangla Mormobani

(Al Quran : Translated in Bangla)

By : **Shahid El Bukhari Mahajataq**

Published by

Yoga Foundation
www.quantummethod.org.bd

Price : 50$

মুক্তমনে সত্য জানতে আগ্রহী
নতুন প্রজন্মকে

কৃতজ্ঞতা

কোরআনের মর্মার্থ অনুধাবনে আল্লামা মোহাম্মদ মারমাডিউক পিকথল, আল্লামা আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী, আল্লামা মোহাম্মদ আসাদ, সাইয়েদ কুতুব শহীদ, আল্লামা আশরাফ আলী থানভী, আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী, আল্লামা মুফতি মোহাম্মদ শফী, আল্লামা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম প্রমুখ মুফাসসির-এর তফসির আমাদেরকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

সূচিপত্র

১.	সূরা ফাতেহা	১৫
২.	সূরা বাকারা	১৭
৩.	সূরা আলে ইমরান	৬০
৪.	সূরা নিসা	৮৪
৫.	সূরা মায়েদা	১১০
৬.	সূরা আনআম	১৩০
৭.	সূরা আরাফ	১৫৪
৮.	সূরা আনফাল	১৮০
৯.	সূরা তওবা	১৯০
১০.	সূরা ইউনুস	২১০
১১.	সূরা হুদ	২২৪
১২.	সূরা ইউসুফ	২৪০
১৩.	সূরা রাদ	২৫৫
১৪.	সূরা ইব্রাহিম	২৬২
১৫.	সূরা হিজর	২৬৯
১৬.	সূরা আন-নহল	২৭৬
১৭.	সূরা বনি ইসরাইল	২৯১
১৮.	সূরা কাহাফ	৩০৫
১৯.	সূরা মরিয়ম	৩১৮
২০.	সূরা তাহা	৩২৬
২১.	সূরা আম্বিয়া	৩৩৭
২২.	সূরা হজ	৩৪৭
২৩.	সূরা মুমিনুন	৩৫৬
২৪.	সূরা নূর	৩৬৪
২৫.	সূরা ফোরকান	৩৭৩
২৬.	সূরা শু'আরা	৩৮১
২৭.	সূরা নমল	৩৯৩
২৮.	সূরা কাসাস	৪০২
২৯.	সূরা আনকাবুত	৪১৩
৩০.	সূরা রুম	৪২১
৩১.	সূরা লোকমান	৪২৭
৩২.	সূরা সেজদা	৪৩১
৩৩.	সূরা আহজাব	৪৩৪
৩৪.	সূরা সাবা	৪৪৩
৩৫.	সূরা ফাতির	৪৫০
৩৬.	সূরা ইয়া-সীন	৪৫৬
৩৭.	সূরা সাফফাত	৪৬৩
৩৮.	সূরা সাদ	৪৭১
৩৯.	সূরা জুমার	৪৭৭
৪০.	সূরা মুমিন	৪৮৬
৪১.	সূরা হা-মিম-সেজদা	৪৯৫
৪২.	সূরা শুরা	৫০১
৪৩.	সূরা জুখরুফ	৫০৭
৪৪.	সূরা দোখান	৫১৪
৪৫.	সূরা জাসিয়া	৫১৭
৪৬.	সূরা আহকাফ	৫২১
৪৭.	সূরা মুহাম্মদ	৫২৬
৪৮.	সূরা ফাতাহ	৫৩১
৪৯.	সূরা হুজুরাত	৫৩৬
৫০.	সূরা কাফ	৫৩৯
৫১.	সূরা জারিয়াত	৫৪২
৫২.	সূরা তুর	৫৪৬
৫৩.	সূরা নজম	৫৪৯
৫৪.	সূরা কামার	৫৫২
৫৫.	সূরা আর রাহমান	৫৫৬
৫৬.	সূরা ওয়াকিয়া	৫৬০
৫৭.	সূরা হাদিদ	৫৬৪
৫৮.	সূরা মুজদালা	৫৬৮
৫৯.	সূরা হাশর	৫৭২
৬০.	সূরা মুমতাহানা	৫৭৫
৬১.	সূরা সাফ্ফ	৫৭৮
৬২.	সূরা জুমআ	৫৮০
৬৩.	সূরা মুনাফিকুন	৫৮২
৬৪.	সূরা তাগাবুন	৫৮৪
৬৫.	সূরা তালাক	৫৮৬
৬৬.	সূরা তাহরিম	৫৮৮

সূচিপত্র

৬৭.	সূরা মূলক	৫৯০
৬৮.	সূরা কলম	৫৯৪
৬৯.	সূরা হাক্কা	৫৯৭
৭০.	সূরা মা'আরিজ	৫৯৯
৭১.	সূরা নূহ	৬০১
৭২.	সূরা জ্বীন	৬০৩
৭৩.	সূরা মুজাম্মিল	৬০৬
৭৪.	সূরা মুদাসসির	৬০৮
৭৫.	সূরা কিয়ামা	৬১১
৭৬.	সূরা দাহর	৬১৩
৭৭.	সূরা মুরসালাত	৬১৫
৭৮.	সূরা নাবা	৬১৭
৭৯.	সূরা নাজিয়াত	৬১৯
৮০.	সূরা আবাসা	৬২১
৮১.	সূরা তাকভির	৬২৩
৮২.	সূরা ইনফিতার	৬২৪
৮৩.	সূরা মুতাফফিফিন	৬২৫
৮৪.	সূরা ইনশিকাক	৬২৭
৮৫.	সূরা বুরুজ	৬২৮
৮৬.	সূরা তারেক	৬২৯
৮৭.	সূরা আ'লা	৬৩০
৮৮.	সূরা গাশিয়াহ	৬৩১
৮৯.	সূরা ফজর	৬৩২
৯০.	সূরা বালাদ	৬৩৪
৯১.	সূরা শামস	৬৩৫
৯২.	সূরা লাইল	৬৩৬
৯৩.	সূরা দোহা	৬৩৭
৯৪.	সূরা ইনশিরাহ	৬৩৮
৯৫.	সূরা ত্বীন	৬৩৮
৯৬.	সূরা আলাক	৬৩৯
৯৭.	সূরা কদর	৬৪০
৯৮.	সূরা বাইয়েনাহ	৬৪১
৯৯.	সূরা জিলজাল	৬৪২
১০০.	সূরা আদিয়াত	৬৪৩
১০১.	সূরা ক্বারিয়াহ	৬৪৪
১০২.	সূরা তাকাসুর	৬৪৫
১০৩.	সূরা আসর	৬৪৫
১০৪.	সূরা হুমাজাহ	৬৪৬
১০৫.	সূরা ফীল	৬৪৭
১০৬.	সূরা কোরাইশ	৬৪৭
১০৭.	সূরা মাউন	৬৪৮
১০৮.	সূরা কাওসার	৬৪৮
১০৯.	সূরা কাফিরুন	৬৪৯
১১০.	সূরা নসর	৬৪৯
১১১.	সূরা লাহাব	৬৫০
১১২.	সূরা ইখলাস	৬৫০
১১৩.	সূরা ফালাক	৬৫১
১১৪.	সূরা নাস	৬৫১

মুক্ত জীবনের পথে

কোরআন পড়েছি বহুবার। কিন্তু তেমন কিছুই বুঝি নি, ভেতরে ডুব দিতে পারি নি কখনো। যখন এক নীরব মুহূর্তে কোরআনের গভীরে ডুবে গেলাম, আয়াতগুলো যেন কথা বলতে শুরু করল। শিহরিত, চমকিত হলাম। এক জীবনে যা চাই, তার সবই সাজানো রয়েছে কোরআনের পরতে পরতে। সুস্থ সুন্দর সুখী পরিতৃপ্ত জীবনের জন্যে যা প্রয়োজন, পাতায় পাতায় রয়েছে তারই দিক-নির্দেশনা।

সবকিছু মিলিয়েই জীবন। তাই সমস্যা শরীরের হোক বা মনের, যৌন জীবনের জট হোক বা অর্থনৈতিক জটিলতা, পণ্যের আসক্তি হোক বা প্রবৃত্তির দাসত্ব, ব্যক্তির অসততা হোক বা সামাজিক অবিচার, পার্থিব সুখ হোক অথবা পরকালীন পরিত্রাণ, সব একই সূত্রে গাঁথা। একটাকে আরেকটা থেকে আলাদা করা যায় না। কোরআন এই চিরায়ত সত্যকেই প্রকাশ করেছে সুস্পষ্টভাবে।

'পড়ো! তোমার সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন নিষিক্ত ডিম্ব থেকে। পড়ো! তোমার প্রতিপালক মহান দয়ালু! তিনি মানুষকে জ্ঞান দিয়েছেন কলমের। আর মানুষকে শিখিয়েছেন যা সে জানত না।' সূরা আলাক-এর এই পঙক্তিমালা দিয়েই কোরআন নাজিলের সূচনা।

শুরুতেই কোরআন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে পড়তে ও জানতে। কোরআন অজ্ঞতাকে অভিহিত করেছে মহাপাপ রূপে। মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে জ্ঞানের পথে, মুক্তবুদ্ধির পথে। এমনকি বিশ্বাসের স্তরে পৌঁছার জন্যেও মানুষের সহজাত বিচারবুদ্ধির প্রয়োগকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে কোরআন। বৈষয়িক ও আত্মিক জীবনকেও একই সূত্রে গেঁথেছে কোরআন। সুস্পষ্টভাবেই বলেছে, আল্লাহর বিধান অনুসরণ করো। দুনিয়া ও আখেরাতে তুমি সম্মানিত হবে।

কোরআনের প্রথম আয়াত নাজিলের ২৩ তম বছরে নাজিল হওয়া সূরা বাকারার ২৮১ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা সেই দিন সম্পর্কে সচেতন হও, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে আনা হবে এবং তারপর

প্রত্যেককেই তার কর্মফল পুরোপুরি প্রদান করা হবে। কারো ওপর কোনো অন্যায় করা হবে না।' প্রথম পঙক্তিমালায় যেভাবে মানুষের জন্ম প্রক্রিয়ার নিরহংকার অবস্থার বিবরণ দেয়া হয়েছে, শেষ দিকের পঙক্তিমালায় একইভাবে বলা হয়েছে, কর্মের স্বাধীনতা দেয়া হলেও মানুষ জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে নয়। তার কর্মের যথাযথ ফল সে পাবে।

কোরআনের প্রথম আয়াত নাজিল হয় ৬১০ সালে আর শেষ আয়াত ৬৩২ সালে। ধাপে ধাপে খণ্ডে খণ্ডে দীর্ঘ ২৩ বছরে পরিপূর্ণতা পায় কোরআন। প্রথম আয়াত নাজিল হওয়ার পরই স্পষ্ট হয়ে ওঠে এর আকর্ষণী ক্ষমতা। অবিদ্যা বা জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষগুলো আলোর সন্ধান পায়। সেই আলোয় বদলাতে শুরু করে তারা।

পিতৃপুরুষের হাজার বছরের সংস্কার ও ধর্মান্ধতার বৃত্ত ভেঙে তারা লাভ করে মুক্ত বিশ্বাস ও সঠিক জীবনদৃষ্টি। এরপর নিজের মুক্তির জন্যে, মানুষের মুক্তির জন্যে কোনো ত্যাগ স্বীকারেই পিছপা হয় নি তারা। অবিদ্যা হিংসা সন্ত্রাস রক্তপাত শোষণ জুলুম আর নারীনির্যাতনে নিমজ্জিত মানুষেরাই পরিণত হয় সত্য ও ন্যায়ের মূর্ত প্রতীকে। দলীয়, গোত্রীয় ও উপজাতীয় হানাহানিতে লিপ্ত বিক্ষিপ্ত সম্প্রদায়গুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরিণত হয় এক দুর্দমনীয় আদর্শিক জাতিসত্তায়।

প্রথম আয়াত নাজিল হওয়ার ৫০ বছরের মধ্যে কোরআনের অনুসারীরা তদানীন্তন পরাশক্তি রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যকে নিশ্চিহ্ন করে পরিণত হয় তখনকার একমাত্র পরাশক্তিতে।

ইতিহাস সাক্ষী! কোরআন ছাড়া আর কোনো গ্রন্থই প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষের হৃদয়ে এত আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নি, এত দ্রুত মানুষকে এমনভাবে বদলে দিতে পারে নি। কোরআন সরাসরি যাদের সামনে নাজিল হয়েছিল তারাই শুধু আলোকিত হন নি; ধর্মান্ধতা ও পাশবিকতার পরিবর্তে ধর্ম, মানবিকতা ও মুক্তবুদ্ধির এই স্রোত প্রবাহিত হয়েছে প্রজন্মের পর প্রজন্মে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। ধর্ম, মানবিকতা ও মুক্তবুদ্ধির এই স্রোত ইতিহাসের মধ্যযুগে সৃষ্টি করেছিল এক আলোকোজ্জ্বল সভ্যতা।

কোরআনের অনুসারীরা যখন শিল্প সাহিত্য জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় অবগাহন করছিল তখন ইউরোপ ডুবে ছিল অজ্ঞতা ও ধর্মান্ধতার অন্ধকার যুগে। প্রাচ্যের এই আলোকোজ্জ্বল সভ্যতা থেকেই ইউরোপের দেশে দেশে

কোরআনের মানবিকতা ও মুক্তবুদ্ধির বাণী পৌঁছাতে থাকে বিভিন্নভাবে। ইউরোপে সূচনা হয় রেনেসাঁ বা মুক্তবুদ্ধির জাগরণ। নতুনভাবে শুরু হয় জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা। এগোতে থাকে বিজ্ঞান। তাই নিঃসংশয়ে বলা যায়, কোরআন যে মানবিকতা, জ্ঞানচর্চা ও মুক্তবুদ্ধির শিক্ষা দিয়েছে তারই ফল্গুধারায় লালিত হয়ে বিশ্ব প্রবেশ করেছে বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যুগে।

প্রতিটি মানুষ বুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই একটি মৌলিক প্রশ্নের জবাব জানতে চায়। তা হলো, দুনিয়ায় আমি কীভাবে ভালো থাকব? মৃত্যুর পর কোনো জীবন আছে কি? থাকলে সেখানে কীভাবে ভালো থাকব? চৌদ্দ শ বছর ধরে কোরআন থেকে যত বেশি সংখ্যক মানুষ এই প্রশ্নের বোধগম্য জবাব পেয়েছে, আর কোনো গ্রন্থ থেকে সে তা পায় নি। কোরআন তাই কোটি কোটি মানুষের কাছে অনুভূত হয়েছে পরম করুণাময়ের করুণার এক উজ্জ্বল নিদর্শনরূপে।

কোরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহর কালাম। নাজিল হয়েছে আরবি ভাষায়। এর শব্দবিন্যাস, এর ছন্দ, এর সৌন্দর্য, এর ব্যঞ্জনা, এর অন্তর্নিহিত শক্তি, এর গভীরতা অতুলনীয়। তাই আজ পর্যন্ত এর একটি ছোট্ট সূরার সমকক্ষ সূরা কেউ রচনা করতে পারে নি। কোরআন যেহেতু আল্লাহ সরাসরি আরবি ভাষায় নাজিল করেছেন, তাই অন্য কোনো ভাষায় এর মহিমাকে অক্ষুণ্ন রেখে অনুবাদ করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

তবে আন্তরিকতা নিয়ে এর মর্মবাণী অনুধাবন করতে চাইলে যে-কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষেই তা সম্ভব। কারণ ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষের হেদায়েতের জন্যেই কোরআন নাজিল হয়েছে। তাই কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহতে সমর্পিত একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আত্মনিমগ্ন হয়ে ধ্যানের স্তরে তাঁর কালামের মর্মবাণী উপলব্ধি করেছি আর বিস্মিত, চমকিত হয়েছি।

আপ্লুত হয়েছি কোরআনের বাণীর চির নতুনত্বকে উপলব্ধি করে। দেখেছি বর্তমান যুগের প্রতিটি যন্ত্রণা ও প্রতিটি জিজ্ঞাসার জবাব এক চমৎকার গাঁথুনিতে গাঁথা আছে। স্পষ্টত অনুভব করেছি, চৌদ্দ শ বছর আগে অধঃপতিত অবিদ্যার অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষগুলো এই কোরআনের বাণীর মর্মার্থ অনুধাবন ও তা অনুসরণ করে নিজেদেরকে পৃথিবীর সেরা মানুষে রূপান্তরিত করেছিলেন, আলোকোজ্জ্বল সভ্যতার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

একইভাবে যে-কোনো বঞ্চিত, অবহেলিত বা অধঃপতিত মানুষ যদি কোরআনের মর্মবাণীকে অনুধাবন করতে পারে, অনুসরণ করতে পারে, তাহলে সে-ও পরিণত হবে যথার্থ মানুষে, সফল মানুষে, আলোকিত মানুষে। আর এই মানুষেরাই হবে ভবিষ্যৎ আলোকোজ্জ্বল সভ্যতার নির্মাতা। সমাজ মুক্তি পাবে অবিদ্যা লালসা বঞ্চনা শোষণ ও পণ্যদাসত্বের শৃঙ্খল থেকে। বর্তমানের প্রেক্ষাপটে কোরআনের গুরুত্ব অনুধাবন করার পর এর মর্মবাণী মায়ের ভাষায় প্রকাশ করার জন্যেই এই ক্ষুদ্র উদ্যোগ।

কোরআন শতাব্দীর পর শতাব্দী জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কোটি কোটি মানুষের অন্তর্দৃষ্টি খুলে দিয়েছে, তাদের বদলে দিয়েছে ভেতর থেকে, খুলে দিয়েছে তাদের সম্ভাবনার দ্বার, দিয়েছে প্রশান্ত ও পরিতৃপ্ত জীবন। তাই আল্লাহর কালামের মর্মবাণীতে আন্তরিকভাবে নিমগ্ন হোন, বার বার পড়ুন, ডুবে যান শব্দের গভীরে, বাক্যের গভীরে। কোরআনই কথা বলবে আপনার সাথে, আপনিও বদলাতে শুরু করবেন ভেতর থেকে। ধর্মে মানবিকতায় জ্ঞানে অভিজ্ঞানে হবেন এক আলোকিত মানুষ। প্রথম যুগের কোরআন অনুসারীদের মতো আপনিও দুনিয়ায় সফল ও সম্মানিত হবেন। আর আখেরাতের সম্মান তো শুধু স্রষ্টায় সমর্পিত সৎকর্মশীল মানুষদের জন্যেই। পরম করুণাময়ের করুণায় তারাই থাকবেন অনন্ত আনন্দলোকে।

সূরা ফাতেহা

রুকু ১ ॥ আয়াত ৭ ॥ মাক্কী

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রাজিম
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক
হে আল্লাহ তোমারই জন্যে।
২. তুমি দয়াময়! মেহেরবান!
৩. কর্মফল দিবসের মালিক!
৪. আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি–
শুধু তোমারই সাহায্য চাই।
৫-৬. (প্রভু হে!) তোমার প্রিয়জনদের
সহজসরল আলোকিত পথে
আমাদের পরিচালিত করো।
৭. (প্রভু হে!) বিভ্রান্ত ও অভিশপ্তদের
অন্ধকার গহ্বর থেকে
তুমি আমাদের রক্ষা করো। (আমিন!)

http://alQuran.org.bd

২. সূরা বাকারা

রুকু ৪০ ॥ আয়াত ২৮৬ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

আলিফ-লাম-মীম। ২. এ সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই কিতাব আল্লাহ-সচেতনদের পথপ্রদর্শক। ৩. আল্লাহ-সচেতনরা গায়েবে (মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে বোধগম্য না হওয়া সত্ত্বেও অদৃশ্য বাস্তবতায়) বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে, প্রাপ্ত রিজিক থেকে অন্যের জন্যে ব্যয় করে (অর্থাৎ দান করে)। ৪-৫. আর (হে নবী!) তোমার ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি যা নাজিল হয়েছে তা তারা বিশ্বাস করে। সেইসাথে বিশ্বাস করে আখেরাতে (প্রতিটি কাজের জবাবদিহিতায়)। তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত সঠিক পথের অনুসারী এবং তারাই সফলকাম।

৬. আর যারা সত্যকে অস্বীকার করেছে, (হে নবী!) তাদের তুমি যতই সতর্ক করো না কেন, তারা কখনো বিশ্বাস করবে না। ৭. আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন, কানকে করেছেন বধির আর চোখ ঢেকে দিয়েছেন পর্দায়। ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে কঠিন শাস্তি।

[এখানে আল্লাহ মনোবিজ্ঞান ও নিউরোসায়েন্সের একটি চিরায়ত সত্য প্রকাশ করেছেন : সত্য অনুসন্ধানে সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ না করে কুসংস্কার, ভ্রান্ত বিশ্বাস ও অবিদ্যা দ্বারা ক্রমাগত প্রভাবিত হতে থাকলে একজন মানুষের মস্তিষ্কের ওয়ার্কিং স্ট্রাকচার বা কর্মকাঠামো বদলে যায়। ফলে সে ব্যক্তির সত্যবাণী শোনার আগ্রহ ও সামর্থ্য দুই-ই হ্রাস পায়। ক্রমান্বয়ে অন্তর বিভ্রান্তির আস্তরে স্থায়ীভাবে আচ্ছাদিত হয়। এ মোহর লাগা ও কঠিন শাস্তি কোনো অলঙ্ঘনীয় নিয়তি নয়, এটি হচ্ছে প্রাকৃতিক আইন অনুসারে ব্যক্তির স্বাধীন পছন্দ ও কর্মের পরিণতি। একইভাবে বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্মের পুরস্কারও হচ্ছে ব্যক্তির সহজাত বিচারবুদ্ধি স্বাধীন ও সঠিকভাবে প্রয়োগের প্রতিফল।]

https://alQuran.org.bd

॥ রুকু ২ ॥

৮-১০. আবার কিছু মানুষ মুখে বলে, আমরা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী। কিন্তু ওরা আদৌ বিশ্বাসী নয়। ওরা আল্লাহ ও বিশ্বাসীদের ঠকাতে চায়। আসলে ওরা নিজেদেরই ঠকাচ্ছে, যদিও ওরা তা বোঝে না। ওদের অন্তর রোগগ্রস্ত কলুষিত আর আল্লাহ ওদের এই রোগ ক্রমান্বয়ে জটিল হতে দেন। ক্রমাগত মিথ্যাচার (ও ভণ্ডামির) পরিণামে ওদের জন্যেও অপেক্ষা করছে কঠিন শাস্তি।

১১-১৩. ওদের যখন বলা হয়, 'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি কোরো না', ওরা বলে, 'আমরাই তো শান্তি বজায় রাখছি।' সাবধান! ওরাই অশান্তি সৃষ্টিকারী। কিন্তু ওরা তা বোঝে না। যখন ওদের বলা হয়, 'সত্যিকার বিশ্বাসীদের মতো তোমরাও বিশ্বাসী হও', তখন ওরা বলে, 'আমরা কি নির্বোধদের মতো বিশ্বাস স্থাপন করব?' সাবধান! আসলে ওরাই নির্বোধ। কিন্তু ওরা তা বোঝে না।

১৪. বিশ্বাসীদের কাছে এলে এই বিভ্রান্তরা বলে, 'আমরা তো (তোমাদের মতোই) বিশ্বাসী।' আবার যখন দুরাচারীদের কাছে যায় তখন বলে, 'আসলে আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি। বিশ্বাসীদের সাথে আমরা তো শুধু তামাশা করি।'

১৫-১৬. আল্লাহ ওদের তামাশার প্রতিফল দেবেন। তিনি কিছু সময়ের জন্যে ছাড় দিয়ে রেখেছেন, যাতে ওরা ওদের অহমিকা, অবাধ্যতা ও বিভ্রান্তির মধ্যে ঘুরপাক খেতে পারে। ওরা নিজেরাই হেদায়েতের সহজসরল পথের বিনিময়ে বিভ্রান্তির পথ বেছে নিয়েছে। এই বিনিময় ওদের জন্যে লাভজনক হয় নি। বরং ওরা বিভ্রান্তির বৃত্তে আটকে গেছে। ওরা আসলেই পথ হারিয়েছে।

১৭-১৮. ওদের উপমা হচ্ছে এমন জনতার, যারা আগুন জ্বালাল। আগুনে চারপাশ আলোকিত হওয়ার পরই আল্লাহ সে আলো সরিয়ে নিলেন। ওরা ঘোর অন্ধকারে ডুবে গেল। অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখার থাকল না। ওরা বধির, বোবা ও অন্ধ। সুতরাং ওরা আঁধারেই ঘুরপাক খাবে। আলোয় ফিরে আসতে পারবে না।

১৯-২০. অথবা ওদের উপমা হচ্ছে এমন যে, ঘোর অন্ধকারে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে; এর সাথে বজ্রের গর্জন আর বিদ্যুতের চমক। বজ্রের গর্জনে মৃত্যুভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওরা কানে আঙুল দিয়ে রাখে। আল্লাহ সত্য

http://alQuran.org.bd

অস্বীকারকারীদের এক বৃত্তে আবদ্ধ করে রেখেছেন। বিদ্যুতের ঝলকানিতে ওদের দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আবার বিদ্যুতের আলোয় যখন হঠাৎ সামনের কিছুটা দেখতে পায়, তখন ওরা এগোতে থাকে। আবার যখন ঘোর অন্ধকার চারপাশ ছেয়ে ফেলে, তখন ওরা থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ ইচ্ছে করলে ওদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি পুরোপুরি কেড়ে নিতে পারতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

॥ রুকু ৩ ॥

২১. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বসূরিদের সৃষ্টি করেছেন। তাহলেই তোমরা নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। ২২. আল্লাহই জমিনকে তোমাদের জন্যে বিছানার মতো বিছিয়ে দিয়েছেন আর আকাশকে করেছেন চাঁদোয়া। তোমাদের জীবিকার জন্যে তিনি মেঘমালা থেকে পানিবর্ষণ করে ফলমূল ও ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং তোমরা জেনেশুনে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক কোরো না।

২৩-২৪. আমি আমার বান্দার প্রতি ধাপে ধাপে যা নাজিল করেছি, তাতে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে, তবে এর মতো একটিমাত্র সূরা রচনা করো এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সব সাহায্যকারীকে ডাকো। যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে একটি সূরা এনে দেখাও। আর যদি তা না পারো এবং তা তোমরা কখনোই পারবে না, তাহলে সচেতন হও জাহান্নামের আগুন সম্পর্কে, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

২৫. আর হে নবী! যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল তাদের সুসংবাদ দাও জান্নাতের, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। সেখানে যখন তাদের ফলফলাদি খেতে দেয়া হবে, তখন তারা আনন্দে বলবে, 'হাঁ, দুনিয়ায় আমরা এ ধরনের ফলই খেতাম।' সেখানে তাদের সাথে থাকবে পবিত্র সাথিরা এবং সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।

২৬. আল্লাহ মশা বা তার চেয়েও ক্ষুদ্র কোনো কিছুর উদাহরণ দিতে সংকোচ করেন না। কারণ বিশ্বাসীরা জানে যে, এই সত্য উদাহরণ তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে। আর সত্য অস্বীকারকারীরা প্রশ্ন করে যে,

http://alQuran.org.bd

আল্লাহ কী উদ্দেশ্যে এমন উপমা দিয়েছেন? এভাবে একই উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ অনেককে পথভ্রষ্ট হতে দেন আর অনেককে সত্যপথে পরিচালিত করেন। অবশ্য ফাসেক বা সত্য পরিত্যাগকারী ছাড়া কাউকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট হতে দেন না। ২৭. আসলে যারাই আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ যে সম্পর্ক বহাল রাখার আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, নিঃসন্দেহে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

২৮. তোমরা কীভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করো? তোমরা নিষ্প্রাণ ছিলে, তিনিই তোমাদের প্রাণ দিয়েছেন। এরপর তিনি তোমাদের প্রাণ হরণ করবেন আবার তিনিই তোমাদের পুনরুত্থিত করবেন। আর শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

২৯. তিনি জমিনের সবকিছু তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি তাঁর সৃজনশীলতা প্রয়োগ করেন মহাকাশে। তিনি মহাকাশকে বিন্যস্ত করেন সাত স্তরে। বস্তুত শুধু তিনিই সব বিষয়ে সবকিছু জানেন।

॥ রুকু ৪ ॥

৩০. স্মরণ করো! যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, ‘আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি’, তখন তারা বলল, ‘আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও খুনখারাবি করবে? আমরা তো সর্বদাই আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় নিমগ্ন।’ আল্লাহ জবাবে বললেন, ‘আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না।’
৩১. আর তিনি আদমকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিলেন (অর্থাৎ সকল বিষয়ের জ্ঞান দান করলেন)। এরপর এক এক করে সবকিছু ফেরেশতাদের সামনে হাজির করে বললেন, ‘তোমরা এগুলোর নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।’
৩২. তারা বলল, ‘আপনি মহাপবিত্র। আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন, তার বাইরে আমরা কিছুই জানি না। আপনি প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।’

৩৩. তিনি বললেন, হে আদম! তাদেরকে এগুলোর নাম বলে দাও। তখন আদম সবকিছুর নাম বলে দিল। এরপর আল্লাহ ফেরেশতাদের বললেন, আমি কি তোমাদের বলি নি, মহাবিশ্বের সবকিছুর অন্তর্নিহিত বাস্তবতা শুধু আমিই জানি এবং তোমরা যা প্রকাশ করো বা গোপন রাখো তা-ও আমার

http://alQuran.org.bd

জানা? ৩৪. এরপর আমি ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সেজদা করো। তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সেজদা করল। ইবলিস অহংকারবশত আমার আদেশ অমান্য করল। ফলে সে সত্য অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

৩৫. আমি বললাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস করো। সবকিছু ইচ্ছেমতো খাও। শুধু ঐ গাছের কাছে যেও না। যদি যাও, তবে তোমরা জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' ৩৬. কিন্তু শয়তান তাদের উভয়কেই প্রলুব্ধ করল। পরিণামে জান্নাত থেকে তারা বহিষ্কৃত হলো। আমি বললাম, '(ইবলিস ও) তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে দুনিয়ায় যাও। কিছুকালের জন্যে তোমরা সেখানেই জীবনযাপন করবে।'

৩৭. এরপর আদম তার প্রতিপালকের কাছ থেকে কিছু (দিক-নির্দেশনামূলক) বাণী পেল। (গভীর অনুশোচনায়) সে তওবা করল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু। ৩৮-৩৯. যদিও আমি বলেছিলাম, তোমরা সবাই এখান থেকে দুনিয়ায় যাও। তারপরও তোমাদের মঙ্গলের জন্যে আমি অবশ্যই সত্যপথের দিক-নির্দেশনা প্রেরণ করব। তখন যারা এই দিক-নির্দেশনা অর্থাৎ নৈতিক বিধিবিধান অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় বা দুঃখ থাকবে না। আর যারা এই সত্যপথের নৈতিক বিধিবিধানকে প্রত্যাখ্যান করবে, তারাই জাহান্নামের আগুনে পুড়বে। সেখানেই থাকবে তারা চিরকাল।

॥ রুকু ৫ ॥

৪০-৪১. হে বনি ইসরাইল! আমার দেয়া নেয়ামতের কথা স্মরণ করো এবং আমাকে দেয়া ওয়াদা পূরণ করো। তাহলে আমিও আমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করব। আর তোমরা আমার অবাধ্যতার ব্যাপারে সতর্ক থেকো। তোমাদের কাছে যে কিতাব রয়েছে, তার সত্যায়ন হিসেবে আমি এখন যে কিতাব নাজিল করেছি, তা বিশ্বাস করো। তোমরাই এই কিতাবের প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হয়ো না। আর পার্থিব ক্ষুদ্র লাভের জন্যে আমার আয়াত বিক্রি কোরো না। তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও। ৪২. তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিও না। জেনেশুনে সত্য গোপন কোরো না। ৪৩. তোমরা নামাজ কায়েম করো, অন্যের কল্যাণে ব্যয় করো এবং প্রার্থনাকারীদের সাথে প্রার্থনায় অবনত হও। ৪৪. তোমরা অন্যকে সৎ কাজ করতে বলো আর

http://alQuran.org.bd

নিজেরা তা পালন করতে ভুলে যাও! অথচ তোমরা আল্লাহর কিতাব পাঠ করো। তোমরা কি তোমাদের সহজাত বিচারবুদ্ধিও প্রয়োগ করবে না?

৪৫-৪৬. তোমরা সবর ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই বিনয়াবনতরা ছাড়া অন্যদের জন্যে নামাজ কঠিন কাজ। অবশ্য যারা বিশ্বাস করে যে, জবাবদিহিতার জন্যে তাদেরকে মহান প্রতিপালকের মুখোমুখি হতে হবে এবং তাঁর কাছেই তারা ফিরে যাবে, তারাই বিনয়াবনত হতে পারে।

॥ রুকু ৬ ॥

৪৭. হে বনি ইসরাইল! আমার সেই নেয়ামতের কথা স্মরণ করো! যা দিয়ে আমি তোমাদের অনুগৃহীত করেছিলাম এবং দুনিয়ায় অন্যদের চেয়ে তোমাদেরকে বেশি আনুকূল্য প্রদর্শন করেছিলাম। ৪৮. আর তোমরা সেই দিন সম্পর্কে সচেতন হও, যেদিন কোনো মানুষ কারো কোনো কাজে আসবে না, কারো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, কোনো মুক্তিপণ নেয়া হবে না এবং কেউ অন্যের কোনোরকম সাহায্যও পাবে না।

৪৯. আর স্মরণ করো! যখন আমি ফেরাউনের দাসত্ব থেকে তোমাদের রেহাই দিয়েছিলাম, যারা তোমাদের ছেলেদের খুন করত আর মেয়েদের বাঁচিয়ে রাখত। এ ছিল তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে এক কঠিন পরীক্ষা। ৫০. (স্মরণ করো!) যখন তোমাদের জন্যে সাগরকে দ্বিধাবিভক্ত করেছিলাম, তোমাদেরকে নিরাপদে পার করেছিলাম আর তোমাদের চোখের সামনে ফেরাউনকে দলবলসহ সাগরে ডুবিয়েছিলাম। ৫১-৫২. এরপর আমি মুসার জন্যে (তুর পাহাড়ে অবস্থানকাল) ৪০ রাত নির্ধারণ করেছিলাম। কিন্তু মুসা তুর পাহাড়ে যাওয়ার পর তোমরা একটা বাছুরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে মারাত্মক সীমালঙ্ঘন করেছিলে। তারপরও আমি তোমাদের ক্ষমা করেছি, যাতে তোমরা শোকরগোজার হও।

৫৩. আর স্মরণ করো! আমি মুসাকে সত্য-মিথ্যার মানদণ্ডরূপে কিতাব দিয়েছিলাম, যাতে তোমরা সৎপথে চলতে পারো। ৫৪. আর মুসা যখন নিজের সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের ওপর মারাত্মক জুলুম করেছ। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা করো এবং নিজেদের কলুষিত অন্তরকে পরিশুদ্ধ করো।

http://alQuran.org.bd

(আল্লাহর দৃষ্টিতে এটি হবে উত্তম কাজ।) তাহলে আল্লাহ তোমাদের তওবা কবুল করবেন। তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

৫৫. আর যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মুসা! আমরা আল্লাহকে সরাসরি না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনো বিশ্বাস করব না।' তখন অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে তোমরা নিষ্প্রাণ হয়ে গেলে। ৫৬. সেই মৃতপ্রায় অবস্থা থেকে আমি তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করলাম, যাতে তোমরা শোকরগোজার হতে পারো।

৫৭. আমি তোমাদের ওপর মেঘের ছায়া বিস্তার করলাম এবং তোমাদের জন্যে 'মান্না ও সালওয়া' পাঠালাম। বললাম, তোমাদেরকে যে উত্তম রিজিক দিয়েছি, তা থেকে তৃপ্তিসহকারে পানাহার করো। বস্তুত তোমাদের পূর্বপুরুষরা (পাপাচারে লিপ্ত হয়ে) আমার কোনো ক্ষতি করতে পারে নি। তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে।

৫৮-৫৯. স্মরণ করো! যখন আমি বললাম, তোমরা এ জনপদে প্রবেশ করো এবং ইচ্ছেমতো পানাহার করো। কিন্তু জনপদে প্রবেশ করবে 'ক্ষমা চাই' বলতে বলতে নতশিরে দরজা দিয়ে। আমি তোমাদের ক্ষমা করব এবং সৎকর্মশীলদের জন্যে আমার দান বাড়িয়ে দেবো। কিন্তু তাদের যা বলা হয়েছিল, সীমালঙ্ঘনকারীরা তার বদলে ভিন্ন কথা বলল। শেষ পর্যন্ত আমি তাদের ওপর আজাব নাজিল করলাম–এটি ছিল সত্যত্যাগের শাস্তি।

॥ রুকু ৭ ॥

৬০. স্মরণ করো! যখন মুসা তার সম্প্রদায়ের জন্যে পানি প্রার্থনা করল, আমি বললাম, 'তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করো।' তারপর সেখানে ১২টি ঝর্নাধারা প্রবাহিত হলো। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানির স্থান চিনে নিল। আমি বললাম, 'আল্লাহর দেয়া রিজিক থেকে তোমরা পানাহার করো আর পৃথিবীতে অনাচার ও অশান্তি সৃষ্টি কোরো না।'

৬১. (স্মরণ করো!) তোমরা যখন বলেছিলে, 'হে মুসা! দিনের পর দিন একই খাবার খেতে খেতে আমরা ক্লান্ত। তাই তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করো, তিনি যেন আমাদের জন্যে জমিন থেকে শাকসবজি, শশা, গম, ডাল ও পেঁয়াজ উৎপন্ন করেন।' মুসা বলল, 'তোমরা কি ভালোর বদলে খারাপ জিনিস নিতে চাও? তাহলে সেই লাঞ্ছনার রাজত্বে ফিরে যাও! তোমরা

http://alQuran.org.bd

যা চাচ্ছ সব সেখানে পাবে!' শেষ পর্যন্ত ওরা লাঞ্ছনা অপমান ও দুর্দশায় পতিত হলো। আটকে গেল আল্লাহর গজবের বৃত্তে। কারণ এ ছিল ওদের অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের পরিণতি। ওরা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করেছে। নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে।

॥ রুকু ৮ ॥

৬২. নিশ্চয়ই মুসলমান, ইহুদি, খ্রিষ্টান ও সাবেয়ীদের মধ্যে যারাই আল্লাহ ও মহাবিচার দিবসে বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে, তাদের সবার জন্যেই প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

৬৩. স্মরণ করো! যখন তুর পাহাড়কে ওপরে তুলে ধরে তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করে বলেছিলাম, 'আমি যে কিতাব দিলাম তা শক্ত করে ধরো আর এর মধ্যে যে বিধিবিধান আছে তা মনে রেখো, যাতে তোমরা আল্লাহ-সচেতন হয়ে চলতে পারো।'

৬৪-৬৬. এরপরও তোমরা (সত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলে! তোমাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যেতে। তোমরা ভালোভাবেই জানো, তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারে সীমালঙ্ঘন করেছিল, আমি তাদের বলেছিলাম, ধিক্কৃত বানর হও! (অর্থাৎ এমন অধঃপাতে যাও যাতে চারদিক থেকে ধিক্কার বর্ষিত হয়।) এই ঘটনা তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ-সচেতনদের জন্যে উপদেশস্বরূপ।

৬৭. স্মরণ করো! যখন মুসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু জবাই করার হুকুম দিয়েছেন।' তারা বলেছিল, 'তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ?' মুসা বলেছিল, 'মূর্খদের মতো কথা বলা থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি।'

৬৮. তারা বলল, 'তোমার প্রতিপালককে আমাদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে বলো, গরুটি কেমন হবে?' মুসা বলল, 'আল্লাহ বলেছেন, এ এমন একটি গাভী যা বুড়োও নয়, বাছুরও নয়–মাঝবয়সী। অতএব তোমরা যে আদেশ পেয়েছ, তা পালন করো।'
৬৯. তারা বলল, 'তোমার প্রতিপালককে আমাদের স্পষ্ট করে জানাতে বলো, গাভীর রং কী হবে?' মুসা বলল, 'সেটি

http://alQuran.org.bd

হবে হলুদ রঙের। এর উজ্জ্বল গাঢ় রং দেখে দর্শক খুশি হবে।’ ৭০. তারা বলল, ‘তোমার প্রতিপালককে আমাদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে বলো, সেটা কী ধরনের গাভী? আমরা গাভীটি নিয়ে বিভ্রান্তিতে আছি। আল্লাহ চাইলে নিশ্চয়ই আমরা পথ পাব।’

৭১. মুসা বলল, তিনি বলেছেন, ‘এ এমন এক গাভী যা জমি চাষে বা ক্ষেতে পানি সেচের কাজে লাগানো হয় নি, সম্পূর্ণ নিখুঁত ও সুস্থ।’ তারা বলল, ‘এখন তুমি ঠিক তথ্য এনেছ।’ যদিও তারা এত সুন্দর গাভী জবাই করতে প্রস্তুত ছিল না, তবুও তারা জবাই করল।

॥ রুকু ৯ ॥

৭২. স্মরণ করো! যখন তোমরা একজন মানুষকে খুন করে একে অন্যের ওপর দোষারোপ করছিলে এবং তোমরা বিষয়টি গোপন রাখতে চাইলেও আল্লাহ তা প্রকাশ করলেন। ৭৩. তখন আমি বললাম, ‘গরুর একটি অংশ দিয়ে মৃতকে আঘাত করো।’ এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন আর তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখান, যেন তোমরা বুঝতে শেখো।

৭৪. কিন্তু এমন নিদর্শন দেখার পরও তোমাদের অন্তর পাষাণ বা পাষাণের চেয়েও কঠিন হয়ে গেল। কোনো কোনো পাথর থেকে তো ঝর্না বা নালা প্রবাহিত হয়, কতক পাথর ফেটে গেলে তার ভেতর থেকে পানি বেরিয়ে আসে। আবার কিছু পাথর আছে, যা আল্লাহর কথা মনে করে হতবিহ্বল হয়ে ধসে পড়ে। তোমরা যা-ই করো আল্লাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল।

৭৫-৭৭. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আল্লাহর বাণী শুনে এবং ভালো করে বোঝার পরও একে বিকৃত করা ওদের একটি দলের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এরপরও কি তোমরা আশা করো, ওরা তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিশ্বাস স্থাপন করবে? যখন ওরা বিশ্বাসীদের কাছে আসে তখন ওরা বলে, ‘আমরাও বিশ্বাস করি’। আবার যখন তারা নিজেদের মধ্যে নির্জনে মিলিত হয়, তখন ওরা বলে, আল্লাহ যা শুধু তোমাদের কাছে বলেছেন, তোমরা কেন তা বিশ্বাসীদের সামনে বলে ফেলো? এ কথাগুলোকেই তো তারা প্রতিপালকের সামনে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে। তোমরা কি নির্বোধ–তোমরা কি বোঝো না? ওরা কি তাহলে জানে না যে, ওরা যা গোপন রাখতে চায় বা প্রকাশ করে সবই আল্লাহ জানেন?

http://alQuran.org.bd

৭৮. ওদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক রয়েছে, আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে যাদের কোনো জ্ঞান নেই। প্রচলিত সংস্কার, অমূলক প্রত্যাশা ও ভ্রান্ত বিশ্বাসই ওদের সম্বল।
৭৯. দুর্ভোগ তাদের জন্যে, যারা নিজেরা কিছু রচনা করে এবং ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্যে বলে, 'এই বিধিবিধান আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে'। তাদের হাত যা রচনা করেছে তা হবে তাদের সর্বনাশের কারণ, আর এর বিনিময়ে তারা যা অর্জন করেছে তা হবে তাদের ধ্বংসের উপকরণ।

৮০-৮১. ওরা বলে, হাতে-গোনা কয়েকদিন ছাড়া জাহান্নামের আগুন কখনো আমাদের স্পর্শ করবে না। ওদের জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি পেয়েছ? কারণ তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। না, তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে না জেনে, না বুঝেই এমন কথা বলছ? যারা অন্যায় করে, পাপ যাদের ঘিরে রাখে তারা চিরকাল জাহান্নামের আগুনেই পুড়বে।
৮২. আর যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল তারাই জান্নাতে বাস করবে–সেখানে থাকবে চিরকাল।

॥ রুকু ১০ ॥

৮৩. স্মরণ করো! যখন বনি ইসরাইলের কাছ থেকে আমি অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করবে না। মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন, এতিম ও অসহায়দের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। সবার সাথে সদাচরণ করবে আর নামাজ কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। কিন্তু অল্প কয়েকজন ছাড়া সবাই অঙ্গীকার লঙ্ঘন করেছিলে।

৮৪. স্মরণ করো! যখন বনি ইসরাইলের কাছ থেকে আরো অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা একে অন্যের রক্তপাত করবে না এবং আপনজনকে দেশছাড়া করবে না। তখন তোমরা তা স্বীকার করে নিয়েছিলে আর তোমরাই এর সাক্ষী।

৮৫. তারপরও তোমরা একে অন্যকে খুন করেছ, তোমাদের এক দলকে আরেক দল দেশছাড়া করেছ, তোমাদেরই এক দল অন্য দলের ওপর অন্যায় ও জুলুমে জালেমদের মদদ দিয়েছ। আবার তারাই বন্দিরূপে তোমাদের সামনে হাজির হলে মুক্তিপণ নিয়ে তাদের মুক্ত করেছ। অথচ তাদের

http://alQuran.org.bd

দেশছাড়া করাটাই তোমাদের জন্যে অবৈধ ছিল। তবে কি তোমরা আল্লাহর বিধিবিধানের কিছু অংশ বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান করো? তোমাদের মধ্যে যারাই এমন কাজ করবে, তারা প্রতিফল হিসেবে পার্থিব জীবনে পাবে লাঞ্ছনা ও অপমান। আর মহাবিচার দিবসে তো তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে আরো কঠিন শাস্তি। তোমরা যা করো আল্লাহ সবই জানেন।

৮৬. যারাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে বেছে নেবে, তাদের যন্ত্রণা ও শাস্তি কখনো লাঘব হবে না। আর তারা কোনো সাহায্যও পাবে না।

॥ রুকু **১১** ॥

৮৭. নিশ্চয়ই আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি। তারপর একের পর এক রসুল পাঠিয়েছি। শেষে মরিয়মপুত্র ঈসাকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ পাঠিয়েছি এবং পবিত্র আত্মা (জিবরাইলের) মাধ্যমে তার শক্তি বৃদ্ধি করেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখনই কোনো রসুলের কাছে নাজিল হওয়া বিধিবিধান তোমাদের পছন্দ হয় নি, তখনই আত্মগর্বী হয়ে তোমরা তাকে অস্বীকার করেছ, আর কাউকে খুন করেছ। (তোমাদের এই আচরণ একেবারেই অবাঞ্ছিত।)

৮৮. ওরা বলে, 'আমাদের অন্তর ইতোমধ্যেই জ্ঞানে টইটম্বুর হয়ে আছে।' কিন্তু সত্য অস্বীকার করার কারণে আল্লাহ ওদের লানত (অর্থাৎ তাঁর রহমত থেকে চিরতরে বঞ্চিত) করেছেন। (আসলে আত্মম্ভরিতার বাইরে) ওরা খুব সামান্যই বিশ্বাস করে। ৮৯. এখন ওদের নিজস্ব কিতাবের সমর্থনে আল্লাহর কাছ থেকে নতুন কিতাব এসেছে, কিন্তু ওরা সব জেনেবুঝে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। অথচ ইতঃপূর্বে ওরা নিজেরাই সত্য অস্বীকারকারীদের মোকাবেলায় বিজয় ও সাহায্য লাভের জন্যে এ কিতাবের উল্লেখ করে প্রার্থনা করত। সুতরাং সত্য অস্বীকারকারীদের ওপর আল্লাহর লানত।

৯০. আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, সেই কিতাবকে ওরা এই ঈর্ষায় প্রত্যাখ্যান করেছে যে, আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্য থেকে (ওদের বদলে) অন্যকে এই অনুগ্রহে অনুগৃহীত করেছেন। এ ঈর্ষা ও আত্মগর্ব কত না খারাপ যা ওদের আত্মাকে কলুষিত করেছে! ফলে ওরা গজবের পর গজবে বিপর্যস্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে নির্দিষ্ট রয়েছে অত্যন্ত লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

http://alQuran.org.bd

৯১. যখন ওদের বলা হয়, 'আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তাতে বিশ্বাস করো', তখন ওরা বলে, 'আমাদের ওপর যা নাজিল হয়েছে আমরা শুধু তাতেই বিশ্বাস করি।' এ-ছাড়া আর সবকিছুই ওরা প্রত্যাখ্যান করে, যদিও তা সত্য এবং ওদের কিতাবের সমর্থক। (হে নবী!) জিজ্ঞেস করো, 'যদি তোমরা তোমাদের কিতাবের প্রতি সত্যিকার বিশ্বাসীই হবে, তবে কেন অতীতে রসুলদের খুন করেছিলে?'

৯২. (হে বনি ইসরাইল!) নিশ্চয়ই মুসা তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার সাময়িক অনুপস্থিতিতে তোমরা একটি বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে। তোমরা নিঃসন্দেহে সীমালঙ্ঘনকারী।

৯৩. স্মরণ করো! যখন তোমরা আমার কাছে অঙ্গীকার করেছিলে এবং তুর পাহাড়কে তোমাদের ওপরে তুলেছিলাম, তখন বলেছিলাম, আমি যে বিধিবিধান দিচ্ছি তা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং দৃঢ়তার সাথে সে অনুসারে কাজ করো। ওরা বলেছিল, আমরা শুনলাম কিন্তু অমান্য করলাম। সত্য অস্বীকার করার কারণে ওদের অন্তরে বাছুরপ্রীতি সৃষ্টি হয়েছিল। (হে নবী!) বলো, যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাকো, তবে তোমাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের নির্দেশিত কাজ কতই না নিকৃষ্ট!

৯৪. (হে নবী!) বলো, 'আল্লাহ অন্যদের বাদ দিয়ে জান্নাত শুধু তোমাদের জন্যেই নির্ধারিত রেখেছেন, তোমাদের এ দাবি যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তো মৃত্যুকে তোমাদের স্বাগত জানানো উচিত।' ৯৫. কিন্তু না, কখনোই ওরা মৃত্যুকামনা করবে না, কারণ ওরা জানে পৃথিবীতে ওরা কী কাজ করেছে। আর আল্লাহ জালেমদের সবকিছুই জানেন। ৯৬. সব মানুষের চেয়ে, এমনকি শরিককারীদের চেয়েও দীর্ঘজীবনের প্রতি আসক্ত হিসেবেই (হে নবী!) তুমি ওদেরকে দেখতে পাবে। ওরা সবাই হাজার বছর বাঁচতে চায়। কিন্তু দীর্ঘায়ু ওদেরকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না। ওরা যা-ই করে আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল।

॥ রুকু ১২ ॥

৯৭. হে নবী! বলো, জিবরাইলের প্রতি যে শত্রুতা পোষণ করে তার জানা উচিত, জিবরাইল আল্লাহর নির্দেশে তোমার হৃদয়ে কোরআন পৌঁছে দিয়েছে, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা স্বীকার করে, যা সত্য-বিশ্বাসীদের

http://alQuran.org.bd

পথপ্রদর্শক ও সাফল্যের সুসংবাদ বহনকারী। ৯৮. যারা আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর রসুলদের এবং জিবরাইল ও মিকাইলের শত্রু, তারা জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ স্বয়ং সেই সত্য অস্বীকারকারীদের বিপক্ষে।

৯৯. নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি বহু সুস্পষ্ট আয়াত নাজিল করেছি। সত্যত্যাগী ছাড়া কেউই এগুলো অস্বীকার করবে না। ১০০. তবে যখনই ওরা কোনো ওয়াদা করেছে, তখনই ওদের কোনো না কোনো দল সে ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। আসলে ওদের অধিকাংশই সত্য-বিশ্বাসী নয়। ১০১. যখন আল্লাহর কাছ থেকে কোনো রসুল এসে ওদের কিতাবের সত্যতা সমর্থন করে, তখন পূর্বতন কিতাবিদের একটি দল আল্লাহর কিতাবকে এমনভাবে পেছনে লুকিয়ে ফেলে যেন ওরা কিছুই জানে না।

১০২. (আল্লাহর কিতাবের পরিবর্তে) ওরা অনুসরণ শুরু করল শয়তানি চর্চার, যে চর্চা সোলায়মানের রাজত্বকালে সত্যত্যাগীরা করেছে। অথচ সোলায়মান কখনো সত্যত্যাগ করে নি। কিন্তু শয়তানরা সত্যত্যাগ করেছিল। ওরা মানুষকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত। ওরা জাদুবিদ্যা শিখেছিল ব্যাবিলনে হারুত ও মারুতের কাছ থেকে। হারুত ও মারুত কাউকে শিক্ষা দেয়ার আগে বলত, ‘দেখ, আমরা হচ্ছি তোমাদের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ। তোমরা সত্যত্যাগ কোরো না।’ এ দুজনের কাছ থেকে ওরা এমন জাদু শিখল যা দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যায়। অবশ্য তা প্রয়োগ করে ওরা কারো কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। জাদু শিখে আসলে ওরা নিজেদেরই ক্ষতি করেছে, যা ওদের কোনো উপকারে আসে নি। ওরা নিশ্চিতভাবেই জানত, এ পথে গেলে পরকালে কোনো কল্যাণ নেই। হায়! যদি ওরা জানত কত নিকৃষ্ট জিনিসের বিনিময়ে ওরা ওদের আত্মাকে বিক্রি করেছে! ১০৩. অথচ সত্য বিশ্বাস করলে এবং আল্লাহ-সচেতন হলে নিশ্চয়ই ওরা আল্লাহর কাছে উত্তম পুরস্কার পেত। হায়! যদি ওরা এ সত্যকে বুঝত!

॥ রুকু ১৩ ॥

১০৪. হে বিশ্বাসীগণ! রসুলকে লক্ষ করে ‘রায়িনা’ বোলো না, ‘উনজুরনা’ বলো এবং রসুলের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। (জেনে রাখো) সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে। ১০৫. কিতাবিদের মধ্যে যারা সত্য অস্বীকারকারী এবং শরিককারী তারা চায় না যে, প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের ওপর কোনো কল্যাণ (আয়াত) নাজিল

http://alQuran.org.bd

হোক। অথচ আল্লাহ যাকে চান তাকেই নিজের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র হিসেবে মনোনীত করেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহদাতা।

১০৬. আমি (পূর্ববর্তী কিতাবের) কোনো আয়াত রহিত করলে বা ভুলে যেতে দিলে তার সমতুল্য বা তার চেয়ে উত্তম আয়াত পেশ করি। তুমি কি জানো না, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান? ১০৭. তুমি কি জানো না, মহাকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো রক্ষাকারী বা সাহায্যকারী নেই?

১০৮. হে বিশ্বাসীগণ! পূর্বে মুসাকে তার সম্প্রদায় যেভাবে প্রশ্ন করত, তোমরা কি তোমাদের রসুলকে সেভাবে প্রশ্ন করতে চাও? (মনে রেখো) বিশ্বাস স্থাপন করার পরিবর্তে যারা সত্যকে অস্বীকার করেছে, নিঃসন্দেহে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। ১০৯. সুস্পষ্টভাবে সত্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরও স্বার্থপরতা ও ঈর্ষার কারণে কিতাবিদের মধ্যে অনেকেই তোমাদেরকে বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করে সত্য অস্বীকারকারীরূপে ফিরে পেতে চায়। তোমরা ওদের ক্ষমা করো ও উপেক্ষা করো, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১১০. (হে বিশ্বাসীগণ!) তোমরা নামাজ কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো। পরকালীন মুক্তির জন্যে তোমরা যতটুকু সৎকর্ম করবে, তার সবটাই আল্লাহর কাছে জমা থাকবে। আল্লাহ তোমাদের সব কাজেরই দ্রষ্টা।

১১১-১১২. ওরা বলে, 'ইহুদি বা খ্রিষ্টান ছাড়া অন্য কেউ কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' এটি ওদের মিথ্যা প্রত্যাশা। বলো, 'তোমরা সত্যবাদী হলে এর সপক্ষে প্রমাণ পেশ করো।' আসল সত্য হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে যারাই আল্লাহতে পুরোপুরি সমর্পিত হবে এবং সৎকর্ম করবে, প্রতিপালক অবশ্যই তাদের যথাযোগ্য প্রতিফল দেবেন। তাদের কোনো ভয় বা দুঃখ থাকবে না।

॥ রুকু ১৪ ॥

১১৩. ইহুদিরা বলে, 'খ্রিষ্টানদের বিশ্বাসের কোনো ভিত্তি নেই', খ্রিষ্টানরা বলে, 'ইহুদিদের বিশ্বাসের কোনো সত্যতা নেই'। অথচ উভয় সম্প্রদায়ই কিতাব পড়ে। আবার যাদের কিতাবের কোনো জ্ঞান নেই তারাও অনুরূপ দাবি করে।

http://alQuran.org.bd

সুতরাং (এ নিয়ে কোনো বিতর্কের প্রয়োজন নেই) শেষবিচারের দিন আল্লাহ এই মতবিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা করবেন।

১১৪. আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করতে যে ব্যক্তি বাধা দেয় এবং তা ধ্বংস করার চেষ্টা করে, তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে? অথচ মসজিদে বিনয়াবনত চিত্তে প্রবেশ করা উচিত। পৃথিবীতে ওদের জন্যে রয়েছে চরম লাঞ্ছনা এবং পরকালে অপেক্ষা করছে কঠিন শাস্তি।

১১৫. পূর্ব-পশ্চিম সবই আল্লাহর। তুমি যে-দিকেই মুখ করো, সে-দিকেই আল্লাহকে পাবে। আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান এবং সর্বজ্ঞ।

১১৬. ওরা বলে, 'আল্লাহ সন্তান নিয়েছেন'। (তিনি একথার পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত) তিনি মহাপবিত্র, মহামহিম! আসলে মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই আল্লাহর। সবকিছুই তাঁর একান্ত অনুগত। ১১৭. আল্লাহ মহাকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। যখনই কিছু করতে চান, তিনি শুধু বলেন 'হও', তখনই তা হয়ে যায়।

১১৮. মূর্খরা বলে, আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন? অথবা আমাদের নিকট কোনো অলৌকিক নিদর্শন আসে না কেন? ওদের পূর্বসূরিরাও ওদের মতো এভাবেই বলত। (অতীত বা বর্তমান) সকল পথভ্রষ্টের অন্তর একই রকম। (বাস্তবতা হচ্ছে) বিশ্বাসী হৃদয়ের সামনে আমার নিদর্শনসমূহ উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট।

১১৯. হে রসুল! আমি তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি। জাহান্নাম যাদের ঠিকানা, তাদের ব্যাপারে তোমাকে কখনোই কোনো প্রশ্ন করা হবে না। ১২০. ওদের মতাদর্শ অনুসরণ না করা পর্যন্ত ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা কখনোই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। ওদের বলো, আল্লাহর পথনির্দেশই প্রকৃত পথনির্দেশ। সত্যজ্ঞান লাভের পর তুমি যদি ওদের ভ্রান্ত ধ্যানধারণা অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহর হাত থেকে কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না, তোমার কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না। ১২১. আমি যাদের কিতাব দিয়েছি, তাদের মধ্যে যারা তা যথাযথভাবে পাঠ ও অনুসরণ করে তারাই সত্যিকারের বিশ্বাসী। আর যারা এ সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে তারা আসলেই ক্ষতিগ্রস্ত।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ১৫ ॥

১২২. হে বনি ইসরাইল! স্মরণ করো! তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতসমূহ। স্মরণ করো! কতভাবে আমি অন্যান্য জাতির চেয়ে তোমাদেরকে বেশি আনুকূল্য প্রদর্শন করেছিলাম। ১২৩. আর সেদিন সম্পর্কে সতর্ক হও, যেদিন কেউ কারো উপকারে আসবে না, কারো কাছ থেকে মুক্তিপণ নেয়া হবে না, কারো কোনো সুপারিশও কাজে লাগবে না, আর কারো কাছ থেকে সাহায্যও পাবে না।

১২৪. স্মরণ করো! ইব্রাহিমকে তাঁর প্রতিপালক কিছু বিষয়ে পরীক্ষা নিয়েছিলেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ বললেন, 'আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা মনোনীত করেছি।' সে বলল, 'আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও কি নেতা হবে?' আল্লাহ বললেন, 'আমার প্রতিশ্রুতি জালেমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।'

১২৫. সে-সময়ের কথা স্মরণ করো! যখন আমি কাবাঘরকে মানবজাতির সর্বকালের মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, 'তোমরা মাকামে ইব্রাহিমকে নামাজের স্থান হিসেবে গ্রহণ করো।' আমি ইব্রাহিম ও ইসমাইলকে আদেশ করি, তোমরা তাওয়াফকারী, এতেকাফকারী (অর্থাৎ আত্মনিমগ্ন ধ্যানী) ও রুকু-সেজদাকারীদের জন্যে আমার ঘরকে পবিত্র রাখবে।

১২৬. স্মরণ করো! ইব্রাহিমের প্রার্থনা : 'হে আমার প্রতিপালক! এই শহরকে সবার জন্যে নিরাপদ করো। আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করবে, তাদের ফলাহারসহ জীবিকা প্রদান করো।' আল্লাহ বললেন, তবে যারা সত্যকে অস্বীকার করবে তাদেরকেও কিছুকাল জীবন উপভোগ করার সুযোগ দেবো। তারপর ওদেরকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। আর এ পরিণতি কতই না নিকৃষ্ট!

১২৭-১২৯. যখন ইব্রাহিম ও ইসমাইল কাবাঘরের দেয়াল তুলছিল তখন তারা দোয়া করেছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের এ-কাজ কবুল করো! নিশ্চয়ই তুমি সব শোনো, সব জানো। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পুরোপুরি তোমাতে সমর্পিত করো এবং আমাদের বংশধর হতে এমন একটি জাতির উত্থান ঘটাও যারা তোমাতে পুরোপুরি সমর্পিত হবে।

http://alQuran.org.bd

আমাদেরকে ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি শিখিয়ে দাও! আমাদের দোষত্রুটি ক্ষমা করো। নিশ্চয়ই তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু। হে আমাদের প্রতিপালক! এ জাতির মধ্য থেকে তাদের কাছে এমন এক রসুল প্রেরণ করো, যে তোমার আয়াত পাঠ করবে, তাদেরকে কিতাবের জ্ঞান ও হিকমা শিক্ষা দেবে এবং তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করবে। নিশ্চয়ই তুমি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’

॥ রুকু ১৬ ॥

১৩০-১৩১. আহাম্মক ছাড়া ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ থেকে কে মুখ ফেরাবে? পৃথিবীতে আমি তাকে নেতা মনোনীত করেছি। আর আখেরাতেও সে হবে সৎকর্মশীল ন্যায়পরায়ণদের একজন। তার প্রতিপালক যখন তাকে বলেছিলেন, ‘সমর্পিত হও’, সাথে সাথে সে বলেছিল, ‘বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের কাছে আমি নিজেকে সমর্পণ করলাম।’

১৩২. আর ইব্রাহিম ও ইয়াকুব তাদের সন্তানদের নির্দেশ দিয়েছিল, ‘হে আমার সন্তানেরা! আল্লাহ তোমাদের জন্যে এ সত্যধর্ম মনোনীত করেছেন। অতএব তোমরা আল্লাহতে পুরোপুরি সমর্পিত না হয়ে মারা যেও না’।

১৩৩. (হে বনি ইসরাইল!) অন্য কেউ নয় বরং তোমরাই তো সাক্ষী যে, ইয়াকুব মৃত্যুশয্যায় তার সন্তানদের জিজ্ঞেস করেছিল, আমার মৃত্যুর পর তোমরা কার উপাসনা করবে? তারা একবাক্যে বলেছিল, আমরা সেই এক আল্লাহরই ইবাদত করব, যিনি আপনার ও আপনার পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাকের আল্লাহ। তিনিই একমাত্র উপাস্য এবং আমরা তাঁর কাছেই সমর্পিত।

১৩৪. (হে বনি ইসরাইল!) এরা ছিল অতীতের উম্মত। তারা যা অর্জন করেছিল তা তাদের আর তোমরা যা অর্জন করবে তার ফল তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে। তাদের (সৎকর্মের) কারণে তোমাদের কোনো ছাড় দেয়া হবে না। *[এখানে আল্লাহ তার চিরায়ত বিধানের কথা বলেছেন। পূর্বসূরিদের সৎ বা অসৎকর্মের ফল পরকালে অন্যের ওপর বর্তাবে না।]*

১৩৫. তারা বলে, ইহুদি বা খ্রিষ্টান হও, সঠিক পথ পাবে। বলো, কখনো নয়! আমরা বরং একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করব।

http://alQuran.org.bd

ইব্রাহিম ছিল যথার্থ সত্যের অনুসারী। সে কখনো শরিককারী ছিল না।
১৩৬. (হে বিশ্বাসীরা!) তোমরা বলো, ‘আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করি। আর যা আমাদের ওপর এবং ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরদের ওপর নাজিল হয়েছে তাতে বিশ্বাস করি, সেইসাথে যা মুসা, ঈসা ও অন্যান্য রসুলকে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে, সবকিছুই আমরা বিশ্বাস করি। আমরা রসুলদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। আমরা একমাত্র আল্লাহর কাছেই সমর্পিত।’

১৩৭. ওরাও যদি তোমাদের মতোই বিশ্বাস করে, তবে নিশ্চয়ই ওরা হেদায়েতের সরলপথ পাবে। আর যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বুঝতে হবে ওরা অবশ্যই কঠিন গোঁড়ামি ও ভ্রান্তিতে ডুবে আছে। ওদের মোকাবেলায় তোমাদের সাহায্যের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি সব শোনেন, সব জানেন।

১৩৮. (হে নবী! বলো, আমাদের জীবন) আল্লাহর রং-এ রঙিন। আল্লাহ ছাড়া (জীবনকে) এত সুন্দর রং আর কে দিতে পারে? আমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করি।

১৩৯. ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বলো, তোমরা কি আল্লাহকে নিয়ে আমাদের সাথে তর্ক করতে চাও? শোনো, তিনি আমাদেরও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক! আমাদের কাজের হিসাব আমাদের দিতে হবে আর তোমাদের কাজের হিসাব তোমরা দেবে। আমরা একনিষ্ঠভাবে তাঁরই ইবাদত করি।
১৪০. তোমরা কি দাবি করো যে, ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরেরা ইহুদি বা খ্রিষ্টান ছিল? তাদের জিজ্ঞেস করো, ‘কে বেশি জানে? তোমরা, না আল্লাহ?’ আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া প্রমাণ যে গোপন করে, তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে? আল্লাহ তোমাদের প্রতিটি কাজ সম্পর্কে জানেন।

১৪১. তারা অতীতের উম্মত। তাদের অর্জন তাদের জন্যে আর তোমরা যা অর্জন করবে, তার ফল তোমাদেরই ভোগ করতে হবে। তাদের সৎকর্মের কারণে তোমাদের কোনো ছাড় দেয়া হবে না।

http://alQuran.org.bd

দ্বিতীয় পারা

॥ রুকু ১৭ ॥

১৪২. নির্বোধরা তোমাদের সম্পর্কে বলবে যে, তারা এ পর্যন্ত যে কেবলা অনুসরণ করছিল, তা থেকে তারা কেন অন্যদিকে মুখ ফেরাল? হে নবী! বলো, পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর। আর তিনি যাকে ইচ্ছা সরলপথে পরিচালিত করেন।

১৪৩. আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী উম্মত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে সমগ্র মানবজাতির সামনে তোমাদের জীবন হবে সত্যের উদাহরণ আর তোমাদের সামনে রসুল হবে সত্যের প্রতীক। তুমি এ পর্যন্ত যে কেবলা অনুসরণ করছিলে তা এজন্যে চালু রেখেছিলাম, যাতে প্রকাশ্যে বোঝা যায় যে, কে রসুলকে অনুসরণ করছে আর কে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। আল্লাহ যাদের সৎপথে পরিচালিত করেছেন, তারা ছাড়া অন্যদের জন্যে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া খুবই কঠিন। আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের বিশ্বাসকে ব্যর্থ হতে দেবেন না। মানুষের প্রতি আল্লাহ পরম মমতাময়, অতিদয়ালু।

১৪৪. (দিক-নির্দেশনা পাওয়ার আশায়) ওপরের দিকে তোমার বার বার তাকানো আমি অবশ্যই লক্ষ করেছি। এখন তোমার মুখ সেই কেবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তোমার আশা পূরণ করবে। সুতরাং তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফেরাও। এরপর তুমি যেখানেই থাকো না কেন, কাবার দিকে মুখ করে নামাজ পড়বে। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তারা নিশ্চিতভাবেই জানে যে, এটি তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে আগত সত্য। তাদের সব কাজ সম্পর্কেই আল্লাহ জানেন।

১৪৫-১৪৭. যারা কিতাবের অনুসারী বলে দাবি করে, তাদের নিকট তুমি যত দলিলই পেশ করো না কেন, তারা তোমার কেবলার অনুসরণ করবে না। তুমিও তাদের কেবলার অনুসারী হতে পারো না। ওদের কেউই একে অপরের কেবলার অনুসরণ করতে প্রস্তুত নয়। সত্যজ্ঞান পাওয়ার পরও তুমি যদি ওদের খেয়ালখুশিকে গুরুত্ব দাও, তাহলে তুমিও সীমালঙ্ঘন করবে। আমি ইতঃপূর্বে যাদের কিতাব দিয়েছি তারা রসুলকে এমনভাবে চেনে, যেমন চেনে

http://alQuran.org.bd

তাদের সন্তানদের। তারপরও ওদের একটি দল জেনেশুনে এ সত্য গোপন করে। অথচ এ সত্য নাজিল হয়েছে তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে। তাই তোমরা কোনো ধরনের সন্দেহকে প্রশ্রয় দিও না।

॥ রুকু ১৮ ॥

১৪৮. প্রত্যেকেরই একটি লক্ষ্য আছে; যা তার কর্মধারাকে পরিচালনা করে। অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করো। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, আল্লাহ তোমাদের সকলকে সমবেত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৪৯. যেখান থেকেই তুমি বের হও না কেন, নামাজের সময় মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফেরাও। নিশ্চয়ই এ তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ।
তোমরা যা-ই করো আল্লাহ তা জানেন। ১৫০. যেখান থেকেই যাত্রা করো না
কেন, মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফেরাবে। আর যেখানেই থাকো না কেন, নামাজের সময় মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়াবে। যাতে করে অহেতুক কোনো বিতর্কে জড়াতে না হয়। অবশ্য জালেমদের মুখ কখনো বন্ধ হবে না। আর ওদেরকে ভয় করার কিছু নেই। শুধু আল্লাহর (বিরাগভাজন হওয়াকে) ভয় করো। যাতে আমি আমার নেয়ামত পুরোপুরি দিতে পারি এবং তোমরা সৎপথে পরিচালিত হতে পারো।

১৫১. এজন্যেই আমি তোমাদের মধ্য থেকে একজনকে রসুল মনোনীত করে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি, যে আমার সত্যবাণী তোমাদেরকে শোনায়, তোমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করে, কিতাব ও হিকমা শিক্ষা দেয়। আর
তোমাদের সেই সত্যসমূহ জানায়, যা তোমরা জানতে না। ১৫২. অতএব
তোমরা আমাকেই স্মরণ করো। আমিও তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা শোকরগোজার হও, অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

॥ রুকু ১৯ ॥

১৫৩. হে বিশ্বাসীগণ! ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা
করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন। ১৫৪. (হে বিশ্বাসীগণ!)
যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদের মৃত বোলো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বোঝো না।

http://alQuran.org.bd

১৫৫. নিশ্চয়ই আমি তোমাদের অনেককে ভয়, ক্ষুধা, জানমাল ও শ্রমের ফল বিনষ্ট করে অর্থাৎ বিপদ-আপদ দিয়ে পরীক্ষা করব। তবে এ বিপদের মধ্যে যারা ধৈর্যধারণ করে তাদের সুসংবাদ দাও। ১৫৬. ধৈর্যশীলরা বিপদে পড়লে বলে, 'আমরা আল্লাহর। তাঁর কাছ থেকে এসেছি। তাঁর কাছেই ফিরে যাব।' ১৫৭. এদের ওপর তাদের প্রতিপালকের বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়। বস্তুত এরাই সৎপথে পরিচালিত।

১৫৮. নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহর (করুণার) নিদর্শনগুলোর অন্যতম। তাই যে-কেউ কাবাঘরে হজ বা ওমরাহ করে, তার জন্যে এ দুটি পাহাড়ের মধ্যে সা'ঈ করলে কোনো পাপ নেই। আর যে ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকর্ম করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার উত্তম পুরস্কারদাতা, সেই সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত।

১৫৯. মানবজাতির পথ প্রদর্শনের জন্যে যে উজ্জ্বল আদর্শ ও বিধিবিধান আমি নাজিল করেছি, তা কিতাবে লিপিবদ্ধ থাকার পরও যারা সে-সত্যকে গোপন করে রাখে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের লানত করেন এবং সকল বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারীরাও তাদের ওপর লানত কামনা করে। ১৬০. তবে যারা তওবা করবে এবং নিজেদের কর্মপন্থা সংশোধন করবে এবং যে-সত্য তারা গোপন করেছিল তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে, তাদের তওবা আমি কবুল করব। নিশ্চয়ই আমি তওবা কবুলকারী, পরমদয়ালু।

১৬১. নিশ্চয়ই যারা (একগুঁয়েমি করে) সত্য অস্বীকার করে এবং সত্য অস্বীকারকারী হিসেবেই মারা যায়; আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল সত্যপন্থী মানুষ ওদের লানত করবে। ১৬২. ওরা চিরকাল লানতের বোঝা বইতে থাকবে। ওদের শাস্তি কমানোও হবে না, ওরা এ থেকে কোনো ছাড়ও পাবে না। ১৬৩. (সবসময় মনে রেখো) এক আল্লাহই তোমাদের উপাস্য। তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। তিনি দয়াময় মেহেরবান।

॥ রুকু ২০ ॥

১৬৪. নিশ্চয়ই মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাতদিনের আবর্তনে, প্রয়োজনীয় সামগ্রী বোঝাই জাহাজের সমুদ্রযাত্রায়, আকাশ থেকে আল্লাহর বর্ষিত বৃষ্টিতে, যা দিয়ে তিনি রুক্ষ জমিনকে আবাদ করেন আর প্রাণের বিকাশ ঘটান, মৌসুমি বায়ুপ্রবাহে, আকাশ ও জমিনের মাঝে মেঘমালার সুনিয়ন্ত্রিত

http://alQuran.org.bd

ভ্রমণচক্রে জ্ঞানীদের জন্যে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। ১৬৫. তা সত্ত্বেও কিছু মানুষ আল্লাহ ছাড়া কাল্পনিক কিছু অস্তিত্ব বা শক্তিকে তাঁর শরিক বা সমকক্ষ মনে করে। আর এই কাল্পনিক অস্তিত্বগুলোকেও আল্লাহর মতোই ভালবাসে। অবশ্য যারা সত্যিকার বিশ্বাসী, আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা অত্যন্ত সুদৃঢ়। হায়! এ সীমালঙ্ঘনকারীরা যদি (মহাবিচার দিবসে) ওদের শিরকের শাস্তির দৃশ্য এখন দেখতে পেত তাহলে ওরা বুঝত, সব ক্ষমতা ও এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহর। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানেও অত্যন্ত কঠোর।

১৬৬. পার্থিব জীবনে চাকচিক্য ও মোহাচ্ছন্ন হয়ে অনুসারীরা যাদের অনুসরণ করেছে, (মহাবিচার দিবসে সেই) অনুসৃতরা যখন তাদের অনুসারীদের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করবে এবং অনুসারীরা যখন আসন্ন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক পুরোপুরি ছিন্ন হয়ে যাবে। ১৬৭. অনুসারীরা তখন বলবে, হায়! যদি একবার দুনিয়ার জীবনে ফিরে যেতে পারতাম, তাহলে ওরা আজ যেভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করল, আমরাও একইভাবে ওদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম। আল্লাহ ওদের সকল কৃতকর্ম ওদেরকে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাবেন যে, ওরা শুধু পরিতাপ করতে থাকবে। কিন্তু ওরা কখনো জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ড থেকে বেরোনোর পথ পাবে না।

॥ রুকু ২১ ॥

১৬৮. হে মানুষ! দুনিয়ায় যা-কিছু হালাল ও ভালো তা তোমরা আস্বাদন করো কিন্তু শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ১৬৯. শয়তান তোমাদের সবসময়ই অন্যায় ও অশ্লীলতায় প্রলুব্ধ করবে এবং তোমরা সঠিকভাবে জানো না—আল্লাহ সম্পর্কে এমন সব কথা বলতে প্ররোচিত করবে।

১৭০. যখন সত্য অস্বীকারকারীদের বলা হয়, 'আল্লাহ যে বিধিবিধান নাজিল করেছেন, তা অনুসরণ করো', তখন ওরা বলে, 'না, আমরা আমাদের বাপদাদাদের বিশ্বাস ও রীতিনীতিকেই অনুসরণ করব।' যদি ওদের বাপদাদারা সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ না করে থাকে এবং সত্যপথ থেকে বঞ্চিত থাকে, তারপরও কি ওরা সে পথে চলবে? ১৭১. যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের উপমা হচ্ছে এমন এক প্রাণীর, যাকে যত কথাই বলা হোক, সে কিছু শব্দ বা আওয়াজ ছাড়া কোনো কিছুই শোনে না, বোঝে না।

http://alQuran.org.bd

(সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ না করায়) কার্যত ওরা বধির, বোবা ও অন্ধ হয়ে গেছে। তাই ওরা কিছুই বুঝতে পারে না।

১৭২. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যদি শুধু আমারই ইবাদত করো, তাহলে আমি রিজিক হিসেবে যে ভালো জিনিস তোমাদের দিয়েছি তা থেকে আহার করো। আর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো। ১৭৩. আল্লাহ তো তোমাদের জন্যে শুধু মৃত পশু, রক্ত, শূকরের মাংস হারাম করেছেন। অবশ্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নিয়ে জবাই করা হয়েছে এমন সব প্রাণীর মাংস তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে। কিন্তু একান্ত নিরুপায় অবস্থায় বিধান লঙ্ঘন করার কোনোরকম অভিপ্রায় ছাড়া শুধু ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে তা খেলে কোনো দোষ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

১৭৪. কিতাবে যে বিধিবিধান আল্লাহ নাজিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং সামান্য বৈষয়িক স্বার্থের বিনিময়ে তা বিসর্জন দেয়, তারা আসলে আগুন ভক্ষণ করে। মহাবিচার দিবসে আল্লাহ ওদের সাথে কথা বলবেন না এবং ওদের এ অপরাধ ক্ষমাও করবেন না। ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি। ১৭৫. ওরা সৎপথের বদলে ভ্রান্ত পথ আর ক্ষমা ও অনুগ্রহের বদলে কঠিন আজাব বেছে নিয়েছে। জাহান্নামের আগুনে পুড়তে ওদের কত না আগ্রহ! ১৭৬. আল্লাহ সত্যবিধানসহ কিতাব নাজিল করেছেন। কিন্তু ওরা নিজেদের চিন্তাভাবনা ও খেয়ালকে স্রষ্টার বিধানের ওপর স্থান দিয়েছে। তাই ওরা সত্য থেকে দূরে বিভ্রান্তির অতল গহ্বরে ডুবে গেছে।

॥ রুকু ২২ ॥

১৭৭. পূর্ব বা পশ্চিমমুখী হওয়ার মধ্যে কোনো পুণ্য নেই। পুণ্য রয়েছে (এক) আল্লাহ, আখেরাত, ফেরেশতা, সকল কিতাব ও নবীদের ওপর বিশ্বাসে। (দুই) আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আত্মীয়স্বজন, এতিম, মিসকিন, অসহায়, মুসাফির ও সাহায্যপ্রার্থীকে সাহায্য এবং দাসমুক্তির জন্যে অর্থদানে। (তিন) নামাজ কায়েম ও যাকাত আদায়ের মধ্যে। (চার) ওয়াদা রক্ষা, দুঃখকষ্ট, বালা-মুসিবত ও দুর্যোগে ধৈর্যধারণ করায়। যারা তা করবে, তারাই প্রকৃত সত্যানুসারী ও আল্লাহ-সচেতন।

১৭৮. হে বিশ্বাসীগণ! খুনের ব্যাপারে তোমাদের জন্যে কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। খুনি স্বাধীন ব্যক্তি হলে তার কাছ থেকে, কৃতদাস হলে তার কাছ

http://alQuran.org.bd

থেকে, নারী হলে তার কাছ থেকে অর্থাৎ যে-ই খুনি হোক, খুনের কিসাস বা বদলা হিসেবে তাকেই হত্যা করা হবে। তবে খুনির প্রতি নিহতের ভাই বা আত্মীয়রা যদি কিছুটা সদয় হয়, তাহলে প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী খুনের প্রতিবিধান হওয়া উচিত। এবং নিষ্ঠা ও সততার সাথে রক্তপণ পরিশোধ করা হত্যাকারীর অবশ্য কর্তব্য। এ-তো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দণ্ডহ্রাস ও অনুগ্রহমাত্র। এরপরও যে বাড়াবাড়ি করবে, তার জন্যে অপেক্ষা করছে কঠিন শাস্তি।

১৭৯. হে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্যে জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা আইন লঙ্ঘন থেকে বিরত থাকতে পারো–আল্লাহ-সচেতন থাকতে পারো।

১৮০. তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে, তার যদি ধনসম্পত্তি থাকে, তবে মা-বাবা ও নিকটাত্মীয়ের জন্যে ইনসাফ মোতাবেক অসিয়ত করাকে ফরজ করা হলো। আল্লাহ-সচেতনদের জন্যে এটা অবশ্য
কর্তব্য। ১৮১. অসিয়ত শোনার পর কেউ যদি এতে কোনোরকম পরিবর্তন করে, তাহলে পাপের দায়ভার পরিবর্তনকারীর ওপর বর্তাবে।
নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শোনেন, সবকিছু জানেন। ১৮২. তবে অসিয়তকারী জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কোনো অবিচার করেছে বা কারো হক নষ্ট করেছে–এমন আশঙ্কা করে কেউ যদি বিষয়টি পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে মীমাংসা করে দেয়, তবে তাতে দোষের কিছু নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

॥ রুকু ২৩ ॥

১৮৩. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্বসূরিদের ওপর। যাতে তোমরা আল্লাহ-সচেতন
থাকতে পারো। ১৮৪. রোজা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনের জন্যে। কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময়ে সমসংখ্যক দিন রোজা রাখবে। আর রোজা রাখা যাদের জন্যে খুব কষ্টকর, তাদের সামর্থ্য থাকলে 'ফিদিয়া' (বিনিময়) অর্থাৎ একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদান করবে। আর যদি কেউ আনন্দিতচিত্তে আরো বেশি সৎকর্ম (বেশি সংখ্যক অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদান) করে, তবে তা তার জন্যে অতিরিক্ত কল্যাণ বয়ে আনবে। তবে রোজা রাখা তোমাদের জন্যে সবচেয়ে বেশি কল্যাণের, যদি তোমরা জানতে!

http://alQuran.org.bd

১৮৫. রমজান মাসেই কোরআন নাজিল হয়েছে। আর কোরআন হচ্ছে মানুষের জন্যে সঠিক জীবনদৃষ্টি ও সত্যপথের দিশারি এবং ন্যায়-অন্যায়, সত্য ও মিথ্যা নিরূপণের নিরঙ্কুশ মানদণ্ড। অতএব এখন থেকে যারাই এ মাস পাবে, তাদের জন্যে পুরো মাস রোজা রাখা অবশ্য কর্তব্য। তবে যদি কেউ অসুস্থ বা সফরে থাকে, তবে সে অন্য সময়ে সমসংখ্যক দিন রোজা রাখবে। আল্লাহ তোমাদের জন্যে বিষয়টি সহজ করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি কোনো কঠোরতা আরোপ করেন নি। কারণ তিনি চান, তোমরা রোজার নির্ধারিত সংখ্যা পূরণ করো, সত্যপথ প্রদর্শনের জন্যে স্রষ্টার মহিমা বর্ণনা করো, যেন তোমরা শোকরগোজার হতে পারো।

১৮৬. হে নবী! আমার বান্দারা যদি আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তখন তাদের বলো, আমি তো তাদের খুব কাছেই আছি। প্রার্থনায় আমাকে যে ডাকে, আমি তার ডাক শুনি, তার ডাকে সাড়া দেই। তাই আমাকে বিশ্বাস করা ও আমার ডাকে সাড়া দেয়া অর্থাৎ আমার দেয়া ধর্মবিধান অনুসরণ করা তাদের কর্তব্য। তাহলেই তারা সত্যপথে চলতে পারবে।

১৮৭. রোজার রাতে তোমাদের জন্যে স্ত্রীসহবাস বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পোশাক আর তোমরাও তাদের পোশাক। আল্লাহ ভালো করেই জানেন যে, তোমরা নিজেদের বৈধ আনন্দ থেকে বঞ্চিত করছ। তাই তিনি দয়া করে তোমাদের এই অতিরিক্ত কঠোরতা লাঘব করেছেন। এখন তোমরা স্বামী-স্ত্রী রাতে একত্রে ঘুমাও ও আনন্দিত হও। রাতের আঁধার ভেদ করে প্রভাতের শুভ্র আভা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত পানাহার করো। আর পুনরায় রাত না আসা পর্যন্ত রোজা রাখো। তবে মসজিদে এতেকাফে (অর্থাৎ সাময়িকভাবে সংসার বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রার্থনা ও ধ্যানে নিমগ্ন) থাকাকালীন স্ত্রীসহবাস করবে না। এই হচ্ছে আল্লাহর সুস্পষ্ট সীমারেখা। এভাবেই আল্লাহ তার বিধিমালা সহজ সুন্দর করে বয়ান করেন, যাতে তোমরা আল্লাহ-সচেতন থাকতে পারো।

১৮৮. (হে বিশ্বাসীগণ!) তোমরা একে অন্যের ধনসম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস কোরো না। আর জেনেশুনে অন্যায়ভাবে অপরের ধনসম্পত্তির কিছু অংশ গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকাজে সংশ্লিষ্টদের প্রভাবিত কোরো না।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ২৪ ॥

১৮৯. তারা নতুন চাঁদ সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞেস করে। তাদের বলো, এটা মানুষের জন্যে সময়-তারিখ নির্ধারক ও হজের সময়-নির্দেশক। পেছন দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করার মধ্যে কোনো পুণ্য নেই। পুণ্য রয়েছে আল্লাহ-সচেতনতায়। তাই সামনের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করো এবং আল্লাহ-সচেতন হও, তাহলেই তোমরা সফলকাম হবে।

১৯০. (হে বিশ্বাসীগণ!) কেউ তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। কিন্তু কখনো সীমালঙ্ঘন কোরো না। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের অপছন্দ করেন। **১৯১.** আগ্রাসীদের যেখানে পাও সেখানে হত্যা করো। আগ্রাসীরা যেখান থেকে তোমাদের উচ্ছেদ করেছিল, তোমরাও সেখান থেকে তাদের বহিষ্কার করো। নিঃসন্দেহে অত্যাচার-উৎপীড়ন হত্যা অপেক্ষাও মারাত্মক অপরাধ। তবে মসজিদুল হারামের কাছে যুদ্ধ করবে না, যদি না সেখানে তোমরা আক্রান্ত হও। যদি আক্রান্ত হও তবে নিঃসংকোচে সেখানে তাদের হত্যা করো। সত্য অস্বীকারকারীদের এটাই হচ্ছে পরিণতি। **১৯২.** কিন্তু যদি তারা (যুদ্ধ ও উৎপীড়ন থেকে) বিরত হয় তবে জেনে রাখো, আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

১৯৩. জুলুম উৎপীড়নের অবসান ও আল্লাহর ধর্মবিধান প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করো। তবে যদি তারা (যুদ্ধ ও উৎপীড়ন থেকে) বিরত হয়, তবে তোমরাও সংযত হও। জালেম ছাড়া অন্য কারো ওপর হাত তুলবে না। **১৯৪.** পবিত্র মাসই পবিত্র মাসের বিনিময়। পবিত্র মাসের পবিত্রতা রক্ষা করা সব পক্ষেরই দায়িত্ব। তাই কেউ যদি পবিত্র মাসে তোমাদের ওপর আক্রমণ চালায়, তোমরাও পাল্টা আক্রমণ করবে। তবে সবসময় আল্লাহ-সচেতন থেকো। জেনে রাখো, আল্লাহ সবসময়ই সত্য-সচেতনদের সাথে থাকেন। **১৯৫.** আর আল্লাহর পথে মুক্তহস্তে ব্যয় করো। (মুক্তহস্তে ব্যয় না করে) নিজের হাতে নিজের সর্বনাশ কোরো না। সৎকর্মে ক্রমাগত লেগে থাকো। কারণ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।

১৯৬. তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ ও ওমরাহ পূর্ণ করো। কিন্তু যদি তোমরা বাধা পাও তবে সহজলভ্য কোরবানি করো। আর কোরবানি সম্পন্ন

http://alQuran.org.bd

না হওয়া পর্যন্ত মস্তক মুণ্ডন কোরো না। কিন্তু অসুস্থতা বা মাথায় কোনো রোগের কারণে আগেই মস্তক মুণ্ডন করে ফেললে 'ফিদিয়া' বা প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে রোজা রাখবে, কোরবানি বা সদকা দেবে। নিরাপদ পরিস্থিতিতে কেউ হজের আগে ওমরাহ করে উপকৃত হতে চাইলে সে সহজলভ্য কোরবানি করবে। কিন্তু যদি কেউ কোরবানির কোনো পশু না পায়, তবে সে হজের সময় তিন দিন ও ঘরে ফিরে সাত দিন, এভাবে মোট ১০ দিন রোজা রাখবে। মসজিদুল হারামের কাছে পরিবার-পরিজনসহ বাস করে না এমন লোকদের জন্যে এ-নিয়ম প্রযোজ্য। অতএব হে মানুষ! আল্লাহ-সচেতন হও। (আল্লাহর ধর্মবিধান লঙ্ঘন হতে দূরে থাকো।) জেনে রাখো, আল্লাহ মন্দ কাজের শাস্তিদানে কঠোর।

॥ রুকু ২৫ ॥

১৯৭. হজের মাসসমূহ সবারই জানা। যারাই এ মাসে হজের নিয়ত করবে, তারা হজের সময় যৌনাচার, অন্যায়, দুর্ব্যবহার, ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকবে। আর তোমরা যে সৎকর্ম করো, আল্লাহ তা জানেন। আর যাত্রাকালে সাথে পাথেয় নিয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ-সচেতনতাই উত্তম পাথেয়। অতএব হে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ! সবসময়ই তোমরা আল্লাহ-সচেতন থেকো।

১৯৮. তবে হজের সময় আল্লাহর অনুগ্রহ-সম্পদ অনুসন্ধানে কোনো দোষ নেই। যখন তোমরা আরাফাত থেকে ফিরে মাশয়ারে হারাম-এ (মুজদালিফায়) থাকবে তখন আল্লাহকে সেভাবে স্মরণ করবে, যেভাবে তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন (পথের দিশা দিয়েছেন)। কারণ ইতঃপূর্বে তোমরা বিভ্রান্ত ছিলে। ১৯৯. এরপর তাওয়াফের জন্যে জনস্রোতের সাথে মিশে একাকার হয়ে সেখান থেকে ফিরে যাও যেখান থেকে সবাই ফিরে যায়। এবং (জীবনের সকল পাপের জন্যে) আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

২০০. হজের অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করার পরে আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে, যেভাবে তোমরা তোমাদের বাপদাদাদের স্মরণ করতে। বরং আল্লাহকে তার চেয়েও আরো গভীর নিমগ্নতায় স্মরণ করো, প্রার্থনা করো। এদের মধ্যে যারা প্রার্থনা করে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়াতেই

http://alQuran.org.bd

আমাদের সবকিছু দাও', কার্যত এদের জন্যে আখেরাতে কিছুই পাওয়ার নেই। ২০১. আবার যারা প্রার্থনা করে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়ার কল্যাণ দান করো। আখেরাতের কল্যাণ দান করো। আর আগুনের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করো।' ২০২. এরা তাদের কর্ম অনুসারে দুনিয়া ও আখেরাত–উভয় স্থানেই ফল লাভ করবে। আল্লাহ দ্রুত যথাযথ হিসাবকারী।

২০৩. তোমরা নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ করো। আর যদি কেউ ব্যস্ততার কারণে দুদিনেই ফিরে আসে তাতে কোনো দোষ নেই। আবার কেউ যদি আরো বেশি দিন থাকে তাতেও কোনো দোষ নেই, যদি এ দিনগুলোতে তারা আল্লাহ-সচেতন থাকে। অতএব তোমরা আল্লাহ-সচেতন থাকো। জেনে রাখো, শেষ পর্যন্ত তাঁর সামনেই তোমাদের সবাইকে হাজির করা হবে।

২০৪. (মনে রেখো) এমন মানুষ আছে, পার্থিব জীবন সম্পর্কে যার আলাপচারিতা তোমাকে মোহিত করবে আর তার অন্তরের সততা প্রমাণের জন্যে বার বার সে আল্লাহকে সাক্ষী মানবে। আসলে সে বিতর্কে পটু (প্রতিপক্ষকে কুপোকাত করতে বিভ্রান্তিকর যুক্তি প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত)। ২০৫. কিন্তু যখনই সে ক্ষমতা ও সুযোগ পায় তখনই জমিনে অশান্তি ও ত্রাস সৃষ্টি করে শস্য ও প্রাণিকুল ধ্বংস করে। আসলে আল্লাহ অশান্তি ও ত্রাস সৃষ্টিকারীদের অপছন্দ করেন। ২০৬. আর যখন তাকে বলা হয়, 'আল্লাহ-সচেতন হও' তখন তার মিথ্যা অহমিকা তাকে পাপে লিপ্ত করায়। তার উপযুক্ত জায়গা হচ্ছে জাহান্নাম। নিঃসন্দেহে এটি একটি নিকৃষ্ট ঠিকানা!

২০৭. আবার এমন মানুষও রয়েছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে। আল্লাহ তাঁর এই বান্দাদের ব্যাপারে পরমদয়ালু।

২০৮. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পুরোপুরি আল্লাহতে সমর্পিত হও। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ২০৯. সত্য সম্পর্কে সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়ার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে, তবে মনে রেখো, আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ২১০. তাহলে ওরা কি এ অপেক্ষায় আছে যে, মেঘের ছায়ায় আচ্ছাদিত হয়ে আল্লাহ ফেরেশতাদের সাথে নিয়ে ওদের কাছে হাজির হবেন? আসলে ততদিনে সব বিষয়ের চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাবে এবং সবকিছুই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ২৬ ॥

২১১. (হে নবী!) বনি ইসরাইলকে জিজ্ঞেস করো, কত সুস্পষ্ট বাণী আমি তাদের দিয়েছি? আল্লাহর নেয়ামত (সুস্পষ্ট বাণীকে) যারা বিকৃত করে, তাদের শাস্তিদানে আল্লাহ অতিকঠোর। ২১২. সত্য অস্বীকারকারীরা পার্থিব জীবনের চাকচিক্যে খুব সহজেই মোহিত হয়। ওরা বিশ্বাসীদের এ নিয়ে প্রায়শই ঠাট্টাবিদ্রুপ করে। অথচ মহাবিচার দিবসে আল্লাহ-সচেতনরাই ওদের চেয়ে অনেক উচ্চমর্যাদায় আসীন হবে। অবশ্য আল্লাহ যাকে চান তাকে দুনিয়ায় 'বেহিসাব' জীবনোপকরণ দান করেন।

২১৩. একদা সকল মানুষ একই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হলো। তারপর আল্লাহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে নবীদের পাঠান। সত্যজ্ঞানসহ তাদের ওপর তিনি কিতাব নাজিল করেন, যাতে মানব সম্প্রদায় তাদের মতভেদের বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছতে পারে। কিন্তু সত্যের ব্যাপারে সকল সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক ঈর্ষা ও বিদ্বেষের কারণে তাদের মতভেদ বাড়তেই থাকল। তারপর মতবিরোধসংক্রান্ত বিষয়ে আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে সত্যপথ দেখালেন। আল্লাহ তাকেই সত্যপথে পরিচালিত করেন, যে চায় (সত্যপথে পরিচালিত হতে)।

২১৪. তোমরা কি মনে করো, তোমরা কোনো পরীক্ষা ছাড়া এমনি এমনি জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমরা তো এখনো পূর্ববর্তীদের মতো পরীক্ষার সম্মুখীন হও নি? তোমাদের পূর্ববর্তী বিশ্বাসীরা অভাব, কষ্ট, বিপদ, মুসিবত এবং অত্যাচার-নির্যাতনে এতটাই হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিল যে, নবীসহ তারা আর্তনাদ করে বলেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? জেনে রাখো, আল্লাহর সাহায্য সবসময় খুবই কাছে।

২১৫. তারা তোমাকে প্রশ্ন করবে, আমরা অন্যের জন্যে কী প্রক্রিয়ায় ব্যয় করব? (হে নবী!) তুমি বলো, তোমাদের অর্থসম্পত্তি প্রথমত মা-বাবা, তারপর পরিবার, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবী ও মুসাফিরদের জন্যে ব্যয় করবে। তোমরা যে সৎকর্মই করো না কেন, আল্লাহ তা সবই জানেন।

২১৬. (হে বিশ্বাসীগণ!) তোমাদেরকে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হতে পারে এ নির্দেশ তোমাদের অপছন্দ। আসলে তোমরা যা অপছন্দ করছ,

http://alQuran.org.bd

তা-ই তোমাদের জন্যে ভালো হতে পারে আর যা পছন্দ করছ, তা হতে পারে তোমাদের জন্যে খারাপ। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা জানেন, তোমরা তা জানো না।

॥ রুকু ২৭ ॥

২১৭. পবিত্র মাসে যুদ্ধ সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। তাদের বলো, 'যুদ্ধ নিশ্চয়ই একটা ভয়ংকর বিষয়। কিন্তু আল্লাহর কাছে তার চেয়েও ভয়ংকর বিষয় হচ্ছে আল্লাহর পথে মানুষকে বাধা দেয়া, আল্লাহকে অস্বীকার করা, কাবাশরিফে ইবাদত করতে বাধা দেয়া, সেখানকার অধিবাসীদের বাড়িঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়া। আসলে জুলুম-নিপীড়ন হত্যার চেয়েও গুরুতর অপরাধ।' যদি ওদের পক্ষে সম্ভব হতো, তাহলে তোমরা সত্যধর্ম ত্যাগের ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যেত। কিন্তু তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি সত্যধর্ম ত্যাগের ঘোষণা দাও এবং সত্য অস্বীকারকারী হিসেবে মারা যাও, তাহলে তার সকল কর্ম নিষ্ফল হবে। জাহান্নাম হবে তার ঠিকানা। সেখানেই সে থাকবে চিরকাল। ২১৮. আর যারা সত্য বিশ্বাস করেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে সর্বাত্মক সংগ্রাম করেছে, তারা সঙ্গতভাবেই আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যাশা করতে পারে। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

২১৯. লোকজন মদ ও জুয়া সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞেস করছে। বলো, 'দুটোই গুরুতর ক্ষতিকারক। ওতে কিছু কিছু উপকারও আছে। তবে উপকারের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ অনেক অনেক বেশি।' তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, আল্লাহর পথে কী ব্যয় করব? বলো, 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত' (সবকিছুই ব্যয় করতে পারো)। এভাবেই আল্লাহ তার বিধানসমূহ সুস্পষ্ট বলে দেন, যাতে তোমরা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানের জন্যেই চিন্তা করতে পারো। ২২০. তারা জিজ্ঞেস করছে, এতিমদের ব্যাপারে কী করব? বলো, 'তাদের জন্যে সুব্যবস্থা করা উত্তম।' আর তোমরা যদি তাদের সাথে একত্রে থাকো, তবে তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ অবশ্যই হিতকারী আর অনিষ্টকারীর মধ্যে পার্থক্য করবেন। আল্লাহ ইচ্ছে করলেই এ বিষয়ে তোমাদের ওপর কষ্টকর দায়িত্ব দিতে পারতেন। মনে রেখো, আল্লাহ সর্বশক্তিমান, প্রজ্ঞাময়।

২২১. বিশ্বাসী না হওয়া পর্যন্ত শরিককারী নারীকে বিয়ে কোরো না। শরিককারী নারী তোমাদের মোহিত করলেও একজন বিশ্বাসী দাসী তার চেয়ে

http://alQuran.org.bd

উত্তম। সত্যধর্মে বিশ্বাসী না হওয়া পর্যন্ত শরিককারী পুরুষের সাথে তোমাদের মেয়েদের বিয়ে দিও না। উচ্চবংশীয় শরিককারী পুরুষ তোমাদের মোহিত করলেও একজন বিশ্বাসী দাস তার চেয়ে ভালো। শরিককারীরা তোমাদের জাহান্নামের দিকে ডাকে। আর আল্লাহ তোমাদের অনুগ্রহ করে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। আল্লাহ মানুষের জন্যে স্বীয় বিধান স্পষ্ট করে বয়ান করেন, যাতে তারা প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

॥ রুকু ২৮ ॥

২২২. লোকজন তোমাকে মহিলাদের মাসিক রজঃস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, 'এটা হচ্ছে অপরিচ্ছন্ন কষ্টকর অবস্থা।' তাই মাসিককালে স্ত্রীসহবাস বর্জন করবে। পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাস থেকে বিরত থাকবে। পবিত্র হওয়ার পর তাদের সাথে আবার স্বাভাবিক শারীরিক সম্পর্কে ফিরে যাবে। যারা তওবা করে ও পবিত্র থাকে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের ভালবাসেন।

২২৩. তোমাদের স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের ফলনভূমি। অতএব যখন ইচ্ছা গর্ভাধান করতে পারো। কিন্তু প্রথমে (সৎকর্ম করে) তোমাদের আত্মার তৃপ্তির উপকরণের ব্যবস্থা করো। সবসময় আল্লাহ-সচেতন থাকো। জেনে রাখো, তাঁর সামনে তোমাদের অবশ্যই হাজির হতে হবে। অতএব, হে নবী! বিশ্বাসীদের কল্যাণ ও সৌভাগ্যের সুখবর দাও।

২২৪. সৎকর্ম, আল্লাহ-সচেতনতা ও মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি সৃষ্টির কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে আল্লাহর নামে করা শপথকে তোমরা অজুহাত হিসেবে দাঁড় করাবে না। আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন।
২২৫. (পরিণতি চিন্তা না করে বা ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ করা) এই অর্থহীন শপথের জন্যে আল্লাহ তোমাদের শাস্তি দেবেন না। কিন্তু চিন্তাভাবনা করে দৃঢ় অভিপ্রায় নিয়ে কোনো শপথ করলে অবশ্যই সেজন্যে তোমরা দায়ী থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, অপরিমেয় ধৈর্যধারী।

২২৬. যারা স্ত্রীর সাথে সহবাস না করার শপথ করে, তাদের জন্যে চার মাসের ছাড় রয়েছে। এর মধ্যে যদি তারা স্ত্রীর কাছে ফিরে যায়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু। ২২৭. আর যদি তারা তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন।

http://alQuran.org.bd

২২৮. তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী পুনরায় বিয়ের জন্যে তিন রজঃস্রাবকাল অপেক্ষা করবে। তারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী হলে তাদের গর্ভে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন রাখা বৈধ নয়। যদি তারা আপসে মিলে থাকতে চায়, তাহলে এ সময়ের মধ্যে স্বামীরা তাদেরকে পুনরায় স্ত্রী হিসেবে ঘরে নিয়ে যেতে পারবে। পুরুষদের ওপর এ ব্যাপারে নারীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, তেমনি পুরুষদেরও অধিকার আছে নারীদের ওপর। তবে এ-ক্ষেত্রে পুরুষের সুযোগ একটু বেশি। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, প্রজ্ঞাময়।

॥ রুকু ২৯ ॥

২২৯. এ তালাক দুবার, (দ্বিতীয় বার তালাক দেয়া হলে) এরপর হয় স্ত্রীকে ভালোভাবে রাখবে অথবা সদয়ভাবে বিদায় দেবে। আর স্ত্রীকে যা-কিছু দিয়েছ তা থেকে কোনো কিছু ফেরত নেয়া তোমাদের জন্যে বৈধ নয়। অবশ্য যদি তারা দুজনেই আশঙ্কা করে যে, তারা আল্লাহপ্রদত্ত সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না এবং তোমরাও যদি মনে করো যে, এরা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তাহলে স্ত্রী কোনো কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পেতে চাইলে এর মধ্যে দূষণীয় কিছু নেই। এটি আল্লাহ-নির্ধারিত সীমারেখা। তাই তোমরা এই সীমা লঙ্ঘন কোরো না। আসলে সীমালঙ্ঘনকারীরাই জালেম।

২৩০. (দ্বিতীয় বার তালাক দেয়ার পর) স্বামী যদি স্ত্রীকে তৃতীয় বার তালাক দেয়, তবে সেই স্ত্রী তার জন্যে আর বৈধ হবে না। তবে সাবেক স্ত্রী যদি অন্য কাউকে বিয়ে করে এবং তারপর সেখানেও বিবাহবিচ্ছেদ হয়, তাহলে প্রথম স্বামী আবার তাকে বিয়ে করতে পারবে, যদি তারা দুজনেই মনে করে যে, তারা আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবনযাপন করতে পারবে। আর এভাবে পুনরায় বিয়েতেও কোনো দোষ নেই। জ্ঞানীদের জন্যে আল্লাহ তাঁর বিধান সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন।

২৩১. যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তাদের 'ইদ্দত' পূর্ণ হওয়ার সময় আসে, তখন হয় তাদের ভালোভাবে ফিরিয়ে নাও অথবা ভালোভাবে বিদায় দাও। তাদের শুধু কষ্ট দেয়ার জন্যে আটকে রেখে সীমালঙ্ঘন কোরো না। নিজের ওপর এটি সুস্পষ্ট জুলুম। তোমরা আল্লাহর বিধানকে হাসিতামাশার বস্তু বানিও না। ভুলে যেও না তোমাদের ওপর তার নেয়ামতকে। তিনি যে কিতাব ও হিকমা নাজিল করেছেন তার মর্যাদা রক্ষা

http://alQuran.org.bd

করো। আল্লাহ-সচেতন থেকো। জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের সবকিছুরই খবর রাখেন।

॥ রুকু ৩০ ॥

২৩২. তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দেয়ার কাজ সম্পন্ন করো এবং স্ত্রীরাও তাদের নির্দিষ্ট 'ইদ্দত' পূর্ণ করে, তখন প্রস্তাবিত স্বামীর সাথে তাদের বিয়ের ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি কোরো না, যদি তারা বৈধ পদ্ধতিতে পরস্পরকে বিয়ে করতে সম্মত হয়ে থাকে। আল্লাহ এবং শেষবিচারে বিশ্বাসীদের জন্যে এটাই সুষ্ঠু ও পবিত্র কর্মনীতি। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা জানেন, তোমরা তা জানো না।

২৩৩. আর মায়েরা তাদের সন্তানদের পুরো দুবছর বুকের দুধ দেবে, যদি কেউ 'মুদ্দত' অর্থাৎ বুকের দুধপান করার সময় পূর্ণ করতে চায়। এ-ক্ষেত্রে পিতা যথারীতি খোরপোষ দেবে। তবে কাউকেই তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বভার দেয়া যাবে না। কোনো জননী বা কোনো জনককে সন্তানের জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। উত্তরাধিকারীদের জন্যে একই বিধান প্রযোজ্য। যদি সন্তানের পিতামাতা পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দুই বছরের মধ্যে দুধ ছাড়াতে চায়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানকে কোনো 'দুধ-মা'র কাছে রেখে লালন করতে চাও, তাতেও কোনো দোষ নেই, যদি তোমরা নির্ধারিত 'প্রদেয়' নিয়মিত দাও। আল্লাহ-সচেতন হও। জেনে রাখো, তোমরা যা করো আল্লাহ তার সম্যক-দ্রষ্টা।

২৩৪. স্বামী মারা গেলে স্ত্রী চার মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করবে। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর তারা বিধিমতো বিয়ে করলে কোনো পাপ হবে না। তোমরা যা করো আল্লাহ সে-বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। ২৩৫. ইদ্দত পালনকালে এই বিধবাদের আকারে-ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাব করলে বা মনে মনে বিয়ের ইচ্ছা পোষণ করলে তোমাদের কোনো পাপ নেই। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা তাদের সম্পর্কে অবশ্যই আলোচনা করবে। কিন্তু প্রচলিত বিধিমতো কথাবার্তা ছাড়া গোপনে তাদের সাথে কোনো অঙ্গীকার বা চুক্তি বা বাগদান করো না। আর ইদ্দত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে সম্পন্ন করার সংকল্প কোরো না। তোমাদের মনে কী আছে, আল্লাহ তা জানেন। তাই আল্লাহ-সচেতন হও। জেনে রাখো, আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমসহনশীল।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ৩১ ॥

২৩৬. স্ত্রীদের স্পর্শ করার বা দেনমোহর ধার্য করার আগেই তাদের তালাক দেয়া কোনো অপরাধ নয়। তবে সচ্ছল হও বা গরিব, সামর্থ্যানুযায়ী নিয়মমতো খরচপত্র দেয়ার ব্যবস্থা করবে। সৎকর্মশীলদের জন্যে এটি হচ্ছে কর্তব্য। ২৩৭. দেনমোহর নির্দিষ্ট হওয়ার পর কিন্তু স্পর্শ করার আগেই যদি স্ত্রীকে তালাক দাও, তাহলে নির্ধারিত দেনমোহরের অর্ধেক পরিশোধ করতে হবে। তবে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় তা মাফ করে দেয় অথবা স্বামী যদি স্বেচ্ছায় পুরো দেনমোহর দিয়ে দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা। আসলে এই সমমর্মিতা আল্লাহ-সচেতনতার কাছাকাছি। তোমরা পারস্পরিক সম্পর্কে উদার হতে ভুল কোরো না। নিশ্চয়ই তোমরা যা করো আল্লাহ তার সম্যক-দ্রষ্টা।

২৩৮. তোমরা নামাজে মনোযোগী হও, বিশেষভাবে মধ্যবর্তী নামাজে আল্লাহর সামনে এমন বিনয়াবনতভাবে দাঁড়াও, যেভাবে একজন অনুগত দাস দাঁড়িয়ে থাকে। ২৩৯. যদি কোনো কারণে ভয় বা ভীতি কাজ করে তবে চলন্ত অবস্থায়ই নামাজ পড়বে। আর যখন নিরাপদ বোধ করবে তখন আল্লাহকে সেই নিয়মে স্মরণ করো, যে-নিয়ম তিনি শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা পূর্বে জানতে না।

২৪০. তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু আসন্ন, তারা যেন বিধবা স্ত্রীকে 'এক বছরের ভরণপোষণের ব্যবস্থা ও ঘর থেকে বের করে না দেয়া'র অসিয়ত করে। অবশ্য স্ত্রী যদি নিজেই চলে যায় তখন নিজের জন্যে বিধিমতো সে যা-কিছুই করুক, সে ব্যাপারে তোমাদের কোনো দায়িত্ব নেই। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, প্রজ্ঞাময়। ২৪১. তালাকপ্রাপ্তা নারীদের প্রচলিত রীতি অনুসারে ভরণপোষণ করা আল্লাহ-সচেতনদের কর্তব্য। ২৪২. এভাবেই আল্লাহ তার বিধিবিধান স্পষ্ট করে বয়ান করেন, যাতে তোমরা তোমাদের সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারো।

॥ রুকু ৩২ ॥

২৪৩. তুমি কি তাদের কথা জানো না, যারা মৃত্যুভয়ে নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে গিয়েছিল? তাদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার। তখন আল্লাহ তাদের বলেছিলেন, 'তোমরা মরো'। পরে তিনি তাদের জীবিত করলেন।

http://alQuran.org.bd

আল্লাহ মানুষের প্রতি সবসময়ই অনুগ্রহশীল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই শোকরগোজার নয়।

২৪৪. (অতএব হে বিশ্বাসীগণ!) তোমরা আল্লাহর পথে সর্বাত্মক সংগ্রাম করো। জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন।

২৪৫. তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহকে 'কর্জে হাসানা' (অর্থাৎ উত্তম ঋণ) দেবে? আল্লাহ বহুগুণ প্রবৃদ্ধিসহ তা ফেরত দেবেন। আল্লাহই মানুষের রিজিক বা জীবনোপকরণ কমান এবং বাড়ান। তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

২৪৬. তুমি কি জানো না, মুসার পরবর্তী বনি ইসরাইলের গোত্রপতিদের কথা? তারা নিজেদের নবীকে বলেছিল, 'আমাদের জন্যে একজন বাদশাহ নিযুক্ত করো, যেন আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করতে পারি।' সে বলল, 'লড়াইয়ের আদেশ দেয়া হলে তোমরা লড়াই করতে অস্বীকৃতি জানাবে না তো?' তারা বলল, 'আমরা যেখানে সন্তানসন্ততিসহ জন্মভূমি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছি, সেখানে কেন আমরা আল্লাহর পথে লড়ব না?' কিন্তু কার্যত যখন তাদের লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হলো, তখন মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া সকলেই পালিয়ে গেল। আর আল্লাহ তাঁর আদেশ অমান্যকারী প্রত্যেককে ভালো করেই জানেন।

২৪৭. তাদের নবী তাদের বলেছিল, আল্লাহ তালুতকে তোমাদের বাদশাহ নিযুক্ত করেছেন। তারা বলল, আমরা রাজত্ব করার বেশি যোগ্য আর সে-তো সাধারণ, তার তো তেমন ধনসম্পত্তি নেই। সে কীভাবে আমাদের ওপর কর্তৃত্ব করবে? নবী বলল, আল্লাহই তাকে মনোনীত করেছেন আর তিনি তাকে শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিতে সমৃদ্ধ করেছেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব ও কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, মহাজ্ঞানী।
২৪৮. তাদের নবী তাদের বলেছিল, আল্লাহ তাকে বাদশাহ নিযুক্ত করার নিদর্শন হচ্ছে, তোমাদের কাছে সেই তাবুত (সিন্দুক বা হৃদয়) ফিরে আসবে, যাতে পাবে অন্তরের প্রশান্তি এবং মুসা ও হারুনের বংশধরদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারের ভগ্নাংশ। আর ফেরেশতারা তা বয়ে নিয়ে আসবে। যদি সত্যবিশ্বাসী হও, নিশ্চয়ই তোমাদের জন্যে এতে রয়েছে উজ্জ্বল নিদর্শন।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ৩৩ ॥

২৪৯. তারপর তালুত যখন সেনাদল নিয়ে অভিযানে বের হলো, তখন সে বলল, আল্লাহ এক নদী দিয়ে তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা করবেন। যারা নদী থেকে পানি পান করবে তারা দলচ্যুত হবে আর যারা পানি পান থেকে বিরত থাকবে তারা আমার দলে থাকবে। অবশ্য যারা শুধু এক অঞ্জলি পানি পান করবে তারাও দলভুক্ত থাকবে। কিন্তু যখন তারা নদীর কাছে পৌঁছল তখন একটা ছোট দল ছাড়া সবাই আকণ্ঠ পানি পান করল। যখন তালুত ও তার বাহিনী নদী পার হলো তখন আকণ্ঠ পানি পানকারীরা বলল, 'জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো শক্তি আজ আর আমাদের নেই।' কিন্তু যারা বিশ্বাস করত যে, একদিন তাদেরকে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে, তারা বলল, 'আল্লাহর অনুগ্রহে একটি ছোট দল একটি বড় দলের ওপর জয়ী হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

২৫০. জালুত ও তার বিশাল বাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার পর বিশ্বাসীরা প্রার্থনা করল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ধৈর্য দাও, আমাদের পদক্ষেপকে সুদৃঢ় করো এবং সত্য অস্বীকারকারীদের ওপর আমাদের বিজয়ী করো।'
২৫১. আল্লাহর অনুগ্রহে তারা সত্য অস্বীকারকারীদের পরাজিত করল। দাউদ জালুতকে নিধন করল। আল্লাহ তাকে রাজত্ব ও হিকমা দান করলেন, দান করলেন বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান। এভাবে আল্লাহ যদি মানুষের একটি দলকে অন্য দল দিয়ে প্রতিহত না করতেন, তাহলে অনাচার পৃথিবীকে পুরোপুরি বিপর্যস্ত করে দিত। কিন্তু আল্লাহ মানুষের প্রতি অতি-অনুগ্রহশীল। ২৫২. (হে
নবী!) এ সবই আল্লাহর বাণী, যা তোমার প্রতি নাজিল হয়েছে সত্যের নিদর্শন হিসেবে। আর তুমি নিশ্চয়ই রসুলদের একজন।

তৃতীয় পারা

২৫৩. এই রসুলদের মধ্যে কাউকে কাউকে আমি বেশি মর্যাদা দান করেছি। কারো সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, কাউকে উচ্চসম্মান দেয়া হয়েছে। মরিয়মপুত্র ঈসাকে সত্যের উজ্জ্বল সাক্ষ্যসমূহ প্রদান করেছি এবং 'পবিত্র আত্মা' দ্বারা সাহায্য করেছি। সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখার পরও এ রসুলের

http://alQuran.org.bd

অনুসারীরা পরবর্তীকালে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ ও লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছে। কেউ বিশ্বাস করেছে আর কেউ সত্য অস্বীকারের অন্ধকার পথে চলে গেছে। আল্লাহ চাইলে তারা পরস্পর মতবিরোধ ও লড়াই থেকে বিরত থাকত। *[কিন্তু শক্তি প্রয়োগ করে মতবিরোধ থেকে কাউকে বিরত রাখা আল্লাহর নিয়ম নয়।]* অবশ্যই আল্লাহ যে-কোনো কিছু করার ব্যাপারে স্বাধীন।

॥ রুকু ৩৪ ॥

২৫৪. হে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদের যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করো সেদিন আসার আগেই, যেদিন কোনো লেনদেন, বন্ধুত্ব বা সুপারিশ কোনো কাজে আসবে না। আসলে সত্য অস্বীকারকারীরাই প্রকৃত জালেম।

২৫৫. আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি শাশ্বত চিরঞ্জীব। বিশ্বপ্রকৃতির সর্বসত্তার ধারক। তিনি তন্দ্রা-নিদ্রাহীন সদাসজাগ। মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুর মালিক। তাঁর সদয় অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করার সাধ্য কারো নেই। দৃশ্যমান বা অদৃশ্য, অতীত বা ভবিষ্যৎ–সৃষ্টির সবকিছুই তিনি জানেন। তিনি যতটুকু জানাবেন, এর বাইরে তাঁর জ্ঞানের সীমানা সম্পর্কে ধারণা করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তাঁর আসন, তাঁর কর্তৃত্ব পৃথিবী ও নভোমণ্ডলের সর্বত্র বিস্তৃত। আর তা সংরক্ষণে তিনি অক্লান্ত। তিনি সর্বোচ্চ সুমহান।

২৫৬. ধর্মে কোনো জোরজবরদস্তি নেই। ভ্রান্ত পথ হতে আলোর পথ এখন সুস্পষ্ট। তাই (অপশক্তির আকর্ষণকে প্রত্যাখ্যান করে) যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে এক চিরস্থায়ী নিশ্চিত আশ্রয় লাভ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন। ২৫৭. আল্লাহ বিশ্বাসীদের অভিভাবক। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যান। আর যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে অপশক্তি। এ অপশক্তি ওদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। ওরাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে থাকবে চিরকাল।

॥ রুকু ৩৫ ॥

২৫৮. তুমি কি ঐ ব্যক্তির কথা ভেবে দেখ নি? আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন, শুধু সে কারণেই সে ইব্রাহিমের সাথে তার প্রতিপালককে নিয়ে

http://alQuran.org.bd

বিতর্ক করতে সাহস পেয়েছিল। যখন ইব্রাহিম বলল, 'আমার প্রতিপালক তিনিই, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান।' সে বলল, 'আমিও জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই।' ইব্রাহিম বলল, 'তা-ই যদি সত্য হয়, তবে আল্লাহ তো সূর্যকে উদিত করেন পূর্বদিক থেকে, তুমি সূর্যকে পশ্চিমদিক থেকে উদিত করো।' তখন নমরুদ হতভম্ভ হয়ে গেল। আল্লাহ জালেমকে কখনো সৎপথ দেখান না।

২৫৯. অথবা সেই ব্যক্তির কথা স্মরণ করো, যে একটি শহরের ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল, এ বিলুপ্ত জনপদকে আল্লাহ পুনরায় কীভাবে জীবিত করবেন? তখন আল্লাহ তার প্রাণ হরণ করলেন। সে একশত বছর মৃত পড়ে রইল। এরপর আল্লাহ তাকে পুনর্জীবিত করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কতকাল এখানে পড়ে ছিলে? সে বলল, একদিন বা তার চেয়ে কিছু কম সময়। আল্লাহ বললেন, 'একশত বছর এভাবে ছিলে। তোমার খাদ্য ও পানীয়ের দিকে তাকাও, একই অবস্থায় রয়েছে। অপরদিকে গাধাটার দিকে তাকাও, হাড়গোড় ছাড়া কিছু নেই। এসব এজন্যে করেছি যে, তোমাকে আমি মানবজাতির জন্যে দৃষ্টান্তে পরিণত করব। এবার দেখতে থাকো, এই হাড়গোড় কীভাবে আমি মাংস ও ত্বক দিয়ে ঢেকে দেই।' যখন সত্য তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল তখন সে বলে উঠল, আমি জানি যে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান'।

২৬০. যখন ইব্রাহিম বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখাও তুমি কীভাবে মৃতকে জীবিত করো।' তিনি বললেন, 'তবে কি তুমি বিশ্বাস করো না?' সে বলল, 'অবশ্যই বিশ্বাস করি। শুধু আমার মনের সান্ত্বনার জন্যে।' তিনি বললেন, 'তাহলে চারটা পাখি ধরে ওদের বশ করো। তারপর ওদের টুকরো টুকরো করে একেক অংশ একেক পাহাড়ে রেখে এসো। এবার ওগুলোকে ডাক দাও। পাখিগুলো দৌড়ে তোমার কাছে চলে আসবে।' জেনে রাখো, আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

॥ রুকু ৩৬ ॥

২৬১. যারা নিজেদের ধনসম্পত্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের এই সৎদান এমন একটি শস্যবীজ, যাতে উৎপন্ন হয় সাতটি শিষ আর প্রতিটি শিষে থাকে শত শস্যদানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণ প্রবৃদ্ধি দান করেন। আল্লাহ অনন্ত প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

http://alQuran.org.bd

২৬২. দানের কথা প্রচার না করে যারা আল্লাহর পথে ধনসম্পত্তি ব্যয় করে এবং গ্রহীতাকে কোনো কষ্ট দেয় না, তাদের পুরস্কার প্রতিপালকের কাছে জমা থাকবে। তাদের কোনো ভয় থাকবে না। তারা দুঃখিতও হবে না। ২৬৩. দান করে খোঁটা দিয়ে কষ্ট দেয়ার চেয়ে শুধু মিষ্টি কথা বলা বা সমবেদনা প্রকাশ করা অনেক ভালো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত, পরমসহনশীল।

২৬৪. হে বিশ্বাসীগণ! দানের কথা প্রচার করে ও গ্রহীতাকে কষ্ট দিয়ে বা খোঁটা দিয়ে তোমাদের দানকে সেই ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল কোরো না, যে আত্মপ্রচারের জন্যে দান করে এবং আল্লাহ ও আখেরাতে অবিশ্বাসী। এ দানের উপমা হচ্ছে : মাটির আস্তর জমা একটি মসৃণ পাথরের চাতাল। প্রবল বৃষ্টি হলো। চাতালের ওপর থেকে সব মাটি ধুয়ে চলে গেল। তাদের উপার্জন তাদের কোনো উপকারে এলো না। সত্য অস্বীকারকারীদের আল্লাহ সৎপথ দেখান না।

২৬৫. অপরদিকে যারা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আন্তরিকতার সাথে দান করে, তাদের উপমা হচ্ছে : উঁচু জায়গায় এমন একটি বাগান, যেখানে মুষলধারে বৃষ্টি হলে দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন হয় আর হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টিও বাগানটিকে ফুলে-ফলে সুশোভিত রাখার জন্যে যথেষ্ট। তোমরা যা করো, আল্লাহ তার সম্যক-দ্রষ্টা।

২৬৬. তোমরা কেউ কি চাও তোমাদের এমন একটি বিশাল বাগান হবে, যা ঝর্না পরিবেষ্টিত সব ধরনের ফলমূলে সুশোভিত। তোমরা বুড়ো হবে, ছেলেমেয়েরাও হবে দুর্বল নাবালক। এমন সময় অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড়ে বাগান পুড়ে খাক হয়ে যাক? এভাবে আল্লাহ তাঁর বিধান সুস্পষ্টভাবে বয়ান করেন, যেন তোমরা সহজেই তা অনুধাবন করতে পারো।

॥ রুকু ৩৭ ॥

২৬৭. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা উপার্জন করো আর জমিন থেকে যা উৎপাদিত হয়, তা থেকে ভালো অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করো। বেছে বেছে খারাপ জিনিসগুলো দান করতে যেও না। কারণ যে-জিনিস তোমরা গ্রহণ করতে চাইবে না, তা কখনো দান করতে চাওয়া উচিত নয়। তোমাদের জানা থাকা উচিত, নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত, সর্বোত্তম প্রশংসায় প্রশংসিত।

http://alQuran.org.bd

২৬৮. শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় আর বখিল বা কৃপণ হতে উৎসাহ জোগায়। অপরদিকে আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

২৬৯. আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিকমা বা প্রজ্ঞা দান করেন। যাকে প্রজ্ঞা দেয়া হয়, তাকে দেয়া হয় অফুরন্ত কল্যাণ। আসলে সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারীরাই সত্য উপদেশ গ্রহণ করে।

২৭০. অন্যের জন্যে তোমরা যা-কিছু ব্যয় করো বা যা-কিছু তোমরা মানত করো, আল্লাহ সবই জানেন। (দান না করে অর্থ কুক্ষিগত করা জুলুম।) আর এই জালেমদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।

২৭১. তোমরা প্রকাশ্যে দান করলে তা-ও ভালো। আর যদি গোপনে অভাবীকে দাও, তা আরো ভালো। দানের কারণে তোমাদের অনেক পাপমোচন হবে। তোমরা যা করো আল্লাহ তা জানেন।

২৭২. (হে নবী!) মানুষকে সত্যপথ গ্রহণ করানোর দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয় নি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন। (হে মানুষ!) যে অর্থবিত্ত তোমরা দান করো, সে দান তো তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যেই। তোমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ব্যয় করো। অতএব দানের পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদেরকে অবশ্যই দেয়া হবে। তোমাদের হক কখনো নষ্ট করা হবে না।

২৭৩. (হে বিশ্বাসীগণ! মনে রেখো) বিশেষভাবে সাহায্য পাওয়ার অধিকারী হচ্ছে সে-সব অভাবী, যারা আল্লাহর কাজে এমনভাবে ব্যস্ত যে, নিজের জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা করতে পারে না। তারা কিছু চায় না দেখে অবিবেচকরা মনে করে, এদের কোনো অভাব নেই। এদের দিকে তাকালেই এদের ভেতরের অবস্থা বুঝতে পারবে। এরা কখনো ভিক্ষা চায় না। এদের সাহায্যে তোমরা যে অর্থবিত্ত ব্যয় করবে তা আল্লাহর কাছে গোপন থাকবে না।

॥ রুকু ৩৮ ॥

২৭৪. নিশ্চয়ই যারা তাদের উপার্জন থেকে রাতে বা দিনে, প্রকাশ্যে বা গোপনে, সচ্ছল বা অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, তাদের জন্যে তাদের

http://alQuran.org.bd

প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোনো ভয় বা পেরেশানি থাকবে না।

২৭৫. যারা সুদ (রিবা) খায় তাদের অবস্থা হচ্ছে শয়তানের স্পর্শে সহজাত বিচারবুদ্ধি লোপ পাওয়া ব্যক্তির মতো। এজন্যেই তারা বলে ব্যবসা তো সুদের মতোই, অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের বিধান পৌঁছেছে এবং সুদ খাওয়া থেকে বিরত থেকেছে, তার অতীতের বিষয় সম্পূর্ণতই আল্লাহর এখতিয়ারে। কিন্তু যারা বিধান জানার পরও সুদ খেতে থাকবে, জাহান্নামই হবে তাদের নিবাস। সেখানেই থাকবে তারা চিরকাল। ২৭৬. সুদী অর্থ আল্লাহর রহমত থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত থাকে আর সৎদান তাঁর অনুগ্রহসিক্ত হয়ে বহুগুণে সমৃদ্ধ হয়। যারা অকৃতজ্ঞ এবং ক্রমাগত পাপে লিপ্ত, আল্লাহ তাদের অপছন্দ করেন।

২৭৭. নিশ্চয়ই যারা সত্যে বিশ্বাস করে, সৎকর্ম করে, নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তাদের প্রতিফল তাদের প্রতিপালকের কাছে সংরক্ষিত। তাদের কোনো ভয় বা পেরেশানি থাকবে না।

২৭৮. হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ-সচেতন থেকো। সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি সত্যি সত্যি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাকো। ২৭৯. যদি তোমরা সুদ না ছাড়ো তবে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা করো এবং সুদ পরিত্যাগ করো তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই প্রাপ্য হবে। তোমরা জুলুম কোরো না এবং তোমাদের ওপরও জুলুম করা হবে না। ২৮০. যদি খাতক অভাবী হয়, তবে সচ্ছল না হওয়া পর্যন্ত তাকে ছাড় দাও। আর যদি ঋণ মাফ করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে আরো কল্যাণের, যদি তোমরা তা জানতে!

২৮১. (হে মানুষ!) তোমরা সেইদিন সম্পর্কে সচেতন হও, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে আনা হবে এবং তারপর প্রত্যেককেই তার কর্মফল পুরোপুরি প্রদান করা হবে। কারো ওপর কোনো অন্যায় করা হবে না।

॥ রুকু ৩৯ ॥

২৮২. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে ঋণসংক্রান্ত লেনদেন করো তখন তা লিখে রেখো। আর তোমাদের মধ্যে কোনো লেখক যেন তা

http://alQuran.org.bd

সঠিকভাবে লিখে দেয়। যেহেতু আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, তাই লেখক কখনোই লিখতে অস্বীকার করবে না। আল্লাহ-সচেতন থেকে ঋণগ্রহীতা লেখার বিষয় বলে দেবে। কোনো বিষয় যেন বাদ না যায়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয় বা লেখার বিষয়বস্তু বলতে অক্ষম হয়, তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। আর উভয়পক্ষের পছন্দমতো দুজন পুরুষ সাক্ষী থাকবে। দুজন পুরুষ যদি না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুজন নারী। কারণ নারীদের মধ্যে একজন যদি ভুল করে তবে অন্যজন যেন তা মনে করিয়ে দিতে পারে। সাক্ষীদের যখনই ডাকা হোক, তারা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করবে না। ছোট হোক বা বড় হোক, ঋণ ফেরত দেয়ার সময়সহ লেনদেনের প্রতিটি খুঁটিনাটি শর্ত লিখে রাখতে কখনো বিরক্ত হবে না। যত বিস্তারিত লিখবে তত আল্লাহর কাছে এটি বেশি ন্যায্য, সাক্ষ্য হিসেবে বেশি নির্ভরযোগ্য, পরবর্তী সময়ে সংশয় ও মতবিরোধ রোধে বেশি কার্যকর হবে। তবে তোমাদের ব্যবসায় নগদ ও মালামাল আদান-প্রদানে লিখিত দলিল না রাখলেও কোনো দোষ নেই। অবশ্য যে-কোনো লেনদেন ও বেচাকেনায় সাক্ষী রেখো। লেখক ও সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকে লক্ষ রেখো। যদি এদের ক্ষতিগ্রস্ত করো তবে তা হবে অন্যায়। সবসময় আল্লাহ-সচেতন থেকো। কারণ আল্লাহই তোমাদের কল্যাণের সঠিক কর্মনীতি শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি সব বিষয়ে সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী।

২৮৩. যদি তোমরা সফরে থাকো এবং কোনো লেখক পাওয়া না যায়, তবে বন্ধক রাখা বৈধ। তোমরা একে অপরকে বিশ্বাস করলে, যাকে বিশ্বাস করা হয়, সে যেন আমানত ফেরত দেয়, সে যেন সবসময় আল্লাহ-সচেতন থাকে। আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন কোরো না। যে সাক্ষ্য গোপন করে তার অন্তর কালিমালিপ্ত হয়। তোমরা যা-ই করো না কেন আল্লাহ সবই জানেন।

॥ রুকু ৪০ ॥

২৮৪. মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই আল্লাহর। তোমাদের মনে যা আছে তা তোমরা প্রকাশ করো বা গোপন রাখো, আল্লাহ অবশ্যই সবকিছুর হিসাব নেবেন। তারপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন বা শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২৮৫. মহান প্রতিপালকের কাছ থেকে যে বিধিবিধান নাজিল হয়েছে, রসুল এবং তার সঙ্গী বিশ্বাসীরা তাতে পুরোপুরি বিশ্বাস করে। আল্লাহ, তাঁর

http://alQuran.org.bd

ফেরেশতা, তাঁর প্রেরিত কিতাব ও তাঁর রসুলগণকে তারা সকলেই বিশ্বাস করে। তারা বলে, আমরা আল্লাহর রসুলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। আমরা তোমার নির্দেশ শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত আমরা তোমার কাছেই ফিরে যাব।

২৮৬. আল্লাহ কারো ওপরই তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেন না। ভালো ও মন্দ যে যা উপার্জন করবে, তার প্রতিফল সে-ই পাবে। (তাই হে বিশ্বাসীরা! তোমরা প্রার্থনা করো) 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের যদি ভুল বা ত্রুটি হয়, সেজন্যে আমাদের পাকড়াও কোরো না। প্রভু হে! আমাদের পূর্বসূরিদের ওপর যে-রূপ গুরুভার অর্পণ করেছিলে, আমাদের ওপর তেমন ভার চাপিয়ে দিও না। প্রভু হে! আমাদের ওপর সাধ্যাতীত কোনো দায়িত্ব দিও না। আমাদের ক্ষমা করো। দয়া করো। তুমিই আমাদের প্রভু। সত্য অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।'

http://alQuran.org.bd

৩. সূরা আলে ইমরান

রুকু ২০ ॥ আয়াত ২০০ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

আলিফ-লাম-মীম। ২. আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, বিশ্বপ্রকৃতির সর্বসত্তার ধারক। ৩-৪. তিনি ধাপে ধাপে তোমার প্রতি সত্যসহ এ কিতাব নাজিল করেছেন, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরও সত্যায়ক। তিনি মানবজাতিকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্যে ইতঃপূর্বে তাওরাত ও ইঞ্জিল নাজিল করেছেন। তিনি সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যনিরূপক 'ফোরকান' নাজিল করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহর বিধিবিধান প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, কঠোর দণ্ডদাতা।

৫-৬. নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে মহাকাশ ও পৃথিবীর কোনোকিছুই গোপন নেই। তিনি মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি সর্বশক্তিমান, প্রজ্ঞাময়।

৭. আল্লাহ তোমার প্রতি এ কিতাব নাজিল করেছেন। (এতে রয়েছে দুধরনের আয়াত।) প্রথমত—মুহকামাত, সুস্পষ্ট বিধিবিধান যা কিতাবের মূল ভিত্তি। দ্বিতীয়ত—মুতাশাবেহাত, যা রূপক। কুটিল ও সত্য-লঙ্ঘনপ্রবণরা অস্থিরতা, অশান্তি, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রূপকের পেছনে দৌড়ায় ও নিজেদের ভুল ব্যাখ্যাকেই একতরফাভাবে চূড়ান্ত মনে করে। অথচ আল্লাহ ছাড়া কেউই এই রূপকের চূড়ান্ত অর্থ জানে না। আর যারা যথার্থ জ্ঞানী, তারা বলে, 'আমরা এতে বিশ্বাস করি। কিতাবের সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে।' আসলে আন্তরিকভাবে সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারীরাই প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৮. (জ্ঞানীরা বলে) 'হে আমাদের প্রতিপালক! সরলপথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সকল প্রকার সংশয় ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত রেখো। তোমার রহমতের ছায়ায় আমাদের রেখো। নিশ্চয়ই তুমি বেহিসাব দানকারী। ৯. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি মানবজাতিকে একদিন একইস্থানে সমবেত করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।'

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ২ ॥

১০. যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের অর্থবিত্ত ও সন্তানসন্ততি আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে কোনো কাজে আসবে না। ওরাই হবে জাহান্নামের জ্বালানি। ১১. ওদের পরিণতিও হবে ফেরাউনের সাঙ্গপাঙ্গদের মতো। ফেরাউনের বংশধরেরাও তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় আমার আয়াতসমূহ (বিধিবিধান ও নিদর্শনাবলি) অস্বীকার করেছিল। তাই আল্লাহ ওদের কঠিন শাস্তি দিয়েছিলেন। আল্লাহ শাস্তিদাতা হিসেবেও কঠোর।

১২. (হে নবী!) সত্য অস্বীকারকারীদের বলো, তোমরা শিগগিরই পরাজিত হবে। তোমাদের একসাথে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। আর জাহান্নাম অতিনিকৃষ্ট নিবাস!

১৩. যুদ্ধের জন্যে দুটি দলের মুখোমুখি হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। একটি দল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছিল আর অপর দলটি ছিল সত্য অস্বীকারকারী। চক্ষুষ্মানরা স্পষ্ট দেখছিল প্রথম দলটির চেয়ে দ্বিতীয় দলটি সংখ্যায় দ্বিগুণ। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান তাকেই সাহায্য ও বিজয় দান করেন। নিশ্চয়ই এতে সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারীদের জন্যে শিক্ষা রয়েছে।

১৪. (পুরুষ) মানুষকে মোহগ্রস্ত করে রেখেছে নারী, সন্তানসন্ততি, সোনারুপা, (বিলাসী ভোগ্যপণ্য) বাছাইকৃত তেজি ঘোড়া, গবাদি পশু, ক্ষেত-খামার। এ সবই হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের ভোগ্যসামগ্রী। মূলত পরমানন্দের উপকরণ তো রয়েছে শুধু আল্লাহর কাছে।

১৫. (হে নবী!) বলো, এসব পার্থিব ভোগ্যসামগ্রীর চেয়ে ভালো কিছুর সুসংবাদ কি আমি তোমাদেরকে দেবো? আসলে যারা আল্লাহ-সচেতন, তাদের জন্যে প্রতিপালকের কাছে রয়েছে জান্নাত। এই জান্নাতসমূহের পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। রয়েছে পবিত্র সাথিরা। সেখানে থাকবে তারা অনন্তকাল আর আল্লাহর সন্তোষলাভে হবে ধন্য। বান্দাদের আল্লাহ সবসময়ই সুনজরে রাখেন।

১৬. বিশ্বাসীরা প্রার্থনা করে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমাকে বিশ্বাস করেছি। সুতরাং তুমি আমাদের পাপমোচন করো, ক্ষমা করো এবং

http://alQuran.org.bd

আগুনের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করো।' ১৭. এরা বিপদে ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, দাতা এবং রাতের শেষ প্রহরে অন্তরের অন্তস্তল থেকে ক্ষমাপ্রার্থনা করে।

১৮. আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ ও ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি ন্যায়বিচারক, সর্বশক্তিমান, প্রজ্ঞাময়।

১৯. নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে একমাত্র ধর্ম হচ্ছে ইসলাম (অর্থাৎ স্রষ্টায় পুরোপুরি সমর্পণ)। অতীতে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল, এ সত্যজ্ঞান পাওয়ার পরও পরস্পর বিদ্বেষবশত তারা এ বিষয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছিল। আসলে যারা সত্য অস্বীকার করবে, আল্লাহ তাদের যথাযথ হিসাব গ্রহণ করবেন। ২০. তাই হে নবী! এখন যদি ওরা তোমার সাথে বিতর্ক করে, তবে ওদের বলো, আমি ও আমার অনুসারীরা আল্লাহতে পুরোপুরি সমর্পিত। এরপর কিতাব অনুসারী ও নিরক্ষরদের জিজ্ঞেস করো, 'তোমরাও কি আল্লাহতে পুরোপুরি সমর্পিত হয়েছ?' নিশ্চয়ই ওরা যদি আল্লাহতে পুরোপুরি সমর্পিত হয় তবে সত্যপথ পাবে। আর যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে ওদের কাছে সত্যের বাণী পৌঁছানো ছাড়া তোমার আর কোনো দায়িত্ব নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবারই সবকিছু দেখছেন।

॥ রুকু ৩ ॥

২১. যারা আল্লাহর বাণীর সত্যতা অস্বীকার করে, নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং ন্যায্য কথা বলার জন্যে ন্যায়পরায়ণ লোকদের খুন করে, তুমি তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। ২২. ওদের সকল কাজ দুনিয়া ও আখেরাতে নিষ্ফল হবে। ওরা কোনো উদ্ধারকারীও পাবে না।

২৩. (হে নবী!) তুমি কি তাদের অবস্থা দেখ নি, যাদের কিতাবের কিছু জ্ঞান দেয়া হয়েছিল? তাদের বলা হয়েছিল, আল্লাহর বিধানকেই তারা যেন নিজেদের জন্যে আইন হিসেবে গ্রহণ করে। তখন তাদের একটি দল একগুঁয়েমি করে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ২৪. কারণ তারা দাবি করেছিল যে, হাতে-গোনা কয়েকদিনের বেশি জাহান্নামের আগুন তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। স্ব-উদ্ভাবিত এ ভ্রান্ত ধারণাই কার্যত ধর্মের ব্যাপারে তাদের বিভ্রান্ত ও প্রবঞ্চিত করে। ২৫. (চিন্তা করো) মহাবিচার দিবসে ওদের

http://alQuran.org.bd

পরিণতি কী হবে? সন্দেহ নেই সেদিন সবাইকে সমবেত করা হবে, প্রত্যেককে তার কাজের প্রতিফল দেয়া হবে, কারো ওপরই কোনো অন্যায় করা হবে না।

২৬-২৭. বলো, 'হে আল্লাহ! সকল ক্ষমতার মালিক! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান করো। যাকে ইচ্ছা ক্ষমতাচ্যুত করো। যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করো। যাকে ইচ্ছা অপমানিত করো। তুমি সর্বশক্তিমান। সকল কল্যাণ ও মঙ্গলের আধার। তুমি রাতকে বড় করে দিনকে ছোট করো, আবার দিনকে বড় করে রাতকে ছোট করো। তুমি প্রাণহীনকে দাও প্রাণ আর প্রাণবন্তকে করো প্রাণহীন। তুমি যাকে চাও বেহিসাব রিজিক দান করো।'

২৮. হে বিশ্বাসীরা! (যেখানে স্বার্থের সুস্পষ্ট সংঘাত রয়েছে, সেখানে) বিশ্বাসীদের ছেড়ে কোনো সত্য অস্বীকারকারীকে মিত্র বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ কোরো না। যে তা করবে, তার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। অবশ্য তাদের জুলুম থেকে বাঁচার জন্যে (দৃশ্যত এরূপ) করলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ তোমাদের (কল্যাণের জন্যেই এ বিষয়ে) সাবধান করে দিচ্ছেন। আর (পার্থিব জীবন শেষে) তোমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাবে।
২৯. (হে নবী!) বলো, তোমরা তোমাদের মনের কথা গোপন রাখো বা প্রকাশ করো, আল্লাহ সবই জানেন। মহাকাশ ও পৃথিবীর পরতে পরতে যা-কিছু আছে, তিনি তা-ও জানেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৩০. যেদিন প্রত্যেকে তার সব ভালো কাজ ও সব মন্দ কাজের মুখোমুখি হবে, সেদিন অধিকাংশ মানুষই ভাববে, এই দিনটি যদি কখনো না আসত! আল্লাহ তাই তোমাদের (আগে থেকেই) সতর্ক করে দিচ্ছেন। অবশ্যই আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি অতীব দয়ালু।

॥ রুকু ৪ ॥

৩১. হে নবী! বলো, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো। আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু। ৩২. বলো, 'আল্লাহ ও রসুলের অনুগত হও।' এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখো, আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের অপছন্দ করেন।

http://alQuran.org.bd

৩৩. নিশ্চয়ই আল্লাহ দুনিয়াবাসীকে সৎপথে পরিচালিত করার জন্যে আদম ও নূহকে এবং ইব্রাহিম ও ইমরানের বংশধরদের মনোনীত করেছেন। ৩৪. তারা একে অপরের বংশধর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন।

৩৫. স্মরণ করো! যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা আছে তা একান্তই তোমার জন্যে উৎসর্গ করলাম। তুমি একে কবুল করো। তুমি সবই শোনো, সবই জানো।

৩৬. সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি কন্যা প্রসব করেছি!' আল্লাহ খুব ভালো জানতেন সে কী প্রসব করবে। (আর তিনি এ-ও জানতেন, যে ছেলের প্রত্যাশা সে করছিল, সেই) ছেলের চেয়ে এ মেয়ে অনেক সম্মানীয় হবে। (তারপর সে বলল) 'আমি তার নাম রেখেছি মরিয়ম। আর অভিশপ্ত শয়তান থেকে তার ও তার বংশধরদের রক্ষার জন্যে আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি।'

৩৭. এরপর তার প্রতিপালক মরিয়মকে কবুল করলেন এবং ভালোভাবে লালনপালনের ব্যবস্থা করলেন। জাকারিয়াকে তার অভিভাবক নিযুক্ত করলেন। জাকারিয়া যখনই তার সাথে দেখা করতে যেত, তখনই তার ঘরে নানারকম খাবার দেখতে পেত। জাকারিয়া জিজ্ঞেস করত, 'মরিয়ম, এসব তোমার কাছে কোত্থেকে এলো?' সে বলত, 'আল্লাহর কাছ থেকে।' নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিজিক দান করেন।

৩৮. তখন সে স্থানেই জাকারিয়া প্রার্থনা করল, 'হে আমার প্রতিপালক! তোমার বিশেষ কুদরতে আমাকে সৎসন্তান দান করো। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা কবুলকারী।' ৩৯. যখন জাকারিয়া প্রার্থনাকক্ষে নামাজে নিমগ্ন ছিল তখন ফেরেশতারা তাকে বলল, 'আল্লাহ তোমাকে ইয়াহিয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন। সে হবে আল্লাহর বাণীর সত্যতা প্রমাণকারী, জিতেন্দ্রিয়, পুণ্যবান একজন নবী।'

৪০. জাকারিয়া বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার ছেলে হবে কেমন করে? আমি বৃদ্ধ আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। উত্তর এলো, 'এভাবেই হবে। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা-ই হয়।'

৪১. (জাকারিয়া) প্রার্থনা করল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও।' তিনি বললেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে, তিন দিন তুমি

http://alQuran.org.bd

পুরোপুরি মৌন থাকবে। আকারে-ইঙ্গিতে ছাড়া কারো সাথে কিছু বলবে না। তোমার প্রতিপালককে এসময় বেশি বেশি স্মরণ করবে। আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।'

॥ রুকু ৫ ॥

৪২. (স্মরণ করো!) যখন ফেরেশতারা বলেছিল, 'হে মরিয়ম! আল্লাহ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করেছেন এবং সারা পৃথিবীর নারীদের ওপর বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। ৪৩. হে মরিয়ম! তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও ও সেজদা করো। এবং যারা অবনত হয় তাদের সাথে অবনত হও।'

৪৪. (হে নবী!) এ গায়েবের সংবাদ আমি ওহীর মাধ্যমে তোমাকে জানাচ্ছি। কারণ মরিয়মের অভিভাবকত্ব কে করবে তা ঠিক করার জন্যে যখন সেবায়েতরা কলম নিক্ষেপ (করে লটারি) করছিল, তখন তুমি সেখানে ছিলে না। আর যখন তারা এ নিয়ে ঝগড়া করছিল তখনো তুমি ছিলে না।

৪৫. (স্মরণ করো!) যখন ফেরেশতারা বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন তাঁর প্রেরিত বাণীর মাধ্যমে (এক পুত্রের), যার নাম হবে মসিহ–মরিয়মপুত্র ঈসা। সে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত হবে। সে হবে আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের একজন। ৪৬. সে দোলনায় থাকা অবস্থায়ও মানুষের সাথে কথা বলবে, কথা বলবে পরিণত বয়সেও। সে হবে পুণ্যবানদের একজন।

৪৭. (মরিয়ম বলল) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তো কোনো পুরুষ কখনো স্পর্শ করে নি! আমার সন্তান হবে কেমন করে? (ফেরেশতা) বলল, 'এভাবেই হবে।' আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু সৃষ্টি করতে চান, তখন শুধু বলেন 'হও' এবং তা হয়ে যায়। ৪৮. তিনি তোমার পুত্রকে কিতাব ও হিকমা শিক্ষা দেবেন, শিক্ষা দেবেন তাওরাত ও ইঞ্জিল।

৪৯. (ফেরেশতা আরো বলল) তিনি তাকে রসুল করবেন বনি ইসরাইলের জন্যে। সে (মরিয়মপুত্র) বলবে, 'আমি তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে বাণী নিয়ে এসেছি। আমি কাদামাটি দিয়ে একটি পাখি বানাব, তারপর তাতে ফুঁ দেবো। আল্লাহর হুকুমে তা পাখি হয়ে উড়ে যাবে। আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভালো করব, মৃতকে জীবিত করব। তোমাদের বলে দেবো,

http://alQuran.org.bd

তোমরা ঘরে কী খাও আর কী মজুদ করো। এ সবকিছুর মধ্যেই তোমাদের জন্যে শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। ৫০. আর আমি এসেছি, আমার সামনে তাওরাতের যা-কিছু বিধিবিধান রয়েছে তার সত্যায়নকারীরূপে আর তোমাদের জন্যে হারাম হিসেবে ছিল এমন কিছু বিষয়কে হালাল ঘোষণা করতে। জেনে রাখো, আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বাণী নিয়ে এসেছি। তাই আল্লাহ-সচেতন হও আর আমাকে অনুসরণ করো। ৫১. নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সবার প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করবে। এটাই সরলপথ।'

৫২. (যথাসময়ে) বনি ইসরাইলের সত্য অস্বীকার করার বিষয়টি বুঝতে পেরে ঈসা বলল, আল্লাহর পথে কারা আমাকে সাহায্য করবে? সত্যনিষ্ঠ হাওয়ারীরা বলল, আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্য করব। আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি। আমরা আল্লাহতে পুরোপুরি সমর্পিত–তুমি এর সাক্ষী থাকো। ৫৩. (তারা প্রার্থনা করল) 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা নাজিল করেছ, তা আমরা মেনে নিয়েছি এবং তোমার রসুলের অনুসরণ করছি। অতএব সত্যের সাক্ষীর তালিকায় আমাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করো।'

৫৪. সত্য অস্বীকারকারীরা (ঈসার বিরুদ্ধে) ষড়যন্ত্র করল। আল্লাহ নিগূঢ় কৌশল অবলম্বন করলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ কুশলী।

॥ রুকু ৬ ॥

৫৫. স্মরণ করো! যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! আমি তোমার জীবনকাল পূর্ণ করব এবং তোমাকে নিজের কাছে তুলে নেব। সত্য অস্বীকারকারীদের পঙ্কিলতা থেকে তোমাকে পবিত্র করব। সেইসাথে সত্য অস্বীকারকারীদের ওপর তোমার অনুসারীদের কেয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী রাখব। তারপর তোমরা সবাই আমার কাছে ফিরে আসবে। তখন তোমাদের মতবিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা করব। ৫৬. যারা সত্য অস্বীকার করেছে, তাদের আমি দুনিয়া ও আখেরাতে কঠোর শাস্তি দেবো। তখন কেউ তাদের রক্ষা করতে পারবে না। ৫৭. আর যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদের পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করবেন। আল্লাহ জালেমদের অপছন্দ করেন।

৫৮. (হে নবী!) যা-কিছু তোমাকে আমি শোনাচ্ছি তা (হচ্ছে আমার মহিমার) নিদর্শন ও শিক্ষণীয় জ্ঞানগর্ভ বাণী।

http://alQuran.org.bd

৫৯. আল্লাহর কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমের মতো। তিনি আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করলেন। তারপর বললেন, 'হও'। আর সে হয়ে গেল।

৬০. তোমার প্রতিপালক (ঈসা সম্পর্কে) এ সত্য তোমাকে বলছেন। তাই তুমি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না! ৬১. তোমার কাছে এই জ্ঞান আসার পর এ নিয়ে কেউ তর্ক করতে এলে তাকে বলো, 'এসো আমরা ডাকি আমাদের পুত্রদের ও তোমাদের পুত্রদের, আমাদের নারীদের ও তোমাদের নারীদের, আমাদের পুরুষদের ও তোমাদের পুরুষদের। তারপর এসো আমরা আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, যারা মিথ্যাবাদী তাদের ওপর আল্লাহর লানত পড়ুক।'

৬২. নিঃসন্দেহে (এখানে ঈসা সম্পর্কে) যা বলা হয়েছে তা সবই সত্য। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি সর্বশক্তিমান, প্রজ্ঞাময়। ৬৩. আর ওরা যদি এ প্রস্তাবে রাজি না হয়, তাহলে প্রমাণিত হবে যে, ওরা অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। আর আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল।

॥ রুকু ৭ ॥

৬৪. (হে নবী!) বলো, হে কিতাবিরা! এসো! আমরা আমাদের কিতাবের অভিন্ন কথায় একমত হই! (কথাটা খুব সহজ।) 'আল্লাহ ছাড়া কারো উপাসনা করব না। আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করব না। আল্লাহ ছাড়া কাউকে বা কোনো মানুষকে প্রতিপালক বা প্রভুরূপে গ্রহণ করব না।' যদি তারা এ বিষয়ে একমত হতে না চায় তবে তাদের সুস্পষ্টভাবে বলো, তোমরা সাক্ষী থাকো, অবশ্যই আমরা আল্লাহতে সমর্পিত হয়েছি।

৬৫. হে কিতাবিরা! ইব্রাহিমকে নিয়ে কেন তোমরা তর্ক করো? তাওরাত ও ইঞ্জিল তো তার অনেক পরে নাজিল হয়েছে। তোমরা কি তোমাদের সহজাত বিচারবুদ্ধিও ব্যবহার করবে না? ৬৬. তোমাদের জানা বিষয়ে তর্ক করলে ঠিক আছে, কিন্তু যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই, তা নিয়ে বিতর্ক করছ কেন? প্রকৃত জ্ঞান তো আল্লাহর কাছে আর তোমরা এ বিষয়ে কিছুই জানো না।

৬৭. ইব্রাহিম ইহুদিও ছিল না, খ্রিষ্টানও ছিল না, শরিককারীও ছিল না। সে ছিল একনিষ্ঠভাবে আল্লাহতে সমর্পিত। ৬৮. ইব্রাহিমের অনুসারীরা আর (হে

http://alQuran.org.bd

নবী!) তুমি ও তোমার অনুসারীরাই মানুষের মধ্যে ইব্রাহিমের ঘনিষ্ঠজন। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীদের অভিভাবক।

৬৯. কিতাবিদের একটি দল তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে গিয়ে নিজেদেরই বিপথগামী করছে। কিন্তু ওরা তা বোঝে না। ৭০. হে কিতাবিরা! তোমরা কেন আল্লাহর বাণীর সত্যতাকে অস্বীকার করছ, যেখানে তোমরাই তার সাক্ষী? ৭১. হে কিতাবিরা! তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে কেন মেশাচ্ছ? জেনেশুনে কেন সত্য গোপন করছ?

॥ রুকু ৮ ॥

৭২. কিতাবিদের এক দল অন্য দলকে বলল, এ নবীর প্রতি বিশ্বাসীদের জন্যে যা-কিছু নাজিল হয়েছে, দিনের প্রথমভাগে তার ওপর বিশ্বাস করো, আর দিনের শেষভাগে তা অস্বীকার করো। এ কৌশল হয়তো বিশ্বাসীদের বিভ্রান্তিতে ফেলবে–তারা তাদের বিশ্বাস থেকে দূরে সরে যাবে। ৭৩. অবশ্য ওরা পরস্পরকে বলে, নিজ ধর্মের অনুসারী ছাড়া অন্য কাউকে বিশ্বাস কোরো না। হে নবী! বলো, আল্লাহ নির্দেশিত পথই একমাত্র পথ। একদিন তোমাদের যা দেয়া হয়েছে, তা যে-কাউকে দেয়া হতে পারে। তোমরা কি প্রভুর সামনে এ বিষয়ে যুক্তিতে দাঁড়াতে পারবে? বলো, অনুগ্রহ ও মর্যাদা সবই আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আল্লাহ অনন্ত অসীম সর্বজ্ঞ। ৭৪. বিশেষভাবে অনুগৃহীত করার জন্যে আল্লাহ যে-কাউকে বেছে নিতে পারেন। তিনি মহা অনুগ্রহশীল।

৭৫. কিতাবিদের মধ্যে অনেকে রয়েছে আমানতদার। যাদের কাছে বিপুল ধনসম্পত্তি রাখলেও তা ফেরত দেবে। আবার অনেকে আছে, যাদের কাছে একটা দিনার আমানত রাখলেও তার পেছনে লেগে না থাকলে ফেরত দেবে না। কারণ এটা ওদের ভ্রান্ত ধারণার পরিণতি। ওরা বলে, কিতাব অনুসারে নিরক্ষরদের (অর্থাৎ ইহুদি ছাড়া অন্যদের) প্রতি আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই। ওরা জেনেশুনেই আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে। ওরাও জানে, আল্লাহ এমন কথা কখনো বলেন নি।

৭৬. নিশ্চয়ই যে ওয়াদা পালন করে এবং আল্লাহ-সচেতনতার পথে চলে, আল্লাহ তাকে ভালবাসেন। ৭৭. আল্লাহকে দেয়া অঙ্গীকার ও নিজেদের শপথকে যারা তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থে বিক্রি করে, আখেরাতে তারা আল্লাহর

http://alQuran.org.bd

অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত থাকবে। মহাবিচার দিবসে আল্লাহ ওদের সাথে কথা বলবেন না, ওদের দিকে তাকাবেনও না, ওদের পরিশুদ্ধও করবেন না। ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে কঠিন শাস্তি।

৭৮. ওদের মধ্যে কিছু লোক কিতাব পাঠের সময় জিহ্বাকে এমনভাবে ওলটপালট করে, যাতে তোমরা মনে করো তারা কিতাবের মূল অংশ পড়ছে, আসলে তা কিতাবের অংশ নয়। ওরা বলে, 'এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত'। কিন্তু আসলে তা আল্লাহর কথা নয়। ওরা জেনেশুনে আল্লাহর নামে মিথ্যা বলে।

৭৯. কোনো নবীর পক্ষেই এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহর কিতাব, হিকমা ও নবুয়ত লাভ করার পর সে মানুষদের বলবে, 'তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার দাস হও।' (কখনো নয়।) বরং সে বলবে, 'আল্লাহওয়ালা হও। নিজেরা কিতাবের জ্ঞান লাভ করে অন্যদের সে জ্ঞান শিক্ষা দাও।' ৮০. সে কখনো ফেরেশতা বা নবীকে প্রতিপালক প্রভুরূপে গ্রহণ করতে বলতে পারে না। তোমরা আল্লাহতে সমর্পিত হওয়ার পর সে কি তোমাদের সত্য অস্বীকারকারী হতে বলতে পারে?

॥ রুকু ৯ ॥

৮১. স্মরণ করো! যখন আল্লাহ নবীদের (মাধ্যমে পূর্ববর্তী কিতাবের অনুসারীদের কাছ থেকে) অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন, তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের কিতাব ও হিকমা দিয়েছি, এরপর তোমাদের কাছে যে বিধিবিধান আছে তার সত্যায়নকারী কোনো রসুল এলে অবশ্যই তাকে বিশ্বাস করবে এবং তাকে সাহায্য করবে।' একথা বলে আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আমার সাথে অঙ্গীকার করছ এবং এ প্রতিশ্রুতি রক্ষার গুরুদায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছ? তারা বলল, 'আমরা স্বীকার করলাম'। তিনি বললেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাকো, আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।' ৮২. এরপর যারা এ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, তারা সত্যধর্মত্যাগী।

৮৩. ওরা কি আল্লাহর ধর্মের পরিবর্তে অন্য ধর্ম চায়? অথচ মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, তাঁর কাছে সমর্পিত। আর তাঁর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

http://alQuran.org.bd

৮৪. (হে নবী!) বলো, আমরা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস করি। আমাদের প্রতি যা নাজিল হয়েছে আর ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরদের ওপর যা নাজিল হয়েছে এবং মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীর নিকট আল্লাহর যে বিধিবিধান এসেছে তার সবকিছুর ওপরই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। আমরা আল্লাহতে সমর্পিত। ৮৫. আর কেউ আল্লাহতে সমর্পিত হওয়া ছাড়া অন্য কোনো ধর্মবিধান গ্রহণ করতে চাইলে তা কবুল হবে না। সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৮৬. একবার বিশ্বাস স্থাপন করার পর যদি কোনো সম্প্রদায় সত্য অস্বীকার করে, তবে আল্লাহ তাদেরকে কীভাবে সৎপথের সন্ধান দেবেন? অথচ তারা নিজেরাই সাক্ষী যে, এ-রসুল সত্য। তাদের কাছে এ সত্যতার স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে। আল্লাহ এ ধরনের দুরাচারীদের সৎপথের সন্ধান দেন না। ৮৭. আল্লাহ, ফেরেশতা ও সৎকর্মশীল মানুষ–সকলেরই লানত ওদের ওপর। এটাই ওদের কর্মফল। ৮৮. ওরা লানতগ্রস্ত অবস্থায়ই থাকবে চিরকাল। ওদের শাস্তি হালকা করা হবে না। কোনো বিরতিও পাবে না। ৮৯. তবে কেউ যদি তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, তাহলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

৯০. যারাই বিশ্বাস স্থাপন করার পর আবার সত্য অস্বীকার করে এবং যারা এ সত্য প্রত্যাখ্যানে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, তাদের তওবা কখনো কবুল হয় না। এরাই পথভ্রষ্ট। ৯১. যারা সত্য অস্বীকার করে এবং সত্য অস্বীকারকারী হিসেবেই মারা যায়, তারা তাদের পাপের বিনিময় হিসেবে পৃথিবী সমান সোনা দিলেও তা কবুল হবে না। ওদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি। ওরা উদ্ধারকারী হিসেবে কাউকে পাবে না।

চতুর্থ পারা

॥ রুকু ১০ ॥

৯২. (হে বিশ্বাসীগণ!) তোমার প্রিয় ও পছন্দের জিনিস থেকে দান করতে না পারলে তুমি কখনো সত্যিকারের ধার্মিক হতে পারবে না। অন্যের জন্যে তুমি যা-কিছু ব্যয় বা দান করো আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন।

http://alQuran.org.bd

৯৩. (তোমাদের অনুরূপ) বনি ইসরাইলের জন্যেও সকল খাবার হালাল ছিল। অবশ্য কিছু কিছু খাবার তাওরাত নাজিল হওয়ার আগে ইসরাইল নিজের জন্যে হারাম করেছিল। (হে নবী!) ওদের বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত নিয়ে এসো এবং আমাদের সামনে পাঠ করো। ৯৪. এরপরও যারা নিজেদের মনগড়া কথা আল্লাহর কথা হিসেবে চালানোর চেষ্টা করবে, তারাই দুরাচারী।

৯৫. বলো, 'আল্লাহ সত্য বলেছেন। তাই তোমরা একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহিমের ধর্ম অনুসরণ করো। সে শরিককারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।' ৯৬-৯৭. নিশ্চয়ই মানবজাতির প্রথম ইবাদতঘর প্রতিষ্ঠিত হয় মক্কায়, তা আশীর্বাদধন্য ও বিশ্বে আলোর দিশারি। এখানে আছে মাকামে ইব্রাহিমের মতো সুস্পষ্ট নিদর্শন। যে এখানে প্রবেশ করবে, পাবে অন্তরের প্রশান্তি। যার এই কাবাঘরে আসার সামর্থ্য রয়েছে, তার জন্যে হজ করা অবশ্য কর্তব্য। কেউ যদি এ নির্দেশ পালন না করে তবে তার জানা থাকা দরকার যে, আল্লাহ দুনিয়ার কোনো কিছুরই মুখাপেক্ষী নন।

৯৮. বলো, হে কিতাবিরা! তোমরা কেন আল্লাহর সুস্পষ্ট বিধান মানতে অস্বীকার করো? তোমরা যা করো আল্লাহ তার সাক্ষী। ৯৯. বলো, হে কিতাবিরা! যারা আল্লাহর বিধান মানে তাদের কেন সোজা পথ থেকে বিপথগামী করতে চাচ্ছ? অথচ তোমরা নিশ্চিতই জানো এরা সত্যপথ অনুসারী। তোমরা যা করো আল্লাহ তা সবই জানেন।

১০০. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যদি কিতাবিদের কোনো একটি দলেরও কথা শোনো, তবে তারা তোমাদের সত্য অস্বীকারকারী বানিয়ে ছাড়বে। ১০১. আর তোমরা কেন সত্যকে অস্বীকার করবে, যেখানে তোমাদের আল্লাহর আয়াত শোনানো হচ্ছে, আল্লাহর রসুল তোমাদের মধ্যে বর্তমান? যে ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে আল্লাহর বাণী অনুসরণ করবে, সে নিশ্চিতভাবেই সরলপথে পরিচালিত হবে।

॥ রুকু ১১ ॥

১০২. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সত্যিকারভাবে আল্লাহ-সচেতন হও এবং আল্লাহতে পুরোপুরি সমর্পিত না হয়ে মারা যেও না।

http://alQuran.org.bd

১০৩. (হে বিশ্বাসীগণ!) তোমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে আল্লাহর বিধান অনুসরণে অটল থাকো এবং কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে, তিনি তোমাদের হৃদয়ে সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পরের ভাই হয়ে গেছ। তোমরা জাহান্নামের কিনারায় ছিলে, তিনি তোমাদের রক্ষা করেছেন। আল্লাহ এভাবেই তাঁর বিধানসমূহ সুস্পষ্টভাবে বয়ান করেন, যাতে তোমরা সৎপথে চলতে পারো।

১০৪. (হে বিশ্বাসীগণ!) তোমাদের এমন একটি সঙ্ঘ থাকা উচিত, যা সঙ্ঘবদ্ধভাবে মানুষকে ভালো কাজে অনুপ্রাণিত করবে আর অন্যায় কাজে
নিষেধ করবে। তাহলেই তোমরা সফলকাম হবে। ১০৫. আর যারা আল্লাহর
স্পষ্ট বিধানসমূহ পাওয়ার পরও অতীতে নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তোমরা তাদের মতো হয়ো না। কারণ ওদের জন্যে রয়েছে কঠিন আজাব।

১০৬. মহাবিচার দিবসে কারো কারো চেহারা হবে উজ্জ্বল, কারো কারো চেহারা হবে কালো বিবর্ণ। কালো বিবর্ণ চেহারাওয়ালাদের জিজ্ঞেস করা হবে, সত্য বিশ্বাস করার পর কেন তোমরা সত্যত্যাগ করেছিলে? যেহেতু তোমরা
সত্যত্যাগ করেছিলে, এখন তার শাস্তি ভোগ করো। ১০৭. উজ্জ্বল
চেহারাওয়ালারা থাকবে আল্লাহর রহমতের ছায়ায়। সেখানে থাকবে তারা অনন্তকাল।

১০৮. নিশ্চয়ই এগুলো আল্লাহর বাণী, যা তোমাদের যথাযথভাবে পাঠ করে শোনানো হচ্ছে। (যাতে করে তোমরা সত্য সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানতে পারো।) কারণ আল্লাহ তার সৃষ্টির প্রতি কোনো অবিচার করেন না।
১০৯. মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই আল্লাহর! আর আল্লাহর কাছেই সবকিছু ফিরে যাবে।

॥ রুকু ১২ ॥

১১০. (হে বিশ্বাসীগণ!) তোমরাই উত্তম উম্মত (জাতি); মানবজাতির কল্যাণের জন্যে তোমরা মনোনীত। তোমরা মানুষকে সৎ কাজে অনুপ্রাণিত করবে আর অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আর আল্লাহর ওপর বিশ্বাসে অটল থাকবে। হায়! পূর্ববর্তী কিতাবিরা যদি সত্য বিশ্বাস করত তাহলে কত না

http://alQuran.org.bd

ভালো হতো! ওদের মধ্যে কিছু বিশ্বাসী আছে কিন্তু ওদের বেশিরভাগই সত্যত্যাগী। ১১১. শুধু কষ্ট দেয়া ছাড়া ওরা কখনো তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। (হে বিশ্বাসীগণ!) তোমাদের সাথে যদি ওরা লড়াই করতেও আসে, তখন ওরা খুব দ্রুত পালিয়ে যাবে। ওরা কারো সাহায্য পাবে না। ১১২. আল্লাহর বিধান অমান্য, অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা, অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের কারণে ওরা আল্লাহর গজবে পতিত হয়েছে, অভাব ও দুর্ভোগের শিকার হয়েছে, যেখানেই গেছে সেখানেই লাঞ্ছিত হয়েছে। যখনই ওরা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে, তখন এই একই পরিণতি হয়েছে।

১১৩. অবশ্য ওরা সবাই একরকম নয়। কিতাবিদের মধ্যে একদল আছে যারা সত্যে অবিচল। তারা রাতে আল্লাহর বাণী পাঠ করে এবং সেজদায় অবনত হয়। ১১৪. তারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে, সৎকর্মে অন্যদের অনুপ্রাণিত করে, অন্যায় করতে নিষেধ করে এবং তারা সাধ্যমতো সৎকর্ম করে। এরাই সৎকর্মশীল। ১১৫. তারা যা-কিছু ভালো কাজ করেছে তার প্রতিফল থেকে কখনো বঞ্চিত হবে না। আল্লাহ-সচেতনদের সম্বন্ধে আল্লাহ ভালো করেই জানেন।

১১৬. যারা সত্য অস্বীকার করে, তাদের ধনদৌলত বা সন্তানসন্ততি শেষ পর্যন্ত তাদের কোনো উপকারে আসবে না। ওদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। সেখানেই ওরা থাকবে চিরকাল। ১১৭. পার্থিব জীবনে যা-কিছু ওরা ব্যয় করে, তার উপমা হচ্ছে এমন এক তুষারঝড়ের মতো, যা শস্যক্ষেতে আঘাত হেনে সব তছনছ করে দেয়। আল্লাহ ওদের ওপর কোনো অবিচার করেন নি। ওরা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছে।

১১৮. হে বিশ্বাসীগণ! বিশ্বাসী ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ মিত্র হিসেবে গ্রহণ কোরো না। সুযোগ পেলে তোমাদের ক্ষতিসাধনে ওরা কোনো ত্রুটি করবে না। ওরা তোমাদের বিভ্রান্ত করবে। ওদের চেহারায় যে বিদ্বেষ প্রকাশ পায়, তার চেয়ে ওরা ভেতরে যা চেপে রাখে, তা অনেক বেশি ভয়ানক। তোমাদের কাছে সত্যকে সহজভাবে বয়ান করা হচ্ছে, যাতে তোমরা তোমাদের সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারো।

১১৯. দেখ! তোমরা বন্ধু ভেবে ওদেরকে ভালবাসো। কিন্তু তোমাদের প্রতি ওদের কোনো ভালবাসা নেই। তোমরা আন্তরিকভাবেই সকল কিতাবে বিশ্বাস করো। আর ওদের বিশ্বাসটা হচ্ছে খোলস। তোমাদের কাছে এলে ওরা বলে,

http://alQuran.org.bd

'আমরাও (তোমাদের মতোই) বিশ্বাস করি'। কিন্তু যখন ওরা নিজেরা মিলিত হয় তখন তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রোশে নিজেদের আঙুল নিজেরা কামড়ায়। ওদের বলো, 'তোমাদের ক্রোধের আগুনে তোমরাই ছাই হও'! প্রত্যেকের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন।

১২০. তোমাদের ভালো কিছু হলে ওরা কষ্ট পায় আর তোমাদের কোনো বিপদ দেখলে ওরা আনন্দিত হয়। অবশ্য তোমরা যদি ধৈর্যের সাথে ও আল্লাহ-সচেতন হয়ে কাজ করো, তবে ওদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। ওদের সকল তৎপরতাই আল্লাহর নজরে রয়েছে।

॥ রুকু ১৩ ॥

১২১. (হে নবী!) স্মরণ করো সেই সকালের কথা! যখন তুমি পরিবার-পরিজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে বিশ্বাসীদের সুবিন্যস্ত করছিলে। আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন। ১২২. (স্মরণ করো!) যখন তোমাদের মধ্যে দুটি দল সাহস প্রায় হারিয়ে ফেলেছিল, অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী ছিলেন। আসলে শুধু আল্লাহর ওপরেই বিশ্বাসীদের ভরসা করা উচিত। ১২৩. আর নিশ্চয়ই বদরের যুদ্ধে তোমরা ছিলে হীনবল কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। তাই তোমরা সবসময় আল্লাহ-সচেতন থেকো, যাতে তোমরা শোকরগোজারি করতে পারো।

১২৪. স্মরণ করো! হে নবী! তুমি যখন বিশ্বাসীদের বলছিলে, আল্লাহ তিন হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে যদি তোমাদের সাহায্য করেন, তবে এটাই কি যথেষ্ট নয়? ১২৫. হাঁ, নিশ্চয়ই, যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং আল্লাহ-সচেতন থাকো, তবে হঠাৎ আক্রান্ত হলেও আল্লাহ পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করবেন। ১২৬. তোমাদের আশ্বস্ত করার জন্যেই আল্লাহ এই সুসংবাদ দিয়েছেন। আর বিজয় ও সাহায্য তো শুধু মহাপরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহর কাছ থেকেই আসে। ১২৭. (আর তিনি তোমাদের এজন্যে সাহায্য দেবেন যাতে) সত্য অস্বীকারকারীদের একাংশ নিশ্চিহ্ন ও লাঞ্ছিত হয়, আর অন্যেরা হতাশ হয়ে ফিরে যায়। ১২৮. তিনি ওদের ক্ষমা করবেন, না শাস্তি দেবেন—এ ব্যাপারে তোমার কিছু করার নেই, কারণ ওরা দুরাচারী।

১২৯. মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ১৪ ॥

১৩০. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। বরং তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও। তাহলেই তোমরা সফলকাম ও সুখী হবে। ১৩১. আর সেই আগুন থেকে সাবধান থাকো, যা সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে তৈরি রাখা হয়েছে। ১৩২. তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের নির্দেশ পালন করো, যাতে তোমরা তাঁর রহমতের ছায়ায় থাকতে পারো।

১৩৩. প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাত লাভের জন্যে তোমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এগিয়ে যাও। (একজন প্রতিযোগী বিজয়ী হওয়ার জন্যে যে প্রাণান্ত প্রয়াস চালায়, তোমরাও সেভাবে সৎকর্ম করো।) আর জান্নাতের বিস্তৃতি মহাকাশ ও পৃথিবীর সমান। আর তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে আল্লাহ-সচেতন সৎকর্মশীলদের জন্যে।

১৩৪. নিশ্চয়ই যারা (এক) সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, (দুই) রাগ নিয়ন্ত্রণ করে, (তিন) মানুষকে ক্ষমা করে, আল্লাহ তাদের ভালবাসেন। ১৩৫-১৩৬. আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেলে বা কোনো গুনাহ্ করে বা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করার পর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করে, তাদের আল্লাহ ছাড়া কে ক্ষমা করতে পারে? আর তারা কখনো জেনেশুনে অন্যায় কাজ নিয়ে বাড়াবাড়ি বা হঠকারিতা করে না। তাদের জন্যে রয়েছে প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। যারা নিরলসভাবে সৎ কাজ করে তাদের পুরস্কার কতই না উত্তম!

১৩৭-১৩৮. তোমাদের আগেও বহু ধরনের জীবনধারা বিদ্যমান ছিল। সুতরাং তোমরা সারা পৃথিবী ভ্রমণ করো এবং দেখ সত্য অস্বীকারকারীদের পরিণতি কত মর্মান্তিক! বস্তুত এর মধ্যে রয়েছে মানবজাতির জন্যে সুস্পষ্ট শিক্ষা আর আল্লাহ-সচেতনদের জন্যে হেদায়েত ও উপদেশ।

১৩৯. আর কখনো হতাশ হয়ো না, দুঃখ কোরো না, সত্যিকার বিশ্বাসী হলে তোমাদের উত্থান সুনিশ্চিত (তোমরাই বিজয়ী হবে)। ১৪০. এখন যদি তোমাদের ওপর কোনো আঘাত এসে থাকে, তবে অনুরূপ আঘাত তো বিরুদ্ধপক্ষের ওপরও এসেছিল। আসলে আমিই পর্যায়ক্রমে (সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের) এ দিনগুলোকে মুখোমুখি করি, যাতে দেখতে পারি কারা

http://alQuran.org.bd

সত্যিকারের বিশ্বাসী, কারা জীবন দিয়েও সত্যের সাক্ষী হতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেমদের অপছন্দ করেন। ১৪১. বস্তুত পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি বিশ্বাসীদের শোধরান এবং সত্য অস্বীকারকারীদের নিশ্চিহ্ন করেন।

১৪২-১৪৩. তোমরা কি মনে করো যে, তোমরা এমনি এমনি জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনো পরীক্ষা করে দেখেন নি যে, কারা আল্লাহর পথে সর্বাত্মক সংগ্রাম করতে ও ধৈর্য ধরতে প্রস্তুত। মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার আগে তোমরা তো আল্লাহর পথে শহিদ হতে চাইতে। এখন তো তোমাদের অবস্থা তোমরা স্বচক্ষে দেখছ।

॥ রুকু ১৫ ॥

১৪৪. মুহাম্মদ একজন রসুল মাত্র। তার আগে বহু রসুল গত হয়েছে। এখন সে যদি মারা যায় বা নিহত হয়, তাহলে কি তোমরা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে? সত্য থেকে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহর কোনো ক্ষতি হবে না বরং সে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ তাঁর শোকরগোজার বান্দাদের শিগগিরই পুরস্কৃত করবেন।

১৪৫. নিশ্চয়ই মৃত্যুর সময় নির্ধারিত। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হতে পারে না। (আর শুনে রাখো!) কেউ পার্থিব পুরস্কারের জন্যে কাজ করলে তাকে তার পুরস্কার ইহকালে দান করব। আর যদি কেউ পরকালের জন্যে কাজ করে তবে তার পুরস্কার সে পরকালে পাবে। শোকরগোজার বান্দাদের কাজের ফল আমি নিশ্চয়ই দেবো।

১৪৬. ইতঃপূর্বে বহু নবীকেই আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে হয়েছে। তাদের সাথে ছিল বহু আল্লাহওয়ালা। আল্লাহর পথে কোনো বিপর্যয়েই তারা হতোদ্যম হয় নি। দুর্বলতা দেখায় নি। অন্যায়ের সামনে মাথানত করে নি। আল্লাহ অবশ্যই ধৈর্যশীল সংগ্রামীদের ভালবাসেন। ১৪৭. তাদের শুধু বিনীত প্রার্থনা ছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপমোচন করো। সকল বাড়াবাড়ির জন্যে আমাদের ক্ষমা করো। বিশ্বাসে দৃঢ় রাখো। সত্য অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে বিজয়ে আমাদের সাহায্য করো।' ১৪৮. তারপর আল্লাহ তাদের পৃথিবীতে পুরস্কৃত করেছেন এবং আখেরাতে পুরস্কৃত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ১৬ ॥

১৪৯. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যদি সত্য অস্বীকারকারীদের কথা শোনো তবে ওরা তোমাদেরকে অন্ধকার অতীতে নিয়ে যাবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ হবে। ১৫০. (তাই বিশ্বাসে দৃঢ় থাকো।) আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।

১৫১. যারা সত্য অস্বীকার করে, আমি তাদের মনে ভয় ও আতঙ্কের সঞ্চার করব। কারণ ওরা আল্লাহর সাথে শরিক করেছে। অথচ যাদের সাথে শরিক করা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ কোনো সনদ নাজিল করেন নি। তাই ওদের নিবাস হবে জাহান্নাম। আর তা কতই না নিকৃষ্ট!

১৫২. আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন। প্রথমে তাঁর হুকুমেই তোমরা ওদের প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিলে। কিন্তু এরপরই তোমাদের দৃষ্টি গেল গনিমতের মালের দিকে, যা ছিল তোমাদের অনেকের কাঙ্ক্ষিত বস্তু। এই কারণে তোমাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হলো। তোমরা নেতার (নির্দেশ লঙ্ঘন করে) অবাধ্য হলে। আসলে তোমাদের কিছু সংখ্যক পার্থিব লোভে পড়েছিলে আর কিছু সংখ্যক চাচ্ছিলে পরকাল। তখনই সত্য অস্বীকারকারীরা তোমাদের পর্যুদস্ত করল। এটি ছিল আল্লাহর তরফ থেকে তোমাদের জন্যে পরীক্ষা। অবশ্য এরপরও তিনি তোমাদের ক্ষমা করলেন। বিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ সীমাহীন।

১৫৩. স্মরণ করো! (ওহুদের প্রান্তরে) পেছনে কারো দিকে কোনো খেয়াল না করেই তোমরা পাহাড়ের দিকে কেমন করে পালাচ্ছিলে। অথচ রসুল তোমাদের পেছন থেকে ডাকছিল। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তোমাদেরকে দুঃখের পর দুঃখ দিলেন, যেন তা তোমাদের ভবিষ্যতের জন্যে শিক্ষা হয়, হারানোর বেদনা ও বিপদ যেন কখনোই তোমাদের মর্মাহত না করে। তোমরা যা করো আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন।

১৫৪. দুঃখ ও বিপর্যয়ের পর তিনি তোমাদের নিরাপত্তা ও প্রশান্তি দিলেন। একদল তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গেল। আরেকদল মূর্খদের মতো আল্লাহ সম্পর্কে অবান্তর ধারণা করে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় নিমজ্জিত হচ্ছিল। ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলছিল, 'আমাদের কি কিছু বলার অধিকার আছে?' (হে নবী! ওদের) বলো, 'সবকিছুই আল্লাহর এখতিয়ারে! আসলে এদের অন্তরের গোপন কথাটি হচ্ছে,

http://alQuran.org.bd

তারা বলতে চায়, এ ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার থাকলে আমরা এখানে মারা পড়তাম না।' (হে নবী!) বলো, 'যদি তোমরা ঘরেও থাকতে তবুও মৃত্যু নির্ধারিত হয়ে থাকলে, তোমরা তোমাদের মৃত্যুস্থানে নিজে নিজেই পৌঁছে যেতে।' আর আল্লাহ এভাবে তোমাদের মনে যা আছে তা পরীক্ষা করেন এবং অন্তরকে পরিশুদ্ধ করেন। আসলে তোমাদের মনের খবর আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন।

১৫৫. মোকাবেলার দিন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যারা পালিয়ে গিয়েছিল, তাদের পালানোর কারণ হচ্ছে শয়তান দুর্বল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। অবশ্য আল্লাহ তাদেরও ক্ষমা করেছেন। তিনি অতিশয় ক্ষমাপরায়ণ, পরমসহনশীল।

॥ রুকু ১৭ ॥

১৫৬. হে বিশ্বাসীগণ! সত্য অস্বীকারকারীদের মতো আচরণ কোরো না। দূরদেশে গিয়ে বা যুদ্ধ করতে গিয়ে ওদের কেউ মারা গেলে ওরা বলে, 'আমাদের সাথে থাকলে এরা মারা যেত না বা নিহত হতো না।' আর এ ভ্রান্ত ধারণা ওদের মনে গভীর দুঃখ ও মনস্তাপ সৃষ্টি করে। আসল সত্য হচ্ছে আল্লাহই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। তোমরা যা করো আল্লাহ তার সম্যক-দ্রষ্টা।

১৫৭. যদি আল্লাহর পথে (সত্যের পথে) নিহত হও বা মৃত্যুবরণ করো তবে তোমরা লাভ করবে আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া, যা এ পৃথিবীতে জমা করা সম্ভব এমন সকল সম্পদের চেয়েও উত্তম। ১৫৮. আর (সত্যের পথে) তোমরা (স্বাভাবিক) মৃত্যুবরণ করো বা নিহত হও, তোমরা আল্লাহর কাছেই সমবেত হবে।

১৫৯. হে নবী! আল্লাহর অনুগ্রহেই তুমি তোমার অনুসারীদের সাথে সহানুভূতিশীল আচরণ করেছ। যদি তুমি তাদের প্রতি রূঢ় ও কঠোর হতে তবে তারা তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যেত। অতএব তাদের ক্ষমা করো এবং তাদের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করো। আর (জনগণের) কাজকর্ম পরিচালনায় তাদের সাথে পরামর্শ করো। এরপর তুমি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আল্লাহর ওপর ভরসা করো। আল্লাহ তাঁর ওপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন।

http://alQuran.org.bd

১৬০. আল্লাহ সাহায্য করলে কেউ তোমাদের ওপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর তিনি যদি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে আর কে আছে যার পক্ষে সাহায্য করা সম্ভব? তাই বিশ্বাসীদের সবসময়ই আল্লাহর ওপর ভরসা করা উচিত।

১৬১. অসম্ভব! কোনো নবী কখনো প্রবঞ্চনা করতে পারে না! কারণ প্রবঞ্চককে মহাবিচার দিবসে তার প্রবঞ্চনার জিনিস নিয়ে হাজির হতে হবে। সেদিন প্রত্যেককেই তার কর্মফল পূর্ণমাত্রায় প্রদান করা হবে। কারো প্রতিই অন্যায় করা হবে না। ১৬২. যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালায়, সে-ব্যক্তি কীভাবে আল্লাহ যাকে অপছন্দ করেন, তার মতো কাজ করতে পারে? যাকে আল্লাহ অপছন্দ করেন তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম আর তা কতই না নিকৃষ্ট স্থান! ১৬৩. আল্লাহর কাছে এদের উভয়ের অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল্লাহ সবার সকল কাজেরই সম্যক-দ্রষ্টা।

১৬৪. বিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ এই যে, তিনি তাদের মধ্য থেকেই একজনকে রসুল হিসেবে পাঠিয়েছেন। সে আল্লাহর আয়াত (বিধিবিধান) তাদের পাঠ করে শোনায়, তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদের কিতাব ও হিকমা শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল।

১৬৫. কী ব্যাপার! তোমাদের ওপর যখন ওহুদের বিপদ এলো তখন তোমরা জিজ্ঞেস করছ, 'কেন এমন হলো'? অথচ বদরে তোমরা প্রতিপক্ষের ওপর এর চেয়ে দ্বিগুণ বিপদ ঘটিয়েছিলে। হে নবী! বলো, এ বিপদ তোমাদের নিজেদের কারণেই এসেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৬৬-১৬৭. যেদিন তোমরা (ওহুদে) পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিলে, সেদিন তোমাদের বিপর্যয়ও ঘটেছিল আল্লাহর অনুমতিক্রমেই, যাতে বাস্তবে বিশ্বাসী ও মুনাফেকদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। তাদের বলা হয়েছিল, 'এসো, আল্লাহর পথে লড়াই করো বা নিজ (শহরের) প্রতিরক্ষা করো।' তারা বলেছিল, 'যদি আমরা নিশ্চিত জানতাম যে, আজই যুদ্ধ হবে, তবে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের অনুসরণ করতাম।' সেদিন তারা বিশ্বাসের চেয়ে অবিশ্বাসের দিকেই ঝুঁকে পড়েছিল। তাদের মুখের কথা আর অন্তরের কথা ছিল একেবারেই আলাদা। অবশ্য তারা যা গোপন রাখে আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন। ১৬৮. যারা ঘরে বসে ছিল তারা পরে বলল যে, ইশ!

http://alQuran.org.bd

ওরা যদি আমাদের কথা শুনত, তাহলে মারা পড়ত না। তাদেরকে বলো, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে (মৃত্যুর সময়) নিজেদেরকে মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে (তোমাদের কথার সত্যতা) প্রমাণ করো।'

১৬৯. যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের কখনোই মৃত মনে কোরো না। বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে জীবিকাপ্রাপ্ত। ১৭০. (শহিদ হওয়ার সুযোগ দিয়ে) আল্লাহ তাদের ওপর যে অনুগ্রহ করেছেন তাতে তারা আনন্দিত। আর বিশ্বাসীরা তাদের জন্যেও আনন্দ প্রকাশ করে, যারা তাদের সঙ্গী হতে না পেরে এখনো দুনিয়াতে রয়ে গেছে। কারণ তাদেরও কোনো ভয় নেই এবং তারাও কোনো দুঃখ পাবে না। ১৭১. আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ পেয়ে তারা আনন্দিত। তারা জানে বিশ্বাসীদের কর্মফল আল্লাহ নষ্ট করেন না।

॥ রুকু ১৮ ॥

১৭২. বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যারা আল্লাহ ও রসুলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ-সচেতনতার সাথে চলে তাদের জন্যে মহাপুরস্কার অপেক্ষা করছে। ১৭৩. এদেরকে বলা হয়েছিল, 'তোমাদের বিরুদ্ধে বিশাল সৈন্যবাহিনী জড়ো হয়েছে, তাদেরকে ভয় করো।' তখন তারা বিশ্বাসে প্রবল হয়ে বলেছিল, 'আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট।' নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক! ১৭৪. অতঃপর তারা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে এসেছিল। কোনো অনিষ্টই তাদের স্পর্শ করে নি। আল্লাহর ইচ্ছানুসারে চলার সৌভাগ্য তারা অর্জন করেছিল। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

১৭৫. (দুরাচারীরা শয়তানের বন্ধু) আর শয়তানই তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়। তাই ওদের কখনোই ভয় কোরো না। সবসময় আল্লাহর (বিরাগভাজন হওয়াকে) ভয় করো। তাহলেই সত্যিকার বিশ্বাসী থাকতে পারবে।

১৭৬. হে নবী! যারা সত্য অস্বীকারে লিপ্ত তাদের অপতৎপরতা নিয়ে কোনো চিন্তা কোরো না। ওরা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। ওরা আখেরাতে কঠোর শাস্তি ছাড়া আর কিছুই পাবে না। ১৭৭. যারা বিশ্বাসের বিনিময়ে সত্য অস্বীকারের পথ গ্রহণ করবে, তারাও আল্লাহর কোনো ক্ষতি

http://alQuran.org.bd

করতে পারবে না। তাদের জন্যেও অপেক্ষা করছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ১৭৮. সত্য অস্বীকারকারীদের এটা মনে করার কারণ নেই যে, আমি তাদের মঙ্গলের জন্যে অবকাশ দিয়ে রেখেছি। আসলে সময় দিয়েছি তাদের পাপের ঘট পূর্ণ হওয়ার জন্যে। তাদের জন্যেও রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৭৯. আল্লাহ বিশ্বাসীদের বর্তমান অবস্থায় কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারেন না। তিনি অবশ্যই সৎ-কে অসৎ থেকে আলাদা করবেন। কিন্তু গায়েব সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করা আল্লাহর নিয়ম নয়। তবে আল্লাহ তার রসুলদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এ বিষয়ে অবহিত করেন। অতএব তোমরা আল্লাহ ও রসুলের ওপর বিশ্বাস রাখো। তোমরা বিশ্বাসী হলে আর আল্লাহ-সচেতনভাবে চললে তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে মহাকল্যাণ।

১৮০. তোমরা কখনো মনে কোরো না যে, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তোমাদের যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয়ে কৃপণতা করলে তোমাদের মঙ্গল হবে। আসল সত্য হচ্ছে, কৃপণতা তোমাদের জন্যেই অমঙ্গলের। যা নিয়ে কৃপণতা করবে, কেয়ামতের দিন সেটাই গলার ফাঁস হয়ে দাঁড়াবে। মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুর মালিক আল্লাহ। তোমরা যা করো আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন।

॥ রুকু ১৯ ॥

১৮১-১৮২. ওরা বলে, 'আল্লাহ অভাবগ্রস্ত ও আমরা অভাবমুক্ত।' ওদের কথা আমি শুনেছি। ওদের কথা এবং ওরা যে অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করেছে তা-ও লিখে রাখব। (মহাবিচার দিবসে) ওদের বলব, 'তোমরা এবার জাহান্নামের দহনযন্ত্রণা ভোগ করো।' এ তোমাদের কৃতকর্মের ফল। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির ওপর কখনো অবিচার করেন না।

১৮৩. ওরা বলে, আল্লাহ আমাদের আদেশ দিয়েছেন যে, অদৃশ্য আগুন গ্রাস করে ফেলবে এমন কোরবানি না দেখা পর্যন্ত আমরা যেন কোনো রসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন না করি। ওদের বলো, আমার পূর্বে অনেক রসুল স্পষ্ট নিদর্শনসহ, এমনকি তোমরা যা বলছ সে প্রমাণসহ তোমাদের নিকট এসেছিল। যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে জবাব দাও, কেন তোমরা তাদের হত্যা করেছিলে? ১৮৪. ওরা যদি তোমাকে অস্বীকার করে, করুক। তোমার আগেও যে-সব রসুল স্পষ্ট নিদর্শন, আসমানি সহীফা ও দীপ্যমান কিতাব নিয়ে এসেছিল তাদেরকেও ওরা অস্বীকার করেছিল।

http://alQuran.org.bd

১৮৫. প্রতিটি প্রাণকেই মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে। মহাবিচার দিবসে তোমাদের সবাইকে কর্মফল পুরোপুরিই দেয়া হবে। সফল মানুষ হবে সে-ই, যাকে লেলিহান আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে। আর শুধু পার্থিব জীবন তো এক মরীচিকাপূর্ণ ভোগ-বিভ্রম ছাড়া কিছুই নয়।

১৮৬. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের জানমাল উভয় দিক দিয়েই পরীক্ষা নেয়া হবে। তোমরা পূর্ববর্তী কিতাবি ও শরিককারীদের কাছ থেকে অনেক পীড়াদায়ক কটুকথা শুনবে। কিন্তু যদি তোমরা বিপদে ধৈর্য ধরো এবং আল্লাহ-সচেতনতার পথে চলো, তাহলেই উচ্চস্তরে তোমাদের উত্তরণ ঘটবে।

১৮৭. স্মরণ করো! যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল, আল্লাহ তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, 'তোমরা আল্লাহর বাণী স্পষ্টভাবে মানুষের কাছে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না।' কিন্তু তারপরও ওরা অঙ্গীকার লঙ্ঘন করে ক্ষুদ্র স্বার্থের বিনিময়ে সত্য পরিত্যাগ করেছে। ওদের এ বিনিময় কতই না নিকৃষ্ট! ১৮৮. কখনো মনে কোরো না যে, যারা এই ক্ষুদ্র বিনিময় পেয়ে আনন্দিত হয় এবং কিতাব সংরক্ষণ না করেও প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তারা শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে কঠিন শাস্তি। ১৮৯. মহাকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

॥ রুকু ২০ ॥

১৯০-১৯১. নিশ্চয়ই মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিনরাত্রির আবর্তনে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। তারা দাঁড়িয়ে, বসে বা শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে। তারা মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্য নিয়ে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়। এবং বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করো নি! তুমি মহাপবিত্র! আগুনের শাস্তি থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করো। ১৯২. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করবে, নিশ্চয়ই সে (দুনিয়ায় পাপাচারের মাধ্যমে) নিজেকে হেয় করেছে। আর (আখেরাতে) এ পাপাচারীদের সাহায্য করার কেউই থাকবে না। ১৯৩. হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা একজন আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তোমার প্রতি ঈমান এনেছি। অতএব তুমি আমাদের সকল গুনাহ মাফ করো। সকল দোষত্রুটি মুক্ত করো এবং সৎকর্মশীলদের কাতারে আমাদের শেষ পরিণতি দাও। ১৯৪. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তোমার

http://alQuran.org.bd

মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে যে ওয়াদা করেছ, তা পূরণ করো। আর মহাবিচার দিবসে আমাদের সকল প্রকার লজ্জা থেকে রক্ষা করো। তুমি কখনো ওয়াদা খেলাপ করো না।’

১৯৫. তারপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলবেন, আমি কোনো সৎকর্মশীল নরনারীর কর্ম বিফল করি না। তোমরা একে অপরের পরিপূরক। তোমাদের সৎকর্মের পুরস্কার সমান। তাই যারা হিজরত করেছ, ঘরছাড়া হয়েছ, আল্লাহর পথে নির্যাতিত হয়েছ, যুদ্ধ করেছ বা নিহত হয়েছ, তাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেবো। তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। এ আল্লাহর পুরস্কার। বস্তুত আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

১৯৬. (হে সত্যান্বেষী!) যারা সত্য অস্বীকার করেছে, দেশে দেশে তাদের গর্বিত পদচারণা যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। ১৯৭. এ-তো সাময়িক ভোগ, সাময়িক আনন্দ-বিভ্রম। এরপর জাহান্নাম হবে তাদের নিবাস। আর তা কতই না নিকৃষ্ট নিবাস! ১৯৮. কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশ সম্পর্কে সচেতন ছিল ও তা মেনে চলেছে, তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত। সেটাই হবে তাদের স্থায়ী আবাস। তারা আল্লাহর মেহমান হিসেবে থাকবে। সৎকর্মশীলদের জন্যে আল্লাহর অনুগ্রহই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার!

১৯৯. কিতাবিদের মধ্যে অনেকে আছে, যারা আল্লাহর প্রতি বিনয়াবনত হয়ে তোমাদের ওপর ও তাদের ওপর নাজিল হওয়া কিতাবে বিশ্বাস করে এবং ক্ষুদ্র স্বার্থের বিনিময়ে আল্লাহর বিধানকে ত্যাগ করে না, (আল্লাহর আয়াতকে বিক্রয় করে না) তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে পুরস্কার রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে ত্বরিৎ।

২০০. হে বিশ্বাসীগণ! (প্রতিকূলতার মোকাবেলায়) ধৈর্যশীল হও! পরস্পরের সাথে সহনশীলতা ও ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করো। সদাপ্রস্তুত থাকো সত্য রক্ষায়, সত্য অনুসরণে। সবসময় আল্লাহ-সচেতন থাকো। তাহলেই তোমরা লাভ করবে অনন্ত কল্যাণ।

http://alQuran.org.bd

৪. সূরা নিসা

রুকু ২৪ ॥ আয়াত ১৭৬ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

হে মানুষ! সচেতন হও তোমার প্রতিপালকের মহিমা সম্পর্কে! যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি সেই ব্যক্তি থেকেই তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি তাদের দুজন থেকে অসংখ্য নরনারী জমিনে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তোমরা সচেতন হও সেই আল্লাহর, যার নামে তোমরা পরস্পরের কাছে অধিকার দাবি করো। যত্নশীল হও জ্ঞাতিবন্ধন রক্ষায়। নিশ্চিত জেনো, তোমরা আল্লাহর তীক্ষ্ণ নজরদারির মধ্যেই রয়েছ।

২. অতএব এতিমদেরকে তাদের ধনসম্পত্তি ফিরিয়ে দেবে। তাদের ভালো জিনিসের সাথে নিজের খারাপ জিনিসের অদলবদল করবে না। আর তোমাদের সম্পত্তির সাথে তাদের সম্পত্তি মিশিয়ে হজম করে ফেলবে না। নিশ্চয়ই এটা মহাপাপ।

৩. আর তোমরা যদি আশঙ্কা করো যে, এতিম মেয়েদের অধিকার তোমাদের দ্বারা লঙ্ঘিত হতে পারে, তবে পছন্দ অনুসারে অন্য মেয়েদের মধ্য থেকে দুই, তিন বা চার জনকে বিয়ে করতে পারো। তবে যদি আশঙ্কা হয় যে, একাধিক স্ত্রীর সাথে তোমরা 'ইনসাফ'পূর্ণ আচরণ করতে পারবে না, তাহলে একজনকে অথবা অধিকারভুক্ত দাসীকে বিয়ে করাই যথেষ্ট। সম্ভবত এ পন্থায় তোমরা পক্ষপাতিত্ব করার অপরাধ থেকে রক্ষা পাবে।

৪. আর তোমরা আনন্দিতচিত্তে (ফরজ মনে করে) স্ত্রীদের দেনমোহর আদায় করো। অবশ্য যদি তারা খুশিমনে দেনমোহরের কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করো।

৫. আল্লাহ তোমাদের হেফাজতে অর্পণ করেছেন, এমন সম্পত্তি নির্বোধ বা অল্পবুদ্ধিসম্পন্নদের হাতে ছেড়ে দিও না। সেই সম্পত্তি থেকে তাদের

http://alQuran.org.bd

ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে এবং তাদের সদুপদেশ দেবে (আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকবে)।

৬. এতিমদের প্রতি নজর রেখো বিয়ের বয়স না হওয়া পর্যন্ত। ভালো-মন্দ বিচারের জ্ঞান ও যোগ্যতা সৃষ্টি হলে তাদের সম্পত্তি তাদের ফিরিয়ে দেবে। তারা বড় হয়ে উঠছে, নিজেদের সম্পত্তি নিজেরা বুঝে নেবে—এ আশঙ্কায় অন্যায়ভাবে তাড়াহুড়ো করে তাদের সম্পত্তি খরচ করে ফেলো না। অভিভাবক হিসেবে তুমি সচ্ছল হলে এতিমের সম্পত্তি থেকে কোনোকিছু গ্রহণ করবে না আর গরিব হলে সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করবে। তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার সময় অবশ্যই সাক্ষী রাখবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব গ্রহণকারী।

৭. পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে। তা অল্প হোক বা বেশি, এ অংশ আল্লাহ নির্ধারিত।

৮. সম্পত্তি বণ্টনকালে আত্মীয়স্বজন, এতিম ও অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকলে সে-সম্পত্তি থেকে তাদেরও কিছু দান করো এবং তাদের সাথে সদাচরণ করো।

৯. নিজে অসহায় সন্তান রেখে মারা গেলে, মৃত্যুকালে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তোমার মনে যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থাকত, সেই একই অনুভূতি এতিমের প্রতি প্রদর্শন করো। আল্লাহ-সচেতন থাকো, হক কথা বলো, সুবিচার করো।

১০. যারা এতিমের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তাদের পেট পরিপূর্ণ করছে আগুন দিয়ে। তারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে চিরকাল।

॥ রুকু ২ ॥

১১. আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের (সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্তি) সম্পর্কে বিধান দিচ্ছেন : এক ছেলে পাবে দুই মেয়ের অংশের সমান, শুধু মেয়ে দুই-এর বেশি রেখে গেলে তারা পাবে রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ, আর যদি এক মেয়ে থাকে তবে সে পাবে অর্ধেক। তার সন্তান থাকলে

http://alQuran.org.bd

তার পিতামাতা প্রত্যেকেই সম্পদের এক ষষ্ঠাংশ; সে নিঃসন্তান হলে যদি শুধু পিতামাতা তার উত্তরাধিকারী হয় তবে মা পাবে এক তৃতীয়াংশ; কিন্তু যদি তার ভাইয়েরা থাকে তবে তার মা পাবে এক ষষ্ঠাংশ; অবশ্য এ সবই হবে মৃত ব্যক্তির অসিয়তের দাবি পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারের দিক থেকে কে তোমাদের বেশি আপন, তা তোমরা জানো না। এই হচ্ছে আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১২. তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক তোমাদের জন্যে, যদি তারা নিঃসন্তান হয়। তাদের সন্তান থাকলে রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ তোমরা পাবে, অসিয়ত পালন ও ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের সন্তান না থাকলে স্ত্রীরা পাবে রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ, যদি একটি সন্তান থাকে তবে রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ স্ত্রীরা পাবে, তোমাদের অসিয়ত পালন ও ঋণ পরিশোধের পর। আর যদি কোনো পুরুষ বা মহিলা নিঃসন্তান হয় এবং মা-বাবাও মারা গিয়ে থাকে কিন্তু এক ভাই বা বোন জীবিত থাকে তবে তারা প্রত্যেকে পাবে এক ষষ্ঠাংশ, আর যদি তারা সংখ্যায় বেশি হয় তবে তারা এক তৃতীয়াংশ পাবে, তবে সবটাই হবে অসিয়ত পালন ও ঋণ পরিশোধের পর–কারো অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। এই হচ্ছে আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, পরমসহনশীল।

১৩. (উত্তরাধিকারের ব্যাপারে) এই হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। প্রকৃতপক্ষে এটাই আসল সাফল্য।

১৪. অপরদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর বিধান লঙ্ঘন করবে, তিনি তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে জ্বলবে চিরকাল। তার জন্যে অপেক্ষা করছে অপমানকর শাস্তি।

॥ রুকু ৩ ॥

১৫. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ ব্যভিচার করে, তবে (ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে) চার জন প্রত্যক্ষ পুরুষ সাক্ষী তলব করবে। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে অপরাধীদের ঘরে আটকে রাখবে, যে পর্যন্ত না তাদের

http://alQuran.org.bd

মৃত্যু হয় বা (অনুশোচনার প্রেক্ষিতে) আল্লাহ তাদের জন্যে অন্য কোনো ব্যবস্থা করেন।

১৬. যৌন অপরাধে অপরাধী উভয়কেই শাস্তি দাও। কিন্তু যদি তারা উভয়েই তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তবে তাদের ছেড়ে দাও। মনে রেখো, আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরমদয়ালু। ১৭. যারা ভুলবশত পাপ করে এবং অবিলম্বে তওবা করে, আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন, আল্লাহ তাদের অনুগৃহীত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১৮. সারাজীবন অন্যায় করে মৃত্যুশয্যায় এসে যারা বলে, 'আমি তওবা করলাম', তাদের তওবা কোনো কাজে আসবে না। আর সত্য অস্বীকারকারী হিসেবেই যারা মৃত্যুবরণ করে, তাদের জন্যেও তওবা নয়। তাদের জন্যে আমি নিদারুণ শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।

১৯. হে বিশ্বাসীগণ! জোরজবরদস্তি করে স্ত্রীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে বসার চেষ্টা করা তোমাদের জন্যে বৈধ নয়। তারা যদি ব্যভিচারের দোষে দোষী সাব্যস্ত না হয় তবে তোমরা তাদের যা-কিছু দিয়েছ, তাদের অবরুদ্ধ করে তা আত্মসাৎ করার চেষ্টা কোরো না। তাদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করবে। তোমরা যদি তাদের অপছন্দ করো তবে এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ যেখানে অনেক কল্যাণ রেখেছেন তেমন কিছুকেই তোমরা অপছন্দ করছ।

২০. আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর বদলে অন্য স্ত্রী গ্রহণের সিদ্ধান্ত নাও এবং প্রথম স্ত্রীকে প্রচুর অর্থবিত্ত দিয়ে থাকো, তবে তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নেবে না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ বা জুলুমের মাধ্যমে তা ফেরত নেবে? ২১. কেমন করে তা ফেরত নেবে যেখানে তোমরা সহবাস করেছ এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি নিয়েছে?

২২. নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতা-পিতামহ যাদেরকে বিয়ে করেছে, তোমরা তাদের বিয়ে কোরো না। অতীতে যা হয়েছে, তা হয়েছে। কিন্তু এটা আসলেই অশ্লীল, ঘৃণ্য ও জঘন্য প্রথা।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ৪ ॥

২৩. তোমাদের জন্যে বিয়ে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাইয়ের মেয়ে, ভাগিনী, দুধ-মা, দুধ-বোন, শাশুড়ি ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সহবাস হয়েছে তার আগের স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত মেয়েরা, যারা তোমার কাছে লালিতপালিত হচ্ছে তাদের সাথে। তবে যদি তাদের মায়ের সাথে সহবাস না হয়ে থাকে, তবে তাদের সাথে তোমাদের বিয়েতে কোনো দোষ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদের এবং একসাথে দু-বোনকে বিয়ে করাও তোমাদের জন্যে হারাম। তবে অতীতে কিছু হয়ে গিয়ে থাকলে তা ভিন্ন কথা। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

পঞ্চম পারা

২৪. জেনে রেখো, (যুদ্ধবন্দি হওয়ার কারণে) তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া সকল সধবা তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ–হারাম। এটাই আল্লাহর বিধান। উল্লিখিত নারীরা ছাড়া অন্য নারীকে ধনসম্পত্তি দিয়ে বিয়ে করা বৈধ করা হলো, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্যে নয়। এদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা সহবাস করবে, তাদের নির্ধারিত দেনমোহর ফরজ হিসেবে আদায় করবে। দেনমোহর নির্ধারণের পর কোনো বিষয়ে সানন্দে যদি তারা ছাড় দেয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

২৫. তোমাদের মধ্যে কারো স্বাধীন বিশ্বাসী নারী বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকলে বিশ্বাসী দাসীকে বিয়ে করবে। আল্লাহ তোমাদের বিশ্বাস সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন। তোমরা বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরস্পর সমান। সুতরাং তোমরা তাদের মালিকদের অনুমতি নিয়ে বিয়ে করবে। আর তারা যদি সচ্চরিত্রের হয়, জেনাকারী বা উপপতি গ্রহণকারী না হয় তবে তাদের ন্যায়সঙ্গত দেনমোহর দেবে। বিয়ের পর যদি তারা ব্যভিচার করে তবে তাদের শাস্তি স্বাধীন নারীর অর্ধেক। তোমাদের মধ্যে যারা অবৈধ যৌনাচার থেকে বেঁচে থাকতে চাও, তাদের জন্যে (দাসীকে বিয়ে করার) এ সুবিধা

http://alQuran.org.bd

প্রদান করা হয়েছে। তবে ধৈর্য ধরা (অন্যের মালিকানাধীন দাসী বিয়ে করা থেকে বিরত থাকা) আরো মঙ্গলজনক। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

॥ রুকু ৫ ॥

২৬. তোমাদের পুণ্যবান পূর্বসূরিদের অনুসৃত রীতিনীতি ও কর্মপন্থাসমূহ সুস্পষ্টভাবে বয়ান করে আল্লাহ তোমাদের আলোকিত পথে পরিচালিত ও ক্ষমা করতে চান। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ২৭. আল্লাহ তাঁর রহমতের ছায়ায় তোমাদের রাখতে চান আর প্রবৃত্তির পূজারিরা তোমাদেরকে (পণ্যদাস বানিয়ে) পথভ্রষ্ট করতে চায়। ২৮. আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান (আত্মিক ও জৈবিক চাহিদার সংঘাত কমিয়ে জীবনকে সহজ করতে চান)। কারণ মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই (চাকচিক্যের কাছে, প্রবৃত্তির কাছে) দুর্বল।

২৯. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের অর্থবিত্ত অন্যায়ভাবে গ্রাস কোরো না। অবশ্য তোমরা মিলেমিশে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসা করতে পারো। আর তোমরা একে অপরকে হত্যা কোরো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড়ই মেহেরবান। ৩০. আর যে ব্যক্তি বিদ্বেষবশত অন্যায়ভাবে তা করবে, আমি তাকে (অশান্তির) আগুনে পোড়াব, জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর আল্লাহর পক্ষে এটি খুব সহজ কাজ।

৩১. তোমরা যদি আমার নির্দেশ অনুসরণ করে বড় বড় গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকো, তবে তোমাদের ছোটখাটো পাপগুলো আমি ক্ষমা করে দেবো। আর তোমাদের সম্মানজনক স্থানে, জান্নাতে দাখিল করব।

৩২. হে বিশ্বাসীগণ! যে-সব বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের একে অপরের তুলনায় অতিরিক্ত অনুগ্রহ ও সুযোগ-সুবিধা দান করেছেন, তোমরা সে ব্যাপারে লোভাতুর হয়ো না। পুরুষ যা অর্জন করে তা পুরুষ পাবে, আর নারী যা অর্জন করে তা নারী পাবে। সবসময় আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। আল্লাহ সব বিষয়ে সবকিছু জানেন।

৩৩. পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে আমি উত্তরাধিকার সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছি। আর যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ, তাদের প্রাপ্য দিয়ে দিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুরই পর্যবেক্ষক।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ৬ ॥

৩৪. নারীর যত্ন নেয়ার পুরো দায়িত্ব পুরুষের। আল্লাহ পুরুষকে যে অতিরিক্ত অনুগ্রহ-সম্পদ ও আর্থিক সামর্থ্য দিয়েছেন তা দিয়ে সে নারীর পুরো যত্ন নেবে। আর সৎকর্মশীল নারীরা আল্লাহর সত্যিকারের অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন, লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাজত করে। স্ত্রী যদি দাম্পত্য দায়িত্ব এড়িয়ে চলতে চায়, তবে তাদের সাথে অন্তর খুলে কথা বলো (যাতে তাদের হৃদয় বিগলিত হয়)। (অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে) বিছানায় তাদের একা থাকতে দাও (তাদের স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকো)। (এরপর তারা চাইলে) বিছানায় তাদের সাথে মিলিত হও। আর পরিস্থিতি শুধরে গেলে তাদের কষ্ট দেয়ার জন্যে বাহানা খুঁজবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রেষ্ঠ মহান (তোমাদের সবার ওপরে কর্তৃত্ববান)।

৩৫. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা করলে তোমরা স্বামীর পরিবার থেকে একজন ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজনকে সালিশ নিযুক্ত করবে। যদি তারা উভয়ে ভুল শুধরে সমঝোতায় পৌঁছতে চায় তাহলে আল্লাহ তাদের মিলমিশের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব বিষয়ে অবহিত।

৩৬. (হে মানুষ!) তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে। কোনোকিছুকে তাঁর সাথে শরিক করবে না। পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, এতিম-অভাবী, নিকট ও দূর প্রতিবেশী, সঙ্গীসাথি, পথিক ও অধীনদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই দাম্ভিক ও অহংকারীকে আল্লাহ অপছন্দ করেন। ৩৭. আর যারা নিজেরা কৃপণ এবং অন্যকে কৃপণতা করতে উৎসাহিত করে (বা দানে নিরুৎসাহিত করে) এবং আল্লাহর অনুগ্রহ-সম্পদ গোপন করে, আল্লাহ তাদেরও অপছন্দ করেন। এ ধরনের অকৃতজ্ঞদের জন্যে আমি অপমানজনক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি। ৩৮. আর যারা লোক দেখানোর জন্যে অর্থবিত্ত ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও আখেরাতে অবিশ্বাস করে, তাদেরকেও আল্লাহ অপছন্দ করেন। আসলে শয়তান কারো সঙ্গী হলে এর চেয়ে খারাপ সঙ্গ আর কিছু হতে পারে না।

৩৯. তারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করলে, আল্লাহপ্রদত্ত রিজিক থেকে অন্যের জন্যে ব্যয় করলে তাদের কী ক্ষতি হতো? আল্লাহ তাদের সবকিছুই জানেন। ৪০. আল্লাহ কারো ওপর পরমাণু পরিমাণও অবিচার করেন না।

http://alQuran.org.bd

কেউ যদি একটি ভালো কাজ করে, আল্লাহ সাথে সাথে তার সওয়াব দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকেও বিপুল সওয়াব দান করেন।

৪১. মহাবিচার দিবসে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী হাজির করব এবং তোমাকেও সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব, তখন এ পাপীদের অবস্থা কী হবে? ৪২. যারা সত্য অস্বীকার করেছে এবং রসুলকে অমান্য করেছে, তারা সেদিন ধুলোয় মিশে যেতে চাইবে। সেদিন তারা কোনো কথাই গোপন করতে পারবে না।

॥ রুকু ৭ ॥

৪৩. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজের ধারেকাছেও যাবে না। তোমরা কী বলছ তা যখন বুঝতে পারবে, তখন নামাজ পড়বে (অর্থাৎ স্থির প্রশান্ত ও সচেতন অবস্থায় নামাজ পড়বে)। মুসাফির না হলে অপবিত্র অবস্থায়ও নামাজের কাছে যাবে না, যতক্ষণ না গোসল করো। আর যদি তোমরা অসুস্থ থাকো বা সফরে থাকো বা মলমূত্র ত্যাগ করে আসো বা স্ত্রীসহবাস করার পর পানি না পাও, তবে পরিষ্কার মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করো অর্থাৎ পরিষ্কার মাটি মুখমণ্ডল ও হাতে বুলিয়ে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপমোচনকারী, অতীব ক্ষমাশীল।

৪৪. তুমি কি তাদের দেখ নি, যাদের কিতাবের এক অংশ দেয়া হয়েছে কিন্তু এখন ভুলের বেসাতি করছে? আর চাচ্ছে তোমরাও পথভ্রষ্ট হও। ৪৫. কে তোমাদের শত্রু আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন। আর তোমাদের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট।

৪৬. ইহুদিদের কিছু লোক আল্লাহর বাণীকে প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিকৃত অর্থ করে এবং বলে, 'আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম'। আবার বলে, 'শোনো, না-শোনার মতো'। আর সত্যধর্মকে অবজ্ঞা করার জন্যে তারা জিহ্বা কুঁচকে বলে 'রায়িনা' (আমাদের রাখাল)। অথচ যদি তারা বলত যে, 'শুনলাম ও মেনে নিলাম' আর বলত '(আমাদের কথা) শুনুন ও আমাদের দিকে খেয়াল রাখুন', তবে তা-ই হতো তাদের জন্যে কল্যাণকর। কিন্তু সত্য অস্বীকার করার জন্যে আল্লাহ তাদের লানত করেছেন। তাই তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোকই বিশ্বাস স্থাপন করবে।

http://alQuran.org.bd

৪৭. হে কিতাবিরা! যা-কিছু আমি নাজিল করেছি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করো। এ কিতাব তো তোমাদের কিতাবেরই সত্যায়ন করে। যেদিন আমি চেহারা বিকৃত করে পেছন দিকে ঘুরিয়ে দেবো অথবা শনিবারওয়ালাদের মতো লানত করব, সেদিন আসার আগেই বিশ্বাস স্থাপন করো। মনে রেখো, আল্লাহর আদেশ কার্যকর হবেই।

৪৮. আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করার মতো অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ-ছাড়া অন্যান্য অপরাধের জন্যে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আল্লাহর সাথে যে শরিক করে সে মহাপাপ করে।

৪৯. তুমি কি তাদের দেখ নি, যারা নিজেদের পবিত্রতার গৌরব করে? পবিত্রতা ও শুদ্ধি তো আল্লাহর দান। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। কিন্তু
কারো ওপরই বিন্দু পরিমাণ অবিচার করেন না। ৫০. দেখ! ওরা নিজেদের
মিথ্যা কথাগুলোই কীভাবে আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দিচ্ছে! প্রকাশ্য পাপ হিসেবে এটাই যথেষ্ট।

॥ রুকু ৮ ॥

৫১. তুমি কি তাদের দেখ নি, যাদের কিতাবের একটি অংশ দেয়া হয়েছিল অথচ এখন মূর্তি ও অপশক্তিকে বিশ্বাস করছে? আর বলছে, বিশ্বাসীদের
চেয়ে সত্য অস্বীকারকারীদের পথই উত্তম। ৫২. আল্লাহ ওদের লানত
করেছেন। আর আল্লাহ যাদের লানত করেন, তুমি তাদের কোনো সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না।

৫৩. আল্লাহর সাম্রাজ্যের কোনো অংশের ওপর কি ওদের কোনো অধিকার রয়েছে? যদি থাকত তবে ওরা তো তিল পরিমাণ কিছু কাউকে দিত না।
৫৪. তবে কি আল্লাহ মানুষকে নিজ অনুগ্রহে যা যা দিয়েছেন তা নিয়ে ওরা ঈর্ষা করে? আমি তো ইব্রাহিমের বংশধরদেরও কিতাব ও হিকমা
দিয়েছিলাম এবং তাদের দান করেছিলাম বিশাল রাজ্য। ৫৫. তারপর তাদের
মধ্যে কেউ কেউ কিতাবে বিশ্বাস করেছিল। কেউ কেউ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। আর শুনে রাখো, অপরাধীদের পোড়ানোর জন্যে জাহান্নামই
যথেষ্ট। ৫৬. যারা আমার বিধান মানতে অস্বীকার করবে তারা আগুনে

http://alQuran.org.bd

পুড়বেই। ত্বক একবার পুড়ে গেলে আবার নতুন ত্বক সৃষ্টি করা হবে। আবার তা পুড়বে। এভাবেই তারা পুরোমাত্রার শাস্তি ভোগ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৫৭. আর যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। তাদের জন্যে থাকবে পবিত্র সাথিরা, এক মহাসবুজের ছায়ায় শান্তি-সুখে থাকবে তারা চিরকাল।

৫৮. হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা সব আমানত তার মালিককে ফিরিয়ে দেবে। যখন মানুষের বিরোধ মীমাংসা করবে তখন বিচারক হিসেবে ন্যায়বিচার করবে। আল্লাহর উপদেশ সবসময়ই উত্তম। আল্লাহ সব শোনেন, সব দেখেন।

৫৯. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে প্রাজ্ঞ নেতার আনুগত্য করো। এরপর কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য হলে আল্লাহ ও রসুলের (শিক্ষার) নিকট ফিরে যাও। আল্লাহ ও আখেরাতে সত্যিকারের বিশ্বাসীদের জন্যে এটিই সঠিক কর্মনীতি এবং পরিণামে উত্তম।

॥ রুকু ৯ ॥

৬০. হে নবী! তুমি কি তাদের দেখ নি, যারা তোমার ও তোমার পূর্ববর্তী নবীদের ওপর নাজিল হওয়া কিতাবে বিশ্বাস করার দাবি করে? কিন্তু তারা বিরোধীয় বিষয়ে ফয়সালার জন্যে (তাগুত) অপশক্তির শরণাপন্ন হয়। অথচ অপশক্তিকে প্রত্যাখ্যান করার জন্যেই তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। মূলত শয়তান তাদের পুরোপুরি পথভ্রষ্ট করতে চায়।

৬১. যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তার দিকে এসো এবং রসুলের নীতি অনুসরণ করো', তখন তুমি দেখবে মুনাফেকরা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। ৬২. ওদের কৃতকর্মের জন্যে ওদের ওপর বিপদ এলে তখন ওরাই আবার তোমার কাছে এসে আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, 'আমরা কল্যাণ ও সম্প্রীতি ছাড়া অন্য কিছু চাই নি।' ৬৩. ওদের অন্তরে কী আছে আল্লাহ তা জানেন। তাই তোমার প্রতি ওদের আচরণকে উপেক্ষা করো। ওদেরকে (মর্মস্পর্শী) সৎ-উপদেশ দেয়ার মাধ্যমে শুধু বোঝাতে চেষ্টা করো।

http://alQuran.org.bd

৬৪. প্রতিটি জনপদে রসুল প্রেরণের উদ্দেশ্য একটাই; আর তা হচ্ছে, মানুষ আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাঁকে অনুসরণ করবে। তারা যদি নিজেদের ওপর জুলুম করার পর তোমার কাছে এসে আল্লাহর ক্ষমাপ্রার্থনা করত আর তুমিও যদি তাদের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে, তাহলে তারা অবশ্যই আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও পরমদয়ালুরূপে পেত। ৬৫. কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের বিরোধ নিষ্পত্তির ভার তোমার ওপর না দেবে, তোমার সিদ্ধান্ত দ্বিধাহীনভাবে সর্বান্তকরণে মেনে না নেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সত্যিকার বিশ্বাসী বলে গণ্য হবে না।

৬৬. আর আমি যদি তাদেরকে নির্দেশ দিতাম যে, 'তোমরা আত্মহত্যা করো' বা 'দেশত্যাগ করো' তাহলে অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউ তা মানত না। অথচ তাদেরকে যা করতে বলা হয়েছিল, তারা তা করলে তাদের নিজেদেরই কল্যাণ হতো এবং তাদের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হতো। ৬৭. নিশ্চয়ই আমি তখন তাদের অনেক বড় পুরস্কার দিতাম। ৬৮. আমি তাদেরকে হেদায়েতের সরলপথে পরিচালিত করতাম।

৬৯. আর যারা আল্লাহ ও রসুলের নির্দেশনা অনুসরণ করবে তারা নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহিদ ও সৎকর্মশীলদের অর্থাৎ আল্লাহর অনুগ্রহভাজনদের সঙ্গী হবে। এরাই উত্তম সঙ্গী। ৭০. আল্লাহর অনুগ্রহ কত বিশাল! নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

॥ রুকু ১০ ॥

৭১. হে বিশ্বাসীগণ! যুদ্ধে নামার আগে শত্রুর মোকাবেলায় পুরো প্রস্তুতি গ্রহণ করো। তারপর প্রয়োজনে ছোট ছোট সুসংবদ্ধ দলে বিভক্ত হয়ে বা সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হও। ৭২. তোমাদের মধ্যে কিছু দোদুল্যমান লোক রয়েছে। তোমাদের কোনো বিপদ হলে সে বলবে, আল্লাহর বড় মেহেরবানি যে, আমি তাদের সাথে যাই নি। ৭৩. আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হলে তারা বলবে, হায়! আমিও যদি তাদের সঙ্গে থাকতাম, তবে আমিও এই বিশাল সাফল্যের অংশীদার হতাম।

৭৪. অতএব যারা দুনিয়ার জীবনের বিনিময়ে আখেরাতের জীবনকে বেছে নিয়েছে, তাদের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর পথে সর্বাত্মক সংগ্রাম করা। আল্লাহর

http://alQuran.org.bd

পথে সংগ্রাম করে কেউ নিহত হোক বা বিজয়ী হোক, আমি তাকে মহাপুরস্কার প্রদান করব।

৭৫. তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা আল্লাহর পথে সে-সব নিপীড়িত নারী পুরুষ ও শিশুদের মুক্তির জন্যে কেন সংগ্রাম করবে না, যারা ফরিয়াদ করছে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এই জালেমদের অত্যাচার থেকে তুমি আমাদের মুক্তি দাও। তোমার পক্ষ থেকে আমাদের মুক্তির জন্যে একজন সাহায্যকারী ও উদ্ধারকারী পাঠাও।'

৭৬. যারা বিশ্বাসী তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে আর যারা সত্য অস্বীকারকারী তারা যুদ্ধ করে অন্ধ অপশক্তির পক্ষে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম করো। নিঃসন্দেহে শয়তানের চক্রান্ত সবসময়ই ভঙ্গুর।

॥ রুকু ১১ ॥

৭৭. তুমি কি তাদের দেখ নি, তাদের বলা হয়েছিল, (অন্যায় ও সহিংসতা থেকে) তোমরা অস্ত্রসংবরণ করে রাখো, নামাজ কায়েম করো, যাকাত আদায় করো? এরপর যখন আল্লাহর পথে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হলো তখন তাদের একটি দল আল্লাহর (বিরাগভাজন হওয়ার) ভয়ের মতো ভয় বা তার চেয়েও বেশি ভয় করতে লাগল প্রতিপক্ষের মানুষদের। তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! কেন আমাদের ওপর অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ফরজ করলে? আমাদের আর কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন?' (হে নবী!) তাদের বলো, পার্থিব ভোগবিলাস খুবই সামান্য ব্যাপার। আখেরাতই আল্লাহ-সচেতন মানুষের জন্যে অতি-উত্তম। সেখানে তোমাদের ওপর চুল পরিমাণও অবিচার
করা হবে না। ৭৮. তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ়
দূর্গে অবস্থান করলেও মৃত্যু তোমাদের পাকড়াও করবেই। তাদের ভালো কিছু হলে তারা বলে, 'এটা আল্লাহর কাছ থেকে–তাঁর রহমত!' আর খারাপ কিছু হলে (হে নবী! ওরা) বলে, 'এটা তোমার জন্যে হয়েছে।' ওদের বলো, '(ভালো-মন্দ) সবকিছুই আল্লাহর কাছ থেকে।' হায়! যারা এই সহজ সত্যটুকু বোঝার জন্যে সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে না, তাদের পরিণতি কী হবে?

৭৯. হে মানুষ! সত্য এই যে, তোমার যা-কিছু কল্যাণ তা আল্লাহর রহমত আর যা-কিছু অকল্যাণ সব তোমার কর্মফল। হে মুহাম্মদ! আমি তোমাকে

http://alQuran.org.bd

সমগ্র মানবজাতির জন্যে রসুল হিসেবে পাঠিয়েছি। একথার সত্যতার জন্যে এক আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। ৮০. অতএব যে রসুলের আনুগত্য করে সে আল্লাহরই আনুগত্য করে। আর যারা তোমাকে মানতে অস্বীকার করে তাদের তত্ত্বাবধান করা তোমার কাজ নয়।

৮১. তারা বলে, 'আমরা তোমার অনুগত'। তোমার কাছ থেকে চলে যাওয়ার পর রাতে তাদের একটি দল তোমার দিক-নির্দেশনার বিরুদ্ধে সলাপরামর্শ করে। তারা যা রাতে পরামর্শ করে, আল্লাহ তা সবই লিখে রাখছেন। তাই তুমি তাদের কোনো পরোয়া কোরো না। আল্লাহর ওপর ভরসা করো। ভরসাস্থল ও কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

৮২. এরপরও কোরআনকে অনুধাবন করার জন্যে ওরা কি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হবে না (বা ওদের সহজাত বিচারবুদ্ধিও প্রয়োগ করবে না)? কোরআন যদি আল্লাহর কালাম ছাড়া অন্য কিছু হতো তাহলে অবশ্যই এর মধ্যে অনেক অসঙ্গতি থাকত।

৮৩. যখন এরা শান্তি বা যুদ্ধসংক্রান্ত কোনো গোপন বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত পায়, তখন তা রটনা করে বেড়ায়। অথচ তারা যদি বিষয়টি রসুল বা দায়িত্বশীল কারো নজরে আনত তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্যাভিজ্ঞ, তারা বিষয়টির যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত। আসলে তোমাদের ওপর যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না থাকত, তবে অল্প কয়েকজন ছাড়া বাকি সবাই শয়তানের আজ্ঞাবহ হয়ে যেতে। ৮৪. অতএব আল্লাহর পথে সর্বাত্মক সংগ্রাম করো। তুমি শুধু তোমার নিজের জন্যেই দায়ী। আর অবশ্যই বিশ্বাসীদের যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করো। হয়তো আল্লাহ শিগগিরই সত্য অস্বীকারকারীদের শক্তি খর্ব করে দেবেন। কেননা আল্লাহ শক্তিতে প্রবল, শাস্তিদানে কঠোর।

৮৫. কেউ ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ বা সহযোগিতা করলে সে কল্যাণের ভাগী হবে। আর যে মন্দ কাজে প্ররোচিত বা সহযোগিতা করবে, সে শাস্তির অংশীদার হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে নজর রাখেন। ৮৬. আর কেউ যখন তোমাদের সালাম দেয়, তখন তোমরা কমপক্ষে সে-রকম অথবা তার চেয়েও বেশি সম্মানসহকারে সালামের জবাব দেবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়েই হিসাব গ্রহণকারী।

http://alQuran.org.bd

৮৭. নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। মহাবিচার দিবসে তিনি তোমাদের সবাইকে সমবেত করবেন—এতেও কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহর কথার চেয়ে সত্য কথা আর কী হতে পারে?

॥ রুকু ১২ ॥

৮৮. তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা মুনাফেকদের ব্যাপারে দ্বিমত করে দুদলে বিভক্ত হবে কেন? যেখানে অন্যায়ের জন্যে আল্লাহ ওদের প্রত্যাখ্যান করেছেন সেখানে তোমাদের দ্বিমত করার কী আছে? আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট হতে দেন তোমরা কি তাকে সৎপথে চালাতে চাও? আসলে (কৃতকর্মের জন্যে) আল্লাহ কাউকে পথভ্রষ্ট হতে দিলে তুমি তার জন্যে কখনো কোনো পথ পাবে না।

৮৯. ওরা চায় যে, ওরা যেমন সত্য অস্বীকার করেছে, তোমরাও একইভাবে সত্য অস্বীকার করো। তোমাদেরকে ওরা ওদের কাতারে শামিল করতে চায়। সাবধান! অসত্যের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে আল্লাহর পথে হিজরত না করা পর্যন্ত ওদের কাউকেও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না। আর যদি তারা প্রকাশ্য শত্রুতায় নামে তবে তাদের মুখোমুখি হওয়ার সাথে সাথে পাকড়াও করবে এবং খতম করবে। ওদের মধ্য থেকে কাউকেই বন্ধু বা সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করবে না। ৯০. অবশ্য যারা তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ গোত্রের সাথে গিয়ে মিশবে, সে মুনাফেকরা এ নির্দেশের আওতামুক্ত থাকবে। আর তোমাদের বিরুদ্ধে বা নিজেদের গোত্রের বিরুদ্ধে—কারো বিরুদ্ধেই যারা লড়াই সংঘর্ষে উৎসাহী নয়, সে মুনাফেকরাও এ নির্দেশের আওতামুক্ত থাকবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে ওদের শক্তিমান করতে পারতেন এবং নিশ্চয়ই ওরা তখন তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। সুতরাং ওরা যদি তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে যায়, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে এবং তোমাদের প্রতি শান্তির হাত প্রসারিত করে, তবে ওদের কোনো ক্ষতি করার অনুমতি আল্লাহ তোমাদের দেন নি।

৯১. অবশ্য তোমরা এমন কিছু মুনাফেক পাবে, যারা তোমাদের দিক থেকে এবং নিজ গোত্রের দিক থেকেও নিরাপত্তা পেতে চায়। কিন্তু অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রথম সুযোগেই ওরা তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই যদি ওরা তোমাদেরকে তোমাদের মতো থাকতে না দেয়, তোমাদের সাথে শান্তিস্থাপন না করে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রসংবরণ না করে, তবে

http://alQuran.org.bd

ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সুস্পষ্ট অধিকার তোমাদের দেয়া হলো। যেখানেই মুখোমুখি হও সেখানেই ওদের পাকড়াও করো ও খতম করো।

॥ রুকু ১৩ ॥

৯২. ভুলক্রমে ছাড়া একজন বিশ্বাসী আরেকজন বিশ্বাসীকে কখনো হত্যা করতে পারে না। যদি কোনো বিশ্বাসী ভুলক্রমে অপর বিশ্বাসীকে হত্যা করে তবে 'কাফফারা' হিসেবে একজন বিশ্বাসী কৃতদাসকে মুক্ত করে দেবে এবং নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী ক্ষমা না করলে 'রক্তপণ' আদায় করবে। কিন্তু যদি নিহত বিশ্বাসী তোমাদের শত্রু গোত্রভুক্ত হয়, তবে 'কাফফারা' হিসেবে শুধু একজন বিশ্বাসী কৃতদাসকে মুক্তি দেবে। আবার সে যদি তোমাদের সাথে শান্তিচুক্তিবদ্ধ কোনো গোত্রের লোক হয়, তবে কৃতদাস মুক্তির পাশাপাশি উত্তরাধিকারীদের 'রক্তপণ' দিতে হবে। আর যার কোনো সঙ্গতি নেই, সে টানা দুমাস রোজা রাখবে। তওবার জন্যে এ হচ্ছে আল্লাহর বিধান। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৯৩. আর ইচ্ছাকৃতভাবে জেনেশুনে কোনো বিশ্বাসীকে হত্যা করলে তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে সে থাকবে চিরকাল। আল্লাহর লানত তার ওপর, আল্লাহ তার জন্যে কঠিনতম শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন।

৯৪. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে যুদ্ধযাত্রা করবে তখন স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে বন্ধু, শত্রু ও নিরপেক্ষদের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য করবে। তোমাদেরকে সালাম করলে (অর্থাৎ শান্তির হাত বাড়িয়ে দিলে) পার্থিব ধনসম্পত্তির লোভে সহসাই তাকে বলে ফেলো না, 'তুমি তো মুসলমান নও'। কারণ আল্লাহর কাছে ধনসম্পত্তির কোনো অভাব নেই। তোমরাও একসময় দোদুল্যমান ছিলে, আল্লাহ তোমাদের ওপর রহমত করেছেন। অতএব কে যুদ্ধে লিপ্ত, কে নিরপেক্ষ, কে দোদুল্যমান তা বোঝার চেষ্টা করবে। (তারপর সিদ্ধান্ত নেবে।) তোমরা যা-কিছু করো আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন।

৯৫. আর বিশ্বাসীদের মধ্যে অক্ষম না হওয়া সত্ত্বেও যারা ঘরে বসে থাকে আর যারা আল্লাহর পথে জানমাল দিয়ে সর্বাত্মক সংগ্রাম করে–তারা কখনো মর্যাদায় সমান হতে পারে না। আল্লাহ এদের সবার কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। কিন্তু ঘরে বসে থাকা বিশ্বাসীদের চেয়ে জানমাল দিয়ে

http://alQuran.org.bd

সর্বাত্মক সংগ্রামে লিপ্ত বিশ্বাসীদের মর্যাদা অনেক ওপরে। মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে জানমাল দিয়ে সর্বাত্মক সংগ্রামকারীরাই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হবে। ৯৬. আল্লাহর পক্ষ হতেই সকল ক্ষমা, দয়া ও মর্যাদা। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

॥ রুকু ১৪ ॥

৯৭. যারা নিজেরা নিজেদের অনিষ্ট করেছে, নিজেদের সর্বনাশ করেছে, তাদের জান নেয়ার সময় ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা কেন এমন খারাপ অবস্থায় পড়েছিলে?' তারা বলে, 'আমরা অসহায় ছিলাম।' ফেরেশতারা বলে, 'কেন? আল্লাহর জমিন কি অনেক প্রশস্ত ছিল না? তোমরা কি এ জনপদ ছেড়ে অন্য জনপদে হিজরত করতে পারতে না?' ওরাই বাস করবে জাহান্নামে। আর বাসস্থান হিসেবে তা কতই না নিকৃষ্ট! ৯৮-৯৯. তবে যে-সব অসহায় নরনারী ও শিশু, যারা কোনো শক্তি সঞ্চয় করতে পারে নি এবং কোনো সঠিক পথও পায় নি, আল্লাহ তাদের পাপমোচন করে দিতে পারেন। কারণ আল্লাহ যথার্থই পাপমোচনকারী, অতীব ক্ষমাশীল।

১০০. আর যে-কেউ অন্যায়ের রাজত্ব ছেড়ে আল্লাহর পথে হিজরত করবে, সে পৃথিবীতে বহু আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য লাভ করবে। আল্লাহ ও রসুলের পথে হিজরত করার সময় পথে কারো মৃত্যু হলে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে অবধারিত। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

॥ রুকু ১৫ ॥

১০১. সত্য অস্বীকারকারীদের তরফ থেকে কোনো বিপদের আশঙ্কা করলে সফরকালে নামাজ সংক্ষিপ্ত করার মধ্যে কোনো দোষ নেই। আসলে সত্য অস্বীকারকারীরা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১০২. হে নবী! তুমি যখন বিশ্বাসীদের সাথে থাকবে এবং যুদ্ধাবস্থায় নামাজে ইমামতি করবে তখন সঙ্গীদের দুদলে ভাগ করবে। প্রথম দল তোমার পেছনে সশস্ত্র অবস্থায়ই নামাজে দাঁড়াবে এবং প্রথম রাকাতের সেজদা সম্পন্ন করে পেছনে চলে যাবে এবং সশস্ত্র ও সতর্ক অবস্থায় থাকবে, তখন দ্বিতীয় দল তোমার পেছনে এসে সশস্ত্র অবস্থায় নামাজে দাঁড়াবে ও নামাজ সম্পন্ন করবে। তোমাদের সবসময়ই সশস্ত্র ও সতর্ক থাকতে হবে। সত্য

http://alQuran.org.bd

অস্বীকারকারীরা সবসময়ই সুযোগের সন্ধানে থাকবে। তোমরা একটু অসতর্ক হলেই ওরা তোমাদের ওপর নৃশংস হামলা চালাবে। অবশ্য বৃষ্টিবাদলের জন্যে কেউ কষ্ট পেলে বা অসুস্থ হলে অস্ত্র রেখে দেয়ায় কোনো দোষ নেই। কিন্তু শত্রুর ব্যাপারে সবসময়ই সতর্ক থাকবে। অবশ্য আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

১০৩. এরপর নামাজ শেষ করে দাঁড়িয়ে, বসে বা শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে। যখন পারিপার্শ্বিক নিরাপত্তা লাভ করবে তখন যথাযথভাবে নামাজ কায়েম করবে। নির্ধারিত সময়ে নামাজ কায়েম করা বিশ্বাসীদের জন্যে ফরজ।

১০৪. শত্রুর সন্ধানে বা তাদের পশ্চাদ্ধাবনে কখনো শিথিলতা বা দুর্বলতা প্রদর্শন কোরো না। মনে রেখো, এটা তোমাদের জন্যে কষ্টকর হলে ওদের জন্যেও কষ্টকর। আর পার্থক্য এই, তোমরা এ কষ্টের বিনিময়ে আল্লাহর কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করতে পারো, ওরা তা পারে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

॥ রুকু ১৬ ॥

১০৫-১০৬. হে নবী! আমি এ কিতাব পূর্ণ সত্যতাসহ তোমার ওপর নাজিল
করেছি। আল্লাহ তোমাকে যে সত্যপথ দেখিয়েছেন, তুমি সে অনুসারেই
মানুষের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করবে। কখনো অপরাধীদের সমর্থনে ওকালতি
করবে না। বরং (তাদের জন্যে) আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ
ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু। ১০৭. আর যারা নিজেরাই নিজেদের প্রবঞ্চিত করে
তাদের পক্ষে কখনো ওকালতি কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসভঙ্গকারী
পাপীদের অপছন্দ করেন।

১০৮. পাপাচারীরা মানুষের কাছ থেকে ওদের কর্মকাণ্ড গোপন করতে পারে, কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে তা গোপন করা সম্ভব নয়। যখন ওরা রাতে আল্লাহর অপছন্দনীয় বিষয়ে পরামর্শ করে, তখন তিনি তো সবই দেখেন, সবই শোনেন। আসলে ওদের সবকিছুই আল্লাহর জ্ঞানের আওতাধীন।

১০৯. শোনো! তোমরা পার্থিব জীবনে তাদের পক্ষে কথা বলছ। কিন্তু মহাবিচার দিবসে আল্লাহর সামনে কে তাদের পক্ষে কথা বলবে? কে তাদের

http://alQuran.org.bd

উকিল হবে? ১১০. কেউ পাপ করে বা নিজের অনিষ্ট করে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইলে আল্লাহকে সে অতীব ক্ষমাশীল ও পরমদয়ালুরূপেই পাবে। ১১১. যে-কেউ পাপ করে, সে আসলে নিজেরই ক্ষতি করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১১২. (হে মানুষ! শুনে রাখো) কেউ কোনো অন্যায় বা পাপ করে পরে তা কোনো নির্দোষ ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দিলে, মিথ্যা অপবাদের দায়ভার যুক্ত হয়ে তার পাপের বোঝা আরো ভারী হবে।

॥ রুকু ১৭ ॥

১১৩. হে নবী! তোমার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে। তাই একদল লোক তোমাকে পথভ্রষ্ট করার সংকল্পে অটল থাকলেও তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারছে না। ওরা শুধু নিজেদেরকেই পথভ্রষ্ট করছে। আল্লাহ তোমার ওপর কিতাব ও হিকমা নাজিল করেছেন। তোমাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা তুমি জানতে না। নিশ্চিত থাকো, তোমার ওপর আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে।

১১৪. অধিকাংশ গোপন সলাপরামর্শই মানুষের কোনো কল্যাণে আসে না। তবে কেউ যদি গোপনে দানখয়রাত, সৎকর্ম বা মানুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি দূর করে শান্তিস্থাপনের পরামর্শ দেয়, তবে তা নিশ্চয়ই ভালো। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কেউ যদি তা করে, তাহলে আমি তাকে মহাপুরস্কার দেবো।

১১৫. কিন্তু কেউ যদি সত্য জানার পরও রসুলের বিরোধিতা করে এবং বিশ্বাসীদের পথ ছাড়া ভিন্ন পথ অনুসরণ করে, তবে আমি তার পছন্দের ওপর তাকে ছেড়ে দেবো। পরিণামে সে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। আর থাকার জন্যে এটি নিকৃষ্টতম স্থান!

॥ রুকু ১৮ ॥

১১৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্য অপরাধের জন্যে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। কেউ আল্লাহর সাথে শরিক করলে সে মারাত্মকভাবে পথভ্রষ্ট হয়। ১১৭. আল্লাহর বদলে ওরা তখন মূর্তি ও শয়তানকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে। ১১৮-১১৯. আল্লাহ

http://alQuran.org.bd

যখন শয়তানকে লানত করেন, তখন সে বলে, 'আমি তোমার বান্দাদের একটা অংশকে অবশ্যই আমার অনুসারী বানাব। আমি তাদের বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করব। তাদের ভেতরে মোহ ও আসক্তি সৃষ্টি করব। আমার নির্দেশে তারা দেবদেবীকে উৎসর্গ করার জন্যে পশুর কর্ণচ্ছেদ করবে। আমার নির্দেশে তারা স্রষ্টার সৃষ্টির বিকৃতি ঘটাবে।' (অতএব শুনে রাখো) আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে যে তার প্রভু হিসেবে গ্রহণ করবে, সে সুস্পষ্ট ভয়ংকর ক্ষতির সম্মুখীন হবে।
১২০. শয়তান ওদের আশ্বস্ত করে, হৃদয়ে অন্ধ মোহ ও আসক্তি সৃষ্টি করে। আসলে শয়তানের আশ্বাস তো ছলনামাত্র।
১২১. নিঃসন্দেহে শয়তান-অনুসারীদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম। এ থেকে ওরা কোনো নিষ্কৃতি পাবে না।

১২২. আর যারা বিশ্বাস করবে ও সৎকর্ম করবে, তারা দাখিল হবে জান্নাতে, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটা আল্লাহর ওয়াদা। আর আল্লাহর চেয়ে বেশি সত্যবাদী কে হতে পারে?
১২৩. তোমরা ও কিতাবিরা যা-ই ভাবো না কেন, তোমাদের খেয়ালখুশির ওপর কারো পরিণতি নির্ভর করবে না। পাপ করলে তার প্রতিফল সে পাবে। কেউই নিজের জন্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক হিসেবে পাবে না।

১২৪. পুরুষ হোক বা নারী, বিশ্বাসী হয়ে যে-ই সৎকর্ম করবে, সে-ই জান্নাতে দাখিল হবে। তাদের প্রতি পরমাণু পরিমাণও অবিচার করা হবে না।

১২৫. আল্লাহতে পুরোপুরি সমর্পিত হয়ে যারা সৎকর্ম করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে, তাদের চেয়ে ভালো ধার্মিক আর কে হতে পারে? আর আল্লাহ ইব্রাহিমকে নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।
১২৬. মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই আল্লাহর আর সবকিছুই আল্লাহর আওতাধীন।

॥ রুকু ১৯ ॥

১২৭. নারীদের বিষয়ে বিধান সম্পর্কে তারা তোমার কাছে সুস্পষ্টভাবে জানতে চায়। হে নবী! বলো, তোমাদের অভিভাবকত্বে থাকা এতিম নারীদের বিষয়ে আল্লাহ তাঁর কিতাবের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন। তোমরা এই নারীদের বিয়ে করতে চাও কিন্তু তাদের ন্যায্য পাওনা তোমরা দাও না।

http://alQuran.org.bd

আর অসহায় শিশুদের ব্যাপারেও বিধান অত্যন্ত সুস্পষ্ট, এতিমদের ন্যায়পরায়ণতার সাথে দেখাশোনা করবে। জেনে রাখো, তোমরা ছোট-বড় যা-কিছু ভালো কাজ করো না কেন, আল্লাহ তা সবই জানেন।

১২৮. আর কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীর কাছ থেকে দুর্ব্যবহারের আশঙ্কা করে বা নিজেকে উপেক্ষিত মনে করে তখন তারা দুজনে মিলে আপস-নিষ্পত্তি করতে চাইলে কোনো অসুবিধা নেই। আসলে শান্তিপূর্ণ আপস-নিষ্পত্তি সবসময়ই ভালো। তবে মানুষের প্রবৃত্তি সাধারণভাবেই স্বার্থপর, লোভাতুর। আর জেনে রাখো, তোমরা আল্লাহ-সচেতন হয়ে নিঃস্বার্থভাবে অন্যের জন্যে কিছু করলে আল্লাহ অবশ্যই তার খবর রাখেন।

১২৯. অবশ্য তোমরা যতই চাও না কেন, স্ত্রীদের সাথে সমান আচরণ করা তোমাদের সাধ্যের বাইরে। কিন্তু একজনকে উপেক্ষা করে অন্যের দিকে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়ো না (যাতে কারো এটা মনে না হয় যে, তার স্বামীই নেই।) আর যদি তোমরা নিজেদের ভুল সংশোধন করে নাও এবং আল্লাহ-সচেতন থাকো তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু। ১৩০. আর স্বামী-স্ত্রী যদি (সঙ্গত কারণে) পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে আল্লাহ তাঁর প্রাচুর্য দ্বারা প্রত্যেককেই অপরের মুখাপেক্ষিতা থেকে রেহাই দেবেন, প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করবেন। আল্লাহ অসীম প্রাচুর্যবান, প্রজ্ঞাময়।

১৩১. মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই আল্লাহর। তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবিদের আমি নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা সবসময় আল্লাহ-সচেতন থাকবে। আর জেনে রাখো, যদি তোমরা সত্য অস্বীকারও করো, তবুও মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহরই থাকবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অভাবমুক্ত, সদাপ্রশংসিত।

১৩২. নিশ্চয়ই মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই আল্লাহর এবং আল্লাহই সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক। ১৩৩. হে মানুষ! তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের বিলুপ্ত করে অন্য কোনো সৃষ্টিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন। অবশ্যই আল্লাহ তা করার ক্ষমতা রাখেন। ১৩৪. কেউ দুনিয়ায় সাফল্য চাইলে তার মনে রাখা উচিত যে, আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখেরাত–দুজায়গারই সাফল্য ও পুরস্কার রয়েছে। আল্লাহ সব দেখেন, সব শোনেন।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ২০ ॥

১৩৫. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে অটল থেকো। তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে সত্যসাক্ষ্য দেবে। সত্য বলার কারণে যদি তোমার নিজের ক্ষতি হয় অথবা মা-বাবা বা আত্মীয়ের ক্ষতি হয়, তবুও সত্যসাক্ষ্য দেবে। আর পক্ষদ্বয় বিত্তবান হোক বা বিত্তহীন (সে বিবেচনা না করেই) সত্যসাক্ষ্য দেবে। আল্লাহর প্রাধিকার ওদের সবার ওপরে; লোভ-লালসা বা প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ে ন্যায়বিচার থেকে দূরে সরে যেও না। যদি পক্ষপাতিত্ব করে প্যাঁচানো কথা বলো, সত্যকে বিকৃত করো বা পাশ কাটিয়ে যাও তবে মনে রেখো, আল্লাহ সবকিছুরই খবর রাখেন।

১৩৬. হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসুলে তোমরা বিশ্বাস করো। তার প্রেরিত সকল রসুলের ওপর নাজিল হওয়া কিতাবে বিশ্বাস করো। আর যে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রসুল এবং আখেরাতকে অস্বীকার করবে, সে ঘোরতর পথভ্রষ্ট হবে।

১৩৭. যারা সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করার পর সত্য অস্বীকার করে, আবার বিশ্বাস করে পুনরায় অস্বীকার করে, তাদের সত্য অস্বীকার করার প্রবণতা বাড়তে থাকে। আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না আর তারা সত্যপথের সন্ধানও পাবে না। ১৩৮. এ ধরনের মুনাফেকদের জন্যে অপেক্ষা করছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৩৯. যারা বিশ্বাসীদের পরিবর্তে সত্য অস্বীকারকারীদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, তারা কি মনে করে এতে তাদের সম্মান বাড়বে? আসলে সব সম্মান তো শুধু আল্লাহর।

১৪০. এই কিতাবের মাধ্যমে ইতঃপূর্বেই তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, যখনই তোমরা শুনবে কোথাও আল্লাহর কোনো আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে বা তা নিয়ে হাসিতামাশা করা হচ্ছে, তখন আলোচনার বিষয় না বদলানো পর্যন্ত সেখানে বসবে না। তা না করলে তোমরাও তাদের কাতারে গণ্য হবে। সত্য অস্বীকারকারী ও মুনাফেক সকলকেই আল্লাহ জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

http://alQuran.org.bd

১৪১. মুনাফেকরা সবসময় তোমাদের অমঙ্গলের অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু আল্লাহর রহমতে তোমাদের জয় হলে তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?' আর সত্য অস্বীকারকারীরা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলে তাদের বলে, 'আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়তে পারতাম না এবং আমরা কি বিশ্বাসীদের হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করি নি?' কেয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাদের ও তাদের বিরোধীয় বিষয়াবলির চূড়ান্ত ফয়সালা করবেন। সে ফয়সালায় বিশ্বাসীদের ওপর সত্য অস্বীকারকারীদের বিজয়ের কোনো সুযোগই থাকবে না।

॥ রুকু ২১ ॥

১৪২. নিশ্চয়ই মুনাফেকরা আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চায়। আসলে তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। তারা যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন নামকাওয়াস্তে লোক দেখানোর জন্যে দাঁড়ায়, আসলে আল্লাহকে তারা খুব কমই স্মরণ করে।

১৪৩. বেচারারা! ওরা আসলে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দোলাচলে দুলছে (একবার এদিকে, আরেকবার ওদিকে)। আসলে আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট হতে ছেড়ে দেন, তুমি তাকে কখনো পথে আনতে পারবে না।

১৪৪. হে বিশ্বাসীগণ! বিশ্বাসীদের পরিবর্তে সত্য অস্বীকারকারীদের কখনো বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কোরো না। তোমরা কি আল্লাহর কাছে নিজেদের পাপের স্পষ্ট প্রমাণ তুলে দিতে চাও?

১৪৫. নিশ্চয়ই মুনাফেকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। আর তাদের জন্যে তুমি কোনো সাহায্যকারী পাবে না। ১৪৬. কিন্তু যারা তওবা করে, সঠিক জীবনাচার অবলম্বন করে, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে ওঠে, তারা অবশ্যই বিশ্বাসীদের সাথে থাকবে। বিশ্বাসীদের আল্লাহ অবশ্যই মহাপুরস্কার দেবেন।

১৪৭. তোমরা যদি শোকরগোজার হও ও আন্তরিক বিশ্বাসে বলীয়ান থাকো তবে তোমাদের অতীত ভুলের জন্যে শাস্তি দিয়ে আল্লাহর কী লাভ? আল্লাহ সবসময়ই শোকরগোজারির পুরস্কার দিয়ে থাকেন। তিনিই সর্বজ্ঞ।

http://alQuran.org.bd

ষষ্ঠ পারা

১৪৮. আল্লাহ কোনো মন্দ কথার প্রচারণা পছন্দ করেন না। তবে কারো ওপর অন্যায় হয়ে থাকলে, সে তা বলতে পারে। আল্লাহ (মজলুমের) সব (কথা) শোনেন, (জালেমের) সব (কিছুই) জানেন।

১৪৯. আর যদি তোমরা প্রকাশ্যে বা গোপনে সৎকর্ম করো বা কারো অপরাধ ক্ষমা করো তবে শুনে রাখো, আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও সর্বশক্তিমান।

১৫০-১৫১. যারা আল্লাহ ও রসুলদের অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে বলে যে, আল্লাহতে বিশ্বাস ও রসুলে বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যারা বলে, 'আমরা রসুলদের কাউকে মানি, কাউকে মানি না' এবং যারা বিশ্বাস ও সত্য অস্বীকার করার মাঝামাঝি একটি পথ বের করতে চায়, প্রকৃতপক্ষে তারা সত্য অস্বীকারকারী, ওদের জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

১৫২. আর যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে ও তাঁর রসুলদের সবাইকে মানে এবং রসুলদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না, তাদেরকেই তিনি পুরস্কৃত করবেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

॥ রুকু ২২ ॥

১৫৩. হে নবী! কিতাবিরা তোমাকে তাদের জন্যে আকাশ থেকে লিখিত কিতাব নাজিল করতে বলে, কিন্তু মুসার কাছে তারা এর চেয়েও বড় দাবি করেছিল। তারা বলেছিল, 'হে মুসা, আমাদের প্রকাশ্যে আল্লাহকে দেখাও।' এ ধৃষ্টতার জন্যে তারা বজ্রাহত হয়েছিল। আর সত্যসম্পর্কিত স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পরও তারা একটা বাছুরকে উপাস্য বানিয়েছিল, তারপরও আমি তাদের ক্ষমা করেছিলাম এবং মুসাকে সুস্পষ্ট বিধান দান করেছিলাম।

১৫৪. এ বিধান পালনে তাদের অঙ্গীকারের সাক্ষী হিসেবে আমি তুর পাহাড়কে তাদের ওপর উঠিয়ে ধরেছিলাম এবং তাদের বলেছিলাম, 'মাথা নিচু করে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকো।' আর আমি তাদের বলেছিলাম, শনিবারের সীমা লঙ্ঘন কোরো না। এ ব্যাপারে তারা দৃঢ় অঙ্গীকার করেছিল।

http://alQuran.org.bd

১৫৫. আর আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্যে, আল্লাহর বিধানকে প্রত্যাখ্যান করার জন্যে, নবীদের হত্যা করার জন্যে, 'আমাদের অন্তর জ্ঞানে পরিপূর্ণ'–এ দম্ভের জন্যে। আসলে সত্য অস্বীকার করতে করতে ওদের অন্তর বিকৃত হয়ে গেছে। আর এ কারণেই ওদের বিশ্বাসী হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

১৫৬-১৫৮. এ কিতাবিদের আমি শাস্তি দিয়েছিলাম সত্য অস্বীকার করার জন্যে এবং মরিয়মের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপবাদের জন্যে। এবং 'নবীর দাবিদার মরিয়মপুত্র ঈসা মসিহকে হত্যা করেছি'–এ দম্ভোক্তি করার জন্যে। অথচ সত্য এই যে, ওরা ঈসাকে হত্যাও করে নি, ক্রুশবিদ্ধও করে নি, ওরা এমনটি করেছে বলে মনে করেছিল। অবশ্য যারা এ ব্যাপারে মতভেদ করেছিল, তারাও বিভ্রান্ত ছিল, অনুমান ও উড়োকথা ছাড়া তাদের কোনো যথাযথ ধারণা ছিল না। তবে বিষয়টি একেবারেই নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করে নি। বরং আল্লাহ ঈসাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। আর আল্লাহ সর্বশক্তিমান, প্রজ্ঞাময়। ১৫৯. কিতাবিদের মধ্যে প্রত্যেকেই মৃত্যুর পূর্বে ঈসাকে বিশ্বাস করবে এবং কেয়ামতের দিন ঈসা নিজেই সত্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।

১৬০-১৬১. জীবনের অনেক ভালো ভালো জিনিস, যা আগে ইহুদিদের জন্যে হালাল ছিল তা আমি হারাম করেছি আল্লাহর অবাধ্যতার জন্যে, আল্লাহর পথে আসতে অন্যদের বাধা দেয়ার জন্যে। হারাম হওয়া সত্ত্বেও সুদ খাওয়ার জন্যে এবং অন্যায়ভাবে মানুষের ধনসম্পত্তি গ্রাস করার অপরাধে আগে হালাল ছিল এমন অনেক জিনিস ইহুদিদের জন্যে হারাম করা হয়েছে। আর তাদের মধ্যে যারা ক্রমাগত সত্য অস্বীকার করবে, তাদের জন্যে আরো কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যেও যারা জ্ঞানী ও বিশ্বাসী, তারা তোমার ওপর যা নাজিল হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা নাজিল হয়েছে, সে-সব কিতাবে বিশ্বাস করে এবং নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে, তাদের সবার জন্যেই মহাপুরস্কার রয়েছে।

॥ রুকু ২৩ ॥

১৬৩. হে নবী! আমি তোমার কাছে ওহী পাঠিয়েছি, যেমন পাঠিয়েছিলাম নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের কাছে। ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার

http://alQuran.org.bd

বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সোলায়মানের নিকটও আমি ওহী পাঠিয়েছি। আমি দাউদকে 'যবুর' দিয়েছি। ১৬৪. যুগে যুগে আমি অনেক রসুল পাঠিয়েছি যাদের কথা আগেই বলেছি আর অনেক রসুল যাদের কথা তোমাকে বলা হয় নি। আমি মুসার সাথে সরাসরি কথা বলেছি। ১৬৫. সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে আমি রসুলদের পাঠিয়েছি, যাতে মানুষ আল্লাহর সামনে (সত্য অস্বীকারের পক্ষে) কোনো খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করাতে না পারে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

১৬৬. (হে নবী!) আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তোমার প্রতি তিনি যা নাজিল করেছেন, তা তিনিই নিজ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে নাজিল করেছেন। ফেরেশতারা এর সাক্ষী। যদিও আল্লাহর একক সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

১৬৭. যারা সত্য অস্বীকার করে ও আল্লাহর পথ থেকে অন্যদের দূরে সরিয়ে দেয়, তারা যথার্থই পথভ্রষ্ট। ১৬৮-১৬৯. যারা সত্য অস্বীকার করে ও সীমালঙ্ঘন করে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না। আর তারা কোনো পথও পাবে না, জাহান্নামের পথ ছাড়া। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আর এ-কাজ আল্লাহর জন্যে খুব সহজ।

১৭০. হে মানুষ! রসুল তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের জন্যে সত্যবিধান এনেছে। অতএব তা বিশ্বাস করো। এতেই তোমাদের কল্যাণ। আর তোমরা এ সত্য অস্বীকার করলেও মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, সব আল্লাহরই থাকবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১৭১. হে কিতাবিগণ! তোমরা তোমাদের ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি কোরো না এবং আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বোলো না। নিশ্চয়ই মরিয়মপুত্র ঈসা মসিহ আল্লাহর রসুল। ঈসা হচ্ছে মরিয়মের কাছে প্রেরিত আল্লাহর প্রতিশ্রুতির বাস্তবরূপ এবং তাঁর সৃষ্ট রুহ। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ওপর তোমরা পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন করো আর 'তিন জন' বলা থেকে বিরত থাকো। 'ত্রিত্ববাদ' থেকে দূরে থাকাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। আল্লাহ এক। তিনিই একমাত্র উপাস্য। সন্তান হওয়া থেকে তিনি মহাপবিত্র। মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর। আর এ সবকিছু পরিচালনার জন্যে এক আল্লাহই যথেষ্ট।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ২৪ ॥

১৭২. ঈসা মসিহ আল্লাহর বান্দা হওয়াকে মোটেই হেয় জ্ঞান করে না। আর ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদেরও এ ব্যাপারে কোনো সংকোচ নেই। যারা আল্লাহর ইবাদত করতে লজ্জা বোধ করবে এবং নিজেকেই বড় ভাববে, তিনি মহাবিচার দিবসে তাদের সবাইকে সমবেত করবেন। ১৭৩. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের পুরো প্রতিফলের পাশাপাশি অনুগ্রহ করে আরো অতিরিক্ত দেবেন। কিন্তু যারা আল্লাহর ইবাদতকে অবহেলা করেছে এবং নিজেকেই বড় মনে করেছে, তাদের দেবেন কঠিন শাস্তি। সেদিন আল্লাহ ছাড়া (অন্য যাদের ওপর ওরা সাহায্যের জন্যে ভরসা করত, তেমন) কাউকেই ওরা অভিভাবক বা সাহায্যকারী হিসেবে পাবে না।

১৭৪. হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে সত্যের উজ্জ্বল প্রমাণ এসেছে এবং আমি নাজিল করেছি সুস্পষ্ট পথপ্রদর্শক আলো। ১৭৫. এখন যারা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস করবে এবং তাঁর আশ্রয় কামনা করবে, তিনি তাদেরকে তাঁর রহমত ও অনুগ্রহের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন এবং তাদের হেদায়েতের সরলপথে পরিচালিত করবেন।

১৭৬. অনেকেই তোমার কাছে বণ্টন-বিধান সম্পর্কে জানতে চায়। হে নবী! তাদের বলো, আল্লাহ বিধান দিচ্ছেন যে, যদি কোনো নিঃসন্তান ব্যক্তি মারা যায় যার মা-বাবা মারা গেছে, তার একজন বোন থাকলে সেই বোন তার সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। আর বোন যদি সন্তানহীন অবস্থায় মারা যায় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। মৃতের উত্তরাধিকারী যদি দুই বোন হয় তবে তারা সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে। আর যদি কয়েকজন ভাইবোন থাকে তবে বোনেরা একভাগ আর ভাইয়েরা দুভাগ পাবে। আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাঁর বিধান সুস্পষ্টভাবে বয়ান করেছেন, যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও। আর আল্লাহ সবকিছুই জানেন।

http://alQuran.org.bd

৫. সূরা মায়েদা

রুকু ॥ ১৬ আয়াত ॥ ১২০ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা (সততার সাথে) চুক্তিনামা মেনে চলো, ওয়াদা পালন করো। পরে জানানো হবে, এমন কিছু ব্যতিক্রম বাদে তৃণলতাভোজী সকল পশুর মাংস তোমাদের জন্যে হালাল। তবে (হজ বা ওমরাহর সময়) এহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করা হালাল নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ (তোমাদের মঙ্গলের জন্যে) তাঁর ইচ্ছানুসারে বিধান প্রদান করেন।

২. হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর (মহিমার) কোনো নিদর্শনের, পবিত্র মাসসমূহের অসম্মান কোরো না। কোরবানির জন্যে কাবায় পাঠানো পশুর এবং গলায় মানতের পট্টি লাগানো পশুর অবমাননা কোরো না। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আগত কাবার তীর্থযাত্রীদের কোনো ধরনের কষ্ট দিও না। তবে এহরামমুক্ত হলে তোমরা শিকার করতে পারবে। আর মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেয়ার কারণে কারো প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের কখনোই সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্মে ও আল্লাহ-সচেতনতা সৃষ্টিতে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করবে। অন্যায় ও শত্রুতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করা থেকে সবসময় বিরত থাকবে। আল্লাহ-সচেতন হও। কারণ আল্লাহ শাস্তিদানেও কঠোর।

৩. তোমাদের জন্যে হারাম (অর্থাৎ পুরোপুরি নিষিদ্ধ) করা হয়েছে : (এক) মৃত পশু, রক্ত, শূকর-মাংস আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো নামে জবাইকৃত পশু। (দুই) শ্বাসরোধে মৃত পশু, প্রহারে মৃত পশু, ওপর থেকে পতনে মৃত পশু, মারামারি করতে গিয়ে মৃত পশু ও হিংস্র পশুতে খাওয়া পশুর মাংস। তবে জীবিত অবস্থায় পেয়ে জবাই করে থাকলে ভিন্ন কথা। (তিন) মূর্তিপূজার বেদিতে বলি দেয়া পশুর মাংস। তাছাড়া জুয়ার তীর বা পাশা নিক্ষেপ করে ভাগ্যগণনা করাও হারাম। আজ সত্য অস্বীকারকারীরা তোমাদের ধর্মের বিরোধিতার ব্যাপারে হতাশ। তারা বুঝতে পারছে তাদের প্রচেষ্টা নিষ্ফল। তাই ওদের পরোয়া কোরো না। শুধু আমার (বিরাগভাজন হওয়াকে) ভয় করো। আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের ধর্মবিধানকে পূর্ণাঙ্গ করলাম।

http://alQuran.org.bd

তোমাদের ওপর আমার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। ইসলাম অর্থাৎ আল্লাহতে পরিপূর্ণ সমর্পণকেই তোমাদের ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম। অতএব হালাল ও হারামের বিধিবিধান আন্তরিকতার সাথে পালন করবে। তবে কেউ যদি বিধান লঙ্ঘন করার প্রবণতা ছাড়াই শুধু ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়ে হারাম বস্তু থেকে কিছু খেয়ে ফেলে, তখন আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

৪. মানুষ জিজ্ঞেস করবে, তাদের জন্যে কী কী হালাল করা হয়েছে? হে নবী! বলো, জীবনের জন্যে ভালো ও কল্যাণকর সবকিছুই তোমাদের জন্যে হালাল। আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে তোমাদের দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারি পশু যা-কিছু ধরে আনে তা-ও হালাল, তবে তা জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নিতে হবে। আর সবসময় আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে সচেতন থেকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ খুব দ্রুত পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব গ্রহণকারী।

৫. তোমাদের জন্যে ভালো ও কল্যাণকর সবকিছু আজ হালাল করা হলো। পূর্ববর্তী কিতাবিদের খাবার তোমাদের জন্যে হালাল আর তোমাদের খাবারও তাদের জন্যে বৈধ। বিশ্বাসী সচ্চরিত্রা নারী ও পূর্ববর্তী কিতাবের অনুসারী সচ্চরিত্রা নারীকে যথারীতি দেনমোহর প্রদান করে বিয়ে বৈধ করা হলো। তবে তাদের সাথে অবৈধ যৌনাচার বা গোপন প্রণয় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য। আর কেউ (আল্লাহর একত্বে) বিশ্বাস করতে অস্বীকার করলে, তার জীবনের সকল কাজ নিষ্ফল হবে এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

॥ রুকু ২ ॥

৬. হে বিশ্বাসীগণ! নামাজে দাঁড়ানোর আগে তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল এবং কনুই পর্যন্ত হাত ধোবে। মাথায় ভেজা হাত বোলাবে এবং পা গোড়ালি পর্যন্ত ধোবে। অপবিত্র থাকলে গোসল করে পবিত্র হবে। তোমরা যদি অসুস্থ থাকো বা সফরে থাকো বা মলমূত্র ত্যাগ করে আসো বা স্ত্রীর সাথে সহবাস করে থাকো, তবে পানি পাওয়া না গেলে পরিষ্কার মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে (অর্থাৎ পরিষ্কার মাটির ওপর হাত রেখে হাতের তালু মুখে ও দুহাতে বুলিয়ে নেবে)। আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না, তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান। তিনি তোমাদেরকে তার নেয়ামত দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিতে চান, যাতে তোমরা শোকরগোজার হতে পারো।

http://alQuran.org.bd

৭. হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করো! স্মরণ করো তোমাদের অঙ্গীকারের কথা, যে অঙ্গীকারে তিনি তোমাদের আবদ্ধ করেছিলেন। তোমরা আল্লাহর বিধান শুনে বলেছিলে, 'আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম।' অতএব আল্লাহ-সচেতন থেকো। তোমাদের অন্তরে যা আছে, আল্লাহ তা সবই জানেন।

৮. হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর বিধানকে অনুসরণ করো এবং সত্যের সাক্ষ্যদানে অবিচল থেকো। কারো প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাকে সুবিচার থেকে দূরে সরে যাওয়ার মতো পাপে নিমজ্জিত না করে। সবসময় ন্যায়বিচারে দৃঢ় থাকবে—এটাই আল্লাহ-সচেতনতার ফলিত রূপ। তাই সবসময় আল্লাহ-সচেতন থেকো। তোমরা যা করো আল্লাহ তার সবকিছুরই খবর রাখেন।
৯. আর আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তিনি
তাদের ক্ষমা করবেন ও মহাপুরস্কার দেবেন। ১০. আর যারা সত্য অস্বীকার
করবে এবং আমার বিধানকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করবে, তাদের নিয়তি হচ্ছে জাহান্নামের আগুন।

১১. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো! যখন একটি দল তোমাদের ওপর নির্যাতন করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন তিনি তাদের উদ্যত হাতকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সবসময় আল্লাহ-সচেতন থেকো। বিশ্বাসীদের তো একমাত্র আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত।

॥ রুকু ৩ ॥

১২. আল্লাহ বনি ইসরাইলের কাছ থেকে একই ধরনের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে ১২ জনকে দলপতি নিযুক্ত করেছিলেন। আল্লাহ তখন তাদের বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি। তোমরা যদি নামাজ কায়েম রাখো, যাকাত আদায় করো, আমার রসুলদের মেনে চলো, আল্লাহকে কর্জে হাসানা দাও (অভাবীকে দান করো) তবে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপমোচন করব। তোমরা জান্নাতে দাখিল হবে। এরপর যে সত্য অস্বীকার করবে, সে নিশ্চিতই হেদায়েতের সরলপথ থেকে বিচ্যুত হবে।'

১৩. কিন্তু অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণেই আল্লাহ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাদের অন্তরে আস্তর পড়ে গেছে। (এর ফলে এখন) তারা কালামের শব্দমালার আসল অর্থ বিকৃত করে উপস্থাপন করছে। তাদের যে শিক্ষা দেয়া

http://alQuran.org.bd

হয়েছিল তার একাংশ তারা ভুলে গেছে। তাই তুমি তাদের অধিকাংশকেই সবসময় বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখবে। তারপরও তাদের ক্ষমা করো ও উপেক্ষা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সদাচারীদের ভালবাসেন।

১৪. যারা বলে 'আমরা খ্রিষ্টান', আমি একইভাবে তাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু তাদের যে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল, তার একাংশ তারা ভুলে গেছে। পরিণামে তাদের মধ্যে স্থায়ী বিদ্বেষ ও শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছে, যা অব্যাহত থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত। তারা যা করেছে সময় এলে আল্লাহ তা তাদের বুঝিয়ে দেবেন।

১৫-১৬. হে কিতাবিরা! তোমাদের কাছে আমার রসুল এসেছে। সে তোমাদের কাছে প্রেরিত কিতাবের এমন অনেক কথাই প্রকাশ করেছে যা তোমরা গোপন করে রেখেছিলে। আবার (বর্তমানে অপ্রয়োজনীয় এমন অনেক বিষয়) সে উপেক্ষাও করেছে। এখন আল্লাহর কাছ থেকে আলোকবর্তিকা ও সুস্পষ্ট সত্য কিতাব তোমাদের কাছে এসেছে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, এ কিতাব দিয়ে তিনি তাদের পরিত্রাণের পথে পরিচালিত করবেন, অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাবেন, দেখাবেন সহজসরল পথ।

১৭. যারা বলে, 'মরিয়মপুত্র মসিহ-ই আল্লাহ', তারা অবশ্যই সত্য অস্বীকারকারী। হে নবী! ওদের বলো যে, আল্লাহ যদি মরিয়মপুত্র মসিহ, তার মা ও পৃথিবীর সবাইকে ধ্বংস করতে চান, তবে কার শক্তি আছে তাঁকে বাধা দেয়? মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। আর আল্লাহ সবকিছুর ওপরই ক্ষমতাবান।

১৮. ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা বলে, 'আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়পাত্র'। হে নবী! বলো, যদি তা-ই হয়, তবে কেন তিনি পাপের জন্যে তোমাদের শাস্তি দেন? সত্য এই যে, তোমরা আল্লাহর সৃষ্ট অন্যান্য মানুষের মতোই মানুষ। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুর মালিক আল্লাহ। আর সবকিছু তাঁর কাছেই ফিরে যাবে।

১৯. হে কিতাবিগণ! দীর্ঘদিন তোমাদের মাঝে কোনো রসুল আসে নি। এখন আমার রসুল তোমাদের কাছে সত্যের সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছে। এরপর

http://alQuran.org.bd

তোমরা আর বলতে পারবে না যে, 'আমাদের কাছে কোনো সুসংবাদদাতা বা সতর্ককারী আসে নি।' জেনে রাখো, আল্লাহ সবকিছুর ওপরই ক্ষমতাবান।

॥ রুকু ৪ ॥

২০. স্মরণ করো! মুসা বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করো। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে রসুলদের লালন করেছেন, মনোনীত করেছেন, তোমাদেরকে রাজত্ব দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদেরকে এমন অনেক নেয়ামত দিয়েছেন, যা দুনিয়ায় অন্যদের দেন নি।

২১. অতএব, হে আমার সম্প্রদায়! (সাহসী হও!) আল্লাহ তোমাদের জন্যে যে পবিত্রভূমি নির্দিষ্ট করেছেন, সেখানে প্রবেশ করো। (বিজয়ে বিশ্বাস করো!) বিশ্বাস থেকে পিছু হটো না। বিশ্বাস থেকে সরে গেলে তোমরা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২২. জবাবে তারা বলল, হে মুসা! ওখানকার অধিবাসীরা ভয়ানক হিংস্র ও পরাক্রমশালী। তারা সেখান থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা কিছুতেই সেখানে ঢুকব না। শুধু তারা বেরিয়ে যাওয়ার পরই আমরা সেখানে প্রবেশ করব।

২৩. সমবেতদের মধ্য থেকে আল্লাহর অনুগ্রহভাজন দুজন বলল, (তোমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই) নগরীর প্রবেশদ্বারে সরাসরি তাদের ওপর আক্রমণ করো। ভেতরে প্রবেশ করলেই তোমরা জয়ী হবে। আল্লাহর ওপর নির্ভর করো, যদি তোমরা সত্যিই বিশ্বাসী হও।

২৪. কিন্তু ওরা একইভাবে বলল, হে মুসা! তারা সেখানে থাকা অবস্থায় আমরা কিছুতেই প্রবেশদ্বারের কাছে যাব না। তুমি এবং তোমার আল্লাহ সেখানে যাও ও যুদ্ধ করো। আমরা এখানেই থাকব।

২৫. মুসা তখন প্রার্থনা করল, হে আমার প্রতিপালক! আমি ও আমার ভাই ছাড়া অন্য কারো ওপর আমার কোনো এখতিয়ার নেই। তাই এ সত্যত্যাগীদের থেকে আমাদের আলাদা করে দাও।

২৬. আল্লাহ বললেন, নিশ্চয়ই ৪০ বছরের জন্যে এ ভূমি তাদের জন্যে নিষিদ্ধ হয়ে গেল, এরা উদভ্রান্ত শরণার্থীর মতো দেশে দেশে ঘুরবে। তাই এ সত্যত্যাগীদের জন্যে কোনো দুঃখ কোরো না।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ৫ ॥

২৭. হে নবী! কিতাবিগণকে আদমের দুই পুত্র হাবিল ও কাবিলের ঘটনা ভালো করে বর্ণনা করো। তারা যখন কোরবানি করেছিল, তখন একজনের কোরবানি কবুল হলো কিন্তু অন্যজনের কোরবানি কবুল হলো না। ক্ষিপ্ত হয়ে সে বলল, আমি তোমাকে খুন করব। অপরজন বলল, প্রভু তো শুধু আল্লাহ-সচেতনদের কোরবানিই কবুল করেন।

২৮-২৯. (হাবিল আরো বলল) আমাকে খুন করার জন্যে তুমি হাত তুললেও তোমাকে খুন করার জন্যে আমি হাত তুলব না। কারণ আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের বিধান সম্পর্কে সচেতন। (আমাকে খুন করলে) তুমি আমার ও তোমার সারাজীবনের পাপের বোঝা বহন করবে এবং নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামের আগুনে। আর এটাই জালেমদের জুলুমের পরিণতি।

৩০. তারপরও ক্রোধ কাবিলকে খুন করতে প্ররোচিত করল এবং সে ভাইকে খুন করে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো। ৩১. এরপর আল্লাহ এক কাক পাঠালেন। কাক মাটির নিচে লাশ কীভাবে লুকানো যায় সেই প্রক্রিয়া দেখানোর জন্যে মাটি খুঁড়তে লাগল। তখন কাবিল বলল, আমি কি এ কাকের মতোও হতে পারলাম না, যাতে আমার ভাইয়ের লাশ লুকাতে পারি! তারপর অনুশোচনায় তার মন ভরে গেল।

৩২. আমি বনি ইসরাইলের ওপর এ কারণেই বিধান নাজিল করেছিলাম যে, যখন কেউ কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করল, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল। আর যখন কেউ কোনো মানুষের জীবন রক্ষা করল, সে যেন সমগ্র মানবজাতির জীবন রক্ষা করল। ওদের কাছে আমার রসুলরা বার বার সুস্পষ্ট প্রমাণসহ হেদায়েতের বাণী পেশ করার পরও ওদের অনেকেই দুনিয়ায় অন্যায়-অবিচারেই লিপ্ত ছিল।

৩৩-৩৪. যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাদের প্রাপ্য শাস্তি হচ্ছে, হত্যা বা শূলে চড়ানো অথবা হাত-পা কেটে (পঙ্গু বা ক্ষমতাহীন করে) দেয়া বা নির্বাসিত করা। পৃথিবীতে এ লাঞ্ছনার পরও পরকালে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে কঠিনতম শাস্তি। অবশ্য তোমরা শক্তিশালী হওয়ার আগেই যদি ওরা তওবা

http://alQuran.org.bd

করে, তবে এ শাস্তি ওদের ওপর প্রযোজ্য নয়। জেনে রাখো, আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

॥ রুকু ৬ ॥

৩৫. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্-সচেতন হও! তাঁর নৈকট্যলাভের উপায় অন্বেষণ করো। আল্লাহর পথে নিরলস কাজ করো। তাহলেই তোমরা সফল হবে।

৩৬-৩৭. সত্য অস্বীকারকারীরা যদি পৃথিবীর সবকিছুর মালিক হয় আর মহাবিচার দিবসে শাস্তি থেকে বাঁচার জন্যে ওরা যদি এর দ্বিগুণ পরিমাণ সম্পদও মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চায়, তবুও তা নেয়া হবে না। ওদের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। ওরা জাহান্নামের আগুন থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে, কিন্তু বেরোতে পারবে না। অনন্তকাল দহনযন্ত্রণা ভোগ করবে ওরা।

৩৮. চোর পুরুষ হোক অথবা নারী, তার ডান হাত কেটে ফেলো। আল্লাহর তরফ থেকে এ হচ্ছে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি–তাদের কর্মফল। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৩৯. কিন্তু কেউ এ অন্যায় করার পর তওবা করলে এবং নিজেকে শুধরে নিলে (অর্থাৎ ধরা পড়ার আগেই চোরাইমাল প্রত্যর্পণ করলে) আল্লাহ্ অবশ্যই তার তওবা কবুল করবেন। আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

৪০. তুমি কি জানো না, মহাকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর? তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৪১. হে নবী! যারা অবিবেচকের মতো সত্যকে অস্বীকার করে এবং যারা মুখে বলে, 'আমরা বিশ্বাসী' কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস নেই, তাদের জন্যে দুঃখ কোরো না। আর সেই ইহুদিদের জন্যেও দুঃখ কোরো না, যারা এমন সম্প্রদায়ের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তিতে লিপ্ত, যারা তোমার কাছে আসে নি; বরং আল্লাহর কালামের বিকৃত অর্থ করে বলেছে, 'তোমাদের এরূপ বিধান দিলে গ্রহণ করবে আর তা না দিলে বর্জন করবে।' আসলে আল্লাহ্ যাদের পথভ্রষ্ট হতে দেন, তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচাতে তোমার কিছুই করার নেই। ওদের অন্তরকে শুদ্ধ করার কোনো অভিপ্রায় আল্লাহর নেই। ওদের জন্যে দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা, অপমান আর আখেরাতে কঠিন শাস্তি।

http://alQuran.org.bd

৪২. হে নবী! ওরা মিথ্যা শুনতে অভ্যস্ত এবং হারাম মাল ভক্ষণে আসক্ত। ওরা তোমার কাছে বিচারের জন্যে এলে, তুমি ইচ্ছা করলে বিচার করতে পারো বা উপেক্ষাও করতে পারো। তুমি ওদের উপেক্ষা করলেও ওরা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তবে যদি বিচার করো, তাহলে ইনসাফ অর্থাৎ ন্যায়বিচার করবে। আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন।

৪৩. ওরা কেমন করে তোমার ওপর বিচারের ভার দেবে? ওদের আচরণ পরস্পরবিরোধী। ওরা তোমার ওপর বিচারের ভার দেয় আবার তোমার রায় থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অথচ ওদেরকে দেয়া তাওরাতেই আল্লাহর বিধান লিখিত রয়েছে। ওরা সত্যিকারের বিশ্বাসী নয়।

॥ রুকু ৭ ॥

৪৪. নিশ্চয়ই আমি তাওরাত নাজিল করেছিলাম। তাতে ছিল সুস্পষ্ট পথনির্দেশ ও আলো। নবীরা, যারা ছিল আল্লাহতে পুরোপুরি সমর্পিত, সেই বিধানের আলোকে ইহুদিদের বিচার-মীমাংসা করত। আল্লাহওয়ালা ও জ্ঞানীরাও একইভাবে বিচার করত। কারণ তারা সবাই ছিল আল্লাহর কিতাবের রক্ষক ও সত্যের সাক্ষী। অতএব হে বনি ইসরাইল! তোমরা মানুষের ভয়ে ভীত না হয়ে আল্লাহর (বিরাগভাজন হওয়াকে) ভয় করো। তুচ্ছ প্রাপ্তির বিনিময়ে আল্লাহর বাণীকে বিকৃত কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহর বিধান অনুসারে যারা বিচার করে না, তারাই সত্য অস্বীকারকারী।

৪৫. ওদের জন্যে তাওরাতে বিধান দিয়েছিলাম যে, জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত, জখমের বদলে অনুরূপ জখম। অবশ্য কেউ ক্ষমা করে দিলে তাতে তারই পাপমোচন হবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর নাজিল করা বিধান অনুসারে বিচার করে না, তারাই জালেম।

৪৬. এই নবীদের পর মরিয়মপুত্র ঈসাকে তাওরাতের সত্য অংশের সত্যায়নকারীরূপে ওদের মাঝে পাঠিয়েছিলাম। তার ওপর ইঞ্জিল নাজিল করেছিলাম, যা ছিল তাওরাতের সত্যবিধানের সত্যায়ন এবং আল্লাহ-সচেতনদের জন্যে দিক-নির্দেশনা ও হেদায়েতের আলো।

৪৭. ইঞ্জিল-অনুসারীদের নির্দেশ দিয়েছিলাম, তারা যেন আল্লাহর নাজিল করা বিধান অনুসারে বিচার-মীমাংসা করে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর বিধান অনুসারে বিচার করে না, তারাই সত্যত্যাগী–ফাসেক।

http://alQuran.org.bd

৪৮. হে নবী! আমি তোমার ওপর সত্যবিধানসহ কিতাব নাজিল করেছি, যা পূর্বে নাজিল হওয়া কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী ও সংরক্ষক। অতএব আল্লাহর বিধান অনুসারে তুমি পূর্ববর্তী কিতাবিদের বিচার-মীমাংসা করো। যে সত্যবিধান তোমার কাছে এসেছে তা বাদ দিয়ে তাদের খেয়ালখুশি অনুসারে কাজ কোরো না। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে (আলাদা) বিধান ও স্পষ্ট পথনির্দেশ প্রদান করেছি। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের এক উম্মাহ বা জাতিতে পরিণত করতে পারতেন। (কিন্তু তিনি তা করেন নি।) কারণ তিনি তোমাদের যে পথনির্দেশ ও বিধান দিয়েছেন, তার আলোকেই তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রাণপণ প্রতিযোগিতা করো। শেষ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহর দিকেই ফিরে যাবে। তখন তোমাদের মতভেদের বিষয়সমূহের ব্যাপারে আল্লাহ আসল সত্য প্রকাশ করবেন। *[এখানে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে নিজ নিজ ধর্মাচারের পার্থক্য নিয়ে কোন্দল করার পরিবর্তে আল্লাহ সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।]*

৪৯. অতএব, হে নবী! তোমার ওপর অবতীর্ণ আল্লাহর বিধান অনুসারে ওদের বিচার-মীমাংসা করো। কখনোই ওদের পছন্দ-অপছন্দ বা প্রবৃত্তির চাওয়াকে গুরুত্ব দিও না। ওদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো। আল্লাহর প্রেরিত বিধান থেকে ওরা যেন তোমাকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করতে না পারে। আর ওরা যদি সত্যবিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ ওদের পাপের শাস্তিস্বরূপ ওদেরকে কঠিন আজাবে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বস্তুত ওদের অনেকেই সত্যত্যাগী–ফাসেক।
৫০. তা না হলে ওরা কেন জাহেলি যুগের বিধিবিধান কামনা করবে? কিন্তু যাদের অন্তরে বিশ্বাস প্রবল, তাদের জন্যে আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধানদাতা আর কে হতে পারে?

॥ রুকু ৮ ॥

৫১. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা কখনো ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে আন্তরিক মিত্র হিসেবে গ্রহণ কোরো না। তারা একে অপরের মিত্র। (ঐতিহ্যগতভাবেই ইহুদিরা ইহুদি ছাড়া এবং খ্রিষ্টানরা খ্রিষ্টান ছাড়া অন্য কারো সাথে সত্যিকার মিত্রতা করে না।) অতএব তোমাদের মধ্যে যে-কেউ তাদের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করবে; সে তাদেরই একজন বলে গণ্য হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ জালেমদের হেদায়েত থেকে বঞ্চিত করেন।

http://alQuran.org.bd

৫২. তুমি তো দেখছ, যাদের অন্তর মুনাফেকির কঠিন রোগে আক্রান্ত, তারাই শত্রুতারত ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সাথে যোগাযোগের প্রতিযোগিতা করছে। ওরা বলছে, আশঙ্কা করছি আমাদের ভাগ্যে বিপর্যয় না ঘটে। কিন্তু আল্লাহ যখন বিশ্বাসীদের বিজয় ও সৌভাগ্য দান করবেন, তখন মুনাফেকির জন্যে ওরা লজ্জিত হবে।

৫৩. তখন বিশ্বাসীরা একজন আরেকজনকে বলবে, ওরা কি সেই সব লোক নয়, যারা আল্লাহর নামে শক্ত শপথ করে বিশ্বাস করাতে চাইত যে, আমরা তোমাদের সাথেই আছি? ওদের সব আমল নষ্ট হয়ে গেছে, ওরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

৫৪. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ নিজ ধর্ম থেকে সরে গেলে তোমাদের জায়গায় আল্লাহ এমন লোকদের আনবেন, যারা আল্লাহকে ভালবাসবে এবং আল্লাহর প্রিয় হবে। তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল আর সত্য অস্বীকারকারীদের মোকাবেলায় দৃঢ়, অনড়। তারা আল্লাহর পথে নিরলস কাজ করবে এবং নিন্দুকের নিন্দার কোনো পরোয়া করবে না। এটাই আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা এই গুণাবলিতে অনুগৃহীত করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অনন্ত অসীম, প্রজ্ঞাময়।

৫৫. তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রসুল এবং বিশ্বাসীরা–যারা নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহর সামনে অবনত হয়।
৫৬. আর যারা আল্লাহ, তাঁর রসুল ও বিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল, তারাই জয়ী হবে।

॥ রুকু ৯ ॥

৫৭. হে বিশ্বাসীগণ! পূর্ববর্তী কিতাবিদের মধ্যে যারা তোমাদের ধর্ম নিয়ে হাসিতামাশা ও ব্যঙ্গবিদ্রুপ করে, তাদেরকে এবং সত্য অস্বীকারকারীদের কখনো আন্তরিক বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না। (কারণ তারা আসলে তোমাদের সাথে বন্ধুত্বে আন্তরিক নয়) আর সবসময় আল্লাহ-সচেতন থেকো, যদি তোমরা সত্যিকার বিশ্বাসী হও। ৫৮. আর যখন তোমরা নামাজের জন্যে আহ্বান জানাও, তখনও ওরা এ নিয়েও হাসিঠাট্টা, ব্যঙ্গবিদ্রুপ করে। কারণ ওরা সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগেও অক্ষম এক সম্প্রদায়।

http://alQuran.org.bd

৫৯. হে নবী! বলো, হে কিতাবিগণ! আমরা শুধু আল্লাহতে বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করি আমাদের নিকট প্রেরিত কিতাবে এবং অতীতে প্রেরিত কিতাবসমূহে। আর এটাকেই তোমরা আমাদের দোষ মনে করে শত্রুতা করছ। আসলে তোমরা অধিকাংশই সত্যত্যাগী।

৬০. হে নবী! বলো, আমি কি তাদের কথা বলব, যারা এর চেয়েও নিকৃষ্ট পরিণতির শিকার হবে? আসলে যাদেরকে আল্লাহ লানত করেছেন, যাদের ওপর তিনি অসন্তুষ্ট, যাদের তিনি বানর ও শূকরে পরিণত করেছেন, তারা মর্যাদার দিক থেকে নিকৃষ্টতম। কারণ ওরা অপশক্তির পূজারি এবং সত্যপথ থেকে বিচ্যুত।

৬১. ওরা যখন তোমার কাছে আসে তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি।' কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, ওরা সত্যকে অস্বীকার করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়েই আসে আর সত্য অস্বীকারকারীরূপেই ফিরে যায়। ওদের মনের গোপন কথা আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন।

৬২. ওদের অনেককেই তুমি দেখবে অন্যায় ও জুলুমবাজি এবং হারাম ভক্ষণে পরস্পর অসৎ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। আর এ কাজগুলো কতই না
নিকৃষ্ট! ৬৩. ওদের রাব্বানী ও পুরোহিতরা কেন ওদেরকে জুলুম থেকে বিরত
থাকতে ও হারাম ভক্ষণ করতে নিষেধ করে না? ওরা যা করছে তা-ও কতই না নিকৃষ্ট!

৬৪. ইহুদিরা বলে, 'আল্লাহর হাতে শিকল বাঁধা', আসলে ওদের হাতই শৃঙ্খলিত। আর ওরা লানত-জর্জরিত ওদের প্রলাপের জন্যে! বস্তুত আল্লাহর হাত সবসময়ই উন্মুক্ত এবং তিনি যেভাবে ইচ্ছা দান করেন। (হে নবী! আসল ঘটনা হচ্ছে) তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার ওপর কিতাব নাজিল হওয়ার কারণে ওদের অনেকের মধ্যেই অবাধ্যতা, ধর্মদ্রোহিতা ও সত্য অস্বীকার করার ব্যাপারে একগুঁয়েমি বেড়ে যাবে। এর শাস্তিস্বরূপ আমি ওদের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী বিদ্বেষ ও শত্রুতা সঞ্চার করেছি। তবে ওরা যতবারই যুদ্ধের আগুন জ্বালাবে, আল্লাহ তা নিভিয়ে দেবেন। আসলে ওরা আল্লাহর জমিনে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়। আর আল্লাহ অশান্তি-সৃষ্টিকারীদের অপছন্দ করেন।

http://alQuran.org.bd

৬৫. অবশ্য কিতাবিরা যদি অবাধ্যতা ত্যাগ করে বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহর আনুগত্যের পথ অনুসরণ করত, তবে অবশ্যই আমি ওদের অতীতের পাপমোচন করতাম এবং চিরসুখময় জান্নাতে দাখিল করতাম। ৬৬. হায়! তারা যদি তাওরাত, ইঞ্জিল ও তাদের কাছে প্রেরিত আল্লাহর বিধানাবলি অনুসরণ করত, তবে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে সবদিক থেকে প্রাচুর্য লাভ করত। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সত্যপন্থী থাকলেও অধিকাংশের কার্যধারাই অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

॥ রুকু ১০ ॥

৬৭. হে নবী! তোমার ওপর আল্লাহ যে বাণী নাজিল করেছেন তা সবার কাছে পৌঁছে দাও। যদি তা পুরোপুরি পৌঁছে না দাও তবে তোমার দায়িত্ব অসম্পূর্ণ থাকবে। সত্য অস্বীকারকারীদের হাত থেকে আল্লাহই তোমাকে রক্ষা করবেন। সত্য অস্বীকারকারীদের আল্লাহ কখনো (বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে) সাফল্যের পথ দেখান না।

৬৮. হে নবী! বলো, 'হে কিতাবিরা! তাওরাত, ইঞ্জিল ও তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত বিধানাবলি পুরোপুরি অনুসরণ না করা পর্যন্ত তোমাদের কোনো ভিত্তি নেই।' আসলে সত্য এই যে, তোমার প্রতি আল্লাহর নাজিল হওয়া কিতাব তাদের অনেকের মধ্যেই অবাধ্যতা, ধর্মদ্রোহিতা ও সত্য অস্বীকার করার প্রবণতাকেই বাড়িয়ে দেবে। তাই তুমি সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে দুঃখ কোরো না।

৬৯. নিশ্চয়ই জেনো, মুসলমান, ইহুদি, সাবেয়ী ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে যে-ই আল্লাহ ও আখেরাতে (জবাবদিহিতায়) বিশ্বাস করবে এবং সৎকর্ম করবে, তাদের কোনো ভয় বা দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

৭০. নিশ্চয়ই আমি বনি ইসরাইলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং ওদের কাছে অনেক রসুল পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু যখনই ওদের খেয়ালখুশির বিপরীতে কোনো রসুল সত্যবাণী উপস্থাপন করেছে, তখন ওরা অবাধ্য হয়ে রসুলদের কাউকে মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করেছে, কাউকে খুন করেছে।
৭১. ওরা মনে করেছিল, এজন্যে ওদের কোনো শাস্তি হবে না। ওদের অন্তর আসলে অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল। এরপরও আল্লাহ ওদের তওবা কবুল

http://alQuran.org.bd

করেন। কিন্তু আবারো অনেকেই অন্তরে বধির ও অন্ধ হয়ে যায়। অবশ্যই ওরা যা করে আল্লাহ সবই দেখেন।

৭২. যারা বলে, 'মরিয়মপুত্র মসিহ হচ্ছে আল্লাহ', তারা নিঃসন্দেহে সত্য অস্বীকারকারী। অথচ মসিহ নিজেই বলেছিল, 'হে বনি ইসরাইল! তোমরা আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত করো।' অবশ্যই যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন। জাহান্নাম হবে তার বাসস্থান। এই পাপিষ্ঠরা (তাদের পরিত্রাণের জন্যে) কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

৭৩. যারা বলে, 'আল্লাহ তিন জনের একজন', তারা নিঃসন্দেহে সত্য অস্বীকারকারী। সত্য হচ্ছে, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। ভ্রান্ত ধারণার প্রচার থেকে নিবৃত্ত না হলে সত্য অস্বীকারকারীদের ওপর কঠিন আজাব নেমে আসতে বাধ্য। ৭৪. এরপরও কি ওরা তওবা করবে না, আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইবে না? আল্লাহ অবশ্যই অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

৭৫. মরিয়মপুত্র মসিহ একজন রসুল মাত্র। তার আগেও অনেক রসুল পাঠিয়েছি। তার মা পবিত্র ও সত্যনিষ্ঠ মহিলা ছিল। তারা দুজনেই (অন্যান্য মানুষের মতো) পানাহার করত। হে নবী! দেখ, ওদের সামনে সত্যের নিদর্শনগুলো সুস্পষ্টভাবে উত্থাপন করেছি। তারপরও দেখ, ওদের মানসিকতা কত বিকৃত যে, ওরা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়! ৭৬. ওদের জিজ্ঞেস করো, 'তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর উপাসনা করবে, যা তোমাদের কোনো ক্ষতি বা কল্যাণ করার ক্ষমতা রাখে না?' নিঃসন্দেহে একমাত্র আল্লাহই সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

৭৭. বলো, হে কিতাবিরা! তোমরা ধর্মবিধানে সত্য ও বাস্তবতার সীমালঙ্ঘন কোরো না। আর যারা ইতঃপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে, সত্য থেকে বিচ্যুত করেছে, তাদের ভ্রান্ত মতবাদে বিভ্রান্ত হয়ো না।

॥ রুকু ১১ ॥

৭৮. বনি ইসরাইলের মধ্যে যারা সত্য অস্বীকার করেছিল তারা ইতোমধ্যেই দাউদ ও মরিয়মপুত্র ঈসা দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছিল। কারণ তারা ছিল অবাধ্য ও

http://alQuran.org.bd

জালেম। ৭৯. ওরা পরস্পরকে অন্যায় করা থেকে বিরত রাখার কোনো চেষ্টা করে নি। ওদের কর্মপন্থা কতই না নিকৃষ্ট!

৮০. ওদের অনেককে তুমি এখন সত্য অস্বীকারকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে ওরা যা করছে তা কতই না নিকৃষ্ট! এ কারণে আল্লাহ ওদের ওপর রুষ্ট। ওরা চিরস্থায়ী আজাবে নিমজ্জিত হবে।

৮১. অবশ্য ওরা যদি সত্যি সত্যিই আল্লাহ, তাঁর রসুল ও রসুলের ওপর অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করত, তাহলে সত্য অস্বীকারকারীদের ওরা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করত না। আসলে ওদের অনেকেই সত্যত্যাগী।

৮২. বিশ্বাসীদের বিরোধিতায় বর্তমানে ইহুদি ও শরিককারীদের তুমি সবচেয়ে উগ্র অবস্থায় দেখবে। আর যারা বলে 'আমরা খ্রিষ্টান', তাদের অনেকেই বিশ্বাসীদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করবে। কারণ এদের মাঝে অনেক জ্ঞানী ও সংসারবিরাগী দরবেশ রয়েছে, যাদের কোনো অহমিকা নেই।

সপ্তম পারা

৮৩. যখন এই জ্ঞানীরা রসুলের ওপর অবতীর্ণ বাণী মনোযোগ দিয়ে শোনে, তখন তাদের অশ্রুবিগলিত চোখই বলে দেয় যে, তারা এর অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলব্ধি করেছে। তারা তখন বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি। তাই সত্যের সাক্ষীর তালিকায় আমাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করো।'

৮৪. তারা আরো বলে, 'যখন আমাদের ঐকান্তিক প্রত্যাশা একটাই যে, আল্লাহ আমাদের সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করবেন, তখন আমরা কেন আল্লাহতে বিশ্বাস করব না, কেন আমাদের কাছে আগত মহান সত্যে বিশ্বাস করব না?'

৮৫. তাদের একথার জন্যে আল্লাহর তরফ থেকে তাদের পুরস্কার হচ্ছে জান্নাত, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। এটাই সৎকর্মশীলদের পুরস্কার। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।

http://alQuran.org.bd

৮৬. আর যারা সত্য অস্বীকার করেছে, আমার বাণীসমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে, তারা অনন্তকাল জাহান্নামের আগুনে পুড়বে।

॥ রুকু ১২ ॥

৮৭. হে বিশ্বাসীগণ! জীবনের যে ভালো জিনিসগুলো আল্লাহ তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন, তা থেকে তোমরা নিজেদের বঞ্চিত কোরো না। ভালো-মন্দের বিষয়ে বাড়াবাড়ি কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ বাড়াবাড়ি অপছন্দ করেন। ৮৮. আল্লাহ তোমাদেরকে যে হালাল ও উত্তম জীবিকা দিয়েছেন, তা থেকে খাও ও পান করো। আর সবসময় আল্লাহ-সচেতন থাকো। কারণ আল্লাহর ওপরই তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছ।

৮৯. অর্থহীন শপথের জন্যে আল্লাহ কাউকে পাকড়াও করেন না। কিন্তু স্বেচ্ছায় শপথ করে তা ভঙ্গ করলে তিনি অবশ্যই তোমাদের দায়ী করবেন। এ ধরনের শপথ ভঙ্গের কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে : ১০ জন গরিবকে মধ্যমমানের অন্নদান, যা তোমরা তোমাদের পরিজনদের খাইয়ে থাকো অথবা তাদের পরিধানের কাপড় দান বা একজন দাসকে মুক্তি দেয়া। যার এই সামর্থ্য নেই সে তিন দিন রোজা রাখবে। এটাই তোমাদের শপথভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত। অতএব তোমরা সবসময় শপথ রক্ষা করে চলবে। এভাবে আল্লাহ তাঁর বিধানকে সুস্পষ্টরূপে বয়ান করেন, যাতে তোমরা শোকরগোজার হতে পারো।

৯০. হে বিশ্বাসীগণ! নিশ্চয়ই মাদকদ্রব্য, জুয়া, মূর্তি ও ভাগ্য নির্ণয়ক তীর বা পাশা নাপাক ঘৃণ্য বস্তু এবং শয়তানের হাতিয়ার। অতএব তোমরা তা পুরোপুরি বর্জন করো, যাতে তোমরা সফল পরিতৃপ্ত হতে পারো।
৯১. শয়তান তো মাদক (অর্থাৎ মদসহ সকল নেশাকারক দ্রব্য) ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে বিরত রাখতে চায়। এরপরও কি তোমরা এসব ঘৃণ্য বস্তু থেকে নিবৃত্ত হবে না?

৯২. তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকো। কিন্তু তোমরা যদি (সত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও তবে শুনে রাখো, আমার রসুলের দায়িত্ব শুধু আমার বিধানাবলি তোমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।

http://alQuran.org.bd

৯৩. যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা আগে যা খেয়েছে সেজন্যে তাদের দায়ী করা হবে না, যদি তারা ভবিষ্যতে নিষিদ্ধ জিনিস থেকে দূরে থাকে এবং বিশ্বাসে অনড় থেকে সৎকর্ম করে। (হে বিশ্বাসীগণ!) ভবিষ্যতেও যা নিষেধ করা হবে, তা থেকে বিরত থাকবে। আল্লাহর প্রতিটি ফরমান মেনে নেবে এবং আল্লাহ-সচেতন হয়ে সৎকর্মে লেগে থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।

॥ রুকু ১৩ ॥

৯৪. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের হাত ও বর্শার আওতায় শিকার এনে আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করবেন, কে আল্লাহকে না দেখেও আল্লাহ-সচেতন হয়ে (এহরাম বাঁধা অবস্থায়) শিকার থেকে বিরত থাকে। এরপর কেউ সীমালঙ্ঘন করলে তার জন্যে অপেক্ষা করবে অত্যন্ত পীড়াদায়ক শাস্তি।

৯৫. হে বিশ্বাসীগণ! এহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার কোরো না। তোমাদের কেউ ইচ্ছা করে শিকার করলে সেই জন্তুর সমপর্যায়ের গৃহপালিত জন্তু বদলা হিসেবে কোরবানির জন্যে কাবায় পাঠাতে হবে। আর এ বিষয়টি নিষ্পত্তি করবে তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। অথবা এর কাফফারা হবে কয়েকজন দরিদ্রকে অন্নদান বা সমপরিমাণ রোজা রাখা। এটি তার কৃতকর্মের ফল। অবশ্য অতীতে যা-কিছু হয়েছে আল্লাহ তা ক্ষমা করেছেন। কিন্তু কেউ ভবিষ্যতে এ অপরাধ করলে আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, কঠোর শাস্তিদাতা।

৯৬. তোমাদের জন্যে সমুদ্রের শিকার ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে। তোমরা তা তোমাদের অবস্থানস্থলেও খেতে পারো বা সফরের সময় রসদ হিসেবে সাথেও নিতে পারো। কিন্তু এহরাম বাঁধা অবস্থায় স্থলভাগের শিকার হারাম করা হয়েছে। অতএব, সবসময় আল্লাহ-সচেতন থেকো, কারণ তাঁর কাছেই তোমাদের সমবেত করা হবে।

৯৭. আল্লাহ পবিত্র কাবাঘরকে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের প্রতীক হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। একইভাবে পবিত্র মাস ও গলায় মালা পরানো কোরবানির পশুও আল্লাহ মানুষের কল্যাণের জন্যে নির্ধারিত করেছেন, যাতে তোমরা জানতে পারো যে, মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু সম্পর্কেই আল্লাহ অবহিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

http://alQuran.org.bd

৯৮. জেনে রাখো, আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর আবার অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু। ৯৯. একইভাবে জেনে রাখো, আল্লাহর বাণী তোমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে শুধু পৌঁছে দেয়াই রসুলের দায়িত্ব। আর তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছুই আল্লাহ জানেন।

১০০. হে নবী! বলো, ভালো ও মন্দ কখনো এক হতে পারে না, যদিও অনেক মন্দ ও ক্ষতিকর জিনিস তোমাদের সহজেই মোহিত করে। তাই হে সহজাত বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ! তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও। তার নাফরমানি কোরো না, তাহলেই তোমরা সফল হবে।

॥ রুকু ১৪ ॥

১০১. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন কোরো না, যা (বিধান আকারে) প্রকাশ করা হলে তা পালন তোমাদের জন্যে কষ্টসাধ্য হবে। তবে কোরআন নাজিলের সময় তোমরা যদি সে-সব বিষয়ে প্রশ্ন করো, তবে তা বিধান আকারেই প্রকাশ করা হতে পারে। তোমরা ইতঃপূর্বে এ বিষয়ে যা-কিছু করেছ আল্লাহ তা মাফ করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমসহনশীল।

১০২. তোমাদের আগেও এসব বিষয়ে এক সম্প্রদায় প্রশ্ন করেছিল, তারপর তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

১০৩. আল্লাহ কখনো নির্দেশ দেন নি যে, গৃহপালিত কয়েক ধরনের প্রাণীকে কুসংস্কারবশত আলাদাভাবে চিহ্নিত করে মানুষের খাবার ও কাজে লাগানো নিষিদ্ধ করতে হবে। কিন্তু সত্য অস্বীকারকারীরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এসব করেছে। ওদের অধিকাংশই নিজেদের সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে নি (করলে নিজেদের ভুল নিজেরাই বুঝত)।

১০৪. আর যখন ওদেরকে বলা হয়, আল্লাহর নাজিল করা বিধান অনুসরণ করো ও রসুলকে মেনে চলো, তখন ওরা বলে, আমাদের জন্যে বাপদাদার ধর্মই যথেষ্ট। কিন্তু ওদের বাপদাদারা সত্যপথ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকলেও কি ওরা অন্ধভাবে তাদের অনুকরণ করবে?

http://alQuran.org.bd

১০৫. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা শুধু তোমাদের নিজেদের জন্যেই দায়ী। তোমরা যদি সত্যপথে চলো তাহলে অন্য কেউ পথভ্রষ্ট হলে তা তোমাদের কোনো ক্ষতির কারণ হবে না। আল্লাহর কাছে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদের সকল কর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।

১০৬. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের কারো যদি মৃত্যুর সময় কাছে চলে আসে, তখন অসিয়ত করতে চাইলে তোমাদের মধ্য থেকে ন্যায়পরায়ণ দুজনকে সাক্ষী হিসেবে রাখবে। আর সফরকালে মৃত্যু ঘনিয়ে এলে তোমাদের বাইরে অন্য দুজনকে সাক্ষী মনোনীত করবে। পরে যদি কোনো ধরনের সন্দেহ মনের মধ্যে আসে, তাহলে সেই দুই সাক্ষীকে (মসজিদে নিয়ে গিয়ে) নামাজের পর শপথ করে বলাবে, 'আমরা কোনো আত্মীয়ের জন্যেও এ সাক্ষ্য বিক্রয় করব না এবং আল্লাহর ওয়াস্তে করা সাক্ষ্য গোপনও করব না। তা করলে নিশ্চয়ই আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হবো।'

১০৭. কিন্তু যদি প্রকাশ পায় যে, এরা দুজনই এ পাপে লিপ্ত, তাহলে যাদের স্বার্থহানি হয়েছে তাদের মধ্য হতে দুজন তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, 'আমাদের সাক্ষ্য তাদের চেয়ে বেশি সত্য। আমরা সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করি নি। করলে আমরা অবশ্যই জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবো।'

১০৮. এ প্রক্রিয়ায় আশা করা যায় যে, লোকজন ঠিকভাবে সাক্ষ্য দেবে। নিদেনপক্ষে এ ভয় কাজ করবে যে, তাদের 'শপথ' অপর কোনো 'শপথ' দ্বারা খণ্ডন করা হতে পারে। হে মানুষ! আল্লাহ-সচেতন হও। আল্লাহর কথা শোনো। জেনে রাখো, আল্লাহ সত্যত্যাগীদের হেদায়েত থেকে বঞ্চিত করেন।

॥ রুকু ১৫ ॥

১০৯. যেদিন আল্লাহ রসুলদের সমবেত করবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, সত্যের পথে ডাক দিয়ে তোমরা কেমন সাড়া পেয়েছিলে? তারা বলবে, এ বিষয়ে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। সৃষ্টির বুদ্ধির অগম্য সকল গোপন সত্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব তো প্রভু শুধু তুমিই জানো।

১১০. ভাবো! যখন আল্লাহ বলবেন, হে মরিয়মপুত্র ঈসা! তোমার ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো। পবিত্র আত্মা দিয়ে আমি

http://alQuran.org.bd

তোমাকে শক্তিমান করেছি। দোলনায় থেকেও তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে পরিণত বয়সের মতো। আমি তোমাকে কিতাব, হিকমা, তাওরাত ও ইঞ্জিলের জ্ঞান দান করেছি। তুমি আমার ইচ্ছায় মাটি দিয়ে পাখির মতো পুতুল বানিয়ে তাতে ফুঁ দিতে আর আমার ইচ্ছায় তা পাখি হয়ে উড়ে যেত। জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগগ্রস্তকে আমার ইচ্ছায় নিরাময় করতে আর আমার ইচ্ছায়ই তুমি মৃতকে জীবন দিয়েছ। পরে যখন তুমি সত্যের সকল সাক্ষ্য নিয়ে বনি ইসরাইলের সামনে উপস্থিত হলে, তখন তাদের মধ্যকার সত্য অস্বীকারকারীরা বলল, 'এ-তো স্রেফ জাদু'। সে-সময় তোমার ক্ষতি করা থেকে আমিই তাদের নিবৃত্ত রেখেছিলাম।

১১১. আরো স্মরণ করো! আমি যখন হাওয়ারীদের অনুপ্রাণিত করলাম, তোমরা আমার ও আমার রসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করো, তখন তারা বলল, 'আমরা বিশ্বাস করলাম এবং তুমি সাক্ষী থাকো যে, আমরা তোমাতেই পুরোপুরি সমর্পিত।'

১১২. স্মরণ করো! হাওয়ারীগণ বলেছিল, হে মরিয়মপুত্র ঈসা! তোমার প্রতিপালক কি আমাদের জন্যে আকাশ থেকে পাত্রভরা খাবার পাঠাতে পারবে? তখন ঈসা বলল, যদি তোমরা সত্যিকার বিশ্বাসী হও, তবে আল্লাহর শক্তি সম্পর্কে সচেতন থেকো।

১১৩. তারা বলেছিল, আমাদের ইচ্ছা শুধু এই যে, সে পাত্র থেকে আমরা কিছু খাব এবং তাতে আমাদের চিত্ত পরিতৃপ্ত হবে। আর আমরা নিশ্চিত হতে পারব যে, তুমি আমাদের কাছে সত্য বলেছ। আমরা এই সত্যের সাক্ষী হতে চাই।

১১৪. মরিয়মপুত্র ঈসা তখন বলল, 'হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আকাশ থেকে আমাদের জন্যে পাত্রভরা খাবার প্রেরণ করো। এ হবে আমাদের সবার জন্যে আনন্দের উৎস এবং তোমার কাছ থেকে প্রাপ্ত সত্যের নিদর্শন। তুমিই সবাইকে রিজিক প্রদান করো। তুমিই সর্বোত্তম রিজিকদাতা।'

১১৫. উত্তরে আল্লাহ বললেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে পাত্রভরা খাবার পাঠাব। কিন্তু এরপর তোমাদের মধ্যে কেউ সত্য অস্বীকার করলে এমন শাস্তি দেবো, যা দুনিয়ার কাউকে দেই নি।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ১৬ ॥

১১৬. এরপর আল্লাহ যখন জিজ্ঞেস করবেন, 'হে মরিয়মপুত্র ঈসা! তুমি কি লোকদের বলেছিলে, তোমরা আল্লাহর সাথে আমাকে ও আমার মা-কে উপাস্যরূপে গ্রহণ করো?' তখন সে বলবে, 'তুমি মহামহিম! যা আমার বলার অধিকার নেই তা আমি কীভাবে বলব? যদি আমি তা বলতাম, তুমি তো তা জানতে। আমার মনের সবকিছুই তুমি জানো। কিন্তু তোমার অন্তরের কোনো কিছুই আমি জানি না। সৃষ্টির বুদ্ধির অগম্য গোপন রহস্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব সবই তোমার জানা।'

১১৭. (মরিয়মপুত্র ঈসা আরো বলবে) 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে আদেশ করেছ তা ছাড়া তাদেরকে আমি কিছুই বলি নি। আমি স্পষ্ট করে বলেছি, তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত করো। আর যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী। আর যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে, তখন থেকে তো তুমিই তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী। ১১৮. তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই দাস। আর যদি তাদের ক্ষমা করো তবে তুমি তো মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

১১৯. তখন আল্লাহ বলবেন, আজ সত্যপন্থীরা তাদের সততার জন্যে পুরস্কৃত হবে। তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। তারা সেখানে থাকবে চিরকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন হবেন আর তারাও হবে পরিতৃপ্ত। এটাই সর্বোত্তম সাফল্য। ১২০. মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তার ওপর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। আর তিনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

http://alQuran.org.bd

৬. সূরা আনআম

রুকু ২০ ॥ আয়াত ১৬৫ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন আঁধার ও আলো। তারপরও সত্য অস্বীকারকারীরা (অন্যান্য কল্পিত শক্তিকে তাদের) প্রতিপালকের সমকক্ষ হিসেবে দাঁড় করায়।

২. তিনিই তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের আয়ু নির্দিষ্ট করেছেন আর একটি নির্দিষ্ট সময় (পুনরুত্থান) সম্পর্কে শুধু তিনিই জানেন। তারপরও তোমরা সন্দেহ করো। ৩. অথচ মহাকাশ ও পৃথিবীর তিনিই আল্লাহ (একক ও অদ্বিতীয়)। তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই তিনি জানেন। আর তোমরা নিজেদেরকে কী পাওয়ার উপযুক্ত করছ, সে-সম্পর্কেও তিনি পুরোপুরি ওয়াকিবহাল।

৪. প্রতিপালকের কাছ থেকে অতীতেও যখন কোনো বাণী এসেছে, তখনই সত্য অস্বীকারে লালায়িতরা সে বাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ৫. এখন যখন সত্য ওদের কাছে উপস্থিত হয়েছে, একইভাবে ওরা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। যা নিয়ে ওরা ঠাট্টাবিদ্রুপ করছে, শিগগিরই ওরা এর বাস্তবতা টের পাবে।

৬. ওরা কি দেখে না যে, ওদের আগে আমি কত জনপদের বিনাশ ঘটিয়েছি? ওদেরকে জমিনের বুকে যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দিয়েছিলাম, তা তোমাদেরকেও দেই নি। ওদের ওপর পর্যাপ্ত নেয়ামত বর্ষণ করেছি, আর জমিনে প্রবাহিত করেছি পানির ধারা। কিন্তু ওরা যখন (এ নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে) পাপে নিমজ্জিত হলো, তখন শাস্তি হিসেবে ওদের ধ্বংস করে দিয়েছি। ওদের স্থলে বিকশিত করেছি নতুন জনপদ।

৭. হে নবী! আমি যদি তোমার ওপর কাগজে লিখিত কোনো কিতাবও নাজিল করতাম, তাহলেও সত্য অস্বীকারকারীরা হাত দিয়ে তা স্পর্শ করার পর বলত, 'এ-তো স্রেফ জাদু।'

http://alQuran.org.bd

৮. ওরা বলে, এই নবীর নিকট (দৃশ্যমান) ফেরেশতা পাঠানো হয় না কেন? যদি ফেরেশতা পাঠাতাম তাহলে তো চূড়ান্ত ফয়সালাই হয়ে যেত। (অনুশোচনা করার জন্যে) ওদেরকে কোনো অবকাশ দেয়া হতো না।
৯. তাছাড়া আমি যদি কোনো ফেরেশতাকে রসুল করে পাঠাতাম, তাহলে তো তাকে মানুষের আকৃতিতেই পাঠাতাম। ফলে ওরা বর্তমানে যে বিভ্রমে রয়েছে তেমন বিভ্রমেই নিমজ্জিত থাকত।

১০. তোমার পূর্বেও অনেক রসুলকে ঠাট্টাবিদ্রুপ করা হয়েছে। যে সতর্কবাণী নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রুপ করা হয়েছে, শেষ পর্যন্ত সে আজাবেই তারা ধ্বংস হয়েছে।

॥ রুকু ২ ॥

১১. হে নবী! ওদের বলো, 'তোমরা সারা পৃথিবী ভ্রমণ করো। নিজেরাই দেখ, সত্য অস্বীকারকারীদের পরিণতি কী হয়েছিল!'

১২. ওদের জিজ্ঞেস করো, 'মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তার মালিকানা কার?' জবাবে বলো, এ সবকিছুর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর! দয়া ও করুণাকে তিনি তাঁর নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সন্দেহ নেই, মহাবিচার দিবসে তিনি তোমাদের অবশ্যই সমবেত করবেন। কিন্তু যারা নিজেরাই নিজেদের প্রবঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করছে, তারা কখনোই তা বিশ্বাস করবে না।
১৩. আসলে দিনের আলোয় বা রাতের আঁধারে যা-কিছু বিরাজমান, যা-কিছু বিকাশমান সবকিছুই তাঁর। তিনি সব শোনেন, সব জানেন।

১৪. হে নবী! বলো, 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কি আমি প্রভু হিসেবে গ্রহণ করতে পারি? অথচ আল্লাহই মহাবিশ্বের স্রষ্টা। তিনিই সবাইকে আহার প্রদান করেন কিন্তু তাঁর কোনো আহারের প্রয়োজন নেই।' আরো বলো, 'আমি আদিষ্ট হয়েছি, (এক আল্লাহতে) সমর্পিতদের মধ্যে অগ্রণী হতে। আরো আদিষ্ট হয়েছি, কোনো অবস্থায়ই শরিককারীদের অন্তর্ভুক্ত না হতে।'

১৫. হে নবী! বলো, 'আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তাহলে আমি আশঙ্কা করছি, মহাবিচার দিবসে আমাকেও শাস্তি ভোগ করতে হবে।
১৬. আসলে সেদিন প্রভুর করুণা যে লাভ করবে, সে-ই শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে। আর এটাই চূড়ান্ত সাফল্য।'

http://alQuran.org.bd

১৭-১৮. আল্লাহ যদি তোমাকে দুর্ভোগে ফেলেন, তবে তিনি ছাড়া কেউ তোমাকে দুর্ভোগ থেকে মুক্ত করতে পারবে না। আর তিনি যদি তোমাকে সৌভাগ্য দান করেন, তবে নিঃসন্দেহে তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সৃষ্টির ওপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। একমাত্র তিনিই সত্যিকার প্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞ।

১৯. হে নবী! ওদের জিজ্ঞেস করো, ‘কার সাক্ষ্য অকাট্য বলে গণ্য হবে?’ বলো, ‘আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হচ্ছেন আল্লাহ। আর এই কোরআন আমার ওপর নাজিল হয়েছে, যাতে করে আমি তোমাদেরকে ও যাদের কাছে ভবিষ্যতে এ বাণী পৌঁছবে তাদের প্রত্যেককে সত্য সম্পর্কে জানাতে পারি। (ওদের জিজ্ঞেস করো) তোমরা কি এই সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্যও রয়েছে?’ হে নবী! বলো, ‘আমি এমন সাক্ষ্য কিছুতেই দিতে পারি না। (স্পষ্টভাবে বলো) আল্লাহই একমাত্র উপাস্য। আর তোমরা যে শিরক করছ, তা থেকে আমি পুরোপুরি মুক্ত।’

২০. যাদের আমি কিতাব দিয়েছি তারা রসুলকে সেভাবে চিনেছে, যেভাবে তারা তাদের সন্তানকে চেনে। যারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করে, তারা কখনো সত্য স্বীকার করতে প্রস্তুত হয় না।

॥ রুকু ৩ ॥

২১. যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে মনগড়া কথা বলে অথবা আল্লাহর বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে, তার চেয়ে বড় জালেম বা সীমালঙ্ঘনকারী কে হতে পারে? আর জালেমরা কখনোই কল্যাণ ও পরিত্রাণ পেতে পারে না। ২২. আর যেদিন আমি সকল মানুষকে সমবেত করব, সেদিন শরিককারীদের জিজ্ঞেস করব, স্রষ্টার ক্ষমতার অংশীদাররূপে যাদের কল্পনা করতে, আজ তারা কোথায়?

২৩. এরপর অজুহাত দেয়া ছাড়া ওদের কোনো উপায় থাকবে না। ওরা বলবে, ‘আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ! আমরা কখনোই শরিককারী ছিলাম না।’ ২৪. অবলোকন করো! (সেদিন) ওরা নিজেদেরকেই নিজেরা কীভাবে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করবে আর ওদের কাল্পনিক উপাস্যরা কীভাবে ওদের ছেড়ে উধাও হয়ে যাবে।

২৫. ওদের মধ্যে কিছু লোক কান পেতে তোমার কথা শোনার ভান করবে। কিন্তু ওদের অন্তরে আস্তর জমে থাকায় ওরা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারবে

http://alQuran.org.bd

না, 'অন্তরকর্ণ' বধির হয়ে যাওয়ায় আত্মার ধ্বনি শুনতে পাবে না। তাই সবকিছু প্রত্যক্ষ করার পরও বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে না। এ কারণেই তোমার সামনে এসে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে সত্য অস্বীকারকারীরা বলে, 'এ-তো সেকেলে কল্পকাহিনী ছাড়া কিছুই নয়।' ২৬. ওরা এ মহান সত্য গ্রহণ করা থেকে অন্যদের বিরত রাখে আর নিজেরাও সত্য থেকে দূরে সরে যায়। এভাবে ওরা আসলে নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করে কিন্তু ওরা তা বোঝে না।

২৭. (হে নবী!) তুমি যদি দেখতে পেতে! যখন ওদেরকে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডের পাশে দাঁড় করানো হবে তখন ওরা বলবে, 'হায়! আমরা যদি আবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারতাম! তাহলে আমরা আমাদের প্রতিপালকের বাণীকে প্রত্যাখ্যান করতাম না; বরং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।'

২৮. কিন্তু না, (ওরা একথা শুধু এই জন্যে বলবে যে) ওরা যে সত্যকে (নিজেদের কাছ থেকে) গোপন করত তা ওদের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। আসলে ওদের যদি আবারো পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হতো, তবে ওদের যা করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তা-ই করত। ওরা যথার্থই মিথ্যাবাদী।

২৯. সত্য অস্বীকারকারীরা বলে, 'আমাদের এ পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। মৃত্যুর পর আমরা কখনোই পুনরুত্থিত হবো না।' ৩০. (হায়!) তুমি যদি দেখতে পেতে! যেদিন ওদেরকে প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত করা হবে, যখন তিনি ওদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, এ পুনরুত্থান কি প্রকৃত সত্য নয়? তখন ওরা বলবে, 'আমাদের প্রতিপালকের শপথ! এ নিশ্চয়ই সত্য।' তখন তিনি বলবেন, 'তাহলে সত্য অস্বীকারের জন্যে এখন শাস্তি ভোগ করো।'

॥ রুকু ৪ ॥

৩১. আল্লাহর সামনে সমবেত হওয়াকে যারা মিথ্যা বলেছে, তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। যখন কেয়ামত হবে তখন ওরাই বলবে, 'হায়! এ বিষয়টিকে আমরা কত না অবজ্ঞা করেছি!' পাপের বোঝা পিঠে নিয়েই ওদের চলতে হবে। অবলোকন করো! কত না নিকৃষ্ট এ পাপের বোঝা!

http://alQuran.org.bd

৩২. আসলে (পরকালের তুলনায়) পার্থিব জীবন তো এক তামাশা ও পুতুল খেলা ছাড়া আর কিছু নয়! আল্লাহ-সচেতনদের জন্যে পরকালের আবাসই শ্রেয়! এরপরও কি তোমরা তোমাদের সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবে না?

৩৩. হে নবী! আমি জানি, ওরা যে কথাবার্তা বলে, তা তোমাকে কষ্ট দেয়। কিন্তু ওরা শুধু তোমাকেই মিথ্যাবাদী বলে না, এ সীমালঙ্ঘনকারীরা আল্লাহর বাণীকেও অস্বীকার করে। ৩৪. তোমার পূর্বেও অনেক রসুলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা ও নির্যাতন করা সত্ত্বেও আমার সাহায্য না পৌঁছা পর্যন্ত তারা সবর করেছিল। আল্লাহর নির্দেশ ও ফয়সালা পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই। তাছাড়া রসুলদের অনেক ঘটনা তো ইতোমধ্যেই তোমাকে জানানো হয়েছে।

৩৫. এ সবকিছু জানা সত্ত্বেও যদি সত্য অস্বীকারকারীদের উপেক্ষা ও অনাগ্রহ সহ্য করা তোমার জন্যে কঠিন হয়, তবে (হে নবী!) তোমার শক্তি থাকলে সুড়ঙ্গ তৈরি করে ভূগর্ভে প্রবেশ করো বা সিঁড়ি লাগিয়ে আকাশে উঠে যাও এবং তাদের জন্যে পারলে অলৌকিক কিছু উপস্থাপন করো! সত্যি কথা এই যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবাইকে একত্র করে হেদায়েত করতে পারতেন। অতএব তুমি (আল্লাহর নিয়মের ব্যাপারে) নিজেকে মূর্খ হওয়ার সুযোগ দিও না।

৩৬. যারা (মুক্তমন নিয়ে) শোনে, তারাই সত্যের ডাকে সাড়া দেয়। (মহাবিচার দিবসে) আল্লাহ মৃতদের পুনর্জীবিত করবেন। তারপর তারা তাঁর কাছেই ফিরে যাবে।

৩৭. ওরা জিজ্ঞেস করে, এই নবীর ওপর তার প্রতিপালকের কাছ থেকে কোনো অলৌকিক নিদর্শন নাজিল হয় নি কেন? (হে নবী!) বলো, নিশ্চয়ই আল্লাহ যে-কোনো নিদর্শন নাজিল করতে সক্ষম। কিন্তু হায়! অধিকাংশ মানুষই এ ব্যাপারে অসচেতন।

৩৮. জমিনে বিচরণশীল সকল প্রাণী আর ডানায় ভাসমান সকল পাখি তোমাদের মতোই সম্প্রদায়। সৃষ্টির বিধিবিধানে সবকিছু লিপিবদ্ধ করতে আমি কোনো ত্রুটি রাখি নি। শেষ পর্যন্ত সবাইকে স্বীয় প্রতিপালকের নিকট সমবেত করা হবে।

http://alQuran.org.bd

৩৯. যারা আমার বাণীকে অস্বীকার করে, তারা আসলে মূক ও বধির–গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপথগামী হতে দেন, যাকে ইচ্ছা সরলপথে নিয়ে আসেন।

৪০. হে নবী! ওদেরকে জিজ্ঞেস করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে একটু ভেবে বলো, তোমাদের ওপর আল্লাহর গজব পড়লে বা কেয়ামত উপস্থিত হলে তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্যকে ডাকবে?
৪১. না, তখন তোমরা শুধু তাঁকেই ডাকবে। এরপর যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তোমাদের বিপদ-মুক্ত করবেন। এমন পরিস্থিতিতে তোমরা তোমাদের কল্পিত উপাস্যদের, আল্লাহর সাথে যাদের শরিক করতে, তাদের কথা ভুলে যাবে।

॥ রুকু ৫ ॥

৪২. (হে নবী!) তোমার আগেও বহুজাতির নিকট আমি রসুল প্রেরণ করেছি (তাদের হেদায়েতের জন্যে)। তারপর তাদেরকে বিপদ-আপদ, দুঃখদৈন্য, অভাবে নিমজ্জিত করেছি, যাতে তাদের বোধোদয় হয়। ৪৩. কিন্তু এ শাস্তি আপতিত হওয়ার পরও তাদের বোধোদয় হলো না কেন (তা কি তুমি শুনবে)? আসলে তাদের হৃদয় বোধহীন কঠিন হয়ে গিয়েছিল। আর অপ-সত্তারূপী শয়তান তাদেরকে বুঝিয়েছিল, তোমরা যা করছ ভালোই করছ।

৪৪. তারপর ওদের যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তা ওরা পুরোপুরি ভুলে গেল। আর আমিও ওদের জন্যে সচ্ছলতা ও বিলাসিতার দুয়ার খুলে দিলাম। ওরা যখন ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে গেল, তখন ওদের সহসা পাকড়াও করলাম। হায়! তখন ওরা হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ৪৫. এভাবেই আমি জালেম জাতিসমূহকে নির্মূল করেছি। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি মহাবিশ্বের প্রতিপালক।

৪৬. (হে নবী!) ওদের জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছ, আল্লাহ যদি তোমাদের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি কেড়ে নেন, হৃদয়ে আস্তর ফেলে দেন, তবে আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য তোমাদের এ শক্তি ফিরিয়ে দেবে? (হে মানুষ!) দেখ, আমি কত সহজ ও বিস্তারিতভাবে জীবনের সত্যগুলো বর্ণনা করছি। তারপরও তোমাদের বোধোদয় হচ্ছে না। ৪৭. (হে নবী!) ওদের জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, হঠাৎ করে বা দৃশ্যমানভাবে

http://alQuran.org.bd

তোমাদের ওপর আল্লাহর গজব নাজিল হলে জালেমরা ছাড়া আর কে ধ্বংস হবে?

৪৮. আমি তো রসুলদের সুসংবাদবাহক ও সতর্ককারী হিসেবেই পাঠিয়েছি। তাই যারা তাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সৎভাবে জীবনযাপন করবে, তাদের ভয়, পেরেশানি ও দুঃখ থাকবে না। ৪৯. কিন্তু যারা আমার বাণী ও বিধিবিধানসমূহ অস্বীকার করবে, তাদের সকল পাপের শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতে হবে।

৫০. হে নবী! ওদের বলো, আমি তো কখনো তোমাদের বলি নি যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার রয়েছে বা গায়েবের বিষয়ে আমার জ্ঞান রয়েছে। অথবা কখনো বলি নি যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু আমার ওপর নাজিল হওয়া ওহী অনুসরণ করি। হে নবী! ওদের জিজ্ঞেস করো, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি কখনো সমান হতে পারে? তোমরা কি এরপরও (কোরআনের শিক্ষা অনুধাবনে) গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হবে না (বা তোমাদের সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবে না)?

॥ রুকু ৬ ॥

৫১. এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সাহায্যকারীর অনুপস্থিতিতেই প্রতিপালকের সামনে সমবেত হতে হবে। এ নিয়ে যারা শঙ্কিত, হে নবী! তাদের তুমি (ওহীর জ্ঞান দিয়ে) সতর্ক করে দাও। হয়তো তারা এর ফলে যথার্থই আল্লাহ-সচেতন হবে (অন্যায় থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করবে)।

৫২. প্রতিপালকের সন্তুষ্টিলাভের জন্যে যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকে, তাদের কাউকেই (তোমার মজলিস থেকে) তুমি দূরে সরিয়ে দিও না। তাদের কোনো কাজের জবাবদিহিতার দায়িত্ব তোমার নেই, না তোমার কোনো কাজের জবাবদিহিতার দায়িত্ব তাদের ওপর বর্তায়। তাই তাদের কাউকে দূরে সরিয়ে দেয়ার অধিকার তোমার নেই। যদি দূরে সরিয়ে দাও, তাহলে তুমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৫৩. এভাবেই আমি পরস্পরকে পরস্পরের সাহায্যে পরীক্ষা করি। তা না হলে তারা অন্যদের দেখে বলতে পারত, ‘আমাদের মধ্যে কি এদেরকেই

http://alQuran.org.bd

আল্লাহ অনুগ্রহ করলেন?’ (হে মানুষ!) কে শোকরগোজার–এ বিষয়ে কি আল্লাহই সবচেয়ে ভালোভাবে ওয়াকিবহাল নন?

৫৪. হে নবী! আমার আয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারীরা যখন তোমার কাছে আসে, তখন তাদের বলো, ‘তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের প্রতিপালক দয়া ও ক্ষমা করাকে তাঁর কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ না জেনে খারাপ কাজ করার পর তওবা করলে এবং কর্মপন্থা সংশোধন করে সঠিক পথ অনুসরণ করলে জেনে রাখো, আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরমদয়ালু।’
৫৫. এভাবেই আমি আমার বাণী সুস্পষ্টভাবে বয়ান করি, যাতে করে পাপে নিমজ্জিতদের পথ (ও সত্যপথের পার্থক্য) সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

॥ রুকু ৭ ॥

৫৬. (হে নবী! সত্য অস্বীকারকারীদের) বলো, ‘তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর যাদের উপাসনা করো, তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।’ বলো, ‘আমি কখনোই তোমাদের ভ্রান্ত মতের অনুসারী হবো না।’ যদি তা অনুসরণ করি তবে আমি বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হবো এবং হেদায়েতপ্রাপ্তদের কাতারে শামিল হতে পারব না।

৫৭. (হে নবী!) বলো, আমি প্রতিপালকের সুস্পষ্ট সাক্ষ্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। অথচ তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছ। (অজ্ঞতাবশত) তোমরা যা খুব তাড়াতাড়ি পেতে চাও, তা আমার ক্ষমতার বাইরে। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তো শুধু আল্লাহর। তিনি শুধু সত্যই বর্ণনা করেন। তিনিই (সত্য-মিথ্যার) চূড়ান্ত বিচারক।

৫৮. হে নবী! (সত্য অস্বীকারকারীদের) বলো, তোমরা (অজ্ঞতাবশত) যা তাড়াতাড়ি করতে চাচ্ছ, তা যদি আমার এখতিয়ারে থাকত, তবে তো আমার ও তোমাদের মধ্যে অনেক আগেই ফয়সালা হয়ে যেত! আর আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের সবকিছু ভালোভাবেই জানেন।

৫৯. গায়েবের সকল জ্ঞানের চাবিকাঠি আল্লাহর হাতে। তিনি ছাড়া এ বিষয়ে আর কেউ জানে না। জমিনে বা পানির অভ্যন্তরে যা-কিছু আছে সবই তিনি অবগত। তাঁর অগোচরে গাছের একটি পাতাও পড়ে না। তাঁর অজ্ঞাতসারে

http://alQuran.org.bd

মাটির ভেতরে কোনো শস্যদানা অঙ্কুরিত হয় না। আর্দ্র বা শুষ্ক প্রতিটি বস্তুর প্রকৃতি লিপিবদ্ধ রয়েছে উন্মুক্ত কিতাবে (দৃষ্টিমানদের পড়ার জন্যে)।

৬০. দিনের বেলা তোমরা যা করো, তিনি তা জানেন। আর রাতে ঘুমের মাঝে তোমরা চেতনা হারাও। তিনি প্রতিদিন তোমাদের পুনর্জাগরিত করেন, যাতে করে তোমাদের নির্দিষ্ট আয়ু পূর্ণ হতে পারে। শেষ পর্যন্ত তোমাদের তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে এবং তখন তিনি পার্থিব জীবনের সকল কাজের রেকর্ড তোমাদের দেখাবেন।

॥ রুকু ৮ ॥

৬১. আল্লাহর সকল বান্দাই তাঁর পূর্ণ এখতিয়ারাধীন। তিনিই তোমাদের হেফাজতের জন্যে রক্ষক প্রেরণ করেন। আয়ু শেষ হলে তাঁর পাঠানো ফেরেশতাই প্রাণবায়ু বের করে নেয়। আর তারা কেউই তাদের কর্তব্য পালনে কোনো ত্রুটি করে না। ৬২. আর যারা মারা যায়, তাদের আনা হয় তাদের প্রকৃত প্রতিপালকের কাছে। আসলে বিচারের এখতিয়ার তো শুধু তাঁর। আর তিনি দ্রুত (পুঙ্খানুপুঙ্খ) হিসাব গ্রহণকারী।

৬৩. (হে নবী! ওদের) জিজ্ঞেস করো, জলে বা স্থলে সমূহ বিপদ থেকে কে তোমাদের রক্ষা করে? ঘনবিপদের অন্ধকার মুহূর্তে কার কাছে গোপনে কাতরস্বরে প্রার্থনা করো? (কাকে বলো) এ বিপদ থেকে উদ্ধার করলে আমরা অবশ্যই শোকরগোজার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবো? ৬৪. (হে নবী!) বলো, শুধু আল্লাহই তোমাদের এ বিপদ ও যে-কোনো দুঃখকষ্ট থেকে উদ্ধার করেন। এরপরও (কাল্পনিক উপাস্য তৈরি করে) আল্লাহর সাথে শরিক করছ কেন?

৬৫. (হে নবী!) বলো, আল্লাহ ইচ্ছে করলেই ঊর্ধ্বলোক বা জমিনের গভীর থেকে তোমাদের ওপর আজাব পাঠাতে পারেন, অথবা তোমাদের বিভিন্ন দলে ভাগ ও সংঘাত সৃষ্টি করে একে অপরের আতঙ্কের স্বাদ গ্রহণ করাতে পারেন। (হে মানুষ!) দেখ, একটা বাণীকে আমি কতভাবে ব্যাখ্যা করে তোমাদের কাছে উপস্থাপিত করছি, যাতে জীবনের নিগূঢ় সত্যকে তোমরা উপলব্ধি করতে পারো। ৬৬. অথচ তোমার সম্প্রদায় এই সত্যকে অস্বীকার করছে। (অতএব ওদের) বলো, 'তোমাদের আচরণের কোনো দায়দায়িত্ব আমার ওপর বর্তায় না। ৬৭. আল্লাহর কাছ থেকে আসা প্রত্যেক সতর্কবাণী

http://alQuran.org.bd

বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। আর শিগগিরই তোমরা (তোমাদের পরিণতি সম্পর্কে) জানতে পারবে।

৬৮. হে নবী! যখনই তুমি লোকদের আমার কিতাবের বাণী নিয়ে উপহাস-পরিহাস ও নিরর্থক আলোচনায় মত্ত থাকতে দেখ, তখন তুমি সেখান থেকে সরে যাবে। প্রসঙ্গ পরিবর্তন না করা পর্যন্ত তাদের সাথে বসবে না। আর শয়তান যদি কখনো তোমাকে বিষয়টি সম্পর্কে গাফেল করে দেয়, তবে সচেতন হওয়ার সাথে সাথেই এ সীমালঙ্ঘনকারীদের কাছ থেকে সরে আসবে। ৬৯. (হে বিশ্বাসীগণ! মনে রেখো) ওদের কোনো কাজের জবাবদিহিতার দায়দায়িত্ব আল্লাহ-সচেতনদের ওপর বর্তায় না। তবে (পাপীদের) উপদেশ দেয়া তোমাদের কর্তব্য, যাতে করে তারা আল্লাহ-সচেতন হতে পারে।

৭০. পার্থিব ভোগবিলাসের মোহে যারা আচ্ছন্ন, বিনোদন-খেলা-তামাশাকেই যারা নিজেদের ধর্ম বা জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে আত্মপ্রতারণায় ভুগছে, তুমি তাদের সঙ্গ বর্জন করো। তুমি ওদের কোরআনের বাণী শোনাও ও উপদেশ দাও। আর সতর্ক করে দাও সেদিন সম্পর্কে, যেদিন ওদের সকল কৃতকর্মের হিসাব নেয়া হবে। আর তখন আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্যে ওদের কোনো অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকবে না, সেদিন কোনো মুক্তিপণও গ্রহণ করা হবে না। সত্য অস্বীকার করার কারণে ওরা তখন পান করবে ফুটন্ত আঠালো পানীয় আর ভোগ করবে কঠিন শাস্তি।

॥ রুকু ৯ ॥

৭১-৭২. (হে নবী!) ওদের জিজ্ঞেস করো, আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমরা কীভাবে এমন কোনো (কাল্পনিক) উপাস্যকে ডাকতে পারি, যারা আমাদের কোনো কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পারে না? আল্লাহ আমাদের সৎপথ দেখানোর পরও কি আমরা বিপথগামী হবো? আমরা কি শয়তানি প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হয়ে পথহারা পথিকের মতো পেরেশানি ও আতঙ্কে ঘুরে মরব? অথচ তার সাথিরা তাকে সঠিক পথের ডাক দিয়ে বলছে, 'আমাদের কাছে এসো।' হে নবী! ওদের বলো, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর পথই সঠিক পথ। আর তিনি আদেশ করেছেন, আল্লাহতে পুরোপুরি সমর্পিত হও, নামাজ কায়েম করো এবং সবসময় আল্লাহ-সচেতন থাকো।' কারণ তাঁর কাছেই তোমাদের সমবেত করা হবে।

http://alQuran.org.bd

৭৩. (এক অন্তর্নিহিত) সত্য প্রকাশে তিনি মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি যখনই বলবেন 'হও', তখনই তা হয়ে যাবে। তাঁর কথাই সত্য। যেদিন (পুনরুত্থানের জন্যে) শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, সেদিনের সর্বময় কর্তৃত্ব তো শুধু তাঁরই, প্রকাশ্য ও নিগূঢ় রহস্যময় প্রতিটি বিষয়েই তিনি সবকিছু জানেন। তিনি প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ ওয়াকিবহাল।

৭৪. স্মরণ করো! ইব্রাহিম যখন তার পিতা আজরকে বলেছিল, 'আপনি কি মূর্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছেন? আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত দেখছি।'

৭৫. আমি এসময় ইব্রাহিমকে (প্রথমবারের মতো) মহাকাশ ও পৃথিবীর পরিচালন-ব্যবস্থা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি দান করি, যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। ৭৬. রাতের অন্ধকার যখন তার চারপাশ ছেয়ে ফেলল, তখন সে আকাশে দেখল এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। সে ভাবল, 'এই হচ্ছে আমার প্রতিপালক।' তারপর যখন তা অস্তমিত হলো, তখন সে ভাবল, 'যা ডুবে যায় তা আমার প্রতিপালক হতে পারে না।' ৭৭. পরে যখন রাতে পূর্ণ চাঁদ উদিত হলো, তখন সে ভাবল, 'এই হচ্ছে আমার প্রতিপালক।' যখন চাঁদও অস্তমিত হলো, তখন সে বলে উঠল, 'আমার প্রতিপালক আমাকে সৎপথ না দেখালে আমি বিভ্রান্তদের দলে শামিল হবো।'

৭৮-৭৯. তারপর সূর্যকে উঠতে দেখে সে ভাবল, 'এই হচ্ছে আমার প্রতিপালক। এ সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে উজ্জ্বল।' কিন্তু যখন সূর্যও অস্তমিত হলো, তখন সে উচ্চস্বরে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যা-কিছুকে আল্লাহর শরিক বানিয়েছ, তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। নিশ্চয়ই আমি একাগ্রচিত্তে মহাবিশ্বের স্রষ্টার প্রতি আমার আনুগত্য ঘোষণা করছি। আল্লাহর সঙ্গে শরিককারীদের সাথেও আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

৮০. ইব্রাহিমের সাথে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বিতর্কে লিপ্ত হলো। সে বলল, 'তোমরা কি আল্লাহকে নিয়ে আমার সাথে ঝগড়া করতে চাও? অথচ তিনি আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। আমি তোমাদের (কল্পিত) উপাস্যদের ভয় করি না। কারণ আমার প্রতিপালক না চাইলে আমার কোনো ক্ষতি হতে পারে না। আমার প্রতিপালকের জ্ঞান ও কর্তৃত্ব সকল জিনিসের ওপর পরিব্যাপ্ত। এরপরও কি তোমাদের বোধোদয় হবে না?'

http://alQuran.org.bd

৮১. তোমরা যেখানে আল্লাহর সনদ ছাড়াই তাঁর শরিক বানাতে ভয় করো নি, সেখানে আল্লাহর সাথে যে-সব কল্পিত উপাস্যদের তোমরা শরিক করো, তাদের কেন আমি ভয় করব? যদি তোমাদের জানা থাকে তবে বলো, আমাদের এই দুদলের মধ্যে কে বেশি নিরাপত্তা ও কল্যাণের অধিকারী? ৮২. আসলে যারা বিশ্বাস করেছে এবং আল্লাহর সাথে কোনোকিছুকে শরিক করে বিশ্বাসকে কলুষিত করে নি, তারাই সৎপথপ্রাপ্ত। নিরাপত্তা ও কল্যাণ তাদেরই জন্যে।

॥ রুকু ১০ ॥

৮৩. এ অকাট্য যুক্তি দিয়েই ইব্রাহিম তার সম্প্রদায়ের মোকাবেলা করেছিল। আমি যাকে ইচ্ছা উচ্চমর্যাদা দিয়ে অনুগৃহীত করি। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। ৮৪. এরপর আমি ইব্রাহিমকে ইসহাক ও ইয়াকুবের মতো সন্তান দিয়েছি। প্রত্যেককে সরলপথ দেখিয়েছি। এর আগে আমি নূহকেও সরলপথ দেখিয়েছি এবং তারই বংশধর দাউদ, সোলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ, মুসা ও হারুনকে সৎপথ প্রদর্শন করেছি। আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করি।

৮৫. একই প্রক্রিয়ায় আমি জাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকে সৎপথে পরিচালিত করেছি। এরা সবাই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। ৮৬-৮৭. তাদেরই পরিবার হতে সৎপথে পরিচালিত করেছি ইসমাইল, আল-ইয়াসা, ইউনুস ও লূতকে এবং তাদের পূর্বপুরুষ, বংশধর ও ভাইদের অনেককে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছি। তাদের বিশেষ কাজের জন্যে মনোনীত করেছি ও সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেছি।

৮৮-৯০. এ পথই আল্লাহর পথ। তিনি যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। তারা যদি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করত, তবে তাদের সকল ভালো কাজও নিষ্ফল হতো। তাদেরকেই আমি প্রত্যাদেশ, সূক্ষ্ম বিচারক্ষমতা ও নবুয়ত প্রদান করেছিলাম। এখন সত্য অস্বীকারকারীরা এ সত্যকে প্রত্যাখ্যান করলেও কিছু যায়-আসে না। আমি এমন এক জনগোষ্ঠীকে এ নেয়ামত দান করেছি, যারা কখনোই সত্য প্রত্যাখ্যান করবে না। আল্লাহই এদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। অতএব হে নবী! তুমি এদের পথই অনুসরণ করো এবং ওদেরকে বলো, এ সত্য প্রকাশের জন্যে আমি তোমাদের

http://alQuran.org.bd

কাছ থেকে কোনো পুরস্কার প্রত্যাশা করি না। বরং এ-তো সমগ্র মানবজাতির জন্যে উপদেশ।

॥ রুকু ১১ ॥

৯১. আল্লাহর যথার্থ মহিমা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই ওরা বলে, 'আল্লাহ মানুষের ওপর কিছুই নাজিল করেন নি।' (হে নবী!) ওদের জিজ্ঞেস করো, মুসার কিতাব কে নাজিল করেছিল? মুসার কিতাব ছিল মানুষের জন্যে আলোকবর্তিকা ও পথনির্দেশ, যা তোমরা লিপিবদ্ধ করেছ, যার কিছু অংশ তোমরা প্রকাশ করো আর অধিকাংশই রাখো গোপন। আর সে কিতাবের মাধ্যমে তোমাদের যে-শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তা না তোমাদের জানা ছিল, না তোমাদের বাপদাদারা তা জানত। জবাবে ওদের বলো, আল্লাহই তা নাজিল করেছিলেন। এরপর ওদের ছেড়ে দাও! ওরা মত্ত থাকুক ওদের অর্থহীন যুক্তিতর্কের নিষ্ফল খেলায়!

৯২. হে নবী! আমিই এই কল্যাণময় কিতাব নাজিল করেছি, যা অতীতের সকল কিতাবের সত্যায়ক। এ কিতাবের আলোয় তুমি মক্কা ও এর চারপাশের মানুষকে সচেতন করে তোলো। যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে তারা অবশ্যই এ কিতাবে বিশ্বাস করে এবং নামাজে নিরবচ্ছিন্নতা-ধারাবাহিকতা বজায় রাখে।

৯৩. সবচেয়ে বড় জালেম হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ সম্পর্কে বানিয়ে মিথ্যা বলে বা ওহী নাজিল হওয়ার মিথ্যা দাবি করে বা বলে যে, আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, আমিও তেমনি কিছু নাজিল করব। হায়! তুমি যদি এ জালেমদের অন্তিম অবস্থা দেখতে পেতে (তা কত না মর্মান্তিক)! মৃত্যুযন্ত্রণায় যখন তারা কাতরাবে, তখন ফেরেশতারা ওদের বলবে, 'তোমাদের প্রাণ বের করো! তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলতে আর ঔদ্ধত্যের সাথে আল্লাহর বাণীকে মেনে নিতে অস্বীকার করতে। এখন ভোগ করো অবমাননাকর শাস্তি!'

৯৪. (মহাবিচার দিবসে আল্লাহ বলবেন) তোমাদের যেমন একা পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলাম, তেমনি একাকীই আমার কাছে ফেরত এসেছ। তোমাদের জীবদ্দশায় যা-কিছু (জীবনোপকরণ, অর্থবিত্ত, নাম-ধাম, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব) দিয়েছিলাম, সব পেছনে ফেলে রেখে এসেছ। তোমাদের মঙ্গল-অমঙ্গলের ব্যাপারে আল্লাহর শরিক হিসেবে যে উপাস্যদের ভাবতে, সেই

http://alQuran.org.bd

সুপারিশকারীরাই বা আজ কোথায়? তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। তোমাদের সকল বিভ্রান্তিকর ধারণাও উধাও হয়ে গেছে।

॥ রুকু ১২ ॥

৯৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ শস্যদানা ও বীজকে অঙ্কুরিত করেন। নিষ্প্রাণ থেকে প্রাণের উন্মেষ ঘটান আবার (দুরন্ত) প্রাণকে করেন প্রাণহীন। এ সর্বময় কর্তৃত্ব তো শুধু আল্লাহর। তারপরও কত বিকৃত ভ্রান্ত চিন্তা করে তোমাদের মন!

৯৬. (রাতের আবরণ সরিয়ে) তিনিই প্রভাতের উন্মেষ ঘটান। বিশ্রামের জন্যে তিনিই রাতকে ঢেকে দেন আঁধারে। গণনার জন্যে তিনিই সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের জ্ঞান দ্বারা এ সবকিছুই সুবিন্যস্ত। ৯৭. তিনি নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা জলেস্থলে অন্ধকারে পথের দিশা পাও। জ্ঞান অন্বেষণকারীদের জন্যে আমি আমার নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবেই বর্ণনা করছি।

৯৮. তিনি এক ব্যক্তি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে রয়েছে অস্থায়ী ও স্থায়ী আবাস। জ্ঞান অন্বেষণকারীদের জন্যেই আমি এত সুস্পষ্টভাবে সত্যের বয়ান করছি।

৯৯. তিনিই আকাশ থেকে পানিবর্ষণ করেন। আর সে পানি অঙ্কুরোদগম ঘটায় সকল প্রকার বীজ ও শস্যদানার। সবুজ পত্রপল্লবে আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে চারা। চারা বড় হতে হতে ভরে ওঠে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা আর বীজে। আর তিনি খেজুর গাছের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি বের করেন, যা পরিপক্ক হয়ে নুয়ে পড়ে। তিনি বিকশিত করেছেন আঙুর, জয়তুন ও আনারের বাগান। ফলগুলোর বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকাও, কোনোটা একে অপরের মতো আবার কোনোটার একেবারেই ভিন্নরূপ। যখন ফল ধরে আর যখন ফল পাকে তখন এর প্রতি গভীরভাবে তাকাও। বিশ্বাসীদের জন্যে এর মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর মহিমার নিদর্শন।

১০০. কিছু কিছু মানুষ সব ধরনের অদৃশ্য সত্তাকে (জ্বীনকে) আল্লাহর শরিক করে, অথচ তিনিই এদের সৃষ্টি করেছেন। আর ওরা অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পুত্র-কন্যা কল্পনা করেছে, অথচ আল্লাহ এসব (তুলনা ও সীমাবদ্ধতা) থেকে পবিত্র, মহামহান।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ১৩ ॥

১০১. আল্লাহই মহাবিশ্বের সবকিছুর স্রষ্টা (একক, অদ্বিতীয়)। তাঁর সন্তান হবে কেমন করে? তার তো কোনো সাথি নেই। তিনিই তো সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সবকিছু সম্পর্কেই তিনি সবিশেষ ওয়াকিবহাল।

১০২-১০৩. এ সবই হচ্ছে তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর মহিমা, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। অতএব তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করো। তিনি সবকিছুরই কর্মবিধায়ক। কোনো মানবীয় জ্ঞান তাঁর সম্পর্কে ধারণা করতে সক্ষম নয়। কিন্তু সকল মানবীয় জ্ঞানই তাঁর আওতাধীন। তিনি অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী, সব বিষয়ে পরিপূর্ণ ওয়াকিবহাল।

১০৪. (এ ওহীর মাধ্যমে) তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচনকারী আলো এসে উপস্থিত হয়েছে। যে দেখবে (এ আলোয় আলোকিত হবে) সে কল্যাণ লাভ করবে। আর যে চোখ বন্ধ করে রাখবে, সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (অতএব হে নবী! অন্তর্দৃষ্টিতে ঠুলি লাগানো এই অন্ধদের বলো) 'আমি তোমাদের পাহারাদার নই।'

১০৫. আমি এভাবেই সত্যকে বিভিন্ন আঙ্গিকে বুঝিয়ে বলি। ওরা বিদ্বেষবশত বলবে যে, তুমি এ সবকিছু কারো কাছ থেকে পড়ে এসেছ আর জ্ঞান অন্বেষণকারীরা প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করবে। ১০৬. (অতএব হে নবী!) তোমার প্রতি যে ওহী নাজিল হয়েছে, তা-ই অনুসরণ করো। কেননা এক আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আল্লাহর সাথে যারা শরিক করে, তাদের কাছ থেকে দূরে থাকো। ১০৭. আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তবে তারা শিরক করত না। তা ছাড়া তোমাকে ওদের পাহারাদারও নিযুক্ত করা হয় নি। ওদের কোনো কাজের দায়দায়িত্বও তোমার ওপর বর্তায় না।

১০৮. (আর হে বিশ্বাসীরা! স্পষ্ট করে শুনে রাখো) আল্লাহকে বাদ দিয়ে ওরা যাদের উপাসনা করে, ওদের (সে দেবতাদের) গালি দিও না। যদি দাও তাহলে ওরা অজ্ঞতাবশত (বাড়াবাড়ি করে) আল্লাহকে গালি দেবে। আমি প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীর জন্যেই তাদের কার্যকলাপকে শোভন ও চাকচিক্যময় করার সুযোগ করে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত সবাইকে তাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।

http://alQuran.org.bd

১০৯. ওরা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করে বলে, ওদের কাছে যদি কোনো অলৌকিক নিদর্শন উপস্থাপন করা হয়, তবে ওরা অবশ্যই (এই কিতাবে) বিশ্বাস করবে। হে নবী! ওদের বলো, 'অলৌকিক নিদর্শনাবলি তো শুধু আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত।' আর তোমাদের জানা থাকা ভালো, এমনকি ওদের সামনে কোনো অলৌকিক নিদর্শন উপস্থিত করা হলেও ওরা তা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নয়। ১১০. ওরা যেমন (এই কিতাবকে) প্রথমবার বিশ্বাস করে নি, তেমনি ওদের অন্তর ও দৃষ্টি (অবিদ্যায়) আচ্ছন্ন হওয়ায় ওরা অবাধ্যতার কারণে শুধু বিভ্রান্তির মধ্যেই ঘুরপাক খাবে।

অষ্টম পারা

॥ রুকু ১৪ ॥

১১১. এমনকি ওদের কাছে ফেরেশতা পাঠালে বা মৃত ব্যক্তিরা ওদের সাথে কথা বললে বা (সত্যতা প্রমাণকারী) সকল বস্তু ওদের সামনে উপস্থিত করা হলেও ওরা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। অবশ্য আল্লাহ চাইলে ভিন্ন কথা। কারণ ওদের অধিকাংশই অবিদ্যা-আক্রান্ত।

১১২. এমনিভাবে আমি অপশক্তি শয়তান দ্বারা প্রভাবিত মানুষ ও জ্বীনকে প্রত্যেক নবীর শত্রু বানিয়েছি। এই অপশক্তির ধারকরা একে অপরকে চাতুর্যপূর্ণ চমকপ্রদ সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত বাক্যমালা দিয়ে বিভ্রান্ত ও আসক্ত করে। অবশ্য তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে ওরা এ থেকে বিরত থাকত। অতএব ওদেরকে ওদের অবস্থায় ছেড়ে দাও–ওরা ওদের মিথ্যা নিয়েই ব্যস্ত থাকুক!

১১৩. আসলে এ শয়তানি অপশক্তির প্ররোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তারা যেন মিথ্যায় আসক্ত হয়, তাতেই তৃপ্ত থাকে আর লিপ্ত থাকে অপকর্মে।

১১৪. (হে নবী! ওদের) জিজ্ঞেস করো, 'তবে কি আমি (ভালো ও মন্দের বিচারক হিসেবে) আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সালিশ মানব, যখন তিনিই সত্যের সুস্পষ্ট বয়ানসহ এই কিতাব নাজিল করেছেন?' ইতঃপূর্বে আমি যাদের

http://alQuran.org.bd

কিতাব দিয়েছি তারাও জানে যে, এই কিতাব তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে সত্যসহ নাজিল হয়েছে। তাই সন্দেহকারীদের কোনো গুরুত্ব দিও না।

১১৫. সত্য ও ন্যায়ের স্বার্থেই তোমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূরণ হবে। তাঁর প্রতিশ্রুতি পাল্টানোর ক্ষমতা কারো নেই। নিশ্চয়ই তিনি সব শোনেন, সব জানেন।

১১৬. (হে নবী!) তুমি যদি পৃথিবীতে বসবাসকারী অধিকাংশ লোকের কথামতো চলো, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা তো সাধারণভাবে আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলে আর
খেয়ালখুশিমতো চলে। ১১৭. কে আল্লাহর পথ ছেড়ে বিপথে যায় তা
তোমার প্রতিপালক ভালোভাবেই জানেন। আর কারা সত্যপথের পথিক তা-ও তাঁর কাছে সুস্পষ্ট।

১১৮. আল্লাহর বিধানে বিশ্বাসী হলে, যে-সব পশু জবাই করার সময় তাঁর
নাম নেয়া হয়েছে, সে-সবের মাংস খাও। ১১৯. আল্লাহর নামে জবাই করা
হয়েছে, এমন পশুর মাংস কেন তোমরা খাবে না? তিনি তো সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, তোমাদের জন্যে কী হারাম? তবে কখনো নিরুপায় হলে ভিন্ন কথা। অনেকে অবিদ্যার কারণে নিজেদের ভ্রান্ত চিন্তা দিয়ে অন্যকে বিপথগামী করে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সীমালঙ্ঘনকারীদের ব্যাপারে সবিশেষ ওয়াকিবহাল।

১২০. তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন পাপ থেকে দূরে থাকো। যারা পাপ করে
তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি দেয়া হবে। ১২১. তাই যে পশু জবাই করার
সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয় নি, তা তোমরা খেয়ো না, তা নিশ্চিত অনাচার। আর শয়তান তো সবসময় তার বন্ধুদের উসকানি দেয় তোমাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে। যদি তোমরা শয়তানের ফাঁদে পা দাও, (অর্থাৎ যদি তোমরা বিতর্কে লিপ্ত হয়ে অন্য কোনো উপাস্যের নামে জবাই করা পশুর মাংস খাও) তবে তোমরাও আল্লাহর সাথে শরিককারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

॥ রুকু ১৫ ॥

১২২. (চিন্তা করো) একজন (আত্মিকভাবে) মৃত মানুষ, যার মাঝে আমি প্রাণের সঞ্চার করলাম আর মানুষের মাঝে সুন্দরভাবে চলার আলোকবর্তিকা

http://alQuran.org.bd

দান করলাম, সে কি কখনো গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত দৃষ্টিহারা মানুষের মতো হতে পারে? আসলে সত্য অস্বীকারকারীদের উপমা এমনই। (অন্ধ যেমন অন্ধকারকেই ঔজ্জ্বল্য মনে করে তেমনি) সত্য অস্বীকারকারীদের কাছে তাদের কর্মকাণ্ডকেই শোভন ও চাকচিক্যময় করে রাখা হয়েছে। ১২৩. এভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে ক্ষমতাবানদেরই সবচেয়ে বড় দুর্বৃত্তে পরিণত হতে দেই। ওরা চক্রান্তের জাল বোনে আর শেষ পর্যন্ত সে জালে নিজেরাই জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু (আফসোস!) জাল বোনার সময় ওরা তা বোঝে না!

১২৪. আর যখনই কোনো ওহী ওদের কাছে পৌঁছায়, তখন ওরা বলে, 'আল্লাহর রসুলদের যা দেয়া হয়েছে, তা আমাদের না দেয়া পর্যন্ত আমরা বিশ্বাস করব না!' অথচ নবুয়তের দায়িত্ব কার ওপর অর্পণ করা হবে তা আল্লাহই ভালো জানেন। (তোমরা নিশ্চিত থাকো!) চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জন্যে এ অপরাধীরা অচিরেই আল্লাহর নিকট লাঞ্ছনা ও কঠিন আজাবের সম্মুখীন হবে।

১২৫. সত্যের প্রতি আগ্রহী হলে, আল্লাহ তার বক্ষ পরিপূর্ণ সমর্পণের জন্যে প্রশস্ত করে দেন আর যে বিপথে যেতে চায় আল্লাহ তার বক্ষকে অতিসংকীর্ণ করে দেন। তার কাছে স্রষ্টায় সমর্পণ আকাশে ওঠার মতোই দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। সত্য অস্বীকারকারীদের আল্লাহ এভাবেই লাঞ্ছনা ও শাস্তি দেন।

১২৬. (জেনে রাখো) তোমার প্রতিপালক-নির্দেশিত পথই সরলপথ। যারা উপদেশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত, তাদের জন্যে আমি আমার বাণী বিশদভাবে বয়ান করছি। ১২৭. নিঃসন্দেহে উপদেশ গ্রহণকারীরা থাকবে তাদের প্রতিপালকের সান্নিধ্যে অনন্ত শান্তিতে। নির্ভুল কর্মপন্থা অনুসরণ করায় তিনিই তাদের অভিভাবক।

১২৮. যেদিন আল্লাহ সবাইকে সমবেত করবেন এবং (শয়তান) জ্বীনদের উদ্দেশ্যে বলবেন, 'হে জ্বীনেরা, তোমরা তো অনেক মানুষকে তোমাদের অনুসারী বানিয়েছিলে।' তখন তাদের অনুসারী ঘনিষ্ঠ মানুষেরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের জীবনে পরস্পরের সান্নিধ্য উপভোগ করেছি, পরস্পর দ্বারা লাভবান হয়েছি। আর তোমার নির্ধারিত সময়েই তোমার মুখোমুখি হয়েছি। (আমরা এখন আমাদের ভুলগুলো বুঝতে পেরেছি!)' তখন আল্লাহ বলবেন, জাহান্নামই তোমাদের বাসস্থান, সেখানেই

http://alQuran.org.bd

তোমরা থাকবে চিরদিন! শুধু তারাই রক্ষা পাবে, আল্লাহ যাদের ক্ষমা করবেন। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ ওয়াকিবহাল।
১২৯. জেনে রাখো, কৃতকর্মের শাস্তি পরকালে ভোগ করার ক্ষেত্রেও এভাবে জালেমদের পরস্পরের সাথি বানানো হবে।

॥ রুকু ১৬ ॥

১৩০. (আল্লাহ আরো বলবেন) 'হে পরস্পর ঘনিষ্ঠ জ্বীন ও মানুষ! তোমাদের মধ্যে কি রসুলরা আমার বাণী পৌঁছায় নি এবং মহাবিচার দিবস সম্পর্কে সতর্ক করে নি?' ওরা বলবে, 'আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি।' পার্থিব জীবনের মোহ ওদের বিভ্রান্ত করেছিল। আর ওরা নিজেরাই স্বীকার করবে যে, ওরা সত্যকে অস্বীকার করেছিল। ১৩১. আসলে সত্যের বাণী না পৌঁছিয়ে তোমার প্রতিপালক কোনো জনপদকে তাদের অন্যায় আচরণের জন্যে ধ্বংস করেন না। ১৩২. জেনে রাখো, (নারী বা পুরুষ) প্রত্যেকের মর্যাদা নির্ধারিত হবে তার কাজ অনুসারে। আর আল্লাহ তোমাদের প্রত্যেকের কাজ সম্পর্কেই অবহিত।

১৩৩. তোমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, অতীব দয়াশীল। তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদের অপসারিত করে যে-কাউকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন, যেমন তোমাদের উত্থান ঘটিয়েছেন অন্য এক সম্প্রদায় থেকে।
১৩৪. (পুনরুত্থান সম্পর্কে) তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তা অবশ্যম্ভাবী। তোমরা কেউ একে ফাঁকি দিতে পারবে না।

১৩৫. হে নবী! ওদের বলো, তোমরা যা করছ, করতে থাকো। আমিও আমার কাজ করে যাব। তোমরা শিগগিরই জানতে পারবে কার পরিণতি কল্যাণময়। আসল সত্য হচ্ছে, সীমালঙ্ঘনকারীরা সবসময় কল্যাণলাভে ব্যর্থ হয়।

১৩৬. আল্লাহ যে খাদ্যশস্য ও গবাদি পশু ওদের দিয়েছেন, তা থেকে একটি অংশ ওরা আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত করে এবং নিজেরা ধারণা করে বলে, 'এ অংশ আল্লাহর জন্যে আর এ অংশ আমাদের দেবতাদের জন্যে'। যা ওদের দেবতাদের অংশ তা কখনো ওদেরকে আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ করে না কিন্তু আল্লাহর অংশ বলে ওরা যা বলে, তা দেবতাদের সাথেই ওদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ায়। কতই না বাজে ওদের বিচার-বিবেচনা!

http://alQuran.org.bd

১৩৭. কাল্পনিক উপাস্যদের প্রতি শরিককারীদের বিশ্বাস, ওদের সন্তানদের হত্যা করার মতো নিষ্ঠুর কাজকেও অনেকের কাছে গর্বের কাজ হিসেবে স্বীকৃত করেছে। আর এর ফলে ওরা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছবে আর বিভ্রান্তি বাড়বে ধর্ম সম্পর্কে। আল্লাহ ওদের অবস্থা পরিবর্তন করতে চাইলে ওরা এরূপ করত না। অতএব হে নবী! ওদেরকে ওদের মিথ্যার ওপরেই ছেড়ে দাও!

১৩৮. আর ওরা বলে, 'এসব গবাদি পশু ও ফসল সুরক্ষিত। আমাদের ইচ্ছা ছাড়া কেউ এসব খেতে পারবে না।' এ নিষেধাজ্ঞা পুরোপুরিই ওদের কল্পনাপ্রসূত। আর কতক গবাদি পশুকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করাকেও ওরা নিষিদ্ধ করেছে। আর কতক গবাদি পশু জবাই করার সময় ওরা আল্লাহর নাম নেয় না। এই রীতিনীতিকে ওরা আল্লাহর নির্দেশ বলে মিথ্যাচার করে। এ মিথ্যাচারের প্রতিফল আল্লাহ অবশ্যই ওদের দেবেন।

১৩৯. ওরা আরো বলে, এ গবাদি পশুর গর্ভে যা আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্যে রক্ষিত আর আমাদের নারীদের জন্যে তা নিষিদ্ধ। আর যদি তা প্রসবকালে মৃত হয় তবে নারী-পুরুষ সবাই তা খেতে পারে। আল্লাহর নামে এ মিথ্যাচারের প্রতিফলও তিনি পুরোপুরি ওদের দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ ওয়াকিবহাল।

১৪০. অজ্ঞ, অবিদ্যা-আক্রান্ত ও দুর্বলমনা হওয়ার কারণে যারা তাদের সন্তানকে হত্যা করে এবং আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা নিজেদের জন্যে হারাম করে, প্রতিপালকের নামে মিথ্যারোপ করে, তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। তারা বিপথগামী, সৎপথ থেকে বঞ্চিত।

॥ রুকু ১৭ ॥

১৪১. তিনি লতাগুল্ম পত্রপল্লব শোভিত বাগান সৃজন করেছেন। সৃষ্টি করেছেন কাণ্ডহীন, আবার শক্ত কাণ্ডযুক্ত গাছ। ফসলের ক্ষেত সমৃদ্ধ করেছেন শস্যদানায়। খেজুর, জয়তুন, আনার বাগান সৃজন করে ফুলে-ফলে সুশোভিত করেছেন। ফলগুলো কখনো পরস্পর সদৃশ আবার কখনো একেবারেই অসদৃশ আবার স্বাদও আলাদা। যখন ফল ও ফসল উৎপন্ন হবে তখন তোমরা

http://alQuran.org.bd

তা খাবে এবং গরিবের হক আদায় করবে। (ফল ও ফসলের) কোনো অপচয় কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের অপছন্দ করেন।

১৪২. আর গবাদি পশুর মধ্যে কিছু আছে বড় ভারবাহী আর কিছু ছোট আকারের। আল্লাহ তোমাদের যা রিজিক হিসেবে দিয়েছেন তা খাও ও ব্যবহার করো। কখনো শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। শয়তান তোমাদের ঘোষিত শত্রু। ১৪৩. (শয়তানের অনুসারীরা বলে) আট ধরনের নর ও মাদি, দুধরনের ভেড়া ও দুধরনের ছাগল খাওয়া নিষিদ্ধ। হে নবী! ওদের জিজ্ঞেস করো, নরগুলো বা মাদিগুলো বা মাদির গর্ভে যা আছে, আল্লাহ কি তা হারাম করেছেন? তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে প্রমাণ পেশ করো। ১৪৪. একইভাবে তারা নিষিদ্ধ করেছে দু-লিঙ্গের দুধরনের উট ও দুধরনের গরু। ওদের জিজ্ঞেস করো, দুধরনের নর ও দুধরনের মাদি এবং মাদিদের গর্ভে যা আছে তা কি আল্লাহ হারাম করেছেন? আল্লাহ এ নির্দেশ দেয়ার সময় তোমরা কি সেখানে উপস্থিত ছিলে? সত্যিকারের জ্ঞান ছাড়া নিজেদের মনগড়া ধারণাকে আল্লাহর কথা বলে প্রচার করে মানুষকে যারা বিভ্রান্ত করে, তাদের চেয়ে বড় জালেম–সীমালঙ্ঘনকারী আর কে হতে পারে? আর আল্লাহ জালেমদের সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

॥ রুকু ১৮ ॥

১৪৫. হে নবী! ওদের বলো, আমার কাছে যে ওহী এসেছে সে অনুসারে মৃত পশু, বহমান রক্ত, শূকর ও আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই করা পশুর মাংস ছাড়া সবই হালাল। তারপরও অবাধ্য না হয়ে, সীমালঙ্ঘন না করে একান্ত নিরুপায় অবস্থায় যদি কেউ এসবের কিছু খেয়ে ফেলে, তবে তোমার প্রতিপালক পরমদয়ালু, অতীব ক্ষমাশীল।

১৪৬. আর ইহুদিদের জন্যে আমি নখরযুক্ত সকল ধরনের পশু হারাম করেছিলাম। আর গরু ও ছাগলের চর্বিও হারাম করেছিলাম। তবে পিঠ, পেট ও হাড়ের সাথে লেগে থাকা চর্বি হালাল ছিল। অবাধ্যতার জন্যেই তাদের এ শাস্তি দেয়া হয়েছিল। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের কথা সত্য। ১৪৭. এরপরও যদি ওরা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে ওদের বলো, আমাদের প্রতিপালক পরমদয়ালু কিন্তু অপরাধীদের শাস্তি রদ করা হয় না।

http://alQuran.org.bd

১৪৮. যারা আল্লাহর সাথে শরিক করেছে, তারা বলবে, 'যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে আমরা ও আমাদের বাপদাদারা কখনোই শিরক করতাম না এবং তিনি যা হালাল করেছেন, তার কোনোকিছুই হারাম করতাম না।' ওদের পূর্বপুরুষরাও একইভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত আমার দেয়া শাস্তি ভোগ করেছিল। (হে নবী! ওদের) বলো, এ বিষয়ে তোমাদের কাছে কোনো নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে, তা পেশ করো। আসলে তোমরা তো শুধু অন্যের ভ্রান্ত কল্পনাকে অনুসরণ করো আর নিজেরা মনগড়া কথা বলো।

১৪৯. হে নবী! বলো, সকল সত্যের চূড়ান্ত সাক্ষ্য তো এককভাবেই আল্লাহর। আর তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তোমাদের সবাইকে সত্যপথে পরিচালিত করতেন।

১৫০. (হে নবী! ওদের) বলো, 'আল্লাহ যে এসব হারাম করেছেন, এ ব্যাপারে তোমাদের সাক্ষী হাজির করো।' তারা এ ব্যাপারে (মিথ্যা) সাক্ষ্যও পেশ করতে পারে, কিন্তু তুমি তা অবশ্যই গ্রহণ করবে না। যারা আমার বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে, যারা আখেরাতে অবিশ্বাস করে এবং যারা কল্পিত উপাস্য সৃষ্টি করে তোমার প্রতিপালকের সাথে শরিক করে, তাদের ভ্রান্ত মতবাদকে পাত্তা দিও না।

॥ রুকু ১৯ ॥

১৫১. (হে নবী! ওদের) বলো, এসো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের ওপর
যে বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন, তা আমি তোমাদের শোনাচ্ছি। তা হচ্ছে
এই : (এক) আল্লাহর সাথে কাউকেই কোনোভাবে শরিক করবে না, (দুই)
পিতামাতার সাথে (দুর্ব্যবহার না করে) সদ্ব্যবহার করবে, (তিন) দারিদ্র্যের
ভয়ে তোমরা সন্তান হত্যা করবে না, কারণ আল্লাহই তোমাদের ও তাদের
রিজিকদাতা। (চার) প্রকাশ্যে বা গোপনে অশ্লীলতার কাছে যাবে না। (পাঁচ)
ন্যায়বিচারের দাবি পূরণ ছাড়া কোনো মানুষকে হত্যা করবে না। তিনি
তোমাদের এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তোমাদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ
করতে পারো। ১৫২. (তিনি আরো নির্দেশ দিয়েছেন যে) (ছয়) প্রাপ্তবয়স্ক না
হওয়া পর্যন্ত সৎউদ্দেশ্য ছাড়া এতিমের ধনসম্পত্তির কাছে যাবে না। (সাত)
ওজন ও পরিমাপে পুরোপুরি ইনসাফ করবে। আমি কারো ওপর তার সাধ্যের
অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেই না। (আট) যখন কথা বলবে, ন্যায্য
কথা বলবে। আত্মীয়স্বজনের বিপক্ষে গেলেও ন্যায্য কথা বলবে। (নয়)

http://alQuran.org.bd

আল্লাহর কাছে দেয়া ওয়াদা পূরণ করবে। এভাবেই আল্লাহ্ পথনির্দেশনা দিয়েছেন, যা তোমরা অনুসরণ করবে।

১৫৩. জেনে রাখো, এটাই আল্লাহকে পাওয়ার সরলপথ। এই সরলপথকেই অনুসরণ করো, অন্য কোনো পথে যেও না। যদি যাও, তবে তুমি আল্লাহর পথ থেকে সরে যাবে। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সবসময় আল্লাহ্-সচেতন থাকতে পারো।

১৫৪. আবারো বলছি; আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম সৎকর্মশীলদের প্রতি আমার নেয়ামতস্বরূপ। সেখানে প্রাঞ্জলভাবে বর্ণিত ছিল সকল বিধিবিধান, যা ছিল আলোর পথনির্দেশক ও (পুরো সম্প্রদায়ের জন্যে) করুণাস্বরূপ। উদ্দেশ্য ছিল বনি ইসরাইল যাতে তাদের প্রতিপালকের সাথে (মহাবিচার দিবসে) সাক্ষাতে বিশ্বাস করে।

॥ রুকু ২০ ॥

১৫৫. (একইভাবে) আমি এই কল্যাণময় কোরআন নাজিল করেছি। সুতরাং কোরআন অনুসরণ করো এবং আল্লাহ্-সচেতন থাকো। তাহলেই তোমাদের
ওপর রহমত নাজিল হবে। ১৫৬. এখন আর তোমরা বলতে পারবে না যে,
কিতাব তো শুধু আমাদের আগের দুই সম্প্রদায়ের ওপর নাজিল হয়েছিল।
আর আমরা তাদের পঠনপাঠন সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। ১৫৭. অথবা
এটাও বলতে পারবে না যে, ‘আমাদের ওপর কিতাব নাজিল হলে আমরা ওদের চেয়েও ভালোভাবে তা অনুসরণ করতাম!’ এখন তোমাদের কাছে প্রতিপালকের কাছ থেকে সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ, পথনির্দেশনা ও রহমত নাজিল হয়েছে। এরপর যদি কেউ আল্লাহর বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করে, তবে তার চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী আর কে হবে? যারা আল্লাহর বাণী গ্রহণ ও অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকবে, তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে কঠিন শাস্তি।

১৫৮. ওরা কি এজন্যে অপেক্ষা করছে যে, ওদের কাছে ফেরেশতারা দৃশ্যমান হবে বা তোমার প্রতিপালক আসবেন বা প্রতিপালকের কোনো অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশ পাবে? কিন্তু যেদিন তোমার প্রতিপালকের অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশ পাবে, সেদিন এমন কোনো ব্যক্তির বিশ্বাস কোনো কাজে আসবে না, যে আগে থেকেই বিশ্বাস করে নি এবং বিশ্বাস অনুসারে কোনো সৎকর্ম করে

http://alQuran.org.bd

নি। (হে নবী! ওদের) এবার বলো, 'তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমরাও অপেক্ষা করছি।'

১৫৯. (হে নবী! জেনে রাখো) যারা তাদের ধর্মবিশ্বাসকে খণ্ড খণ্ড করে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোনো দায়িত্ব তোমার ওপর বর্তায় না। তাদের বিষয়টি পুরোপুরিই আল্লাহর এখতিয়ারে। সময় হলেই তিনি তাদের বুঝিয়ে দেবেন, তারা কে কী করেছে!

১৬০. কেউ কোনো সৎকর্ম করলে, সে তার ১০ গুণ পুরস্কার পাবে। আর কেউ কোনো অন্যায় বা পাপ করলে তাকে সেই পাপের সমপরিমাণই শাস্তি দেয়া হবে। কারো ওপরই কোনো অন্যায় করা হবে না।

১৬১. হে নবী! বলো, আমার প্রতিপালক আমাকে পরিচালিত করেছেন সরলপথে। এটাই শাশ্বত ধর্মবিধান, এটাই ইব্রাহিমের পন্থা। ইব্রাহিম একনিষ্ঠভাবে এ পথ অনুসরণ করেছে এবং সে কখনো শরিককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

১৬২-১৬৩. (হে নবী!) বলো, 'আমার সালাত, আমার কোরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ–আমার সবকিছুই বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। তিনি একক ও অদ্বিতীয়। এ আদেশই আমি পেয়েছি। আমি সমর্পিতদের মধ্যে প্রথম।'

১৬৪. (হে নবী!) বলো, আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কোনো প্রতিপালকের অনুসন্ধান করব? অথচ তিনি সবকিছুর প্রতিপালক। কেউ কোনো অন্যায় করলে তার দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে। অন্য কেউ সেজন্যে দায়ী হবে না। মনে রেখো, শেষ পর্যন্ত তোমাদের প্রতিপালকের কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তখন সবার কাছেই চূড়ান্ত সত্য দৃশ্যমান হবে। মতবিরোধের কিছুই থাকবে না।

১৬৫. হে মানুষ! আল্লাহ তোমাদের পৃথিবীতে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি মনোনীত করেছেন। তোমাদের অনেককে (চরিত্র, জ্ঞান, শক্তি, ক্ষমতা, অর্থবিত্ত বা মর্যাদায়) অনেকের ওপর উচ্চ আসনে আসীন করেছেন। তোমাদের যাকে যা দিয়েছেন, সে আলোকেই তিনি তোমাদের পরীক্ষা নেবেন। তোমার প্রতিপালক যেমন কঠিন শাস্তি দেন তেমনি তিনি ক্ষমা ও করুণার আকর।

http://alQuran.org.bd

৭. সূরা আরাফ

রুকু ২৪ ॥ আয়াত ২০৬ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

আলিফ, লাম, মীম, সাদ। ২-৩. হে নবী! তোমার কাছে এ কিতাব নাজিল হয়েছে আল্লাহর তরফ থেকে। অতএব এ কিতাব দিয়ে (বিভ্রান্তদের) সতর্ক করতে তুমি কোনো ধরনের সংকোচকে প্রশ্রয় দিও না। আর বিশ্বাসীদের জন্যে এ-তো উপদেশ! 'হে মানুষ! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে নাজিল হওয়া বিধিবিধান অনুসরণ করো এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ কোরো না।' হায়! কত সহজেই না তোমরা এ উপদেশ ভুলে যাও।

৪. কত (অবাধ্য পাপভারাক্রান্ত) জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি! সেখানে আমার আজাব নাজিল হয়েছে হঠাৎ করে, কখনো রাতে আবার কখনো বা দুপুরে দিবানিদ্রা উপভোগ করার সময়। ৫. যখন আমার আজাব ওদের ওপর নেমে এসেছিল, তখন ওদের মুখে কোনো কথা ছিল না। শুধু ওরা আর্তনাদ করে বলে উঠেছিল, হায়! 'নিশ্চয়ই আমরা সীমালঙ্ঘন করেছিলাম।'

৬. যাদের কাছে আমি রসুল পাঠিয়েছি, (মহাবিচার দিবসে) তাদের অবশ্যই আমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আর রসুলদেরও জিজ্ঞেস করব (তারা আমার বাণী পৌঁছানোর দায়িত্ব কতটুকু পালন করেছিল আর কতটুকু সাড়া পেয়েছিল)। ৭. তারপর তাদের সকল কর্মকাণ্ড তাদের সামনে তুলে ধরব। আর তাদের সব কর্মকাণ্ডই আমি জানি। আমি তো সেখানে অনুপস্থিত ছিলাম না।

৮. সেদিন যথার্থ ওজন করা হবে। (সৎকর্মের ফলে অর্জিত নেকির) পাল্লা যাদের ভারী হবে, তারাই অনন্ত কল্যাণ লাভ করবে। ৯. আর যারা ইচ্ছাকৃতভাবে আমার বিধিবিধান প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাদের পাল্লা হবে হালকা। তারা হবে চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

http://alQuran.org.bd

১০. হে মানুষ! আমি পৃথিবীতে তোমাদের (প্রাচুর্য, সম্পত্তি ও ক্ষমতায়) প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং দিয়েছি জীবনের সকল উপকরণ। হায়! তারপরও তোমরা কত কম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো!

॥ রুকু ২ ॥

১১. আমি তোমাদেরকে প্রথম সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদের আকৃতি দিয়েছি। তারপর ফেরেশতাদের বললাম, 'আদমকে সেজদা করো!' আমার নির্দেশ পেয়ে ইবলিস ছাড়া সবাই সেজদা করল। ইবলিস সেজদাকারীদের মধ্যে শামিল হলো না।

১২. আল্লাহ তখন ইবলিসকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আদেশ দেয়ার পরও তুমি সেজদা করলে না কেন? কে তোমাকে বাধা দিল?' সে বলল, 'আমি আদম অপেক্ষা উত্তম। আমাকে তুমি আগুন থেকে সৃষ্টি করেছ আর ওকে বানিয়েছ কাদা দিয়ে।'

১৩. আল্লাহ বললেন, 'তুমি নেমে যাও। এখানে থেকে অহংকার করবে, তা হতে পারে না। তাই এখান থেকে বেরিয়ে যাও। তুমি অধমেরও অধম।'
১৪. ইবলিস আবেদন করল, 'পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।' ১৫. আল্লাহ বললেন, '(ঠিক আছে!) তোমাকে অবকাশ দেয়া হলো।'

১৬-১৭. এরপর ইবলিস বলল, 'তুমি যাদের উপলক্ষ করে আমাকে চরম শাস্তি দিলে, তাদেরকে তোমার সরলপথ থেকে বিচ্যুত করার জন্যে আমি ওত পেতে থাকব, এ আমার প্রতিজ্ঞা। সামনে, পেছনে, ডানে, বামে অর্থাৎ সম্ভাব্য সকল দিক দিয়ে এবং সকল উপায়ে আমি তাদের বিভ্রান্ত করব এবং তুমি তাদের অধিকাংশকেই অকৃতজ্ঞ হিসেবে পাবে।'

১৮. তখন আল্লাহ বললেন, 'লাঞ্ছিত ও ধিক্কৃত অবস্থায় এখান থেকে বের হয়ে যাও! আর মানুষের মধ্যে যারা তোমাকে অনুসরণ করবে, তাদেরকে ও তোমাকে দিয়েই আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব।'

১৯. এরপর আল্লাহ বললেন, 'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বাস করো। তোমরা যা খুশি খাও। কিন্তু এই একটি গাছের কাছে যেও না (এর ফল খেয়ো না)। যদি যাও, তাহলে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

http://alQuran.org.bd

২০. (তাদের পরস্পরের নগ্নতা বা লজ্জাস্থান সম্পর্কে তারা ছিল অসচেতন।) তাদের নগ্নতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্যে শয়তান কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, 'তোমরা যাতে ফেরেশতা বা অনন্ত জীবনের অধিকারী না হতে পারো, সেজন্যেই তোমাদের প্রতিপালক এ গাছের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন।' ২১. শয়তান তখন তাদের কাছে শপথ করে বলল, 'আমি তোমাদের সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী!'

২২. এভাবেই তারা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে অধঃপতিত হলো। আর যখন তারা সেই গাছের ফল খেল, তারা সচেতন হয়ে গেল তাদের নগ্নতা সম্পর্কে। আর তারা গাছের পাতা দিয়ে নগ্নতা ঢাকার চেষ্টা করল। তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে বললেন, আমি কি তোমাদের এ গাছের কাছে যেতে নিষেধ করি নি? আর আমি কি বলি নি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

২৩. তখন আদমদম্পতি বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নিজেদের ওপরই জুলুম করেছি। তুমি ক্ষমা না করলে, দয়া না করলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।'

২৪. এরপর তিনি বললেন, তোমরা এবার পার্থিব স্তরে নেমে যাও। তোমাদের সাথে শয়তানের শত্রুতা হবে চিরস্থায়ী। কিছু কালের জন্যে তোমরা পৃথিবীতে বসবাস করবে। সেখানেই থাকবে তোমাদের সকল জীবনোপকরণ। ২৫. তিনি বললেন, পৃথিবীতেই তোমরা জীবনযাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে আর সেখান থেকেই তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে।

॥ রুকু ৩ ॥

২৬. হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের লজ্জা নিবারণ ও সৌন্দর্যবর্ধনের জন্যে পোশাক-পরিচ্ছদ (তৈরির জ্ঞান) দিয়েছি। তবে আল্লাহ-সচেতনতার পোশাকই সবচেয়ে ভালো পোশাক। এর মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর নিগূঢ় নিদর্শন, যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

২৭. হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদের প্রলুব্ধ করতে না পারে। শয়তান প্রলুব্ধ করে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করেছিল। সে তাদের কাছ থেকে (আল্লাহ-সচেতনতার) পোশাক হরণ করেছিল, ফলে তাদের নগ্নতা পরস্পরের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

http://alQuran.org.bd

তোমরা ধারণা করতে অক্ষম এমন প্রক্রিয়ায়ই শয়তান তার দলবল নিয়ে তোমাদের জন্যে ওত পেতে থাকে। আর যারা (সত্যিকার) বিশ্বাসী নয়, তাদের চারপাশে আমি সব ধরনের শয়তানি শক্তিকে একীভূত করে দিয়েছি।

২৮. আর তাই যখন ওরা কোনো অশ্লীল কাজ করে তখন ওরা বলে, 'আমাদের বাপদাদাদের তো আমরা এসবের মধ্যেই পেয়েছি এবং আল্লাহই আমাদের এসব করতে বলেছেন।' হে নবী! ওদের বলো, 'আল্লাহ কখনো অশ্লীল কাজের বা লজ্জাজনক আচরণের নির্দেশ দেন না। তোমরা না জেনেই কেন আল্লাহ সম্পর্কে বাজে কথা বলবে?'

২৯. হে নবী! ওদের বলো, আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন, ন্যায়বিচার করার। (তিনি চান) ইবাদতে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দাও। পূর্ণ আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্তে একনিষ্ঠভাবে শুধু তাঁর কাছেই প্রার্থনা করো। তিনি প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলেন, একইভাবে তোমরা পুনরায় সৃজিত হবে।
৩০. তোমাদের একদলকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করেছেন। আর অপর দলের ওপর বিভ্রান্তি চেপে বসেছে। কারণ তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানকে তাদের অভিভাবক বানিয়েছে। আর নিজেরা মনে করেছে যে, তারা সৎপথপ্রাপ্ত।

৩১. হে আদম সন্তান! প্রত্যেক ইবাদতের সময় নিজেকে (অন্তরে ও বাইরে) সুসজ্জিত করো। পানাহার করো। কিন্তু অপচয় কোরো না। আল্লাহ অপচয়কারীদের অপছন্দ করেন।

॥ রুকু ৪ ॥

৩২. হে নবী! ওদের বলো, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্যে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন এবং যে বিশুদ্ধ ও ভালো জীবনোপকরণ দিয়েছেন, তা হারাম করার শক্তি কার আছে? বলো, বিশ্বাসীদের জন্যে এগুলো পার্থিব জীবনে হালাল। আর মহাবিচার দিবসে আল্লাহর সকল নেয়ামত তো শুধু বিশ্বাসীদের জন্যেই। জ্ঞান অন্বেষণকারীদের জন্যে আমি এরকম সুস্পষ্টভাবেই আমার বাণীকে বয়ান করি।

৩৩. হে নবী! ওদের বলো, 'আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন সকল অশ্লীলতাকে, সকল ধরনের পাপাচারকে এবং অসঙ্গত ঈর্ষা ও

http://alQuran.org.bd

শত্রুতাকে। সেইসাথে নিষিদ্ধ করেছেন কোনোকিছুকেই আল্লাহর সাথে শরিক করা, যার সপক্ষে তিনি কোনো সনদ পাঠান নি। আসলেই তিনি বলেছেন কিনা, সে-সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে আল্লাহর নামে কোনো কথা বলাকেও তিনি হারাম করেছেন।'

৩৪. হে মানুষ! জেনে রাখো, প্রত্যেক মানুষের অবকাশের (অর্থাৎ তাকে ছাড় দেয়ার) একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে। যখন মেয়াদ শেষ হবে, তখন কেউ তা এক মুহূর্তও দেরি করাতে পারবে না বা এক মুহূর্ত এগিয়েও আনতে পারবে না।

৩৫. হে আদম সন্তান! যখনই আমার কোনো রসুল তোমাদের কাছে আমার বাণী বয়ান করবে, তখন যারা আল্লাহ-সচেতন হয়ে নিজেদের ভুলগুলো শুধরে নেবে, তাদের কোনো ভয়ের কারণ নেই আর তাদের কোনো দুঃখও থাকবে না। ৩৬. আর যারা অহংকারবশত আমার বাণীকে প্রত্যাখ্যান করবে, তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, সেখানেই তারা থাকবে চিরকাল।

৩৭. যারা আল্লাহর বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে বা নিজেদের মনগড়া কথাকে আল্লাহর কথা বলে প্রচার করে, তাদের চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী আর কে হতে পারে? এ জীবনে ওদের যা পাওয়ার, বরাদ্দ অনুসারে ওরা তা পাবে। তারপর সময় শেষ হলে জান কবজের জন্যে আমার ফেরেশতা উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করবে, আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাস্য হিসেবে উপাসনা করতে, তারা এখন কোথায়? ওরা তখন বলবে, 'সব উধাও হয়ে গেছে।' আর এভাবেই ওরা স্বীকার করবে যে, ওরা সত্য অস্বীকার করেছিল।

৩৮. (মহাবিচার দিবসে) আল্লাহ বলবেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তী জ্বীন ও মানবগোষ্ঠীর সাথে তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ করো।' প্রতিবারই যখন একেকটি দল জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন তারা পূর্ববর্তী দলকে অভিসম্পাত করবে। অভিসম্পাতের এই প্রক্রিয়া চলতে চলতে যখন সর্বশেষ দল জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন তারা চিৎকার করে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও। ওরাই আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল।' তখন তিনি বলবেন, 'প্রত্যেকের জন্যেই দ্বিগুণ শাস্তি অপেক্ষা করছে। (এক. নিজে পাপ করার জন্যে। দুই. অন্যকে পাপে প্ররোচিত করার জন্যে।) কিন্তু তোমরা তা জানো না।'

http://alQuran.org.bd

৩৯. তখন পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের বলবে, তোমরা তো আমাদের চেয়ে কোনো দিক থেকেই ভালো ও বুদ্ধিমান নও। অতএব তোমরাও তোমাদের কর্মফল ভোগ করো।

॥ রুকু ৫ ॥

৪০. অবশ্যই যারা আমার বাণীকে প্রত্যাখ্যান করার অহংকার করে, তাদের জন্যে 'কল্যাণের' দরজা কখনো খোলা হবে না। একটি সুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে উটের প্রবেশ যেমন অসম্ভব, সত্য অস্বীকারকারীদের জান্নাতে প্রবেশও তেমনি অসম্ভব। জালেমদের এভাবেই আমি প্রতিফল দিয়ে থাকি। ৪১. জাহান্নামে আগুনই হবে ওদের বিছানা, আগুনই হবে গায়ে জড়ানোর চাদর। জালেমদের এটাই হবে উপযুক্ত শাস্তি।

৪২. বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল কারো ওপর আমি তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেই না। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সেখানেই তারা বাস করবে চিরকাল। ৪৩. তাদের অন্তরে যদি কোনো নেতিবাচক চিন্তা বা অনুভূতি অবশিষ্ট থাকে তা-ও আমি দূর করে দেবো। প্রবাহিত ঝর্নার পাশে বসে তারা বলবে, 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা আল্লাহর! যিনি আমাদের এ পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ পথ না দেখালে আমরা কখনো এ সত্যপথ পেতাম না। আল্লাহর প্রেরিত রসুলরা তো সত্যবাণী নিয়ে এসেছিলেন।' তখন তাদের বলা হবে, 'তোমাদের পার্থিব জীবনের কর্মফল হিসেবেই তোমরা এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছ।'

৪৪-৪৫. তখন জান্নাতের অধিবাসীরা জাহান্নামীদের সম্বোধন করে বলবে, 'আমাদের প্রতিপালক আমাদের ব্যাপারে যে ওয়াদা করেছিলেন, তার বাস্তব রূপ আমরা দেখছি। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের ব্যাপারে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা তোমরা বাস্তবে দেখছ কি?' ওরা উত্তরে বলবে, 'হাঁ'! এরপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, 'জালেমদের ওপর আল্লাহর লানত। জালেমরা অন্যদের সত্যপথ থেকে সরিয়ে নিয়েছিল, সরলপথকে জটিলরূপে উপস্থাপিত করেছিল আর আখেরাতকে অস্বীকার করেছিল।'

৪৬. জান্নাত ও জাহান্নামের বিভক্তি রেখা 'আরাফ'-এ কিছু মানুষ থাকবে। তারা দুপাশের অবস্থাই দেখতে পাবে। তারা জান্নাতের অধিবাসীদের লক্ষ

http://alQuran.org.bd

করে বলবে, 'তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।' আরাফবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করে নি, কিন্তু প্রত্যাশা করছে প্রবেশ করার। ৪৭. আর যখন জাহান্নামীদের দিকে তাদের চোখ যাবে, তখন তারা আর্তনাদ করে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই জালেমদের সঙ্গী কোরো না।'

॥ রুকু ৬ ॥

৪৮-৪৯. আরাফবাসীরা জাহান্নামের অধিবাসী বাঘা বাঘা লোকদের চেনার পর তাদের লক্ষ করে বলবে, তোমাদের ধনসম্পত্তি, লোকবল, অহংকার আজ কি কোনো কাজে লাগছে? আর জান্নাতের অধিবাসীরা কি সে-সব লোক নয়, যাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ করে বলতে, আল্লাহ কখনো ওদের ওপর দয়া করবেন না। অথচ আজ তাদের বলা হলো, 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো। তোমরা ভয় ও দুঃখ থেকে মুক্ত।'

৫০-৫১. জাহান্নামীরা জান্নাতীদের কাছে আবেদন করবে, 'সামান্য পানি আমাদের দিকে ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ যা তোমাদের রিজিক হিসেবে দিয়েছেন, তা থেকে কিছু আমাদের দিকে পাঠাও।' তখন জান্নাতীরা বলবে, 'আল্লাহ এ দুটো জিনিসই এখন সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে হারাম করেছেন। তোমরা পার্থিব জীবনের মোহে আচ্ছন্ন ছিলে, আর খেল-তামাশা, ফুর্তি ও বিনোদনকেই নিজেদের ধর্মরূপে গ্রহণ করেছিলে।' (এবং তখন আল্লাহ বলবেন) অতএব আজ আমি ওদের সেভাবেই ভুলে যাব, যেভাবে পার্থিব জীবনে ওরা এ মহাবিচার দিবসকে ভুলে গিয়েছিল, আমার বিধিবিধানকে অস্বীকার করেছিল। ৫২. কারণ আমি ওদের কাছে পবিত্র কিতাব পাঠিয়েছি, যাতে সত্যপথের বিজ্ঞোচিত বয়ান ছিল, আর বিশ্বাসীদের জন্যে এ ছিল সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা ও রহমত।

৫৩. (হে নবী! সত্য অস্বীকারকারীদের জিজ্ঞেস করো) কিতাবে যে পরিণতির কথা বলা হয়েছে, সে পরিণাম দেখার জন্যেই কি ওরা অপেক্ষা করছে? বলো, যেদিন এ পরিণাম বাস্তবে প্রকাশ পাবে, সেদিন ওরা বলবে, 'আমাদের প্রতিপালকের রসুলরা তো সত্য কথাই বলেছিলেন। আজ কি আমরা আমাদের পক্ষে কোনো সুপারিশকারী পাব? বা আমাদের কি আবার পার্থিব জীবনে ফিরে যেতে দেয়া হবে, যাতে করে আগের চেয়ে আলাদা কিছু করতে পারি?' ওরা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ করেছে। ওদের কাল্পনিক উপাস্যরাও উধাও হয়ে গেছে।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ৭ ॥

৫৪. নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সময়ের ছয় স্তরে। তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি দিনরাতের আবর্তন ঘটান। সূর্য চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি তাঁরই সৃষ্টি, তাঁরই আজ্ঞাবহ। সৃষ্টি করা ও আদেশ দেয়ার সার্বভৌম ক্ষমতা শুধু তাঁর। তিনি মহাবিশ্বের প্রতিপালক, মহামহিম।

৫৫. (হে বিশ্বাসীগণ!) বিনয়াবনত চিত্তে ও সংগোপনে তোমার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করো। তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের অপছন্দ করেন।
৫৬. দুনিয়ায় শান্তিস্থাপনের পর সেখানে অশান্তি সৃষ্টি কোরো না। শঙ্কা ও প্রত্যাশা নিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মশীলদের খুব কাছাকাছি।

৫৭. রহমত প্রেরণের আগে আমি সুসংবাদবাহী বায়ু প্রবাহিত করি। তারপর ঘন মেঘ বহনকারী বায়ুকে পরিচালিত করি নিষ্প্রাণ জমিনের ওপর। বর্ষণ করি বৃষ্টির পানি। উৎপাদন করি সকল ধরনের ফল ও ফসল। এভাবেই আমি মৃতকে জীবন দান করি। সম্ভবত এ থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে।
৫৮. প্রতিপালকের তৈরি নিয়মেই ভালো জমিতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয় আর খারাপ জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ হয় খুবই কম। শোকরগোজার মানুষের কল্যাণে, তাদের বোঝানোর জন্যেই আমি আমার বাণীকে নানাভাবে বয়ান করি।

॥ রুকু ৮ ॥

৫৯. নিশ্চয়ই আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম এবং সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! এক আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। মহাবিচার দিবসে আমি তোমাদের শাস্তির আশঙ্কা করছি।'
৬০. তার সম্প্রদায়ের নেতারা তাকে বলেছিল, 'তুমি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।'

৬১. নূহ বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোনো বিভ্রান্তি নেই। আমি তো মহাবিশ্বের প্রতিপালকের রসুল।'
৬২. আমি তো তোমাদের কাছে প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দিচ্ছি এবং তোমাদের সৎ-উপদেশ দিচ্ছি। কারণ

http://alQuran.org.bd

আল্লাহর কাছ থেকে (ওহীর মাধ্যমে) আমি যা জানি, তা তোমরা জানো না।
৬৩. তোমরা কেন অবাক হচ্ছো যে, তোমাদের মধ্য থেকেই কোনো মানুষের মাধ্যমে প্রতিপালকের বাণী তোমাদের কাছে আসছে? আসলে আল্লাহ তা এজন্যে করেছেন, যাতে সে তোমাদের সতর্ক করে দিতে পারে, তোমরা আল্লাহ-সচেতন হতে পারো, তাঁর অনুগ্রহ লাভ করতে পারো।

৬৪. কিন্তু ওরা তার কথাকে মিথ্যা বলে অভিহিত করে মানতে অস্বীকার করল। আমি নূহ ও তার সাথে যারা নৌকায় আরোহণ করেছিল, তাদের উদ্ধার করি আর যারা আমার বাণীকে অমান্য করেছিল, তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করি। আসলে ওরা ছিল দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী!

॥ রুকু ৯ ॥

৬৫. আর আদ সম্প্রদায়ের কাছে রসুল হিসেবে পাঠিয়েছিলাম হুদকে। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। এরপরও কি তোমরা আল্লাহ-সচেতন হবে না?
৬৬. তার সম্প্রদায়ের সত্য অস্বীকারকারী নেতারা জবাবে বলেছিল, তুমি আসলে একটা নির্বোধ আর তোমাকে আমরা মিথ্যাবাদী মনে করি।

৬৭. হুদ বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নই। আমি তো
মহাবিশ্বের প্রতিপালকের প্রেরিত রসুল। ৬৮. আমি আমার প্রতিপালকের বাণী
তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। আর আমি তোমাদের একজন নির্ভরযোগ্য
সুপরামর্শদাতা। ৬৯. তোমরা কেন অবাক হচ্ছো যে, মহাবিশ্বের প্রতিপালক
তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে উপদেশবাণী পাঠিয়েছেন? স্মরণ করো! আল্লাহ তোমাদেরকে নূহের সম্প্রদায়ের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের শক্তিমান ও ক্ষমতাবান করেছেন। অতএব তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের শোকরগোজার হও। তাহলেই তোমরা সুখী হবে।’

৭০. ওরা জবাবে বলল, ‘তোমার উদ্দেশ্য কী? আমাদের বাপদাদারা যাদের উপাসনা করেছে, তাদের বাদ দিয়ে আমরা শুধু এক আল্লাহর ইবাদত করব? তুমি সত্যবাদী হলে, যে আজাবের ভয় দেখাচ্ছ, সেই আজাব আমাদের সামনে নিয়ে এসো।’

http://alQuran.org.bd

৭১. হুদ জবাবে বলল, 'প্রতিপালকের শাস্তি ও গজব তো তোমাদের ওপর আপতিত হয়েই আছে। তোমরা কি তোমাদের বাপদাদাদের সৃষ্ট নামসর্বস্ব উপাস্য নিয়ে আমার সাথে তর্ক করতে চাও? ঐ উপাস্যদের ব্যাপারে আল্লাহ তো কোনো সনদ পাঠান নি। অতএব তোমরা শাস্তির জন্যে অপেক্ষা করো, আমিও (তা দেখার জন্যে) অপেক্ষা করছি।'

৭২. তারপর আমি নিজ অনুগ্রহে হুদ ও তার সঙ্গীদের উদ্ধার করি। আর যারা আমার বাণীকে বিশ্বাস না করে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাদের সমূলে বিনাশ করি।

॥ রুকু ১০ ॥

৭৩. সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে রসুল হিসেবে পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই সালেহকে। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এ সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। এই উটনী হচ্ছে সেই প্রমাণ। একে আল্লাহর জমিনে চরে বেড়াতে দাও। একে কোনো কষ্ট দিও না, দিলে তোমাদের কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

৭৪. (সালেহ আরো বলল, হে আমার সম্প্রদায়!) 'স্মরণ করো! তোমাদেরকে তিনি আদ সম্প্রদায়ের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। দুনিয়ায় তিনি তোমাদের এমন ক্ষমতাবান করেছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ করেছ, পাহাড় কেটে তৈরি করেছ ঘরবাড়ি। অতএব তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করো এবং দুনিয়ায় অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি কোরো না।'

৭৫. সামুদ সম্প্রদায়ের দাম্ভিক নেতারা মজলুম বিশ্বাসীদের ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করো যে, সালেহকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন?' তারা জবাবে বলল, 'আমরা বিশ্বাস করি যে, সালেহ আল্লাহর রসুল।'
৭৬. দাম্ভিক নেতারা তখন বলল, 'তোমরা যা বিশ্বাস করো, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করছি।'

৭৭. এরপর ওরা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে সেই উটনীকে মেরে ফেলল। সালেহকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'হে সালেহ! তুমি যদি রসুল হও,

http://alQuran.org.bd

তবে আমাদের যে আজাবের ভয় দেখাচ্ছ, তা আপতিত করে দেখাও।'
৭৮. এরপরেই প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প ওদের ওপর আঘাত হানল। নিজেদের নির্মিত প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপে সব পড়ে রইল অধোমুখী হয়ে।

৭৯. এরপর সালেহ বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো আমার মহান প্রতিপালকের বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছেছিলাম। আর তোমাদের সৎ-উপদেশ দিয়েছিলাম! কিন্তু তোমরা সৎ-উপদেশ দানকারীকে কখনো পছন্দ করো না।' একথা বলে সালেহ সে জনপদ ছেড়ে চলে গেল।

৮০. আর আমি লূতকে রসুল হিসেবে পাঠিয়েছিলাম। সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা এমন বেহায়ার কাজ করছ, যা এর আগে দুনিয়ায় কেউ করে নি। ৮১. তোমরা তো কাম-নিবৃত্তির জন্যে নারী বাদ দিয়ে পুরুষের কাছে যাচ্ছ! তোমরা নিশ্চিতই সীমালঙ্ঘনকারী।

৮২. জবাবে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, লূত ও তার সঙ্গীদের এই জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা নিজেদেরকে অতিপবিত্র হিসেবে জাহির করছে!

৮৩. তারপর আমি লূত ও তার পরিবারের অন্য সদস্যদের উদ্ধার করেছিলাম। কিন্তু তার স্ত্রী জনপদের লোকদের সাথেই রয়ে গেল।
৮৪. এরপর ওদের ওপর মুষলধারে (কঙ্কর) বর্ষণ করেছিলাম। অতএব অপরাধীদের পরিণতি কী হয়েছিল বুঝতেই পারছ।

॥ রুকু ১১ ॥

৮৫. আর মাদিয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভাই শোয়ায়েবকে রসুলরূপে পাঠিয়েছিলাম। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট বিধান এসেছে যে, তোমরা ওজন ও পরিমাপ সঠিকভাবে করবে, কাউকে তার অধিকার বা পাওনা থেকে বঞ্চিত করবে না। দুনিয়ায় শান্তি স্থাপিত হওয়ার পর অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করবে না। সত্যিকার বিশ্বাসী হলে এর মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ রয়েছে।'

৮৬. 'আর বিশ্বাসীদের আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্যে সত্যকে বিকৃতরূপে উপস্থাপিত করবে না, সরলপথে চলাকে বাধাগ্রস্ত করার জন্যে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করবে না, (সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করার জন্যে

http://alQuran.org.bd

শয়তানের মতো) ওত পেতে থাকবে না। স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে! দেখ, কীভাবে তিনি তোমাদের সংখ্যা বাড়িয়েছেন। (অতীতের দিকে তাকাও) দেখ, সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কী হয়েছিল।' ৮৭. সম্প্রদায়ের অন্যেরা বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমরা যারা আমাকে আল্লাহর রসুল হিসেবে বিশ্বাস করেছ, তাদেরকে সকল প্রতিকূলতার মুখে সবর করতে হবে। সবর করো যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তাদের ও আমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক!

নবম পারা

৮৮-৮৯. তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক নেতারা বলল, 'হে শোয়ায়েব! তোমাদেরকে আমাদের (বাপদাদাদের) ধর্মাদর্শে ফিরে আসতে হবে, নইলে তোমাকে ও তোমার সঙ্গী বিশ্বাসীদের আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেবো।' শোয়ায়েব জবাবে বলল, 'কখনোই আমরা বিভ্রান্তিতে প্রত্যাবর্তন করতে পারি না। আল্লাহ আমাদেরকে বিভ্রান্তি থেকে সত্যপথে আনার পর আমরা যদি তোমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে যাই, তবে তা হবে আল্লাহর সাথে মিথ্যাচার। আল্লাহ না চাইলে তাদের মাঝে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবাই যায় না। আমাদের প্রতিপালক সবকিছু সম্পর্কে ভালো জানেন। আর আমরা আল্লাহর ওপরই নির্ভর করি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের সামনে সত্যকে প্রকাশ করে দাও! নিশ্চয়ই তুমি সর্বোত্তম সত্য প্রকাশকারী!'

৯০. তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক নেতারা তখনো সত্য অস্বীকারে অনড় ছিল। তারা শোয়ায়েবের অনুসারীদের বলল, তোমরা যদি শোয়ায়েবের অনুসরণ করো তবে তোমাদের সর্বনাশ হবে। ৯১. এরপর ভূমিকম্পে ওদের বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গেল। আর ওরা উপুড় হয়ে পড়ে রইল ধ্বংসস্তূপের ভেতরে। ৯২. মনে হবে, যারা শোয়ায়েবকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, তারা যেন কখনোই সেখানে ছিল না। আসলে যারা শোয়ায়েবকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, তাদেরই সর্বনাশ হয়েছিল।

http://alQuran.org.bd

৯৩. তখন শোয়ায়েব বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দিয়েছি। তোমাদের সত্যপথের উপদেশ দিয়েছি। কিন্তু তোমরা সত্য অস্বীকার করেছ। এখন তোমাদের জন্যে আমার আফসোস করার কিছু আছে কি?' এরপর শোয়ায়েব তার অনুসারীদের নিয়ে সে-জনপদ ত্যাগ করল।

॥ রুকু ১২ ॥

৯৪-৯৫. আমি কোনো জনপদে নবী পাঠালে সেখানে অভাব ও দুঃখকষ্টের পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ দেই, যাতে করে তাদের মধ্যে বিনয় (ও পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা) সৃষ্টি হয়। তারপর অকল্যাণকে কল্যাণে পরিবর্তিত করি। অবশেষে তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং নিজেরাই বলাবলি করে, 'আমাদের পূর্বপুরুষদের ওপরও এরকম ভালো-মন্দ দিন এসেছে।' তারপর কিছু বুঝে ওঠার আগেই অকস্মাৎ তাদের নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করাই।

৯৬. সে-সব জনপদের বাসিন্দারা যদি বিশ্বাস স্থাপন ও আল্লাহ-সচেতনতার নীতি অবলম্বন করত, তবে ওদের জন্যে আমি আসমান-জমিনের সকল কল্যাণের দ্বার খুলে দিতাম। কিন্তু ওরা সত্য অস্বীকার করেছিল, তাই ওদের কাজের উপযুক্ত শাস্তি ওদেরকে দিয়েছি।

৯৭. কোনো জনপদের বাসিন্দারা কি নিজেদের এতটা নিরাপদ ভাবতে পারে যে, রাতে যখন তারা ঘুমিয়ে থাকবে, তখন আমার শাস্তি তাদের ওপর আপতিত হবে না? ৯৮. তারা কি নিশ্চিত হতে পারে যে, দিনে যখন তারা আনন্দ-ফুর্তিতে মেতে থাকবে, তখন তাদের ওপর গজব আপতিত হবে না? ৯৯. তারা কি কখনো নিজেদের নিরাপদ মনে করবে আল্লাহর নিগূঢ় কর্মকৌশল থেকে? আসলে ধ্বংসই যাদের পরিণতি, তারা ছাড়া আর কেউই আল্লাহর নিগূঢ় কর্মকৌশল থেকে নিজেদের নিরাপদ মনে করে না।

॥ রুকু ১৩ ॥

১০০. এক প্রজন্মের পরে যখন অন্য প্রজন্ম দেশের উত্তরাধিকার লাভ করে, তখন কি তাদের কখনো এটা মনে হয় না যে, তাদের পাপের জন্যে তাদেরকেও আমি শাস্তি দিতে পারি? আসলে তখন তাদের মনের ওপর আস্তর পড়ে যায়, ফলে তারা (অতীতের ঘটনা থেকে) কোনো শিক্ষাই নেয় না।

http://alQuran.org.bd

১০১. এসব জনপদের ঘটনাবলি উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে তোমাদের কাছে বয়ান করছি। তাদের রসুলরা তো সত্যের সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য প্রমাণ নিয়ে হাজির হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু ওরা সত্যকে একবার অস্বীকার করেছিল, তাই ওরা পরে তা আর কোনোভাবেই মানতে প্রস্তুত ছিল না। আসলে এভাবেই সত্য অস্বীকারকারীদের অন্তরে মোহর লেগে যায়। ১০২. ওদের অধিকাংশের অন্তরেই সত্যের প্রতি কোনো আন্তরিক আগ্রহ ছিল না, বরং অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী।

১০৩. এরপর মুসাকে আমার নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার সভাসদদের কাছে প্রেরণ করি। কিন্তু ওরা তা অগ্রাহ্য করে। ফলে দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কী হয়েছিল!

১০৪. মুসা বলল, 'হে ফেরাউন! আমি মহাবিশ্বের প্রতিপালকের প্রেরিত রসুল। ১০৫. তাই আল্লাহর নামে আমি সত্য ছাড়া আর কিছুই বলতে পারি না। আমি এখন তোমাদের প্রতিপালকের সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের কাছে এসেছি। অতএব তোমরা বনি ইসরাইলকে আমার সাথে যেতে দাও।'

১০৬. ফেরাউন বলল, তুমি কোনো নিদর্শন এনে থাকলে তা পেশ করো, যদি তুমি সত্যবাদী হও! ১০৭. এরপর মুসা হাতের লাঠি নিক্ষেপ করল, সাথে সাথে তা এক বিশাল অজগর সাপে পরিণত হলো। ১০৮. আর যখন সে তার হাত সামনে তুলে ধরল, তখন তা উজ্জ্বল ধবধবে দেখাল।

॥ রুকু ১৪ ॥

১০৯-১১০. ফেরাউনের সভাসদরা তখন বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, 'এ-তো একেবারে ওস্তাদ জাদুকর! সে আমাদের ক্ষমতা থেকে তাড়াতে চায়।' (তখন ফেরাউন ওদের জিজ্ঞেস করল) তাহলে এখন তোমাদের পরামর্শ কী? ১১১-১১২. সভাসদরা বলল, মুসা ও তার ভাইকে কিছু সময় দিন। আর সকল শহরে লোক পাঠিয়ে দিন, তারা আপনার সামনে সকল ওস্তাদ জাদুকরকে হাজির করুক।

১১৩-১১৪. সারাদেশের সকল ওস্তাদ জাদুকর হাজির হলো। জাদুকরেরা ফেরাউনের কাছে এসে বলল, আমরা বিজয়ী হলে বড় ধরনের পুরস্কার পাব কি? ফেরাউন জবাবে বলল, 'হাঁ, তোমরাই হবে দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তি।'

http://alQuran.org.bd

১১৫. এরপর জাদুকরেরা বলল, ‘হে মুসা! তুমি আগে শুরু করবে, না আমরা?’ ১১৬. মুসা জবাবে বলল, ‘তোমরাই শুরু করো।’ তখন ওরা ওদের জাদুর উপকরণ উন্মোচিত করল, লোকজনের চোখে ভেলকি লাগল, ভোজবাজি দেখে তারা ভীত, আতঙ্কিত হলো। এক কথায় সাংঘাতিক ভীতিকর জাদু প্রদর্শিত হলো। ১১৭. এরপর আমি ওহীযোগে মুসাকে আদেশ করলাম, ‘এবার তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো।’ নিক্ষিপ্ত হয়েই লাঠি ওদের সকল ভোজবাজি গ্রাস করে নিশ্চিহ্ন করে ফেলল। ১১৮. পরিণামে সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং ওদের সমস্ত প্রয়াস অন্তঃসারশূন্য প্রমাণিত হলো।

১১৯-১২০. ফেরাউন ও তার সঙ্গীরা মুসার মোকাবেলায় পরাজিত হলো। (বিজয়ী হওয়ার পরিবর্তে) লাঞ্ছিত হলো। আর জাদুকরেরা সেজদায় সমর্পিত হলো। ১২১-১২২. জাদুকরেরা বলল, আমরা মহাবিশ্বের প্রতিপালকের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম। যিনি মুসা ও হারুনেরও প্রতিপালক।

১২৩-১২৪. ফেরাউন (ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে) বলল, কী! এত বড় সাহস! আমি অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা মুসার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলে? আসলে এ-তো এক চক্রান্ত! তোমরা নগরে বসেই নগরবাসীদের ক্ষমতাচ্যুত করে বহিষ্কার করার চক্রান্ত করেছ। তোমাদেরকে এর পরিণতি ভোগ করতে হবে। আমি তোমাদের হাত-পা উল্টো দিক থেকে কেটে সবাইকে শূলে চড়াব।’

১২৫-১২৬. তখন তারা বলল, (তুমি যা-কিছুই করো না কেন) শেষ পর্যন্ত আমরা তো আমাদের প্রতিপালকের কাছেই ফিরে যাব। তুমি তো শুধু এজন্যেই প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাচ্ছ যে, আমাদের প্রতিপালকের বাণী আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, এ উপলব্ধির সাথে সাথে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। (তারপর তারা প্রার্থনা করল) ‘হে আমাদের প্রতিপালক! সকল প্রতিকূলতায় ধৈর্যধারণ করার শক্তি আমাদের দাও। আর আমাদের সমর্পিতের মৃত্যু দান করো।’

॥ রুকু ১৫ ॥

১২৭. সভাসদরা তখন ফেরাউনকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি মুসা ও তার অনুসারীদের রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্যে ছেড়ে রাখবেন? আর তারা

http://alQuran.org.bd

আপনার ও আপনার দেবতাদের উপাসনা বাদ দিয়ে খোশহালে থাকবে? ফেরাউন তখন বলল, ওদের ওপর আমাদের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত। আমরা ওদের ছেলেদের হত্যা করব। আর ওদের মেয়েদের বাঁচিয়ে রাখব।

১২৮. মুসা তার সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বলল, আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো এবং সকল প্রতিকূলতায় ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয়ই এ জমিন আল্লাহর। তিনি যাকে চাইবেন, তাকেই এর উত্তরাধিকারী বানাতে পারেন। আর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তো আল্লাহ-সচেতনদের জন্যেই।

১২৯. সম্প্রদায়ের লোকেরা মুসাকে বলল, তুমি আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি, তুমি আসার পরেও নির্যাতিত হচ্ছি। (আমরা কি শুধু নির্যাতিতই হবো?) জবাবে মুসা বলল, শিগগিরই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুদের বিনাশ করবেন। জমিনে তোমাদেরকে ওদের উত্তরাধিকারী বানাবেন এবং তারপর তোমরা কী করো, তা তিনি দেখবেন।

॥ রুকু ১৬ ॥

১৩০. ফেরাউন-অনুসারীদের আমি ক্রমাগত কয়েক বছর দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাবে নিমজ্জিত রাখলাম। যাতে ওদের শুভবুদ্ধির উদয় হয়। ১৩১. যখন ভালো সময় আসত, তখন ওরা বলত, 'এটাই আমাদের প্রাপ্য।' আর যখন খারাপ সময় আসত তখন মুসা ও তার সঙ্গীদেরকে ওরা এ দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করত। কিন্তু ওদের দুর্ভাগ্য যে আল্লাহ-নির্ধারিত ছিল, সে-বিষয়ে ওদের কোনো বোধোদয়ই হয় নি।

১৩২. ফেরাউন-অনুসারীরা আরো বলতে লাগল, হে মুসা! আমাদের জাদু করার জন্যে যত নিদর্শনই নিয়ে আসো না কেন, আমরা কখনোই তোমাকে বিশ্বাস করব না।

১৩৩. এরপর ওদের প্লাবনের মুখোমুখি করলাম, পঙ্গপালের আক্রমণ, উকুন ও ব্যাঙ-এর উপদ্রব আর রক্তবৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখালাম। কিন্তু ওরা দাম্ভিকতায়ই মেতে রইল। আসলে ওরা ছিল পুরোপুরি পাপ-পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন অপরাধী সম্প্রদায়। ১৩৪. যখন ওরা শাস্তির মুখোমুখি হতো, তখন ওরা বলত, 'হে মুসা! তোমার প্রতিপালক তোমাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন, সেই মর্যাদার বলে আমাদের জন্যে প্রার্থনা করো। যদি তুমি

http://alQuran.org.bd

আমাদের ওপর থেকে শাস্তি অপসারিত করতে পারো, তবে আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব এবং বনি ইসরাইলকেও তোমার সাথে যেতে দেবো।'

১৩৫. কিন্তু যখনই ওদের ওপর থেকে আজাব অপসারণ করতাম এবং ওদের ওয়াদা পূরণ করার জন্যে প্রয়োজনীয় অবকাশ দিতাম, তখনই ওরা ওয়াদা ভঙ্গ করত। ১৩৬. শেষ পর্যন্ত ওদের শাস্তি দিলাম। ওদের অনেকেই সমুদ্রে সলিলসমাধি লাভ করল। কারণ ওরা আমার বাণীকে অস্বীকার করেছিল। আর এ-ক্ষেত্রে ওরা ছিল বেপরোয়া।

১৩৭. আর ওদের জায়গায় দুর্বল বলে গণ্য সম্প্রদায়কে উত্তরাধিকার দান করি। তারা পায় আমার আশীর্বাদপুষ্ট রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চল। প্রতিকূলতার মুখে ধৈর্যধারণ করায় বনি ইসরাইলের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করি। আর ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নির্মিত প্রাসাদ ও দম্ভ মাটিতে মিশিয়ে দেই।

১৩৮-১৩৯. আমি বনি ইসরাইলকে সমুদ্রের অপর তীরে পৌঁছে দিলাম। সেখানে তারা এমন এক সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে এলো, যারা ছিল মূর্তিপূজায় নিবেদিত। এ দেখে বনি ইসরাইলও মূর্তির জন্যে পাগলপ্রায় হয়ে বলল, হে মুসা! আমাদের ইবাদতের জন্যে ওদের মূর্তির মতো আমাদেরও একটি মূর্তি নির্মাণ করে দাও। মুসা তাদের বলল, তোমরা মূর্খের মতো কথা বলছ! ওদের এ জীবনাচার ওদের ধ্বংস করে দেবে। আর ওরা যা করছে তা পুরোপুরি অর্থহীন।

১৪০. মুসা আরো বলল, তোমরা কী বলছ! আল্লাহকে ছেড়ে আমি তোমাদের জন্যে অন্য উপাস্য খুঁজে বেড়াব? অথচ তিনি তোমাদেরকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে অনেক বেশি অনুগ্রহ করেছেন (তোমাদের মধ্য থেকে বহু নবীর আগমনের মধ্য দিয়ে)।

১৪১. (মুসা আবারো তাদেরকে আল্লাহর কথাগুলো মনে করিয়ে দিল) 'স্মরণ করো! আমি তোমাদেরকে ফেরাউনের অনুসারীদের হাত থেকে উদ্ধার করেছি, যারা তোমাদের ওপর জঘন্য নির্যাতন চালাত। তোমাদের ছেলেদের হত্যা করত, মেয়েদের জীবিত রাখত–এ ছিল তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে এক মহাপরীক্ষা।'

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ১৭ ॥

১৪২. আমি সিনাই পাহাড়ে মুসার জন্যে ৩০ রাত অবস্থান নির্ধারণ করেছিলাম। পরে এর সাথে আরো ১০ রাত যোগ করি। এভাবেই তার প্রতিপালকের নির্ধারিত মেয়াদ ৪০ রাত পূর্ণতা পায়। (সিনাই পাহাড়ে যাওয়ার আগে) মুসা তার ভাই হারুনকে বলল, '(এই ৪০ দিন) তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে আমার সম্প্রদায়ের মাঝে। এদের সৎপথে পরিচালিত করবে এবং অশান্তি সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকবে।'

১৪৩. মুসা নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত স্থানে হাজির হলো। তার প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন। তখন মুসা আবেদন করল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমাকে দেখতে চাই। আমাকে দেখা দাও!' আল্লাহ বললেন, হে মুসা! তুমি আমাকে কখনোই দেখতে পারবে না। তবে হাঁ, সামনের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকো। পাহাড় যদি নিজ স্থানে স্থির থাকে, তবে তুমি অবশ্যই আমাকে দেখতে সক্ষম হবে। এবং তার প্রতিপালক পাহাড়ে তাঁর মহিমার উজ্জ্বল দ্যুতি প্রকাশ করার সাথে সাথেই পাহাড় ভস্ম হয়ে গেল আর মুসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল। জ্ঞান ফেরার সাথে সাথে মুসা অনুশোচনা প্রকাশ করল, 'তুমি মহাপবিত্র। তওবা করে আমি তোমার কাছেই ফিরে এসেছি। তোমাকে বিশ্বাস করার ব্যাপারে আমি সবসময় প্রথম (থাকব)।'

১৪৪. (আল্লাহ) বললেন, হে মুসা! তোমার সাথে কথা বলার মাধ্যমে এবং তোমাকে নবুয়ত প্রদান করে মানুষের মধ্যে তোমাকে উচ্চমর্যাদায় আসীন করেছি। অতএব আমি যা দিলাম তা গ্রহণ করো ও শোকরগোজার থাকো!
১৪৫. এরপর আমি মুসাকে সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাসহ বিধিবিধান ফলকে লিপিবদ্ধ করে দিলাম। এরপর বললাম, সকল শক্তি দিয়ে 'বিধান ফলক' মজবুতভাবে ধরো। আর তোমার সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্যেই এ বিধিবিধান অনুসরণের নির্দেশ দাও। আমি তোমাকে শিগগিরই দেখাব সত্যত্যাগীদের নিবাস।

১৪৬. পৃথিবীতে যারা অন্যায় করে আর দম্ভভরে ঘুরে বেড়ায়, তারা আমার বাণী থেকে সবসময়ই মুখ ফিরিয়ে রাখবে। (সত্যের) সকল নিদর্শন দেখার পরও ওরা এতে বিশ্বাস করবে না। সরলপথ দেখার পরও তাকে পথ বলে গ্রহণ করবে না। বরং ভ্রান্ত পথকেই ওদের কাছে আকর্ষণীয় পথ বলে মনে

http://alQuran.org.bd

হবে। কারণ ওরা আমার বাণীকে প্রথমেই প্রত্যাখ্যান করেছে এবং কখনো এর গভীরে প্রবেশ করতে চায় নি।

১৪৭. যারা আমার আয়াত এবং আখেরাতকে অস্বীকার করে, তাদের সকল কর্ম নিষ্ফল হবে। নিষ্ফলতা ছাড়া পরকালে ওরা আর কী প্রতিফল পেতে পারে (কারণ ওরা তো পরকালই বিশ্বাস করে নি)?

॥ রুকু ১৮ ॥

১৪৮. মুসার অনুপস্থিতিতে (সিনাই পাহাড়ে যাওয়ার পর) তার সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের অলংকার দিয়ে একটি বাছুরের মূর্তি বানাল। ওর মধ্য থেকে গরুর মতো আওয়াজ বের হতো। (আশ্চর্য!) ওরা একবারও চিন্তা করল না যে, এই বাছুর-মূর্তি ওদের সাথে কথাও বলে না, পথও দেখায় না! ওরা এই বাছুরের মূর্তিকেই উপাসনা শুরু করল। আসলে ওরা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী।
১৪৯. পরে যখন ওরা বুঝতে পারল যে, ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, তখন লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলো। ওরা বলল, 'আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের দয়া না করেন, ক্ষমা না করেন, তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।'

১৫০. আর মুসা তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এসে যখন সব দেখল, রাগে ক্ষোভে দুঃখে সে বলল, আমার অনুপস্থিতিতে কত নিকৃষ্টভাবেই না তোমরা আমার প্রতিনিধিত্ব করেছ! তোমরা কি আল্লাহর ফরমান পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলে না? এরপর সে ফলকগুলো রেখে হারুনকে নিজের দিকে টেনে আনল। তখন হারুন বলল, 'ভাই আমার! ওরা তো আমাকে দুর্বল মনে করেছিল এবং আমাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল। তুমি আমার সাথে এমন কিছু কোরো না, যাতে আমার প্রতিপক্ষরা আনন্দিত হয়। আমাকে জালেমদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য কোরো না।'

১৫১. তখন মুসা প্রার্থনা করল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করো। তোমার রহমতের ছায়ায় আমাদের আশ্রয় দাও। তুমি অতীব দয়ালু।'

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ১৯ ॥

১৫২. (হারুনকে উদ্দেশ্য করে সে বলল) ‘নিশ্চয়ই যারা বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, পার্থিব জীবনে তাদের ওপর তাদের প্রতিপালকের গজব আপতিত হবে এবং তারা লাঞ্ছিত হবে।’ আসলে যারা মিথ্যা ও বিভ্রান্তির প্রচারক, তাদেরকে আমি তার যোগ্য প্রতিফল দিয়ে থাকি। ১৫৩. কিন্তু যারা পাপ করার পর অনুশোচনা করে পুনরায় বিশ্বাস স্থাপন করে, তোমার প্রতিপালক তো তাদের ব্যাপারে ক্ষমাশীল ও পরমদয়ালু। ১৫৪. রাগ কমে এলে মুসা ফলকগুলো তুলে নিল। আল্লাহ-সচেতনদের জন্যে এ ছিল সত্যপথের বিধিবিধান ও প্রতিপালকের করুণা।

১৫৫-১৫৬. মুসা নিজ সম্প্রদায় থেকে ৭০ জনকে আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্যে মনোনীত করল। তারপর যখন তাদের ওপর ভূমিকম্প আঘাত হানল, তখন মুসা বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক! ইচ্ছা করলে আগেই তো তুমি আমাকেসহ এদেরকে ধ্বংস করতে পারতে। আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ, তারা যা করেছে, সেজন্যে কি তুমি আমাদের ধ্বংস করবে? এ-তো তোমার তরফ থেকে এক পরীক্ষা, যা দিয়ে তুমি যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট হতে দাও আর যাকে ইচ্ছা সরলপথে পরিচালিত করো। হে আল্লাহ! তুমিই আমাদের রক্ষক। তুমি ক্ষমা করো। দয়া করো। তুমিই শ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল। আমাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নিশ্চিত করো। আমরা তোমার কাছেই ফিরে এসেছি।’ আল্লাহ বললেন, ‘আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেই। আর আমার করুণা তো সবকিছুতেই ছড়িয়ে আছে। আমি তাদেরকেই করুণায় আপ্লুত করি, যারা আল্লাহ-সচেতন, যাকাত আদায় করে, আমার বাণী ও বিধিবিধান অনুসরণ করে।’

১৫৭. (আল্লাহ বলেন) ‘যারা (শেষ) বাণীবাহক নিরক্ষর রসুলের অনুসরণ করে, তাওরাত ও ইঞ্জিলে যার বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে—এই রসুল তাদেরকে ভালো কাজের নির্দেশ দেবে এবং খারাপ কাজ করতে নিষেধ করবে, জীবনের ভালো জিনিসগুলোকে হালাল করে দেবে এবং যা জীবনের জন্যে ক্ষতিকর তাকে হারাম করে দেবে। সে অতীতের সকল শৃঙ্খল ও বোঝা থেকে তাদেরকে মুক্ত করবে। অতএব যারা তাকে বিশ্বাস করবে, সম্মান করবে, সহযোগিতা করবে এবং তার ওপর নাজিল হওয়া আলো-র অনুসরণ করবে, তারাই সফলকাম হবে।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ২০ ॥

১৫৮. (হে নবী!) বলো, 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্যে আল্লাহর রসুল। মহাবিশ্বের সার্বভৌমত্ব শুধু আল্লাহর। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। জীবন ও মৃত্যু তাঁরই হাতে। অতএব আল্লাহ ও তাঁর বাণীবাহক নিরক্ষর রসুলের ওপর বিশ্বাস করো, যে নিজে আল্লাহকে বিশ্বাস করে ও তাঁর বিধিবিধান মেনে চলে। অতএব তোমরা তাকে অনুসরণ করো, তাহলেই তোমরা সরলপথে চলতে পারবে।'

১৫৯. মুসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল মানুষ ছিল, যারা অন্যদেরকে সত্যের পথ দেখাত এবং ন্যায়বিচার করত। ১৬০. তাদেরকে আমি ১২টি গোত্রে বিভক্ত করেছিলাম। মুসার সম্প্রদায়ের মানুষেরা যখন তার কাছে পানি চাইল, তখন তার প্রতি ওহী নাজিল করলাম, 'তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করো।' আঘাত করার পর সেখানে ১২টি ঝর্নাধারা উৎসারিত হলো। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানির জায়গা ঠিক করে নিল। আমি তাদের ওপর মেঘমালার ছায়া বিস্তার করে দিয়েছিলাম। তাদের জন্যে 'মান্না ও সালওয়া' পাঠিয়েছিলাম। তাদের বলেছিলাম, 'তোমাদের জন্যে যা-কিছু (স্বাস্থ্যসম্মত) ভালো, তা থেকে আহার করো।' এরপর তারা যা (পাপাচার) করেছে, তা দিয়ে আমার কোনো ক্ষতি করে নি; বরং তারা নিজেদেরকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

১৬১. স্মরণ করো! তাদেরকে যখন বলা হলো, এ জনপদে বাস করো এবং ইচ্ছেমতো খাওয়াদাওয়া করো। কিন্তু বলো, 'আমাদের ক্ষমা করো। পাপের বোঝা থেকে আমাদের মুক্ত করো।' আর নতশিরে নগরদ্বার দিয়ে প্রবেশ করো। তাহলে আমি তোমাদের ক্ষমা করব এবং সৎকর্মশীলদের জন্যে আমার পুরস্কার বাড়িয়ে দেবো। ১৬২. তখন তাদের ভেতরে থাকা সীমালঙ্ঘনকারীরা আমার কথা বদলে দিয়ে অন্য কথা বলল। আর ক্রমাগত সীমালঙ্ঘনের জন্যে আমি ওদের ওপর আকাশ থেকে আজাব প্রেরণ করলাম।

॥ রুকু ২১ ॥

১৬৩. হে নবী! সমুদ্র তীরবর্তী সেই জনপদের কথা ওদেরকে জিজ্ঞেস করো, যারা শনিবারের সীমালঙ্ঘন করত। শনিবারে তাদের কাছে পানির ওপরে মাছ

http://alQuran.org.bd

ভেসে আসত, অন্যদিন আসত না। এভাবেই আমি সত্যত্যাগীদের পরীক্ষা করেছিলাম। ১৬৪. তাদের কিছু লোককে (যারা শনিবারে মাছ না ধরার অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের মাছ ধরা থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করত) অন্যেরা জিজ্ঞেস করত, 'আল্লাহ যাদের কঠিন শাস্তি দেবেন বা ধ্বংস করবেন, তাদেরকে তোমরা কেন অনর্থক উপদেশ দিচ্ছ? জবাবে সত্য-অনুসারীরা বলেছিল, আমরা উপদেশ দিচ্ছি, প্রতিপালকের কাছ থেকে দায়মুক্তির জন্যে আর সীমালঙ্ঘনকারীরাও হয়তো আল্লাহ-সচেতন হতে পারে।

১৬৫-১৬৬. এরপর পাপীরা যখন তাদেরকে দেয়া সব উপদেশ ভুলে গেল, তখনো যারা অন্যায় থেকে ওদেরকে বিরত রাখতে সচেষ্ট ছিল, তাদের আমি উদ্ধার করি। আর সত্যত্যাগ করার জন্যে জালেমদের কঠিন শাস্তি প্রদান করি। তারপরও যারা দম্ভের সাথে নিষিদ্ধ কাজ করে বেড়াতে লাগল, তাদের বললাম, 'ঘৃণিত বানর হও!'

১৬৭. আর স্মরণ করো! তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করে দিলেন যে, বনি ইসরাইলের বিপক্ষে কেয়ামত পর্যন্ত এমন লোকদের নিয়োগ করবেন, যারা তাদের যন্ত্রণার পর যন্ত্রণা, লাঞ্ছনার পর লাঞ্ছনা দিতে থাকবে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে দ্রুত আবার অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

১৬৮. আমি বনি ইসরাইলকে সারা পৃথিবীতে পৃথক পৃথক সম্প্রদায় হিসেবে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। তাদের কতক সৎকর্মশীল আর কতক তার উল্টো। আমি তাদের সুযোগ ও বিপদ দিয়েছি সৎপথে ফিরিয়ে আনার জন্যে।
১৬৯. এরপর একের পর এক অযোগ্য উত্তরসূরিরা কিতাবেরও উত্তরাধিকার লাভ করে। তারা (আত্মিক মুক্তির পরিবর্তে) পার্থিব উপকরণ সংগ্রহে ঝুঁকে পড়ে। আর বলে, 'আমরা ক্ষমা পাব।' কিন্তু এরপরও যখন আবার পার্থিব উপকরণ সামনে চলে আসে, তখন সেই আগের পন্থাই অবলম্বন করে। অথচ কিতাব প্রদানের সময় কি তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয় নি যে, তারা আল্লাহর নামে শুধু সত্য কথাই বলবে? আর কিতাবের সবকিছু তো তারা নিজেরাই বার বার পড়েছে। আসলে আল্লাহ-সচেতনদের জন্যে আখেরাতই উত্তম। (এ সত্যটুকু বোঝার জন্যেও কি) তোমরা তোমাদের সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবে না? ১৭০. আর যারা কিতাবের বিধিবিধান আন্তরিকতার সাথে অনুসরণ করে এবং নামাজ কায়েম করে, আমি তেমন সৎকর্মশীলদের শ্রমের ফল কখনো নষ্ট করি না!

http://alQuran.org.bd

১৭১. স্মরণ করো! আমি পর্বতকে তাদের দিকে কাত করে দিলাম, আর তারা ভয় পেল যে, এখনই তা তাদের ওপর কাত হয়ে পড়বে। তখন বললাম, 'আমি যে কিতাব তোমাদের দিলাম, তাতে বিশ্বাস করো এবং বিধিবিধান আন্তরিকতার সাথে স্মরণ রেখো। তাহলেই তোমরা আল্লাহ-সচেতন থাকতে পারবে।'

॥ রুকু ২২ ॥

১৭২. হে নবী! সবাইকে স্মরণ করিয়ে দাও, তোমার প্রতিপালক যখন আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তার বংশধরদের বের করেন এবং জিজ্ঞেস করেন, 'আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই?' তারা বলে, 'নিশ্চয়ই। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি!' এ ব্যবস্থা এজন্যে করা হয়েছে যে, যাতে তোমরা মহাবিচার দিবসে না বলতে পারো যে, আমরা তো এ বিষয়ে কিছুই জানতাম না।'
১৭৩. অথবা তোমরা যাতে না বলতে পারো যে, 'আমাদের বাপদাদারাই তো আমাদের আগে শিরকের প্রচলন করেছে। আমরা তো তাদের পরে এসেছি। পথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্যে আমাদের কেন শাস্তি দেবে?'
১৭৪. এভাবেই আমি সুস্পষ্টভাবে আমার বাণী বুঝিয়ে বলি, যাতে (পাপীরা) সবাই সত্য অনুধাবনের সুযোগ পায়।

১৭৫. হে নবী! ওদেরকে সেই লোকের কথা শোনাও, যাকে আমি আমার কালামের জ্ঞান দান করেছিলাম। কিন্তু পরে সে তা পরিত্যাগ করে। শয়তান এমনভাবে তার পেছনে লাগে যে, সে পথভ্রষ্টদের মধ্যে শামিল হয়।
১৭৬. আমি ইচ্ছে করলে কালামের জ্ঞান দিয়ে তার মর্যাদা সমুন্নত করতে পারতাম। কিন্তু সে পার্থিব জীবনের আসক্তিতে পড়ে গেল আর দাস হয়ে গেল প্রবৃত্তির। আসলে তার অবস্থা হলো সেই কুকুরের মতো, যাকে তুমি তাড়া করলেও জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকে আর তাড়া না করলেও বসে বসে জিহ্বা বের করে হাঁপায়। যে সম্প্রদায় আমার বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের অবস্থানও একই রকম। অতএব হে নবী! তুমি ওদের কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করো, যাতে ওরা একটু ভাবার সুযোগ পায়।

১৭৭. যে সম্প্রদায় আমার কালাম বা বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে, তারা আসলে নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করে। ওদের অবস্থা কতই না খারাপ!
১৭৮. আল্লাহ যাকে পথ দেখান, সে-ই সরলপথ পায়, আর যাদের বিপথগামী হতে ছেড়ে দেন, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

http://alQuran.org.bd

১৭৯. নিশ্চয়ই বহু জ্বীন ও মানুষ জাহান্নামে যাবে। কারণ ওদের অন্তর আছে কিন্তু তা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে না, চোখ আছে কিন্তু দেখার চেষ্টা করে না, কান আছে কিন্তু শোনার চেষ্টা করে না। ওরা পশুর মতো, বরং সত্যপথ সম্পর্কে পশুর চেয়েও অসচেতন। ওরাই হচ্ছে সত্যিকারের গাফেল।

১৮০. নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবচেয়ে সুন্দর সুন্দর নামের অধিকারী। তোমরা তাকে সে-সব সুন্দর নামেই ডাকো। যারা তাঁর নাম বিকৃত করে, তাদের বর্জন করো। নিশ্চয়ই তারা তাদের কৃতকর্মের ফল পাবে। ১৮১. আমার সৃষ্টির মাঝে একদল মানুষ রয়েছে, যারা অন্যকে সঠিক পথ দেখায় এবং নিজেরা সেই আলোকে ন্যায়বিচার করে।

॥ রুকু ২৩ ॥

১৮২. যারা আমার বাণীকে মিথ্যা মনে করে প্রত্যাখ্যান করে, তারা নিজেরাই নিজেদের অজান্তে ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে যেতে থাকে। ১৮৩. আমি ওদেরকে (সত্যে ফিরে আসার) সময় দেই। আমার সূক্ষ্ম কর্মকৌশল যথাযথ ও নিপুণ! ১৮৪. ওরা কি ভেবে দেখে না যে, ওদের সঙ্গী কোনো অর্থেই পাগল নয়। সে-তো একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

১৮৫. মহাবিশ্ব ও সকল সৃষ্টির ওপর আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে ওরা কি কখনো ভেবে দেখে নি? ওরা কি কখনো ভেবে দেখে নি যে, ওদের মৃত্যুর সময় হয়তো খুবই কাছে? এরপর আর কোন সতর্কবাণীতে ওরা কান দেবে? ১৮৬. আল্লাহ যাদের বিপথগামী হওয়ার জন্যে ছেড়ে দেন, তাদের পথ দেখানোর কেউ থাকে না। সীমাহীন ঔদ্ধত্যে ওরা অবিদ্যার অন্ধকারে হাবুডুবু খায়।

১৮৭. ওরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, ‘কখন কেয়ামত হবে?’ হে নবী! ওদের বলো, ‘আমার প্রতিপালকই শুধু এ বিষয়ে জানেন। তিনি যথাসময়েই তা প্রকাশ করবেন। মহাকাশ ও পৃথিবীর জন্যে এ হবে এক ভয়ংকর ঘটনা। হঠাৎ করেই তোমরা এর মুখোমুখি হবে।’ আসলে এ বিষয়ে তুমি খুব ভালোভাবে জানো মনে করেই ওরা তোমাকে এ প্রশ্ন করে। বলো, এ সম্পর্কিত জ্ঞান আমার প্রতিপালকের মাঝেই সীমিত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এ নিগূঢ় সত্যকে বোঝে না।

১৮৮. হে নবী! বলো, ‘আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া নিজের ভালো-মন্দের ওপরও আমার কোনো ক্ষমতা নেই। আমি যদি গায়েব জানতাম, তবে বিপুল

http://alQuran.org.bd

সৌভাগ্যের অধিকারী হতাম এবং কোনো অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। আমি তো বিশ্বাসীদের জন্যে একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা মাত্র।'

॥ রুকু ২৪ ॥

১৮৯. তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তার থেকে তিনি তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে পুরুষটি নারীর প্রতি মমতার আকর্ষণ অনুভব করে, তার কাছে শান্তি পায়। এবং যখন সে তার স্ত্রীর সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয় তখন তার মধ্যে গর্ভসঞ্চার হয়, (প্রথমদিকে) যা ছিল হালকা বোঝা। সে অবস্থায় সে কিছু সময় পার করে। ক্রমান্বয়ে যখন গর্ভ ভারী হতে শুরু করে তখন তারা উভয়েই তাদের প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করে, 'হে আল্লাহ! তুমি যদি আমাদের আলোকিত সন্তান দান করো, তবে অবশ্যই আমরা শোকরগোজার হবো।'

১৯০. কিন্তু আল্লাহ যখন তাদেরকে সুস্থ সন্তান দান করেন, তখন তাদেরকে যা দেয়া হলো, সেই দান ও অনুগ্রহের জন্যে আল্লাহর সাথে তারা অন্য উপাস্যকে শরিক বলে গণ্য করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ এসব শরিকদের অনেক ঊর্ধ্বে। ১৯১-১৯২. কেন ওরা আল্লাহর সাথে এমন কিছুকে শরিক করে, যারা কোনো কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং ওদেরকেই অন্যেরা সৃষ্টি করেছে? ওরা না ওদেরকে সাহায্য করতে পারে, না নিজেদেরকে। ১৯৩. তোমরা যদি ওদের কাছে সৎপথে চলার জন্যে প্রার্থনা করো, ওরা কখনোই সাড়া দেবে না। তোমরা ওদের ডাকো বা না-ই ডাকো, সবই সমান।

১৯৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া আর যার কাছেই তোমরা প্রার্থনা করো, তারা সবাই তোমাদের মতোই সৃষ্টি। তোমাদের দাবি যদি সত্য হয়, তাহলে ওদের ডাকো এবং ওরা তোমাদের প্রার্থনায় সাড়া দিক।

১৯৫. এ উপাস্যদের কি চলার মতো পা আছে, ধরার মতো হাত আছে, দেখার মতো চোখ আছে, না শোনার মতো কান আছে? হে নবী! ওদের বলো, 'আল্লাহর ক্ষমতার শরিক বলে যাদের ভাবছ, তোমরা তাদের সবাইকে আমার বিরুদ্ধে জড়ো করো এবং আমার বিরুদ্ধে যা-কিছু ষড়যন্ত্র করার করো এবং আমাকে কোনো ছাড় দিও না! ১৯৬. নিশ্চয়ই আমার অভিভাবক হচ্ছেন আল্লাহ, যিনি আমার ওপর কিতাব নাজিল করেছেন এবং তিনিই সৎকর্মশীলদের রক্ষাকারী।'

http://alQuran.org.bd

১৯৭. আসলে আল্লাহ ছাড়া তোমরা সাহায্যের জন্যে যাদেরকে ডাকো, তারা না তোমাদের কোনো সাহায্য করতে পারে, না পারে নিজেদের সাহায্য করতে। ১৯৮. তুমি ওদের সৎপথে ডাকলেও ওরা তা শুনতে পায় না। তোমার মনে হতে পারে ওরা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু আসলে ওরা দেখে না।

১৯৯. হে নবী! (মানবীয় প্রকৃতির দিকে খেয়াল রেখে) তুমি ক্ষমাশীল হও। সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করো এবং আহাম্মকদের থেকে দূরে থাকো। ২০০. আর শয়তানের প্ররোচনায় যদি তুমি উত্তেজিত (রাগান্বিত) হও, তবে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন।

২০১-২০২. নিশ্চয়ই যখন শয়তান কোনো কুমন্ত্রণা দেয় তখন আল্লাহ-সচেতনরা আল্লাহকেই স্মরণ করে। ফলে তাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায় (তারা তখন সবকিছু স্পষ্ট বুঝতে পারে)। এমনকি তাদের অবিশ্বাসী সঙ্গীসাথিরা তাদেরকে বিভ্রান্তির দিকে টেনে নিতে চাইলেও (ঠিক কাজটি করতে) তারা ব্যর্থ হয় না।

২০৩. আর ওদের কাছে কোনো অলৌকিক নিদর্শন উপস্থাপন না করলে তারা বলে, 'তুমি নিজেই (আল্লাহর কাছ থেকে) অলৌকিক কিছু চেয়ে নিয়ে আসো না কেন?' হে নবী! ওদের বলো, আমি শুধু সেই ওহীকেই মেনে চলি, যা আমার ওপর নাজিল হয়। আর এ কোরআন হচ্ছে বিশ্বাসীদের জন্যে প্রতিপালকের কাছ থেকে আসা পথনির্দেশ ও রহমত। ২০৪. তাই যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন মৌন থাকো ও মনোযোগ দিয়ে শোনো। যাতে তোমরাও রহমত পেতে পারো।

২০৫. হে নবী! সকাল ও সন্ধ্যায় মনে মনে সবিনয়ে ও সশঙ্কচিত্তে অনুচ্চস্বরে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করবে। তুমি এ ব্যাপারে কখনো গাফেল হবে না।

২০৬. নিশ্চয়ই যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা কখনো অহংকারে ইবাদতবিমুখ হয় না। তারা সবসময় আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁকেই সেজদা করে। *[সেজদা]*

http://alQuran.org.bd

৮. সূরা আনফাল

রুকু ১০ ॥ আয়াত ৭৫ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

তোমার কাছে গনিমতের বিধান সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে? তাদের বলো, গনিমত অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ মালামাল হচ্ছে আল্লাহ ও রসুলের। অতএব আল্লাহ-সচেতন থাকো এবং নিজেদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় রাখো। তোমরা সত্যিকারের বিশ্বাসী হলে, আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য করো।

২-৪. সত্যিকার বিশ্বাসী তো তারাই, আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর কেঁপে ওঠে, যখন তাঁর বাণী পাঠ করে শোনানো হয়, তখন বিশ্বাস গভীর হয় এবং তারা শুধু তাদের প্রতিপালকের ওপরই ভরসা করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে অন্যের জন্যে ব্যয় (দান) করে। এরাই প্রকৃত বিশ্বাসী। প্রতিপালকের কাছ থেকে এরা পাবে মর্যাদা, ক্ষমা ও উত্তম জীবনোপকরণ।

৫-৬. (গনিমতের মালামাল প্রসঙ্গে এখন যে দ্বিমত সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি অবস্থারই সৃষ্টি হয়েছিল) যখন তোমার প্রতিপালক সত্যের জন্যে তোমাকে (বদরের পথে) ঘর থেকে বের করে এনেছিলেন। তখন বিশ্বাসীদের একটি দল বিষয়টিকে পছন্দ করে নি। এমনকি সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তোমার সাথে তারা বিতর্কে লিপ্ত হয়। তাদের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, কেউ যেন তাদের মৃত্যুর দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং তারা মৃত্যুকে সামনাসামনি দেখতে পাচ্ছে।

৭. স্মরণ করো! যখন আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে, শত্রুপক্ষের দুদলের মধ্যে একটি দল তোমাদের কাছে পরাভূত হবে, তোমরা চাচ্ছিলে দুর্বল দলটি তোমাদের মুখোমুখি হোক। কিন্তু আল্লাহ চাচ্ছিলেন, তাঁর কথা অনুসারে সত্যকে সত্য বলে প্রমাণ করতে এবং সত্য অস্বীকারকারীদের সম্পূর্ণ বিনাশ করতে। ৮. পাপীদের কাছে যত দুঃসহই হোক না কেন, তিনি চেয়েছেন সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে প্রমাণ করতে।

http://alQuran.org.bd

৯. স্মরণ করো! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে এবং তিনি তা কবুল করে বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করব, তারা আসবে একজনের পর একজন।'
১০. আল্লাহ এ সুখবর দিয়েছেন শুধু তোমাদের মনের প্রশান্তি ও স্থিরতার জন্যে। কেননা সাহায্য যখন আসে, আল্লাহর তরফ থেকেই আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

॥ রুকু ২ ॥

১১. (স্মরণ করো সেই মুহূর্ত!) যখন তিনি তোমাদের মনের ভেতরে প্রশান্তির আবহ সৃষ্টি করলেন, তোমরা নিশ্চিত নিরাপত্তায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে। তিনি তখন আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করলেন তোমাদের পবিত্র করার জন্যে, শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে তোমাদের মুক্ত করার জন্যে, তোমাদের মনোবলকে শক্ত আর পদক্ষেপকে দৃঢ় করার জন্যে।

১২. স্মরণ করো! তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, (বিশ্বাসীদের অন্তরে আমার এ বাণী পৌঁছে দাও যে) 'আমি তোমাদের সাথে আছি।' তিনি ফেরেশতাদের আরো নির্দেশ দিলেন যে, বিশ্বাসীদের অন্তরে (আমার একথা দিয়ে) শক্তি সাহস যোগাও যে, 'আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের অন্তরে আতঙ্ক সৃষ্টি করবেন। অতএব তোমরা আঘাত হানো ওদের ঘাড়ে ও গিঁটে গিঁটে।'

১৩. (চূড়ান্ত আঘাত হানতে হবে) কারণ ওরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের (সহিংস) বিরোধিতা করেছে। আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের (সহিংস) বিরোধিতা করলে তিনি কঠোর শাস্তি দেন। ১৪. অতএব (হে আল্লাহর শত্রুরা) এখন বিপর্যয়ের স্বাদ গ্রহণ করো আর জেনে রাখো, যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের জন্যে জাহান্নামের আজাব তো অপেক্ষা করছেই।

১৫-১৬. হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা যুদ্ধের ময়দানে সত্য অস্বীকারকারীদের মোকাবেলা করবে, তখন কৌশলগত কারণ বা বিশ্বাসীদের অন্য দলের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া কখনোই পিছু হটবে না। রণক্ষেত্র থেকে যে পালাবে, সে আল্লাহর গজবের সম্মুখীন হবে এবং তার গন্তব্য হবে জাহান্নাম। আর তা কতই না নিকৃষ্ট স্থান!

http://alQuran.org.bd

১৭. সত্য এই যে, (হে বিশ্বাসীগণ!) তোমরা ওদের হত্যা করো নি বরং আল্লাহ ওদের হত্যা করেছেন। (আর হে নবী!) তুমি যখন ধূলি নিক্ষেপ করছিলে, তখন ধূলি তুমি নিক্ষেপ করো নি বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন। (আর তিনি এ অনুগ্রহ করেছেন) বিশ্বাসীদের এক কঠিন পরীক্ষায় সফলতার স্বাদ দেয়ার জন্যে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন। ১৮. এ ছিল আল্লাহর অভিপ্রায়। আর আল্লাহ দেখালেন, কীভাবে তিনি ব্যর্থ করে দেন সত্য অস্বীকারকারীদের ষড়যন্ত্র।

১৯. (সত্য অস্বীকারকারীদের বলো) তোমরা ফয়সালা চেয়েছিলে, ফয়সালা হয়ে গেছে। এখন যদি তোমরা (শত্রুতা থেকে) বিরত হও, তবে তা তোমাদের জন্যে ভালো। আর তোমরা যদি আবার যুদ্ধ করো, আবারও শাস্তি পাবে। তোমাদের বাহিনী যত বড়ই হোক, তা কাজে আসবে না। আল্লাহ সবসময় বিশ্বাসীদের সাথেই রয়েছেন।

॥ রুকু ৩ ॥

২০. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো। তোমরা আল্লাহর নির্দেশ শোনার পর তা অমান্য কোরো না। ২১. তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা বলে, 'আমরা শুনলাম' কিন্তু আসলে তারা শোনে না। ২২. নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই মূক ও বধিররা, যারা তাদেরকে প্রদত্ত বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করে না। ২৩. আর আল্লাহ যদি (সত্য অনুসন্ধানে) আন্তরিকতা দেখতেন, তবে তিনি অবশ্যই ওদেরকে শোনানোর ব্যবস্থা করতেন। (যেহেতু ওদের মধ্যে সত্য অনুসন্ধানে আন্তরিকতা অনুপস্থিত, তাই) ওদেরকে সত্যের বাণী শোনালেও ওরা একগুঁয়েমি করে তা উপেক্ষা করবে।

২৪. হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আহ্বানে সাড়া দাও। রসুল যা করতে বলেন, তা করো। কারণ এর মধ্যেই তোমাদের জীবনের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। জেনে রাখো, মনের (ইচ্ছা) ও মানুষের (কাজের) মাঝখানে আল্লাহ (সচেতনতার) অবস্থান। (অর্থাৎ আল্লাহ-সচেতনতাই একজন মানুষকে খেয়ালখুশিমতো কাজ করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারে।) আর তোমরা তাঁর কাছেই সমবেত হবে। ২৫. তোমরা এমন ফেতনা-ফ্যাসাদ থেকে নিজেদের রক্ষা করো, যার অশুভ পরিণতি শুধু জালেমদের ওপরই পড়বে না (তোমাদের ওপরও পড়বে)। আল্লাহ শাস্তিদানেও কঠোর।

http://alQuran.org.bd

২৬. স্মরণ করো সেই সময়ের কথা! যখন তোমরা সংখ্যায় ছিলে কম, তোমাদের গণ্য করা হতো দুর্বল ও শক্তিহীনরূপে। আশঙ্কা করতে কখন প্রতিপক্ষ তোমাদের পাকড়াও ও সর্বস্বান্ত করে। তারপর তিনি তোমাদের আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করলেন, নিজ রহমতে তোমাদের শক্তিশালী করলেন। দান করলেন উত্তম জীবনোপকরণ যাতে তোমরা শোকরগোজার হতে পারো।

২৭-২৮. অতএব হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিশ্বাসকে ভঙ্গ কোরো না আর জেনেশুনে পরস্পরের আমানতের কোনো খেয়ানত কোরো না। জেনে রাখো, ধনসম্পত্তি ও সন্তানসন্ততি তো তোমাদের জন্যে এক প্রলুব্ধকারী পরীক্ষা মাত্র। আসল পুরস্কার তো আল্লাহর কাছে।

॥ রুকু ৪ ॥

২৯. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যদি আল্লাহ-সচেতন থাকো, তাহলেই তিনি তোমাদেরকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করার মানদণ্ড ও শক্তি দেবেন। তোমাদের পাপমোচন করবেন। তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ সর্বোত্তম কল্যাণদাতা।

৩০. স্মরণ করো সেই সময়ের কথা! যখন সত্য অস্বীকারকারীরা তোমাকে বন্দি, হত্যা বা নির্বাসিত করার জন্যে ষড়যন্ত্র করেছিল। তারা ষড়যন্ত্র করেছিল আর আল্লাহ ষড়যন্ত্র বানচালে নিগূঢ় কৌশল অবলম্বন করলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রেষ্ঠ কুশলী।

৩১. আর সত্য অস্বীকারকারীদের সামনে যখন কোরআনের বাণী পাঠ করা হয়, তখন ওরা বলে, আমরা শুনেছি। ইচ্ছা করলে আমরাও এ ধরনের কথা বলতে পারি। এগুলো তো সেকেলে কল্পকাহিনী।
৩২. স্মরণ করো! তারা বলেছিল, 'হে আল্লাহ! এসব যদি তোমার তরফ থেকে প্রেরিত সত্য হয়, তবে আমাদের ওপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করো বা আমাদের ওপর (অন্য কোনো) কঠিন আজাব প্রেরণ করো।'

৩৩. (হে নবী!) তুমি যেহেতু ওদের মধ্যে ছিলে, সেজন্যে আল্লাহ তখন ওদের শাস্তি দেন নি। তাছাড়া ওরা (একটু অবকাশ পেয়ে) ক্ষমাপ্রার্থনা করলে তিনি ওদের শাস্তি দেবেন, আল্লাহ এমনও নন।
৩৪. কিন্তু এখন ওদের শাস্তি না দেয়ার পক্ষে আর কোনো যুক্তি অবশিষ্ট আছে কি? ওরা তো

http://alQuran.org.bd

বিশ্বাসীদের কাবাঘরে যাওয়ার পথে বাধা দিচ্ছে! যদিও ওরা এর বৈধ তত্ত্বাবধায়ক নয়। একমাত্র আল্লাহ-সচেতনরাই এর বৈধ তত্ত্বাবধায়ক। অবশ্য এই জালেমদের অধিকাংশই তা জানে না। ৩৫. কাবাঘরের কাছে ওদের নামাজ হচ্ছে শিষ ও করতালি দেয়া। অতএব সত্য অস্বীকারের জন্যে এখন ওরা শাস্তি ভোগ করুক!

৩৬. নিশ্চয়ই সত্য অস্বীকারকারীরা সাধারণ মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার জন্যে তাদের অর্থবিত্ত ব্যয় করছে। এ অব্যাহত ব্যয় ও প্রচেষ্টাই ওদের আফসোসের কারণ হবে এবং শেষ পর্যন্ত ওরা পরাজিত হবে। নিশ্চয়ই সত্য অস্বীকারকারীদের একত্র করে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে। ৩৭. কারণ আল্লাহ দুর্জনকে সুজন থেকে আলাদা করবেন। তারপর দুর্জনদের একত্র করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। নিশ্চয়ই সত্য অস্বীকারকারীরাই পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

॥ রুকু ৫ ॥

৩৮. হে নবী! সত্য অস্বীকারকারীদের বলো, এখনো যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করো, তবে অতীতে যা-কিছু ভুল করেছ, আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু যদি তোমরা অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করতে থাকো, তবে অতীতের জুলুমবাজদের পরিণতি তো সবারই জানা।

৩৯. অতএব হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সত্য অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম করো, যতক্ষণ পর্যন্ত না অশান্তি নির্মূল হয় এবং আল্লাহর ধর্মবিধান সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে ওরা যদি অশান্তি সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ ওদের কাজ অনুসারেই প্রতিফল দেবেন। ৪০. আর যদি ওরা সত্য অস্বীকার করে তবে জেনে রাখো, আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক। তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক!

http://alQuran.org.bd

দশম পারা

৪১. জেনে রাখো, গনিমতের মালের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ, রসুল, রসুলের স্বজন, এতিম, গরিব, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্যে নির্দিষ্ট। তোমরা যদি আল্লাহ এবং সত্য-মিথ্যার ফয়সালার দিন (বদরে দুই বাহিনীর মুখোমুখি যুদ্ধের সময়) আমি আমার বান্দার প্রতি যা নাজিল করেছিলাম, তাতে বিশ্বাস করো (তবে অবশ্যই এই নিয়ম পালন করবে)। আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

৪২. স্মরণ করো! তোমরা ছিলে প্রান্তরের একদিকে আর প্রতিপক্ষরা শিবির গেড়েছিল অপর প্রান্তে অনেক দূরে। আর উটবাহিনী ছিল উপত্যকার নিম্নভূমিতে। যদি বুঝতে এ মুহূর্তে যুদ্ধ আসন্ন, তবে তোমরা এড়িয়ে যেতে চাইতে। কিন্তু আল্লাহ যা ঘটাতে চেয়েছিলেন, তা-ই ঘটল। তিনি চেয়েছিলেন, যার ধ্বংস হওয়ার কথা সে যাতে সত্য-অসত্যের প্রমাণ প্রকাশের পর ধ্বংস হয় আর যার জীবিত থাকার কথা সে যাতে সত্য-অসত্যের সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখে। আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন।

৪৩. হে নবী! স্মরণ করো! আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন যে, ওরা সংখ্যায় অল্প। যদি স্বপ্নে ওদের সংখ্যা বেশি দেখতে তবে তোমরা সাহস হারাতে এবং যুদ্ধের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হতো। কিন্তু আল্লাহ এ থেকে তোমাদের রক্ষা করলেন। মানুষের মনের খবর তিনি ভালোভাবেই জানেন।

৪৪. স্মরণ করো! তোমরা যখন শত্রুর মুখোমুখি হলে, তখন তিনি ওদেরকে তোমাদের দৃষ্টিতে সংখ্যায় কম এবং তোমাদেরকে ওদের দৃষ্টিতে সংখ্যায় কম দেখালেন, যাতে যা অবধারিত তা-ই ঘটতে পারে। আসলে সব বিষয়ে আল্লাহর কথাই তো শেষ কথা।

॥ রুকু ৬ ॥

৪৫. হে বিশ্বাসীগণ! প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় সবসময় দৃঢ় থাকবে এবং বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করবে, তাহলেই তোমরা সফল হবে।
৪৬. আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে। কখনো পারস্পরিক কোন্দলে লিপ্ত হবে না। যদি হও তবে তোমাদের শক্তি নিঃশেষ

http://alQuran.org.bd

হবে। তোমরা সকল প্রতিকূলতার মুখে ধৈর্যে অবিচল থাকবে। আল্লাহ সবসময় ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন।

৪৭. যারা গর্বভরে নিজেদের শানশওকত প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, তাদের চালচলন অনুসরণ কোরো না। কারণ তারা (সত্য অস্বীকার করে আর) লোকদেরকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয়। কিন্তু (ওরা বোঝে না যে) ওরা আল্লাহর শক্তির আওতার মধ্যেই রয়েছে।

৪৮. স্মরণ করো! শয়তান ওদের কাছে ওদের কাজকে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছিল এবং বলেছিল, 'আজ কোনো মানুষই তোমাদের ওপর বিজয়ী হবে না, আমি তোমাদের সাথে আছি।' কিন্তু যখন যুদ্ধ শুরু হলো, তখন সে পেছন থেকে কেটে পড়ল এবং বলল, 'তোমাদের ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব আমার নেই। আমি এখন এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি, যা তোমরা দেখছ না। আমি আল্লাহকে ভয় করি। কারণ তিনি শাস্তিদানেও কঠোর।'

॥ রুকু ৭ ॥

৪৯. একই সময়ে মুনাফেক ও বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন লোকেরা বলাবলি করছিল, 'বিশ্বাসীদের ধর্মবিশ্বাসই তাদের বিভ্রান্ত করেছে।' কিন্তু যারা আল্লাহর ওপর নির্ভর করে তারা জেনে রাখো, আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও প্রজ্ঞাময়।

৫০. তোমার প্রতিপালক যখন সত্য অস্বীকারকারীদের মৃত্যুর মুখোমুখি করলেন, তখনকার অবস্থা যদি তুমি দেখতে পেতে তাহলে দেখতে, প্রাণহরণের সময় ফেরেশতারা তাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করে বলছে,
'এবার জাহান্নামের দহনযন্ত্রণা ভোগ করো।' ৫১. আর এ শাস্তি
তোমাদের কর্মফল। আল্লাহ তাঁর কোনো বান্দার ওপর জুলুম করেন না।
৫২. ফেরাউনের স্বজন এবং ওদের পূর্ববর্তী সত্য অস্বীকারকারীদের মতো এরাও আল্লাহর বাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাই আল্লাহ ওদের পাপের জন্যে ওদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান, শাস্তিদানেও কঠোর।

৫৩. দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গিয়ে ক্ষতিকর ও নেতিবাচকতায় আচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়কে প্রদত্ত ধনসম্পত্তি ও নেয়ামত প্রত্যাহার করেন না।

http://alQuran.org.bd

[ব্যক্তি ও পরিবারের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য] আর আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন।

৫৪. ফেরাউন ও তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণতি এ মূলনীতি অনুসারেই ঘটেছে। ওরাও এদের মতো প্রতিপালকের বাণী ও নির্দেশাবলিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ওদের পাপের জন্যেই ওদের ধ্বংস করেছি। ফেরাউনের সম্প্রদায়কে পানিতে ডুবিয়েছি। ওরা সবাই ছিল জালেম।

৫৫. আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী হচ্ছে, যারা ক্রমাগত সত্য অস্বীকার করে এবং পরিণামে বিশ্বাসের আশ্রয় থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করে।
৫৬. ওদের যাদের সাথেই তুমি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছ, তারা আল্লাহ-সচেতন না হওয়ার কারণে প্রতিটি সুযোগেই চুক্তিভঙ্গ করে। ৫৭. যুদ্ধের ময়দানে তাদেরকে পেলে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে এমনভাবে তাদের বিনাশ করো, যাতে চুক্তিভঙ্গকারীদের পরিণাম দেখে অন্যেরা শিক্ষালাভ করতে পারে।

৫৮. আর যদি কোনো সম্প্রদায়ের কাছ থেকে চুক্তিভঙ্গ বা বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করো, তবে প্রকাশ্যভাবে তাদের চুক্তি বাতিল করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের অপছন্দ করেন।

॥ রুকু ৮ ॥

৫৯. সত্য অস্বীকারকারীরা যেন মনে না করে যে, ওরা অন্যায় করে পার পেয়ে যাবে। ওরা কখনো (আল্লাহর উদ্দেশ্যকে) ব্যর্থ করতে পারবে না।
৬০. অতএব সত্য অস্বীকারকারীদের মোকাবেলায় সর্বাত্মক রণপ্রস্তুতি গ্রহণ করো। তোমাদের রণপ্রস্তুতি দেখে যাতে প্রকাশ্য ও গোপন শত্রুরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আর আল্লাহর পথে তোমরা যা-কিছু ব্যয় করবে, তার পূর্ণ প্রতিফল তোমাদের দেয়া হবে। তোমাদের কোনো প্রাপ্তিই অপূর্ণ থাকবে না।

৬১. আর প্রতিপক্ষ যদি সন্ধি করতে চায়, তবে তুমিও সন্ধির ব্যাপারে মনোযোগী হবে এবং আল্লাহর ওপর নির্ভর করবে। নিশ্চয়ই তিনি সব শোনেন, সব জানেন। ৬২-৬৩. আর সন্ধি করার নামে যদি তারা তোমাকে ধোঁকা দিতে চায়, তবে তোমার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহই তোমাকে

http://alQuran.org.bd

নিজে সাহায্য দিয়েছেন, সেইসাথে বিশ্বাসীদের দিয়ে তোমাকে শক্তিশালী করেছেন। তাদের মধ্যে একাত্মতা সৃষ্টি করেছেন। তুমি যদি সারা পৃথিবীর ধনসম্পত্তি তাদের পেছনে ব্যয় করতে, তাহলেও তাদের এভাবে পরস্পর একাত্ম করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের একাত্ম করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশক্তিমান ও প্রজ্ঞাময়। ৬৪. হে নবী! তোমার জন্যে ও তোমার অনুসারী বিশ্বাসীদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট।

॥ রুকু ৯ ॥

৬৫. হে নবী! বিশ্বাসীদেরকে রণে (মৃত্যুভয়কে জয় করতে) উদ্বুদ্ধ করো। তাহলে চূড়ান্ত প্রতিকূলতার মুখে ধৈর্যশীল ও প্রত্যয়ী ২০ জন ২০০ জনের ওপর বিজয়ী হতে পারবে। আর ১০০ জন বিজয়ী হবে হাজার জন সত্য অস্বীকারকারীর ওপর। আর সত্য অস্বীকারকারীরা এ বাস্তবতাকে কখনো বুঝতে পারবে না।

৬৬. যা হোক, আপাতত আল্লাহ তোমাদের দায়িত্ব লাঘব করে দিয়েছেন। আল্লাহ জানেন, তোমাদের দুর্বলতার কথা। তাই আল্লাহর অনুগ্রহে তোমাদের মধ্যে বিপদে ধৈর্যশীল ও প্রত্যয়ী ১০০ জন প্রতিপক্ষ ২০০ জনের ওপর বিজয়ী হবে আর এক হাজার জন বিজয়ী হবে দুই হাজার জনের ওপর। বিপদে যারা ধৈর্যশীল, আল্লাহর অনুগ্রহ তাদের সাথেই থাকে।

৬৭. যুদ্ধের কারণে বা যুদ্ধক্ষেত্রে ধৃত না হলে কাউকে বন্দি করে রাখা কোনো নবীর জন্যে শোভন নয়। (বন্দির মুক্তিপণরূপে) তোমরা চাও পার্থিব সম্পত্তি আর আল্লাহ চান পরকালীন কল্যাণ। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, প্রজ্ঞাময়।
৬৮. আল্লাহর পূর্ববিধান না থাকলে তোমরা যে (মুক্তিপণ) গ্রহণ করেছ, সেজন্যে কঠিন আজাব প্রেরণ করা হতো। ৬৯. গনিমতের মালকে তোমরা হালাল ও উত্তম হিসেবে ভোগ করো। সবসময় আল্লাহ-সচেতন থেকো। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

॥ রুকু ১০ ॥

৭০. হে নবী! তোমাদের হেফাজতে থাকা যুদ্ধবন্দিদের বলো, তোমাদের অন্তরে যদি আল্লাহ কোনো কল্যাণ চিন্তা দেখেন, তবে তোমাদের কাছ থেকে যা নেয়া হয়েছে, তার চেয়ে অনেক ভালো কিছু তিনি তোমাদের দান

http://alQuran.org.bd

করবেন। তিনি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

৭১. আর তারা যদি তোমার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে চায়, (তুমি জানো) তারা তো ইতঃপূর্বে আল্লাহর সাথেও বিশ্বাস ভঙ্গ করেছিল, তাহলে মনে রেখো, আল্লাহ্ই তাদের ওপর বিশ্বাসীদেরকে শক্তিমান করেছেন। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৭২. নিঃসন্দেহে যারা বিশ্বাস করেছে, হিজরত করেছে, জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে সর্বাত্মক সংগ্রাম করেছে, যারা বিশ্বাসীদের আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারা পরস্পরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। আর যারা বিশ্বাস করেছে, কিন্তু (তোমার দেশে) হিজরত করে নি, তারা হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের কোনো দায়িত্ব তোমাদের ওপর নেই। কিন্তু তারা যদি ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে তোমাদের সাহায্য কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু যে সম্প্রদায়ের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে বিষয়টি প্রযোজ্য নয়। তোমরা যা করো আল্লাহ তার সম্যক-দ্রষ্টা।

৭৩. সত্য অস্বীকারকারীরা (পাপাচারীরা সবসময়) পরস্পরকে সাহায্য করে। হে বিশ্বাসীরা! তোমরা যদি আন্তরিকভাবে পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে না আসো তবে জমিনে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।

৭৪. যারা বিশ্বাস করেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে সর্বাত্মক সংগ্রাম করেছে এবং যারা বিশ্বাসীদের আশ্রয় দিয়েছে, তারাই সত্যিকার বিশ্বাসী।
তাদের জন্যে রয়েছে প্রতিপালকের ক্ষমা ও উত্তম জীবনোপকরণ। ৭৫. যারা
পরবর্তী সময়ে বিশ্বাস করেছে, হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে একত্র হয়ে আল্লাহর পথে সর্বাত্মক সংগ্রাম করেছে তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর বিধান অনুসারে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে আত্মীয়দের দাবি অগ্রগণ্য। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে সবচেয়ে ভালো জানেন।

http://alQuran.org.bd

৯. সূরা তওবা

রুকু ১৬ ॥ আয়াত ১২৯ ॥ মাদানী

(হে বিশ্বাসীগণ!) তোমরা শরিককারীদের সাথে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের তরফ থেকে তা বাতিল করা হলো। ২. অতএব (হে শরিককারীরা!) তোমরা আল্লাহর জমিনে চার মাস ইচ্ছেমতো ঘোরাফেরা করো, কিন্তু জেনে রাখো, তোমরা কখনো আল্লাহর আওতার বাইরে যেতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের লাঞ্ছিত করবেন।

৩. হজের বড় দিনে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহর সাথে যারা শরিক করে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রসুল পুরোপুরি দায়মুক্ত। তোমরা যদি তওবা করো, তবে তা তোমাদের জন্যেই কল্যাণ বয়ে আনবে। আর তোমরা যদি সত্যবিমুখ হও, তবে জেনে রাখো, আল্লাহর আওতা থেকে তোমাদের পালানোর কোনো পথ নেই। তাই (হে নবী!) সত্য অস্বীকারকারীদের নিদারুণ শাস্তির সংবাদ দাও। ৪. তবে শরিককারীদের মধ্যে যারা তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ এবং চুক্তির শর্তাবলি মেনে চলেছে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করে নি, তাদের সাথে মেয়াদ পুরো না হওয়া পর্যন্ত চুক্তি মেনে চলবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ-সচেতন মানুষকেই আল্লাহ পছন্দ করেন।

৫. (প্রচলিত রীতি অনুযায়ী) সংঘাত নিষিদ্ধ মাসসমূহ পার হওয়ার পর (বিবদমান) শরিককারীদের যেখানে পাও, সেখানে ওদের বিনাশ করো। সম্ভাব্য প্রতিটি স্থানে ওত পেতে থেকে (বিবদমান) শরিককারীদের পাকড়াও করো, অবরুদ্ধ করো। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, তবে তাদের মুক্ত করে দাও। মনে রেখো, আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু। ৬. আর শরিককারীদের মধ্যে যদি কেউ নিরাপত্তা প্রার্থনা করে তোমার কাছে (আল্লাহর বাণী শোনার জন্যে) আসতে চায়, তবে তাকে নিরাপত্তা দিয়ে কাছে আনো এবং (সময় নিয়ে) আল্লাহর বাণী শোনাও। তারপর সে যেখানে নিজেকে নিরাপদ মনে করে, সেখানে পৌঁছে দাও। (কারণ এমন হতে পারে যে) এরা সত্য না জানার কারণে (পাপে লিপ্ত)।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ২ ॥

৭. শরিককারীদের চুক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের নিকট কীভাবে বলবৎ থাকবে? অবশ্য (হে বিশ্বাসীগণ!) কাবাঘরের কাছে যাদের সাথে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে, যতদিন তারা চুক্তি মেনে চলবে, ততদিন তোমরাও চুক্তি অনুসরণ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ-সচেতন মানুষকে আল্লাহ ভালবাসেন।

৮. চুক্তি কীভাবে বলবৎ থাকতে পারে? কারণ (বিবদমান) শরিককারীরা যদি তোমাদের ওপর বিজয়ী হয়, তবে আত্মীয়তার সম্পর্ক বা সম্পাদিত নিরাপত্তা চুক্তির কোনো মর্যাদা তারা রাখবে না। ওরা মিঠাবুলি দিয়ে তোমাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে, কিন্তু অন্তরে পোষণ করে বিদ্বেষ। ওদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।

৯-১০. ওরা ক্ষুদ্র স্বার্থের বিনিময়ে আল্লাহর বাণীকে পরিত্যাগ করেছে, আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে গেছে। নিঃসন্দেহে ওদের এ-কাজ অতিনিকৃষ্ট! আসলে বিশ্বাসীদের সাথে আত্মীয়তা বা চুক্তির কোনো মর্যাদা এই সীমালঙ্ঘনকারীরা দেয় না।

১১. এরপরও যদি এরা ভুলের জন্যে অনুতপ্ত হয়, তওবার মাধ্যমে সৎপথে ফিরে আসে, নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই। আমি আমার বিধান বুদ্ধিমানদের জন্যে সবিস্তারে বয়ান করি।

১২. কিন্তু চুক্তি সম্পাদনের পরও যদি ওরা ওদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্ম নিয়ে বিদ্রুপ করে, তাহলে সত্য অস্বীকারকারী নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যাতে ওরা (তোমাদের আক্রমণ করা থেকে) নিবৃত্ত হয়। (হে বিশ্বাসীগণ! জেনে রাখো) ওদের কাছে ওদের নিজস্ব অঙ্গীকারেরও কোনো মূল্য নেই।

১৩. এমন শত্রু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তোমরা কেন লড়াই করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে, রসুলকে বিতাড়িত করার জন্যে সম্ভাব্য সবকিছু করেছে? ওরাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে (তোমাদের ওপর জুলুম করেছে)। তোমরা কি ওদেরকে ভয় পাও? অথচ বিশ্বাসী হলে ভয় তো শুধু আল্লাহকেই পাওয়া উচিত!

http://alQuran.org.bd

১৪-১৫. ওদের বিরুদ্ধে (নির্দ্বিধায়) লড়াই করো। তোমাদের হাত দিয়েই আল্লাহ ওদের শাস্তি দেবেন, ওদের অপদস্থ করবেন। আল্লাহ তোমাদের বিজয়ী করবেন, বিশ্বাসীদের চিত্তকে প্রশান্ত করবেন, ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রশমিত করবেন। এবং আল্লাহ (ওদের মধ্য থেকে) যাকে ইচ্ছা (তওবা করার তওফিক দিয়ে) ক্ষমা করবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১৬. (হে বিশ্বাসীগণ!) তোমরা কি মনে করেছ, তোমাদের পরীক্ষা ছাড়াই ছেড়ে দেয়া হবে? আল্লাহ অবশ্যই প্রত্যক্ষভাবে দেখবেন, তোমরা কারা আল্লাহর পথে প্রাণান্ত সংগ্রাম করেছ এবং আল্লাহ, তাঁর রসুল ও বিশ্বাসীদের ছাড়া অন্য কাউকে মিত্র ও অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো নি। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে-সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল।

॥ রুকু ৩ ॥

১৭. আল্লাহর সাথে যারা শরিক করে, এ শিরকের মাধ্যমে তারা নিজেরাই সত্য অস্বীকার করছে। অতএব শরিককারীরা কখনোই মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণকারী হতে পারে না। শিরক ওদের সব আমল বরবাদ করে দিয়েছে। জাহান্নামেই থাকবে ওরা চিরকাল।

১৮. অতএব যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না, তারাই হবে আল্লাহর মসজিদের সংরক্ষক। এরাই সৎপথ পাওয়ার প্রত্যাশা করতে পারে।

১৯. যারা হাজিদের পানি পান করায় আর কাবাঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে ও আল্লাহর পথে প্রাণান্ত সংগ্রামে লিপ্ত; এদের দুদলের পুণ্য কি সমান হতে পারে? (কখনো নয়!) আল্লাহর কাছে তারা কখনো সমান নয়। আসলে জালেমরা কখনো সৎপথ খুঁজে পায় না।

২০. যারা বিশ্বাস করেছে, যারা হিজরত করেছে, যারা জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছে, তারাই প্রতিপালকের কাছে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, তারাই সফলকাম। **২১-২২.** তাদের প্রতিপালক তাদের ওপর সন্তুষ্ট। তিনি তাদেরকে তাঁর অপার করুণা ও জান্নাতের সুখবর দিচ্ছেন। সেখানে তারা থাকবে পরমসুখে, থাকবে চিরকাল। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কারের সকল উপকরণ।

http://alQuran.org.bd

২৩. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের পিতা ও ভাইয়েরা যদি বিশ্বাস অপেক্ষা সত্য অস্বীকারকেই অধিক শ্রেয় মনে করে, তবে ওদেরকে কখনোই মিত্র বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ কোরো না। তোমাদের মধ্যে যারা ওদেরকে মিত্র বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে, তারা নিঃসন্দেহে জালেম।

২৪. হে নবী! বলো, 'তোমাদের পিতা, সন্তান, ভাই, স্ত্রী, আত্মীয়স্বজন, সগোত্র, অর্জিত ধনসম্পত্তি, ব্যবসাবাণিজ্য, যার মন্দার আশঙ্কা করো আর তোমাদের পছন্দের বাড়িঘর যদি আল্লাহ, তাঁর রসুল এবং আল্লাহর পথে প্রাণান্ত সংগ্রাম করার চেয়ে বেশি প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো (সেদিন পর্যন্ত) যখন আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালা তোমাদের সামনে উপস্থিত হবে। (জেনে রাখো) আল্লাহ সত্যত্যাগীদের কখনো সৎপথ প্রদর্শন করেন না।'

॥ রুকু ৪ ॥

২৫. (হে বিশ্বাসীগণ!) অনেক যুদ্ধেই আল্লাহ তোমাদের বিজয়ী করেছেন (তোমরা তখন সংখ্যায় কম ছিলে)। আবার হুনাইনের যুদ্ধের দিনে, যখন সংখ্যাধিক্য নিয়ে তোমরা গর্ব করছিলে (সেদিনও তিনিই তোমাদের বিজয়ী করেছেন)। তোমাদের সংখ্যাধিক্য কোনো কাজে আসে নি। বিশাল পৃথিবীও তোমাদের জন্যে সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আর তোমরা জান নিয়ে রণক্ষেত্র থেকে পালাচ্ছিলে।

২৬. তখন আল্লাহ তাঁর রসুল ও বিশ্বাসীদের ওপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন আর অবতীর্ণ করেন অদৃশ্য শক্তি, যা তোমাদের কাছে দৃশ্যমান হয় নি। আর তিনি সত্য অস্বীকারকারীদের কঠিন শাস্তি প্রদান করেন। এটাই সত্যবিরোধীদের কর্মফল।

২৭. এরপরও সত্য অস্বীকারকারীদের (মধ্য থেকে যারা অনুশোচনা করবে তাদের) যাকে ইচ্ছা আল্লাহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

২৮. হে বিশ্বাসীগণ! শরিককারীরা (ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে অন্তরে) অপবিত্র। তাই এ বছরের পর ওরা যেন কাবাঘরের কাছেও আসতে না পারে। আর তোমরা যদি (এর ফলে) অভাব-অনটনের আশঙ্কা করো তবে জেনে রাখো, আল্লাহ ইচ্ছা করলেই তোমাদেরকে তাঁর নেয়ামতে সমৃদ্ধ, অভাবমুক্ত করতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

http://alQuran.org.bd

২৯. (হে বিশ্বাসীগণ!) যাদের ওপর ইতঃপূর্বে কিতাব নাজিল হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করে না, পরকালেও বিশ্বাস করে না, আল্লাহ ও তাঁর রসুল তাদের জন্যে যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা নিষিদ্ধ বলে গণ্য করে না এবং সত্যধর্ম অনুসরণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা জিজিয়া অর্থাৎ 'অব্যাহতি কর' প্রদান করে শান্তিস্থাপনে সম্মত না হয়।

॥ রুকু ৫ ॥

৩০. ইহুদিরা বলে, 'ওজায়ের আল্লাহর পুত্র' এবং খ্রিষ্টানরা বলে, 'ঈসা মসিহ আল্লাহর পুত্র'। আসলে এ ভিত্তিহীন কথা তারা বলছে পূর্ববর্তী সত্য অস্বীকারকারীদের কথাবার্তা অনুকরণ করে। (ফলে ওরা অভিশপ্ত হওয়ার যোগ্য) 'আল্লাহ ওদের ধ্বংস করুন'। আসলে ওদের মানসিকতা কত না বিকৃত হয়ে গেছে!

৩১. ওরা আল্লাহ ছাড়া পুরোহিত ও সংসারবিরাগী দরবেশ এবং মরিয়মপুত্র ঈসাকে ওদের প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু ওদেরকে এক আল্লাহর উপাসনা করার জন্যেই আদেশ দেয়া হয়েছিল। সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। যাদেরকে ওরা আল্লাহর শরিক ভাবে তাদের চেয়ে তিনি কত সুমহান, কত পবিত্র!

৩২. ওরা আল্লাহর (দিক-নির্দেশনার) আলো এক ফুঁ দিয়েই নিভিয়ে ফেলতে চায়। কিন্তু আল্লাহ তা হতে দেবেন না। সত্য অস্বীকারকারীদের কাছে এটা যত দুঃসহ হোক না কেন, আল্লাহ চান তাঁর (দিক-নির্দেশনার) আলো পুরোপুরি উদ্ভাসিত হোক।

৩৩. বিষয়টি শরিককারীদের কাছে যতই অসহনীয় হোক না কেন, আল্লাহ তাঁর রসুলকে সত্যধর্ম ও বিধিবিধান প্রচারের জন্যে পাঠিয়েছেন, যাতে করে শেষ পর্যন্ত তা সকল (ভ্রান্ত) ধর্মের ওপর বিজয়ী হয়।

৩৪. হে বিশ্বাসীগণ! জেনে রাখো, ধর্মযাজক ও পুরোহিতদের অনেকেই মানুষের ধনসম্পত্তি অন্যায়ভাবে ভোগ করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথে আসা থেকে বিরত রাখে। যারা সোনারুপা জমিয়ে পুঞ্জীভূত করে এবং আল্লাহর পথে (মানুষের কল্যাণে) তা ব্যয় করা থেকে বিরত থাকে, ওদেরকে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। ৩৫. যেদিন এই পুঞ্জীভূত

http://alQuran.org.bd

সোনারুপা জাহান্নামের গনগনে আগুনে গরম করা হবে এবং তা দিয়ে কপালে, পাশে ও পিঠে ছ্যাঁকা দেয়া হবে, (সেদিন ঐ পাপিষ্ঠদের বলা হবে) এ সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা করেছিলে। এবার এ সঞ্চয়ের স্বাদ পুরোপুরি গ্রহণ করো।

৩৬. মহাবিশ্বের সৃষ্টির সময় থেকেই জারি করা বিধান অনুসারে আল্লাহর কাছে গণনার জন্যে মাস হচ্ছে ১২টি। এর মধ্যে চারটি মাস (মহররম, রজব, জিলকদ ও জিলহজ) (হিংসা-সংঘাত) নিষিদ্ধ মাস। এটি স্থায়ী বিধান। অতএব এর মধ্যে তোমরা নিজেদের ওপর জুলুম কোরো না। আর শরিককারীরা যেভাবে একাট্টা হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও সজ্ঘবদ্ধভাবে ওদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামে সর্বস্বত্যাগে প্রস্তুত থাকো। জেনে রাখো, আল্লাহ-সচেতনদের সাথে আল্লাহ সবসময়ই থাকেন।

৩৭. মাস পিছিয়ে দেয়া ওদের দিক থেকে সত্য অস্বীকার করার আরেকটি উদাহরণ। এ প্রক্রিয়ায় সত্য অস্বীকারকারীরা আরো বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়। ওরা এক বছর একটি মাসকে নিষিদ্ধ করে আবার আরেক বছর একে বৈধ করে। ওদের উদ্দেশ্য একটাই। তা হচ্ছে, আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন, তাকে যেন ওরা বৈধ করতে পারে। এভাবে মাস গণনা হলো আবার নিষিদ্ধ মাস বৈধও হলো। ওদের মন্দ কাজগুলোও ওদের কাছে আকর্ষণীয় ও চাকচিক্যময় হয়ে ওঠে। আসলে আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

॥ রুকু ৬ ॥

৩৮. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের কী হয়েছে? যখন তোমাদের আল্লাহর পথে সর্বাত্মক সংগ্রামে শামিল হওয়ার ডাক দেয়া হচ্ছে, তখন তোমরা (গৃহপালিত পশুর ন্যায়) ঘরের কোণায় নিজেকে আটকে রাখতে চাচ্ছ? তোমরা কি পরকালীন কল্যাণের পরিবর্তে পার্থিব আরাম-আয়েশকেই প্রাধান্য দিচ্ছ? অথচ পরকালীন অনন্ত সুখের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অতিতুচ্ছ! ৩৯. যদি তোমরা আল্লাহর পথে সর্বাত্মক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে না পড়ো, তবে তিনি তোমাদের লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং অন্য কোনো জনগোষ্ঠীকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা (সংগ্রাম থেকে নিবৃত্ত হয়ে) আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ যা-ইচ্ছা তা করার ক্ষমতা আল্লাহর রয়েছে।

http://alQuran.org.bd

৪০. যদি তোমরা রসুলের পাশে এসে না দাঁড়াও (তবে জেনে রাখো, আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। যেমনভাবে) আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন, যখন সত্য অস্বীকারকারীরা তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল এবং সে ছিল দুজনের একজন (অপরজন আবু বকর)। যখন তারা গুহায় লুকিয়ে ছিল, তখন রসুল তার সাথিকে বলেছিল, 'চিন্তা কোরো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।' তখন আল্লাহ তার ওপর প্রশান্তি বর্ষণ করলেন এবং শক্তিমান করলেন এমন শক্তিতে, যা তোমাদের কাছে দৃশ্যমান নয়। তিনি সত্য অস্বীকারকারীদের প্রয়াসকে ধূলিসাৎ করে দিলেন। আসলে আল্লাহর কথাই তো চূড়ান্ত! আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৪১. (অতএব হে বিশ্বাসীগণ!) হালকা বা ভারী সকল উপকরণ নিয়ে আল্লাহর পথে সর্বাত্মক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ো। আল্লাহর পথে সর্বাত্মক সংগ্রাম করো মাল দিয়ে, জান দিয়ে। এর মধ্যে তোমাদের জন্যে অনন্ত কল্যাণ রয়েছে, যদি তোমরা জানতে!

৪২. যদি সম্পত্তিলাভের আশু সম্ভাবনা থাকত এবং যাত্রাপথ সহজ হতো, তবে (হে নবী!) ওরা অবশ্যই তোমাকে অনুসরণ করত। কিন্তু ওদের কাছে মনে হয়েছে যে, যাত্রাপথ অনেক দীর্ঘ ও বন্ধুর। এরপরও (হে বিশ্বাসীরা! তোমরা ফিরে আসার পর) ওরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, 'পারলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম।' আসলে (এই মিথ্যা শপথ করে) ওরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের কারণ হচ্ছে! কারণ আল্লাহ জানেন, ওরা মিথ্যা বলছে!

॥ রুকু ৭ ॥

৪৩. (হে নবী!) আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন! ওদেরকে কেন ঘরে থেকে যাওয়ার অনুমতি দিলে? (অনুমতি না দিলে) তুমি সুস্পষ্ট বুঝতে পারতে, কারা সত্যবাদী। জানতে পারতে, কারা মিথ্যাবাদী!

৪৪. যারা (সত্যি সত্যিই) আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তারা কখনোই মাল ও জান দিয়ে (আল্লাহর পথে) সংগ্রাম করা থেকে অব্যাহতি চাইতে পারে না। কে আল্লাহ-সচেতন–এ বিষয়ে আল্লাহ খুব ভালোভাবেই জানেন।
৪৫. তোমার কাছে (সর্বাত্মক সংগ্রাম থেকে) অব্যাহতি তারাই চাইবে, যারা

http://alQuran.org.bd

আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী নয়, যাদের অন্তর শঙ্কা ও সংশয়ে আচ্ছন্ন। এ শঙ্কা ও সংশয়ের কারণেই ওরা সবসময় দোদুল্যমান।

৪৬. কারণ ওরা যদি সংগ্রামে (সত্যি সত্যিই) তোমার সহযাত্রী হওয়ার ইচ্ছা করত, তবে ওরা অবশ্যই সেজন্যে কিছু না কিছু প্রস্তুতি নিত। কিন্তু এ দোদুল্যমানরা অভিযাত্রায় শরিক হোক, আল্লাহ তা চান নি। তাই তিনি ওদের বিরত থাকার প্রক্রিয়ায় ফেলে দেন। ওদের বলা হয়, 'অন্য যারা ঘরে থেকে যাচ্ছে, ওদের সাথে তোমরাও থেকে যাও।'

৪৭. (হে বিশ্বাসীগণ!) এ মুনাফেকরা যদি তোমাদের সাথে অভিযাত্রায় শামিল হতো, তাহলে ওরা তোমাদের মধ্যে বিভ্রান্তি বাড়িয়ে দিত। ওরা তোমাদের মধ্যে ঘোরাফেরা করত শুধু বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির লক্ষ্যে। আর ওদের কথায় কান দেয়ার মতো অনেক মানুষই তোমাদের মধ্যে রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের তৎপরতা সম্পর্কে সবকিছুই জানেন।

৪৮. (হে নবী!) এর আগেও ওরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে, তোমার পরিকল্পনা বানচাল করার জন্যে বার বার চক্রান্ত করেছে। কিন্তু ওদের কাছে অত্যন্ত অপ্রীতিকর মনে হলেও সত্য প্রকাশিত হলো আর আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়িত হলো।

৪৯. ওদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে বলে, 'আমাকে ঘরে থাকার অনুমতি দিন, আমাকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলবেন না।' কার্যত ওরা তো (ঘরে থাকার অনুমতি চেয়ে) ইতোমধ্যেই পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে, পতিত হয়েছে কঠিন বিপদে। বস্তুত জাহান্নামের আগুন সত্য অস্বীকারকারীদের ঘিরে রেখেছে।

৫০. তোমার ভালো কিছু হলে ওদের খুব খারাপ লাগে। আর তোমার কোনো ঝামেলা দেখলে ওরা মনের আনন্দে সটকে পড়ে। আর বলে, 'আমরা তো আগেই সতর্ক হয়ে গিয়েছিলাম।' ৫১. হে নবী! বলো, 'আল্লাহ যা নির্ধারিত করেছেন, এর বাইরে কিছুই আমাদের জীবনে ঘটবে না।' তিনিই আমাদের প্রভু, সর্বকর্ম বিধায়ক। আর বিশ্বাসীদের তো শুধু আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত।

৫২. হে নবী! (সত্য অস্বীকারকারীদের) বলো, তোমরা কি আমাদের (খারাপ) কিছু ঘটুক, এজন্যে অপেক্ষা করছ? অথচ সবচেয়ে ভালো দুটির

http://alQuran.org.bd

যে-কোনো একটি ছাড়া আমাদের আর কিছুই ঘটতে পারে না। আর তোমাদেরকে আল্লাহ নিজেই শাস্তি দেবেন, না আমাদের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়াবেন, তা দেখার জন্যেই আমরা অপেক্ষা করছি! অতএব তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও অপেক্ষা করছি।

৫৩. হে নবী! বলো, আসলে তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা (লোক-দেখানোর জন্যে) অনিচ্ছাকৃতভাবে, যে-ভাবেই দান করো না কেন, আল্লাহ তা গ্রহণ করবেন না। কারণ তোমরা ফাসেক–সত্যত্যাগী।

৫৪. ওরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে অমান্য করে, দায়সারাভাবে নামাজে হাজির হয় আর বিরক্তিসহকারে অর্থ সাহায্য করে বলেই ওদের দান গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।
৫৫. অতএব ওদের পার্থিব ধনসম্পত্তি ও সন্তানসন্ততি (থেকে প্রাপ্ত দৃশ্যমান সুখ) তোমাদের যেন মোহিত না করে। আল্লাহ তো পার্থিব জীবনে এগুলো দিয়েই ওদের শাস্তি দিতে চান। আর সত্য অস্বীকাররত অবস্থাতেই ওদের আত্মা দেহত্যাগ করবে।

৫৬. আর ওরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে, ওরা তোমাদের সাথেই রয়েছে, আসলে ওরা তোমাদের সাথে নেই। ওরা ভয়তাড়িত মানুষ।
৫৭. ওরা কোনো আশ্রয়স্থল, কোনো গুহা বা লুকানোর কোনো জায়গা পেলেই সে-দিকে দৌড়ে পালাবে।

৫৮. ওদের মধ্যে এমন মানুষ রয়েছে, যারা সদকা হিসেবে পাওয়া দান বিতরণের ব্যাপারে (হে নবী!) তোমার ভুল খোঁজার চেষ্টা করে। প্রাপ্ত দান থেকে ওদেরকে কিছু দেয়া হলে খুব খুশি হয়। কিন্তু কিছু না পেলে ক্ষোভ তাদের সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।
৫৯. অথচ আল্লাহ নিজে এবং তাঁর রসুলের মাধ্যমে যা দিয়েছেন, তাতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে যদি ওরা বলত, ‘আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট! আল্লাহ আমাদের তাঁর ইচ্ছেমতো অনুগ্রহে সিক্ত করবেন আর তাঁর রসুলও (আমাদের দান করবেন)। আমরা আল্লাহর দিকেই তাকিয়ে আছি’, তাহলে তা তাদের জন্যে কতই না মঙ্গলজনক হতো!

॥ রুকু ৮ ॥

৬০. যাকাত তো শুধু (এক) দরিদ্র, (দুই) অক্ষম, (তিন) যাকাত ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মচারী, (চার) যাদের মন জয় করা প্রয়োজন, (পাঁচ) মানুষকে

http://alQuran.org.bd

দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্যে, (ছয়) ঋণজর্জরিত অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্যে, (সাত) আল্লাহর পথে (জনকল্যাণমূলক কাজ, ধর্মপ্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে) এবং (আট) মুসাফিরদের জন্যে ব্যয় করা যাবে। (যাকাতের অর্থ ব্যয়ে) এটাই আল্লাহর বিধান। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৬১. আর সত্যের শত্রুদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা নবীকে কষ্ট দেয়ার জন্যে বলে, 'সে কানকথা শোনে'। (হে নবী!) বলো, 'হাঁ, তোমাদের জন্যে যা মঙ্গলজনক, তার কান তা-ই শোনে! সে আল্লাহতে বিশ্বাস করে, আস্থা রাখে বিশ্বাসীদের ওপর। আর তোমরা যারা বিশ্বাস করো, তাদের জন্যে সে তো (আল্লাহর) করুণা। আর যারা আল্লাহর রসুলকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন আজাব, নিদারুণ শাস্তি।'

৬২. (মুনাফেকরা) তোমাদেরকে খুশি করার জন্যে তোমাদের কাছে আল্লাহর শপথ করে। অথচ সত্যিকার বিশ্বাসী হলে ওরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে খুশি করা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করত। ৬৩. ওরা কি জানে না যে, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতাকারীদের জন্যে অপেক্ষা করছে জাহান্নামের আগুন, যেখানে তারা থাকবে চিরকাল? এর চেয়ে চরম লাঞ্ছনা আর কী হতে পারে?

৬৪. অনেক মুনাফেক আশঙ্কায় থাকে যে, কখন একটা নতুন সূরা নাজিল হয়ে ওদের মনের অবস্থা ফাঁস হয়ে যায়! হে নবী! বলো, ইচ্ছেমতো ঠাট্টাবিদ্রুপ করে নাও, তোমরা যা প্রকাশিত হওয়ার আশঙ্কা করছ, আল্লাহ অবশ্যই তা প্রকাশ করে দেবেন।

৬৫. হে নবী! তুমি ওদের প্রশ্ন করলে ওরা নিশ্চয়ই বলবে, 'আমরা তো হাসিতামাশা ও খোশগল্প করছিলাম।' ওদের জিজ্ঞেস করো, 'তাহলে তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর বাণী ও তাঁর রসুলকে নিয়ে হাসিতামাশা করছিলে?'
৬৬. অহেতুক কেন ছলনা করছ? তোমরা বিশ্বাস স্থাপনের পর সত্য অস্বীকার করেছ। (না বুঝে ভুল করায়) তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে ক্ষমা করলেও পাপাচারে নিমজ্জিতদের আমি কঠিন শাস্তি দেবো।

॥ রুকু ৯ ॥

৬৭. মুনাফেক নর ও নারী একে অপরের দোসর। ওরা অন্যায় ও অসৎ কাজে প্ররোচিত করে আর সৎকর্ম করতে নিষেধ করে। ওরা (মানুষের কল্যাণে)

http://alQuran.org.bd

খরচ করতে চায় না। ওরা আল্লাহকে ভুলে গেছে, আর আল্লাহও ওদের পরিত্যাগ করেছেন। এই মুনাফেকরা নিঃসন্দেহে সত্যত্যাগী!

৬৮. মুনাফেক ও সত্য অস্বীকারকারী নরনারীর জন্যে আল্লাহ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ড, যেখানে ওরা থাকবে চিরকাল। জাহান্নামই ওদের প্রাপ্য। কারণ আল্লাহ ওদের পরিত্যাগ করেছেন। ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে অনন্ত আজাব।

৬৯. (হে নবী! ওদের বলো) তোমাদের আচরণ তো তোমাদের পূর্বসূরি মুনাফেকদের মতোই। অবশ্য ওরা ক্ষমতা ও ধনসম্পত্তিতে ছিল তোমাদের চেয়েও প্রবল। আর ওদের সন্তানসন্ততিও ছিল তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি। ওরা যেমন পার্থিব জৌলুস উপভোগ করেছিল, তোমরাও ভোগ করেছ তোমাদের পার্থিব জৌলুস। ওরা যেমন (সত্য নিয়ে) অনর্থক তর্কবিতর্ক, আলাপ-আলোচনায় মত্ত থাকত, তোমরাও তেমনি অহেতুক তর্কবিতর্ক ও আলাপ-আলোচনায় নিমগ্ন রয়েছ। ওদের সকল কাজ দুনিয়াতে নিষ্ফল হয়েছে, আখেরাতেও ওরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। চূড়ান্ত বিচারে ওরাই ব্যর্থ (আর অনুশোচনা না করলে তোমাদের পরিণতিও হবে চূড়ান্ত ব্যর্থতা)।

৭০. (এই মুনাফেক ও সত্য অস্বীকারকারীরা) ওদের পূর্ববর্তী নূহ, আদ, সামুদ ও ইব্রাহিমের সম্প্রদায় এবং মাদিয়ান ও বিধ্বস্ত নগরীর অধিবাসীদের বিপর্যয়ের খবর কি পায় নি? ওদের প্রত্যেকের কাছেই সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণসহ রসুলরা এসেছিল। (কিন্তু ওরা তাদের প্রত্যাখ্যান করেছিল।) তাই (ওদের অপরাধের শাস্তি দিয়ে) আল্লাহ ওদের ওপর কোনো জুলুম করেন নি, বরং ওরা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল।

৭১. আর বিশ্বাসী নর হোক বা নারী, তারা একে অপরের সাথি। এরা পরস্পরকে সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করে আর পাপ-অন্যায় থেকে বিরত রাখে। তারা নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে। এরাই আল্লাহর রহমতের ছায়ায় থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৭২. আল্লাহ বিশ্বাসী নরনারীকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। তারা থাকবে চিরস্থায়ী শান্তি ও আনন্দের

http://alQuran.org.bd

বাগানে। অবশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টিই হবে তাদের জন্যে সর্বোচ্চ প্রাপ্তি, সর্বোত্তম তৃপ্তি। আর এটাই মহাসাফল্য।

॥ রুকু ১০ ॥

৭৩. হে নবী! সত্য অস্বীকারকারী ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম করো। ওদের মোকাবেলায় সবসময় অনড় অটল থাকো। আর (ওরা যদি তওবা বা অনুশোচনা না করে, তবে) ওদের নিবাস হবে জাহান্নাম। (হায়!) এই পরিণতি কতই না করুণ!

৭৪. মুনাফেকরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে, ওরা (অন্যায়) কিছু বলে নি। ওরা যা বলেছে, তা সত্য অস্বীকার করার শামিল। আর আল্লাহতে সমর্পিত হওয়ার ঘোষণা দেয়ার পর ওরা সত্যত্যাগ করেছে। আসলে ওরা যা হাসিল করতে চেয়েছিল, তা ওরা পায় নি। আর আল্লাহ নিজে তাঁর নেয়ামত থেকে এবং তাঁর রসুলের মাধ্যমে ওদের সম্পদশালী করেছেন। (কিন্তু অকৃতজ্ঞতার কারণে) ওরা বিরোধিতা করছে। (আসলে বিশ্বাসের ব্যাপারে) ওদের প্রশ্ন করার কিছু নেই। এখন যদি ওরা তওবা বা অনুশোচনা করে, তবে তা ওদের জন্যেই ভালো। আর যদি ওরা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে দুনিয়া ও আখেরাতে ওদের ভোগান্তির কোনো শেষ থাকবে না। ওরা দুনিয়ায় (বা আখেরাতে) কোনো সাহায্যকারী বা পৃষ্ঠপোষক পাবে না।

৭৫. মুনাফেকদের অনেকে আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার করেছিল যে, আল্লাহ যদি
আমাদের তাঁর অনুগ্রহ-সম্পদে ধন্য করেন, তবে আমরা তা থেকে অবশ্যই
দান করব এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবো। ৭৬. কিন্তু যখনই তিনি তাঁর
অনুগ্রহ-সম্পদে ওদের ধন্য করলেন, তখন ওরা কৃপণের ন্যায় ধনসম্পত্তি
আঁকড়ে ধরল এবং (আল্লাহর সাথে) অঙ্গীকার ভঙ্গ করল।

৭৭. আল্লাহর সাথে করা অঙ্গীকার ভঙ্গ ও মিথ্যাচারের পরিণামে মুনাফেকি বা
ভণ্ডামি ওদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেল। আর তা স্থায়ী থাকবে কেয়ামত
পর্যন্ত। ৭৮. ওরা কি জানে না যে, ওদের মনের সকল গোপন কথা ও গোপন
সলাপরামর্শ সবকিছু সম্পর্কেই আল্লাহ অবগত? আসলে আল্লাহ তো অদৃশ্য ও
রহস্যাবৃত সকল বিষয় সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল।

৭৯. বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করে এবং যাদের শ্রম ছাড়া দান করার মতো আর কিছুই নেই, তাদের নিয়ে এই (ধনশালী কৃপণ)

http://alQuran.org.bd

মুনাফেকরা ঠাট্টাবিদ্রুপ করে। আল্লাহ অবশ্যই এই বিদ্রুপের প্রতিফল দান করবেন। ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে কঠিন আজাব। ৮০. হে নবী! তুমি ওদের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করো বা না করো–একই কথা। (এমনকি) তুমি ওদের জন্যে ৭০ বার ক্ষমাপ্রার্থনা করলেও আল্লাহ ওদের কখনোই ক্ষমা করবেন না। কারণ ওরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ সত্যত্যাগীদের কখনো সৎপথ দেখান না।

॥ রুকু ১১ ॥

৮১-৮২. (তাবুক অভিযানের সময়) যাদের পেছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল, তারা আল্লাহর রসুলের সাথে না গিয়ে ঘরে থেকে যেতে পারায় আনন্দিত হয়। তারা জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করাকে শুধু অপছন্দই করে নি বরং অন্যদেরও জেহাদে শামিল হতে নিরুৎসাহিত করার জন্যে বলেছে, 'এ প্রচণ্ড গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না।' (হে নবী!) ওদের বলো, 'জাহান্নামের আগুনের তাপদাহ এর চেয়ে অনেক প্রচণ্ড।' (হায়!) ওরা যদি এই সত্যকে অনুধাবন করতে পারত! অতএব (হে নবী!) ওরা এখন হাসছে, (ঠিক আছে!) একটু হাসতে দাও! ওদের কাজের প্রতিফল যখন পাবে তখন কাঁদবে প্রচুর!

৮৩. অতএব (হে নবী!) ওদের কোনো দলের সাথে আবার দেখা হলে ওরা যদি তোমার সাথে জেহাদে অংশ নেয়ার অনুমতি চায়, তবে কখনো অনুমতি দেবে না। সুস্পষ্টভাবে বলে দেবে, 'এখন আর তোমরা আমার সঙ্গী হতে এবং সঙ্গী হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানে অংশ নিতে পারবে না। প্রথমবার তোমরা ঘরে বসে থাকাকেই পছন্দ করেছিলে। তাই এখনো পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথেই বসে থাকো।'

৮৪. ওদের কারো মৃত্যু হলে (হে নবী!) তুমি কখনো ওদের জানাজা পড়াবে না বা কবরের পাশে দাঁড়াবে না (যদি না মৃত্যুর আগে ওরা তওবা করে)। কারণ ওরা তো আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে অস্বীকার করেছিল এবং সত্যত্যাগী অবস্থায় মারা গেছে। ৮৫. তাই ওদের ধনসম্পত্তি ও সন্তানসন্ততির আধিক্য তোমাকে যেন দুর্বল না করে। আল্লাহ তো এগুলো দিয়েই ওদের পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান। আর এগুলোই সত্য অস্বীকারকারী হিসেবে ওদের মৃত্যুর কারণ হবে।

http://alQuran.org.bd

৮৬. 'আল্লাহকে বিশ্বাস করো এবং রসুলের সাথি হয়ে আল্লাহর পথে সর্বাত্মক সংগ্রাম করো'—এই মর্মে কোনো বাণী নাজিল হলেই ওদের মধ্যে যারা সামর্থ্যবান, তারা তোমার কাছে অভিযানে অংশ নেয়া থেকে অব্যাহতি চায়। ওরা বলে, 'আমাদের ছেড়ে দিন। আমরা ঘরে থাকতে চাই।'
৮৭. ওরা অন্তঃপুরবাসিনীদের মতো ঘরে থাকাকেই পছন্দ করেছে। আসলে (ক্রমাগত মুনাফেকির কারণে) ওদের অন্তরে মোহর লেগে গেছে। ওরা তাই (সহজ সত্যকে) বুঝতে পারে না।

৮৮. কিন্তু রসুল ও তার ওপর আস্থা স্থাপনকারীরা জানমাল দিয়ে জেহাদে অংশ নিয়েছে। এখন সকল কল্যাণ এদেরই জন্যে এবং এরাই সফলকাম।
৮৯. আল্লাহ এদের জন্যে সুসজ্জিত করেছেন জান্নাত, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। সেখানেই তারা থাকবে চিরকাল। আর এটাই মহাসাফল্য।

॥ রুকু **১২** ॥

৯০. মরুবাসী বেদুইনরা অনেকে জেহাদ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে (রসুলের কাছে) নানা অজুহাতে আবেদন করল; অপরদিকে যারা সত্য অস্বীকারে অনড় ছিল, তারা ঘরেই থেকে গেল। সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে অবশ্যই কঠিন আজাব অপেক্ষা করছে।

৯১. তবে যারা দুর্বল, অসুস্থ ও অর্থাভাবে (যুদ্ধ উপকরণে সজ্জিত হতে) অক্ষম, তারা জেহাদে অংশ না নিলেও তাদের কোনো দোষ নেই। তারা আন্তরিকভাবে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগের কারণ নেই। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।
৯২. আর যারা তোমার কাছে জেহাদে যাওয়ার জন্যে বাহনের আবেদন করেছিল, যাদের তুমি বলেছিলে, আমি তো তোমাদের জন্যে কোনো বাহনের ব্যবস্থা করতে পারছি না, তাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করার কোনো সুযোগ নেই। তারা অর্থ ব্যয়ে অসমর্থতার কারণে চোখের পানি মুছতে মুছতে ফিরে গিয়েছিল (এটি তাদের আন্তরিকতার প্রমাণ)।

৯৩. কিন্তু যারা অভাবমুক্ত হয়েও জেহাদে যাওয়া থেকে তোমার কাছে অব্যাহতি চেয়েছে, ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ আছে। ওরা ঘরে

http://alQuran.org.bd

থাকাকেই পছন্দ করেছিল। ওদের অন্তরে মোহর লেগে গেছে। তাই ওরা সত্য উপলব্ধি করতে পারে না।

একাদশ পারা

৯৪. (অভিযান শেষে) তুমি যখন ফিরে যাবে, তখন ওরা তোমার কাছে নানা ধরনের অজুহাত পেশ করবে। (হে নবী!) তখন ওদের স্পষ্ট করে বলো, 'অজুহাত পেশ করে কোনো লাভ নেই। আমি তোমাদের কোনো কথাই বিশ্বাস করি না। কারণ তোমাদের আসল অবস্থান আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। এখন আল্লাহ ও তাঁর রসুল তোমাদের তৎপরতা লক্ষ করবেন। তারপর তোমরা আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবে, যিনি দৃশ্যমান ও অদৃশ্য, প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছুরই জ্ঞান রাখেন। তখন তোমরা সারাজীবন যা করেছিলে, সে রেকর্ড তোমাদের দেখাবেন।'

৯৫. (হে বিশ্বাসীরা!) তোমরা অভিযান শেষে ফিরে গেলে ওরা তোমাদের কাছে আল্লাহর নামে শপথ করে ওদের অজুহাতের যথার্থতা বোঝাতে চাইবে। ওরা চাইবে, পুরো বিষয়টিকেই যাতে তোমরা সহজভাবে নাও। তোমরা ওদেরকে ওদের মতোই থাকতে দাও। ওরা পাপী, অপবিত্র। ওরা যা করেছে,
এর উপযুক্ত শাস্তি হিসেবে ওদের নিবাস হবে জাহান্নাম। ৯৬. ওরা নানাভাবে
শপথ করে তোমাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবে, তোমরা সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ কখনো সত্যত্যাগীদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন না।

৯৭. বেদুইন মুনাফেকরা মুনাফেকি ও সত্য অস্বীকারের ব্যাপারে (অন্যান্য মুনাফেকের চেয়ে) অনেক বেশি একগুঁয়ে। আল্লাহ তাঁর রসুলের মাধ্যমে যে বিধিবিধান নাজিল করেছেন, তা বোঝার ব্যাপারেও ওদের আগ্রহ অনেক কম। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৯৮. বেদুইনদের অনেকেই আল্লাহর পথে ব্যয় বা দান করাকে বাধ্যতামূলক জরিমানা মনে করে। ওরা প্রতীক্ষা করছে তোমাদের ভাগ্যবিপর্যয়ের। (কিন্তু ওরা জানে না যে) দুর্ভাগ্য বা ভাগ্যবিপর্যয় ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন।

http://alQuran.org.bd

৯৯. আবার এ বেদুইনদের মধ্যেই অনেকে আল্লাহ ও আখেরাতে পুরোপুরি বিশ্বাস করে। দান করাকে তারা আল্লাহর সান্নিধ্য ও রসুলের দোয়ালাভের মাধ্যম মনে করে। (হে বিশ্বাসীরা!) নিশ্চয়ই দান তাদের জন্যে আল্লাহর নৈকট্যলাভের উপায়। আল্লাহ তাঁর রহমতের ছায়ায় তাদের আশ্রয় দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

॥ রুকু **১৩** ॥

১০০. বিশ্বাস ও ত্যাগে অগ্রগামী (মক্কার) মুহাজের ও (মদিনার) আনসার এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর পুরস্কারে হবে তৃপ্ত। আল্লাহ তাদের জন্যে সুসজ্জিত করে রেখেছেন জান্নাত, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আর এটাই মহাসাফল্য।

১০১. তোমাদের চারপাশে থাকা বেদুইন ও মদিনাবাসীদের কেউ কেউ মুনাফেকি বা কপটতায় ওস্তাদ। (হে নবী!) যদিও তুমি (সবসময়) ওদের ব্যাপারে সচেতন নও, কিন্তু আমি ওদের ব্যাপারে সবসময়ই সচেতন। আমি ওদেরকে এ দুনিয়ায় দ্বিগুণ শাস্তি দেবো আর আখেরাতের কঠিন আজাব তো ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছে।

১০২. আর কিছু মানুষ নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে। এরা (বিশ্বাস ও সংশয়ের দোলায় পড়ে) ভালো কাজ আর মন্দ কাজকে মিশিয়ে ফেলার পর অনুশোচনা ও তওবা করেছে। আল্লাহ তাদেরও ক্ষমা করতে পারেন। কারণ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু। ১০৩. (হে নবী!) তুমি তাদের ধনসম্পত্তি থেকে যাকাত গ্রহণ করে তাদেরকে পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধির পথে এগিয়ে দাও। তুমি তাদের জন্যে দোয়া করো এবং তোমার দোয়া তাদের অন্তরকে প্রশান্ত করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন।

১০৪. ওরা কি জানে না যে, একমাত্র আল্লাহই তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করতে পারেন? নিশ্চয়ই তিনি যাকাতের (সত্যিকার) গ্রহীতা এবং বান্দার তওবা কবুলকারী ও তার ওপর করুণাবর্ষণকারী।

১০৫. (হে নবী! ওদের) বলো, ‘তোমরা কাজ করে যাও’। আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করবেন। আর তাঁর রসুল ও বিশ্বাসীরাও তোমাদের কাজ দেখবে। এরপর প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু যিনি জানেন,

http://alQuran.org.bd

তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তিনি তখন তোমাদের সকল কার্যকলাপকে দৃশ্যমান করবেন। ১০৬. এ-ছাড়াও কিছু মানুষের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত স্থগিত থাকছে। আল্লাহ এদের ক্ষমাও করতে পারেন বা শাস্তিও দিতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১০৭. সত্য প্রত্যাখ্যান, বিশৃঙ্খলা ও বিশ্বাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুনাফেকদের একটি অংশ একটি পৃথক মসজিদ নির্মাণ করেছে। ইতঃপূর্বে যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, তারা তাদের গোপন ঘাঁটি হিসেবেও এ মসজিদকে ব্যবহার করতে চায়। (হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা) ওদের কাছে গেলে ওরা শপথ করে বলবে, 'আমরা নেক নিয়তে এ মসজিদ নির্মাণ করেছি।' আর এখন আল্লাহ নিজে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, 'ওরা মিথ্যাবাদী'। ১০৮. অতএব (হে নবী!) তুমি কখনো নামাজের জন্যে সেখানে দাঁড়াবে না। আল্লাহ-সচেতনতার ভিত্তিতে যে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, নামাজের জন্যে সেটাই উপযুক্ত। তুমি শুধু সেখানেই নামাজের জন্যে দাঁড়াবে। সেখানেই তুমি পরিশুদ্ধি-প্রয়াসী মানুষদের পাবে। আর আল্লাহ পরিশুদ্ধি-প্রয়াসী মানুষকে ভালবাসেন।

১০৯. (তোমরাই বলো) কোন ঘরটি উত্তম? আল্লাহ-সচেতনতার ভিত্তিতে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্যে নির্মিত ঘর, না (ক্রমাগত ভাঙনের শিকার) খাদের পাশে নির্মিত ঘর, যা যে-কোনো মুহূর্তে অধিবাসীসমেত জাহান্নামের আগুনে গিয়ে পড়বে? আসলে আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের সত্যপথ প্রদর্শন করেন না। ১১০. এই ঘরের নির্মাতাদের ব্যাপারে নির্মম সত্য হচ্ছে এ ঘরই আমৃত্যু অসহনীয় অন্তর্জ্বালারূপে ওদের দহন করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

॥ রুকু ১৪ ॥

১১১. নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। তাই তারা নির্দ্বিধায় আল্লাহর পথে সর্বাত্মক সংগ্রাম করে, কখনো শত্রু নিধন করে, কখনো শহিদ হয়। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে এই বিশ্বাসীদের জন্যে তিনি সুস্পষ্টভাবে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ওয়াদাপালনকারী আর কে হতে পারে? অতএব (হে বিশ্বাসীরা!) আল্লাহর সাথে যে লেনদেন করেছ (বায়াত হয়েছ) সেজন্যে আনন্দে উদ্বেলিত হও। নিঃসন্দেহে এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য।

http://alQuran.org.bd

১১২. বিশ্বাসীরা কখনো কোনো পাপ করলে দ্রুত তওবা করে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে, আল্লাহর ইবাদত করে এবং সবসময় শুকরিয়া আদায় করে। তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে তারা দেশ-দেশান্তরে চলে যায় আর তাঁর সামনে রুকু ও সেজদায় অবনত হয়! বিশ্বাসীরা সৎ কাজে (নিজেরা অংশগ্রহণ করে ও অন্যদের) অনুপ্রাণিত করে, মন্দ কাজে (নিজেরা বিরত থাকে ও অন্যদের) নিরুৎসাহিত করে আর সব বিষয়ে আল্লাহ-নির্ধারিত সীমারেখা মেনে চলে। (হে নবী!) এই গুণে গুণান্বিত বিশ্বাসীদের তুমি (মহাসাফল্যের) সুসংবাদ দাও।

১১৩. শরিককারীরা মহাপাপী। ওদের নিবাস জাহান্নাম। একথা সুস্পষ্টভাবে বোঝার পর নিকটাত্মীয় শরিককারীদের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করা নবী বা কোনো বিশ্বাসীর জন্যে শোভন নয়। ১১৪. প্রতিশ্রুতি পালনের উদ্দেশ্যে ইব্রাহিম তার পিতার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিল কিন্তু যখন সে সুস্পষ্ট বুঝল যে, তার পিতা আল্লাহর দুশমন, তখন ইব্রাহিম পিতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করল। যদিও ইব্রাহিমের অন্তর ছিল কোমল ও সংবেদনশীল।

১১৫. (জেনে রাখো) হেদায়েত দানের পর করণীয় ও বর্জনীয়ের ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্যে শাস্তি দেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে সবিশেষ ওয়াকিবহাল। ১১৬. মহাকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। তিনিই জীবন দান করেন। তিনিই মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ ছাড়া এমন কেউ নেই যে তোমাদের রক্ষা করতে পারে।

১১৭. আল্লাহ নবীর প্রতি এবং আনসার ও মুহাজেরদের প্রতি করুণাবর্ষণ করেন, যারা কঠিন সংকটে নবীর পাশে ছিল। যদিও তাদের একটি দল বিভ্রান্ত হতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত নবীর সাথেই থেকে গিয়েছিল, আল্লাহ তাদেরও ক্ষমা করে দিলেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের প্রতিও ছিলেন অনুগ্রহশীল, পরমদয়ালু।

১১৮. (তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণ না করে পেছনে থেকে যাওয়া) তিন জনকেও তিনি ক্ষমা করলেন। তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল। কিন্তু তাদের অন্তরের অনুশোচনার কারণে বিশাল জমিন তাদের কাছে সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, জীবন হয়ে গিয়েছিল দুর্বিষহ। তারা উপলব্ধি

http://alQuran.org.bd

করেছিল, আল্লাহ ছাড়া তাদের কোনো আশ্রয় নেই, আল্লাহর রহমতের ছায়া ছাড়া আজাব থেকে পানাহ পাওয়ার কোনো উপায় নেই। আল্লাহ তখন তাদের তওবা কবুল করলেন। তারা যেন তাদের তওবায় অটল থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

॥ রুকু ১৫ ॥

১১৯. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও এবং সবসময় সত্যবাদীদের সাথে (সঙ্ঘবদ্ধ) থাকো।

১২০. আল্লাহর রসুলের সহগামী না হয়ে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রসুলের জীবনের চেয়ে নিজের জীবনকে বেশি প্রিয় মনে করা মদিনাবাসী বা মদিনার চারপাশে বসবাসরত বেদুইনদের জন্যে মোটেই শোভন নয়। কারণ আল্লাহর পথে তাদের সকল প্রকার দৈহিক কষ্ট, সত্য অস্বীকারকারীদের শত্রুতার মোকাবেলায় তাদের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি পদক্ষেপ সৎকর্ম হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের কর্মফল নষ্ট হতে দেন না।
১২১. একইভাবে তারা (আল্লাহর পথে) কমবেশি যা-ই দান করে এবং (আল্লাহর বাণীবহনে) যত পথেই পদচারণা করে, সবই সৎকর্ম হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়। যাতে করে তাদের প্রতিটি কর্মের চেয়েও অনেক উত্তম পুরস্কার আল্লাহ দিতে পারেন।

১২২. তবে (যুদ্ধের সময়) বিশ্বাসীদের সকলের একসাথে অভিযানে বের হওয়া সমীচীন নয়। প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একটি অংশ অবশ্যই যুদ্ধযাত্রায় বিরত থেকে আল্লাহপ্রদত্ত ধর্মবিধান সম্পর্কে গভীর জ্ঞানলাভে নিজেদের নিয়োজিত রাখবে। এ জ্ঞানীরাই যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা যোদ্ধাদের নৈতিক সত্যজ্ঞানে সচেতন করে তুলবে। ফলে তারা অন্যায় থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে।

॥ রুকু ১৬ ॥

১২৩. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের কাছাকাছি অবস্থানরত সত্য অস্বীকারকারীদের দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করো, ওরা যেন তোমাদের অটল অনড় মনোভাব দেখে (বিচলিত হয়)। আর জেনে রাখো, আল্লাহ-সচেতনদের সাথেই আল্লাহ রয়েছেন।

http://alQuran.org.bd

১২৪. যখন কোনো নতুন সূরা নাজিল হয়, তখন এই সত্য অস্বীকারকারীরা বিদ্রুপ করে জিজ্ঞেস করে, 'বলো, (এ নতুন সূরা) কার কার বিশ্বাসকে শক্তিশালী করল?' আসলে যারা বিশ্বাসী, প্রত্যেক নতুন বাণীই তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে। আর আল্লাহ যে মহাপুরস্কারের সুসংবাদ দিয়েছেন, তাতে তারা আনন্দে উদ্বেলিত হয়। ১২৫. কিন্তু যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত, প্রতিটি নতুন সূরাই ওদের অবিশ্বাসের জটকে আরো জটিল করে তোলে এবং শেষ পর্যন্ত সত্য অস্বীকারকারী হিসেবেই ওরা মারা যায়। ১২৬. ওরা কি লক্ষ করে না, বছরে দু-একবার ওরা পরীক্ষার মুখোমুখি হচ্ছে? কিন্তু এরপরও ওরা তওবা করে না, সত্যের শিক্ষা গ্রহণ করে না। ১২৭. যখনই কোনো সূরা নাজিল হয়, তখনই ওরা একে অপরের দিকে তাকায় (ইশারায় বলে), 'তোমাদের অন্তরে কী আছে, তা দেখার মতো কেউ আছে কি?' এরপর ওরা কেটে পড়ে। (ক্রমাগত সত্য অস্বীকার করায়) আল্লাহ ওদের হৃদয়কে সত্যবিমুখ করে দিয়েছেন। কারণ ওরা এমন সম্প্রদায়ের সদস্য, যারা সত্য উপলব্ধিতে নিজস্ব বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে না।

১২৮. (হে মানুষ!) তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের কাছে রসুল এসেছে। (পরকালে) তোমরা দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে পারো, এ চিন্তা তার জন্যে অত্যন্ত কষ্টদায়ক। সে তোমাদের কল্যাণকামী। বিশ্বাসীদের প্রতি মমতা ও সহানুভূতিতে তার হৃদয় পরিপূর্ণ। ১২৯. (হে নবী!) এরপরও (ক্রমাগত সত্য অস্বীকারকারীরা) যদি (সত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিঃসংকোচে বলো, 'আমার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আমি তাঁরই ওপর ভরসা করি। তিনিই মহা-আরশের অধিপতি।'

http://alQuran.org.bd

১০. সূরা ইউনুস

রুকু ১১ ॥ আয়াত ১০৯ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

আলিফ-লাম-রা। এই বাণীসমূহ প্রজ্ঞাপূর্ণ কিতাবের আয়াত। ২. হে মানুষ! এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে যে, আমি তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের কাছে ওহী পাঠিয়েছি! তাকে বলেছি, (অবিদ্যায় আচ্ছন্ন) মানুষকে সতর্ক করো। যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে তাদের সুসংবাদ দাও যে, প্রতিপালকের কাছে তারা হবে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। অথচ সত্য অস্বীকারকারীরা তার সম্পর্কে বলছে, 'এ লোক তো পাক্কা জাদুকর!'

৩. নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ 'সময়ের ছয় স্তরে' মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন! তারপর তিনি আরশে (সার্বভৌমত্বের আসনে) আসীন হন। তিনি মহাবিশ্বের সবকিছুর নিয়ন্তা। তাঁর সদয় অনুমতি ছাড়া কারো পক্ষেই কোনো বিষয়ে সুপারিশ করা সম্ভব নয়। (মহামহিম) এই আল্লাহই তোমাদের প্রতিপালক। অতএব শুধু তাঁরই ইবাদত করো। এরপরও কি তোমরা সত্য অনুধাবনের জন্যে সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবে না?

৪. আল্লাহর ওয়াদা সত্য! তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। মনে রেখো, তিনিই (মানুষকে) প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। তিনি আবার তাকে সৃজন করবেন, যাতে করে বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের যথাযোগ্য পুরস্কার দিতে পারেন। আর যারা সত্য অস্বীকারে অনড় থাকবে, তাদের জন্যে অপেক্ষা করবে ফুটন্ত আঠালো পানীয় আর যন্ত্রণাদায়ক আজাব।

৫. মহামহিম আল্লাহ সূর্যকে তৈরি করেছেন বিচ্ছুরিত আলোর উৎসরূপে আর চাঁদকে করেছেন জ্যোতির্ময় (সে আলোর প্রতিফলন)। তিনি চাঁদের কক্ষপথ ও কলাকাল নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বছর দিন ও সময়ের হিসাব নির্ণয় করতে পারো। আল্লাহ এসব অনর্থক সৃষ্টি করেন নি। জ্ঞানীদের জন্যে তিনি তাঁর বাণী বিশদভাবে বয়ান করেন। ৬. নিশ্চয়ই দিনরাতের আবর্তনে এবং মহাকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন, সবকিছুর মধ্যেই আল্লাহ-সচেতনদের জন্যে উজ্জ্বল নিদর্শন রয়েছে।

http://alQuran.org.bd

৭-৮. যারা বিশ্বাস করে না যে, (পরকালে) আমার কাছেই তাদের ফিরে আসতে হবে এবং পার্থিব জীবন নিয়েই যারা পরিতুষ্ট আর আমার বাণী ও বিধিবিধানের ব্যাপারে যারা পুরোপুরি গাফেল, জাহান্নামের আগুনই হবে তাদের নিবাস, তাদের কর্মের পরিণতি!

৯-১০. অবশ্যই যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল তাদের বিশ্বাসের জন্যে প্রতিপালক তাদেরকে পথনির্দেশ করবেন অনন্ত সুখময় জান্নাতে, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। সেখানে পরম তৃপ্তিতে তারা বলে উঠবে, 'হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র মহান!' পারস্পরিক অভিবাদন হবে 'শান্তি! শান্তি!' তাদের শেষ বাক্য হবে, 'সকল প্রশংসা শুধু বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহরই!'

॥ রুকু ২ ॥

১১. পার্থিব ভালো জিনিস পাওয়ার জন্যে মানুষ যেভাবে তাড়াহুড়ো করে, আল্লাহ যদি মানুষের পাপের শাস্তিদানে সে-রকম তাড়াহুড়ো করতেন, তবে সহসাই তারা শেষ হয়ে যেত। তাই যারা বিশ্বাস করে না যে, পরকালে আমার সামনে হাজির হতে হবে, তাদেরও আমি কিছু সময়ের জন্যে ছেড়ে দিয়ে রেখেছি, অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের মধ্যে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরপাক খাওয়ার জন্যে।

১২. মানুষ যখন কষ্ট ও বিপদে পড়ে তখন শুয়ে, বসে বা দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকে। তারপর আমি যখন তার কষ্ট ও বিপদ দূর করে দেই, তখন সে এমনভাবে চলাফেরা করে যেন তার বিপদের সময় সে কখনো আমাকে ডাকে নি! আসলে যারা নিজেদের বিনষ্ট করে, তাদের কাছে তাদের কাজকর্মই মনপসন্দ হয়ে ওঠে।

১৩-১৪. সীমালঙ্ঘন করায় তোমাদের আগে অনেক সম্প্রদায়কে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। অথচ সত্যের সুস্পষ্ট সাক্ষ্যসহ আমি তাদের কাছে রসুলদের পাঠিয়েছি। কিন্তু তারা রসুলদের বিশ্বাস করতে ক্রমাগত অস্বীকার করেছে। এভাবেই আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি। এখন জমিনে আমি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি, তোমাদের কার্যকলাপ দেখার জন্যে।

http://alQuran.org.bd

১৫. আসলে যারা বিশ্বাস করে না যে, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে, তাদের কাছে যখনই সুস্পষ্টভাবে আমার বাণী পেশ করা হয়, তখন তারা বলে, 'এ-ছাড়া অন্য কোনো কোরআন আনো বা এর বাণী বদলে দাও'! হে নবী! ওদের বলো, 'নিজে থেকে এই বাণীতে কোনোরকম রদবদল করা আমার কাজ নয়। আমার ওপর যে ওহী নাজিল হয়, আমি তা-ই অনুসরণ করি। আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হলে মহাবিচার দিবসে আমি শাস্তির আশঙ্কা করি।'

১৬. হে নবী! বলো, আল্লাহ যদি ইচ্ছা না করতেন, তবে আমি তোমাদের কাছে এই ওহী শোনাতাম না আর আল্লাহও তোমাদের এ বিষয়ে জানাতেন না। আমি তো ওহী আসার আগে দীর্ঘকাল তোমাদের মধ্যেই কাটিয়েছি। এরপরও কি তোমরা তোমাদের সহজাত বিচারবুদ্ধি কাজে লাগাবে না?

১৭. যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা বাণী বানায় বা আল্লাহর বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী আর কে হতে পারে? নিশ্চয়ই পাপীরা কখনো সুখী, সফল হতে পারে না।

১৮. ওরা আল্লাহকে ছাড়া যাদেরই উপাসনা করে, তারা ওদের না কোনো ক্ষতি করতে পারে, না পারে উপকার করতে। ওরা নিজেদের বোঝায়, 'এরা হচ্ছে আল্লাহর কাছে আমাদের জন্যে সুপারিশকারী'। হে নবী! ওদের জিজ্ঞেস করো, 'তোমরা কি (মনে করো) আল্লাহকে মহাকাশ ও পৃথিবীর এমন কোনো খবর দিতে পারবে, যা তিনি জানেন না?' তিনি পবিত্র, মহামহান! ওরা যাদের সাথে তাঁকে শরিক করে, তিনি তা থেকে অনেক অনেক ঊর্ধ্বে।

১৯. (জেনে রাখো) একসময় সমগ্র মানবজাতি ছিল এক। পরে তাদের মধ্যে মতভেদ বিস্তার লাভ করে (ধ্যানধারণার দ্বন্দ্বে তারা বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে)। আসলে পূর্বঘোষণা না থাকলে (মানুষকে চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা দেয়া না হলে) তোমার প্রতিপালক শুরুতেই এই মতবিরোধের ফয়সালা করে দিতে পারতেন।

২০. সত্য অস্বীকারকারীরা বলে, 'তার প্রতিপালকের কাছ থেকে তার ওপর কোনো অলৌকিক নিদর্শন নাজিল হয় না কেন?' হে নবী! বলো, 'গায়েবের জ্ঞান তো শুধু আল্লাহর কাছেই আছে। অতএব তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় থাকছি।'

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ৩ ॥

২১. দুঃখকষ্টের পর যখনই সত্য অস্বীকারকারীদের কিছুটা অনুগ্রহ আস্বাদনের সুযোগ দেয়া হয়, তখনই ওরা আমার বাণীর বিরুদ্ধে পরিকল্পিত অপপ্রচারে লিপ্ত হয়। হে নবী! ওদের বলো, আল্লাহ পরিকল্পিত কৌশল অবলম্বনে (তোমাদের চেয়ে) অনেক অগ্রগামী। (নিশ্চিত থাকো) তোমাদের চক্রান্ত ও অপপ্রচারের পূর্ণ বিবরণ ফেরেশতারা রেকর্ড করছে।

২২. আল্লাহই তোমাদের জলেস্থলে ভ্রমণের সক্ষমতা দিয়েছেন। তোমরা নৌভ্রমণে অনুকূল হাওয়ায় আনন্দে উদ্বেলিত হও। কিন্তু যখন ঝড়ো হাওয়া ও উত্তাল তরঙ্গমালা নৌযানের ওপর আঘাতের পর আঘাত হানে, তখন যাত্রীরা নিজেদের বিপদাপন্ন (ও মৃত্যু আসন্ন) মনে করে আন্তরিক বিশ্বাস সহকারেই এক আল্লাহর কাছে পানাহ চায়। বলে, 'তুমি আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করলে আমরা অবশ্যই শোকরগোজারদের অন্তর্ভুক্ত হবো।'

২৩. কিন্তু তিনি ওদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার পরই ওরা অবাধ্যতা ও জুলুমে লিপ্ত হয়। হে মানুষ! অবাধ্যতা ও জুলুমের প্রতিফল তো তোমাদের নিজেদেরই ভোগ করতে হবে। পার্থিব জীবনের জৈবিক সুখভোগকেই শুধু তুমি গুরুত্ব দিচ্ছ। (কিন্তু এ-তো সাময়িক। এরপর) আমার কাছেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তখন জীবনে তুমি কী কী করেছ, তা তোমাকে পুরোপুরি অবহিত করা হবে।

২৪. পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত হচ্ছে বৃষ্টির মতো, যা আমি মেঘমালা থেকে বর্ষণ করি। পানিতে জমিনের গাছপালা তৃণলতা সজীব হয়ে ওঠে, যা থেকে জীবজন্তু ও মানুষ আহার পায়। জমিন গাছপালায় সুশোভিত হয়ে ওঠে আর নয়ন জুড়ায় সবার। জমিনে বসবাসকারীরা মনে করে, এ সবকিছুই তাদের আওতাধীন। তারপর দিনে বা রাতে যখন আমার নির্দেশে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তখন মনে হয়, এখানে কখনো কোনো সজীবতা ছিল না। চিন্তাশীলদের জন্যে আমি আমার বাণী এভাবেই সুস্পষ্ট করে বয়ান করি (যাতে তারা ভাবতে পারে)!

২৫. (জেনে রাখো) আল্লাহ (মানুষকে) শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন এবং যাকে ইচ্ছা (যে চাইবে) তাকে সরলপথে পরিচালিত করেন। ২৬. যারা ভালো কাজে লেগে থাকে, তাদের জন্যে রয়েছে চূড়ান্ত ভালো; বরং আরো

http://alQuran.org.bd

অতিরিক্ত অনুগ্রহ। (মহাবিচার দিবসে) তাদের চেহারা থাকবে কালিমা ও মলিনতামুক্ত। তারা জান্নাতে থাকবে চিরকাল।

২৭. আর যারা মন্দ কাজ করে, তাদের প্রতিফল হবে একই রকম মন্দ। (মহাবিচার দিবসে) আল্লাহর শাস্তি থেকে ওদের রক্ষা করার কেউ থাকবে না। অপমান ও লাঞ্ছনায় ওদের চেহারা হবে কালিমাচ্ছন্ন, যেন রাতের অন্ধকারের আস্তরে ঢাকা পড়েছে ওদের মুখমণ্ডল। ওরা জাহান্নামের আগুনে পুড়বে চিরকাল!

২৮-২৯. নিশ্চিত থাকো, একদিন আমি ওদের সবাইকে সমবেত করব। তারপর যারা (জীবদ্দশায়) আমার সাথে শরিক করেছে তাদের বলব, 'তোমরা ও তোমাদের উপাস্যরা নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াও।' ততক্ষণে শরিককারী ও উপাস্যদের দৃশ্যমানভাবেই আলাদা করে ফেলা হবে। যাদেরকে আল্লাহর শরিক বানিয়ে উপাসনা করেছিল সেই উপাস্যরা তখন বলবে, 'তোমরা তো আমাদের উপাসনা করতে না (তোমরা উপাসনা করতে তোমাদের অবচেতন মনের কল্পনার)। তোমাদের ও আমাদের মাঝে এ ব্যাপারে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট যে, তোমরা যে আমাদের উপাসনা করতে এ ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলাম।'

৩০. সেদিন সেখানে প্রত্যেক মানুষই সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে, অতীতে সে কী কী করেছে। প্রত্যেকে সেদিন বুঝতে পারবে, সর্বশক্তিমান আল্লাহই প্রকৃত প্রভু (তিনি একক ও অদ্বিতীয়)। তাদের বানানো কাল্পনিক উপাস্যরা সব মরীচিকার ন্যায় হারিয়ে যাবে।

॥ রুকু ৪ ॥

৩১-৩২. হে নবী! ওদের জিজ্ঞেস করো, কে তোমাদেরকে জমিন ও আসমান থেকে জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করেন? তোমাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার এখতিয়ারাধীন? কে প্রাণবন্তকে করেন নিষ্প্রাণ আর প্রাণহীনকে করেন প্রাণবন্ত? আর এই বিশ্বজাহানের সকল অস্তিত্ব কার নিয়ন্ত্রণাধীন? জবাবে ওরা বলবে, 'আল্লাহ'! হে নবী! ওদের জিজ্ঞেস করো, তোমরা দেখছ যে, আল্লাহই তোমাদের প্রতিপালক, তিনিই চূড়ান্ত সত্য। তারপরও কি তোমরা পুরোপুরি আল্লাহ-সচেতন হবে না? (এই মহাসত্যের বিপরীত কাল্পনিক উপাস্যের উপাসনা থেকে বিরত হবে না?) আসলে সত্যত্যাগ করার পর (জীবনে)

http://alQuran.org.bd

বিভ্রান্তি ছাড়া আর কী থাকে? অতএব কেন তোমরা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? ৩৩. ক্রমাগত অবাধ্যদের ব্যাপারে তোমার প্রতিপালকের কথা 'ওরা বিশ্বাস করবে না' এভাবেই সত্য প্রমাণিত হলো।

৩৪. হে নবী! ওদের জিজ্ঞেস করো, আল্লাহর সাথে তোমরা যাদের উপাস্য হিসেবে শরিক করো, তাদের কেউ কি জীবন সৃজন করতে এবং পরে তার পুনরাবর্তন ঘটাতে পারে? ওদের বলো, 'একমাত্র আল্লাহ সকল জীবন প্রথম সৃজন করেছেন এবং পরে তার পুনরাবর্তন ঘটান।' হায়! ওরা কত বিভ্রান্ত।

৩৫. হে নবী! ওদের জিজ্ঞেস করো, তোমরা যাদের উপাস্য হিসেবে আল্লাহর শরিক করো, তাদের মধ্যে কি কেউ তোমাদের সত্যের পথনির্দেশ করে? ওদের বলো, 'একমাত্র আল্লাহই সত্যের পথনির্দেশনা প্রদান করেন।' এখন কে বেশি আনুগত্য লাভের হকদার? যিনি সত্যের দিক-নির্দেশনা দেন, তাকে তোমরা অনুসরণ করবে, নাকি পথ না দেখালে যে পথ পায় না তাকে? তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা তোমাদের সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করছ না কেন? ৩৬. আসলে ওদের অধিকাংশই (সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ না করে) অলীক কল্পনায় ঘুরপাক খায়! অলীক কল্পনা কখনো সত্যের বিকল্প হতে পারে না। ওরা যা করে আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন।

৩৭. এই কোরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়। এই কিতাব ইতঃপূর্বে নাজিলকৃত সকল ওহীর সত্যায়নকারী এবং সকল সত্য বিধিবিধানের বিশদ ব্যাখ্যা। নিঃসন্দেহে এই কিতাব বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

৩৮. এরপরও সত্য অস্বীকারকারীরা বলে যে, 'সে (রসুল) এটি রচনা করেছে।' হে নবী! ওদের বলো, তোমাদের কথা যদি সত্য হয় (অর্থাৎ কোরআন যদি মনুষ্যরচিত হয়) তবে এর মতো একটি সূরা রচনা করে আনো। এ ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্য যে-কোনো সহযোগীর সহযোগিতা (যদি পাও) নিতে পারো।

৩৯. (অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার কারণে) যে জ্ঞানের গভীরতা ওরা বুঝতে অক্ষম, সেই সত্যজ্ঞানকে ওরা ক্রমাগত অস্বীকার করেছে। তাছাড়া এ অস্বীকৃতির পরিণতি এখনো ওদের কাছে দৃশ্যমান হয় নি। একইভাবে ওদের পূর্বসূরিরাও সত্যকে অস্বীকার করেছিল। শেষ পর্যন্ত সীমালঙ্ঘনকারীদের

http://alQuran.org.bd

পরিণতি কী হয় দেখ! ৪০. এদের মধ্যে অনেকেই সময় এলে এই কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং অনেকেই করবে না। তোমার প্রতিপালক অশান্তি সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন।

॥ রুকু ৫ ॥

৪১. অতএব হে নবী! ওরা যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে তুমি ওদের সুস্পষ্টভাবে বলে দাও, 'আমার কাজের দায়িত্ব আমার। তোমাদের কাজের দায়িত্ব তোমাদের। আমি যা করছি, সেজন্যে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে না। আর তোমরা যা করছ, সেজন্যেও আমাকে জবাবদিহি করতে হবে না।'

৪২-৪৩. ওদের কেউ কেউ কান পেতে তোমার কথা শোনার ভান করে। কিন্তু কোনো বধিরকে কি তুমি কখনো শোনাতে পারবে, যদি সে তার বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ না করে? ওদের কেউ কেউ তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু কোনো অন্ধকে কি তুমি আলোর পথ দেখাতে পারবে, যদি সে তার বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ না করে? ৪৪. আসল সত্য হচ্ছে, আল্লাহ কখনো কোনো মানুষের ওপর অন্যায় করেন না, মানুষ নিজেই নিজের ওপর জুলুম করে।

৪৫. (এখন তো ওরা দুনিয়ার ভোগবিলাসে মেতে আছে) কিন্তু (মহাবিচার দিবসে) যখন তিনি সবাইকে সমবেত করবেন, তখন ওদের মনে হবে, (দুনিয়ায়) ওরা কাটিয়েছে দিনের কয়েকটি মুহূর্ত। ওরা পরস্পরকে চিনবে। আল্লাহর সামনে হাজির হওয়ার বিষয়টিকে যারা মিথ্যা মনে করেছিল এবং পরিণামে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল, তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ৪৬. সত্য অস্বীকারকারীদের খারাপ পরিণতির কিছু অংশ (পৃথিবীতে) জীবদ্দশায় তোমাকে দেখাতে পারি বা তা দেখার আগেই তোমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিতে পারি। তারপরও জেনে রাখো, ওদের সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। আর ওরা যা-ই করছে, আল্লাহ তার সাক্ষী!

৪৭. প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যেই রসুল এসেছে। রসুল এসে (বিধিবিধান প্রদানের পর) ন্যায়বিচারের সাথেই সবকিছুর মীমাংসা করেছে এবং কারো ওপরই বিন্দু পরিমাণ জুলুম করা হয় নি। ৪৮. এরপরও সত্য অস্বীকারকারীরা

http://alQuran.org.bd

বলেছে, (হে বিশ্বাসীরা!) তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বলো, '(পুনরুত্থান ও মহাবিচারের) প্রতিশ্রুতি কবে পূরণ হবে?'

৪৯. হে নবী! ওদের বলো, 'আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে নিজের ভালো-মন্দের ওপরও আমার কোনো অধিকার নেই। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যেই অবকাশের নির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে। যখন এ মেয়াদ শেষ হবে তখন ওরা এতে এক মুহূর্তও কমবেশি করতে পারবে না।'

৫০. ওদের জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, দিনে বা রাতে হঠাৎ করে যদি আল্লাহর আজাবের মুখোমুখি হও, তখনো কি তোমরা (পাপীরা) একে ত্বরান্বিত করতে চাইবে? ৫১. তোমরা কি ঘটনা ঘটার পর বিশ্বাস করবে? (সেই দিন তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে) অবজ্ঞাভরে এ দিনের দ্রুত আগমন তোমরা দেখতে চাচ্ছিলে, এখন (কি তোমাদের বিশ্বাস হচ্ছে)? ৫২. পরে এই সীমালঙ্ঘনকারীদের বলা হবে, 'স্থায়ী শাস্তির স্বাদ নাও! তোমাদেরকে শুধু তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফলই দেয়া হচ্ছে।' ৫৩. ওদের কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে, এই (শাস্তির) বিষয়টি কি সত্য? হে নবী! বলো, 'হাঁ, আমার প্রতিপালকের শপথ! এ অবশ্যই সত্য। (মহাবিচারকে) কোনোভাবেই তোমরা ফাঁকি দিতে পারবে না।'

॥ রুকু ৬ ॥

৫৪. দুরাচারী পাপীরা পৃথিবীর সকল সম্পত্তির মালিক হলেও (মহাবিচার দিবসে অপেক্ষমাণ) শাস্তির ভয়াবহতা আঁচ করামাত্র সেই সম্পত্তি মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চাইত। কিন্তু হায়! সেদিন ওরা ওদের মনস্তাপ প্রকাশেও অক্ষম হয়ে পড়বে। তবে ওদের কর্মের যথাযথ ফল হিসেবেই শাস্তি লাভ করবে, ওদের প্রতিও কোনো অন্যায় করা হবে না।

৫৫. মনে রেখো, মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, সবই আল্লাহর। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সবসময় সত্য, কিন্তু ওদের অধিকাংশই তা বোঝে না। ৫৬. আল্লাহই জীবন দান করেন, আর মৃত্যুর কারণ ঘটান। শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে।

৫৭. হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের ওপর নাজিল হয়েছে উপদেশবাণী। বিশ্বাসীদের জন্যে এতে রয়েছে অন্তরের সকল বিভ্রান্তি

http://alQuran.org.bd

ও ব্যাধির নিরাময়, সরল সঠিক পথের নির্দেশনা ও রহমত। ৫৮. হে নবী! বলো, 'আল্লাহর এই অনুগ্রহ ও রহমতের জন্যে তোমরা সবাই আনন্দ প্রকাশ করো। তোমাদের পুঞ্জীভূত ধনসম্পত্তির চেয়ে এ অনেক শ্রেয়।'

৫৯. হে নবী! ওদের জিজ্ঞেস করো, 'তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছ যে, আল্লাহ তোমাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন, তার কিছু অংশ কেন তোমরা নিজেদের জন্যে হালাল ও কিছু অংশ হারাম করেছ?' জিজ্ঞেস করো, 'আল্লাহ কি তোমাদের তা করার অনুমতি দিয়েছেন, না নিজেদের মিথ্যা আল্লাহর নামে চালিয়ে দিয়েছ?' ৬০. মহাবিচার দিবসে তাদের পরিণতি কী হবে, যারা নিজেদের মিথ্যাকে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিয়েছে? এটা কি তারা কখনো ভেবে দেখেছে? মনে রেখো, মানুষের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ অফুরন্ত কিন্তু এদের অধিকাংশই শোকরগোজার হয় না!

॥ রুকু ৭ ॥

৬১. হে নবী! যে পরিস্থিতিতেই তুমি থাকো এবং কোরআনের যে-কোনো অংশ তেলাওয়াত করো আর (হে মানুষ!) তোমরা যে-কোনো কাজই করো না কেন, (মনে রেখো) কাজে মনোনিবেশ করার মুহূর্ত থেকেই আমি তার সাক্ষী। মহাকাশ ও পৃথিবীর অণুপরিমাণ জিনিসও তোমার প্রতিপালকের দৃষ্টির বাইরে নেই। এর চেয়েও ক্ষুদ্র ও এর চেয়ে বড় সবকিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

৬২-৬৪. জেনে রাখো! আল্লাহর নৈকট্যলাভকারীদের কোনো ভয় নেই। আর তারা দুঃখিতও হবে না। যারা বিশ্বাসী ও আল্লাহ-সচেতন, তাদের জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতে শুধু সুসংবাদই সুসংবাদ। কোনোকিছুই আল্লাহর প্রতিশ্রুতিকে বদলে দিতে পারে না। আর এটাই মহাসাফল্য! ৬৫. হে নবী! সত্য অস্বীকারকারীদের কথায় তুমি দুঃখ পেয়ো না। নিশ্চয়ই সকল ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সম্মান তো শুধুই আল্লাহর। তিনি সব শোনেন, সব জানেন।

৬৬. জেনে রাখো, জমিনে থাকুক বা আকাশে, সবকিছুই আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্যদের ডাকে তারা তো শুধু (অন্যদের) অলীক কল্পনার অনুসরণ করে। মনগড়া ভাবনার মধ্যেই ওরা ডুবে যায়। ৬৭. অথচ আল্লাহ তোমাদের বিশ্রামের জন্যে রাত আর দেখার

http://alQuran.org.bd

(ও কাজের) জন্যে দিন সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে (অনুসন্ধিৎসু) শ্রোতাদের জন্যে সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে।

৬৮. এরপরও ওরা বলে, 'আল্লাহর সন্তান আছে!' তিনি পবিত্র, মহামহান। তিনি সব ধরনের প্রয়োজন ও অভাবমুক্ত। মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই তাঁর। তোমাদের কাছে আল্লাহর সন্তান থাকার কি কোনো প্রমাণ আছে? আল্লাহ সম্পর্কে তোমরা কেন এমন কথা বলবে, যে-সম্পর্কে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই? ৬৯. হে নবী! বলো, 'আল্লাহ সম্পর্কে যারা নিজেরা মিথ্যা উদ্ভাবন করে, তারা কখনো সফলকাম হতে পারে না।' ৭০. পৃথিবীতে ওরা কিছুদিন আরাম-আয়েশ করুক। এরপর ওদের আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তখন ওরা ক্রমাগত সত্য অস্বীকার করার দায়ে কঠোর শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করবে।

॥ রুকু ৮ ॥

৭১. (হে নবী!) ওদেরকে নূহের ঘটনা বলো। নূহ তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের মাঝে আমার অবস্থান ও আল্লাহর বাণী উপস্থাপন যদি তোমাদের কাছে অসহ্য মনে হয়, তবে আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করি। (আমার বিরুদ্ধে) তোমরা কী করতে চাও, সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নাও। আর আল্লাহর সাথে শরিক করে তোমরা যাদের উপাসনা করো, তাদের সাহায্য নাও। একবার কর্মপন্থা ঠিক করার পর যেন তোমাদের মনে কোনো সন্দেহ না থাকে। কর্মপন্থা অনুসারে আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নাও এবং আমাকে কোনোভাবেই নিস্তার দিও না! ৭২. কিন্তু যদি তোমরা আল্লাহর বাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে মনে রেখো, আমি এজন্যে তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাই নি। আমার পুরস্কার তো রয়েছে আল্লাহর কাছে। কারণ আমি আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহতে সমর্পিতদের অন্তর্ভুক্ত হতে।'

৭৩. ওরা তাকে মানতে অস্বীকার করে। আমি নূহ ও তার নৌকায় আরোহণকারী সাথিদের উদ্ধার করি এবং তাদেরকে জমিনের উত্তরাধিকার দান করি। আর যারা আমার বাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাদের পানিতে নিমজ্জিত করি। সুতরাং যারা সতর্কবাণী শোনে নি, তাদের পরিণতি কী হয়েছিল দেখ!

http://alQuran.org.bd

৭৪. নূহের পর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে রসুলদের পাঠিয়েছিলাম। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে সত্যের সকল প্রমাণ উপস্থাপন করেছিল। কিন্তু প্রথমেই প্রত্যাখ্যান করায় পরে ওরা আর সত্যকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। সত্যের সীমালঙ্ঘন করার ফলে আমি ওদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেই।

৭৫. পূর্ববর্তী রসুলদের পর ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে আমি মুসা ও হারুনকে আমার নিদর্শনসহ প্রেরণ করি। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভে ওরা ছিল পাপ ও দুরাচারে মত্ত। ৭৬. ফলে যখন ওদের কাছে সত্য প্রকাশ করা হলো, ওরা বলল, 'এ-তো স্রেফ জাদু!'

৭৭. মুসা বলল, 'সত্য তোমাদের কাছে প্রকাশ করার পর তোমরা এভাবে কথা বলছ কেন? এটা কীভাবে জাদু হতে পারে? জাদুকরেরা তো কখনো সুখী, সফল হয় না।'

৭৮. পারিষদরা বলল, 'আমাদের বাপদাদাদের পথ থেকে সরিয়ে নেয়ার জন্যে কি তোমরা এখানে এসেছ? এভাবে তোমরা এই জনপদে তোমাদের দুজনের প্রতিপত্তি কায়েম করতে চাও? তোমাদের দুজনকে আমরা বিশ্বাস করি না।' ৭৯. ফেরাউন পারিষদদের বলল, 'তোমরা সারাদেশ থেকে ঝানু জাদুকরদের নিয়ে এসো।' ৮০. জাদুকরেরা এলে মুসা ওদের বলল, 'তোমাদের যা নিক্ষেপ করার, তা নিক্ষেপ করো।'

৮১-৮২. জাদুকরেরা নিক্ষেপ করার পর মুসা বলল, তোমরা যা-কিছু সামনে ছুড়ে দিয়েছ, তা হচ্ছে জাদু। নিশ্চয়ই আল্লাহ এগুলোকে অসার প্রতিপন্ন করবেন। আল্লাহ কখনো দুরাচারীদের কাজকে সার্থক হতে দেন না। অপরদিকে পাপে নিমজ্জিতদের কাছে যতই দুঃসহ হোক না কেন, আল্লাহ তাঁর ফরমান দ্বারা সত্যকে সত্য হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করেন।

॥ রুকু ৯ ॥

৮৩. মুসার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার সম্প্রদায়ের অল্প কয়েকজন বিশ্বাস স্থাপন করে। ফেরাউন ও তার পারিষদদের নির্যাতনের ভয়ে সম্প্রদায়ের অধিকাংশ সদস্যই বিশ্বাস স্থাপন করা থেকে বিরত থাকে। অবশ্য ফেরাউন যেমন ছিল ক্ষমতাবান, তেমনি ছিল স্বৈরাচারী ও জালেম।

http://alQuran.org.bd

৮৪. মুসা তার সম্প্রদায়কে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করে থাকো এবং (সত্যিকার অর্থেই) তাঁর কাছে পুরোপুরি সমর্পিত হয়ে থাকো, তবে তাঁর ওপর নিশ্চিন্তে ভরসা করো।'

৮৫-৮৬. তখন তারা বলল, 'আমরা আল্লাহর ওপরেই ভরসা করছি।' (প্রার্থনা করল) 'প্রভু হে! আমাদেরকে জালেমের হাতে নিগৃহীত কোরো না। প্রভু হে! দয়া করো। জালেমের জুলুম থেকে আমাদের মুক্তি দাও।'

৮৭. আমি মুসা ও তার ভাইয়ের কাছে নির্দেশ পাঠালাম, 'শহরে তোমাদের সম্প্রদায়ের কয়েকটি ঘর আলাদা করো এবং (সম্প্রদায়ের লোকদের বলো) এই ঘরগুলো ইবাদতগাহে পরিণত করে নামাজ কায়েম করো। আর (হে মুসা!) সকল বিশ্বাসীকে (আল্লাহর সাহায্যের) সুসংবাদ দাও।'

৮৮. এরপর মুসা প্রার্থনা করল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি পার্থিব জীবনে ফেরাউন ও তার পারিষদদের যে ধনদৌলত ও শানশওকত দিয়েছ, তা দিয়ে ওরা তোমার সত্যপথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত করছে। অতএব হে আমাদের প্রতিপালক! ওদের সকল ধনদৌলত ধ্বংস করে দাও। ওদের অন্তরে মোহর মেরে দাও। ওরা কঠিন আজাবে নিপতিত না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস করবে না।'

৮৯. আল্লাহ বললেন, (হে মুসা!) তোমাদের দুজনের দোয়া কবুল করা হলো। তোমরা (বিশ্বাস ও কর্মে) অটল থাকো। কখনো মূর্খদের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না।

৯০. আমি বনি ইসরাইলকে সাগর পার করে দিলাম। ফেরাউন ও তার বাহিনী শত্রুতা ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে পিছু ধাওয়া করল। অবশেষে সাগরের পানি তাদের গ্রাস করল। পানিতে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে ফেরাউন বলল, 'আমি এখন বিশ্বাস করছি যে, বনি ইসরাইলরা যাঁকে বিশ্বাস করে, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আমি তাঁর কাছেই নিজেকে সমর্পণ করছি।'

৯১-৯২. (কিন্তু আল্লাহ বললেন) এখন বলছ? এর আগে তো তুমি অমান্য করেছ আর সমাজে সৃষ্টি করেছ বিপর্যয়। আজ শুধু তোমার লাশই সংরক্ষণের ব্যবস্থা করব, যাতে পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে তা সতর্কসংকেত হয়ে থাকে। অবশ্য অনেক মানুষই আমার বাণী ও বিধিবিধানের ব্যাপারে উদাসীন।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ১০ ॥

৯৩. আমি বনি ইসরাইলকে চমৎকার আবাসভূমি ও উত্তম জীবনোপকরণ দান করি। কিন্তু (আল্লাহর বিধিবিধানসম্বলিত) জ্ঞান আসার পরই তারা মতবিরোধে জড়িয়ে পড়ে। নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালক মহাবিচার দিবসে তাদের মতবিরোধের ফয়সালা করবেন।

৯৪-৯৫. (হে মানুষ!) তোমাদের জন্যে এখন আমি যে কিতাব নাজিল করেছি, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হলে যারা অতীতে নাজিল হওয়া কিতাব পড়ে, তাদের জিজ্ঞেস করো (তাহলেই বুঝতে পারবে)। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে সত্য এসে পৌঁছেছে। অতএব কখনো সন্দেহবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। আল্লাহর বাণীকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের দলেও যোগ দিও না। তাহলে অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৯৬-৯৭. নিশ্চয়ই যাদের ব্যাপারে তোমার প্রতিপালক ফয়সালা করে ফেলেছেন, তারা কখনোই বিশ্বাস স্থাপন করবে না। সত্যের অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করা হলেও যন্ত্রণাদায়ক আজাবের মুখোমুখি না হওয়া পর্যন্ত ওরা বিশ্বাস করবে না।

৯৮. যত সম্প্রদায়ের কাছে রসুল পাঠিয়েছি, তারা কেউই একসাথে বিশ্বাস স্থাপন করে কল্যাণের অধিকারী হয় নি, শুধু ইউনুসের সম্প্রদায় ছাড়া। তারা বিশ্বাস স্থাপন করার পর আমি দুনিয়ার জীবনে তাদের অপমানজনক শাস্তি দূর করে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছি।

৯৯. (হে নবী!) তোমার প্রতিপালক যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে দুনিয়ার সকল
মানুষ সমবেতভাবে বিশ্বাস স্থাপন করত। তবে কি তুমি বিশ্বাসী হওয়ার জন্যে
সবার ওপর জোরজবরদস্তি করবে? ১০০. আসলে কোনো মানুষই আল্লাহর
অনুমতি ছাড়া বিশ্বাসী হতে পারবে না। আর যারা তাদের সহজাত বিচারবুদ্ধি
প্রয়োগ করে না, তিনি তাদের ওপর (অবিশ্বাসের) অপবিত্রতা ছড়িয়ে দেন।

১০১. (হে নবী!) ওদের বলো, ‘মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, সবকিছু
চোখ মেলে দেখ।’ অবশ্য যারা অবিশ্বাসে অনড়, কোনো অলৌকিক নিদর্শন
বা সতর্কীকরণ তাদের কী উপকারে আসবে? ১০২. এরপরও কি ওরা পূর্ববর্তী
সত্য অস্বীকারকারীদের ওপর যে গজব নিপতিত হয়েছে, তার চেয়ে ভিন্ন কিছু

http://alQuran.org.bd

প্রত্যাশা করতে পারে? হে নবী! ওদের বলো, তোমরা (তোমাদের পরিণতির জন্যে) অপেক্ষা করো। আমরাও (তা দেখার) অপেক্ষায় রইলাম।

১০৩. (অতীতে সত্য অস্বীকারকারীদের ঠেলে দিয়েছি তাদের পরিণতির দিকে।) তারপর আমি আমার রসুলদের ও বিশ্বাসীদের রক্ষা করেছি। আসলে বিশ্বাসীদের রক্ষা করা আমার দায়িত্ব।

॥ রুকু **১১** ॥

১০৪-১০৬. হে নবী! ওদের বলো, 'হে মানুষ! আমার ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে তোমাদের যদি কোনো সন্দেহ থাকে, তবে জেনে রাখো, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর যাদের উপাসনা করো, আমি তাদের উপাসনা করি না। আমি একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করি, যিনি তোমাদের সবার মৃত্যু ঘটাবেন। আমাকে আদেশ করা হয়েছে বিশ্বাসীদের মধ্যে শামিল হওয়ার জন্যে, নিজের ধর্মবিধান একনিষ্ঠভাবে অনুসরণের জন্যে। আর বলা হয়েছে, কখনোই শরিককারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কাউকে ডাকবে না। ওরা তোমার উপকার বা অপকার কিছুই করতে পারে না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকলে তুমি নিশ্চিতই সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে গণ্য হবে।'

১০৭. (জেনে রাখো) আল্লাহ তোমাকে কোনো বিপদ দিলে তিনি ছাড়া কেউ তোমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। আর তিনি যদি তোমাকে কোনো অনুগ্রহ-সম্পদ দেন, তবে কেউ তা রদ করতে পারবে না। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি অনুগ্রহ-সম্পদ দান করেন। তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

১০৮. হে নবী! ওদের বলো, 'হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে প্রকৃত সত্য এসেছে। এখন যারা এই সত্যপথ অনুসরণ করবে, তা তাদের জন্যেই কল্যাণ বয়ে আনবে। আর যারা পথভ্রষ্ট হবে, তা তাদেরই ধ্বংসের কারণ হবে। তোমাদের সিদ্ধান্ত বা আচরণের কোনো দায়দায়িত্ব আমার নেই।'

১০৯. আর হে নবী! তোমার ওপর যে বাণী ও বিধিবিধান নাজিল হয়েছে, তুমি তা অনুসরণ করো। আর আল্লাহ তাঁর ফয়সালা না করা পর্যন্ত সকল বিপদে ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বোত্তম বিচারক!

http://alQuran.org.bd

১১. সূরা হুদ

রুকু ১০ ॥ আয়াত ১২৩ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

আলিফ-লাম-রা। সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় প্রভুর করুণাস্বরূপ নাজিল হওয়া এই কিতাবের বাণীসমূহ সুস্পষ্ট ও সুবিন্যস্ত। ২-৩. এতে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করবে না। (আর হে নবী! বলো) নিশ্চয়ই আমি তাঁর কাছ থেকে তোমাদের কাছে এসেছি সতর্ককারী ও সুসংবাদ বহনকারীরূপে। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে পাপের জন্যে ক্ষমা চাও, ভুলের জন্যে অনুশোচনা করে তাঁর কাছে ফিরে এসো। তিনি ইহকালে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের সুখী জীবন উপভোগ করতে দেবেন। আর (পরকালীন জীবনে) অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য প্রত্যেককে নিজ নিজ অবদান অনুসারে অনুগ্রহে ভূষিত করবেন। আর যদি তোমরা (সত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে মহাবিচার দিবসে আমি তোমাদের জন্যে ভয়ানক আজাবের আশঙ্কা করছি। ৪. আসলে তোমাদের আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৫. দেখ! সত্য অস্বীকারকারীরা আল্লাহর কাছ থেকে গোপন রাখার জন্যে অন্তরকে ঢেকে রাখার চেষ্টা হিসেবে বস্ত্রের নিচে বক্ষকে কুঞ্চিত করছে। শোনো! ওরা যখন নিজেদের অভিসন্ধি গোপন করে, তখন ওরা কী গোপন করছে আর কী প্রকাশ করছে, তা কি তিনি জানেন না? নিশ্চয়ই তিনি অন্তরের সকল গোপন কথাই জানেন।

দ্বাদশ পারা

৬. পৃথিবীর প্রতিটি জীবই জীবিকার জন্যে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। তিনি জানেন (পৃথিবীতে) তার আয়ুষ্কাল কী হবে এবং (মৃত্যুর পর) তার স্থান কোথায় হবে। সবকিছুই সুস্পষ্ট লিপিকায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

http://alQuran.org.bd

৭. আল্লাহ মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন 'সময়ের ছয় স্তরে'। তখন (প্রাণ সৃষ্টির প্রাক্কালে) তাঁর সর্বময় কর্তৃত্বের আসন 'আরশ' ছিল পানির ওপরে। ভালো কাজে কে অগ্রগামী তিনি অবশ্যই তা বাস্তবে পরীক্ষা করে নেবেন। (এখন হে নবী!) তুমি যদি বলো, 'মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে', তাহলে সত্য অস্বীকারকারীরা বলবে, 'এটা সুস্পষ্টভাবেই এক অলীক বিভ্রম।'

৮. পূর্বনির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ওদের শাস্তি স্থগিত রাখা হলে ওরা বলে, কে এখন শাস্তি দিতে বাধা দিচ্ছে? বাস্তবতা হচ্ছে, যখন শাস্তির সময় ঘনিয়ে আসবে, কোনোকিছুই তাতে বাধা দিতে পারবে না। যা নিয়ে এখন ওরা হাসিতামাশা করছে, সে আজাবের মধ্যেই ওরা ডুবে যাবে।

॥ রুকু ২ ॥

৯. বাস্তবতা হচ্ছে, যখন মানুষকে অনুগ্রহ-সম্পদ দান করার পর তা ফিরিয়ে নিই, তখন সে হতাশায় ভেঙে পড়ে এবং (নেতিবাচকতা ও) অকৃতজ্ঞতায় ডুবে যায়। ১০. দুঃখকষ্টে নিমজ্জিত করার পর যখন তাকে অনুগ্রহ-সম্পদ দান করি, তখন সে বলে, আমার বিপদ-আপদ কেটে গেছে। সে অর্থহীন ফুটানি ও উল্লাসে মেতে ওঠে, হয়ে ওঠে অহংকারী। ১১. (অধিকাংশ মানুষই এরকম।) তাই শুধু সৎকর্মশীল ও বিপদে ধৈর্যশীলদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

১২. (হে নবী!) এটা কি সম্ভব, (সত্য অস্বীকারকারীরা অপছন্দ করার কারণে) তোমার কাছে প্রেরিত বাণীসমূহের অংশবিশেষ তুমি কাটছাঁট করবে? 'এ লোকটির ওপর ধনভাণ্ডার নাজিল হলো না কেন অথবা তার কাছে (দৃশ্যমানভাবে) কোনো ফেরেশতা আসে না কেন?'—এ ধরনের কথাবার্তায়ও তোমার দমে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। (ওরা বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছে যে) তুমি তো কেবল সতর্ককারী। সবকিছুর কর্মবিধায়ক তো শুধু আল্লাহ।

১৩. ওরা কী বলছে? কোরআন তুমি রচনা করেছ? (হে নবী!) ওদের বলো, যদি তা-ই হয়ে থাকে তবে তোমরা এ ধরনের ১০টি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো। আল্লাহ ছাড়া অন্য যাকে পারো সাহায্যের জন্যে ডাকো। ১৪. যাদেরকে ডাকছ তারা যদি তোমাদের সাহায্য করতে সক্ষম না হয়,

http://alQuran.org.bd

তবে জেনে রাখো, আল্লাহর প্রজ্ঞা থেকেই এ কোরআন নাজিল হয়েছে। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। এরপরও কি তোমরা তাঁর কাছে সমর্পিত হবে না?

১৫. কেউ যদি শুধু পার্থিব জীবনের সাফল্য ও প্রাচুর্য কামনা করে, তবে আমি তাকে কর্মের সমপরিমাণ ফল প্রদান করি। তাদের প্রাপ্য ফল থেকে কখনো তারা বঞ্চিত হবে না। ১৬. কিন্তু আখেরাতে তাদের জন্যে থাকবে শুধু আগুন। (বিশ্বাস না করায়) পৃথিবীতে তারা যা-কিছু করেছে, আখেরাতে তা নিষ্ফল হবে।

১৭. যারা (পণ্যদাস ও জৌলুসের পূজারি) আর যারা প্রতিপালকের প্রেরিত সত্যজ্ঞানের অনুসারী, যার সাক্ষ্য এই কিতাব এবং যা সত্যায়িত হয়েছে পূর্ববর্তী রহমত মুসার কিতাব দ্বারা, তাদের মধ্যে কি কোনো তুলনা হতে পারে? যারা (এই বাণীকে বুঝতে পেরেছে তারাই এতে) সত্যিকার বিশ্বাস স্থাপন করেছে। পক্ষান্তরে যারাই পারস্পরিক যোগসাজশে এই সত্যবাণীকে অস্বীকার করবে, জাহান্নামই হবে তাদের ঠিকানা। অতএব এই প্রত্যাদেশ সম্পর্কে কোনো ধরনের সন্দেহকে প্রশ্রয় দিও না। নিশ্চয়ই এই সত্য তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে নাজিল হয়েছে, যদিও অধিকাংশ মানুষই (এখন তা) বিশ্বাস করবে না।

১৮. যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে, তাদের চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে? (মহাবিচার দিবসে) প্রতিপালকের সামনে ওদের হাজির করা হবে আর সাক্ষীরা ওদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, 'ওরা ওদের প্রতিপালকের নামে মিথ্যা বলেছিল।' শুনে রাখো, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের লানত করেন। ১৯. সীমালঙ্ঘনকারীরা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে, সত্যের ব্যাপারে মানুষকে বিভ্রান্ত করে এবং আখেরাতকে অস্বীকার করে। ২০. ওরা দুনিয়ায় (আপাতত ধরা না পড়লেও, চূড়ান্ত) বিচার এড়াতে পারবে না। আল্লাহর বিরুদ্ধে ওরা কোনো সাহায্যকারীও পাবে না। সত্য শোনার ও সত্যকে বোঝার সামর্থ্য নষ্ট করার জন্যে (পরকালে) ওদের দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে।

২১. ওরা ওদের নিজেদেরই সর্বনাশ করেছে। কারণ পুনরুত্থান দিবসে ওদের কাল্পনিক উপাস্যগুলো ওদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে। ২২. নিঃসন্দেহে ওরাই পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

http://alQuran.org.bd

২৩. শুনে রাখো, যারা বিশ্বাসী, সৎকর্মশীল এবং একান্তভাবে প্রতিপালকের অনুগত, তারাই জান্নাতে বাস করবে। সেখানে থাকবে তারা চিরকাল।

২৪. এই দুই শ্রেণির মানুষের তুলনা হচ্ছে, একটি দল অন্ধ ও বধির আর একটি দল চমৎকার দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তির অধিকারী। এই দুটি দল কি কখনো সমান হতে পারে? এরপরও কি তোমরা (সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে) শিক্ষাগ্রহণ করবে না?

॥ রুকু ৩ ॥

২৫-২৬. (এই একই বাণী দিয়ে) নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে রসুল হিসেবে পাঠিয়েছিলাম। নিজ সম্প্রদায়কে সে বলল, আমি তোমাদের স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করছি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর ইবাদত করবে না। যদি অন্য কিছুর উপাসনা করো, তবে মহাবিচার দিবসে তোমরা কঠিন আজাবের সম্মুখীন হবে।

২৭. সম্প্রদায়ের নেতারা ছিল সত্য অস্বীকারকারী। তারা নূহকে বলল, 'তুমি তো আমাদেরই মতো একজন মানুষ। আর তোমাকে যারা অনুসরণ করছে, তারা সমাজের নিম্ন শ্রেণিভুক্ত। কোনো ক্ষেত্রেই তোমাদেরকে আমাদের চেয়ে অগ্রসর বলে মনে হচ্ছে না। বরং আমরা তোমাকে মিথ্যুকই মনে করি।'

২৮. নূহ বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি আমাকে (নবুয়তের) রহমত দান করেছেন। এখন তোমরা যদি তা বুঝতে না পারো আর তা মানতে না চাও, তবে আমার ইচ্ছা আমি কীভাবে তোমাদের ওপর চাপিয়ে দেবো?'

২৯-৩০. 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি এই বাণীর বিনিময়ে তোমাদের কাছে তো কোনো ধনসম্পত্তি চাই নি। আমার পারিশ্রমিক দেয়ার মালিক তো শুধু আল্লাহ। আর আমাকে যারা বিশ্বাস করেছে, তাদের তাড়িয়ে দেয়াও আমার কাজ নয়। তারা নিশ্চিতভাবেই তাদের প্রতিপালকের কাছে হাজির হবে। অথচ ভালো-মন্দ বিচার-বিবেচনায় তোমরা একেবারেই অসচেতন। হে আমার সম্প্রদায়! যদি আমি বিশ্বাসীদের তাড়িয়ে দেই, তবে আল্লাহর শাস্তি থেকে কে আমাকে রেহাই দেবে? তোমরা কি এই সহজ বিষয়টাও বুঝতে পারো না?'

http://alQuran.org.bd

৩১. (নূহ আরো বলল) ‘আমি তোমাদের বলি নি যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে বা গায়েব সম্পর্কে আমি জানি। আর ফেরেশতা হওয়ার দাবিও আমি করি নি। আর এটাও বলতে পারব না যে, তোমরা যাদের অবজ্ঞা-অবহেলা করছ, আল্লাহ তাদের কখনো অনুগ্রহ-সম্পদ দেবেন না। কারণ তাদের জন্যে যা (সম্ভাবনা) আছে, আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন। অতএব তোমাদের ইচ্ছানুসারে কথা বললে নিঃসন্দেহে আমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবো।’

৩২. (নূহের কথা শুনে) সম্প্রদায়ের নেতারা উত্তেজিত হয়ে বলল, ‘হে নূহ! তুমি তো আমাদের সাথে তর্ক করছ আর বিতর্কটাকে করছ অহেতুক দীর্ঘায়িত। এসব বাদ দাও। তুমি সত্যবাদী হলে নিয়ে এসো সে আজাব, যার ভয় তুমি আমাদের দেখাচ্ছ।’

৩৩-৩৪. জবাবে নূহ বলল, ‘আল্লাহই এই আজাব প্রেরণ করবেন, যখন তিনি ইচ্ছা করবেন। আর তখন এই আজাব ঠেকানো তোমাদের কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না। আমার সৎ-উপদেশ তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না, যদি আল্লাহ তোমাদের পথভ্রষ্ট হতে ছেড়ে দেন। তিনিই তোমাদের প্রতিপালক এবং তার কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।’

৩৫. (হে নবী!) মক্কার সত্য অস্বীকারকারীরা কি বলছে যে, তুমি কোরআন রচনা করেছ? ওদের বলো, আমি যদি রচনা করে থাকি, তবে এ অপরাধের জন্যে আমিই দায়ী হবো। আর তোমরা যে অপরাধ করছ, তার দায়িত্ব থেকে আমি পুরোপুরি মুক্ত।

॥ রুকু ৪ ॥

৩৬-৩৭. নূহ-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করা হলো–যারা ইতোমধ্যেই তোমার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা ছাড়া নতুন করে আর কেউ বিশ্বাস স্থাপন করবে না। অতএব ওদের অপতৎপরতায় তুমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত হয়ো না। তুমি আমার তত্ত্বাবধানে আমার প্রত্যাদেশ অনুসারে জাহাজ বানাতে শুরু করো এবং কোনো পাপিষ্ঠের ব্যাপারে আমার কাছে কোনো সুপারিশ কোরো না। ওরা সবাই ডুবে মরবে।

৩৮-৩৯. নূহ জাহাজ বানাতে শুরু করল। যখন সম্প্রদায়ের নেতারা সেখান দিয়ে যেত, তখন তারা উপহাস করত। নূহ তাদেরকে বলল, এখন তোমরা

http://alQuran.org.bd

উপহাস করছ? করো। আমরাও উপহাস করার সময় পাব। সময় এলেই তোমরা জানতে পারবে, (এই পৃথিবীতে) কার ওপর অপমানকর আজাব নিপতিত হবে আর (পরকালে) কে স্থায়ী আজাবে নিমজ্জিত হবে।

৪০. অবশেষে আমার নির্দেশে জমিন থেকে স্রোতের মতো পানি উঠতে লাগল, প্লাবন শুরু হলো। আমি নূহকে বললাম, প্রত্যেক জীব থেকে এক জোড়া করে জাহাজে ওঠাও। যাদের শাস্তি স্থির হয়ে আছে তাদের ছাড়া পরিবারের সকল সদস্য এবং বিশ্বাসীদের নিয়ে জাহাজে আশ্রয় নাও। অবশ্য খুব কমসংখ্যক মানুষই নূহকে বিশ্বাস করেছিল।

৪১. নূহ (তার অনুসারীদের) বলল, জলদি জাহাজে ওঠো। আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক দয়াময়, ক্ষমাশীল।

৪২. পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গমালার মাঝে জাহাজ তাদেরকে নিয়ে ভাসতে লাগল। সেই মুহূর্তে দূরে অবস্থানকারী পুত্রকে লক্ষ করে নূহ (চিৎকার করে) বলল, 'হে আমার পুত্র! তাড়াতাড়ি আমাদের সাথে এসো। জাহাজে ওঠো! সত্য অস্বীকারকারীদের সাথে থেকো না।'

৪৩. (কিন্তু পুত্র) বলল, আমি এখনই উঁচু পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে প্লাবন থেকে রক্ষা করবে। নূহ বলল, আজ আল্লাহর সিদ্ধান্ত থেকে রক্ষা করার কেউ নেই। শুধু সে-ই রক্ষা পাবে, যাকে আল্লাহ দয়া করবেন। এরপর এক বিশাল ঢেউ আড়াল করে ফেলল তাদের। আর পুত্রও ডুবে গেল।

৪৪. এরপর আদেশ হলো, 'জমিন! পানি শুষে নাও। আকাশ! ক্ষান্ত হও (পানিবর্ষণ বন্ধ করো)!' বন্যার পানি হ্রাস পেতে শুরু করল। যা হওয়ার তা-ই হলো। জাহাজ গিয়ে ভিড়ল জুডি পাহাড়ে। বলা হলো, জালেমরা নিপাত যাক!

৪৫. নূহ তার প্রতিপালকের কাছে আরজ করল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র তো আমার পরিবারেরই একজন! ওদিকে তোমার ওয়াদাও সত্য। নিশ্চয়ই তুমি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক!'

৪৬. আল্লাহ জবাবে বললেন, 'হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে-তো দুরাচারীদের একজন। অতএব যে-বিষয়ে তুমি জানো না, সে-বিষয়ে আমাকে

http://alQuran.org.bd

অনুরোধ কোরো না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, নিজেকে অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত কোরো না।'

৪৭. নূহ সাথে সাথে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! যে-বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, সে-বিষয়ে অনুরোধ করা থেকে আমি তোমার কাছে পানাহ চাই। তুমি ক্ষমা না করলে, দয়া না করলে নিশ্চয়ই আমি ক্ষতিগ্রস্ত হবো।'

৪৮. এরপর আল্লাহ বললেন, 'হে নূহ! জাহাজ থেকে নেমে পড়ো। আমার তরফ থেকে সালাম। বরকতে পূর্ণ হবে তোমার ও তোমার সাথে অবতরণকারীদের (এবং তাদের সৎকর্মশীল উত্তরসূরিদের) জীবন। অন্যদের (উত্তরসূরিদের মধ্যে যারা দুরাচারী হবে, তাদের) কিছু সময়ের জন্যে জীবন উপভোগ করতে দেবো, কিন্তু পরে কঠিন আজাব তাদের আলিঙ্গন করবে।'

৪৯. (হে নবী!) গায়েবের এ সংবাদ আমি ওহীর মাধ্যমে তোমাকে জানাচ্ছি, যা তুমি জানতে না এবং তোমার সম্প্রদায়ও জানত না। তাই (নূহের মতো) ধৈর্যধারণ করো। শুভ পরিণতি তো শুধু আল্লাহ-সচেতনদের জন্যেই।

॥ রুকু ৫ ॥

৫০. আদ সম্প্রদায়ের কাছে ওদের ভাই হুদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল,
'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা এক আল্লাহর উপাসনা করো। তিনি ছাড়া
কোনো উপাস্য নেই। তোমরা তো মিথ্যার (কাল্পনিক উপাস্য)
উদ্ভাবক।' ৫১. 'হে আমার সম্প্রদায়! এই বাণীর বিনিময়ে আমি তোমাদের
কাছ থেকে কোনো প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিফল তো আল্লাহর কাছে,
যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। এরপরও কি তোমরা তোমাদের বিচারবুদ্ধি
প্রয়োগ করবে না?'

৫২. (হুদ বলল) 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও। অনুশোচনা করে তাঁর কাছে ফিরে এসো। (শুধু তাঁরই ইবাদত করো।) আকাশ থেকে তিনি প্রচুর বৃষ্টি দেবেন। তোমাদের শক্তি ও ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে দেবেন। পাপাচারীদের ন্যায় (আমার দিক থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিও না!'

http://alQuran.org.bd

৫৩-৫৫. (সম্প্রদায়ের নেতারা জবাবে) বলল, 'হে হুদ! তুমি (রসুল হওয়ার) কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ আমাদের দেখাও নি। তোমার কথায় আমরা আমাদের উপাস্য দেবতাদের ছেড়ে দেবো না! তোমার ওপর আমাদের কোনো বিশ্বাস নেই। বরং আমাদের তো মনে হচ্ছে আমাদের কোনো উপাস্য দেবতার অশুভ দৃষ্টি তোমার ওপর পড়েছে।' জবাবে হুদ বলল, 'আল্লাহ আমার সাক্ষী! তোমরাও সাক্ষী থাকো। তোমরা আল্লাহর সাথে যাদের শরিক করেছ, আমি তাদের কখনো আল্লাহর সাথে শরিক করি নি। তাই তোমরা ইচ্ছামতো আমার বিরুদ্ধে বিরামহীন ষড়যন্ত্র করতে পারো।'

৫৬. (হুদ আরো বলল, হে আমার সম্প্রদায়!) 'আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদের সবার প্রতিপালক আল্লাহর ওপর। এমন কোনো প্রাণী নেই, যা তাঁর আওতাধীন নয়। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালকের পথই সরলপথ।'

৫৭. 'তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে (মনে রেখো) আমি প্রভুর বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এরপর তিনি অন্য কোনো জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কিছুই করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী।'

৫৮. যখন ফয়সালা হয়ে গেল, তখন আমি আমার রহমতের ছায়ায় হুদ ও তার সঙ্গী বিশ্বাসীদের রক্ষা করলাম। সেইসাথে তারা রক্ষা পেল (পরকালের) কঠিন শাস্তি থেকেও।

৫৯-৬০. এই হলো আদ সম্প্রদায়ের নিশ্চিহ্ন হওয়ার ঘটনা। ওরা ওদের প্রতিপালকের বাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাঁর রসুলের অবাধ্য হয়েছিল আর সত্যের দাম্ভিক শত্রুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল। দুনিয়ায় ওরা লানতগ্রস্ত হয়েছে, আখেরাতেও হবে লানতগ্রস্ত। আদ সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল! ধ্বংসই হলো হুদের সম্প্রদায় আদ-এর পরিণতি।

॥ রুকু ৬ ॥

৬১. আমি সামুদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালেহকে রসুল হিসেবে পাঠালাম। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা শুধু আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং মাটির ওপরই তোমাদের বিকশিত করেছেন।

http://alQuran.org.bd

অতএব তোমরা তাঁর নিকট তোমাদের পাপের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করো এবং তওবা করে তাঁর কাছেই ফিরে এসো। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক খুব কাছেই আছেন এবং আন্তরিক প্রার্থনায় তিনি সাড়া দেন।’
৬২. (সম্প্রদায়ের নেতারা জবাবে) বলল, ‘হে সালেহ! তোমার ওপর আমাদের অনেক আশাভরসা ছিল। আর এখন তুমি আমাদের বাপদাদাদের উপাস্য দেবতাদের উপাসনা করতে নিষেধ করছ? আর তুমি আমাদের যে ধর্মের দিকে ডাকছ, সে ব্যাপারে আমাদের গভীর সন্দেহ রয়েছে।’

৬৩. সালেহ জবাবে বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা একটু ভেবে দেখ! আমি যদি আমার প্রতিপালকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং যদি তিনি তাঁর রহমতে আমাকে ধন্য করে থাকেন, আর তারপর যদি আমি তাঁর অবাধ্য হই, তবে আল্লাহর শাস্তি থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে? তোমরা আমার ক্ষতির পরিমাণই বাড়িয়ে দেবে।’

৬৪. তারপর সে বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! এই উটনী হচ্ছে (আমার নিকট প্রেরিত আল্লাহর বাণীর সত্যতার) সুস্পষ্ট নিদর্শন। এই উটনীকে আল্লাহর জমিনে মুক্তভাবে বিচরণ করতে দাও। একে কোনো বাধা দিও না, এর কোনো ক্ষতি কোরো না। ক্ষতি করলে খুব দ্রুত তোমরা আল্লাহর কঠিন আজাবের সম্মুখীন হবে।’

৬৫. (সালেহ-র কথাকে অবজ্ঞা করে) ওরা উটনীকে হত্যা করল। এরপর সালেহ ওদের বলল, যথেষ্ট হয়েছে। এখন মাত্র তিন দিন সময় পাচ্ছ। ঘরে বসে জীবনকে উপভোগ করে নাও। (এরপর তোমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।) এই ফয়সালা অপরিবর্তনীয়।

৬৬. যখন ফয়সালা অনুসারে আজাব উপস্থিত হলো, তখন আমার বিশেষ রহমত দ্বারা সালেহ ও তার সঙ্গী বিশ্বাসীদের রক্ষা করলাম। একইসাথে তারা রক্ষা পেল সেই (মহাবিচার) দিবসের লাঞ্ছনা থেকে। নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী।

৬৭-৬৮. এরপর এক প্রচণ্ড শব্দ আঘাত হানল সীমালঙ্ঘনকারীদের ওপর। মুহূর্তে নিষ্প্রাণ, নির্জীব, উপুড় হয়ে পড়ে রইল ওরা, যেন প্রাণের কোনো স্পন্দন কখনো সেখানে ছিল না। দেখ! সামুদ সম্প্রদায় প্রতিপালকের প্রেরিত সত্যকে অস্বীকার করেছিল। ফলে ওরা বিলুপ্ত হলো ধরাপৃষ্ঠ থেকে।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ৭ ॥

৬৯. আমার প্রেরিত ফেরেশতারা সুসংবাদ বহন করে ইব্রাহিমের কাছে হাজির হলো। তারা বলল, ‘সালাম’। সে-ও বলল, ‘সালাম’। (মেহমানদের আপ্যায়নের জন্যে) ইব্রাহিম কিছু সময় পর পরিবেশন করল আস্ত বাছুরের রোস্ট।

৭০. ইব্রাহিম লক্ষ করল যে, মেহমানরা খাবারের দিকে হাত বাড়াচ্ছে না। তখন তার মনে এক ধরনের সন্দেহ ও ভয় সৃষ্টি হলো। ফেরেশতারা বলল, ‘আমাদের ব্যাপারে সন্দেহ বা ভয়ের কিছু নেই। আমাদেরকে লূত সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছে।’

৭১. ইব্রাহিমের স্ত্রী কাছেই দাঁড়ানো ছিল। (একথা শুনে) সে হেসে ফেলল। এরপর আমি (ফেরেশতাদের মাধ্যমে) তাকে ইসহাক এবং (তার পুত্র) ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম। ৭২. ইব্রাহিমের স্ত্রী বিস্মিত হয়ে বলল, হায় কপাল! অদ্ভুত কথা! এই বয়সে আমি সন্তানের মা হবো? আমি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে আর আমার এই স্বামীও বৃদ্ধ!

৭৩. ফেরেশতারা বলল, ‘আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা করবেন। এটাকে কি তোমার কাছে আশ্চর্যের বিষয় মনে হচ্ছে? হে গৃহবাসীরা! তোমরা আল্লাহর রহমত ও বরকতের ছায়ায় আছ। সমস্ত প্রশংসা ও সম্মান আল্লাহরই জন্যে!’

৭৪-৭৫. ইব্রাহিমের আশঙ্কা দূর হয়ে গেল আর সন্তানের সুসংবাদলাভে তার অন্তর তৃপ্ত হলো। এরপর সে আমার (পাঠানো ফেরেশতাদের) কাছে লূত সম্প্রদায়ের পক্ষে ওকালতি শুরু করল। আসলে ইব্রাহিম ছিল সহনশীল ও কোমল মনের আল্লাহমুখী মানুষ।

৭৬. (কিন্তু আমার ফেরেশতারা জবাবে বলল) ‘হে ইব্রাহিম! লূত সম্প্রদায়ের পক্ষে ওকালতি ও সুপারিশ করা থেকে বিরত হও। তোমার প্রতিপালক ওদের ব্যাপারে ফয়সালা করে ফেলেছেন। ওদের ওপর অনিবার্য আজাব নেমে আসবে।’

৭৭. যখন আমার ফেরেশতারা লূতের বাড়িতে হাজির হলো, তখন (অতিথিদের মর্যাদা রক্ষায় সক্ষম হবে না ভেবে) লূত নিজে খুবই অসহায় বোধ করল। বিষণ্ন কণ্ঠে বলল, ‘আজ বড় দুঃখের দিন’!

http://alQuran.org.bd

৭৮. (মেহমানরা পৌঁছার সাথে সাথেই) তার সম্প্রদায়ের লোকজন উন্মত্তের মতো ছুটে এসে তার বাড়ি ঘেরাও করে ফেলল। ওরা আগে থেকেই কুকর্মে (সমকামিতায়) আসক্ত ছিল। লূত তাদের বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! এখানে আমার (জাতির) কন্যারা রয়েছে। (যদি বিয়ে করো) ওরা তোমাদের জন্যে পবিত্র। আল্লাহ-সচেতন হও। অতিথিদের সাথে অন্যায় আচরণ করে আমাকে লজ্জিত কোরো না। তোমাদের মধ্যে কি কোনো ভালো মানুষ নেই?'

৭৯. সমবেতরা বলল, তুমি তো জানোই তোমার কন্যারা আমাদের কোনো প্রয়োজনে আসবে না। আর ভালো করেই জানো, আমরা কী চাচ্ছি।

৮০. হতাশা প্রকাশ করে লূত বলল, 'হায়! তোমাদের পরাজিত করার মতো শক্তি যদি আমার থাকত অথবা যদি শক্তিশালী আশ্রয় পেতাম!'

৮১. (এরপর ফেরেশতারা) বলল, 'হে লূত! নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত ফেরেশতা। ওরা তোমার কিছুই করতে পারবে না। ব্যস! ভোর হওয়ার আগে অন্ধকার থাকতে থাকতে তোমার পরিবার-পরিজনসহ বেরিয়ে পড়ো। আর কখনো পেছনে তাকাবে না। অবশ্য তোমার স্ত্রী তোমার সাথে যাবে না। ওদের যা ঘটবে, তারও তা-ই ঘটবে। আজাবের নির্ধারিত সময় হচ্ছে ভোরবেলা। ভোর হতে আর কতক্ষণ!'

৮২-৮৩. যখন ফয়সালা কার্যকর করার সময় এলো, তখন (পাপভারাক্রান্ত) জনপদকে উল্টে দিলাম এবং অবিরাম বর্ষিত হলো প্রস্তর-কঙ্কর, যা সবই চিহ্নিত ছিল আগে থেকেই। আসলে জালেমদের জন্যে আল্লাহর শাস্তি কোনো দূরবর্তী বিষয় নয়।

॥ রুকু ৮ ॥

৮৪. মাদিয়ানবাসীদের কাছে আমি তাদের ভাই শোয়ায়েবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো উপাস্য নেই। (অন্যের সাথে যে-কোনো লেনদেনে) তোমরা মাপে ও ওজনে কম দিও না। এখন তোমরা বৈষয়িকভাবে সমৃদ্ধ। কিন্তু আমি তোমাদের জন্যে এক সর্বনাশা দিনে সর্বগ্রাসী আজাবের আশঙ্কা করছি।'

http://alQuran.org.bd

৮৫-৮৬. (শোয়ায়েব আরো বলল) 'হে আমার সম্প্রদায়! যে-কোনো লেনদেনে ন্যায়পরতার সাথে মাপ ও ওজনে পুরোপুরি প্রাপ্য আদায় করবে। মানুষকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে কখনো বঞ্চিত করবে না। জমিনে অশান্তি সৃষ্টি করে দুরাচার করে বেড়িও না। তোমরা যদি বিশ্বাসী হও, তবে আল্লাহর বিধান অনুসারে যা তোমরা পাবে, তা-ই তোমাদের জন্যে উত্তম। আর আমি কোনো ব্যাপারেই তোমাদের কর্মবিধায়ক নই।'

৮৭. (মাদিয়ান নেতারা) বলল, 'হে শোয়ায়েব! তোমার নামাজ কি তোমাকে একথা বলতে বাধ্য করছে যে, আমরা আমাদের বাপদাদাদের উপাস্যদের উপাসনা করা বাদ দিয়ে দেবো? আর আমাদের ধনসম্পত্তি দিয়ে আমরা যা খুশি তা করতে পারব না? (আমাদেরকে কি এটা বিশ্বাস করতে হবে যে) তুমিই একমাত্র সহনশীল সদাচারী মানুষ?'

৮৮. (জবাবে) শোয়ায়েব বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা একটু ভেবে দেখ! যদি আমি আমার প্রতিপালকের প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং যদি তিনি আমাকে ভালো জীবনোপকরণ দিয়ে থাকেন, তাহলে আমি সত্য বলা থেকে বিরত থাকব কী করে? আর আমি তোমাদের যা করতে নিষেধ করছি, তা আমি কখনো নিজে করতে চাই না। আমি আমার সাধ্যমতো (সমাজের) ভুলগুলোকে শোধরাতে চাই। কতটুকু পারব তা নির্ভর করে আল্লাহর ওপর। আমি তাঁরই ওপর ভরসা রাখি, তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি।'

৮৯-৯০. (শোয়ায়েব আরো বলল) 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার বিরোধিতায় জেদ করে তোমরা হঠকারী কিছু করে ফেলো না। তেমন কিছু করলে তোমাদের ওপরও নূহ, হুদ, সালেহ বা লূতের সম্প্রদায়ের মতো আজাব নিপতিত হবে। (আর জানো তো) লূতের সম্প্রদায়ের নিবাস তোমাদের জনপদের খুব কাছেই ছিল। তাই তোমরা সকল পাপের জন্যে তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো আর অনুশোচনা করে ফিরে এসো তাঁর কাছে। নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক পরমদয়ালু, প্রেমময়।'

৯১. (কিন্তু সম্প্রদায়ের নেতারা) বলল, 'হে শোয়ায়েব! তুমি যা বলছ তার অনেক কথাই আমাদের বোধগম্য নয়। তাছাড়া আমরা তো দেখছি তুমি আমাদের তুলনায় অনেক দুর্বল। শুধু তোমার পরিবার-পরিজনের দিকে

http://alQuran.org.bd

তাকিয়ে আমরা কিছু করছি না। আর তা না হলে তো আমরা তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতাম। কারণ আমাদের মোকাবেলা করার কোনো শক্তি তোমার নেই।'

৯২-৯৩. শোয়ায়েব বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার পরিবার-পরিজনকে কি তোমরা আল্লাহর চেয়ে বেশি প্রভাবশালী মনে করো? আল্লাহর কথা একদম ভুলে গেলে? অথচ তোমাদের সবকিছুই আমার প্রতিপালকের আওতাধীন! অতএব (আমার বিরুদ্ধে) যা-কিছু করতে পারো, করো। আর আমি (আল্লাহর পথে) আমার কাজ করে যাব। সময় এলেই জানতে পারবে, (আমাদের মধ্যে) কে অপমানকর আজাবে নিপতিত হয় আর কে মিথ্যাবাদী। অতএব তোমরা (আজাবের) অপেক্ষা করো। আমিও (তা দেখার জন্যে) অপেক্ষা করছি!'

৯৪-৯৫. যখন ফয়সালা কার্যকর করার সময় হলো তখন শোয়ায়েব ও তার বিশ্বাসী সঙ্গীদের আমি আমার রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দিলাম। তারা রক্ষা পেল। তখন এক প্রচণ্ড শব্দ আঘাত হানল জালেমদের ওপর। তারা নিজ নিজ বাসস্থানে উপুড় হয়ে নির্জীব নিষ্প্রাণ পড়ে রইল। সবকিছুই এমন নির্জীব নিস্তব্ধ হয়ে গেল, যেন কেউ কখনো সেখানে ছিল না! হায়! ধ্বংসই ছিল মাদিয়ানবাসীর পরিণতি, যেভাবে ধ্বংস হয়েছিল সামুদ সম্প্রদায়।

॥ রুকু ৯ ॥

৯৬-৯৭. আমি মুসাকে আমার বাণী ও নবুয়তের সুস্পষ্ট সনদসহ ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে পাঠিয়েছিলাম। ফেরাউন ভ্রান্তনীতির অনুসরণ করত। আর তার পারিষদরা অনুসরণ করত তাকে। ৯৮. মহাবিচার দিবসেও ওরা ফেরাউনের নেতৃত্বেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। হায়! কারো নিবাস হিসেবে জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট স্থান! ৯৯. এই পৃথিবীতে ওরা হলো লানতগ্রস্ত। মহাবিচার দিবসেও ওরা থাকবে লানতগ্রস্ত। কত নিকৃষ্ট এই প্রতিফল! (অবশ্য মন্দ কাজের প্রতিফল মন্দ ছাড়া আর কী হতে পারে!)

১০০. (মানুষের জন্যে শিক্ষণীয় বলেই) প্রাচীন জনপদসমূহের কিছু ঘটনা তোমার কাছে বিশদভাবে বয়ান করলাম। এই জনপদগুলোর কোনো কোনোটির কিছু কিছু অস্তিত্ব এখনো আছে। কিছু কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে

http://alQuran.org.bd

কালস্রোতে। ১০১. আমি ওদের ওপর কোনো অন্যায় করি নি। বরং ওরা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছে (সত্য বিসর্জন দিয়ে)। যখন তোমার প্রতিপালকের ফয়সালা কার্যকর করার সময় হলো, তখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে ওরা যাদের উপাসনা করছিল, সেই উপাস্যরা ওদের কোনো উপকারে আসে নি। বরং বিপর্যয়ের পরিমাণই বাড়িয়েছে।

১০২. জুলুম নিপীড়নে লিপ্ত জনপদকে তোমার প্রতিপালক এভাবেই শায়েস্তা করেন। তিনি যখন শাস্তি দেন, তখন তা হয় কঠিন পীড়াদায়ক।

১০৩-১০৪. যারা মহাবিচার দিবসে (সম্ভাব্য) শাস্তিকে ভয় করে, এই ঘটনাবলির মধ্যে তাদের জন্যে শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে। মহাবিচার দিবসে সকল মানুষকে সমবেত করা হবে এবং (যত মানুষ পৃথিবীতে এসেছে সবাই) সবকিছু প্রত্যক্ষ করবে। মহাবিচার দিবসের জন্যে আমি যে-সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছি, তাতে কোনো বিলম্ব হবে না। ১০৫. সেই দিন আল্লাহর সদয় অনুমতি ছাড়া কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না। আর সমবেতদের কিছু হবে দুর্ভাগা, কিছু ভাগ্যবান।

১০৬-১০৭. যারা (দুষ্কর্মের কারণে) দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছে, তারা নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে। সেখানে (কষ্ট নিবারণের উপায় হিসেবে) চিৎকার আর আর্তনাদ ছাড়া ওদের আর কিছুই করার থাকবে না। সেখানে ওরা থাকবে চিরকাল; যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরকম ইচ্ছা করেন। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক যে-কোনো কিছু করার ব্যাপারে পুরোপুরি সার্বভৌম।

১০৮. যারা (সৎকর্মের কারণে) সৌভাগ্য অর্জন করেছে, তারা থাকবে জান্নাতে। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল; যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরকম ইচ্ছা করেন (অস্তিত্বের আরো উচ্চ কোনো স্তরে নিয়ে যান)। এ এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার!

১০৯. অতএব হে নবী! ঐ বিভ্রান্তরা যা-কিছুর উপাসনা করে, তা নিয়ে তুমি কোনো সংশয়ের প্রশ্রয় দিও না। ওদের বাপদাদারা যাদের উপাসনা করত, ওরা (অন্ধভাবে) সংস্কাররূপে তাদেরই উপাসনা করছে। মনে রেখো, (ভালো-মন্দ যা-ই করুক) ওদের কর্মফল আমি পুরোপুরিই দেবো, তাতে কোনো কমতি করব না।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ১০ ॥

১১০. নিশ্চয়ই আমি ইতঃপূর্বে মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। সেখানেও তার সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ এর বিপরীতে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে মতবিরোধ সৃষ্টি করেছিল। তোমার প্রতিপালকের পূর্বসিদ্ধান্ত না থাকলে (সাথে সাথেই সেখানে) ওদের ব্যাপারে ফয়সালা কার্যকর হয়ে যেত। আসলে (যে ওদের আল্লাহর পথে ডাকছিল) ওরা তাকে ঘোরতর সন্দেহ করেছিল।
১১১. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক প্রত্যেককে তার (ভালো-মন্দ) কাজের পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করবেন। তিনি সবারই সকল কাজের খবর রাখেন।

১১২. অতএব হে নবী! তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ, সেই সত্যপথে সুদৃঢ় থাকো। তোমার সঙ্গীরা, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারাও একইভাবে আদিষ্ট সত্যপথে সুদৃঢ় থাকুক। তোমরা কেউ কারো ব্যাপারে (বিশ্বাসী–সত্য অস্বীকারকারী নির্বিশেষে) ন্যায়পরতার সীমালঙ্ঘন কোরো না। নিশ্চয়ই তোমরা যা করো, তোমার প্রভু তার সম্যক-দ্রষ্টা। ১১৩. যারা ন্যায়পরতার সীমালঙ্ঘন করে, তাদের দিকে তুমি ঝুঁকে পড়ো না, তাদের ওপর নির্ভর কোরো না। যদি করো, তবে (পরকালে) আগুন তোমাকে গ্রাস করবে। তখন আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাকে রক্ষা করার জন্যে কাউকে পাবে না, আর আল্লাহও তোমাকে সাহায্য করবেন না।

১১৪. (হে বিশ্বাসীগণ!) তোমরা নামাজ কায়েম করো দিনের দুই প্রান্তভাগে এবং রাতের প্রথম অংশে। নিঃসন্দেহে ভালো কাজ জীবন থেকে মন্দ কাজকে বিতাড়িত করে। যারা আল্লাহকে স্মরণ করতে অভ্যস্ত, এটি তাদের জন্যে এক গুরুত্বপূর্ণ নসিহত। ১১৫. আর (সকল প্রতিকূলতায়) ধৈর্যধারণ করো। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের কর্মফল কখনো বিনষ্ট করেন না।

১১৬. কিন্তু হায়! পূর্ববর্তী জাতিসমূহে (যাদের আমি ধ্বংস করেছিলাম) এমন সদ্‌গুণসম্পন্ন মানুষ কেন বেরিয়ে এলো না, যারা জমিনে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিস্তারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারত? অবশ্য (কিছু ভালো মানুষ ছিল ব্যতিক্রম) যাদের আমি রক্ষা করেছি। আর অধিকাংশই হয়েছে দুরাচারের অনুসারী, ভোগলালসায় আসক্ত, যা তাদের পুরো সত্তাকেই করেছে দুর্নীতিগ্রস্ত। পরিণামে হয়েছে পাপাচারে নিমজ্জিত।

http://alQuran.org.bd

১১৭. আসলে (পরস্পরের সাথে) সদাচারী ও ন্যায়পরায়ণ থাকলে তোমার প্রতিপালক কখনো (শুধু বিশ্বাসী না হওয়ার কারণে) কোনো জাতি বা জনপদের বিনাশ করেন না।

১১৮-১১৯. তোমার প্রতিপালক যদি ইচ্ছা করতেন, তবে সকল মানুষকেই একজাতিতে পরিণত করতে পারতেন। কিন্তু (আল্লাহর ইচ্ছা অন্যরকম। তাই) তারা সবাই মতভেদ ও মতবিরোধে লিপ্ত হলো, শুধু আল্লাহর দয়াপ্রাপ্তরা ছাড়া। (ঠান্ডা মাথায় সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে সত্যপথ অনুসরণ করে অনুগ্রহ লাভ করুক) এই লক্ষ্যেই তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু (যারা স্রষ্টার প্রদর্শিত সরলপথ গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে, তাদের ক্ষেত্রে) তোমার প্রতিপালকের কথা : 'আমি জ্বীন ও মানুষ উভয় দ্বারাই জাহান্নাম পূর্ণ করব'–তা সত্য হবেই।

১২০-১২২. (হে নবী! মনে রেখো) পূর্ববর্তী রসুলদের এই ঘটনাগুলো আমি তোমাকে জানাচ্ছি তোমার মনকে শক্ত করার জন্যে। এ থেকে তুমি জানলে সত্য ইতিহাস। আর সকল বিশ্বাসীর জন্যে এতে রয়েছে উপদেশ ও সাবধানবাণী। আর যারা বিশ্বাস আনছে না, তাদের বলো, তোমাদের যা করার তা করো আর আমরা (আল্লাহর পথেই) কাজ করে যাব। পরিণামের জন্যে তোমরা অপেক্ষা করো। আমরাও প্রতীক্ষায় থাকছি।

১২৩. মহাকাশ ও পৃথিবীর সকল গায়েবের জ্ঞান তো শুধু আল্লাহই জানেন। সবকিছু তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। অতএব হে নবী! তুমি শুধু তাঁরই ইবাদত করো আর তাঁর ওপরেই ভরসা রাখো। তোমরা যা করো, তোমার প্রতিপালক সে-সম্পর্কে মোটেই বেখবর নন।

http://alQuran.org.bd

১২. সূরা ইউসুফ

রুকু ১২ ॥ আয়াত ১১১ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

আলিফ-লাম-রা। এগুলো সত্যনির্দেশক ও সুস্পষ্ট কিতাবের বাণী। ২. আমি একে আরবি ভাষায় কোরআনরূপে নাজিল করেছি, যাতে তোমরা (তোমাদের সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে) সহজে বুঝতে পারো। ৩. (হে নবী!) আমি কোরআন নাজিল করে তোমাকে জানাচ্ছি প্রকৃত ঘটনা ও ইতিহাস, যা তুমি জানতে না।

৪. স্মরণ করো! ইউসুফ তার পিতাকে বলেছিল, 'হে আমার পিতা! আমি (স্বপ্নে) দেখেছি ১১টি নক্ষত্র, সূর্য ও চন্দ্র আমাকে সেজদা করছে।'

৫-৬. (ইয়াকুব) জবাবে বলল, 'প্রিয় পুত্র! তোমার স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের বোলো না। বললে তারা (ঈর্ষাবশত) তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে পারে। আসলে শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (তুমি যেমন স্বপ্ন দেখেছ) তা-ই হবে। তোমার প্রতিপালক তোমাকে (নিজের কাজের জন্যে) মনোনীত করবেন। তোমাকে স্বপ্ন বা ঘটনাপ্রবাহের অন্তর্নিহিত রহস্য বোঝার জ্ঞান দান করবেন। আর তোমার ওপর ও ইয়াকুবের পরিবার-পরিজনের ওপর তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করবেন, যেভাবে তিনি তোমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম ও ইসহাকের ওপর নেয়ামত পূর্ণ করেছিলেন। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'

॥ রুকু ২ ॥

৭. ইউসুফ ও তার ভাইদের ঘটনাবলিতে সত্যান্বেষীদের জন্যে উজ্জ্বল নিদর্শন রয়েছে। ৮. স্মরণ করো! (ইউসুফের বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা পরস্পরকে) বলল, 'আসলে ইউসুফ ও তার ভাই (বেনিয়ামিন) পিতার কাছে আমাদের চেয়ে অধিক প্রিয়, যদিও আমরা সংখ্যায় বেশি। আমাদের পিতা নিশ্চিতই ভুল করছেন।'

http://alQuran.org.bd

৯. (ওদের এক ভাই বলল) 'ইউসুফকে হত্যা করো অথবা তাকে দূরদেশে তাড়িয়ে দাও। তাহলে তোমাদের পিতার নজর শুধু তোমাদের ওপরই পড়বে। এ-কাজ করার পর (অনুশোচনা করে পরে আবার) ভালো মানুষ হয়ে যাবে!' ১০. ওদের একজন বলল, 'ইউসুফকে হত্যা কোরো না। আর তোমরা যদি কিছু করতেই চাও, তাহলে ওকে কূপের গভীরে ফেলে দাও। যাত্রীদলের কোনো কাফেলা তাকে কূপ থেকে তুলে নিয়ে যাবে।'

১১-১২. (ওরা এ ব্যাপারে একমত হলো। তারপর) তাদের পিতাকে বলল, 'হে পিতা! ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদের বিশ্বাস করছেন না কেন? আমরা তো তার সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী। আপনি আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে পাঠান। সে খেলাধুলা করবে, আনন্দ করবে। আমরা তাকে ভালোভাবে দেখে রাখব।' ১৩. (ইয়াকুব) জবাবে বলল, 'তোমরা তাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছ, এ চিন্তা আমাকে বিষণ্ন করে তুলছে। আমার ভয় হয়, তোমাদের বেখেয়ালি মুহূর্তে নেকড়ের দল যদি তাকে খেয়ে ফেলে!'

১৪. ওরা বলল, 'আমরা একটা বড় দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে (আমাদের ভাইকে) খেয়ে ফেলে, তবে তো আমরা একেবারেই অপদার্থ প্রমাণিত হবো।'

১৫. তারপর ওরা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং সকলে মিলে এক অন্ধকূপে তাকে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিল, তখন আমি ইউসুফকে ওহী পাঠালাম : 'তুমি ওদেরকে এই ঘটনা ভবিষ্যতে মনে করিয়ে দিতে পারবে, কিন্তু তখন ওরা তোমাকে চিনতে পারবে না।'

১৬-১৮. রাতের আঁধারে কাঁদতে কাঁদতে ওরা ওদের পিতার কাছে এলো। বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতায় মত্ত ছিলাম। ইউসুফকে রেখে গিয়েছিলাম আমাদের মালপত্রের কাছে। এ সময়ে নেকড়ে এসে তাকে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু (আমরা জানি) আপনি আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যি বলছি।' এরপর ওরা নকল রক্ত মাখানো ইউসুফের জামা পেশ করল। (কিন্তু ইয়াকুব) বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, না (তোমাদের কথা ঠিক নয়), তোমরা এক মনগড়া কাহিনী বলছ। অবশ্য এখন আমার পক্ষে ধৈর্যধারণ করাই শ্রেয় (কারণ বিপদে ধৈর্যধারণ করা আল্লাহর দৃষ্টিতে উত্তম)। আর তোমরা যা বলছ, সে ব্যাপারে আমি শুধু আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করছি।

http://alQuran.org.bd

১৯. ঐ পথে এক কাফেলা যাচ্ছিল। যাত্রীদল পানি আনার জন্যে পানিওয়ালাকে কূপের কাছে পাঠাল। পানিওয়ালা পানি তোলার পাত্রসহ ইউসুফকে টেনে তুলে চিৎকার করে বলল, 'কী সৌভাগ্য! এ দেখি এক কিশোর।' কাফেলার লোকেরা তাকে পণ্যদ্রব্যের মতো লুকিয়ে রাখল। অথচ তারা যা-কিছু করছিল, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন।

২০. ওরা খুব কম মূল্যে–মাত্র কয়েক দিরহামে তাকে বিক্রি করে দিল। ওরা তার মূল্যায়নই করতে পারে নি!

॥ রুকু ৩ ॥

২১. মিশরের যে ব্যক্তি তাকে কিনেছিল, সে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীকে বলল, 'ভালোভাবে ওর থাকার ব্যবস্থা করো। ও আমাদের উপকারে আসতে পারে বা ওকে আমরা পালকপুত্র হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি।' এভাবে আমি ইউসুফকে একটা সুন্দর অবস্থানে নিয়ে গেলাম। উদ্দেশ্য ছিল, স্বপ্ন বা ঘটনাবলির অন্তর্নিহিত রহস্য বোঝার জ্ঞানদানের পরিবেশ তৈরি করা। আসলে আল্লাহ যা করতে চান, সে ব্যাপারে তিনি অপ্রতিহত কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা বোঝে না। ২২. সে যখন পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করল, তখন আমি তাকে (ভালো ও মন্দের পার্থক্য করার) জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ভূষিত করলাম। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করি।

২৩. এরপর সে যে বাড়িতে থাকত, সে বাড়ির মহিলা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। কামাবেগ পূরণের জন্যে তাকে ফুসলাতে লাগল। একদিন ঘরের দরজা বন্ধ করে সে বলল, 'আমার কাছে এসো!' ইউসুফ বলল, 'আল্লাহ আমায় রক্ষা করুন! এ ঘরের মালিক আমাকে এখানে সম্মানের সাথে থাকতে দিয়েছেন! (আমি কি এ-কাজ করতে পারি?) অন্যায়কারীরা শেষ পর্যন্ত কোনো কল্যাণ পায় না।'

২৪. অবশ্য মহিলা তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিল। সে-ও মহিলার প্রতি আসক্তিতে কাবু হয়ে যেত, যদি এ ঘটনার মধ্যে সে তার প্রতিপালকের সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখতে না পেত। এমনিভাবে আমি ইউসুফের কাছ থেকে অন্যায় ও অশ্লীলতাকে বিদূরিত করে দেই। আসলে সে ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের একজন।

http://alQuran.org.bd

২৫. তারা দুজনই দরজার দিকে দৌড় দিল। মহিলা ইউসুফের পেছন থেকে কাপড়ের কলার ধরে ফেলল এবং তা ছিঁড়ে গেল। এবং দরজা খোলামাত্রই দেখল গৃহস্বামী সেখানে দাঁড়িয়ে। (গৃহস্বামীকে লক্ষ করে) মহিলা বলল, 'যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর শ্লীলতাহানি করতে চায়, তার কী শাস্তি হওয়া উচিত? তাকে কমপক্ষে জেলে পাঠানো বা আরো কোনো গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা করা কি উচিত নয়?'

২৬-২৭. ইউসুফ বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, 'আমি নই, সে-ই চাচ্ছে আমি তার সাথে কুকর্মে লিপ্ত হই!' ঘটনার সত্যাসত্য নিরূপণের জন্যে মহিলার পরিবারের একজন সদস্য বলল, 'আসলে বিষয়টি সহজ। যদি কাপড় সামনে থেকে ছেঁড়া থাকে, তাহলে মহিলা সত্য বলছে এবং ইউসুফ মিথ্যা বলছে। আর যদি কাপড় পেছন থেকে ছেঁড়া থাকে, তবে মহিলা মিথ্যা বলছে, ইউসুফ সত্য বলছে।'

২৮-২৯. যখন তার স্বামী দেখল যে, তার জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া, তখন সে (স্ত্রীকে লক্ষ করে) বলল, 'নিশ্চয়ই এ তোমারই ছলনা! নারীর ছলনা বড় সাংঘাতিক! হে ইউসুফ! তুমি ঘটনাটি ভুলে যাও। আর হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্যে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা চাও। আসলে তুমিই তো অপরাধী।'

॥ রুকু ৪ ॥

৩০. শহরের মহিলারা পরস্পর বলাবলি শুরু করল, 'আজিজের স্ত্রী তার যুবক দাসকে খারাপ করার জন্যে ফুসলাচ্ছে। সে তার প্রেমে দেওয়ানা হয়ে গেছে। আমরা তো দেখছি সে বড় ভুল করছে।'

৩১. সে (আজিজের স্ত্রী) যখন এদের কানাঘুষা শুনল, তখন সে এই মহিলাদেরকে এক ভোজসভায় আমন্ত্রণ করল। (খাবার পরিবেশিত হলো) ফল কাটার জন্যে প্রত্যেকের প্লেটেই দেয়া হলো ছুরি। যখন সবাই ছুরি দিয়ে ফল কাটা শুরু করবে, এমন সময় সে ইউসুফকে বলল, ওদের সামনে এসো! মহিলারা ইউসুফের সৌন্দর্য দেখে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে তার দিকে তাকিয়ে রইল এবং ছুরি দিয়ে (ফলের পরিবর্তে) হাত কেটে ফেলল। ওরা বলে উঠল, আল্লাহ মহান! এ-তো মানুষ নয়! এ-তো জ্যোতির্ময় ফেরেশতা!

http://alQuran.org.bd

৩২. তখন সে মহিলা বলল, 'এবার বোঝো! এ-তো সেই যুবক, যার জন্যে তোমরা আমার নিন্দা করছ। নিশ্চয়ই আমি তাকে ফুসলানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে। যা-ই হোক, এখন সে যদি আমার বাধ্য না হয় (আমার চাওয়া পূরণ না করে), তবে সে কারাগারে যাবেই। সে লাঞ্ছিত, অপদস্থ হবে।'

৩৩. ইউসুফ বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! এ মহিলাদের (জৈবিক) আমন্ত্রণ রক্ষা করার চেয়ে কারাগার আমার কাছে শ্রেয়। তুমি যদি ওদের ছলনা থেকে আমাকে রক্ষা না করো, তবে আমি মোহাবিষ্ট হয়ে (ভালো-মন্দ বিচার করে কাজ করতে অক্ষম) মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হবো।'

৩৪. অতঃপর তার প্রতিপালক তার প্রার্থনা কবুল করলেন এবং তাকে নারীদের ছলনা থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি সব শোনেন, সব
জানেন। ৩৫. (ইউসুফের নির্দোষিতার) সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখার পরও গৃহস্বামী ও স্বজনেরা মনে করল, কিছুকালের জন্যে তাকে কারাগারে পাঠানোই উত্তম।

॥ রুকু ৫ ॥

৩৬. ইউসুফের সাথে কারাগারে আরো দুই যুবক প্রবেশ করল। একজন বলল, 'স্বপ্নে দেখলাম, আমি আঙুর নিংড়ে রস বের করছি।' অপরজন বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম মাথায় করে রুটি নিয়ে যাচ্ছি আর পাখিরা তা ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে।' উভয়েই বলল, 'আমাদের স্বপ্নের আসল অর্থ বলে দিন। আমাদের মনে হচ্ছে, আপনি সদাচারী জ্ঞানী মানুষ (স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানেন)।'

৩৭-৩৮. ইউসুফ বলল, 'তোমাদের খাবার আসার আগেই আমি তোমাদের স্বপ্নের অর্থ ব্যাখ্যা করব। আমার প্রতিপালক আমাকে যে জ্ঞান দিয়েছেন, তার আলোকেই আমি তোমাদের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবো (যাতে ঘটনা ঘটার আগেই তোমরা বুঝতে পারো কী ঘটতে যাচ্ছে)। আসলে যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করে না এবং আখেরাতকে অস্বীকার করে, তাদের ধর্ম ও রীতিনীতি আমি পরিত্যাগ করেছি। আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের ধর্ম অনুসরণ করছি। এটা কিছুতেই শোভনীয় নয় যে, আমরা আল্লাহর সাথে অন্য কোনোকিছুকে উপাস্য হিসেবে শরিক করব। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র মানবজাতির প্রতিই এটি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ (যে, তিনি

http://alQuran.org.bd

আমাদেরকে অন্য কারো দাস বানান নি)। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এজন্যে কোনো) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।'

৩৯-৪০. (এরপর ইউসুফ বলল) 'হে কারাসঙ্গীরা! একটু ভেবে দেখ, আলাদা আলাদা গুণবিশিষ্ট বহু সংখ্যক প্রতিপালক থাকা ভালো, না সর্বময় ক্ষমতার আধার এক আল্লাহ? তারপরও এক আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা উপাসনা করছ অন্তঃসারশূন্য কতকগুলো নামের, যা তোমরা ও তোমাদের বাপদাদারা আবিষ্কার করেছ, আর এ ব্যাপারে কোনো অনুমোদন আল্লাহ দেন নি। (ভালো-মন্দের ব্যাপারে) বিধান দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। আর তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনোকিছুর উপাসনা করবে না। এটিই শাশ্বত ধর্ম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।'

৪১. 'হে কারাসঙ্গীরা! (এখন আমি তোমাদের স্বপ্নের অর্থ বলব) তোমাদের দুজনের একজন আবার তার মালিক (রাজাকে) মদ পরিবেশন করবে। আর অপরজনকে শূলে চড়ানো হবে এবং পাখিরা তার মাথা ঠুকরে খাবে। (কিন্তু তোমাদের ভবিষ্যৎ যা-ই থাকুক) তোমরা যে-বিষয়ের ব্যাখ্যা আমার কাছে জানতে চেয়েছ, সে-বিষয়ে (আল্লাহর) ফয়সালা হয়ে গেছে।'

৪২. ওদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে বলে মনে করেছিল, তাকে ইউসুফ বলল, 'তোমার মালিক রাজার কাছে আমার কথা বোলো।' কিন্তু শয়তান ওকে ভুলিয়ে দিল। ফলে সে ইউসুফের কথা তার মালিকের কাছে বলতে বেমালুম ভুলে গেল। তাই কারাগারেই ইউসুফের বেশ কয়েক বছর কেটে গেল।

॥ রুকু ৬ ॥

৪৩. (একদিন) রাজা বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম সাতটি কঙ্কালসার গাভী সাতটি মোটাতাজা গাভীকে খেয়ে ফেলছে। দেখলাম, সাতটি সবুজ (গমের) শিষ ও অপর সাতটি শুকনো। হে সভাসদরা! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারো, তবে আমার স্বপ্ন সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত দাও।'
৪৪. সভাসদরা বলল, আসলে এগুলো অস্বস্তিকর দুঃস্বপ্ন। এ ধরনের অর্থহীন স্বপ্ন ব্যাখ্যা করতে আমরা অক্ষম।

৪৫. সাবেক দুই বন্দির মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল, দীর্ঘদিন পর হঠাৎ করে (তার ইউসুফের কথা) মনে পড়ল। সে বলল, (মহামান্য!) আমি

http://alQuran.org.bd

এ স্বপ্নের সত্যিকার অর্থ আপনাদের জানাব। আমাকে (এর অর্থ অনুসন্ধানে) যেতে দিন।

৪৬. (কারাগারে গিয়ে সে বলল) 'হে ইউসুফ! হে সত্যজ্ঞানী! (স্বপ্নে দেখা গেছে) সাতটি কঙ্কালসার গাভী সাতটি মোটাতাজা গাভীকে খেয়ে ফেলছে। আর সাতটি শিষ সবুজ ও অপর সাতটি শুকনো। এই স্বপ্নের অর্থ আমাকে বলে দাও, যাতে আমি (তোমার ব্যাখ্যা) রাজা ও সভাসদদের কাছে গিয়ে জানাতে পারি এবং তারাও যাতে বুঝতে পারে (তুমি কত গুণী মানুষ)।'

৪৭-৪৮. ইউসুফ বলল, তোমরা সাত বছর ক্রমাগত চাষ করবে। ফলন ভালো হবে। ফলিত শস্যের মধ্যে যতটুকু খাওয়া দরকার খাবে। বাকি অংশ শিষসমেত সংরক্ষণ করবে। তারপর আসবে (খরার) সাতটি কঠিন বছর। আগের সাত বছরে যা জমিয়ে রাখবে, এই সাত বছরে তার সবটাই খেয়ে ফেলবে, শুধু বিশেষভাবে সংরক্ষিত শিষ ছাড়া। ৪৯. এরপর একবছর প্রচুর রহমত বর্ষিত হবে। মানুষ মুসিবত থেকে মুক্তি পাবে। প্রচুর আঙুরের রস নিংড়ানো হবে।

॥ রুকু ৭ ॥

৫০. (পরিচারকের কথা শোনার পর) রাজা আদেশ করল, 'তোমরা ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' রাজার লোক যখন ইউসুফের কাছে গেল, তখন সে বলল, 'তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও। প্রথমে তাকে বলো, যে নারীরা হাত কেটে ফেলেছিল তাদের ব্যাপারে খোঁজ নিতে (প্রকৃত সত্য অনুসন্ধান করার জন্যে)। (আজ পর্যন্ত শুধু) আমার প্রতিপালকই তাদের ছলনা সম্পর্কে সবকিছু জানতেন।'

৫১. (এরপর রাজা সেই রমণীদের ডেকে পাঠাল। তারা আসার পর) রাজা জিজ্ঞেস করল, 'যখন তোমরা ইউসুফকে ফুসলানোর চেষ্টা করেছিলে তখন তোমাদের কী হয়েছিল?' তখন তারা একবাক্যে বলল, 'আল্লাহ্ পানাহ দিন। আমরা তার মধ্যে পাপের লেশমাত্র দেখি নি।' আজিজের স্ত্রী তখন বলে উঠল, 'আসলে এখন সত্য উদঘাটিত হয়েছে! আমিই তাকে ফুসলানোর চেষ্টা করেছিলাম। তখন সে যা বলেছিল, তা-ই সত্য!'

৫২. (যখন দরবারের এই ঘটনা ইউসুফের কাছে পৌঁছল, তখন সে বলল, 'আমি এটা এজন্যে করলাম যাতে) আমার আগের মনিব জানতে পারে

http://alQuran.org.bd

যে, আমি তার অনুপস্থিতিতে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করি নি। যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে, তারা কখনো আল্লাহর কোনো ধরনের আনুকূল্য ও সহযোগিতা পায় না।'

ত্রয়োদশ পারা

৫৩. (এরপর ইউসুফ আরো বলল) 'আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। মানুষের প্রবৃত্তি সবসময় কুপ্ররোচনা দেয়। প্রতিপালক যার ওপর দয়া করেন, সে (কুপথ থেকে) রক্ষা পায়। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু!'

৫৪. রাজা নির্দেশ দিল, 'তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে আমার বিশ্বস্ত সহচর হিসেবে রাখব।' এরপর রাজা তার সাথে আলাপকালে বলল, 'আজ তুমি আমাদের কাছে সম্মানের পাত্র, তোমার ওপর আমরা পুরোপুরি আস্থাশীল।'

৫৫. ইউসুফ বলল, আমাকে দেশের ধনভাণ্ডারের রক্ষক হিসেবে নিয়োগ করুন। আমি হবো বিশ্বস্ত ও বিজ্ঞ রক্ষক।

৫৬-৫৭. এভাবেই আমি ইউসুফকে সেই দেশে (মিশরে) প্রতিষ্ঠিত করলাম। দেশ পরিচালনায়ও তাকে ক্ষমতাবান করে দেয়া হলো। আসলে যাকেই চাই তাকে আমি আমার রহমতের ছায়ায় ধন্য করি। সৎকর্মশীলদের কর্মফল আমি কখনো নষ্ট করি না। আর যারা বিশ্বাসী ও আল্লাহ-সচেতন তাদের জন্যে আখেরাতের পুরস্কারই উত্তম।

॥ রুকু ৮ ॥

৫৮. (বেশ কয়েক বছর পর দুর্ভিক্ষের সময়) ইউসুফের ভাইয়েরা (খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্যে) মিশরে এলো। সামনাসামনি হওয়ার পর ইউসুফ তাদের চিনতে পারল, কিন্তু ওরা তাকে চিনতে পারে নি। ৫৯. শস্যসামগ্রী গোছগাছ করে দেয়ার ব্যবস্থা করে যাওয়ার সময় ইউসুফ বলল, 'এরপর যখন

http://alQuran.org.bd

আসবে তখন তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকেও সাথে নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখ নি যে, আমি পাত্র ভরে দিয়েছি এবং মেজবান হিসেবেও আমি চমৎকার?
৬০. কিন্তু তোমরা যদি তাকে আমার কাছে নিয়ে না আসো, তবে তোমাদেরকে আর কোনো শস্য বরাদ্দ দেয়া হবে না। আর তোমরাও আমার কাছে আসবে না।'

৬১. ভাইয়েরা জবাবে বলল, ওর বিষয়ে আমরা পিতাকে (আমাদের সাথে দেয়ার জন্যে) রাজি করাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

৬২. ইউসুফ তার কর্মচারীদের বলল, ওরা শস্য ও রসদের যে দাম দিয়েছে, তা ওদের মালপত্রের মধ্যে লুকিয়ে রেখে দাও। দেশে ফিরে যাওয়ার পর যাতে ওরা বুঝতে পারে যে, শস্যসামগ্রীর কোনো দাম রাখা হয় নি। ফলে ওরা হয়তো আবার আসবে।

৬৩. দেশে ফিরে এসে পিতার কাছে ওরা বলল, 'হে আমাদের পিতা! (বেনিয়ামিনকে সাথে নিয়ে না গেলে) ভবিষ্যতে আমাদের জন্যে খাদ্যশস্য বরাদ্দ বন্ধ হয়ে যাবে। তাই আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে যেতে দিন, যাতে আমরা খাদ্যশস্য নিয়ে আসতে পারি। নিশ্চয়ই আমরা ভালোভাবে ওর হেফাজত করব।'

৬৪. (জবাবে ইয়াকুব) বলল, ওর ব্যাপারে কি আমি তোমাদের সেভাবে বিশ্বাস করব, যেভাবে আমি ওর ভাই ইউসুফের ব্যাপারে করেছিলাম? (কখনো নয়) আসলে আল্লাহর হেফাজতই (তোমাদের চেয়ে) উত্তম। তিনি শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

৬৫. ওরা ওদের মালামাল খোলার পর দেখতে পেল যে, ওদের পণ্যমূল্যও ফেরত দেয়া হয়েছে। তখন ওরা আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'হে আমাদের পিতা! এর চেয়ে বেশি আমরা কী প্রত্যাশা করতে পারি? এই দেখুন, আমাদের পণ্যমূল্যও ফেরত দেয়া হয়েছে! এখন আবার আমরা যাব। আমাদের পরিজনদের জন্যে খাদ্যসামগ্রী নিয়ে আসব। আমরা আমাদের ভাইয়ের দেখাশুনা করব। প্রথমবার যা এনেছি তা পরিমাণে অল্প। এবার অতিরিক্ত আরো এক উট বোঝাই খাদ্যসামগ্রী আনতে পারব।

৬৬. ইয়াকুব বলল, দেখ, '(মৃত্যু) তোমাদেরকে অসহায় করে না ফেললে তোমরা ওকে আমার কাছে ফেরত নিয়ে আসবে'—আল্লাহর নামে এ শপথ না

http://alQuran.org.bd

করা পর্যন্ত আমি ওকে তোমাদের সাথে যেতে দেবো না। এরপর ওরা প্রত্যেকেই শপথ করল। তখন ইয়াকুব বলল, 'আল্লাহ আমাদের একথার সাক্ষী এবং কর্মবিধায়ক।'

৬৭. ইয়াকুব বলল, 'হে আমার পুত্রগণ! শহরে তোমরা সবাই এক দরজা দিয়ে প্রবেশ কোরো না। প্রবেশ করবে আলাদা আলাদা দরজা দিয়ে। অবশ্য এরপরও আল্লাহ যা ইচ্ছা করবেন তার বিপরীতে কিছুই করার থাকে না। কী হবে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক শুধু আল্লাহ। আমি তাঁর ওপরই ভরসা করছি এবং যারাই আল্লাহতে বিশ্বাস করে, তারা যেন শুধু তাঁর ওপরই ভরসা করে।'

৬৮. যদিও ওরা পিতার কথামতো (ইউসুফের শহরে) আলাদা আলাদা দরজা দিয়ে প্রবেশ করল কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনার বিপক্ষে তা কোনো কাজে এলো না। (পুত্রদের সুরক্ষায়) ইয়াকুবের অন্তরে যে খটকা ছিল তারই প্রকাশ ঘটেছিল তার অনুরোধের মধ্য দিয়ে। আসলে ইয়াকুব নিঃসন্দেহে জ্ঞানী ছিল। আমি তাকে জ্ঞান দান করেছিলাম (যে, আল্লাহর ইচ্ছাই সবসময় কার্যকরী হবে)। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই বিষয়টি উপলব্ধি করে না।

॥ রুকু ৯ ॥

৬৯. যখন (ইয়াকুবের সন্তানেরা) ইউসুফের সামনে উপস্থিত হলো, তখন ইউসুফ তার আপন ভাইকে আলাদাভাবে কাছে ডেকে নিল এবং (কানে কানে) বলল, 'আমি তোমার ভাই (যে হারিয়ে গিয়েছিল)। অতএব ওদের অতীত আচরণের জন্যে তুমি আর কোনো দুঃখ কোরো না।'

৭০. তারপর যখন ওদের সবাইকে খাদ্যশস্য দেয়া হলো, তখন তার আপন ভাইয়ের সামগ্রী বহনকারী উটের মালপত্রের মধ্যে (রাজার) পানপাত্র রেখে দেয়া হলো। যখন সবাই নগর ছেড়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা করল, তখন একজন ঘোষক চিৎকার করে বলল, 'হে কাফেলার যাত্রীরা! তোমরা তো চোর!'

৭১. ঘোষকের দিকে ফিরে তাকিয়ে ভাইয়েরা জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কী
খুঁজে পাচ্ছ না?' ৭২. তারা জবাবে বলল, 'আমরা রাজার পানপাত্র পাচ্ছি না।
যে এটা খুঁজে দিতে পারবে, তাকে এক উট বোঝাই খাদ্যশস্য পুরস্কার দেয়া হবে! এবং আমি এর জামিন।'

http://alQuran.org.bd

৭৩. ভাইয়েরা বলল, 'আল্লাহর শপথ! তোমরা ভালো করেই জানো, আমরা এ দেশে ফ্যাসাদ বা দুষ্কৃতি করতে আসি নি বা আমরা চোরও নই।' ৭৪. ঘোষকদল বলল, 'যদি তোমাদের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয় তবে তার শাস্তি কী হবে?' ৭৫. ভাইয়েরা বলল, 'যার মালামালের মধ্যে এ জিনিসটি পাওয়া যাবে, দাসত্বই হবে তার শাস্তি। আমরা এভাবেই সীমালঙ্ঘনকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।'

৭৬. এরপর (তল্লাশির জন্যে ইউসুফের সামনে তাদের হাজির করা হলো।) সে নিজের ভাইয়ের মালপত্র তল্লাশির আগে বৈমাত্রেয় ভাইদের মালামাল তল্লাশি শুরু করল। শেষ পর্যন্ত নিজের ভাইয়ের মালপত্রের মধ্য থেকেই পানপাত্রটি বের করল। এভাবেই আমি ইউসুফকে সাহায্য করার ব্যবস্থা করলাম। কারণ দেশের রাজার আইন অনুসারে (অন্য কোনোভাবে) ভাইকে আটকে রাখা ইউসুফের জন্যে সম্ভবপর ছিল না। (আর আল্লাহ ইউসুফের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে চেয়েছিলেন।) আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। নিশ্চয়ই সকল জ্ঞানীদের ওপর রয়েছেন একজন মহাজ্ঞানী, যিনি সর্বজ্ঞ।

৭৭. (বেনিয়ামিনের মালপত্রের মধ্য থেকে পানপাত্র বেরিয়ে আসার সাথে সাথে ভাইয়েরা বিস্ময় প্রকাশ করে) বলল, 'যদি সে চুরি করে থাকে, তার আরেক ভাইও অতীতে চুরিতে অভ্যস্ত ছিল!' ইউসুফ কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে মনে মনে স্বগতোক্তি করল, 'তোমরা তো জঘন্য স্বভাবের! তোমরা যা বলছ, সে ব্যাপারে আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন।'

৭৮. এরপর তারা বলল, 'হে সম্মানিত ক্ষমতাবান! ওর পিতা খুবই বৃদ্ধ! তাই ওর বদলে আমাদের একজনকে রাখুন। আমরা তো আপনাকে মহানুভব মানুষ হিসেবেই দেখছি।'

৭৯. ইউসুফ বলল, যার কাছে আমরা আমাদের মালামাল পেয়েছি, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে রাখার গুনাহ থেকে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি। আর তা করলে নিঃসন্দেহে আমি সীমালঙ্ঘনকারীরূপে গণ্য হবো।

॥ রুকু ১০ ॥

৮০-৮১. যখন তারা বুঝল ইউসুফ তাদের কথায় কোনো সাড়া দেবে না, তখন হতাশচিত্তে নির্জনে পারস্পরিক পরামর্শ শুরু করল। ওদের সবচেয়ে

http://alQuran.org.bd

বড় ভাই বলল, তোমরা তো জানোই, পিতা তোমাদেরকে শপথ করিয়েছেন আর এর আগে তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে অন্যায় করেছিলে। পিতা অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত বা আল্লাহ কোনো ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত আমি এ শহর ছেড়ে যাব না। আর আল্লাহই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। (আর তোমরা যারা আছ) সবাই পিতার কাছে ফিরে যাও। তাকে বলো, 'হে আমাদের পিতা! আপনার পুত্র চুরি করেছে। আমরা যা জেনেছি তারই বিবরণ দিলাম। (যদিও আমরা শপথ করেছিলাম তাকে রক্ষা করার) কিন্তু যা ভবিতব্যে (সময়ের পরতে) লুকানো ছিল, যা আমাদের বুদ্ধির অগম্য, সে-ক্ষেত্রে আমরা কিছু করতে পারি নি। ৮২. আমরা যে শহরে ছিলাম, সেখানকার অধিবাসীদের বা যে কাফেলার সাথে আমরা ভ্রমণ করেছি, সেই যাত্রীদের কাছে খোঁজ নিলেই আপনি আমাদের কথার সত্যতা জানতে পারবেন।'

৮৩. (তারা ফিরে এসে তাদের পিতার কাছে সব ঘটনা বলল। সব শুনে) পিতা আর্তনাদ করে বলল, 'না! আসলে তোমরা এক মর্মান্তিক ঘটনার মনগড়া কাহিনী বানিয়ে নিয়ে এসেছ! তবে আমি জানি, বিপদে ধৈর্যধারণ করাই শ্রেয়! আল্লাহ তাদের সবাইকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনতে পারেন। অবশ্যই তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়!'

৮৪. ইয়াকুব ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, 'আফসোস! ইউসুফের জন্যে!' অন্তর্যন্ত্রণা আর চাপা জমাট দুঃখ-শোকে তার চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল। ৮৫. পুত্ররা বলল, 'আল্লাহর শপথ! নির্জীব নিস্তেজ বা মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আপনি ইউসুফের কথা ভুলবেন না।' ৮৬. ইয়াকুব বলল, 'আমি আমার শোক ও দুঃখের নালিশ শুধু আল্লাহর কাছেই করছি। কারণ আমি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কিছু জেনেছি, যা তোমরা জানো না। ৮৭. তাই, হে আমার সন্তানেরা! তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খবর আনার চেষ্টা করো। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কারণ সত্য অস্বীকারকারী ছাড়া আল্লাহর রহমত সম্পর্কে কেউই নিরাশ হয় না।'

৮৮. (ইয়াকুবপুত্ররা মিশরে ফিরে গেল ইউসুফের সাথে দেখা করার জন্যে।) তার সামনে উপস্থিত হয়ে ওরা বলল, 'হে সম্মানিত ক্ষমতাবান! আমরা ও আমাদের পরিবার-পরিজন এখন বিপন্ন। আমরা খুব অল্প অর্থ নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদের ভাণ্ড ভরে খাদ্যশস্য দান করুন। আমাদের প্রতি দয়া করুন। যারা দয়া করে আল্লাহ তাদের পুরস্কৃত করেন।'

http://alQuran.org.bd

৮৯. সে তখন তাদের জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের কি মনে আছে, তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কেমন আচরণ করেছিলে? অবশ্য তখন তোমরা ভালো-মন্দ সম্পর্কে অসচেতন ছিলে!'

৯০. তারা সমস্বরে বলে উঠল, 'তবে কি তুমিই ইউসুফ?' তখন সে পরিচয় দিল, 'হ্যাঁ! আমিই ইউসুফ আর এ আমার ভাই। আল্লাহ আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয়ই কেউ যদি আল্লাহ-সচেতন থাকে এবং বিপদে ধৈর্যধারণ করে তবে আল্লাহ তার কর্মফল নষ্ট হতে দেন না।'

৯১. তখন ভাইয়েরা বলল, 'আল্লাহর শপথ! আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদের ওপর তোমাকে অনেক বেশি মর্যাদা দিয়েছেন। আর আমরা সত্যিই বড় অপরাধী!'

৯২. ইউসুফ তখন বলল, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের মাফ করুন! তিনি সকল মেহেরবানের চেয়েও অধিক মেহেরবান। ৯৩. তোমরা আমার এই জামাটা নিয়ে বাড়ি যাও। এটি পিতার মুখের ওপর রেখো। তিনি আবার দেখতে পাবেন। তারপর পরিবারের সবাইকে নিয়ে একত্রে আমার কাছে এসো।'

॥ রুকু ১১ ॥

৯৪. (ইউসুফের ভাইদের নিয়ে) যখন কাফেলা মিশর ছেড়ে গেল, তার পিতা (কেনানে বসে চারপাশের লোকদের) বলল, 'তোমরা যদি আমাকে (বার্ধক্যের জন্যে) দিশেহারা হয়ে গেছি মনে না করো, তাহলে আমি বলব যে, আমি বাতাসে ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি।'

৯৫. চারপাশের লোকেরা বলল, 'আল্লাহর শপথ! আপনি তো সেই পুরনো বিভ্রান্তিতেই ডুবে আছেন!'

৯৬. তারপর সুসংবাদ বহনকারীরা যখন ইউসুফের জামা নিয়ে তার মুখের ওপর রাখল, তখন সে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। তখন ইয়াকুব বলল, 'আমি কি তোমাদের বলি নি যে, আমি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জানো না?'

৯৭. তার পুত্ররা তখন বলল, 'হে আমাদের পিতা! আল্লাহর কাছে আমাদের পাপমুক্তির জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। আমরা সত্যিই অপরাধী!

http://alQuran.org.bd

৯৮. ইয়াকুব বলল, 'আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তোমাদের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করব। তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।'

৯৯. এরপর যখন সবাই (মিশরে এলো এবং) ইউসুফের কাছে উপস্থিত হলো, তখন সে তার পিতামাতাকে আলিঙ্গন করে বলল, মিশরে এসেছেন! আল্লাহর ইচ্ছায় (সমস্ত অশুভ থেকে) আপনারা নিরাপদ!

১০০. ইউসুফ নিজ পিতামাতাকে সম্মানের উচ্চাসনে আসীন করল এবং তারা সবাই তার (কল্যাণের) জন্যে (আল্লাহর কাছে) অবনমিত হয়ে সেজদা করল। সে বলল, 'হে আমার পিতা! এই আমার কৈশোরের স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার প্রতিপালক একে সত্যে রূপান্তরিত করেছেন। তিনি আমাকে কারাগার থেকে বের করে অনুগৃহীত করেছেন। আপনাদের মরুভূমি থেকে এনে আমার সাথে মিলিত করেছেন। অথচ শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করেছিল। অবশ্যই আমার প্রতিপালক খুব নিপুণ প্রক্রিয়ায় তাঁর ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করেন। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'

১০১. (তখন ইউসুফ প্রার্থনা করল) 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ক্ষমতা দিয়েছ। বিভিন্ন বিষয়ের গভীর সূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুধাবনের জ্ঞান দিয়েছ। হে মহাকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা! দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক! তুমি আমাকে সমর্পিত ও সৎকর্মশীলদের সাথে সঙ্ঘবদ্ধ মানুষ হিসেবে মৃত্যুদান করো!'

১০২. (হে নবী!) এ-তো গায়েবের খবর। ওহী দ্বারা তোমাকে জানিয়েছি। ইউসুফের ভাইয়েরা যখন ষড়যন্ত্র করছিল, তখন তো তুমি সেখানে ছিলে না।
১০৩-১০৪. এরপরও যতই চাও না কেন, অধিকাংশ মানুষই (এখন এ প্রত্যাদেশে) বিশ্বাস করবে না। যদিও এটি সমগ্র মানবজাতির জন্যে গ্রহণীয় উপদেশ। আর এজন্যে তুমি তাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবি করছ না।

॥ রুকু ১২ ॥

১০৫-১০৬. মহাকাশ ও পৃথিবীতে (তওহীদ বা আল্লাহর একত্বের) কত অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে, মানুষ সেদিকে তাকায় কিন্তু কত অবলীলায় তা তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়! তাই তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করে অধিকাংশ মানুষই আল্লাহকে বিশ্বাস করে না।
১০৭. ওরা কি সত্যিই মনে করে যে, আল্লাহর সর্বগ্রাসী আজাব থেকে বা ওদের অজান্তেই কেয়ামতের আকস্মিক উপস্থিতি থেকে ওরা নিরাপদ?

http://alQuran.org.bd

১০৮. হে নবী! সুস্পষ্টভাবে বলো, এই আমার পথ। যুক্তি দ্বারা বোধগম্য সচেতন অন্তর্দৃষ্টির আলোকে আমি এবং আমার অনুসারীরা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকি। আল্লাহ মহামহিম! আল্লাহর সাথে যারা অন্য কোনোকিছুকে শরিক করে, তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

১০৯. তোমার পূর্বেও সকল জনপদে যাদের রসুল হিসেবে পাঠিয়েছি, তারা সবাই ছিল সেই জনপদেরই মানুষ। (যারা এই কালামকে প্রত্যাখ্যান করে) তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করে না? তারা কি দেখে না, অতীতে (যারা সত্য অস্বীকার করেছে) তাদের পরিণতি কী হয়েছে? (তারা কি বুঝতে পারে না যে) আল্লাহ-সচেতনদের জন্যে (পার্থিব জীবনের চেয়ে) পরকালীন জীবন অনেক অনেক উত্তম। এরপরও কি ওরা ওদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবে না?

১১০. (পূর্ববর্তী সকল নবী-রসুলই দীর্ঘসময় নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগ করেছে।) কিন্তু যখন ঐ রসুলরা হতাশ হয়ে গেছে এবং তাদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছে, তখনই আমার সাহায্য তাদের কাছে পৌঁছেছে। তখন যাদেরকে আমি ইচ্ছা করেছি তাদের প্রত্যেককে বাঁচিয়েছি (আর সত্য অস্বীকারকারীদের ধ্বংস করে দিয়েছি)। পাপে নিমজ্জিত সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে আমার শাস্তি কখনো রদ হয় না।

১১১. জেনে রাখো! এই রসুলদের জীবনকাহিনীতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষদের জন্যে রয়েছে অগণিত শিক্ষা। আর এই কোরআনে কোনো মনগড়া কথা নেই। ইতঃপূর্বে বিভিন্ন কিতাবে যা নাজিল হয়েছে, এটা তারই সত্যায়ন এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের আরো বিশদ বিবরণ। বিশ্বাসীদের জন্যে এ হচ্ছে হেদায়েত ও রহমত।

http://alQuran.org.bd

১৩. সূরা রাদ

রুকু ৬ ॥ আয়াত ৪৩ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

আলিফ-লাম-মীম-রা। এগুলো আল্লাহর কিতাবের আয়াত। তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে নাজিল হওয়া প্রতিটি বিষয়ই সত্য। কিন্তু (তোমার সম্প্রদায়ের) অধিকাংশ লোকই (এখন) এতে বিশ্বাস করবে না।

২. তোমরা দেখতে পাচ্ছ, দৃশ্যমান কোনো স্তম্ভ ছাড়াই তিনি মহাকাশ স্থাপন করেছেন ঊর্ধ্বলোকে। নিজেকে করেছেন সর্বময় কর্তৃত্বের আরশে আসীন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তাঁর নিয়মের অধীন করেছেন। নির্ধারিত মেয়াদেই সবাই যার যার কক্ষপথে আবর্তনশীল। অস্তিত্বের সবকিছুর তিনিই নিয়ন্ত্রক। তিনি তাঁর সকল বাণী বিশদভাবে বয়ান করেন যাতে অন্তরের গভীর থেকে তোমরা নিশ্চিত হতে পারো যে, (মহাবিচার দিবসে) আল্লাহর সামনে হাজির হওয়াটাই তোমাদের নিয়তি।

৩. তিনিই জমিনকে বিস্তৃত করেছেন, তার মধ্যে পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন। প্রবাহিত করেছেন নদনদী। তিনিই প্রত্যেক ধরনের গাছই দুই ভিন্ন লিঙ্গে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই দিনকে আবৃত করেছেন রাত দিয়ে। এ সবকিছুর মধ্যে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে!

৪. এ জমিনে অনেক ভূখণ্ড রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন (তারপরও একটা আরেকটা থেকে অনেক আলাদা)। জমিনে রয়েছে আঙুর বাগান, শস্যক্ষেত, রয়েছে খেজুর গাছ–একই শিকড় থেকে গুচ্ছশাখা বা একহারা। প্রত্যেক গাছে সিঞ্চিত হয় একই পানি। কিন্তু স্বাদ ও গুণের দিক থেকে কিছু ফলকে অন্য ফলের ওপর বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছে। আর এসব জিনিসের মধ্যেই জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে!

৫. (আল্লাহর সৃষ্টিবৈচিত্র্য দেখে) যদি তুমি বিস্মিত হও, তবে আসল বিস্ময় তো রয়েছে ওদের উক্তিতে (যারা সত্য অস্বীকার করে)। ওরা বলে, ‘কী!

http://alQuran.org.bd

মাটিতে মিশে যাওয়ার পরও আমরা আবার নতুন জীবন লাভ করব?' ওরা ওদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে! ওদের গলদেশে থাকবে শিকল। জাহান্নাম হবে ওদের নিবাস। সেখানেই থাকবে চিরকাল।

৬. (হে নবী! যারা সত্য অস্বীকারে একগুঁয়েমি করছে) তারা কল্যাণের পরিবর্তে তাদের অমঙ্গল ত্বরান্বিত করার জন্যে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে, যদিও (তাদের জানা উচিত) দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি (যা তারা দেখতে চাচ্ছে) ইতঃপূর্বে বহুজাতির ওপর আপতিত হয়েছে। আসলে সকল প্রকার সীমালঙ্ঘন সত্ত্বেও তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল। তবে এটাও সত্য যে, তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানেও কঠোর।

৭. সত্য অস্বীকারকারীরা বলে, তার প্রতিপালকের কাছ থেকে (নবীর ওপর) কোনো অলৌকিক নিদর্শন নাজিল হয় না কেন? আসলে তুমি তো কেবল একজন সতর্ককারী। প্রত্যেক জাতির জন্যেই একজন পথপ্রদর্শক রয়েছে।

॥ রুকু ২ ॥

৮. আল্লাহ জানেন, প্রত্যেক নারী তার গর্ভে কী ধারণ করে। তিনি জানেন জরায়ুতে সন্তানের (অপূর্ণতা, পরিপূর্ণতা ও গর্ভ মেয়াদের) হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে। তিনি সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন সেটির লক্ষ্য ও কর্মপরিধি অনুসারে।

৯. তিনি (সৃষ্টির জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য) অদৃশ্য এবং (সৃষ্টির মন ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) দৃশ্যমান সব বিষয় সম্পর্কেই পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। তিনি মহামহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান!

১০. তোমাদের মধ্যে কেউ তার চিন্তা গোপন করুক বা প্রকাশ করুক, রাতের আঁধারে সে (তার কুকর্ম) গোপনে করুক বা দিনের আলোয় (দম্ভভরে অন্যায়) করুক–সবকিছু সম্পর্কেই আল্লাহ সমভাবে ওয়াকিবহাল।

১১. মানুষের সামনে ও পেছনে রয়েছে একাধিক অদৃশ্য প্রহরী। আল্লাহর আদেশ অনুসারে তারা তার হেফাজত করে। নিজের ভেতর থেকে না বদলালে (অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গি না বদলালে) আল্লাহ কোনো জাতির (বা মানুষের) অবস্থা বদলান না। যখন আল্লাহ কোনো জনগোষ্ঠীকে (তাদের সামগ্রিক পাপাচার ও অন্যায়ের জন্যে) শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন,

http://alQuran.org.bd

তখন তা রদ করার ক্ষমতা কারো নেই। কারণ আল্লাহ ছাড়া কেউই ওদের রক্ষা করতে পারবে না।

১২-১৩. তিনিই তোমাদের দেখান বিদ্যুতের চমক, যা একইসাথে ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে। তিনিই সৃষ্টি করেন বৃষ্টিগর্ভা মেঘমালা। বজ্রনিনাদ তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে আর ফেরেশতারা সপ্রতিভভাবে তাঁর গুণগানে ব্যস্ত থাকে। তিনি বজ্রপাত করেন ও তা দিয়ে যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন। (এত নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও) ওরা আল্লাহকে নিয়ে বিতর্ক করে। অথচ আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা করার সীমাহীন ক্ষমতা রাখেন।

১৪. আল্লাহর কাছে নিবেদিত প্রার্থনাই সত্যিকারের প্রার্থনা। যারা তাঁকে ছাড়া অন্য কোনো (কল্পিত) শক্তিকে ডাকে, ওরা তাদের ডাকে কোনো সাড়া দিতে পারে না। (যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকে) তাদের উপমা হচ্ছে এমন ব্যক্তির মতো, যে পানির দিকে দুহাত বাড়িয়ে ভাবে পানি (আপনা-আপনি) মুখে ঢুকে যাবে। অথচ পানি কখনো নিজে নিজে তার মুখে ঢুকবে না। তাই সত্য অস্বীকারকারীদের প্রার্থনা আসলে তাৎপর্যহীন ও নিষ্ফল।

১৫. ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহকে সেজদা করে। তাদের ছায়াগুলোও সেজদা করে সকাল-সন্ধ্যায়। *[সেজদা]*

১৬. জিজ্ঞেস করো, 'আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালক কে?' বলো, 'আল্লাহ'! জিজ্ঞেস করো, 'তবে কেন তোমরা আল্লাহ ছাড়া এমন কাউকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করবে, যারা নিজেদেরই কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না?' ওদের জিজ্ঞেস করো, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি কখনো সমান হতে পারে অথবা আলো ও অন্ধকার কি কখনো সমান হয়?' অথবা তারা কি (সত্যিই) বিশ্বাস করে যে, যাদেরকে তারা আল্লাহর শরিক ভাবে, তারাও আল্লাহর মতো সৃষ্টি করেছে? এবং তা দেখে মনে হয়েছে যে, উভয়েরই সৃষ্টি এক? (হে নবী!) বলো, আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি এককভাবেই সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

১৭-১৮. (যখনই) তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করেন, তখন (একদা শুষ্ক) নদীতটগুলো যার যার আয়তন অনুসারে পানিতে ভরে যায়। স্রোতধারা ফেনা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অলংকার ও তৈজসপত্র বানানোর জন্যে গলানো ধাতুর

http://alQuran.org.bd

ওপরও ওঠে এরকম ফেনা। এমনিভাবে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দেন। ফেনা বা আবর্জনা ভেসে চলে যায় আর যা মানুষের জন্যে কল্যাণকর তা জমিনে থেকে যায়। যারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশ ভালোভাবে পালন করে আর যারা তা পালন করে না, তাদের উপমা আল্লাহর কাছে এরকমই। (যারা আল্লাহর আদেশ পালন করে না) তারা যদি পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তি, (এমনকি) দ্বিগুণ সম্পত্তির অধিকারী হতো, তা-ও (মহাবিচার দিবসে) তারা মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চাইত। ওদের হিসাব হবে খুব কঠিন। ওদের নিবাস হবে জাহান্নাম। আর তা কতই না নিকৃষ্ট নিবাস!

॥ রুকু ৩ ॥

১৯-২৪. তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার ওপর যে কিতাব নাজিল হয়েছে, তাকে যে সত্য বলে জানে আর যে (ব্যক্তি এই মহাসত্যের ব্যাপারে) অন্ধ, তারা দুজন কি কখনো সমান হতে পারে? অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষেরাই উপদেশ গ্রহণ করে। তারা (এক) আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং কখনো চুক্তিভঙ্গ করে না। (দুই) আল্লাহ যে-সম্পর্ক বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, তা বহাল রাখে। (তিন) প্রতিপালকের কাছে জবাবদিহিতার ব্যাপারে শঙ্কিত থাকে। (চার) প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্যে যে-কোনো বিপদে ধৈর্যধারণ করে। (পাঁচ) নামাজ কায়েম করে। (ছয়) তাদের যে জীবনোপকরণ দেয়া হয়েছে, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে অন্যের জন্যে ব্যয় করে। (সাত) ভালো কাজ দিয়ে মন্দের প্রতিকার করে। পরকালের সাফল্য এদের জন্যেই নির্দিষ্ট, তারা স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের পিতামাতা, পতি-পত্নী, সন্তানসন্ততিদের মধ্য থেকে যারা সৎকর্মশীল, তারাও তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর প্রত্যেক তোরণে ফেরেশতারা তাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে বলবে, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, দুনিয়ায় তোমরা সবর করেছিলে। এখন তোমাদের স্থায়ী আবাস জান্নাত কতই না মনোহর!

২৫. যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করে, যে-সম্পর্ক বহাল রাখার জন্যে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে এবং জমিনে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্যে রয়েছে লানত। পরকালে তাদের জন্যে অপেক্ষা করবে মহাদুর্ভোগ।

http://alQuran.org.bd

২৬. আল্লাহ যাকে ইচ্ছা জীবনোপকরণের প্রাচুর্য দেন এবং যাকে ইচ্ছা সীমিত জীবনোপকরণ দেন। (যাদের জীবনোপকরণের প্রাচুর্য দেয়া হয়) তারা পার্থিব ভোগবিলাসেই মত্ত হয়ে ওঠে, যদিও পরকালীন জীবনের তুলনায় পার্থিব জীবন এক পুতুলখেলা মাত্র।

॥ রুকু ৪ ॥

২৭-২৯. সত্য অস্বীকারকারীরা বলে, 'এ নবীর ওপর প্রতিপালকের কাছ থেকে অলৌকিক কোনো নিদর্শন নাজিল হয় না কেন?' (হে নবী!) বলো, নিশ্চয়ই (যে পথভ্রষ্ট হতে চায়) আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট হতে দেন। একইভাবে যে পথের দিশা চায়, আল্লাহ তাকে পথ দেখান। তারাই পথ পায়, যারা বিশ্বাস করে আর আল্লাহর স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণ মানুষের চিত্তকে প্রশান্ত করে। অতএব জেনে রাখো, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তারা (এই দুনিয়ায়) সুখী হবে আর (পরকালীন) শুভ পরিণাম তো তাদের জন্যেই।

৩০. (হে নবী!) আমি তোমাকে রসুলরূপে পাঠিয়েছি, এমন এক (অবিশ্বাসী) জাতির কাছে, যাদের মতো বহু জাতি অতীতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অতএব তোমার প্রতি যে ওহী নাজিল হয়েছে, তা তুমি তাদের শোনাও। কারণ ওরা দয়াময়কে অস্বীকার করে। তুমি ওদের বলো, 'তিনিই আমার প্রতিপালক। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তাঁর ওপরই আমি ভরসা করি। তাঁর কাছেই আমি ফিরে যাব।'

৩১. যদি এমন কোনো কোরআন নাজিল হতো, যা দিয়ে পাহাড়কে চলমান করা যেত, জমিনকে বিদীর্ণ করা যেত বা কবর থেকে লাশ উঠে কথা বলতে শুরু করত (তবুও সত্য অস্বীকারকারীরা এতে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করত)। অবশ্য যে-কোনো কিছু করার ক্ষমতা আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। তাহলে কি যারা ইতোমধ্যেই বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা এখনো জানে নি যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে সকল মানুষকে হেদায়েত করতে পারতেন? আর যারা ক্রমাগত সত্য অস্বীকার করে চলছে, তাদের কর্মফল হিসেবেই তাদের ওপর কোনো না কোনো বিপদ আসতেই থাকবে বা তাদের ঘরের আশপাশে বিপদ আপতিত হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর প্রতিশ্রুত (পুনরুত্থানের) ঘটনা না ঘটে। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ৫ ॥

৩২. তোমার পূর্বেও বহু রসুলকে ঠাট্টাবিদ্রুপ করা হয়েছে। যারা সত্য অস্বীকার করেছিল, তাদেরও আমি কিছুকাল অবকাশ (ছাড়) দিয়েছিলাম। তারপর তাদের শাস্তি দিয়েছি। আর সে শাস্তি ছিল কঠিন।

৩৩. যিনি প্রতিটি সৃষ্টিকে তার প্রয়োজন অনুসারে লালন করেন (তিনি কি সৃষ্টিতে বিরাজমান কোনো কিছুর মতো হতে পারেন)? তা সত্ত্বেও ওরা আল্লাহর সাথে বহু কিছুর শরিক করে! (হে নবী!) ওদের জিজ্ঞেস করো, যে নাম খুশি দাও! কিন্তু তোমরা কি (আসলেই মনে করো যে) আল্লাহকে পৃথিবীর এমন কোনো খবর দিতে পারবে, যা তিনি জানেন না? না এ শুধু কথারই কথা? আসলে সত্য অস্বীকারকারীদের কাছে তাদের ভুয়া রূপকল্প খুবই চিত্তাকর্ষক মনে হয়। তাই তারা সত্যপথ থেকে দূরে সরে যায়। আল্লাহ যাদের পথভ্রষ্ট হতে দেন, তারা কখনো পথপ্রদর্শক পায় না। ৩৪. ওদের জন্যে দুনিয়াতেও রয়েছে শাস্তি। আর আখেরাতের শাস্তি তো আরো কঠিন। আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্যে ওরা কাউকেই পাবে না।

৩৫. আল্লাহ-সচেতনদের জন্যে যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, তার বর্ণনা হলো : (তা এমন বাগিচা) যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। এর ফলফলাদি ও ছায়া স্থায়ী হবে অনন্তকাল। আল্লাহ-সচেতনদের এটাই হবে কর্মফল। আর সত্য অস্বীকারকারীদের কর্ম পরিণতি হচ্ছে জাহান্নামের আগুন।

৩৬. আমি যাদেরকে ইতঃপূর্বে কিতাব দিয়েছি, তারা এই কিতাবে সন্তুষ্ট, যা তোমার ওপর নাজিল হয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো দল এর কিছু অংশ মানে না। (হে নবী!) ওদের স্পষ্ট বলো, ‘আমি আল্লাহর ইবাদত করতে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহর পথেই আমি সবাইকে ডাকছি এবং তাঁর কাছেই আমি ফিরে যাব!’

৩৭. আমি এই কোরআনকে বিধিবিধানরূপে আরবি ভাষায় নাজিল করেছি। ওহীর জ্ঞান লাভ করার পরও যদি তুমি মানুষজনের পছন্দ-অপছন্দ বা খেয়ালখুশির অনুসরণ করো, তবে আল্লাহর মোকাবেলায় কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ৬ ॥

৩৮-৩৯. তোমার পূর্বেও বিভিন্ন জনপদে আমি অনেক রসুল পাঠিয়েছি। তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি দিয়েছি। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো অলৌকিক নিদর্শন হাজির করার শক্তি তাদের দেয়া হয় নি। প্রত্যেক কিতাবের জন্যেই নির্ধারিত কাল রয়েছে। পূর্ববর্তী কিতাবের যে-কোনো কিছু আল্লাহ বহাল রাখতে বা বাতিল করতে পারেন। কারণ তিনিই হচ্ছেন সকল কিতাবের উৎস!

৪০. ওদেরকে যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি, তার কিছু নমুনা যদি তোমার জীবদ্দশায় দেখাই বা তার আগে যদি তোমার মৃত্যু ঘটাই (তাহলে তোমার কী করার আছে)? তোমার কর্তব্য তো শুধু আমার বাণী পৌঁছে দেয়া; আর হিসাবনিকাশ তো আমার কাজ!

৪১. (সত্য অস্বীকারকারীরা) কি দেখে না যে, কেমন করে আমি তাদের জন্যে জমিনকে চারদিক থেকে সংকুচিত করে আনছি! আল্লাহ যখন ফয়সালা করে ফেলেন, তখন তা রদ করার কেউ থাকে না। আর তিনি হিসাব গ্রহণে ত্বরিৎ।

৪২. ওদের পূর্ববর্তীরাও চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু চূড়ান্ত কৌশল ও ফয়সালা তো আল্লাহরই এখতিয়ারে। আল্লাহ জানেন, প্রতিটি মানুষ কী পাওয়ার উপযুক্ত। সত্য অস্বীকারকারীরা শিগগিরই জানতে পারবে ভবিষ্যৎ কাদের জন্যে।

৪৩. সত্য অস্বীকারকারীরা বলে, 'তুমি আল্লাহর প্রেরিত নও।' (হে নবী! ওদের) বলো, তোমাদের ও আমার মধ্যে আল্লাহর সাক্ষ্যের ওপর আর অন্য কিছু নেই। তারপর এ কিতাবের জ্ঞান যে অর্জন করেছে (তার চেয়ে বড় সাক্ষী আর কেউ হতে পারে না)।

http://alQuran.org.bd

১৪. সূরা ইব্রাহিম

রুকু ৭ ॥ আয়াত ৫২ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

আলিফ-লাম-রা। এই কিতাব আমি তোমার ওপর নাজিল করেছি, যাতে তুমি সমগ্র মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনতে পারো, আনতে পারো সর্বশক্তিমান সদাপ্রশংসার্হ আল্লাহর পথে। ২-৩. মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুর মালিক আল্লাহ। দুর্ভোগ তাদের জন্যে, যারা সত্যকে অস্বীকার করে। কঠিন দুর্ভোগ তাদের জন্যেও, যারা পরকালীন জীবনের পরিবর্তে শুধু পার্থিব জীবনকেই তাদের সকল চাওয়াপাওয়ার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করে। কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে তাদের জন্যে, যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফেরাতে চেষ্টা করে আর আল্লাহর সরলপথকে জটিলরূপে উপস্থাপিত করে (মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে)। নিঃসন্দেহে ওরা ঘোর বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।

৪. আমি সবসময় প্রত্যেক রসুলের নিকট তার নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ভাষায় আমার কালাম নাজিল করেছি, যেন সে সত্যকে স্পষ্ট করে তাদের কাছে তুলে ধরতে পারে। কিন্তু যে উচ্ছন্নে যেতে চায়, আল্লাহ তাকে উচ্ছন্নে যেতে দেন আর যে পথ খোঁজে, তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৫. আমি মুসাকে তার সম্প্রদায়ের কাছে আমার বাণীসহ প্রেরণ করেছিলাম। আদেশ করেছিলাম, '(হে মুসা!) অন্ধকারের গভীর থেকে তোমার সম্প্রদায়কে আলোতে নিয়ে এসো। তাদের স্মরণ করিয়ে দাও আল্লাহর (মহাবিচার) দিবসের কথা!' নিশ্চয়ই এটা স্মরণ করিয়ে দেয়ার মধ্যে বড় নিদর্শন রয়েছে বিপদে ধৈর্যশীল এবং শোকরগোজার মানুষের জন্যে।

৬. স্মরণ করো! মুসা তার সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বলল, তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যখন তিনি ফেরাউনের জুলুম থেকে তোমাদের রক্ষা করেছিলেন। তোমরা জানো, ফেরাউন তোমাদের ওপর ভয়াবহ নির্যাতন

http://alQuran.org.bd

চালিয়েছে। সে তোমাদের ছেলেদের হত্যা করত আর মেয়েদের বাঁচিয়ে রাখত। তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে এ ছিল এক মহাপরীক্ষা।

॥ রুকু ২ ॥

৭. (মুসা আরো বলল, তোমরা আরো) স্মরণ করো! তোমার প্রতিপালক যখন ঘোষণা করলেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের অনেক নেয়ামত দান করব, যদি তোমরা শোকরগোজার হও। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার শাস্তি হবে খুবই কঠিন।

৮. মুসা তাদের বলেছিল, তোমরা যদি কখনো সত্য অস্বীকার করো, তবে তোমরা এবং পৃথিবীর সকল অধিবাসী জেনে রাখো, আল্লাহ সবসময় থাকবেন অভাবমুক্ত ও প্রশংসার্হ।

৯. তোমাদের আগে যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, সেই সত্য অস্বীকারকারী জাতিগুলোর বিবরণ কি তোমরা পাও নি? নূহ, আদ, সামুদ ও পরবর্তী অসংখ্য সম্প্রদায়ের ঘটনা, যা (বর্তমানে) আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। ওদের কাছে সত্যের সকল নিদর্শনসহ রসুল এসেছিল। কিন্তু ওরা তাদের বাণী প্রচারে বাধা সৃষ্টি করেছিল। ওরা বলেছিল, 'যে বাণী নিয়ে তোমরা এসেছ, তা আমরা সত্য বলে স্বীকার করি না। তোমরা যে পথে ডাকছ তার যথার্থতা নিয়েও আমরা গভীরভাবে সন্দিহান।'

১০. রসুলরা বলল, 'আল্লাহর (অস্তিত্ব ও একত্বের) বিষয়ে কি কোনো সন্দেহ থাকতে পারে–যিনি মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদেরকে ডাকছেন, যাতে করে তিনি তোমাদের (অতীতের সব) পাপমোচন করতে পারেন এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত (ভালো কাজ করার সুযোগ) দিতে পারেন।' কিন্তু ওরা জবাবে বলল, 'তোমরা তো আমাদের মতোই মরণশীল মানুষ! আমাদের বাপদাদারা যাদের উপাসনা করত, তাদের উপাসনা করা থেকে তোমরা আমাদের বিরত রাখতে চাও। অতএব তোমরা (যে আল্লাহর বাণীবাহক) এ ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করো।'

১১. রসুলরা উত্তর দিল, সত্যি আমরা তোমাদের মতোই মরণশীল মানুষ। কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করতে পারেন। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তোমাদের কাছে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন আমাদের এখতিয়ারের বাইরে। আর আল্লাহর ওপরই বিশ্বাসীদের ভরসা করা উচিত।

http://alQuran.org.bd

১২. আর আল্লাহর ওপর আমরা ভরসা করব না কেন? তিনিই তো আমাদের (সুন্দর জীবনের) পথ দেখিয়েছেন। তাই তোমরা আমাদেরকে যতই কষ্ট দাও, আমরা ধৈর্যের সাথে তা সহ্য করে যাব। যারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, তাদের শুধু আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত।

॥ রুকু ৩ ॥

১৩-১৪. সত্য অস্বীকারকারীরা রসুলদের বলল, তোমাদেরকে আমাদের বাপদাদার ধর্মে ফিরে আসতে হবে, নইলে আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেবো। এরপর তাদের প্রতিপালক রসুলদের কাছে ওহী পাঠালেন, এ জালেমদের আমি অবশ্যই বিনাশ করব। ওরা চলে যাওয়ার পর (দীর্ঘ সময়) তোমরা পৃথিবীকে আবাদ করবে। যারা আমার কাছে জবাবদিহির ব্যাপারে শঙ্কিত, যারা আমার সতর্কবাণী সম্পর্কে সচেতন থাকে, তাদের প্রত্যেকের জন্যেই এটি আমার প্রতিশ্রুতি।

১৫-১৭. তারা সত্যের বিজয় প্রার্থনা করেছিল। এবং তা-ই হলো। সত্যের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীই পরাভূত হলো। পরকালে জাহান্নাম ওদের জন্যে অপেক্ষা করবে। সেখানে ওদের পান করানো হবে নোংরা ফুটন্ত আঠালো পানীয়। ওরা খুব কষ্ট করে একটু একটু করে সে-পানীয় গিলতে চাইবে কিন্তু গিলতে পারবে না। চারদিক থেকে মৃত্যু ওদের গ্রাস করতে চাইবে কিন্তু ওরা মরবে না। কারণ আরো কঠিন আজাব অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে।

১৮. যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের কর্মের তুলনা হচ্ছে, প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়া ছাই। ওদের কাজের কোনো শুভ ফলই (পরকালে) ওরা পাবে না। কারণ আল্লাহকে অস্বীকার করা হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট পথভ্রষ্টতা।

১৯-২০. তুমি কি লক্ষ করো না, আল্লাহ মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু (এক অন্তর্নিহিত) সত্য প্রকাশের জন্যে সৃষ্টি করেছেন? তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করে সেখানে নতুন সৃষ্টিকে বসাতে পারেন। না, এটা আল্লাহর জন্যে কঠিন কোনো কাজ নয়।

২১. (মহাবিচার দিবসে) সকল মানুষ আল্লাহর সামনে হাজির হবে। দুর্বলমনারা (যারা ভুয়া তত্ত্বজ্ঞানীদের কথামালায় মোহাচ্ছন্ন হয়ে নৈতিক

http://alQuran.org.bd

দুর্বলতাবশত পাপে লিপ্ত হয়েছে) তখন (ভুয়া তত্ত্বজ্ঞানী) আত্মম্ভরীদের বলবে, 'আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম। আল্লাহর শাস্তি থেকে আজ আমাদের কিছুটা কি নিষ্কৃতি দিতে পারবে?' (ভুয়া তত্ত্বজ্ঞানীরা) তখন বলবে, 'আল্লাহ আমাদেরকে (পরিত্রাণের) পথ দেখালে আমরা অবশ্যই তোমাদেরও পথ দেখাতাম। এখন আহাজারি করি বা সহ্য করি, সবই আমাদের জন্যে সমান। আমাদের এখন আর কোনো নিষ্কৃতি নেই।'

॥ রুকু ৪ ॥

২২. সবকিছুর ফয়সালা হওয়ার পর শয়তান বলবে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তো সত্য হবেই। আমিও তোমাদের নানা ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম কিন্তু তা ছিল নিছক প্রতারণা। তোমাদের ওপর তো আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। আমি তো শুধু কুবুদ্ধি দিয়েছিলাম আর তোমরা তাতে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং এখন আমাকে দোষ দিও না, নিজেকেই নিজে তিরস্কৃত করো (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, সংস্কার ও ফ্যান্টাসিতে আসক্ত হয়ে পাপাচারে লিপ্ত থাকার জন্যে)। এখন আমিও তোমাদের উদ্ধার করতে পারব না আর তোমরাও পারবে না আমাকে কোনো সাহায্য করতে। কারণ আল্লাহর সাথে আমাকে শরিক করার ব্যাপারে আমি আমার দায়িত্ব অস্বীকার করছি।' আসলে সকল জালেমের জন্যেই কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে। *[এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আসলে বিপদের কারণ হচ্ছে মানুষের নফস বা প্রবৃত্তি, যা ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে শয়তানের কুপ্ররোচনার শিকার হয়।]*

২৩. কিন্তু বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলরা প্রবেশ করবে জান্নাতে, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। সেখানে থাকবে তারা চিরকাল। সেখানে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অভিবাদন হবে, 'শান্তি'।

২৪-২৫. তুমি কি লক্ষ করো না, আল্লাহ কীভাবে ভালো কথার উপমা দিয়ে থাকেন? আসলে একটি ভালো কথা এমন একটি ভালো গাছের মতো, যার শিকড় রয়েছে মাটির গভীরে আর শাখাপ্রশাখার বিস্তার দিগন্তব্যাপী, যা সারাবছর ফল দিয়ে যায় প্রতিপালকের নির্দেশে। এভাবেই আল্লাহ উপমা দিয়ে থাকেন, যাতে মানুষ সত্যশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

http://alQuran.org.bd

২৬. অপরদিকে একটি খারাপ কথার উপমা হচ্ছে এক বিষাক্ত গাছ, যার শিকড় মাটিতে আলগাভাবে লেগে আছে, যার কোনো স্থায়িত্ব নেই।

২৭. যারা আল্লাহর কালামে বিশ্বাসী, আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই সুপ্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত করবেন। আর জালেমদের তিনি বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হতে দেন। আল্লাহ তা-ই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন।

॥ রুকু ৫ ॥

২৮-২৯. তুমি কি ওদেরকে লক্ষ করো না? ওরা আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের পরিবর্তে সত্য অস্বীকার করার পথ অবলম্বন করেছে। আর এর মাধ্যমে ওরা ওদের স্বজাতিকে নিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের নিবাস জাহান্নামে;
ওখানে ওরাও থাকবে। কত নিকৃষ্ট সেই নিবাস! ৩০. ওরা দাবি করে যে,
আল্লাহর সমকক্ষ আরো শক্তি আছে। তাই ওরা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়। (হে নবী! ওদের) বলো, (পার্থিব জীবনে) ভোগ করে নাও। নিশ্চয়ই তোমাদের যাত্রার গন্তব্য হবে জাহান্নামের আগুন।

৩১. আমার বিশ্বাসী বান্দাদের বলো (নির্ধারিত দিন আসার আগেই) নামাজ কায়েম করতে এবং আমি যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তা থেকে আমার পথে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করতে। নির্ধারিত দিন এলে তখন কোনো লেনদেনও হবে না বা বন্ধুত্বও কোনো কাজে লাগবে না।

৩২. (মনে রেখো) আল্লাহ মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি আকাশ থেকে পানিবর্ষণ করেন, যা দিয়ে জমিনে উৎপন্ন হয় সব ধরনের ফলফলাদি তোমাদের জীবনোপকরণের জন্যে। তিনি জাহাজকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, তাঁর বিধান অনুসারে তা নৌপথে চলাচল করে আর নদনদীগুলোকে (তাঁর নিয়মের অধীন করেছেন, যাতে তা) তোমাদের কাজে লাগতে পারে।

৩৩. তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তাদের কক্ষপথে অবিরাম গতিময় করেছেন, যাতে তা তোমাদের কল্যাণে লাগতে পারে। একইভাবে রাত ও দিনকে তিনি নিয়মের অধীন করেছেন।

৩৪. তোমাদের কাঙ্ক্ষিত সবকিছুই তিনি তোমাদের প্রয়োজনের উপযোগী করে দিয়েছেন। তোমরা কি আল্লাহর নেয়ামতকে গোনার চেষ্টা করবে? চেষ্টা

http://alQuran.org.bd

করো! কিন্তু কখনোই গুনে শেষ করতে পারবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ ক্রমাগত অন্যায়ে লিপ্ত এবং অতিমাত্রায় অকৃতজ্ঞ!

॥ রুকু ৬ ॥

৩৫-৩৬. স্মরণ করো! ইব্রাহিম বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! এই শহরকে নিরাপদ করো। আমার ও আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা থেকে সবসময়ের জন্যে রক্ষা করো। নিশ্চয়ই হে আমার প্রতিপালক! বহু মানুষ এই মূর্তি দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে, সে-ই আমার। আর কেউ অবাধ্য হলে তুমি তো অতীব ক্ষমাশীল, দয়াময়।'

৩৭. 'হে আমার প্রতিপালক! তোমার পবিত্র ঘরের কাছে এক অনুর্বর উপত্যকায় আমার বংশধারার একটি অংশকে পুনর্বাসিত করলাম, যাতে ওরা এখানে নামাজ কায়েম করতে পারে। অতএব তুমি কিছু মানুষের মনে ওদের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করে দাও। ফলফলাদি ও জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করে দাও, যাতে ওরা শোকরগোজার হতে পারে।'

৩৮. 'হে আমার প্রতিপালক! আমরা যা প্রকাশ করি বা মনের গভীরে সংগোপনে রাখি, তা সবই তুমি জানো। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে মহাকাশ ও পৃথিবীর কোনোকিছুই গোপন থাকে না। ৩৯. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! তিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাইল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আমার সমস্ত প্রার্থনা শোনেন।'

৪০-৪১. 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে নামাজ কায়েমকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করো। প্রভু হে! আমাদের দোয়া কবুল করো। হে আমার প্রতিপালক! প্রতিফল দিবসে আমাকে, আমার মা-বাবাকে এবং সকল বিশ্বাসীকে তুমি ক্ষমা করে দিও!'

॥ রুকু ৭ ॥

৪২-৪৪. (হে নবী!) তুমি মনে কোরো না যে, জালেমরা যা করছে, এ ব্যাপারে আল্লাহ অসচেতন। আল্লাহ ওদের শুধু সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছেন, যেদিন আতঙ্কে ওদের চোখ স্থির হয়ে যাবে। ভীতিবিহ্বল হয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে ওরা ছোটাছুটি করতে থাকবে। নিজেদের দিকে কোনো দৃষ্টি থাকবে না, অন্তর পুরোটাই খালি হয়ে যাবে। সেই ভয়াবহ

http://alQuran.org.bd

দিনের ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করে দাও। সীমালঙ্ঘনকারী পাপীরা সেদিন আর্তনাদ করে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের কিছু সময় দাও। আমরা তোমার ডাকে সাড়া দেবো ও তোমার রসুলদের অনুসরণ করব।' (কিন্তু আল্লাহ তখন বলবেন) 'কেন? তোমরা কি ইতঃপূর্বে শপথ করে বলো নি যে, তোমাদের জন্যে কোনো পরকাল বা জবাবদিহিতা নেই?' ৪৫. যদিও তোমরা বাস করতে তাদের আবাসভূমিতে, যারা অতীতে নিজেদের ওপরে নিজেরা জুলুম করেছিল। তাদের ব্যাপারে কী করা হয়েছিল তা-ও তোমরা জানো। তাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে তোমাদেরকে সবকিছু বোঝানোও হয়েছিল। ৪৬. যদিও জালেমরা মারাত্মক চক্রান্ত করেছিল, এমনকি ওদের চক্রান্ত পর্বত টলে যাওয়ার মতো হলেও আল্লাহ ওদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেন।

৪৭. অতএব কখনো মনে কোরো না যে, আল্লাহ তাঁর রসুলদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, কঠোর দণ্ডবিধায়ক।

৪৮-৫১. যেদিন এ পৃথিবী বদলে যাবে অন্য পৃথিবীতে, আকাশ বদলে রূপ নেবে অন্য আকাশের, সেদিন সকল মানুষ উপস্থিত হবে এক অদ্বিতীয় মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে। সেদিন তুমি পাপীদের সবাইকে দেখবে হাত-পা শিকলবাঁধা অবস্থায়। ওদের জামা হবে আলকাতরার। আগুনে ঝলসাতে থাকবে ওদের মুখমণ্ডল। (সেদিন সবারই বিচার হবে) যাতে করে আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল পুরোপুরি দিতে পারেন। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অতিদক্ষ।

৫২. এই বাণী সমগ্র মানবজাতির জন্যে। অতএব এ দিয়ে সবাইকে সতর্ক করে দাও, যাতে সবাই জানতে পারে আল্লাহ একক, অদ্বিতীয় এবং একমাত্র উপাস্য। যাদেরই অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত হবে, তারাই এই বাণীকে হৃদয়ে ধারণ করবে!

http://alQuran.org.bd

১৫. সূরা হিজর

রুকু ৬ ॥ আয়াত ৯৯ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

আলিফ-লাম-রা। এগুলো কিতাবের আয়াত, সুস্পষ্ট কোরআনের বাণী।

চতুর্দশ পারা

২. (মহাবিচার দিবসে) সত্য অস্বীকারকারীরা আফসোস করে বলবে, হায়! আমরা যদি আগেই (জীবিত থাকতে) আল্লাহতে সমর্পিত হতাম, তাহলে কতই না ভালো হতো! ৩. অতএব ওরা যা করে করুক। পানাহার করুক। ভোগবিলাসে মত্ত থাকুক। মিথ্যা আশা ওদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখুক। (ওদেরকে নিয়ে ভেবো না।) সময় এলেই ওরা জানতে পারবে (কোনটা মিথ্যা, কোনটা সত্য)।

৪-৫. আমার বিধিবিধানসম্বলিত সত্যবাণী না পৌঁছানো পর্যন্ত (পাপাচারের কারণে) কোনো জনপদকে আমি ধ্বংস করি নি। (কিন্তু মনে রেখো) কোনো জাতিই তার (বিলুপ্তির) নির্দিষ্ট মেয়াদ বাড়াতেও পারে না, কমাতেও পারে না।

৬-৭. (মক্কার) সত্য অস্বীকারকারীরা বলে, 'ওহে! তোমার প্রতি কোরআন নাজিল হয়েছে বলে বলছ। তুমি তো একটা পাগল। তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের সামনে ফেরেশতাদের হাজির করছ না কেন?'

৮. আমি সত্যের দাবি পূরণের প্রয়োজন ছাড়া কখনো ফেরেশতাদের (সাধারণ্যে দৃশ্যমান করে) পাঠাই না। ফেরেশতারা যদি এখন হাজির হয়, তবে সত্য অস্বীকারকারীরা আর কোনো ফুরসত পাবে না।

http://alQuran.org.bd

৯. নিশ্চয়ই আমি এই কোরআন (ধাপে ধাপে) নাজিল করেছি এবং (সকল প্রকার বিচ্যুতি থেকে) আমি একে রক্ষণাবেক্ষণ করব।

১০-১৫. হে নবী! তোমার পূর্বে অতীতে অনেক সম্প্রদায়ের কাছে আমি রসুল পাঠিয়েছি। এমন কোনো রসুল নেই, যাকে নিয়ে ওরা ঠাট্টাবিদ্রুপ করে নি। এই (অন্যায় প্রবণতার) কারণে আমি অপরাধীদের অন্তরে বিদ্রুপ প্রবণতাকেই স্থায়ী করে দেই। ফলে ওরা সত্যবাণীকে বিশ্বাস করে না। অতীতের পাপীদের আচরণও এরকমই ছিল। আমি যদি আকাশের দরজা খুলে দেই আর ওরা যদি ওপরে উঠতে-উঠতে-উঠতেই থাকে তবুও ওরা বলবে, ‘হয় আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেছে, না হয় আমাদের জাদু করা হয়েছে।’

॥ রুকু ২ ॥

১৬-১৮. নিশ্চয়ই আমি মহাকাশে নক্ষত্রমণ্ডল সৃষ্টি করেছি এবং দর্শকদের জন্যে তা সুশোভিত করেছি। সকল প্রকার শয়তানি শক্তির বিরুদ্ধে একে সুরক্ষিত করেছি। অতএব (যা জানা যাবে না) তা যদি কেউ চোরাই কৌশলে জানতে চায়, তখন অগ্নিশিখা তাকে তাড়িয়ে দেয়।

১৯-২১. আমি জমিনকে বিস্তৃত করেছি। এতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি। প্রকৃতিতে সবকিছুর বিকাশেই এনেছি ভারসাম্য। প্রকৃতির মধ্যেই জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্যে এবং এমন সকল সৃষ্টির জন্যে, যাদের জীবনোপকরণ তোমাদের ওপর নির্ভরশীল নয়। সবকিছুরই অফুরন্ত মজুদ আমার কাছে রয়েছে এবং আমি তা প্রয়োজনীয় পরিমাণই সরবরাহের ব্যবস্থা করি।

২২-২৩. আমি বায়ু দ্বারা পরাগায়ন ঘটাই। আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করি ও তা তোমাদের পান করতে দেই, কিন্তু পানি এত বেশি যে, তা তোমাদের পক্ষে সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। মনে রেখো, আমিই, একমাত্র আমিই জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই। আমিই সবকিছুর মালিক।

২৪-২৫. তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের সবকিছু যেমন আমি জানি, তেমনি পরে যারা আসবে তাদের সবকিছুও আমি জানি। মহাবিচার দিবসে তোমাদের প্রতিপালক তাদের সবাইকে সমবেত করবেন। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ৩ ॥

২৬-২৭. আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি পচা কাদার শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে। আর এর আগে জ্বীনকে সৃষ্টি করেছি ধোঁয়াহীন অগ্নিশিখা থেকে।

২৮-৩১. স্মরণ করো! যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, 'আমি পচা কাদার শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করব। যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তার মধ্যে আমার তরফ থেকে 'রুহ' সঞ্চার করব, তখন তোমরা তাকে সেজদা করবে।' তখন ইবলিস ছাড়া ফেরেশতাদের সবাই আদমকে সেজদা করল। শুধু ইবলিস সেজদা করতে অস্বীকার করল।

৩২. আল্লাহ বললেন, 'হে ইবলিস! তুমি কেন সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না?' ৩৩. ইবলিস বলল, 'তুমি পচা কাদার শুকনো ঠনঠনে মাটি হতে যে মানুষ সৃষ্টি করেছ, আমি তাকে সেজদা করব না।'

৩৪-৩৫. আল্লাহ বললেন, 'তুমি (ফেরেশতাদের কাতার থেকে) বেরিয়ে যাও। আজ থেকে তুমি বিতাড়িত। মহাবিচার দিবস পর্যন্ত তুমি লানতগ্রস্ত অবস্থায় থাকবে।'

৩৬. ইবলিস বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে সুযোগ দাও।'

৩৭-৩৮. আল্লাহ বললেন, 'সেই দিবস পর্যন্ত তোমাকে সুযোগ দেয়া হলো, যে-দিবসের আগমনকাল শুধু আমিই জানি।'

৩৯-৪০. এরপর ইবলিস বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি যেহেতু আমার সমস্ত অর্জন (ফেরেশতাদের নেতা হিসেবে প্রাপ্ত সম্মান) ধূলিসাৎ করে দিয়েছ, আমিও পৃথিবীতে (সকল ধরনের পাপাচারকে) মানুষের কাছে আকর্ষণীয় করে তাদের পথভ্রষ্ট করব (স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে তাদের মর্যাদাকে ধূলিসাৎ করে দেবো)। আমার কবল থেকে শুধু তারাই রক্ষা পাবে, যারা তোমার সত্যিকারের বান্দা।'

৪১-৪৪. আল্লাহ বললেন, 'আমার কাছে পৌঁছানোর এটাই সরলপথ। আমার সত্যিকার বান্দাদের ওপর তোমার কোনো প্রভাবই কার্যকরী হবে না। তোমার প্রভাব তাদের ওপরই থাকবে, যারা পথভ্রষ্ট হয়ে (স্বেচ্ছায়) তোমাকে অনুসরণ

http://alQuran.org.bd

করবে এবং তোমার অনুসারী সকলের নিবাস হবে জাহান্নাম। জাহান্নামের থাকবে সাতটি ফটক। প্রত্যেক ফটকের জন্যেই বরাদ্দ থাকবে নির্দিষ্ট সংখ্যক পাপী।'

॥ রুকু ৪ ॥

৪৫-৪৬. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ-সচেতন (পরকালে) তারা থাকবে জান্নাতে, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। (তাদের সম্ভাষণ জানানো হবে) শান্তি! নিরাপত্তা! ভেতরে এসো!

৪৭-৪৮. তাদের অন্তরে যদি কোনো ধরনের নেতিবাচক চিন্তা বা অনুভূতি অবশিষ্ট থেকে থাকে, তা-ও আমি (জান্নাতে প্রবেশের আগেই) দূর করে দেবো। তারা ভাই-ভাইয়ের মতো সুখের আসনে মুখোমুখি বসবে। সেখানে কোনো অবসাদ তাদের স্পর্শ করবে না ও সেখান থেকে তাদের বের করেও দেয়া হবে না।

৪৯-৫০. হে নবী! আমার বান্দাদের বলে দাও, আমি পরম ক্ষমাশীল, দয়াময়। আবার আমার শাস্তিও খুব কঠিন।

৫১-৫২. (হে নবী!) ওদেরকে ইব্রাহিমের মেহমানদের কথা বলো। মেহমানরা যখন তার কাছে এসে বলল, 'সালাম' তখন সে বলল, আমরা তোমাদের দেখে শঙ্কিত!

৫৩-৫৫. তখন তারা বলল, ভয় কোরো না। আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুখবর দিচ্ছি। সে বলল, আমি বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তোমরা আমাকে এ সুখবর দিচ্ছ? এর চেয়ে আশ্চর্যের আর কী হতে পারে? তারা বলল, 'আমরা এমন সুখবর দিচ্ছি, যা সত্য হতে বাধ্য। তাই তুমি হতাশ হয়ো না।'

৫৬. (ইব্রাহিম বিস্ময় প্রকাশ করে) বলল, পথভ্রষ্টরা ছাড়া প্রতিপালকের রহমতের ব্যাপারে কে হতাশ হতে পারে?

৫৭. ইব্রাহিম জিজ্ঞেস করল, হে ফেরেশতাগণ! তোমাদের এখন আর বিশেষ কী কাজ আছে?

৫৮-৬০. ফেরেশতারা বলল, পাপে নিমজ্জিত জনপদে (যা ধ্বংস করা হবে) আমরা প্রেরিত হয়েছি। লূত ও তার পরিজনকে আমরা রক্ষা করব, শুধু তার স্ত্রীকে ছাড়া। (স্ত্রীর বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন) 'লূতের স্ত্রী পেছনে থেকে যাবে।'

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ৫ ॥

৬১-৬২. ফেরেশতারা লূতের ঘরে এলে লূত বলল, তোমরা তো এখানে অপরিচিত লোক।

৬৩-৬৫. তারা বলল, 'আমরা তোমার কাছে এসেছি পাপীরা যে বিষয় নিয়ে সবসময় সন্দেহ প্রকাশ করত, সে ঘটনার ফরমান নিয়ে। আমরা তোমার কাছে সত্যসংবাদ নিয়ে এসেছি। আর আমরা সত্য বলছি। অতএব তুমি রাত থাকতেই তোমার পরিবার নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। তুমি সবার পেছনে থাকবে আর কেউ যেন পেছনে ফিরে না তাকায়। তোমাদের যেখানে যেতে বলা হচ্ছে সেখানেই চলে যাবে।'

৬৬-৬৯. আমি লূতকে ফয়সালা জানিয়ে দিলাম, 'খুব ভোরেই অবশিষ্ট পাপীদের সমূলে বিনাশ করা হবে।' (এদিকে অতিথিদের আগমন সংবাদ পেয়ে) শহরবাসীরা উল্লসিত হয়ে উপস্থিত হলো। লূত বলল, 'এরা আমার মেহমান, এদের অপমান কোরো না। তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও। আমাকে ছোট কোরো না।'

৭০. ওরা বলল, হে লূত! আমরা কি তোমাকে বাইরের কাউকে আশ্রয় দিতে নিষেধ করি নি?

৭১. লূত বলল, একান্তই যদি কিছু করতে চাও, তবে আমার এই কন্যারা রয়েছে।

৭২-৭৪. (ফেরেশতারা তখন বলল) তোমার জীবনের শপথ! (হে লূত! ওরা তোমার কথা শুনবে না) নিশ্চয়ই ওরা নেশায় (বিকৃত কাম-উন্মাদনায়) আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তারপর সূর্যের উদয়মুহূর্তে ভয়াবহ শব্দ তাদের আঘাত করল। আর আমি পুরো জনপদকে উল্টে দিলাম, ওদের ওপর প্রস্তর-কঙ্কর বর্ষণ করলাম।

৭৫-৭৭. অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের জন্যে এর মধ্যে শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে। এখনো বিদ্যমান রাস্তার পাশেই ছিল এই শহরগুলো। নিশ্চয়ই বিশ্বাসীদের জন্যেও এতে শিক্ষণীয় উজ্জ্বল নিদর্শন রয়েছে।

http://alQuran.org.bd

৭৮-৭৯. (শোয়ায়েবের সম্প্রদায়) আইকাবাসীরাও ছিল (লূতের সম্প্রদায়ের মতো) জালেম। তাই ওদেরও আমি কঠিন শাস্তি দিয়েছি। (পাপক্লিষ্ট) এই উভয় সম্প্রদায়ই বাস করত মহাসড়কের পাশে (যার ধ্বংসস্তূপ এখনো পরিষ্কার দেখা যেতে পারে)।

॥ রুকু ৬ ॥

৮০-৮৪. হিজরবাসীরাও (সামুদ সম্প্রদায়) আমার রসুলদের অমান্য করেছে। ওরা পাহাড়ের পাথর কেটে ঘর বানিয়ে নিরাপদে বসবাস করত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরা আমার সত্যবাণীকে অস্বীকার করে। ফলে একদিন ভোরে ভয়াবহ শব্দ ওদের আঘাত হানল (সব শেষ)। ওরা যত ক্ষমতাই অর্জন করেছিল, তা ওদের নিরাপত্তায় কোনো কাজেই এলো না।

৮৫-৮৬. নিশ্চয়ই মহাকাশ ও পৃথিবী এবং এর মধ্যে অবস্থিত কোনোকিছুই আমি অনর্থক সৃষ্টি করি নি। এবং কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী। অতএব (হে নবী!) তুমি (মানুষের ভুলত্রুটিগুলোকে) ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখ। তোমার প্রতিপালক তো মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।

৮৭. আমি অবশ্যই তোমাকে বার বার পাঠ করার সাতটি আয়াত (সূরা ফাতেহা) দান করেছি। সেইসাথে দান করেছি মহা কোরআন।

৮৮. আমি সত্য অস্বীকারকারীদের কতককে যে ভোগ্যপণ্য ও বিলাস-উপকরণ দিয়েছি, সেদিকে কখনো তাকিও না। আর ওরা বিশ্বাসী না হওয়ার কারণেও দুঃখ কোরো না। বরং বিশ্বাসীদের ওপর তোমার মমতার ডানা মেলে দাও।

৮৯. (হে নবী!) বলো, আমি তো কেবল এক প্রকাশ্য সতর্ককারী (মহাবিচার দিবস সম্পর্কে)!

৯০-৯৩. (তুমি আল্লাহর বাণীবাহক) তাদের মতোই, যাদের ওপর আমি কিতাব নাজিল করেছিলাম। কিন্তু পরে তারা একে টুকরো টুকরো করেছে এবং তারাই এখন এই কোরআনকে মিথ্যা বলছে! কিন্তু তোমার প্রতিপালকের শপথ! (মহাবিচার দিবসে) আমি ওদের সব কাজের জবাব নেব।

http://alQuran.org.bd

৯৪-৯৬. অতএব তোমাকে যা আদেশ করা হয়েছে, প্রকাশ্যে তা প্রচার করো। আর আল্লাহর সাথে শরিককারীদের উপেক্ষা করো। তোমার প্রতি বিদ্রুপ বর্ষণকারীদের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণে আমিই যথেষ্ট। যারা আল্লাহর সাথে অপর উপাস্যকে যোগ করেছে, সময় এলেই তারা সত্যকে জানতে পারবে।

৯৭-৯৯. আমি তো জানি, ওদের কথাবার্তায় তোমার অন্তর বিষণ্ন হয়। (আর এ বিষণ্নতার প্রতিকার খুব সহজ) তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং সেজদাকারীদের মধ্যে শামিল হও। আমৃত্যু তোমার প্রতিপালকের ইবাদত করো।

http://alQuran.org.bd

১৬. সূরা আন-নহল
রুকু ১৬ ॥ আয়াত ১২৮ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

আল্লাহর ফরমান আসবেই। অতএব একে ত্বরান্বিত করতে চেয়ো না। তিনি মহামহিম। মানুষ তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার সাথে যা-কিছুকে শরিক করে, তিনি তার অনেক ঊর্ধ্বে। ২. 'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। অতএব আল্লাহ-সচেতন হও'–এই সচেতনতা সৃষ্টির জন্যেই তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার ওপর ইচ্ছা ফেরেশতার মাধ্যমে ওহী নাজিল করেন।

৩. মহাকাশ ও পৃথিবী তিনিই সৃষ্টি করেছেন (এক অন্তর্নিহিত) সত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে। মানুষ যাদেরকে তাঁর ক্ষমতার শরিকদার মনে করে, তিনি তার অনেক অনেক ঊর্ধ্বে। ৪. তিনি (তুচ্ছ) শুক্রবিন্দু থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আর (কী আশ্চর্য!) এখন সে (স্রষ্টাকে নিয়ে) প্রকাশ্য বিতর্ক করে!

৫-৭. তিনি গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, যা থেকে তোমরা পাচ্ছ খাবার, শীত নিবারক উপকরণ ও নানাবিধ কল্যাণ। গোধূলি বেলায় যখন এই গবাদি পশুর পালকে খোঁয়াড়ে নিয়ে আসো আর ভোরে যখন তা চারণভূমিতে চরাতে নিয়ে যাও, তখন তোমরা এর সৌন্দর্য উপভোগ করো (সেইসাথে ভেতরে ভেতরে গর্বিত হও)। আর ওরা তোমাদের ভারবহন করে নিয়ে যায় দূর শহরে, যেখানে অহোরাত্র কষ্ট ও পরিশ্রম ছাড়া তোমরা পৌঁছতে পারতে না। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক পরমদয়ালু, অতি মেহেরবান।

৮. তোমাদের আরোহণের জন্যে তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। এগুলোর একটা আলাদা সৌন্দর্যও আছে। তিনি তোমাদের কল্যাণের জন্যে আরো অনেক কিছু সৃষ্টি করেছেন, যে-সম্পর্কে (এখনো) তোমরা জানো না।

৯. সরলপথ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছায়। কিন্তু ভ্রান্ত পথের সংখ্যাও কম নয়। অবশ্য তিনি চাইলে সবাইকে সরলপথে পরিচালিত করতে পারেন। (কিন্তু মানুষকে তিনি স্বাধীনতা দিয়েছেন পথ বেছে নেয়ার।)

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ২ ॥

১০-১১. তিনি আকাশ থেকে পানিবর্ষণ করেন, তা থেকে তোমরা পান করো আর তা থেকে জন্মায় গাছপালা, লতাগুল্ম, (সৃষ্টি হয় চারণভূমি) যাতে তোমরা পশু বিচরণ করাও। তিনি এই পানির সাহায্যে ফসল ফলান; ফলান জয়তুন, খেজুর, আঙুর ও নানারকম ফলফলাদি। মনে রেখো, চিন্তাশীল মানুষের জন্যে এর মধ্যেই (স্রষ্টার মহিমার) উজ্জ্বল নিদর্শন রয়েছে।

১২. তিনি রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন তোমাদের (কল্যাণে, তাঁর নিয়মের) অধীন। (মহাকাশের) সকল তারকারাজি তাঁর নির্দেশই অনুসরণ করে। যুক্তিবুদ্ধি প্রয়োগকারী মানুষের জন্যে এর মধ্যেই রয়েছে (স্রষ্টার মহিমার) উজ্জ্বল নিদর্শন। ১৩. তিনি পৃথিবীতে তোমাদের জন্যে বর্ণিল বৈচিত্র্যময় সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন। মনে রেখো, এ সবকিছুর মধ্যেই শিক্ষা গ্রহণেচ্ছু মানুষের জন্যে রয়েছে (স্রষ্টার মহিমার) উজ্জ্বল নিদর্শন।

১৪. তিনি সমুদ্রকে (তাঁর নিয়মের) অধীন করেছেন, যাতে তোমরা তাজা নরম মাংসল মাছ আহার করতে পারো আর আহরণ করতে পারো (মুক্তো, ঝিনুক, প্রবাল ও অন্যান্য) সামগ্রী, যা তোমাদের অলংকারকে মনোহর করে। আর সমুদ্রের বুক চিরে চলাচল করে জাহাজ, যার মাধ্যমে তোমরা স্রষ্টার অনুগ্রহ-সম্পদ অনুসন্ধান করতে পারো আর তোমরা যেন শোকরগোজার হও। ১৫. তিনি জমিনের বুকে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে জমিন তোমাদের নিয়ে স্থির থাকতে পারে। তিনি বহমান করেছেন নদনদী, তৈরি করেছেন পথ, যাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারো। ১৬. তিনি জমিনে পথনির্ণায়ক চিহ্নসমূহ স্থাপন করেছেন। আর (রাতে) তারকারাজির সাহায্যেও মানুষ পায় পথের নির্দেশ।

১৭. (হে মানুষ! এখন তোমরাই বলো) যিনি সৃষ্টি করেন তাঁর সাথে কি এমন কোনো কিছুর তুলনা হয়, যা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না? এরপরও কি তোমরা (মুক্তমনে প্রকৃতি থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

১৮-১৯. (হে মানুষ!) তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা করতে শুরু করো। (গণনা করতে করতে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে যাবে) কিন্তু গণনা করে কখনো শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু। আর তোমরা যা প্রকাশ করো বা গোপন রাখো, সবই আল্লাহ জানেন।

http://alQuran.org.bd

২০-২১. ওরা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করে, যাদের কাছে প্রার্থনা করে, তারা নিজেরা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তারাই (মানুষের) তৈরি। তারা নিষ্প্রাণ, নির্জীব! (এমনকি) ওরা জানে না, (মৃতদের) কবে পুনরুত্থিত করা হবে।

॥ রুকু ৩ ॥

২২-২৩. (হে মানুষ!) তোমাদের উপাস্য শুধু একজনই। কিন্তু যারা আখেরাতে অবিশ্বাস করে, তাদের অন্তর সত্যবিমুখ। মিথ্যা অহংকারে (তারা এ সত্যকে স্বীকার করে না)। আর আল্লাহ জানেন, যা তারা প্রকাশ করে বা যা তারা গোপন রাখে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারীদের অপছন্দ করেন।

২৪. যখনই ওদেরকে কেউ জিজ্ঞেস করে, 'তোমাদের প্রতিপালক কী নাজিল করেছেন?' তখন ওরা বলে, 'এ-তো সেকেলে কল্পকাহিনী!' ২৫. তাই মহাবিচার দিবসে ওরা ওদের পুরো পাপের বোঝা বহন করবে। সেইসাথে বহন করবে সেই মূর্খদের পাপের বোঝা, যাদের ওরা মিথ্যা দ্বারা বিভ্রান্ত করেছিল। চিন্তা করো ওদের পাপের বোঝা কত ভারী হবে!

॥ রুকু ৪ ॥

২৬. ওদের পূর্ববর্তীরাও একই রকম বিভ্রান্তির ধূম্রজাল ছড়িয়েছিল। ওরা ষড়যন্ত্র করেছিল সত্যের বিপক্ষে। ওরা যা-কিছু নির্মাণ করেছিল তার ভিত্তিমূলে আল্লাহ আঘাত হানলেন। ফলে পুরো ছাদই ধসে পড়ল ওদের ওপর। ওরা ভাবতেও পারে নি, এভাবে আজাব আসবে।

২৭. মহাবিচার দিবসে তিনি ওদের সবাইকে লাঞ্ছনার চাদরে ঢেকে দেবেন। জিজ্ঞেস করবেন, এখন তোমাদের সে উপাস্যরা কোথায়, যাদেরকে আমার সাথে শরিক করেছ? যাদের জন্যে হঠকারিতা করে (সত্যপথ থেকে) বিচ্ছিন্ন ছিলে? দুনিয়ায় যারা সত্যজ্ঞান লাভ করেছিল, তারা তখন বলবে, 'আজ সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগ নিশ্চিত।' ২৮. নিজেদের প্রতি জুলুমরত অবস্থায় ফেরেশতারা যাদের জান কবজ করেছে, তারা আত্মসমর্পণ করে বলবে, 'আমরা তো কোনো মন্দ কাজ করতাম না।' (ফেরেশতারা জবাবে বলবে) 'তোমরা যা করছিলে আল্লাহ সে-সম্পর্কে পুরোপুরিই ওয়াকিবহাল।' ২৯. অতএব এবার তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করো। সেখানেই থাকবে চিরকাল। আসলে অহংকারীদের নিবাস কতই না নিকৃষ্ট!

http://alQuran.org.bd

৩০-৩২. আর যারা আল্লাহ-সচেতন ছিল, তাদের যখন জিজ্ঞেস করা হবে, 'তোমাদের প্রতিপালক কী নাজিল করেছিলেন?' তারা জবাবে বলবে, 'মহাকল্যাণ'। যারা সৎকর্মে লেগে থাকে, দুনিয়ায় তাদের জন্যে রয়েছে কল্যাণ আর আখেরাতের আবাস তাদের জন্যে আরো উত্তম। আল্লাহ-সচেতনদের আবাস কতই না উত্তম! তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা, তারা যা-ই চাইবে, তা-ই সেখানে তাদের জন্যে থাকবে। আল্লাহ-সচেতনদের তিনি এভাবেই পুরস্কৃত করেন। পবিত্র থাকা অবস্থায়ই ফেরেশতারা তাদের রুহ বের করে নেবে। ফেরেশতারা তাদের বলবে, 'তোমাদের ওপর শান্তি। তোমরা তোমাদের সৎকর্মের পুরস্কার হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করো।'

৩৩-৩৪. (হে নবী!) সত্য অস্বীকারকারীরা শুধু প্রতীক্ষা করতে চায় ফেরেশতার দৃশ্যমান আগমনের অথবা তোমার প্রতিপালকের নির্ধারিত শাস্তি আসার। ওদের পূর্ববর্তী পাপীরাও তা-ই করত। (ওদের যখন ধ্বংস করে দেয়া হলো, তখন) আল্লাহ ওদের ওপর কোনো অন্যায় করেন নি, ওরা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল। ওদের জুলুমের বোঝা-ই ওদের ওপর নিপতিত হলো। যে আজাব নিয়ে ওরা ঠাট্টাবিদ্রুপ করত, সে আজাব-ই ওদের গ্রাস করল।

॥ রুকু ৫ ॥

৩৫. শরিককারীরা এখন বলে, আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে আমরা অবশ্যই তাঁকে ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করতাম না, আমাদের বাপদাদারাও করত না। তাঁর হুকুম ছাড়া কোনো জিনিসকে হারাম বলেও গণ্য করতাম না। ওদের পূর্ববর্তী পাপী বাপদাদারাও এ ধরনের কথাই বলত। আসলে রসুলদের কর্তব্য তো শুধু সত্যবাণী সবার কাছে পৌঁছে দেয়া।

৩৬. আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাগুত বা অপশক্তির উপাসনা বর্জন করার আহ্বান জানানোর জন্যেই আমি যুগে যুগে প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসুল পাঠিয়েছি। তারপর (রসুলদের মাধ্যমে) আল্লাহ অনেককে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু অনেকেই বিপথগামিতার শিকার হয়েছে। অতএব (হে মানুষ!) সারা পৃথিবী সফর করো এবং দেখ, যারা সত্যকে অস্বীকার করেছিল, তাদের শেষ পরিণতি কী হয়েছিল!

http://alQuran.org.bd

৩৭. (হে নবী! জেনে রাখো, ক্রমাগত সত্য অস্বীকারকারীদের) তুমি যতই সত্যপথ প্রদর্শনে আগ্রহী হও না কেন, আল্লাহ যাদের পথভ্রষ্ট বলে সাব্যস্ত করেছেন, তাদের কখনোই তিনি সৎপথে পরিচালিত করবেন না। (মহাবিচার দিবসে) ওদের সাহায্য করারও কেউ থাকবে না। ৩৮. ওরা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলে যে, 'আল্লাহ কোনো মৃতকে পুনর্জীবিত করবেন না।' কেন করবেন না? (মৃতকে পুনর্জীবিত করার প্রতিশ্রুতিই তো তিনি দিয়েছেন। আর) তাঁর এই প্রতিশ্রুতি তিনি পূরণ করবেনই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা বোঝে না। ৩৯. যখন তিনি ওদের পুনর্জীবিত করবেন, তখন (ধর্মের) যে যে বিষয়ে তারা দ্বিমত করছিল, সে বিষয়গুলো তাদের সামনে স্পষ্ট হবে এবং সত্য অস্বীকারকারীরা তখন জানতে পারবে যে, তারা বাস্তবিকই মিথ্যায় নিমজ্জিত ছিল।

৪০. হে মানুষ! জেনে রাখো, আমি কোনোকিছু করতে ইচ্ছা করলে সে বিষয়ে আমি শুধু বলি 'হও' আর অমনি তা হয়ে যায়।

॥ রুকু ৬ ॥

৪১-৪২. (বিশ্বাসের কারণে) নির্যাতিত হওয়ার পর যারা (পাপের রাজ্য ছেড়ে) আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, আমি অবশ্যই দুনিয়ায় তাদেরকে সৌভাগ্য দান করব আর পরকালে তাদের পুরস্কার তো অনেক বড়। হায়! (সত্য অস্বীকারকারীরা) যদি বুঝতে পারত যে, যারা আল্লাহর ওপর ভরসা ও সবর করে (হিজরত করেছে, তাদের জন্যে কত সৌভাগ্য অপেক্ষা করছে)!

৪৩-৪৪. (হে নবী!) তোমার পূর্বেও ওহীসহ মানুষকেই রসুলরূপে পাঠিয়েছি। তা তোমাদের জানা না থাকলে পূর্ববর্তী কিতাবিদের জিজ্ঞেস করো। তাদের ওপরও সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণসহ কিতাব নাজিল করেছি। আর এখন তোমার ওপর কোরআন নাজিল করেছি, যাতে অতীতে যে সত্যজ্ঞান তাদের ওপর নাজিল হয়েছিল, তা সুস্পষ্টভাবে মানবজাতিকে বুঝিয়ে দিতে পারো। আর মানুষও যেন (চিরায়ত সত্য নিয়ে নতুন করে) চিন্তাভাবনা করার সুযোগ পায়।

৪৫-৪৭. যারা (সত্য ও নৈতিকতাকে বিকৃত করে) পাপাচার বিস্তারের চক্রান্তে লিপ্ত হয়, তারা কীভাবে নিশ্চিত হলো যে, মাটি তাদের গ্রাস করবে না? বা ওরা অকস্মাৎ আজাবে আক্রান্ত হবে না? অথবা দৈনন্দিন কাজকর্ম

http://alQuran.org.bd

করা অবস্থায়ই হঠাৎ তিনি ওদের পাকড়াও করবেন না? অথবা (অরাজকতা, হতাশা ও অশান্তি বিস্তার করে) ক্রমিক অবক্ষয়ের মাধ্যমে আল্লাহ ওদের সামগ্রিক বিনাশ সাধন করবেন না? ওরা কখনোই ওদের প্রতিপালকের এখতিয়ারের বাইরে যেতে পারবে না। তা সত্ত্বেও মনে রেখো, (তওবাকারীদের প্রতি) তোমার প্রতিপালক খুবই স্নেহপরায়ণ, পরমদয়ালু।

৪৮-৫০. সত্য অস্বীকারকারীরা কি লক্ষ করে না যে, আল্লাহ যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন, (কীভাবে) তাদের ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহর প্রতি সেজদাবনত হয়? মহাকাশের সবকিছু, পৃথিবীর সকল জীবজন্তু এবং ফেরেশতারা আল্লাহকে সেজদা করে (তাঁর বিধিবিধানে পুরোপুরি সমর্পিত থাকে)। কোনোকিছুতেই প্রভুর সামনে তাদের কোনো অহংকার নেই। তারা ভয় করে। কারণ তারা বোঝে, তাদের প্রভু তাদের ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। তাই তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তা-ই করে। *[সেজদা]*

॥ রুকু ৭ ॥

৫১-৫২. আল্লাহ বলেছেন, তোমরা দুই (বা ততোধিক) উপাস্য গ্রহণ কোরো না। আমিই একমাত্র উপাস্য। অতএব শুধু আমার (বিরাগভাজন হওয়াকে) ভয় করো। মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই তাঁর। তাই একক আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য। এরপরও কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে?

৫৩-৫৫. তোমাদের কাছে সমস্ত নেয়ামত আসে আল্লাহর তরফ থেকে। আবার দুঃখদৈন্য ও বিপদে তোমরা তার কাছেই ব্যাকুলচিত্তে প্রার্থনা করো। কিন্তু যখন আল্লাহ দুঃখদৈন্য বিপদ দূর করে দেন, তখন হায়! তোমাদের অনেকেই প্রতিপালকের একচ্ছত্র ক্ষমতার সাথে অন্য শক্তিকে শরিক করে ফেলো। আসলে এর মাধ্যমে কার্যত তোমরা আমার নেয়ামতের ব্যাপারেই অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। ঠিক আছে, (স্বল্পকালের জন্যে পার্থিব) জীবন ভোগ করো। সময় এলেই টের পাবে (তোমাদের নির্বুদ্ধিতার পরিণাম)!

৫৬. আমি ওদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে একটা অংশ ওরা (কাল্পনিক উপাস্যদের জন্যে) নির্দিষ্ট করে রাখে, যাদের সম্পর্কে ওদের কোনো জ্ঞান নেই। আল্লাহ সাক্ষী! এসব মিথ্যা রূপকল্প উদ্ভাবনের জবাব তোমাদেরকে একদিন দিতে হবে।

http://alQuran.org.bd

৫৭-৫৯. ওরা আল্লাহর জন্যে কন্যাসন্তান পছন্দ করে। আল্লাহ এসব থেকে পবিত্র, মহামহিম। অথচ যদি সম্ভব হতো তবে ওরা নিজেদের জন্যে পছন্দ করত (পুত্রসন্তান)। ওদের কাউকে যখন কন্যাসন্তানের খবর দেয়া হয়, তখন ওদের মুখ কালো হয়ে যায়, অসহনীয় শোক ও মনস্তাপে ওদের অন্তর প্লাবিত হয়। কন্যাসন্তান হওয়ার গ্লানিতে লোকসমাজ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। ভাবতে থাকে, অপমান সহ্য করে সে ওকে লালন করবে, না জীবিত মাটিচাপা দেবে! ওহ! ওদের ফয়সালা কত না জঘন্য!

৬০. বাস্তবতা হচ্ছে, যারা আখেরাতে অবিশ্বাস করে তারা নিকৃষ্ট প্রকৃতির। কিন্তু আল্লাহ মহত্তম গুণাবলির ধারক। তিনি সর্বশক্তিমান, প্রজ্ঞাময়!

॥ রুকু ৮ ॥

৬১. আল্লাহ যদি অন্যায় ও বাড়াবাড়ির জন্যে মানুষকে সাথে সাথেই পাকড়াও করতেন, তবে জমিনে কোনো চলমান প্রাণীই এ থেকে রেহাই পেত না। কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের সুযোগ দেন (চিন্তাভাবনা ও অনুশোচনা করার জন্যে)। কিন্তু নির্ধারিত সময় এলে তখন এটাকে কেউ বিলম্বিত বা ত্বরান্বিত করতে পারে না।

৬২. আশ্চর্য! ওরা নিজেরা আল্লাহর সাথে শরিক করে। কিন্তু নিজেদের জন্যে তা অপছন্দ করে (অর্থাৎ ওরা কেউই ওদের ক্ষমতার অংশীদারিত্ব পছন্দ করে না)। আর ওদের জিহ্বা মিথ্যা দাবি করে যে, (যদি কেয়ামত হয়, তবে কর্মফল হিসেবে) ওরা মহাকল্যাণ লাভ করবে। ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে জাহান্নামের আগুন। প্রথমে ওদেরকেই ওখানে নিক্ষেপ করা হবে।

৬৩. আল্লাহ সাক্ষী! (হে নবী!) তোমার পূর্বেও আমি বহু জাতির নিকট রসুল প্রেরণ করেছি। কিন্তু (সত্য অস্বীকারকারীরা আমার বাণী গ্রহণে সবসময়ই অস্বীকৃতি জানিয়েছে। কারণ) সকল পাপাচারকে শয়তান ওদের কাছে আকর্ষণীয় ও মোহময় করে তুলেছিল। শয়তান এখনো ওদের পৃষ্ঠপোষক। পীড়াদায়ক শাস্তি ওদের জন্যেই!

৬৪. (হে নবী!) আমি এই কিতাব তোমার ওপর নাজিল করেছি, যাতে করে (বিশ্বাসের বিষয়ে) যারা মতভেদ করছে, তাদের সকল প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব তুমি দিতে পারো। আর বিশ্বাসীদের জন্যে এই কিতাব হচ্ছে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা ও রহমত।

http://alQuran.org.bd

৬৫. আল্লাহ আকাশ থেকে পানিবর্ষণ করেন। আর পানি দিয়ে তিনি মৃত জমিনকে পুনর্জীবিত করেন। এরই মধ্যে (আল্লাহর মহিমার) উজ্জ্বল নিদর্শন রয়েছে, সত্য শুনতে আগ্রহীদের জন্যে।

॥ রুকু ৯ ॥

৬৬-৬৭. অবশ্যই গবাদি পশুর মধ্যেও তোমাদের জন্যে শিক্ষা রয়েছে। ওদের উদরস্থিত জৈবিক বর্জ্য আর জীবনরক্ষাকারী রক্ত বাঁচিয়ে ক্ষরিত তরল তোমাদের পান করতে দেই। আসলে এই খাঁটি দুধ যেমন পুষ্টিকর তেমনি উপাদেয়। আর খেজুর গাছ ও আঙুর থেকে তোমরা একদিকে মাদক ও অপরদিকে উত্তম খাবার তৈরি করো। এর মধ্যেও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারীদের জন্যে রয়েছে উজ্জ্বল নিদর্শন।

৬৮-৬৯. (হে মানুষ! চিন্তা করো, কীভাবে) তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে শিক্ষা দিয়ে আদেশ করলেন, পাহাড়ে, গাছে এবং মানুষের ঘরে মৌচাক তৈরি করো। সব ধরনের ফল থেকে আহার করো এবং প্রতিপালকের সরলপথে চলো (যা মনে রাখা ও অনুসরণ করা সহজ)। মৌমাছির উদর থেকে নিঃসৃত হয় বর্ণিল পানীয়। এতে মানুষের জন্যে রয়েছে নিরাময়। জ্ঞানীদের জন্যে এর মধ্যেও রয়েছে (আল্লাহর মহিমার) উজ্জ্বল নিদর্শন।

৭০. আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। আবার সময় হলে তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। কেউ কেউ বার্ধক্যের এমন পর্যায়ে উপনীত হবে যে, একসময় যা সে খুব ভালোভাবে জানত, তা-ও বিস্মৃত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

॥ রুকু ১০ ॥

৭১. আল্লাহ তোমাদের কাউকে কাউকে অন্যদের চেয়ে বেশি জীবনোপকরণ দিয়েছেন। যাদের অতিরিক্ত জীবনোপকরণ দেয়া হয়েছে, তারাও (সাধারণত) নিজেদের জীবনোপকরণ থেকে তাদের অধীনদের এমন কিছু দেয় না, যাতে ওরা তাদের সমকক্ষ হতে পারে। এর মাধ্যমে তারা কি আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করছে না?

৭২-৭৪. আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের সাথে মিলিয়ে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের যুগল থেকেই তোমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আনয়ন

http://alQuran.org.bd

করেছেন। তোমাদের উত্তম জীবন-সম্ভার দিয়েছেন। এরপরও কি ওরা (স্রষ্টার অস্তিত্ব বা একত্ব অস্বীকারকারীরা) মিথ্যা ও ভুয়া জিনিসে বিশ্বাস অব্যাহত রাখবে এবং আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? এরপরও কি ওরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা অব্যাহত রাখবে, যাদের মহাকাশ বা পৃথিবীর কোথাও থেকে কোনো ধরনের জীবনোপকরণ সরবরাহের ক্ষমতা নেই এবং কোনোকিছু করতেও অক্ষম? অতএব তোমরা আল্লাহর কোনো সদৃশ আবিষ্কার কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব জানেন, আর তোমাদের কোনো (সত্যিকার) জ্ঞান নেই।

৭৫. আল্লাহ দুজন মানুষের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন : একজন অন্যের অধীন। কোনোকিছুর ওপরই তার কোনো কর্তৃত্ব নেই। (অপরদিকে) দ্বিতীয় জন, যাকে আমি উত্তম জীবনোপকরণ দিয়েছি, যা থেকে সে প্রকাশ্যে ও গোপনে (অন্যের জন্যে) মুক্তভাবে ব্যয় করে। এরা দুজন কি কখনো সমান হতে পারবে? সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য! অথচ অধিকাংশ মানুষই একথার মর্ম বোঝে না।

৭৬. আল্লাহ আরো দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন দুজন মানুষের। একজন বাক্‌প্রতিবন্ধী। নিজ থেকে কিছু করতে পারে না। যেখানেই পাঠানো হোক, কোনো কাজ করে আসতে পারে না। সে তার মনিবের জন্যে এক বোঝা। আর দ্বিতীয় জন (জ্ঞানী ব্যক্তি) সৎ কাজে অংশগ্রহণ করে এবং সত্যসরল পথে চলে। এরা দুজন কি কখনো সমান হতে পারে?

॥ রুকু ১১ ॥

৭৭. মহাকাশ ও পৃথিবীর অন্তর্নিহিত বাস্তবতার জ্ঞান তো আছে শুধু আল্লাহর কাছে। কেয়ামতের বাস্তবতা তো ঘটবে চোখের পলকে বা তার চেয়েও কম সময়ে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৭৮-৭৯. আল্লাহ তোমাদেরকে মাতৃগর্ভ থেকে যখন ভূমিষ্ঠ করেছেন, তখন তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন, দিয়েছেন (শক্তিগর্ভা) মন, যাতে তোমরা শোকরগোজার হতে পারো। তারা কি লক্ষ করে না উড়ন্ত পাখিকে? কত সহজে সে আকাশে উড়ে বেড়ায়! আল্লাহ ছাড়া কে ওদেরকে শূন্যলোকে স্থির থাকার ব্যবস্থা করেছেন? বিশ্বাসীদের জন্যে এতে রয়েছে (আল্লাহর মহিমার) উজ্জ্বল নিদর্শন।

http://alQuran.org.bd

৮০. আল্লাহ তোমাদের বসবাসের জন্যে গৃহ (নির্মাণ কৌশল) দান করেছেন। দিয়েছেন পশুর চামড়া দিয়ে তাঁবু (নির্মাণে দক্ষতা)। ভ্রমণ ও শিবির স্থাপনে এটি কত সহজে ব্যবহারযোগ্য! দিয়েছেন পশুর লোম ও কেশ দ্বারা সাময়িক ব্যবহার উপকরণ (তৈরির জ্ঞান)।

৮১. আল্লাহর সৃষ্টির অনেক কিছুকেই তিনি নিযুক্ত করেছেন তোমাদের রক্ষার জন্যে। পাহাড়ে তিনি তোমাদের জন্যে আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন। তোমাদের জন্যে ব্যবস্থা করেছেন পরিধেয় বস্ত্রের, যা তোমাদের রক্ষা করে গরম (ও ঠান্ডা) থেকে। তিনি ব্যবস্থা করেছেন বর্মের, যা পারস্পরিক যুদ্ধে তোমাদের হেফাজত করে। এভাবেই তিনি তোমাদের ওপর তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করেছেন, যাতে তোমরা পুরোপুরি আল্লাহতে সমর্পিত হতে পারো।

৮২-৮৩. (হে নবী!) এরপরও যদি ওরা সত্যকে গ্রহণ না করে, তবে তোমার কাজ তো শুধু সত্যবাণীকে ওদের কাছে সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া। (যারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়) তারা আল্লাহর নেয়ামতসমূহের ব্যাপারে ভালোভাবেই সচেতন কিন্তু তারপরও এটা স্বীকার করে না। কারণ ওদের অধিকাংশই সত্য অস্বীকারে আসক্ত।

৷৷ রুকু **১২** ৷৷

৮৪-৮৫. মহাবিচার দিবসে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব। কিন্তু সেদিন সত্য অস্বীকারকারীদের নিজেদেরকে অজ্ঞ হিসেবে উপস্থাপিত করে ওকালতির কোনো সুযোগ দেয়া হবে না। ওদের কোনো অজুহাতও গ্রহণ করা হবে না। জালেমরা যখন আজাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন ওদের শাস্তি কমানো হবে না এবং কোনো অবকাশও দেয়া হবে না।

৮৬-৮৭. আল্লাহর সাথে যাদের শরিক করেছিল, (মহাবিচার দিবসে) সেই কল্পিত উপাস্যদের সামনে দেখার পর শরিককারীরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার সাথে এদেরই শরিক করেছিলাম। তোমার পরিবর্তে আমরা এদেরই উপাসনা করতাম। এর উত্তরে কল্পিত উপাস্যরা বলবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। সেদিন (কল্পিত উপাস্যরা) সবাই আল্লাহর নিকট সমর্পিত হবে এবং কল্পিত উপাস্যদের উপাসনা তাদের জন্যে নিষ্ফল হবে। ৮৮. সত্য অস্বীকারকারী ও আল্লাহর পথে বাধাদানকারীদের

http://alQuran.org.bd

আমি আজাবের পর আজাবে নিমজ্জিত করব। কারণ তারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল।

৮৯. মহাবিচার দিবসে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে তাদের ব্যাপারে সাক্ষী দেয়ার জন্যে একজন করে উপস্থিত করব। (হে নবী! যাদের কাছে তুমি আমার বাণী পৌঁছে দিয়েছ) তাদের ব্যাপারে সাক্ষী হিসেবে তোমাকে উপস্থিত করব। এজন্যেই আমি তোমার ওপর ধাপে ধাপে কিতাব নাজিল করেছি। এই কিতাবে রয়েছে আল্লাহতে পুরোপুরি সমর্পিতদের জন্যে প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা, হেদায়েত, রহমত ও সুসংবাদ।

॥ রুকু ১৩ ॥

৯০. আল্লাহ অবশ্যই সুবিচার, সদাচরণ ও আত্মীয়স্বজনদের দানের নির্দেশ দেন। তিনি অশ্লীলতা, ঈর্ষা ও অন্যায়-জুলুম করতে নিষেধ করেন। তিনি বার বার উপদেশ দেন, যাতে তোমাদের মনে থাকে।

৯১. তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো। (কোনোরকম চাপ ছাড়া) কোনো চুক্তিপত্র করে আল্লাহর নামে শপথ করলে, সে শপথ ভঙ্গ কোরো না। তোমাদের সব কাজ সম্পর্কেই আল্লাহ ওয়াকিবহাল।

৯২. তোমরা সেই নারীর মতো হয়ো না, যে মজবুত করে সুতো পাকানোর পর নিজেই পাক খুলে নষ্ট করে ফেলে। একদল অন্যদলের ওপর শক্তিমান হওয়ার জন্যে তোমরা তোমাদের শপথ পরস্পরকে প্রতারণার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার কোরো না। আল্লাহ তো এর মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করেন। আল্লাহ মহাবিচার দিবসে তোমাদের পারস্পরিক বিরোধের মূল কারণ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবেন।

৯৩. আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের একজাতি করতে পারতেন। কিন্তু (যে পথভ্রষ্ট হতে) ইচ্ছা করে, তাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন। আর (যে সৎপথে চলতে) ইচ্ছা করে, তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন। সারাজীবন যা করেছ, সেজন্যে তোমাকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

৯৪. পরস্পরকে ঠকানোর জন্যে তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার কোরো না, করলে (বিশ্বাসের মাটিতে) পা দৃঢ় হওয়ার পরিবর্তে পা পিছলে যাবে।

http://alQuran.org.bd

আল্লাহর পথে বাধা দেয়ার জন্যে তোমাদের অশুভ পরিণতি ভোগ করতে হবে আর (পরকালে) তোমাদের জন্যে রয়েছে কঠিন আজাব।

৯৫-৯৬. তোমরা আল্লাহর সাথে করা অঙ্গীকার তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি কোরো না। আল্লাহর কাছে যা আছে, কেবল তা-ই তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে! তোমাদের কাছে যা আছে, সবই ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে, তা স্থায়ী। যারা ধৈর্যের সাথে লেগে থাকবে, আমি তাদের কাজের উত্তম পুরস্কার দেবো।

৯৭. বিশ্বাসী পুরুষ হোক বা নারী, যে-ই সৎকর্ম করবে তাকে দুনিয়ায় সার্থক জীবন দান করব এবং পরকালে সে তার কাজের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাবে।

৯৮-১০০. যখন তুমি কোরআন পাঠ করবে, অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবে। যারা বিশ্বাসী ও আল্লাহর ওপর আন্তরিকভাবে ভরসা করে, তাদের ওপর শয়তান কখনো আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। শয়তান শুধু তাদেরই প্রভাবিত করতে পারে, যারা শয়তানকে অনুসরণ করতে ইচ্ছুক এবং যারা আল্লাহর সাথে শরিক করে।

॥ রুকু ১৪ ॥

১০১. আমি যখন (পূর্ববর্তী কিতাবের) এক আয়াতের পরিবর্তে (বর্তমানে) অন্য আয়াত নাজিল করি, তখন ওরা (সত্য অস্বীকারকারীরা) বলে, 'এগুলো তোমার মনগড়া উক্তি!' আসলে আল্লাহ ধাপে ধাপে কী নাজিল করছেন, তা তিনিই ভালো জানেন। কিন্তু ওদের অধিকাংশেরই এ সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই।

১০২-১০৩. (হে নবী! ওদের) বলো, আমার প্রতিপালকের কাছ থেকে এক পবিত্র ফেরেশতা ধাপে ধাপে এই কোরআন ঠিকভাবে নিয়ে এসেছে বিশ্বাসীদের বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্যে। আর আল্লাহতে সমর্পিতদের জন্যে এ হচ্ছে পথনির্দেশ ও সুখবরবাহী। আমি ভালোভাবেই জানি, ওদের অনেকেই বলে, 'একজন মানুষই তোমাকে সব শিখিয়ে দিচ্ছে।' ওরা যার দিকে ইঙ্গিত করছে, তার ভাষা তো আরবি নয়। অথচ কোরআন তো বিশুদ্ধ আরবিতে (অর্থাৎ এ ভাষাও এর উৎসের পবিত্রতা নির্দেশক)।

http://alQuran.org.bd

১০৪-১০৫. যারা আল্লাহর বাণীকে অবিশ্বাস করবে, আল্লাহ তাদের কখনো হেদায়েত করবেন না। (পরকালে) কঠিন আজাব-ই হবে তাদের নিয়তি। যারা আল্লাহর বাণীকে বিশ্বাস করবে না, তারাই এ মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে (যে, একজন মানুষ তোমাকে এসব শিখিয়ে দিচ্ছে)। নিঃসন্দেহে ওরাই মিথ্যাচারী।

১০৬-১০৭. বিশ্বাস স্থাপন করার পর কেউ স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ্যে আল্লাহকে অস্বীকার করলে তার ওপর আল্লাহর গজব আপতিত হবে। (পরকালে) তার জন্যে অপেক্ষা করবে কঠিন শাস্তি। কারণ ওরা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে। আর আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের সত্যপথ দেখান না। তবে অন্তরে গভীর বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও পারিপার্শ্বিক অসহনীয় চাপের কারণে মুখে অস্বীকৃতি প্রকাশে যারা বাধ্য হয়, তাদের কথা আলাদা।

১০৮-১০৯. (ভালো-মন্দ পরিণতি সম্পর্কে) যারা গাফেল, তাদের অন্তর, কান ও চোখে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন। ওরা অবশ্যই পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

১১০. যারা (বিশ্বাস স্থাপনের কারণে) নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়েছে, বিপদ মোকাবেলায় ধৈর্যের সাথে লেগে থেকেছে, তোমার প্রতিপালক তাদের অবশ্যই ক্ষমা করবেন, পরমদয়া করবেন।

॥ রুকু ১৫ ॥

১১১. (অতএব হে মানুষ! সচেতন হও) সেই দিন সম্পর্কে, যেদিন প্রত্যেকে শুধু নিজের পক্ষে ওকালতি করবে। সেদিন প্রত্যেককে তার কর্মফল পুরোপুরি দেয়া হবে। কারো ওপরেই কোনো অন্যায় করা হবে না।

১১২-১১৩. আল্লাহ তোমাদের সামনে দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন : ভাবো এক জনপদের কথা, যা একসময় ছিল নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ। চারদিক থেকে আসত পর্যাপ্ত জীবনোপকরণ। এরপর ওরা আল্লাহর নেয়ামতের না-শোকর (অকৃতজ্ঞ) হলো। এই (পাপাচার) না-শুকরিয়ার কারণে আল্লাহ ওদের ওপর আপতিত করলেন ক্ষুধা ও আতঙ্কের সর্বগ্রাসী দুর্ভোগ। ওদের নিকট ওদের মধ্য থেকেই

http://alQuran.org.bd

এক রসুল এসেছিল, কিন্তু ওরা তাকে মানতে অস্বীকার করল। ফলে আজাব ওদের ঘিরে ধরল। আসলে ওরা ছিল জালেম।

১১৪. (অতএব হে বিশ্বাসীগণ!) আল্লাহ তোমাদের যে হালাল ও পবিত্র জীবনোপকরণ দিয়েছেন, তা থেকে আহার করো। আর তোমরা যদি (সত্যি সত্যিই) শুধু তাঁরই ইবাদত করো, তবে আল্লাহর অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করো।

১১৫. আল্লাহ তো শুধু মৃত পশু, রক্ত, শূকর-মাংস আর যা জবাই করার সময় আল্লাহর বদলে অন্য উপাস্যের নাম নেয়া হয়েছে, তা তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন। কিন্তু কেউ অবাধ্য না হয়ে বা আশু প্রয়োজনে সীমালঙ্ঘন না করে নেহায়েত নিরুপায় হয়ে এসব আহার করলে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

১১৬-১১৭. আর তোমরা কখনো নিজেদের মিথ্যা ধারণাকে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিয়ে বোলো না যে, 'এটা হালাল আর ওটা হারাম।' মনে রেখো, যারা আল্লাহর নাম দিয়ে মিথ্যা কথা চালাতে চেষ্টা করে তারা কখনো সফলকাম হবে না। (দুনিয়ায়) তারা সাময়িক আনন্দ পেতে পারে কিন্তু (আখেরাতে) তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

১১৮. ইহুদিদের জন্যে আমি তো কেবল তা-ই হারাম করেছিলাম, যা পূর্বে তোমাদের কাছে উল্লেখ করেছি। আমি তাদের ওপর কোনো অন্যায় করি নি, বরং তারাই তাদের ওপর ক্রমাগত জুলুম করে গেছে।

১১৯. না জেনে ভুল কাজ করার পর তওবা করে যারা নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তাদের প্রতি তোমার প্রতিপালক অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

॥ রুকু ১৬ ॥

১২০. নিশ্চয়ই ইব্রাহিম ছিল এক (সত্যনিষ্ঠ) সম্প্রদায়ের প্রতীক।
একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহর অনুগত। সে কখনো শরিককারী ছিল না।
১২১. সে ছিল আল্লাহর নেয়ামতের শোকরগোজার। আল্লাহ তাকে মনোনীত
করেছিলেন, পরিচালিত করেছিলেন সহজসরল পথে। ১২২. আমি তাকে
দুনিয়ার কল্যাণ দান করেছিলাম এবং আখেরাতেও সে হবে সৎকর্মশীলদের

http://alQuran.org.bd

অন্তর্ভুক্ত। ১২৩. এখন আমি তোমার ওপর ওহী নাজিল করছি যে, তুমি একনিষ্ঠ ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করো। ইব্রাহিম শরিককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

১২৪. যারা (ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ নিয়ে) মতবিরোধ করত, তাদের জন্যেই শনিবারের বিধান বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। যা নিয়ে মতবিরোধ করা উচিত ছিল না, এমন প্রতিটি বিষয়েই মহাবিচার দিবসে আল্লাহ তার ফয়সালা দেবেন।

১২৫. হে নবী! তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে মানুষকে ডাকো প্রজ্ঞাপূর্ণ সুবচনে। তাদের সাথে আলোচনা করো মমতাভরা যুক্তিতে। মনে রেখো, তোমার প্রতিপালক ভালো করেই জানেন, কে সৎপথ ছেড়ে বিপথে যাচ্ছে, আর কে সৎপথে রয়েছে।

১২৬. আলাপ-আলোচনায় কেউ যদি আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেয়, তবে তুমি শুধু সমপরিমাণ জবাব দিতে পারো, তবে (উত্তেজনা ও বিতর্ক পরিহার করে) ধৈর্যধারণ করাই উত্তম। ধৈর্যশীলদের জন্যেই রয়েছে কল্যাণ।

১২৭. (হে নবী! সত্য অস্বীকারকারীরা যা-ই বলুক) তুমি ধৈর্যের সাথে তোমার কাজ করে যাও। সবসময় মনে রেখো, প্রতিকূলতার মুখে ধৈর্যধারণের শক্তিও আল্লাহরই দান। ওদের আচরণে তুমি দুঃখ পেয়ো না। ওদের চক্রান্তে বা মিথ্যা ও অপ্রাসঙ্গিক যুক্তিতর্ক উপস্থাপনায় মন খারাপ
কোরো না। ১২৮. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ-সচেতন এবং মমতাপ্লুত সৎকর্মশীল, আল্লাহ তাদের সাথেই রয়েছেন।

http://alQuran.org.bd

পঞ্চদশ পারা

১৭. সূরা বনি ইসরাইল

রুকু ১২ ॥ আয়াত ১১১ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

পবিত্র মহামহিম তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে এক রাতে তাঁর কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্যে (মক্কার) মসজিদুল হারাম থেকে নিয়ে যান (জেরুজালেমের) বরকতময় পরিবেশপূর্ণ মসজিদুল আকসায়। নিশ্চয়ই তিনি সব শোনেন, সব দেখেন।

২-৩. আমি মুসাকে বনি ইসরাইলের জন্যে পথনির্দেশক কিতাব দিয়েছিলাম। (আদেশ করেছিলাম) 'তোমরা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে তোমাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রক বানিও না। নূহের সাথে আমি যাদেরকে জাহাজে উঠিয়েছিলাম, তোমরা তো তাদেরই উত্তরপুরুষ। আর নূহ তো ছিল আমার একান্ত শোকরগোজার বান্দা।'

৪. আমি ওহী প্রেরণ করে বনি ইসরাইলকে জানিয়েছিলাম, 'নিশ্চয়ই তোমরা দুবার জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং অহংকারে মদমত্ত হবে (আল্লাহর বিধিবিধানকে লঙ্ঘন করবে এবং দুবারই উপযুক্ত শাস্তি পাবে)।'

৫. যখন প্রথম বিপর্যয়কাল উপস্থিত হলো, তখন তোমাদের বিরুদ্ধে আমি শক্তিমান রণদক্ষ দাসদের পাঠিয়েছিলাম। ওরা ঘরে ঘরে ঢুকে সবকিছু তছনছ করে দিয়েছিল। আমার সতর্কবাণীর প্রথম অংশ এভাবেই পূর্ণ হলো।

৬-৭. কিছুকাল পরে আমি পুনরায় তোমাদেরকে ওদের ওপর বিজয়ী করলাম। তোমাদের ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি করলাম, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ঘটল, জনশক্তিতে তোমাদের এগিয়ে দিলাম। (আর বললাম) 'তোমরা যদি ভালো কাজে লেগে থাকো, তবে তা তোমাদেরই কল্যাণ বয়ে আনবে। আর যদি পাপাচারে লিপ্ত হও, তবে তার পরিণতিও তোমাদেরই ভোগ করতে হবে।' (কিন্তু তোমরা শুনলে না। আবার পাপাচারে লিপ্ত হলে) ফলে দ্বিতীয়

http://alQuran.org.bd

বিপর্যয়কাল এসে উপস্থিত হলো। তোমাদের ওপর অন্য জাতিগুলো বিজয়ী হলো। তোমরা চরমভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হলে। ওরা তোমাদের উপাসনালয়ে প্রবেশ করে তোমাদের অর্জিত সবকিছু ধ্বংস করল।

৮. এখন তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু তোমরা যদি (পাপাচারের) পুনরাবৃত্তি করো, তবে আমিও (শাস্তিদানের পথে) ফিরে যাব। আর আমার নির্দেশ হচ্ছে, (পরকালে) সকল সত্য অস্বীকারকারীর জন্যে জাহান্নামের আগুনই হবে কারাগার।

৯-১০. (সত্য হচ্ছে এই যে) এই কোরআন সমগ্র মানবজাতিকে সহজসরল পথ প্রদর্শন করে এবং সৎকর্মশীল বিশ্বাসীদের মহাপুরস্কারের সুখবর দেয়। আর যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের জন্যে আমি প্রস্তুত রেখেছি কঠিন শাস্তি।

॥ রুকু ২ ॥

১১. (হায়!) মানুষ (অনেক সময়) যাতে তার অকল্যাণ হবে, এমন বিষয়ের জন্যে এত একাগ্রভাবে প্রার্থনা করে যেন সে কল্যাণের জন্যে প্রার্থনা করছে। আসলে মানুষ (সিদ্ধান্ত নিতে) অতিমাত্রায় তাড়াহুড়ো করে।

১২. আমি রাত ও দিনকে করেছি আমার কুদরতের দুটি নিদর্শন। রাতের নিদর্শনকে করেছি নিষ্প্রভ আর দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকোজ্জ্বল, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ-সম্পদ অনুসন্ধান করতে পারো। গণনা করতে পারো দিন ও বছরের সংখ্যা আর হিসাব করতে পারো (নিজের বয়স ও কৃতকর্মের)। আর আমি প্রতিটি বিষয়ই (বোঝার সুবিধার জন্যে) বিশদভাবে বয়ান করেছি।

১৩-১৪. আমি প্রত্যেক মানুষের আমলনামাকে (কর্মবিবরণের রেকর্ড) তার গলার সাথে যুক্ত করেছি। মহাবিচার দিবসে এ রেকর্ড তার সামনে দৃশ্যমান করে বলব, 'পড়ো তোমার আমলনামা। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাবনিকাশের জন্যে যথেষ্ট।'

১৫. যে সৎপথে চলে, সে সৎপথে চলে আসলে নিজেরই মঙ্গল করে। আর যে বিপথে চলে, পথভ্রষ্ট হয়ে সে নিজেরই ধ্বংস ডেকে আনে। একজনের

http://alQuran.org.bd

বোঝা কখনো অন্যজন বইবে না। তাছাড়া (সত্য ও মিথ্যা সম্পর্কে) সচেতন করার জন্যে রসুল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কোনো সম্প্রদায়কে শাস্তি দেই না।

১৬. কোনো জনপদ ধ্বংস করার আগে আমি সেখানকার বিত্তবান ও প্রভাবশালী লোকদের সৎকর্ম করার নির্দেশ দেই। কিন্তু ওরা আমার আদেশের অবাধ্য হয়ে অন্যায় ও জুলুমে লিপ্ত হয়। তখন ন্যায়সঙ্গতভাবেই আজাবের ফয়সালা হয়ে যায় এবং তারা ধ্বংস হয়।

১৭. নূহের পর এভাবে আমি কত (পাপভারাক্রান্ত) জনপদকেই না ধ্বংস করেছি! বান্দাদের পাপাচার সম্পর্কে তোমার প্রতিপালক সবই জানেন এবং সবকিছুরই তিনি সম্যক-দ্রষ্টা।

১৮. (হে মানুষ!) যারা পার্থিব সুখসম্ভোগ কামনা করে, আমি ইচ্ছামতো তাদেরকে পৃথিবীতেই তা দেই। তারপর পরকালের জন্যে জাহান্নাম বরাদ্দ করি। সেখানে তারা লাঞ্ছিত ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পুড়তে থাকবে। ১৯. যারা পরকালীন কল্যাণ কামনা করে এবং সে উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রয়াস চালায়, তারাই সত্যিকার বিশ্বাসী। তাদের প্রয়াস অবশ্যই যথাযথ পুরস্কারযোগ্য।

২০-২১. তোমার প্রতিপালক উভয় দলকেই দুনিয়ায় মুক্তহস্তে দিয়ে থাকেন। পার্থিব জীবনোপকরণ লাভের দরজা সবার জন্যেই অবারিত। তাকাও! দেখ! দুনিয়ার ক্ষেত্রেই আমি একজনকে অন্যজনের ওপর বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা দিয়েছি। অতএব পার্থিব মর্যাদার চেয়ে আখেরাতে এ মর্যাদা হবে মহত্তর এবং গুণগতভাবে শ্রেষ্ঠতর।

২২. আল্লাহর সাথে অন্য কোনোকিছুর উপাসনা কোরো না। যদি করো তবে তুমি লাঞ্ছিত ও পরিত্যক্ত হবে।

॥ রুকু ৩ ॥

২৩. আল্লাহ আদেশ করেছেন যে, (এক) তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো উপাসনা করবে না। (দুই) বাবা-মার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তোমার জীবদ্দশায় তাদের একজন বা উভয়েই যদি বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবুও তাদের ব্যাপারে 'উহ-আহ' কোরো না, তাদের ধমক দিও না বা অবজ্ঞা কোরো না, তাদের সাথে আদবের সাথে কথা বলো। ২৪. শ্রদ্ধাভরা দৃষ্টিতে

http://alQuran.org.bd

মমতার ডানা মেলে ছায়ার মতো আগলে রাখো এবং সবসময় তাদের জন্যে দোয়া করো : 'হে আমার প্রতিপালক! আমার মা-বাবা শৈশবে যে মমতায় আমাকে লালন করেছেন, তুমিও তাদের ওপর সে-রূপ করুণাবর্ষণ করো।'

২৫. (হে মানুষ!) তোমাদের অন্তরে কী আছে তা তোমাদের প্রতিপালক ভালোভাবেই জানেন। যদি তোমরা সৎকর্মশীল হও (তবে তিনি তোমাদের ভুলগুলোকে ক্ষমা করবেন), নিশ্চয়ই যারা ভুল করার পর সচেতন হয় এবং তওবা করে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে, তাদের প্রতি আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল।

২৬-২৭. (তিন) আত্মীয়স্বজনকে তাদের প্রাপ্য অধিকার দেবে এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরের হকও আদায় করবে। (চার) তোমরা সম্পত্তির অপচয় করবে না। নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি চূড়ান্ত অকৃতজ্ঞ।

২৮. (পাঁচ) নিজেই প্রতিপালকের অনুগ্রহ-সম্পদ অনুসন্ধানরত ও তাঁর কাছে প্রত্যাশী হওয়ার কারণে (অর্থাৎ নিজেই অভাবগ্রস্ত হওয়ার কারণে) যদি কোনো সাহায্যপ্রত্যাশীকে সাহায্য করতে না পারো, তবে তার সাথে সহানুভূতিপূর্ণ কথা বলো (সদুপদেশ দিও)।

২৯. (ছয়) ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃপণ হয়ো না বা অন্যকে সাহায্য করতে অনিচ্ছুক হয়ো না। আবার ব্যয়ের ক্ষেত্রে মুক্তহস্ত হয়ে (তোমার সামর্থ্যের) সীমা ছাড়িয়ে যেও না। যদি করো, তাহলে তুমি নিন্দিত বা নিঃস্ব হবে। ৩০. মনে রেখো, তোমার প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা পর্যাপ্ত জীবনোপকরণ দেন, যাকে ইচ্ছা সীমিত জীবনোপকরণ দেন। অবশ্যই তিনি বান্দাদের প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন এবং তাদের সবকিছুই দেখেন।

॥ রুকু ৪ ॥

৩১. (সাত) তোমরা দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা কোরো না। তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের রিজিকদাতা আমিই (জীবনোপকরণ আমিই দিয়ে থাকি)। নিশ্চয়ই সন্তান (ভ্রূণ) হত্যা মহাপাপ।

৩২. (আট) তোমরা জেনার (ব্যভিচার, পরকীয়া বা অবৈধ যৌনাচারের) কাছেও যেও না। এটা অশ্লীল ও জঘন্য পাপাচার।

http://alQuran.org.bd

৩৩. (নয়) ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা কোরো না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে 'কিসাস' (ন্যায়সঙ্গত বদলা) দাবি করার অধিকার দিয়েছি। কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে। আর মনে রেখো, (যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে) সে-তো (আল্লাহর কাছ থেকে) সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই।

৩৪. (দশ) উন্নয়নের লক্ষ্য ছাড়া এতিমের সম্পত্তির কাছেও যাবে না। এতিম প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর (তার সম্মতিক্রমে সম্পত্তিকে কাজে লাগাতে পারো)। (এগারো) ওয়াদা রক্ষা করবে। ওয়াদা ভঙ্গ করলে তোমাকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

৩৫. (বারো) ওজনে কখনো কম দেবে না (জীবনের যে-কোনো ধরনের লেনদেন হোক না কেন)। সঠিক মানদণ্ডে ওজন করে পুরো প্রাপ্য দেবে। এতে তোমারই মঙ্গল হবে এবং শুভপরিণাম বয়ে আনবে।

৩৬. (তেরো) যে বিষয়ে তোমার যথাযথ জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে (শুধু শোনা কথায় আন্দাজ-অনুমানের ওপর ভিত্তি করে) কখনো নিজেকে জড়াবে না। (মহাবিচার দিবসে) তোমার কান, চোখ ও মনকে জবাবদিহিতার জন্যে ডাকা হবে।

৩৭. (চৌদ্দ) দম্ভভরে (বক্ষ স্ফীত করে) মাটিতে পা ফেলবে না। তুমি তোমার পদভারে কখনো জমিনকে বিদীর্ণ করতে পারবে না, পারবে না উচ্চতায় পর্বতকে অতিক্রম করতে। (অর্থাৎ চালচলনে বিনয়ী হবে।)

৩৮. এই (চৌদ্দটি) আদেশের মধ্যে যে পাপাচার করতে নিষেধ করা হয়েছে, তা তোমার প্রতিপালকের কাছে অতিঘৃণ্য।

৩৯. (হে নবী!) তোমার প্রতিপালক ওহীর মাধ্যমে যে প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞান দান করেছেন, তার প্রথমটিই হলো : তুমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ কোরো না। তাহলে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, (নিজের কাছেই) দোষী সাব্যস্ত হবে এবং (আল্লাহ কর্তৃক) বর্জিত হবে।

৪০. (প্রাচীন আরবে ফেরেশতাদেরকে কন্যারূপে অভিহিত করা হতো। এর জবাবে আল্লাহ বলেন) তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে পুত্রসন্তানে

http://alQuran.org.bd

ধন্য করে নিজে ফেরেশতাদের কন্যা হিসেবে গ্রহণ করেছেন? তোমরা জঘন্য মিথ্যাচার করছ।

॥ রুকু ৫ ॥

৪১. নিশ্চয়ই এই কোরআনে আমি আমার বাণীকে নানাভাবে বার বার উপস্থাপন করেছি, যাতে করে ওরা এর সত্যতা অনুধাবনের চেষ্টা করে। কিন্তু হায়! কার্যত (সত্য অস্বীকারকারীরা) সত্য থেকে নিজেদের আরো দূরে নিয়ে গেছে।

৪২-৪৩. (হে নবী! ওদের) বলো, ওদের কিছু মানুষের ধারণা অনুসারে যদি আল্লাহর পাশাপাশি অন্য উপাস্যরাও (বাস্তবে) থাকত, তবে তারা আরশের অধিপতির আধিপত্য লাভের উপায় অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে উঠত। আল্লাহ পবিত্র, মহামহিম। (বুঝতেই পারো যে) তিনি এই সব শরিকদারীর অনেক অনেক ঊর্ধ্বে।

৪৪. মহাকাশ ও পৃথিবী এবং এর অন্তর্গত সবকিছুই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। মহাবিশ্বে এমন কিছু নেই, যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু (হে মানুষ!) তোমরা তা অনুধাবন করো না। নিশ্চয়ই তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরমসহনশীল।

৪৫-৪৬. (হে নবী!) তুমি যখন কোরআন পাঠ করো, তখন তোমার ও আখেরাতে অবিশ্বাসীদের মধ্যে এক অদৃশ্য পর্দা ফেলে দেই। ওদের অন্তরে মূর্খতার আস্তর লাগিয়ে দেই। ফলে ওরা কোরআনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারে না। ওদের শ্রবণশক্তি রহিত করে দেই। ফলে কোরআন পাঠকালে তুমি যখন তোমার পালনকর্তার একত্বের কথা বর্ণনা করো, তখন ওরা অনীহা প্রকাশ করে (সত্য থেকে) দূরে চলে যায়।

৪৭-৪৮. যখন ওরা তোমার কথা শোনার জন্যে কান পাতে, তখন কেন কান পাতে তা আমি ভালোভাবেই জানি। আরো জানি, গোপন সলাপরামর্শের সময় এ জালেমরা পরস্পরকে বলে, 'তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকে অনুসরণ করছ।' দেখ, ওরা তোমার জন্যে কী বিশেষণ ব্যবহার করছে! ওরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, ওরা সত্যপথ অন্বেষণে অক্ষম।

http://alQuran.org.bd

৪৯. ওরা বলে, যখন আমরা কণা কণা হয়ে মাটিতে মিশে যাব, অস্থিকঙ্কাল ছাড়া আর কিছু থাকবে না, তখনো কি আমাদের নতুনভাবে সৃষ্টি করে উত্থিত করা হবে?

৫০-৫২. হে নবী! ওদের বলো, তোমরা পাথর হও বা লোহা বা এমন কিছু, যা তোমাদের ধারণায় সবচেয়ে নির্জীব কঠিন, তারপরও (তোমাদেরকে নতুন জীবন দিয়ে পুনরুত্থিত করা হবে)। এরপরও ওরা জিজ্ঞেস করবে, কে আমাদের পুনরুত্থিত করবে? (হে নবী!) বলো, 'তিনিই, যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন।' এরপর ওরা তোমার সামনে মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করবে, 'তা বুঝলাম কিন্তু ঘটবে কবে?' ওদের বলো, 'খুব শিগগিরও হতে পারে।' যখন তিনি তোমাদের ডাকবেন আর তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে সাড়া দেবে, তখন তোমাদের মনে হবে, 'খুব অল্প সময়ই তোমরা পৃথিবীতে কাটিয়েছ।'

॥ রুকু ৬ ॥

৫৩. (হে নবী!) তুমি আমার বিশ্বাসী বান্দাদের বলো, (যারা বিশ্বাসী নয়, তাদের সাথেও) তারা যেন সবসময় ভালো কথা বলে, সুন্দর কথা বলে। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের মধ্যে (মন্দকথা দিয়ে) বিবাদ সৃষ্টি করতে চায়। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন।

৫৪-৫৫. তোমাদের প্রতিপালক ভালোভাবেই জানেন, তোমরা কী (এবং কী পাওয়ার যোগ্য)। যদি চান, তবে তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং যদি চান তবে শাস্তি দেবেন। আর (হে নবী!) আমি তোমাকে ওদের কর্মের নিয়ন্ত্রক বানিয়ে পাঠাই নি। মহাকাশ ও পৃথিবীতে যারাই আছে, তাদের (মনের অবস্থা) তোমার প্রতিপালক ভালো করেই জানেন। তবে আমি নবীদের কাউকে কাউকে বেশি মর্যাদা দিয়েছি। আমি দাউদকে প্রজ্ঞাপূর্ণ কিতাব 'যবুর' দিয়েছি।

৫৬. (হে নবী!) ওদের বলো, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদেরকে উপাস্য মনে করে উপাসনা করো, তাদেরকে তোমাদের দুঃখদুর্দশা দূর করার জন্যে ডাকো। তাহলেই দেখবে, তারা না তোমাদের দুঃখ দূর করতে পারে, না দুর্দশা লাঘব করতে পারে।

http://alQuran.org.bd

৫৭. তাছাড়া (উপকৃত হওয়ার জন্যে) ওরা যাদের ডাকে, তারা তো নিজেরাই প্রতিপালকের নৈকট্যলাভ করার উপায় অনুসন্ধান করে, তাঁর রহমত প্রত্যাশা করে, তাঁর আজাবকে ভয় করে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের আজাব ভয়ের বিষয়।

৫৮. মনে রেখো, মহাবিচার দিবসের আগেই আমি সকল জনপদকে ধ্বংস করে দেবো অথবা এর অনেক আগেই অনেক জনপদকে কঠিন আজাবে নিমজ্জিত করব (যদি তারা পাপাচারে ডুবে যায়)। এটাই আল্লাহর লিপিবদ্ধ প্রাকৃতিক বিধান।

৫৯. পূর্ববর্তী (সত্য অস্বীকারকারীরা) আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে (আর সাথে সাথে তারা শাস্তির সম্মুখীন হয়েছে)। তাই তোমার কাছে এই কিতাব সে-ধরনের অলৌকিক নিদর্শনসহ পাঠাই নি। স্মরণ করো! সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনস্বরূপ উটনীকে পাঠিয়েছিলাম। ওরা উটনীকে হত্যা করেছিল (পরিণামে ওরা ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে)। শুধু সতর্কসংকেত হিসেবেই আমি অলৌকিক নিদর্শন প্রেরণ করি।

৬০. স্মরণ করো! হে নবী! আমি তোমাকে বলেছিলাম, নিশ্চয়ই প্রতিটি মানুষ তোমার প্রতিপালকের আওতাধীন। আমি (মেরাজে) যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি আর কোরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্যে। (কিন্তু হায়!) আমি ওদের যতই সতর্ক করি, ওদের অবাধ্যতার মাত্রা যেন ততই বেড়ে যায় (আর পরিণামে ওরা ধ্বংস হয়ে যায়)।

॥ রুকু ৭ ॥

৬১. স্মরণ করো! যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, 'আদমকে সেজদা করো', তখন এক ইবলিস ছাড়া সবাই সেজদা করল। ইবলিস পাল্টা প্রশ্ন রেখেছিল, 'যাকে তুমি কাদা থেকে সৃষ্টি করেছ, তাকে কি আমি সেজদা করতে পারি?'

৬২. ইবলিস (তাচ্ছিল্যের সাথে) বলেছিল, 'তুমি যাকে আমার ওপর মর্যাদা দিয়েছ (সে তো নির্বোধ)! তুমি আমাকে শুধু কেয়ামত পর্যন্ত সুযোগ দাও, আমি শুধু কয়েকজন ছাড়া ওর বংশধরদের আমার অন্ধ অনুসারীতে রূপান্তরিত

http://alQuran.org.bd

করব। ৬৩. আল্লাহ বললেন, ঠিক আছে, যাও! তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, তোমাদের সবার জন্যে জাহান্নামই পূর্ণমাত্রার প্রতিফল।

৬৪. (আল্লাহ বললেন) যাও, তোমার কণ্ঠ দ্বারা যাকে পারো মোহিত করে সত্য থেকে সরিয়ে নাও। সর্বশক্তি নিয়ে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো, ওদের ও ওদের সন্তানদের যত পাপাচারে নিমগ্ন করা যায় করো, যত ধরনের প্রতিশ্রুতি পারো দাও। কিন্তু (তারা বুঝতে পারবে না যে) শয়তানের প্রতিশ্রুতি তো স্রেফ ছলনা। ৬৫. তবে মনে রেখো, আমার সত্যিকার বান্দাদের ওপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না। (কারণ তারা আমার ওপর ভরসা রাখে।) আর তোমার প্রতিপালকের চেয়ে উত্তম ভরসাস্থল আর কে হতে পারে?

৬৬. তোমাদের প্রতিপালক তিনিই, যিনি তোমাদের সমুদ্রে জলযান চালানোর সুযোগ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ-সম্পদ অনুসন্ধান করতে পারো। নিঃসন্দেহে তিনি তোমাদের প্রতি পরমদয়ালু। ৬৭. সমুদ্রে তোমাদের ওপর বিপদ ঘনীভূত হলে আল্লাহ ছাড়া আর যাদেরকেই সাহায্যের জন্যে ডাকো, তারা সব হাওয়া হয়ে যায়। এক আল্লাহ ছাড়া তোমাদের রক্ষা করার কেউই থাকে না। কিন্তু যখন তিনি তোমাদের নিরাপদে তীরে পৌঁছে দেন, তখন তোমরা তাঁকেই ভুলে যাও। আসলে তোমরা বড়ই অকৃতজ্ঞ!

৬৮. তোমরা কি কখনো নিশ্চিত হতে পারো যে, আল্লাহ তোমাদেরসহ জমিনকে ধসিয়ে দেবেন না বা প্রলয়ঙ্করী ঝড় পাঠিয়ে সবকিছু তছনছ করে দেবেন না? তখন তোমরা অবশ্যই কোনো রক্ষক পাবে না। ৬৯. তোমরা কীভাবে নিশ্চিত হতে পারো যে, তিনি আরেকবার তোমাদের সমুদ্রে নিয়ে ঝড়ঝঞ্ঝায় ফেলবেন না এবং অকৃতজ্ঞতার কারণে তোমাদের সলিলসমাধি ঘটাবেন না? আর তখন তোমরা আমার বিপক্ষে কোনো সাহায্যকারী পাবে না। ৭০. নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি। আমি তাদেরকে জলেস্থলে চলাচলের বাহন দিয়েছি, দিয়েছি উত্তম জীবনোপকরণ। আমার অনেক সৃষ্টির ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

॥ রুকু ৮ ॥

৭১. ভাবো সেই দিনের কথা, যেদিন সকল মানুষকে সমবেত করব। জীবনে যা-কিছু করেছে তার বিচার করে (আমলনামা তৈরি করা হবে)।

http://alQuran.org.bd

যাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, তারা (তৃপ্তির সাথে) তাদের আমলনামা পড়বে। তাদের ওপর সামান্য পরিমাণও অবিচার করা হবে না।

৭২. 'দৃষ্টিহীনতার' কারণে যারা ইহকালে সৎপথ খুঁজে পায় নি, পরকালেও তারা হবে আরো দৃষ্টিহীন এবং আরো বেশি পথভ্রষ্ট।

৭৩-৭৫. হে নবী! তোমার ওপর নাজিল হওয়া সত্য থেকে পথভ্রষ্টরা তোমাকে সরিয়ে নেয়ার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল। তারা চেয়েছিল, তুমি আমার নামে এমন কিছু সংযুক্ত করো, যা সত্য নয়। তাহলে তারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত। আমি তোমাকে বিশ্বাসে অবিচল না রাখলে তুমি ওদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকে পড়তে। আর তা করলে ইহকাল ও পরকাল–উভয় কালেই দ্বিগুণ শাস্তি পেতে। তখন আমার মোকাবেলায় তুমি কাউকেই সাহায্যকারী হিসেবে পেতে না।

৭৬. (যখন ওরা দেখল যে, তোমাকে ওরা সত্য থেকে সরাতে পারবে না, তখন) জন্মভূমি থেকে উচ্ছেদ করে দেশছাড়া করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারা যদি তা করে, তাহলে তুমি ওখান থেকে চলে যাওয়ার পর ওরাও জমিনের ওপর বেশিদিন থাকতে পারবে না। ৭৭. এটাই আমার কর্মপ্রণালি। তোমার আগে যাদের রসুল হিসেবে পাঠিয়েছিলাম তাদের বেলায়ও এ নিয়ম ছিল। তুমি আমার কর্মপ্রক্রিয়ায় কোনো পরিবর্তন পাবে না।

॥ রুকু ৯ ॥

৭৮. সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার পর রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত তুমি নামাজ কায়েম করো। আর ফজরে কোরআন পাঠে বিশেষ মনোযোগী হও। কারণ ফজরের (নামাজে) কোরআন পাঠের সাক্ষী হয় (পবিত্ররা)। ৭৯. (হে নবী!) গভীর রাতে ঘুম থেকে ওঠো এবং তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ো। তাহাজ্জুদ তোমার জন্যে নফল। তোমার প্রতিপালক তোমাকে সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান 'মাকামে মাহমুদে' প্রতিষ্ঠিত করবেন।

৮০. অতএব প্রার্থনা করো, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে যেখানেই নাও, সত্য ও কল্যাণের সাথে নাও। আর যেখান থেকেই ফিরিয়ে নাও, সত্য ও কল্যাণের সাথে ফিরিয়ে নাও। তোমার কুদরতি শক্তি দিয়ে আমাকে সাহায্য করো।'

http://alQuran.org.bd

৮১. (হে নবী!) বলো, 'সত্য সমাগত। মিথ্যা বিতাড়িত। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হবে।'

৮২. আমি কোরআন নাজিল করেছি। কোরআন বিশ্বাসীদের জন্যে নিরাময় ও রহমত আর জালেমদের ধ্বংসের পথ প্রশস্তকারক।

৮৩. (প্রায়শই এমন হয়!) আমি যখন কাউকে নেয়ামত দান করি, তখন সে (অহংকারে ও ভোগবিলাসে লিপ্ত হয়ে) আমার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। আবার যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে তখন হতাশা তাকে আচ্ছন্ন করতে থাকে। ৮৪. (হে নবী! ওদের) বলো, প্রতিটি মানুষ নিজ স্বভাব বা প্রকৃতি অনুসারে কাজ করে আর তোমার প্রতিপালক ভালো করেই জানেন, কে সঠিক পথে চলছে।

॥ রুকু ১০ ॥

৮৫. ওরা তোমাকে 'রুহ' সম্পর্কে প্রশ্ন করে। ওদের বলো, 'রুহ হচ্ছে আল্লাহর হুকুমজাত। (তোমরা এর প্রকৃতি বুঝবে না, কারণ) এ ব্যাপারে তোমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত।'

৮৬-৮৭. (হে নবী!) আমি তোমার কাছে ওহীর মাধ্যমে যা পাঠিয়েছি, ইচ্ছা করলে তা অবশ্যই প্রত্যাহার করতে পারতাম। আর তা করলে তুমি এমন কাউকে পেতে না, যে সবকিছু আবার ফিরিয়ে দিতে পারে। ওহী প্রত্যাহার না করা–এটা তোমার প্রতিপালকের মেহেরবানি। নিশ্চয়ই তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ অনেক।

৮৮. (হে নবী! ওদের) বলো, 'পৃথিবীর সকল মানুষ ও জ্বীন যদি একযোগে, সকল শক্তি দিয়ে প্রচেষ্টা চালায়, তবুও এ কোরআনের মতো আরেকটি কোরআন আনতে পারবে না।'

৮৯. নিশ্চয়ই আমি মানবজাতির কল্যাণে প্রয়োজনীয় সকল শিক্ষা বিভিন্ন উদাহরণ ও উপমার মাধ্যমে এই কোরআনে বিশদভাবে বয়ান করেছি। কিন্তু হায়! অধিকাংশ মানুষই (অবিদ্যা ও সংস্কারের বৃত্তে আটকে থেকে) সত্য অস্বীকার করতে চায়।

http://alQuran.org.bd

৯০-৯৩. ওরা বলে, 'তুমি জমিন বিদীর্ণ করে একটি ঝর্নাধারা প্রবাহিত না করা পর্যন্ত অথবা তুমি অজস্র ঝর্না প্রবাহিত খেজুর বা আঙুরের বাগানের মালিক না হওয়া পর্যন্ত অথবা তোমার সতর্কবাণীর মতো আকাশকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে না ফেলা পর্যন্ত অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদের সামনে হাজির না করা পর্যন্ত অথবা তোমার সোনার একটি বাড়ি না হওয়া পর্যন্ত অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করে আমাদের পড়ার জন্যে সরাসরি কিতাব প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না।' হে নবী! ওদের বলো, 'আমার প্রতিপালক মহান, পবিত্র। আমি তো একজন মানুষ, সুসংবাদদাতা রসুল মাত্র।'

॥ রুকু ১১ ॥

৯৪. যখনই ওদের কাছে কোনো রসুলের মাধ্যমে আল্লাহর পথনির্দেশনা এসেছে তখনই (অবিদ্যাসক্ত হওয়ার কারণে) ওরা প্রশ্ন করেছে, 'আল্লাহ কীভাবে একজন মানুষকে রসুল করে পাঠান?' আর এ প্রশ্নই ওদেরকে বিশ্বাস থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

৯৫. হে নবী! ওদের বলো, 'যদি ফেরেশতারা পৃথিবীতে তাদের স্বাভাবিক আবাসভূমির মতো চলাফেরা করতে পারত, তবে আমি একজন ফেরেশতাকেই ওদের কাছে রসুল হিসেবে পাঠাতাম।'

৯৬. ওদের বলো, তোমাদের ও আমার মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি তাঁর সকল সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন এবং তিনি দেখেন (প্রত্যেকের অন্তরে কী আছে)।

৯৭. আল্লাহ যাকে হেদায়েত করেন, সে সবসময় সত্যপথের সন্ধান পায়। আর যাকে পথভ্রষ্ট হতে দেন, প্রতিপালকের শাস্তি থেকে তাকে রক্ষা করার জন্যে কাউকে পাবে না। মহাবিচার দিবসে ওদের আমি সমবেত করব। ওরা উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলবে–অন্ধ, বোবা ও বধির। ওদের গন্তব্য হবে জাহান্নাম। যখন জাহান্নামের আগুনের তেজ কমে আসবে, তখন আবার আগুন বাড়িয়ে দেয়া হবে।
৯৮. এটাই ওদের শাস্তি। ওরা আমার বিধিবিধানকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। বলেছিল, 'মরে কঙ্কাল হয়ে মাটিতে মিশে যাওয়ার পরও আবার কি নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবো?'

http://alQuran.org.bd

৯৯. ওরা কি এটুকু বোঝে না, যিনি মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি ওদের মতো করেই ওদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন? সন্দেহ নেই তিনি ওদের পুনরুত্থানের জন্যে সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন। তবে সকল সীমালঙ্ঘনকারীই নিজেদের অবিদ্যা ও সংস্কারের বৃত্তে আটকে থাকে।

১০০. হে নবী! ওদের বলো, (হে মানুষ!) তোমরা যদি আমার প্রতিপালকের সকল রহমতের ভাণ্ডারের অধিকারী হতে, তবুও 'খরচ হয়ে যাবে' এই আশঙ্কায় সবটাই (কৃপণতা করে) আটকে রাখতে। আসলে মানুষ স্বভাবগতভাবেই কৃপণ! (আর তোমার প্রতিপালক রহমত বিতরণে মুক্তহস্ত!)

॥ রুকু ১২ ॥

১০১. আমি অবশ্যই মুসাকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম। বনি ইসরাইলকে জিজ্ঞেস করে দেখ, যখন সে (ফেরাউনের কাছে) উপস্থিত হয়েছিল তখন কী ঘটেছিল। ফেরাউন তখন বলল, 'হে মুসা! আমার তো মনে হয় তুমি জাদুগ্রস্ত!'

১০২. মুসা জবাবে বলেছিল, 'তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, মহাকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকই এ সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা তোমার অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচনের জন্যে নাজিল করেছেন। কিন্তু হে ফেরাউন! (যেহেতু তুমি তা প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ) আমার মনে হচ্ছে তোমার ধ্বংস অত্যাসন্ন।'

১০৩. এরপর ফেরাউন বনি ইসরাইলকে জমিন থেকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্যোগ নিল। তখন আমি ফেরাউন ও তার সঙ্গীদের সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলাম।

১০৪. এরপর আমি বনি ইসরাইলকে বললাম, তোমরা এখন এদেশে নিরাপদে বাস করো এবং যখন কেয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে, তখন তোমাদের সবাইকে একসাথে হাজির করব।

১০৫. আমি সত্যের দিক-নির্দেশক হিসেবে কোরআন নাজিল করেছি এবং সত্যসহই তা নাজিল হয়েছে। আর হে নবী! আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবেই প্রেরণ করেছি। ১০৬. আমি কোরআন নাজিল করেছি খণ্ডে খণ্ডে, যাতে তুমি মানুষের সামনে অল্প অল্প করে

http://alQuran.org.bd

উপস্থাপন করতে পারো। আমি একে (পরিস্থিতি অনুসারে) ক্রমশ নাজিল করেছি।

১০৭-১০৯. হে নবী! ওদের বলো, তোমরা কোরআন বিশ্বাস করো বা না করো, ইতঃপূর্বে যাদের এই জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের সামনে যখনই এই বাণী শোনানো হয়, তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। আর বলে, আমাদের প্রতিপালক তো পবিত্র মহান! তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে। তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আর (আল্লাহ-সচেতনতায়) আরো বিনয়ী হয়ে ওঠে। *[সেজদা]*

১১০. হে নবী! বলো, তোমরা 'আল্লাহ' নামে ডাকো বা 'রহমান' নামে ডাকো, যে নামেই ডাকো, সকল সুন্দর নামই তো তাঁর। নামাজে কণ্ঠস্বর খুব উঁচু কোরো না, আবার খুব নিচুও কোরো না। কণ্ঠস্বরে এ দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করো।

১১১. হে নবী! বলো, সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেন নি। তাঁর সার্বভৌমত্বে কোনো শরিক নেই। তাঁর কোনো দুর্বলতা বা অক্ষমতা নেই, ফলে তাঁর কোনো সাহায্যকারীরও প্রয়োজন নেই। অতএব তোমরা সসম্ভ্রমে তাঁর মহিমা ঘোষণা করো।

http://alQuran.org.bd

১৮. সূরা কাহাফ

রুকু ১২ ॥ আয়াত ১১০ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এই কিতাব নাজিল করেছেন। তিনি এই কিতাবে কোনো অস্পষ্টতা বা জটিলতা রাখেন নি। ২-৩. সরাসরি ও সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করে বলেছেন, তিনি (সত্য অস্বীকারকারীদের) কঠিন শাস্তি দেবেন। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে ও সৎ কাজ করবে তাদের সুসংবাদ দিয়েছেন উত্তম পুরস্কার (জান্নাতের), যেখানে তারা থাকবে চিরকাল।

৪-৫. এই কিতাবে সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করা হয়েছে তাদেরকে, যারা বলে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' কী জঘন্য কথা! আসলে আল্লাহ সম্পর্কে ওদের ন্যূনতম ধারণাও নেই এবং ওদের বাপদাদাদেরও কোনো ধারণা ছিল না। ওরা কেবল মিথ্যাই বলে। ৬. (হে নবী!) ওরা যদি আল্লাহর বাণীকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছুক না হয়, তবে কি এ নিয়ে তুমি দুঃখ করতে করতে আত্মবিনাশী হবে?

৭-৮. (হে মানুষ!) কর্ম ও আচরণে কে উত্তম, তা পরীক্ষার জন্যেই আমি জমিনের ওপর বিরাজমান সকল (আকর্ষণ ও) সৌন্দর্যকে সৃষ্টি করেছি। শেষ পর্যন্ত সবকিছুকে আমি বিরান কঙ্করভূমিতে রূপান্তরিত করব।

৯. (যেহেতু পার্থিব জীবন হচ্ছে একটা পরীক্ষা) তাই হে নবী! তুমি কি মনে করো যে, রাকিম (কিতাব) অনুসারী গুহাবাসী যুবকদের ঘটনা আমার অন্যান্য নিদর্শনাবলির চেয়ে বিস্ময়কর? ১০. (স্মরণ করো!) যুবকেরা গুহায় আশ্রয় নিয়ে যখন প্রার্থনা করল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ওপর তোমার রহমত বর্ষণ করো। জীবনের কাজকর্ম পরিচালনায় আমরা যেন সবসময় সত্য-সচেতন থাকতে পারি।' ১১. তারপর কয়েক বছরের জন্যে তাদের 'আচ্ছন্ন' (পার্থিব সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন) অবস্থায় রেখে দিলাম। ১২. পরে তাদের জাগ্রত করলাম। আমি এ সবকিছুই করেছি জগদ্‌বাসীকে

http://alQuran.org.bd

একটি সত্য বোঝানোর জন্যে। তা হচ্ছে, ওদের দুজনের মধ্যে এই অবস্থিতিকাল সম্পর্কে কোন দলের ধারণা সঠিক।

॥ রুকু ২ ॥

১৩-১৪. আমি এখন তোমার কাছে ওদের সত্য ঘটনা বয়ান করছি : কয়েকজন যুবক তাদের প্রতিপালকের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। তাই আমি ওদের অন্তরে সত্য-সচেতনতাকে দৃঢ়মূল করে দিলাম। তাদের আত্মশক্তিকে বলীয়ান করলাম। তারা সাহসের সাথে উঠে দাঁড়াল (পরস্পরকে বলল) 'আমাদের প্রতিপালক মহাকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালক। আমরা কখনোই তাঁর পরিবর্তে (বা তাঁর সাথে যুক্ত করে) অন্য কোনো উপাস্যকে ডাকব না। যদি করি তবে তা হবে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। ১৫. আমাদের সম্প্রদায় এক আল্লাহর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে। ওরা এই উপাস্যদের ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যারা আল্লাহর ওপর (কাল্পনিক উপাস্য যোগ করে) মিথ্যা আরোপ করে, তাদের চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে? ১৬. তোমরা যেহেতু তোমাদের সগোত্রীয়দের থেকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে ওরা যাদের উপাসনা করে তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেলে, তাই তোমরা এই গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করো। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর রহমতের ছায়ায় রাখবেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা যা-ই হোক, তিনি তোমাদের প্রয়োজন পূরণের ফলপ্রসূ ব্যবস্থা করবেন।'

১৭. তুমি (যদি দেখতে পেতে, তাহলে) দেখতে, গুহার ভেতরে বেশ প্রশস্ত জায়গায় যুবকেরা রয়েছে। সূর্য ওঠার সময় তা গুহার ডানপাশ দিয়ে ওঠে আর ডোবার সময় বামপাশ দিয়ে ডোবে। (ফলে চমৎকার শীতল ছায়া থাকে সবসময়) এ সবই হচ্ছে আল্লাহর কুদরত। আল্লাহ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে সৎপথ পায়। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট হতে দেন, তার জন্যে তুমি কোনো পথপ্রদর্শক পাবে না।

॥ রুকু ৩ ॥

১৮. (দেখতে পেলে) তুমি মনে করতে তারা জেগে আছে। আসলে তারা নিদ্রাচ্ছন্ন ছিল। আমি তাদের ক্রমাগত পাশ বদলানোর ব্যবস্থা করেছি–কখনো ডানপাশে, কখনো বামপাশে। আর তাদের কুকুর বসেছিল গুহামুখে সামনের দু-পা ছড়িয়ে। তাকিয়ে ওদেরকে দেখলে ভীতিবিহ্বল হয়ে তুমি পেছন ফিরে পালাতে।

http://alQuran.org.bd

১৯. (নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পর) আমি তাদের জাগালাম। তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করতে লাগল (তাদের কী হয়েছিল)। ওদের একজন বলল, তোমরা কতকাল এভাবে ছিলে? অন্যরা বলল, আমরা কাটিয়েছি একটি দিন বা দিনের একটি অংশ। (গভীর অন্তর্দৃষ্টি যাদের ছিল) তারা বলল, 'আমাদের প্রতিপালকই ভালো জানেন, কতকাল আমরা এভাবে ছিলাম।' তোমাদের একজন এই রৌপ্যমুদ্রা নিয়ে শহরে যাও। দেখেশুনে কিছু ভালো খাবার নিয়ে এসো। তবে যে যাবে তাকে বিচক্ষণতার সাথে কাজ করতে হবে, যাতে আমাদের এখানে বসবাসের বিষয়টি কেউ টের না পায়।

২০. মনে রেখো, 'ওরা যদি তোমাদের বিষয় জানতে পারে, তবে হয় তোমাদের পাথর মেরে হত্যা করবে অথবা ওদের ধর্মে ফিরে যেতে বাধ্য করবে। আর এর কোনোটাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর হবে না।'

২১. এভাবেই তাদের কাহিনীর প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। যাতে করে যখনই তারা গুহাবাসীদের কী হয়েছিল, তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করবে, তখনই যেন তারা বুঝতে পারে আল্লাহর প্রতিশ্রুত পুনরুত্থান সত্য এবং মহাবিচার সম্পর্কেও কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। আর তাই কিছু মানুষ বলল, তাদের ওপর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করো। আল্লাহই তাদের ব্যাপারে ভালো জানেন। অন্যেরা বলল, 'তাদের স্মরণে আমাদের একটি মসজিদ নির্মাণ করা উচিত!' এই শেষ মতটিই সবশেষে প্রাধান্য পেল।

২২. (ভবিষ্যতে) কেউ কেউ বলবে, তারা ছিল তিন জন। চতুর্থ নম্বরে ছিল কুকুর। আবার কেউ কেউ বলবে, পাঁচ জন। ষষ্ঠ নম্বরে ছিল কুকুর। কেউ বলবে, সাত জন। অষ্টম নম্বরে ছিল কুকুর। এগুলো হচ্ছে, যে বিষয়ে মানুষের কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই, তা নিয়ে তাদের অলস অনুমান। হে নবী! বলো, 'আমার প্রতিপালকই ওদের সঠিক সংখ্যা জানেন। ওদের সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান খুব অল্প মানুষেরই আছে।' অতএব কাহিনীর নৈতিক শিক্ষা বর্ণনার প্রয়োজন ছাড়া এ বিষয়ে কোনো আলোচনায় যাবে না এবং ওদের কাউকেই এ বিষয়ে আলোকপাত করতে বলবে না।

॥ রুকু ৪ ॥

২৩-২৪. 'ইনশাল্লাহ'! (অর্থাৎ যদি আল্লাহ চান) না বলে কখনো বলবে না, 'আমি আগামীকাল এ-কাজ করব।' (সবসময় বলতে হবে, 'ইনশাল্লাহ'! আমি

http://alQuran.org.bd

আগামীকাল এ-কাজ করব।) যদি 'ইনশাল্লাহ'! বলতে ভুলে যাও, তখন তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করো আর বলো, 'আমি প্রার্থনা করছি, আমার প্রতিপালক আমাকে সত্যের আরো গভীরে প্রবেশ করার পথনির্দেশ করবেন।'

২৫-২৬. (কেউ কেউ জোর দিয়ে বলে) তারা ঐ গুহাতে ছিল তিনশত বছর। আবার কেউ কেউ বলে, আরো নয় বছর। (হে নবী!) তুমি বলো, 'তারা কতকাল গুহায় ছিল তা আল্লাহই ভালো জানেন। মহাকাশ ও পৃথিবীর সকল গায়েবের জ্ঞান তো শুধু তাঁরই আছে। তিনি কত সুন্দরভাবে সব দেখেন ও শোনেন! তিনি ছাড়া এদের অন্য কোনো অভিভাবক নেই। তিনি কাউকেই তাঁর কর্তৃত্বের শরিক করেন না।'

২৭. হে নবী! তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত কিতাব থেকে ওদের পাঠ করে শোনাও। তাঁর বাণী পরিবর্তন করার কেউ নেই। আর তোমারও তিনি ছাড়া কোনো আশ্রয় নেই। ২৮. প্রতিপালকের সন্তুষ্টিলাভের জন্যে যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকে, তুমি সবসময় তাদের সাথে একাত্ম থেকো। পার্থিব জীবনের জাঁকজমকের খেয়াল যেন তোমার দৃষ্টিকে তাদের থেকে দূরে সরিয়ে না নেয়। আর আমাকে স্মরণ করার ব্যাপারে যাদের হৃদয়কে আমি অমনোযোগী দেখছি, যারা তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে সত্য ও ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘন করে, তুমি কখনো তাদের কথা শুনো না। ২৯. হে নবী! ওদের স্পষ্ট করে বলো, তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে সত্যধর্ম এসেছে। অতএব যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক, যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক। নিশ্চয়ই আমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারী জালেমদের জন্যে জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি, যার লেলিহান শিখা ওদের গ্রাস করবে। ওদের পান করতে দেয়া হবে আঠালো ফুটন্ত পানীয়, যা ওদের মুখ পুড়িয়ে দেবে। কত না নিকৃষ্ট এ পানীয়! আর জাহান্নাম কত না নিকৃষ্ট নিবাস!

৩০. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যে রয়েছে পুরস্কার। সৎকর্মশীলদের কর্মফল আমি কখনো নষ্ট করি না। ৩১. সৎকর্মশীলদের জন্যে রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। সেখানে তাদেরকে (সুখের) স্বর্ণালংকারে অলংকৃত করা হবে। তারা পরবে কারুকাজ করা রেশম ও মখমলের বাহারি পোশাক, সুসজ্জিত আসনে বসবে হেলান দিয়ে। বিশ্বাসীদের জন্যে কত সুন্দর পুরস্কার, কত মনোহর স্থায়ী আবাস!

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ৫ ॥

৩২-৩৪. (হে নবী!) ওদের কাছে দৃষ্টান্ত দাও দুই ব্যক্তির। তাদের একজনকে আমি দিয়েছিলাম খেজুর গাছ পরিবেষ্টিত দুটি আঙুরের বাগান। মাঝখানে ছিল শস্যক্ষেত। দুটি বাগানই ছিল ফুলেফলে ভরপুর। দুই বাগানের মধ্য দিয়েই প্রবাহিত ছিল ঝর্নাধারা। তার ধনসম্পত্তি ছিল প্রচুর। একদিন কথায় কথায় সে তার বন্ধুকে বলল, ধনসম্পত্তিতে আমি তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর জনবলেও অনেক বেশি শক্তিশালী।

৩৫-৩৬. এভাবে (আত্মগর্বী হয়ে) সে নিজেই নিজের ওপর জুলুম করল। একদিন সে বাগানে ঢুকে (বন্ধুর সাথে কথা প্রসঙ্গে) বলল, আমি মনে করি না যে, এ বাগান কখনো ধ্বংস হবে অথবা কেয়ামত হবে। আর যদি কখনো আমার প্রতিপালকের সামনে আমাকে উপস্থিত করা হয়, তবে আমি তো এর চেয়ে ভালো জায়গা পাব।

৩৭. কথোপকথনের এক পর্যায়ে তার বন্ধু বলল, 'তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর তোমাকে মানুষের পরিপূর্ণ অবয়ব দিয়েছেন?' ৩৮. তবে আমার নিজের কথা বলতে পারি, আমি জানি, আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং আমি আমার প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরিক করি না।

৩৯-৪১. (বন্ধু বলতে লাগল) হায়! তুমি নিজের বাগানে ঢুকে কেন বললে না যে, আল্লাহ যা চান তা-ই হয়। আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো শক্তি নেই। যদিও তুমি দেখছ আমার ধনসম্পত্তি ও জনবল দুটোই তোমার চেয়ে কম। তারপরও আমার প্রতিপালক আমাকে এমন কিছু দিতে পারেন, যা তোমার দুই বাগানের চেয়ে উত্তম। অথবা তিনি তোমার বাগানকে ধ্বংস করে দিতে পারেন বা পানির স্তর অনেক নিচে নামিয়ে দিতে পারেন, যা তুমি কখনো ফিরিয়ে আনতে পারবে না।

৪২-৪৩. এরপর আকস্মিক বিপর্যয়ে তার (প্রথম ব্যক্তির) ফলফলাদির বাগান ধ্বংস হয়ে গেল। সে তার সমস্ত বিনিয়োগের জন্যে আফসোস করতে লাগল। বলতে লাগল, 'হায়! আমি যদি আমার প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরিক না করতাম!' তখন আল্লাহর পরিবর্তে তাকে সাহায্য করার জন্যে কেউ ছিল না, বিপদ মোকাবেলায় তার শক্তি কোনো কাজে এলো না।

http://alQuran.org.bd

৪৪. (তখন সে বুঝল) সব কর্তৃত্ব ও এখতিয়ার শুধু আল্লাহর, তিনি একমাত্র সত্য। পুরস্কার প্রদান ও পরিমাণ নির্ধারণে তাঁর কথাই শেষ কথা।

॥ রুকু ৬ ॥

৪৫. হে নবী! ওদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা হিসেবে বলো, এ হচ্ছে আকাশ থেকে বর্ষিত পানির মতো। আমি আকাশ থেকে পানিবর্ষণ করি। আর সেই পানিতে জমিনে লতাগুল্ম, গাছপালা ঘন সজীব হয়ে ওঠে। তারপর একসময় এগুলো শুকিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়। আর বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ একাই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৪৬. ধনসম্পত্তি ও সন্তানসন্ততি পার্থিব জীবনের সাময়িক শোভা। আর সৎকর্ম বয়ে আনে অনন্ত কল্যাণ, তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্যে তা অতি-উত্তম আর মনোবাঞ্ছা পূরণের চমৎকার পথ।

৪৭-৪৮. স্মরণ করো! যেদিন পর্বতমালা উধাও হয়ে যাবে, পৃথিবী পরিণত হবে উন্মুক্ত প্রান্তরে, সেদিন তাদের সবাইকে পুনর্জীবিত করে সমবেত করা হবে, কেউই অব্যাহতি পাবে না। তারা সবাই সারি বেঁধে দাঁড়াবে তোমাদের প্রতিপালকের সামনে। (তখন তিনি বলবেন) 'তোমাদেরকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবেই তোমরা আমার কাছে হাজির হয়েছ। অথচ তোমরা মনে করতে যে, আমার সামনে হাজির হওয়ার জন্যে আমি কখনোই কোনো সময় নির্ধারণ করি নি।'

৪৯. এরপর হাজির করা হবে আমলনামা। পাপীরা ওতে ওদের কার্যকলাপের বিবরণ দেখামাত্র আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠবে। আর ওরা বলবে, হায়! দুর্ভাগ্য আমাদের! এ কেমন কিতাব! ছোট-বড় কিছুই বাদ দেয় নি। এতে সবকিছুরই রেকর্ড রয়েছে। ওরা যা যা করেছে সব এখন ওদের চোখের সামনে। (তখন ওরা বুঝবে) তোমাদের প্রতিপালক কারো প্রতিই অন্যায় করেন না।

॥ রুকু ৭ ॥

৫০. স্মরণ করো! আমি যখন ফেরেশতাদের বলেছিলাম, 'আদমকে সেজদা করো', তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সেজদা করল। ইবলিস প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল, সে ছিল জ্বীনদের একজন। এখন কি তোমরা আমার পরিবর্তে ইবলিস ও তার অনুচরদের তোমাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে?

http://alQuran.org.bd

অথচ ওরা তো তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। পাপীদের জন্যে এ বিনিময় হবে খুবই করুণ। ৫১. মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার সময় আমি ওদের ডাকি নি, ওদেরকে সৃষ্টি করার সময়ও না। যারা (মানুষকে) পথভ্রষ্ট করে, তাদেরকে সাহায্যকারী হিসেবে কাজে লাগানো আমার নীতি নয়।

৫২. সেই দিনের কথা স্মরণ করো! যেদিন তিনি বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরিক মনে করতে, আজ তাদের ডাকো। ওরা তখন তাদেরকে ডাকবে। কিন্তু তাদের তরফ থেকে কোনো সাড়া পাবে না। আমি ওদের মাঝে এক অলঙ্ঘনীয় গহ্বর স্থাপন করব। ৫৩. পাপীরা সেদিন আগুন দেখেই বুঝে নেবে যে, ওদের ওখানে নিক্ষেপ করা হবে। আর আগুন থেকে বাঁচার কোনো পথ ওরা পাবে না।

॥ রুকু ৮ ॥

৫৪. সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্যে এই কোরআনে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে আমার বাণীসমূহ বিশদভাবে বয়ান করেছি। কিন্তু মানুষ সাধারণভাবে বিতর্কপ্রিয়। ৫৫. যখন ওদের কাছে পথনির্দেশ আসে, মানুষ ভাবে, দেখি না কখন পূর্ববর্তীদের মতো অবস্থা হয় বা কখন আজাব আপতিত হয়! এ প্রতীক্ষাই ওদেরকে বিশ্বাস করতে এবং প্রতিপালকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে বাধা দেয়।

৫৬. আমি রসুলদের সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। কিন্তু সত্য অস্বীকারকারীরা সত্যকে ব্যর্থ করা এবং আমার নিদর্শনাবলি ও সতর্কবাণীকে ঠাট্টাবিদ্রুপের বিষয়ে পরিণত করার জন্যে কুতর্কে লিপ্ত হয়।

৫৭. সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যাকে তার প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দেয়ার পরও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও তার কাজের খারাপ পরিণতির কথা ভুলে যায়? আমি ওদের অন্তরের ওপর আবরণ লাগিয়ে দিয়েছি, যা ওদের সত্য উপলব্ধির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। আর ওদের কান হয়েছে বধির। তুমি ওদের যতই সৎপথে ডাকো, ওরা সৎপথে আসবে না।

৫৮. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু। ওদের পাপের জন্যে তিনি যদি সাথে সাথেই শাস্তি দিতে চাইতেন, তবে তিনি দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু ওদের (শাস্তির) সময় নির্ধারিত করা

http://alQuran.org.bd

আছে, সেখান থেকে ওদের পালানোর কোনো সুযোগ নেই। ৫৯. সীমালঙ্ঘন করার কারণে যে-সব জনপদের অধিবাসীদের ধ্বংস করেছিলাম, ওদের প্রত্যেকের ধ্বংসের জন্যেই আমি সময় নির্দিষ্ট করেছিলাম।

॥ রুকু ৯ ॥

৬০. স্মরণ করো! (দীর্ঘ সফরের এক পর্যায়ে) মুসা তার সঙ্গীকে বলল, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি থামব না। প্রয়োজনে আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব।

৬১. কিন্তু যখন তারা দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছল, তখন তারা তাদের সাথে আনা মাছের কথা ভুলে গেল। এবং মাছ তার পথ করে নিয়ে সমুদ্রে নেমে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

৬২. সেখান থেকে অনেক দূর হাঁটার পর মুসা তার সঙ্গীকে বলল, 'আমাদের খাবার আনো। আজকের সফরে খুব কষ্ট হয়েছে। ৬৩. সঙ্গী বলল, 'আপনি কি বিশ্বাস করবেন? আমি যখন ওখানে পাথরের ওপর বসেছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই শয়তানই আমাকে মাছের কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। অবাক কাণ্ড! মাছটা নিজেই পথ করে সমুদ্রে চলে গেল!'

৬৪-৬৫. মুসা বিস্ময়ের সাথে বলল, 'আরে! আমরা তো এ জায়গাটাই খুঁজছিলাম।' তারপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে সেই জায়গায় ফিরে এলো। সেখানে দেখা পেল আমার এক বান্দার, যাকে আমি আমার রহমতে ধন্য ও (মারেফাতের) অন্তর্নিহিত বাস্তবতার জ্ঞান দান করেছিলাম।

৬৬. মুসা তাকে বলল, সত্যপথের যে নিগূঢ় জ্ঞান আপনাকে দেয়া হয়েছে, তা থেকে আমাকে শিক্ষা দেবেন, এ আশা নিয়ে আমি কি আপনাকে অনুসরণ করতে পারি?

৬৭-৬৮. দরবেশ বলল, আমার সাথে চলার মতো ধৈর্য তোমার নেই। তোমার অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারবে না, এমন বিষয়ে তুমি কীভাবে ধৈর্যধারণ করবে?

৬৯. মুসা বলল, আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল হিসেবে পাবেন। আমি আপনার কোনো আদেশ অমান্য করব না।

http://alQuran.org.bd

৭০. দরবেশ বলল, ঠিক আছে। আমার সাথে থাকতে চাইলে আমি নিজে না বলা পর্যন্ত কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবে না।

॥ রুকু ১০ ॥

৭১. তারা দুজন যাত্রা শুরু করল। তারা পৌঁছল সমুদ্রতীরে। (সাগর পাড়ি দিয়ে) নৌকা থেকে নামার সময় দরবেশ নৌকার তলদেশে ফুটো করে দিল। তখন মুসা বিস্মিত হয়ে বলল, আপনি এ কী করলেন? আপনি কি আরোহীসমেত নৌকা ডুবানোর জন্যে তলায় ফুটা করলেন? এ-তো গুরুতর অন্যায়!

৭২. (দরবেশ) বলল, আমি কি বলি নি যে, তুমি কিছুতেই আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবে না?

৭৩. মুসা বলল, আমার অপরাধ নেবেন না। আমি (শর্ত) ভুলে গিয়েছিলাম। আমি যা করে ফেলেছি সেজন্যে আমার ওপর কঠোর হবেন না!

৭৪. দুজন আবার যাত্রা শুরু করল। পথে দেখা হলো এক তরুণের সাথে। দরবেশ তরুণকে হত্যা করল। তখন মুসা আবার বলে উঠল, আপনি এক নিষ্পাপ তরুণকে খুন করলেন, যে কাউকে খুন করে নি! আপনি মহা অন্যায় করেছেন।

ষোড়শ পারা

৭৫. (দরবেশ) বলল, আমি কি বলি নি যে, তুমি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য রাখতে পারবে না?

৭৬. মুসা বলল, এরপর যদি আমি আপনাকে কোনো প্রশ্ন করি, তবে আমাকে আর আপনার সাথে রাখবেন না। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

৭৭. দুজন আবার যাত্রা শুরু করল। তারা গিয়ে পৌঁছল এক জনপদে। তারা সেখানে বাসিন্দাদের কাছে খাবার চাইল। কিন্তু কেউ তাদের মেহমানদারি করতে রাজি হলো না। তারপর তারা সেখানে এক হেলে পড়া দেয়াল

http://alQuran.org.bd

দেখতে পেল। সে (দরবেশ) দেয়ালটাকে শক্ত করে খাড়া করে দিল। মুসা তখন বলল, 'আপনি তো ইচ্ছে করলে এ কাজের মজুরি নিতে পারতেন।'

৭৮. মুসার সঙ্গী বলল, ব্যস! এখানেই আমাদের সম্পর্কচ্ছেদ হলো। তবে যে বিষয়গুলোতে তুমি ধৈর্য রাখতে পারো নি, তার তাৎপর্য তোমাকে বলে দিচ্ছি। ৭৯. প্রথমত নৌকার ব্যাপারটি খুব সহজ। নৌকাটি ছিল কয়েকজন গরিব মানুষের। এ নৌকাই ছিল তাদের জীবিকা অর্জনের উপায়। আমি ইচ্ছে করেই নৌকায় ফুটো করে দিলাম। কারণ আমি জানতাম রাজার বাহিনী পেছনে আসছে, যারা সমস্ত ভালো নৌকা জোর করে জব্দ করে নিয়ে যাচ্ছে। (এভাবে ওদের জীবিকা অর্জনের উপকরণটি রক্ষা পেল।)

৮০-৮১. আর তরুণটির মা-বাবা ছিল সত্যিকার বিশ্বাসী। অথচ আমার আশঙ্কা ছিল যে, এ তরুণটির অবাধ্যতা, পাপ ও সত্য অস্বীকার তার মা-বাবার গভীর দুঃখের কারণ হবে। তাই আমি চাইলাম যে, ওর পরিবর্তে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে মা-বাবার অনুরাগী এক চরিত্রবান সন্তান দান করুন।

৮২. আর হেলে পড়া দেয়ালটির মালিক ছিল ঐ জনপদেরই দুই এতিম কিশোর। দেয়ালের নিচে ছিল গুপ্তধন। ওদের বাবা ছিল একজন সৎকর্মশীল মানুষ। সেজন্যে তোমার প্রতিপালক দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন যে, ওরা যেন সাবালক হওয়ার পর গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারে। তুমি যে বিষয়ে ধৈর্য রাখতে পারো নি, এই হচ্ছে তার তাৎপর্য। (অতএব হে মুসা! তুমি এখন বুঝতেই পারছ, এটি তোমার প্রতিপালকের দয়ারই প্রকাশ) আমি নিজ থেকে কিছুই করি নি।

॥ রুকু **১১** ॥

৮৩. (হে নবী!) ওরা জুলকারনাইন সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে? ওদের বলো, 'আমি তার কথা তোমাদের কাছে বয়ান করব।'

৮৪-৮৬. আমি তাকে দুনিয়ায় কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম, সেইসাথে দিয়েছিলাম কর্তৃত্ব রক্ষার সকল উপায়-উপকরণ। সে প্রথমে পশ্চিম দিকে অভিযাত্রা শুরু করে। সে যখন অস্তাচলে পৌঁছল, তখন সূর্যকে ঘোলা পানির সমুদ্রে অস্তমিত হতে দেখল। সেখানে সে এক সম্প্রদায়ের সম্মুখীন হলো (যারা বিভিন্ন

http://alQuran.org.bd

পাপাচারে লিপ্ত ছিল)। আমি বললাম, 'হে জুলকারনাইন! তুমি এদের শাস্তি দিতে পারো বা সদয় ব্যবহার করতে পারো।'

৮৭-৮৮. জুলকারনাইন বলল, ওদের মধ্যে যে জুলুম করবে তাকে অবশ্যই শাস্তি দেবো। এরপর যখন তাকে প্রতিপালকের কাছে উপস্থিত করা হবে, তখন তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন। কিন্তু ওদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সৎকর্ম করবে, সে-তো (পরকালে) চূড়ান্ত কল্যাণ লাভ করবে আর পার্থিব জীবনে আমরা তাকে সহজ বিধিবিধান দেবো।

৮৯-৯১. এরপর আরেক অভিযাত্রায় সে পৌঁছল সূর্যোদয়ের দেশে। তখন সে দেখল, সূর্য এমন এক সম্প্রদায়ের ওপর উঠছে, যাদের জন্যে সূর্যতাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা হিসেবে আমি কোনো আড়াল (কাপড়ের ব্যবস্থা) করি নি। (সে ওদেরকে সেই অবস্থায় রেখে চলে এলো)। জুলকারনাইনের মনের তখনকার প্রকৃত অবস্থা আমি জানি।

৯২-৯৩. জুলকারনাইন আবার অভিযাত্রায় বের হলো। যেতে যেতে সে উপনীত হলো দুই পাহাড়ের পাদদেশে। সেখানে সে এমন সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ পেল, যারা তার কথা একেবারেই বুঝতে অক্ষম।

৯৪. ওরা বলল, 'হে জুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ এ জমিনে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আমরা কি আপনাকে এই আশায় উপঢৌকন দেবো যে, আপনি ওদের ও আমাদের মাঝে একটা দেয়াল তুলে দেবেন?

৯৫-৯৬. সে বলল, 'আমার প্রতিপালক আমাকে যা দিয়েছেন, তা-ই আমার জন্যে যথেষ্ট। তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য করো। আমি তোমাদের ও ওদের মাঝে এক অলঙ্ঘনীয় দেয়াল তুলে দেবো। তোমরা আমার কাছে লোহার পিণ্ডগুলো নিয়ে এসো। পিণ্ডের ওপর পিণ্ড রাখতে রাখতে যখন তা পাহাড় সমান বাঁধের রূপ নিল তখন সে বলল, আগুন জ্বালিয়ে তাপ দিতে থাকো। যখন লোহা গরম হয়ে গনগনে লাল হয়ে উঠল তখন সে বলল, এবার গলানো তামা নিয়ে এসো। আমি লোহার ওপর ঢেলে দেবো।'

৯৭. ইয়াজুজ-মাজুজ আর কখনো এ দেয়াল ভেদ বা অতিক্রম করতে পারে নি। ৯৮. জুলকারনাইন বলল, 'সবকিছুই আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুত সময় (মহাবিচার দিবস) আসবে, তখন

http://alQuran.org.bd

তিনি এসব চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবেন। আর আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য।'

৯৯. মহাবিচার দিবসে সমগ্র মানবজাতিকে উত্থিত করা হবে, তরঙ্গের পর তরঙ্গের মতো তারা আছড়ে পড়বে। শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। সবাইকে সমবেত করা হবে।

১০০-১০১. যাদের চোখ অন্ধ ছিল আমার নিদর্শনের প্রতি, যাদের কান বধির ছিল আমার বাণী শোনার ব্যাপারে, কেয়ামত দিবসে সেই সত্য অস্বীকারকারীরা জাহান্নামকে নিজ চোখে দেখবে।

॥ রুকু ১২ ॥

১০২. এরপরও কি সত্য অস্বীকারকারীরা মনে করে যে, আমার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমার কোনো সৃষ্টিকে তারা অভিভাবক হিসেবে পাবে? নিশ্চয়ই সত্য অস্বীকারকারীদের স্বাগত জানানোর জন্যে আমি জাহান্নামকে প্রস্তুত করে রেখেছি।

১০৩. হে নবী! ওদের জিজ্ঞেস করো, আমি কি বলব, কর্মের দিক থেকে কারা পুরোপুরি ব্যর্থ হবে? ১০৪-১০৫. (এক) যারা শুধু পার্থিব সাফল্যের জন্যে সকল শ্রম নিয়োগ করে কিন্তু (মূর্খতাবশত) মনে করে যে, তারা নেক আমল বা সৎকর্ম করছে, তাদের সকল কর্মই ব্যর্থ। (দুই) যারা অস্বীকার করে প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি এবং (পরকালে) তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয়। ওরা যেহেতু বিশ্বাস করে নি, সেজন্যে ওদের কর্ম নিষ্ফল। মহাবিচার দিবসে ওদের সারাজীবনের কাজ (সত্য অস্বীকার করার পাপের ওজনের তুলনায়) ওজনহীন হয়ে যাবে। ১০৬. জাহান্নামই হবে ওদের প্রতিফল। কারণ ওরা সত্য অস্বীকার করেছে আর আমার বাণী ও রসুলদের নিয়ে উপহাস করেছে।

১০৭-১০৮. যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে তাদের অভ্যর্থনার জন্যে রয়েছে জান্নাতুল ফেরদৌস। সেখানে থাকবে তারা চিরকাল। অন্য কোথাও তারা যেতে চাইবে না।

১০৯. হে নবী! ওদের বলো, সমুদ্রের পানি যদি কালিও হয়, তবুও আমার প্রতিপালকের মহিমা লিখতে গেলে সে কালি নিঃশেষ হয়ে যাবে। এরপর

http://alQuran.org.bd

আরো সমুদ্র যোগ করলে তা-ও নিঃশেষ হয়ে যাবে কিন্তু প্রতিপালকের মহিমা লেখা শেষ হবে না।

১১০. হে নবী! বলো, ‘আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ। আমি ওহী পেয়েছি যে, আল্লাহ তোমাদের একমাত্র উপাস্য। অতএব (মহাবিচার দিবসে) যে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের উপাসনায় কাউকে শরিক না করে।’

http://alQuran.org.bd

১৯. সূরা মরিয়ম

রুকু ৬ ॥ আয়াত ৯৮॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ। ২. এবার জাকারিয়ার প্রতি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ শোনো! ৩-৪. জাকারিয়া একাকী নির্জনে তার প্রতিপালকের কাছে আকুতি জানিয়েছিল, হে আমার প্রতিপালক! বয়সের ভারে আমার হাড় দুর্বল ভঙ্গুর হয়ে গেছে, চুল হয়েছে শুভ্র সমুজ্জ্বল! কিন্তু হে আমার প্রতিপালক! তোমার কাছে আমার প্রার্থনা কখনো ব্যর্থ হয় নি। ৫. আমার আশঙ্কা সগোত্রীয়দের নিয়ে। আমার মৃত্যুর পর (তারা পথচ্যুত হতে পারে)। আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। অতএব তুমি তোমার বিশেষ অনুগ্রহে আমাকে উত্তরাধিকারী দান করো। ৬. সে হবে আমার ও ইয়াকুবের বংশের উত্তরসূরি। হে আমার প্রতিপালক! সে যেন তোমার সন্তোষভাজন হয়!

৭. (তার প্রার্থনা কবুল করে বলা হলো) হে জাকারিয়া! তোমাকে পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে। তার নাম হবে ইয়াহিয়া। এর আগে এই নামে আমি কারো নামকরণ করি নি। ৮. জাকারিয়া বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার সন্তান হবে কেমন করে? আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা! আর আমি বয়সের শেষ প্রান্তে!

৯. (জবাবে ফেরেশতারা বলল) ‘এমনটাই হবে।’ তোমার প্রতিপালক বলেছেন, ‘এ-তো আমার জন্যে অতিসামান্য কাজ! এর আগে তোমাকেও তো আমি অস্তিত্বহীনতা থেকেই অস্তিত্বে এনেছি।’

১০. জাকারিয়া তখন বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এর একটা নিদর্শন দাও।’ আল্লাহ বললেন, ‘তোমার নিদর্শন এই যে, সুস্থ থাকা সত্ত্বেও তুমি তিন দিন পুরোপুরি মৌন থাকবে (কারো সাথেই কোনো কথা বলবে না)।’ ১১. এরপর জাকারিয়া নির্জন কক্ষ থেকে বের হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে এলো এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করতে বলল।

http://alQuran.org.bd

১২. (সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে বড় হওয়ার পর তাকে বলা হলো) ‘হে ইয়াহিয়া! আল্লাহর এই কিতাব শক্ত করে ধরো।’ শৈশবেই তাকে দেয়া হয়েছিল প্রজ্ঞা। ১৩. বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে দেয়া হয়েছিল সমমর্মিতা ও পবিত্রতা। আর সে ছিল সবসময় আল্লাহ-সচেতন। ১৪. পিতামাতার সেবায় সে ছিল একনিষ্ঠ। কখনোই উদ্ধত ও অবাধ্য হয় নি। ১৫. তার প্রতি শান্তি–যেদিন সে জন্মগ্রহণ করেছে, যেদিন সে মারা যাবে, আবার যেদিন তাকে জীবিত অবস্থায় ওঠানো হবে।

॥ রুকু ২ ॥

১৬-১৭. (হে নবী!) এই কিতাবে উল্লিখিত মরিয়মের কথা বর্ণনা করো। মরিয়ম তার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্বপ্রান্তের এক নিরালা ঘরে আশ্রয় নিল। তখন আমি আমার ফেরেশতাকে মানুষের বেশে পাঠালাম। ১৮. মরিয়ম (চমকে উঠে) বলল, আমি দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করছি! তুমি যদি আল্লাহ-সচেতন হও তবে (আমার কাছে এসো না)।

১৯. ফেরেশতা বলল, আমি তোমার প্রতিপালকের বাণীবাহক মাত্র। (তিনি বলেছেন) তিনি তোমাকে এক পবিত্র পুত্র উপহার দেবেন। ২০. মরিয়ম বলল, ‘আমার পুত্র হবে কেমন করে? কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ করে নি আর আমি ব্যভিচারিণীও নই!’

২১. ফেরেশতা জবাবে বলল, ‘এমনই হবে!’ তোমার প্রতিপালক বলেছেন, ‘এটা আমার জন্যে অতিসামান্য কাজ!’ আর তাকে এভাবে সৃষ্টি করার কারণ হচ্ছে, সে হবে মানুষের জন্যে এক নিদর্শন এবং আমার তরফ থেকে করুণাস্বরূপ! এ এক নির্ধারিত বিষয়।

২২. গর্ভে ভ্রূণ সঞ্চারিত হলে মরিয়ম (লোকালয় থেকে) দূরে চলে গেল। ২৩. প্রসববেদনা তাকে এক খেজুর গাছের নিচে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। কষ্টে আর্তনাদ করে সে বলল, ‘হায়! আমি যদি এ সবকিছু ঘটার আগেই মারা যেতাম! মানুষের স্মৃতি থেকে পুরোপুরি মুছে যেতাম!’

২৪. তখন (ফেরেশতা আরো একটু) নিচ থেকে বলল, তুমি দুঃখ কোরো না, (চোখ মেলো)। তোমার প্রতিপালক তোমার পায়ের কাছেই এক ঝর্নাধারা সৃষ্টি করেছেন। ২৫. আর খেজুর গাছে ঝাঁকি দাও, তাজা পাকা খেজুর তোমার হাতের কাছেই পড়বে। ২৬. অতএব খেজুর খাও, পানি পান করো

http://alQuran.org.bd

আর চোখ জুড়াও। কোনো মানুষ দেখলে বলবে, 'আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতার মানত করেছি। তাই কারো সাথেই কোনো কথা বলব না।'

২৭. অতঃপর সে তার সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে হাজির হলো। ওরা বলল, মরিয়ম! তুমি তো অদ্ভুত কাণ্ড করেছ! ২৮. হে হারুনের বোন! তোমার পিতাও অসৎ ছিল না, তোমার মা-ও ব্যভিচারিণী ছিল না!

২৯. মরিয়ম শিশুর দিকে ইঙ্গিত করল। ওরা বলল, 'কোলের শিশুর সঙ্গে আমরা কেমন করে কথা বলব?' ৩০. শিশুটি বলে উঠল, 'আমি তো আল্লাহর বান্দা! তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও নবী করেছেন। ৩১. আমি যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন জীবিত থাকা পর্যন্ত নামাজ কায়েম ও যাকাত আদায় করার। ৩২. আমাকে আমার মায়ের সেবক করেছেন। তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেন নি। ৩৩. যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি সেদিন আমার প্রতি ছিল সালাম, যেদিন আমি মারা যাব আর যেদিন পুনরুত্থিত হবো সেদিনও থাকবে সালাম।'

৩৪. এই হচ্ছে মরিয়মপুত্র ঈসার সত্য ঘটনা, যা নিয়ে ওরা বিতর্ক করে।

৩৫. সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়। তিনি পবিত্র মহামহিম। তিনি যখন কিছু করতে চান, তখন শুধু বলেন, 'হও'! আর তা হয়ে যায়। ৩৬. (ঈসা বলেছিল) 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার ও তোমাদের প্রতিপালক। তাই শুধু তাঁর-ই ইবাদত করো। এই হচ্ছে সরলপথ।'

৩৭. কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায় (ঈসার বিষয়ে) নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করল। আসলে যারাই সত্য অস্বীকার করবে, মহাবিচার দিবসে তারাই সম্মুখীন হবে দুর্ভোগের। ৩৮. ওরা যেদিন আমার কাছে আসবে, সেদিন ওরা সকল সত্য শুনতে ও দেখতে পাবে। যা-ই হোক, এ সীমালঙ্ঘনকারীরা আজ সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। ৩৯. এখন ওরা বেপরোয়া হয়ে বিশ্বাস থেকে দূরে অবস্থান করছে। (হে নবী!) ওদের সতর্ক করে দাও। পরিতাপ দিবসে সত্য-মিথ্যার চূড়ান্ত ফয়সালা যখন হবে, তখন ওদের আফসোস করা ছাড়া কিছুই করার থাকবে না।

৪০. নিশ্চয়ই পৃথিবীর সবকিছুরই চূড়ান্ত মালিকানা আমার থাকবে এবং সবকিছু আমার কাছেই ফিরে আসবে।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ৩ ॥

৪১. (হে নবী!) এই কিতাবে উল্লিখিত নবী ও সত্যনিষ্ঠ ইব্রাহিমের কথা ওদেরকে বলো। ৪২. ইব্রাহিম তার পিতাকে বলল, 'হে আমার পিতা! তুমি কেন এমন কিছুর উপাসনা করো, যা দেখেও না, শোনেও না, তোমার কোনো কাজেও আসে না? ৪৩. হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে, যা তোমার কাছে আসে নি। সুতরাং আমাকে অনুসরণ করো। আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাব। ৪৪. হে আমার পিতা! শয়তানের উপাসনা কোরো না। শয়তান তো দয়াময়ের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। ৪৫. হে আমার পিতা! আমার ভয় হয়, দয়াময়ের শাস্তি তোমার ওপর পড়বে। তখন (তুমি বুঝবে যে) তুমি শয়তানের বন্ধু হয়ে গেছ।'

৪৬. জবাবে পিতা বলল, 'হে ইব্রাহিম! তুমি কি আমার উপাস্যদের বিরুদ্ধাচরণ করছ? যদি তুমি এ বিরুদ্ধাচরণ থেকে নিবৃত্ত না হও, তবে আমি তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করব। তুমি চিরদিনের জন্যে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও!'

৪৭. ইব্রাহিম বলল, '(হে আমার পিতা!) তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তোমার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করব। নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। ৪৮. আমি তোমাদেরকে এবং আল্লাহ ছাড়া আর যাদেরকে উপাসনা করো, তাদের সবাইকে ছেড়ে যাচ্ছি। আমি শুধু আমার প্রতিপালককেই ডাকব। আশা করি, তার দয়া থেকে কখনো বঞ্চিত হবো না।'

৪৯-৫০. তারপর সে তাদের এবং তাদের উপাস্যদের ছেড়ে চলে গেল। আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুবকে দান করলাম। আর প্রত্যেককে নবুয়ত দিলাম। আমি তাদের বিশেষ অনুগ্রহে ভূষিত করলাম। সেইসাথে আমি তাদেরকে সত্য প্রকাশের মনোমুগ্ধকর ক্ষমতা দিয়ে সম্মানিত করলাম।

॥ রুকু ৪ ॥

৫১. (হে নবী!) এই কিতাবে উল্লিখিত মুসার ঘটনা ওদের কাছে বর্ণনা করো। মুসা ছিল বিশেষভাবে মনোনীত নবী ও রসুল। ৫২. তাকে আমি তুর পাহাড়ের ডানদিক থেকে ডেকেছিলাম এবং (জীবনের) নিগূঢ় রহস্য

http://alQuran.org.bd

জানানোর জন্যে কাছে এনেছিলাম। ৫৩. বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে তার ভাই হারুনকেও নবীরূপে (তার সাহায্যকারী হিসেবে) তাকে দিয়েছিলাম।

৫৪. (হে নবী!) এই কিতাবে উল্লিখিত ইসমাইলের কথা ওদের বলো। ইসমাইল ছিল সত্যাশ্রয়ী, প্রতিশ্রুতি পালনকারী এবং রসুল ও নবী।
৫৫. সে নিজ সম্প্রদায়কে নামাজ কায়েম ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিত। সে ছিল তার প্রতিপালকের প্রিয়ভাজন।

৫৬-৫৭. (হে নবী!) এই কিতাবে উল্লিখিত ইদরিসের কথা ওদের বলো। ইদরিস ছিল সত্যনিষ্ঠ নবী। আমি তাকে উচ্চমর্যাদা দান করেছিলাম।

৫৮. আদমের বংশধর, নূহের সাথে নৌকায় আরোহণকারীদের বংশধর, ইব্রাহিম ও ইসরাইলের বংশধরদের মধ্য থেকে যত নবী এসেছে, তাদের মধ্যে আল্লাহ এদের বিশেষভাবে পুরস্কৃত করেছেন। এদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন, করেছেন সম্মানিত। তাদের কাছে দয়াময়ের আয়াত পড়ে শোনানোর সাথে সাথে তারা সজল নয়নে সেজদায় লুটিয়ে পড়ত। *[সেজদা]*

৫৯. কিন্তু এদের পরবর্তী প্রজন্মগুলো ছিল অপদার্থ। তারা নামাজ থেকে দূরে সরে গেল। নিজেদের খেয়াল ও কুপ্রবৃত্তির চক্রে জড়িয়ে পড়ল। অতএব সময়মতোই ওরা ওদের কুকর্মের শাস্তির মুখোমুখি হবে। ৬০. কিন্তু (এদের
মধ্যে) যারা তওবা করেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের মর্যাদা কখনো ক্ষুণ্ন করা হবে না। ৬১. এই
স্থায়ী জান্নাতের প্রতিশ্রুতিই দয়াময় তাঁর বান্দাদের দিয়েছেন, যা মানবীয় বুদ্ধির অগম্য এক বাস্তবতা। আর দয়াময়ের প্রতিশ্রুতি পূরণ হবেই।
৬২. সেখানে তারা সালাম বা শান্তি ছাড়া কোনো নিরর্থক কথা শুনবে না। সকাল ও সন্ধ্যায় তারা পাবে সকল জীবনোপকরণ। ৬৩. আল্লাহ-সচেতন
বান্দারাই হবে আমার এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী।

৬৪. (জিবরাইল বলল) হে নবী! প্রতিপালকের নির্দেশ ছাড়া (ওহী নিয়ে) বার বার তোমার কাছে আসতে পারি না। যা-কিছু সামনে বা পেছনে বা এর মাঝখানে রয়েছে, সবকিছুরই মালিক তিনি। আর তোমার প্রতিপালক কখনোই কোনোকিছু ভোলেন না।

৬৫. তিনি মহাবিশ্বের সবকিছুরই প্রতিপালক। সুতরাং শুধু তাঁরই ইবাদত করো এবং ইবাদতে লেগে থাকো। তুমি কি তাঁর তুল্য কাউকে জানো?

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ৫ ॥

৬৬. (এত কিছু জানার পরও) মানুষ প্রায়শই বলে, 'কী বলছ! আমি একবার মারা যাওয়ার পরও আমাকে আবার জীবিত অবস্থায় ওঠানো হবে?' ৬৭. কিন্তু মানুষের কি এটা মনে রাখা উচিত নয় যে, ইতঃপূর্বে যখন তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না, সেখান থেকে তাকে আমি সৃষ্টি করেছি?

৬৮. সুতরাং তোমার প্রতিপালকের শপথ! (মহাবিচার দিবসে) আমি অবশ্যই ওদেরকে এবং ওদের প্ররোচক শয়তানদেরকে একত্র করে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চারপাশে জড়ো করব। ৬৯. এরপর প্রত্যেক দলের মধ্য থেকে দয়াময়ের সবচেয়ে অবাধ্যদের আলাদা করা হবে। ৭০. তাছাড়া আমি তো জানিই, ওদের মধ্যে কারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সবচেয়ে বেশি যোগ্য।

৭১. জাহান্নাম সবার সামনেই দৃশ্যমান হবে। এটা তোমার প্রতিপালকের সিদ্ধান্ত। ৭২. পরে আল্লাহ-সচেতনদের আমি উদ্ধার করব। আর জালেমদের নতজানু অবস্থায় সেখানে নিক্ষেপ করব।

৭৩. হায়! ওদের কাছে যখনই আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বয়ান করা হয়েছে, তখনই সত্য অস্বীকারকারীরা বিশ্বাসীদের প্রশ্ন করেছে, 'আমাদের এ দুই দলের মধ্যে কারা বেশি শক্তিমান এবং সম্প্রদায় হিসেবে কারা শ্রেষ্ঠ?'
৭৪. অথচ ওদের আগে কত সম্প্রদায়কেই না আমি ধ্বংস করেছি, যারা সম্পত্তিতে, উপকরণে, জাঁকজমকে ওদের চেয়ে অনেক অগ্রসর ছিল!

৭৫. (হে নবী!) ওদের বলো, যারা বিভ্রান্তিতে লিপ্ত, দয়াময় তাদের প্রচুর অবকাশ দিচ্ছেন (যাতে করে তারা তাদের ভুল বোঝার সুযোগ পায়)। এ অবকাশ অব্যাহত থাকবে সতর্কিত বিষয় প্রত্যক্ষ করার পূর্ব পর্যন্ত, তা পার্থিব শাস্তিরূপে হোক অথবা মহাবিচার দিবসের শাস্তি। তখন ওরা নিশ্চিতরূপে জানতে পারবে, কে হীনবল আর কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট।

৭৬. যারা সরলপথে চলে, আল্লাহ তাদের সৎপথের উপলব্ধি ও চলার ক্ষমতাকে ক্রমাগত বাড়িয়ে দেন (বাড়িয়ে দেন সৎকর্ম করার আকুতি)। সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে স্থায়ী পুরস্কার প্রাপ্তির জন্যে উত্তম, প্রতিফল দানকারী হিসেবেও (পার্থিব লাভালাভের চেয়ে) অনেক অনেক ভালো।

http://alQuran.org.bd

৭৭. (হে নবী!) তুমি কি চিন্তা করেছ (ওরা কী ধরনের লোক), যে আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, 'আমাকে তো ধনসম্পত্তি ও সন্তানসন্ততি দেয়া হবেই!' ৭৮. সে কি গায়েবি খবর জানে বা দয়াময়ের কাছ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি পেয়েছে? ৭৯. না, এ সত্য নয়। সে যা বলে তা লিখে রাখা হবে এবং তার শাস্তির পরিমাণ বাড়তে থাকবে। ৮০. মৃত্যুর পর তার কথিত সব সম্পত্তির মালিক আমিই থাকব আর মহাবিচার দিবসে সে একাই আমার কাছে হাজির হবে।

৮১. ওরা আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য গ্রহণ করে এটা ভেবে যে, ঐ উপাস্যরা ওদের সহায় হবে। ৮২. না, এ ধারণা একেবারেই অবান্তর। (মহাবিচার দিবসে) এ উপাস্যরা ওদের উপাসনাকে অস্বীকার করবে এবং উপাসনাকারীদের বিপক্ষে অবস্থান নেবে।

॥ রুকু ৬ ॥

৮৩. (হে নবী!) তুমি কি লক্ষ করো না যে, সত্য অস্বীকারকারীদেরকে পাপে প্রলুব্ধ করার জন্যে সকল শয়তানি শক্তিকে ছেড়ে রেখেছি? ৮৪. অতএব তুমি ওদের ওপর আজাব নাজিলের বিষয়ে অস্থির হয়ো না। ওদের ব্যাপারে দিন গণনা (কাউন্টডাউন) শুরু হয়ে গেছে। ৮৫. সেদিন আল্লাহ-সচেতনরা সম্মানিত মেহমান হিসেবে দয়াময়ের দরবারে সমবেত হবে। ৮৬. আর অপরাধীদের তৃষ্ণার্ত পশুর পালের মতো জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। ৮৭. সেদিন দয়াময়ের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই সুপারিশ করতে পারবে না।

৮৮-৯১. ওরা বলে, 'দয়াময় সন্তান নিয়েছেন!' কী উদ্ভট ও বীভৎস কথা! দয়াময়ের ওপর সন্তান আরোপ করার কারণে অসম্ভব নয় যে, আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যেতে পারে, জমিন বিদীর্ণ হয়ে যেতে পারে, পর্বতমালা হতে পারে চূর্ণবিচূর্ণ। ৯২. (আসল সত্য হচ্ছে) দয়াময়ের সন্তান নেয়ার কল্পনা করাও (এক সংকীর্ণ) অশোভন চিন্তা।

৯৩. মহাকাশ ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের কাছে দাস হিসেবে হাজির হবে না। ৯৪. সবার ব্যাপারেই তিনি জ্ঞাত। সবাইকে নির্ভুল সংখ্যাঙ্কিত করে রেখেছেন। ৯৫. আর মহাবিচার দিবসে সবাই একাকীই হাজির হবে তাঁর কাছে।

http://alQuran.org.bd

৯৬. যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, দয়াময় তাদেরকে পরম মমতায় সিক্ত করবেন। ৯৭. এই লক্ষ্যেই কোরআনকে আমি তোমার ভাষায় সহজ করে নাজিল করেছি। (হে নবী!) ফলে তুমি আল্লাহ-সচেতনদের সুসংবাদ দিতে পারবে এবং বিতর্ক ও কলহবাজদের সতর্ক করতে পারবে। ৯৮. (ইতিহাস থেকে ওরা শিক্ষা নেয় না!) ওদের আগে কত প্রজন্মকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি! তুমি কি এখন ওদের কাউকে খুঁজে পাবে, না কারো কণ্ঠের ক্ষীণ শব্দ শুনতে পাবে?

http://alQuran.org.bd

২০. সূরা তাহা

রুকু ৮ ॥ আয়াত ১৩৫ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

তা, হা। ২. তোমাকে বিপন্ন করার জন্যে আমি তোমার ওপর কোরআন নাজিল করি নি। ৩. কোরআন নাজিল করেছি আল্লাহ-সচেতনদের উপদেশ দেয়ার জন্যে। ৪. কোরআন নাজিল হয়েছে মহাকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টার কাছ থেকে। ৫. আর দয়াময় স্রষ্টা আরশে সমাসীন রয়েছেন। ৬. মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে, যা আছে এই দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানে, যা আছে জমিনের গভীরে (বা সমুদ্রের অতলে)–সবকিছুরই মালিক তিনি।

৭. যদি তুমি উচ্চকণ্ঠে কিছু বলো (তা-ও তিনি শোনেন) আবার মনের না-বলা কথাও (শোনেন) এবং অবচেতন মনের গভীরের সুপ্ত চিন্তাও তিনি জানেন।

৮. তিনিই আল্লাহ। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। সকল সুন্দর নাম তাঁরই (মহিমার ভূষণ)।

৯. মুসার ঘটনা কি তোমার কাছে পৌঁছেছে? ১০. (মরুভূমিতে দূরে) আগুন দেখে সে পরিবার-পরিজনদের বলল, তোমরা এখানে অপেক্ষা করো! দূরে আমি আগুন দেখছি। সম্ভবত আমি তোমাদের জন্যে জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে পারব বা আগুন থেকে কোনো পথের দিশা পাব।

১১-১২. মুসা আগুনের কাছে পৌঁছলে তাকে ডেকে বলা হলো, 'হে মুসা! আমিই তোমার প্রতিপালক! এখন তুমি তোমার জুতো খুলে ফেলো। কারণ তুমি পবিত্র তুয়া উপত্যকায় রয়েছ। ১৩. আমি তোমাকে মনোনীত করেছি (আমার রসুল হিসেবে)। অতএব যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে, তা মনোযোগ দিয়ে শোনো।'

১৪. 'আমিই আল্লাহ! আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। অতএব তুমি আমার ইবাদত করো এবং আমার স্মরণে নামাজ কায়েম করো। ১৫. মহাবিচার

http://alQuran.org.bd

দিবস অবশ্যম্ভাবী। তবে আমি এর নির্দিষ্ট সময় গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মফল পুরোপুরি পেতে পারে। ১৬. সুতরাং যে ব্যক্তি জবাবদিহিতার বাস্তবতাকে অস্বীকার করে ও নিজের প্রবৃত্তির দাসত্ব করে, সে যেন (জবাবদিহিতার বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুতি থেকে) তোমাকে বিরত রাখতে না পারে। যদি তুমি (প্রস্তুতি থেকে) বিরত হও, তবে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

১৭. 'হে মুসা! (বলো তো) তোমার ডান হাতে ওটা কী?' ১৮. মুসা বলল, 'এটা আমার লাঠি। আমি এর ওপর ভর দিয়ে চলি। এ দিয়ে মেষপালের জন্যে গাছের পাতা পাড়ি। এ-ছাড়াও আমার অনেক কাজে একে ব্যবহার করি।' ১৯. (আল্লাহ) বললেন, 'হে মুসা! তোমার লাঠিটি সামনে ছুড়ে ফেলো!' ২০. মুসা লাঠিটি ছোড়ার সাথে সাথে তা সাপ হয়ে ছুটোছুটি শুরু করল। ২১. (আল্লাহ) বললেন, 'ভয় কোরো না। তুমি ওটাকে ধরো। আমি এটাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেবো। ২২. আর তোমার হাত বগলে রাখো, তা ধবধবে পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে আসবে। এটা হলো আমার করুণার দ্বিতীয় নিদর্শন। ২৩. (এগুলো এজন্যে দেখাচ্ছি, যাতে) তুমি আমার মহানিদর্শনাবলি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারো। ২৪. হে মুসা! (এবার এই নিদর্শনগুলো নিয়ে) তুমি ফেরাউনের কাছে যাও, সে চূড়ান্ত ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে।'

॥ রুকু ২ ॥

২৫-২৮. মুসা প্রার্থনা করল, 'প্রভু হে! আমার হৃদয় প্রশস্ত করে দাও। আমার কাজকে সহজ করে দাও। আমার কণ্ঠের জড়তা দূর করে দাও, যেন সবাই আমার কথা বুঝতে পারে।'

২৯-৩৫. (মুসা আরো প্রার্থনা করল) 'আমার কাজকে বেগবান করার জন্যে পরিবারের মধ্য থেকেই একজন সাহায্যকারী দাও। আমার ভাই হারুনকে এই কাজে শরিক করে আমার হাতকে মজবুত করো। যাতে আমরা বেশি বেশি তোমার মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি, তোমাকে বেশি বেশি স্মরণ করতে পারি। তুমি তো আমাদের সবই জানো।'

৩৬. আল্লাহ বললেন, 'তোমার প্রার্থনা কবুল করা হলো।' ৩৭. (হে মুসা!) আমি তো এর আগেও তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছি। ৩৮. স্মরণ করো! যখন

http://alQuran.org.bd

আমি তোমার মা-কে গায়েবি নির্দেশের মাধ্যমে যা জানানো প্রয়োজন, তা জানিয়েছিলাম। ৩৯. (তোমার জন্মের পর তোমার মা-কে বলেছিলাম) 'তুমি এই শিশুকে কাঠের বাক্সে ভরে নীলনদে ভাসিয়ে দাও। নদী ওকে নিয়ে যাবে তীরে। আর আমার শত্রু এবং ওর শত্রুই ওকে পালক নেবে।' আমি তোমার ওপর আমার মমতা ঢেলে দিলাম, যাতে তুমি আমারই তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।

৪০. যখন তোমার বোন (ফেরাউনের লোকদের বলল) 'আমি কি তোমাদেরকে বলব, এ শিশুর লালনপালন কে ভালোভাবে করতে পারবে?' (তখনো তুমি আমার দৃষ্টির মধ্যেই ছিলে।) এভাবেই আমি তোমাকে আবার তোমার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিলাম, যেন তার নয়ন জুড়ায় ও তার দুঃখের অবসান হয়। (আর স্মরণ করো! যুবা বয়সে) তুমি একজনকে হত্যা করেছিলে, তখন আমিই তোমাকে সকল ঝামেলা থেকে মুক্ত করি, যদিও আমি তোমাকে বহুভাবেই পরীক্ষা করেছি। এরপর তুমি কয়েক বছর মাদিয়ানবাসীদের সাথে ছিলে। এখন হে মুসা! তুমি নির্ধারিত সময়েই এখানে উপস্থিত হয়েছ। ৪১. এতদিন আমি তোমাকে আমার কাজের জন্যে যোগ্য করেছি।

৪২-৪৪. (আল্লাহ বললেন) হে মুসা! তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনসহ যাত্রা করো এবং আমার স্মরণে (জিকিরে) কোনো ধরনের আলস্যকে প্রশ্রয় দিও না। তোমরা দুজনে ফেরাউনের কাছে যাও, সে-তো সীমালঙ্ঘন করেই চলেছে। তোমরা বিনয়ের সাথে কথা বলবে। হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে বা ভয়ও পেতে পারে। *[এখানে আল্লাহ সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন যে, একজন রসুল বা সত্যের বাণীবাহকের দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত। বাণীবাহককে সবসময় সবার সাথে, এমনকি বিরোধীদের সাথেও ইতিবাচক ও বিনয়ী হতে হবে, যাতে করে মানুষ বিষয়টি সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করার সুযোগ পায়। বাস্তবতা হচ্ছে, ফেরাউন সত্যবাণী গ্রহণ করবে কি করবে না, অন্তর্যামী আল্লাহ তো সবই জানেন।]*

৪৫. (দু-ভাই বলল) 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশঙ্কা করছি যে, ফেরাউন উত্তেজিত হয়ে আমাদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত জুলুম করবে।' ৪৬. আল্লাহ বললেন, ভয় কোরো না। তোমাদের দুজনের সাথে আমি আছি। আমি সব দেখি, সব শুনি। ৪৭. অতএব তোমরা তার কাছে যাও এবং বলো,

http://alQuran.org.bd

আমরা তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত রসুল। বনি ইসরাইলের ওপর অত্যাচার কোরো না এবং তাদেরকে আমাদের সাথে যেতে দাও। আমরা তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে নিদর্শনসহ এসেছি। যারা সঠিক পথ অনুসরণ করবে, শান্তি ও নিরাপত্তা তাদের জন্যে। ৪৮. আর আমাদের ওপর ওহী নাজিল হয়েছে যে, 'যে ব্যক্তি সত্যকে অস্বীকার করবে বা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্যে রয়েছে অবধারিত শাস্তি।'

৪৯. (ফেরাউনের কাছে আল্লাহর বাণী পেশ করার পর) সে বলল, হে মুসা! কে তোমাদের প্রতিপালক? ৫০. মুসা বলল, আমাদের প্রতিপালক তিনিই, যিনি প্রতিটি বস্তুর যথাযথ কাঠামো, আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন এবং (পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার) সঠিক পথনির্দেশনা দিয়েছেন।

৫১. ফেরাউন বলল, 'তাহলে আগের প্রজন্মের মানুষদের কী হবে?' ৫২. মুসা বলল, 'ওদের সবকিছুর বিবরণ আমার প্রতিপালকের কাছে সুরক্ষিত আছে। আর তিনি কখনো ভুল করেন না বা ভুলেও যান না।'

৫৩-৫৪. তিনিই তোমাদের জন্যে জমিনকে প্রসারিত করেছেন এবং তার ওপর দিয়ে চলার পথ করে দিয়েছেন। তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করেন আর তা দিয়ে উৎপাদিত হয় 'জোড়ায় জোড়ায়' বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা, তৃণলতা যা তোমরা আহার করো আর যেখানে চরে বেড়ায় গবাদি পশু। আর এর মধ্যেই বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের জন্যে রয়েছে উত্তম নিদর্শন।

॥ রুকু ৩ ॥

৫৫. (আল্লাহ বলেন) আমি মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছি, আবার এ মাটিতেই মিশিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছি, আবার এ মাটি থেকেই তোমাদের পুনর্জীবিত করব। ৫৬. আমি সত্যের নিদর্শন প্রেরণ করে ফেরাউনকে সতর্ক করেছি। কিন্তু সে এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে এবং তা মানতে অস্বীকার করেছে।

৫৭. ফেরাউন বলল, হে মুসা! তুমি কি জাদুর শক্তি প্রয়োগ করে এ দেশ থেকে আমাদের বের করে দেয়ার জন্যে এখানে এসেছ? ৫৮. ঠিক আছে! তোমার জাদুর মোকাবেলায় আমরাও ব্যবস্থা নিচ্ছি। অতএব মোকাবেলার স্থান ও সময় ঠিক করো। মোকাবেলা হবে খোলা প্রান্তরে। আমরাও এর

http://alQuran.org.bd

খেলাপ করব না, তোমরাও না। ৫৯. মুসা বলল, মোকাবেলা হবে উৎসবের দিন সূর্যোদয়ের পরে প্রকাশ্য দিবালোকে, সমবেত জনতার সামনে।

৬০. এরপর ফেরাউন ভেতরে চলে গেল। (পারিষদদের সাথে আলাপ করে মোকাবেলার) পরিকল্পনা চূড়ান্ত করল। জাদুকরদের একত্র করে মোকাবেলার স্থানে হাজির হলো। ৬১. মুসা (প্রতিপক্ষ জাদুকরদের সম্বোধন করে) বলল, হে হতভাগারা! তোমরা আল্লাহর বাণীর সত্যতাকে অস্বীকার কোরো না। করলে কঠিন আজাব দিয়ে তিনি তোমাদের ধ্বংস করে দেবেন। যারাই মিথ্যার বেসাতি করে, তারা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

৬২-৬৩. জাদুকরেরা পরস্পর আলাপ-আলোচনা করে গোপনে কর্মকৌশল ঠিক করল। (তারপর পরস্পরকে) বলল, 'ওরা দুজন নিঃসন্দেহে জাদুকর। ওরা জাদুবলে আমাদেরকে দেশ থেকে তাড়াতে চায় এবং আমাদের দীর্ঘ ঐতিহ্য ও রীতিনীতিকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়। ৬৪. অতএব তোমরা জাদুর প্রস্তুতি নাও এবং সারিবদ্ধভাবে ময়দানে উপস্থিত হও। আজ যে জয়ী হবে, সে-ই হবে সফল।'

৬৫-৬৭. (প্রস্তুতি শেষে) ওরা বলল, 'হে মুসা! তুমি আগে জাদুর ভেলকি দেখাবে, না আমরা আগে দেখাব?' মুসা বলল, 'বরং তোমরাই আগে ছাড়ো!' ওরা শুরু করল। জাদুর প্রভাবে ওদের লাঠি ও দড়িগুলো ছুটোছুটি করছে বলে মুসার কাছে মনে হলো এবং তার অন্তরে ভীতি সঞ্চারিত হলো।

৬৮-৬৯. (আল্লাহ বলেন) আমি বললাম, 'মুসা! ভয় কোরো না। তুমিই জয়ী হবে। তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ করো। ওদের নিক্ষিপ্ত সবকিছু এ গ্রাস করে ফেলবে। কারণ ওরা যা করছে, তা স্রেফ জাদুর ভেলকি। আর জাদুর ভেলকিবাজি কখনো স্থায়ী হয় না, কোনো কল্যাণে আসে না।'

৭০. শেষ পর্যন্ত জাদুকরেরা পরাজয় স্বীকার করল এবং সেজদায় লুটিয়ে পড়ল। একসাথে বলে উঠল, 'আমরা মুসা ও হারুনের প্রতিপালকের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম।'

৭১. ফেরাউন বলল, 'কী? আমি অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা মুসার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলে? বুঝেছি, নিশ্চয়ই ও-ই তোমাদের গুরু, যে তোমাদের জাদু শিখিয়েছে! আমি উল্টোদিক থেকে তোমাদের হাত-পা কেটে খেজুর

http://alQuran.org.bd

গাছের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করে ঝুলিয়ে রাখব। তখন তোমরা অবশ্যই বুঝবে, আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কত কঠিন ও স্থায়ী।'

৭২. (জাদুকরেরা) বলল, 'সত্যের যে প্রমাণ আমরা পেয়েছি, তার ওপর এবং আমাদের স্রষ্টার ওপর তোমাকে কখনোই প্রাধান্য দেবো না। তুমি যা ইচ্ছা করতে পারো। তোমার হুকুম শুধু চলতে পারে আমাদের পার্থিব জীবনের ওপর। ৭৩. আমরা আমাদের প্রতিপালকের ওপর নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করছি। আর তোমার জবরদস্তির জন্যে আমরা যে জাদু করেছি, সেজন্যে তাঁর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। নিশ্চয়ই আল্লাহই শ্রেষ্ঠ, আল্লাহই চিরস্থায়ী।'

৭৪. (আসল কথা হচ্ছে) যে তার প্রতিপালকের কাছে অপরাধী হিসেবে হাজির হবে, তার জন্যে তো রয়েছে জাহান্নাম, যেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না (শুধু পুড়বে)।

৭৫-৭৬. আর যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল হিসেবে হাজির হবে, তাদের জন্যে রয়েছে উঁচু মর্যাদা, স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। জান্নাতে থাকবে তারা চিরকাল। এ পুরস্কার তাদেরই জন্যে, যারা নিজেদের পরিশুদ্ধ করেছে।

॥ রুকু ৪ ॥

৭৭. (উপযুক্ত সময়ে) আমি মুসার কাছে ওহী পাঠালাম, আমার বান্দাদের নিয়ে রাতের অন্ধকারে যাত্রা শুরু করো। তাদের জন্যে সাগরের মাঝখানে চলার পথ তৈরি করো। পেছন থেকে কেউ এসে তোমাদের ধরে ফেলবে, এমন কোনো আশঙ্কা কোরো না। আর (সাগরের মাঝখান দিয়ে চলতেও) ভয় পেয়ো না।

৭৮. সবকিছু টের পেয়ে ফেরাউন তার বাহিনীসহ মুসার পেছনে ছুটল। কিন্তু সাগর ওদের সবাইকে গ্রাস করে ফেলল। ৭৯. আসলে ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করার পরিবর্তে পথভ্রষ্ট করেছিল।

৮০-৮১. হে বনি ইসরাইল! এভাবে আমি তোমাদের শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করেছিলাম। তারপর বার বার তোমাদের জন্যে মান্না ও সালওয়া পাঠিয়েছি এবং তুর পাহাড়ের ডানপাশে তোমাদের বিশেষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আর বলেছিলাম, আমি তোমাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি,

http://alQuran.org.bd

তা থেকে শুদ্ধ ও ভালো জিনিসগুলো খাও। আর এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি কোরো না। যদি করো, তবে তোমাদের ওপর গজব অবধারিত। আর যার ওপর গজব পড়বে, সে বিনাশিত হবে। ৮২. তবে যে অনুশোচনা করে, বিশ্বাস করে, সৎকর্ম করে ও সৎপথে চলে তার প্রতি আমি সবসময়ই ক্ষমাশীল।

৮৩. (মুসা তুর পাহাড়ের ওপরে উঠলে আল্লাহ বলেন) 'হে মুসা! নিজ সম্প্রদায়কে পেছনে ফেলে তাড়াহুড়ো করে এখানে আসতে কে তোমাকে বাধ্য করল?'

৮৪. মুসা বলল, ওরা তো আমার পেছনেই রয়েছে। আমি তাড়াহুড়ো করে এসেছি (কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে), যেন তুমি সন্তুষ্ট হও। ৮৫. আল্লাহ বললেন, 'ঠিক আছে, তাহলে শোনো! তুমি চলে আসার পর তোমার সম্প্রদায় এক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে, এক সামেরী তাদের পথভ্রষ্ট করেছে।'

৮৬. মুসা ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হয়ে ফিরে গেল তার সম্প্রদায়ের কাছে। (সবাইকে জড়ো করে) সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেন নি? এই প্রতিশ্রুতি পূরণের সময় কি তোমাদের কাছে অনেক লম্বা মনে হয়েছে, না তোমরা চাচ্ছ তোমাদের ওপর প্রতিপালকের গজব পড়ুক? তাই তোমরা আমার সাথে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে?

৮৭. সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল, আমরা স্বেচ্ছায় ওয়াদা ভঙ্গ করি নি। ঘটনা হচ্ছে, আমরা লোকজনের অলংকারের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমরা ঐ অলংকারগুলো অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করি। অনুরূপভাবে সামেরীও তারটা নিক্ষেপ করে। ৮৮. (ওরা মুসাকে বলল) এরপর (সামেরী) গলানো সোনা থেকে এক বাছুর তৈরি করল, যা গরুর মতো হাম্বা হাম্বা শব্দ করে। তারপর ওরা (পরস্পরকে) বলল, 'এ তোমাদেরও উপাস্য আর মুসারও উপাস্য। কিন্তু মুসা (তার অতীতের কথা) ভুলে গেছে।'

৮৯. (হায়!) ওরা একটুও ভাবে নি যে, ওদের কথায় ওটা সাড়া দেয় না, ওদের কোনো ক্ষতি বা কল্যাণ করার ক্ষমতাও রাখে না!

॥ রুকু ৫ ॥

৯০. (মুসা ফেরত আসার আগেই) হারুন ওদের বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! সোনার বাছুর দিয়ে তোমাদের কেবল পরীক্ষা করা হচ্ছে। তোমাদের প্রতিপালক দয়াময়। তোমরা আমাকে অনুসরণ করো এবং আমার

http://alQuran.org.bd

কথা শোনো।' ৯১. জবাবে ওরা বলেছিল, 'মুসা আমাদের কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এ বাছুরেরই উপাসনা করব।'

৯২-৯৩. (ফিরে এসে মুসা জিজ্ঞেস করল) 'হে হারুন! তুমি যখন দেখলে ওরা পথভ্রষ্ট হচ্ছে, তখন (ওদের ভ্রান্ত পথ বাদ দিয়ে) কেন আমার নীতি অনুসরণ করলে না? তাহলে তুমি কি (ইচ্ছে করেই) আমার নির্দেশনা লঙ্ঘন করেছ?'

৯৪. হারুন জবাবে বলল, 'হে আমার সহোদর! আমার দাড়ি-চুল ধরে টেনো না (সবার সামনে অপদস্থ কোরো না)। আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে, তুমি (ফিরে এসে) বলবে, তুমি বনি ইসরাইলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং আমার নীতি অনুসরণে আন্তরিক হও নি।'

৯৫. মুসা বলল, 'হে সামেরী! এখন বলো তোমার বক্তব্য।' ৯৬. সামেরী বলল, 'আমি যা বুঝেছি, ওরা তা বোঝে নি! আমি রসুলের পদচিহ্ন থেকে একমুষ্টি আগুনে নিক্ষেপ করেছি (তোমার শিক্ষার একটি অংশ বিসর্জন দিয়েছি)। আমার মন আমাকে এভাবেই কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।'

৯৭. মুসা বলল, 'দূর হও এখান থেকে! এখন থেকে সারাজীবন তুমি শুধু চিৎকার করবে, 'আমি অস্পৃশ্য–আমাকে ছুঁয়ো না।' আর পরকালে তোমার নিয়তি তো নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, যা থেকে তোমার কোনো পরিত্রাণ নেই। এখন তোমার উপাস্যের প্রতি লক্ষ করো, যার উপাসনায় তুমি মগ্ন ছিলে। দেখ, তোমার চোখের সামনেই আমি একে পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলব। তারপর ভস্মাবশেষ সাগরে ছড়িয়ে দেবো।

৯৮. হে মানুষ! আল্লাহই একমাত্র উপাস্য! তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। সবকিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতাধীন।

৯৯. (হে নবী!) এভাবেই আমি তোমার কাছে অতীতের ইতিহাস বর্ণনা করছি এবং তোমাকে উপদেশ দান করছি। ১০০. যে এই উপদেশ (কোরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে মহাবিচার দিবসে পাপের দুর্বহ বোঝা বহন করবে। ১০১. আসলে সারাজীবনই এই বোঝা বইবে তারা। আর মহাবিচার দিবসে এ বোঝা কতই না পীড়াদায়ক হবে!

১০২-১০৪. যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, সেদিন সমবেত পাপীদের চোখ হবে আতঙ্কে নীল। তখন ওরা পরস্পর কানাঘুষা করবে, 'দুনিয়ায় তোমরা

http://alQuran.org.bd

বড়জোর ১০ দিন কাটিয়েছ।' (হে নবী!) আমি ভালো করেই জানি, ওরা কী বলবে। ওদের মধ্যে যে সবচেয়ে সতর্ক অনুমান করবে, সে বলবে, 'তোমরা তো দুনিয়াতে কাটিয়েছ মাত্র একটি দিন।'

॥ রুকু ৬ ॥

১০৫-১০৭. (হে নবী!) ওরা তোমার কাছে মহাপ্রলয় দিবসে পাহাড়গুলোর অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে? ওদের বলো, আমার প্রতিপালক পাহাড়গুলোকে ধূলিকণায় পরিণত করে চারদিকে ছড়িয়ে দেবেন। জমিনকে করবেন মসৃণ সমতল ময়দান। উঁচুনিচু বলে কিছু থাকবে না।

১০৮. মহাবিচার দিবসে ঘোষকের নির্দেশনা সবাই অনুসরণ করবে। কারোরই এদিক-ওদিক করার কোনো সুযোগ থাকবে না। দয়াময়ের সামনে সকল কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যাবে। অস্পষ্ট পদধ্বনি ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাবে
না। ১০৯. দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন, যার কথা তিনি পছন্দ করবেন, সে
ছাড়া অন্য কারো সুপারিশ কোনো কাজে আসবে না। ১১০. মানুষের সামনে
যা-কিছু দৃশ্যমান রয়েছে তা-ও তিনি জানেন, আর যা-কিছু দৃশ্যের অন্তরালে রয়েছে তা-ও তিনি জানেন। অথচ মানুষ কখনো তাঁকে জ্ঞানায়ত্ত করতে পারে
না। ১১১. চিরঞ্জীব সর্বসত্তার ধারক আল্লাহর সামনে সবাই তখন মাথা নত করে থাকবে। পাপের বোঝায় ভারাক্রান্তরা হতাশ ও ব্যর্থ হবে। ১১২. তবে
বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলরা ক্ষতি বা অবিচারের আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকবে।

১১৩. (হে নবী!) এভাবে আমি আরবি ভাষায় কোরআন নাজিল করেছি এবং বিশদভাবে সতর্কবাণীসমূহ বয়ান করেছি, যাতে করে মানুষ আল্লাহ-সচেতন
হয় এবং উপদেশ অনুসরণ করে। ১১৪. আল্লাহ মহামহান, সবকিছুর প্রকৃত মালিক। তোমার ওপর আল্লাহর ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার আগে কোরআন পড়ে শোনাতে তুমি তাড়াহুড়ো কোরো না। আর প্রার্থনা করো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো জ্ঞান দান করো।'

১১৫. আমি অবশ্যই এর অনেক আগে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু সে নির্দেশ ভুলে গিয়েছিল। আমি তার মধ্যে দৃঢ়তা পাই নি।

॥ রুকু ৭ ॥

১১৬. স্মরণ করো! আমি যখন ফেরেশতাদের বললাম, 'আদমকে সেজদা করো'। ইবলিস ছাড়া সকলেই সেজদা করল, সে নির্দেশ অমান্য করল।

http://alQuran.org.bd

১১৭-১১৯. এরপর আমি বললাম, 'হে আদম! ইবলিস তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। অতএব (সতর্ক থেকো!) সে যেন কিছুতেই তোমাদের জান্নাত থেকে বের করে দিতে না পারে। বেরিয়ে গেলে তোমরাই দুঃখকষ্টে নিপতিত হবে। এ জান্নাতে তোমরা কখনো ক্ষুধার্ত বোধ করবে না বা নগ্নতার কোনো অনুভূতিও হবে না। পিপাসা বা গরম তোমাদের কোনো কষ্ট দেবে না।'

১২০-১২১. (সময়-সুযোগমতো) শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল। প্রলুব্ধ করে সে বলল, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে অমরত্ব ও অক্ষয় রাজত্ব দানকারী গাছের কথা বলব?' তারপর (প্রলুব্ধ হয়ে) তারা সে গাছের ফল খেল। তারা মুহূর্তে নিজেদের নগ্নতা (লজ্জাস্থান) সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। তখন তারা বাগানের গাছের পাতা দিয়ে লজ্জাস্থান ঢাকতে লাগল। আদম তার প্রতিপালকের নির্দেশ লঙ্ঘন করল। ফলে সে পথভ্রষ্ট হলো।

১২২. (যা-ই হোক) পরে তার প্রতিপালক তার তওবা কবুল করলেন। তাকে ক্ষমা করলেন। তাকে পথনির্দেশ দিলেন এবং তাকে মনোনীত করে সম্মানিত করলেন। ১২৩-১২৪. তিনি বললেন, 'তোমরা একইসঙ্গে জান্নাত থেকে নেমে যাও। শয়তান ও তোমরা এখন থেকে পরস্পরের শত্রু। পরে আমার পক্ষ থেকে সৎপথের নির্দেশ এলে যে তা অনুসরণ করবে, সে বিভ্রান্তি ও দুর্ভোগ থেকে রক্ষা পাবে। আর যে আমার পথনির্দেশনা থেকে দূরে সরে যাবে, তার জীবন হবে অর্থহীন এবং মহাবিচার দিবসে তাকে তোলা হবে দৃষ্টিহীনরূপে।'

১২৫. (সেদিন) সেই পাপিষ্ঠ বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো পৃথিবীতে চক্ষুষ্মান ছিলাম, কেন আমাকে অন্ধরূপে ওঠালে?' ১২৬. তিনি বলবেন, তুমি তো এমনই (অন্ধের মতো) ছিলে। আমার নিদর্শনাবলি তোমার কাছে এসেছিল কিন্তু তুমি তার প্রতি দৃষ্টিপাত করো নি। তাই আজ তোমাকেও এমনিভাবে বর্জন করা হলো। ১২৭. যারা প্রতিপালকের আয়াতকে অস্বীকার করে এবং সীমালঙ্ঘন করে, আমি তাদের এভাবেই প্রতিফল দেবো। পরকালের শাস্তি অবশ্যই কঠিন ও স্থায়ী।

১২৮. আমি ওদের আগে (পাপাচারের কারণে) বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি। সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের আশপাশেই ওরা বিচরণ করছে। (কিন্তু আফসোস!) এই বিপর্যয়ের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে ওরা সৎপথে আসে না। অবশ্যই এর মধ্যে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগে আগ্রহীদের জন্যে শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ৮ ॥

১২৯. তোমার প্রতিপালকের পূর্বঘোষণা অনুসারে (প্রত্যেক পাপীকে অনুশোচনার সুযোগ দেয়ার জন্যে) নির্ধারিত সময় দেয়া না থাকলে ওরা আশু শাস্তির সম্মুখীন হতো। ১৩০. সুতরাং সত্য অস্বীকারকারীরা যা-ই বলে, সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধরো আর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে রাতে ও দিনে তোমার প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো, যাতে করে তুমি পরিতৃপ্ত, সুখী হতে পারো।

১৩১. পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে সত্য অস্বীকারকারীদের কাউকে কাউকে পার্থিব জীবনের জৌলুস বাড়ানোর জন্যে যে বিলাস-উপকরণ দিয়েছি, তার দিকে কখনো তাকিও না। তোমার প্রতিপালকের দেয়া হালাল জীবনোপকরণই স্থায়ী ও বরকতময়।

১৩২. তুমি তোমার পরিবার-পরিজনকে নামাজ শিক্ষা দাও এবং নিজে নামাজের ওপর কায়েম থাকো। (মনে রেখো) আমি তোমার কাছে কোনো জীবনোপকরণ চাই না। আসলে জীবনোপকরণ তো আমিই দেই। (মনে রেখো) আল্লাহ-সচেতনদের পরিণামই হচ্ছে শুভ।

১৩৩. এরপরও সত্য অস্বীকারকারীরা বলে, ‘সে তার প্রতিপালকের কাছ থেকে আমাদের জন্যে কোনো (অলৌকিক) নিদর্শন আনে না কেন?’ (হে নবী! ওদের বলো) পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের শিক্ষার বর্ণনাই কি (আমার আয়াতসমূহের) সুস্পষ্ট প্রমাণ নয়?

১৩৪. (এই ওহী আসার) পূর্বে যদি আমি ওদের শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করতাম, তাহলে (মহাবিচার দিবসে) ওরা বলত, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের কাছে একজন রসুল পাঠালে না কেন? পাঠালে লাঞ্ছিত-অপমানিত হওয়ার আগেই আমরা তোমার বিধিবিধান মেনে চলতাম।’

১৩৫. (হে নবী! ওদের) বলো, ‘প্রত্যেকেই (ভবিষ্যৎ) পরিণতি দেখার জন্যে অপেক্ষা করছে, অতএব তোমরাও অপেক্ষা করো। তোমরাও শিগগিরই জানতে পারবে কারা সরলপথে আছে, কারা সৎপথ অনুসরণ করেছে।’

http://alQuran.org.bd

২১. সূরা আম্বিয়া

রুকু ৭ ॥ আয়াত ১১২ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

মানুষের হিসাবনিকাশের সময় আসন্ন (কিন্তু সত্য অস্বীকারকারীরা এখনো তা বুঝতে পারছে না)। তাই ওরা উদাসীন হয়ে মুখ ফিরিয়ে আছে। ২-৩. (হায়!) যখনই ওদের কাছে নতুন উপদেশ আসে, তখন ওরা অবজ্ঞার সাথে তা নিয়ে কৌতুকে মেতে ওঠে। জালেমরা গোপনে বলাবলি করে, 'এ-তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ! তবুও কি তোমরা জেনেশুনে মায়াবী কথার জাদুর ফাঁদে পড়বে?'

৪. (হে নবী!) বলো, মহাকাশ ও পৃথিবীতে বলা হয়েছে এমন সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক অবগত আছেন। তিনি সবই শোনেন, সবই জানেন।

৫. (সত্য অস্বীকারকারীরা আরো) বলে, 'কোরআন তো এক অসংলগ্ন অলীক কল্পনা। হয় সে নিজেই রচনা করেছে বা হতে পারে সে এক কবি। তা না হলে প্রাচীনকালের রসুলরা যে-রকম নিদর্শনসহ প্রেরিত হয়েছিল, সে-রকম কোনো নিদর্শন সে দেখাক।' ৬. ওদের পূর্বে যে-সব জনপদ আমি ধ্বংস করেছি, তার অধিবাসীরা (নিদর্শন দেখার পরও) বিশ্বাস স্থাপন করে নি। এখন ওরা কি (নিদর্শন দেখার পর) বিশ্বাস স্থাপন করবে?

৭. (হে নবী!) তোমার পূর্বে আমি ওহীসহ মানুষকেই (রসুল হিসেবে) পাঠিয়েছিলাম। তোমরা যদি না জানো, তবে কিতাবিদের জিজ্ঞেস করো। ৮. আর সেই রসুলদের এমন দেহ বা অবয়বে সৃষ্টি করি নি যে, তাদের খাবার খেতে হতো না। আর তাদের চিরঞ্জীবও করা হয় নি। ৯. শেষ পর্যন্ত আমি তাদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছি। তাদেরকে এবং অন্যান্য যাদেরকে ইচ্ছা, রক্ষা করেছি। আর যারা নিজেরাই নিজেদের নষ্ট করেছিল, তাদের ধ্বংস করেছি।

http://alQuran.org.bd

১০. হে মানুষ! আমি তোমাদের ওপর কিতাব নাজিল করেছি, এতে তোমাদের কল্যাণের নিমিত্ত সবসময় মনে রাখার মতো উপদেশ রয়েছে। এরপরও কি তোমরা তোমাদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে বোঝার চেষ্টা করবে না?

॥ রুকু ২ ॥

১১. ক্রমাগত সীমালঙ্ঘনরত কত জনপদকেই না আমি ধ্বংস করেছি! ওদের ওপর অন্য জাতির উত্থান ঘটিয়েছি। ১২. সীমালঙ্ঘনকারীরা যখন আমার আজাব টের পেয়েছে, তখনই ওরা জনপদ থেকে পালাতে চেষ্টা করেছে। ১৩. (তখন ওরা আওয়াজ শুনতে পেয়েছে) ‘পালাচ্ছ কেন? ফিরে এসো তোমাদের বিনাশাগারে, তোমাদের ঘরে, যাতে তোমাদের কৃতকর্মের জন্যে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়।’

১৪. ওরা আর্তনাদ করেছিল, হায়! দুর্ভোগ আমাদের! আমরা জুলুম করেছি! ১৫. কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত আগুনের ছাইভস্মের মতো স্তব্ধ না হওয়া পর্যন্ত ওদের আর্তনাদ অব্যাহত ছিল।

১৬. মহাকাশ ও পৃথিবীর মাঝে যা আছে, তা আমি অযথা খেলার ছলে সৃষ্টি করি নি। ১৭. খেলনা বানিয়ে খেলায় মত্ত হওয়ার কোনো ইচ্ছা থাকলে তো আমার কাছে উপকরণের কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু না, তা আমি করি নি। ১৮. কখনো না। (সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে আমি) সত্য দিয়ে মিথ্যাকে আঘাত করেছি। আর সত্য সবসময় মিথ্যাকে চূর্ণবিচূর্ণ ও নিশ্চিহ্ন করে দেয়। (হে সত্য অস্বীকারকারীরা! নিশ্চিত থাকো) তোমরা যা বলছ, সেজন্যে তোমাদের দুর্ভোগ অবশ্যম্ভাবী।

১৯. মহাকাশ ও পৃথিবীতে সকল সৃষ্টি তাঁরই। তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে, তারা কখনো নিজেদের বড় মনে করে ইবাদতে ত্রুটি করে না বা ক্লান্তও হয় না। ২০. তারা রাতদিন অবিশ্রান্তভাবে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।

২১. এরপরও কিছু মানুষ মাটির তৈরি কিছু বস্তু বা অবয়বকে উপাস্য হিসেবে উপাসনা করে। এই উপাস্যরা কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? ২২. (ওরা এ সহজ সত্যটুকু বুঝতে পারে না যে) আল্লাহ ছাড়া যদি মহাকাশ ও পৃথিবীতে অন্য কোনো উপাস্যের অস্তিত্ব থাকত, তবে (দুই উপাস্যের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে) উভয় জগতই ধ্বংস হয়ে যেত। আসলে ওরা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ অতিপবিত্র, মহামহান।

http://alQuran.org.bd

২৩. আল্লাহ যা-ই করেন না কেন, সে ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করার কেউ নেই। অথচ অন্য সবাইকে জবাবদিহি করতে হবে। ২৪. তারপরও কি আল্লাহর পরিবর্তে ওরা (কাল্পনিক) উপাস্যের উপাসনা করবে? (হে নবী!) ওদের বলো, তোমরা যা বলছ, তার সপক্ষে একটি প্রমাণ উপস্থিত করো! আমার সঙ্গে যারা আছে, তাদের (কিতাবের) কথাও এই। আর আমার আগে যে রসুলরা এসেছে, তাদের (কিতাবের) কথাও একই। হায়! ওদের অধিকাংশই আসল সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই ওরা একগুঁয়েভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করছে। ২৫. 'আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, অতএব শুধু আমারই ইবাদত করো'–এই ওহী ছাড়া তোমার পূর্বে আমি কোনো রসুলকে পাঠাই নি।

২৬. ওরা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র মহান! (ফেরেশতারা তো) সম্মানিত বান্দা মাত্র। ২৭. ফেরেশতারা আগ বাড়িয়ে কোনো কথা বলে না। শুধু আদেশ অনুসারে কাজ করে। ২৮. তাদের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য যা-কিছু আছে, তা তিনি জানেন। আল্লাহ যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাদের জন্যেই তারা সুপারিশ করে। আর নিজেরা সবসময়ই (আল্লাহর হুকুম পালনে) তটস্থ থাকে। ২৯. তাদের মধ্যে যে বলবে 'তিনি ছাড়া আমিই উপাস্য', তাকে আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। এভাবেই আমি জালেমদের শাস্তি দিয়ে থাকি।

॥ রুকু ৩ ॥

৩০. যারা ক্রমাগত সত্য অস্বীকার করতে চায় তারা কি একবারও ভেবে দেখবে না যে, মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু একত্র ছিল? তারপর আমি এদের বিচ্ছিন্ন (করে পৃথক পৃথক অস্তিত্ব দান) করলাম। আর আমি পানি থেকে সকল প্রাণের উন্মেষ ঘটালাম। এরপরও কি ওরা সত্য স্বীকার করবে না?

৩১. (ওরা কি দেখে না যে) আমি জমিনের অবস্থানকে সুদৃঢ় করার জন্যে পাহাড় তৈরি করেছি আর জমিনের বুকে তৈরি করেছি প্রশস্ত পথ, যাতে ওরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে? ৩২. আর আমি আকাশকে করেছি নিরাপদ চাঁদোয়ার মতো, তারপরও মহাকাশের নিদর্শনাবলি থেকে সত্য অস্বীকারকারীরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৩৩. অথচ দিনরাতের আবর্তন, এটা তাঁরই মহিমা। সূর্য ও চন্দ্র তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।

http://alQuran.org.bd

৩৪. (হে নবী!) তোমার পূর্বেও আমি কোনো মানুষকে অমরত্ব দান করি নি। তোমার মৃত্যু হলে ওরা কি চিরকাল বেঁচে থাকবে? ৩৫. প্রত্যেক প্রাণই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আমি তোমাদের ভালো ও খারাপ অবস্থা দিয়ে পরীক্ষা করি। আর আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে।

৩৬. সত্য অস্বীকারকারীরা তোমাকে দেখে বিদ্রুপ করে। তামাশা করে পরস্পরকে বলে, 'এ কি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের উপাস্যদের সমালোচনা করে?' আর ওরা নিজেরাই দয়াময়কে স্মরণ করতে অস্বীকার করে।

৩৭. মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই তাড়াহুড়োপ্রবণ। আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি দেখাব। এ ব্যাপারে তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ৩৮. ওরা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বলো, শাস্তির হুমকি কখন বাস্তবায়িত হবে? ৩৯. হায়! সত্য অস্বীকারকারীরা যদি বুঝতে পারত! সে-সময় এলে ওরা ওদের চারপাশ থেকে আসা আগুন ঠেকাতে পারবে না, না ওরা পাবে কোনো সাহায্যকারী! ৪০. মূলত আজাব অকস্মাৎ ওদের ঘিরে ফেলবে। তখন ওদের বুদ্ধিনাশ হবে। ওরা তা রুখতেও পারবে না, আর কোনো অবকাশও পাবে না।

৪১. তোমার পূর্বে বহু রসুলকেই ঠাট্টাবিদ্রুপ করা হয়েছে। যে আজাবের প্রসঙ্গ নিয়ে ওরা ঠাট্টাবিদ্রুপ করত, শেষ পর্যন্ত সে আজাব-ই ওদের গ্রাস করেছে।

॥ রুকু ৪ ॥

৪২. (হে নবী! ওদের) জিজ্ঞেস করো, 'দিনে বা রাতে দয়াময়ের (শাস্তি থেকে) কে তোমাদের রক্ষা করতে পারে?' এরপরও ওরা দয়াময়ের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। ৪৩. তবে কি আমি ছাড়া ওদের কোনো উপাস্য ওদেরকে রক্ষা করতে পারে? ওরা তো নিজেদেরই রক্ষা করতে পারে না। আমার বিরুদ্ধে সাহায্য করবে কীভাবে?

৪৪. আমি ওদেরকে ও ওদের পূর্বপুরুষদের প্রচুর পার্থিব ভোগসম্ভার দিয়েছিলাম, করেছিলাম দীর্ঘায়ু। কিন্তু ওরা কি দেখছে না যে, ওদের জমিন আস্তে আস্তে চারদিক থেকে সংকীর্ণ করে আনা হচ্ছে? এরপরও কি ওরা (আশা করে যে) বিজয়ী হবে?

http://alQuran.org.bd

৪৫. (হে নবী! ওদের) বলো, আমি তো কেবল ওহীর সাহায্যে তোমাদের সতর্ক করছি। কিন্তু সতর্ক করা হলেও (হৃদয়ে) শ্রবণপ্রতিবন্ধীরা সতর্কবাণী শুনতে পায় না। ৪৬. তোমার প্রতিপালকের আজাব ওদের স্পর্শ করামাত্র ওরা আর্তনাদ করে উঠবে, 'হায়! দুর্ভোগ আমাদের! আমরা জালেম ছিলাম!' ৪৭. মহাবিচার দিবসে প্রত্যেকের প্রতিই ন্যায়বিচার করা হবে। কারো প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না। প্রত্যেকের তিল পরিমাণ (সৎ বা অসৎ) কর্মও উপস্থাপিত হবে। আর নির্ভুল হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট।

৪৮-৪৯. আমি অবশ্যই মুসা ও হারুনকে ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যকারী মানদণ্ড 'ফোরকান' দিয়েছিলাম। তা ছিল পথপ্রদর্শক আলো ও উপদেশ আল্লাহ-সচেতনদের জন্যে, তারা না দেখেও প্রতিপালকের (বিরাগভাজন হওয়াকে) ভয় করে এবং মহাবিচার দিবস সম্পর্কে শঙ্কিত থাকে। ৫০. (পূর্ববর্তী কিতাবের মতো) এই কোরআনও অনেক কল্যাণময় উপদেশসহ তোমাদের জন্যে নাজিল করেছি। তবুও কি তোমরা একে মেনে নিতে অস্বীকার করবে?

॥ রুকু ৫ ॥

৫১. ইতঃপূর্বে আমি ইব্রাহিমকে সত্য-মিথ্যা বিচারের জ্ঞান দিয়েছিলাম। আমি তার সবই জানতাম। ৫২. যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা যে উপাসনা করছ, এই মূর্তিগুলো কী?' ৫৩. ওরা বলল, 'আমরা আমাদের বাপদাদাদের দেখেছি এদের উপাসনা করতে!' ৫৪. ইব্রাহিম বলল, 'তোমাদের বাপদাদাদের ন্যায় তোমরাও সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ডুবে আছ।' ৫৫. ওরা বলল, 'তুমি কি তোমার মনের কথা আমাদের বলছ, না কৌতুক করছ?'

৫৬. ইব্রাহিম বলল, 'না কৌতুক নয় (এগুলো কখনোই উপাস্য হতে পারে না)। আসলে তোমাদের উপাস্য তিনিই যিনি মহাকাশ ও পৃথিবীর (স্রষ্টা ও) পালনকর্তা। আমি এ সত্যেরই সাক্ষ্যদাতা।' ৫৭. (ইব্রাহিম মনে মনে বলল) 'শপথ আল্লাহর! তোমরা চলে যাওয়ার পর আমি মূর্তিগুলোর ব্যাপারে ব্যবস্থা নেব।' ৫৮. এরপর সে সবচেয়ে বড় মূর্তিটি ছাড়া অন্য সকল মূর্তি চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল, যাতে ওরা ফিরে এসে বড় মূর্তিটি দেখতে পায়।

৫৯. (ফিরে আসার পর সবকিছু দেখে) ওরা বলল, আমাদের উপাস্যদের কে এমন করল? নিশ্চয়ই সে জুলুমকারী। ৬০. কেউ কেউ বলল, আমরা এক

http://alQuran.org.bd

যুবককে এদের নিন্দা করতে শুনেছি। তার নাম ইব্রাহিম। ৬১. ওরা বলল, তাকে সবার সামনে হাজির করো, যাতে লোকজন (তাকে প্রদত্ত শাস্তি) দেখতে পায়।

৬২. (ইব্রাহিম উপস্থিত হওয়ার পর) ওরা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'হে ইব্রাহিম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যদের এমন অবস্থা করেছ?' ৬৩. উত্তরে সে বলল, '(তোমরা কেন মনে করছ যে, এ-কাজ আমার) আসলে এই বড়টি (মূর্তি) এ-কাজ করেছে। একে জিজ্ঞেস করে দেখ। অবশ্য যদি এ কথা বলতে পারে!' ৬৪. একথা শুনে তারা পরস্পরের দিকে তাকাল। একে অপরকে বলল, 'আসলে (তাড়াহুড়ো করে ইব্রাহিমকে সন্দেহ করে) তোমরাই সীমালঙ্ঘন করেছ।' ৬৫. কিন্তু মুহূর্তেই ওরা ওদের আগের চিন্তায় ফিরে গেল। বলল, 'ইব্রাহিম, তুমি তো ভালো করেই জানো যে, এরা কথা বলতে পারে না।'

৬৬-৬৭. ইব্রাহিম বলল, 'তবে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা করো, যা তোমাদের কোনো উপকার বা অপকার করতে পারে না? আফসোস তোমাদের জন্যে! এবং আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা করো তাদের জন্যে! (এ ঘটনা দেখার পরও কি) তোমরা তোমাদের সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবে না?'

৬৮. ওরা বলতে লাগল, 'ওকে আগুনে পুড়িয়ে মারো! দেবতাদের অপমানের প্রতিশোধ নাও! যদি তোমরা কিছু করতে চাও!'

৬৯. (ইব্রাহিমকে আগুনে নিক্ষেপ করার পর) আমি বললাম, 'হে আগুন! তুমি ইব্রাহিমের জন্যে শীতল ও শান্তির উৎসে পরিণত হও।' ৭০. ওরা ইব্রাহিমের ক্ষতি করতে চেয়েছিল। কিন্তু ওরাই (হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হয়ে) সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হলো।

৭১. আর আমি ইব্রাহিম ও লূতকে উদ্ধার করে সে দেশে পৌঁছে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্ববাসীর জন্যে রেখেছি কল্যাণ। ৭২. পরে আমি ইব্রাহিমকে দান করেছিলাম পুত্র ইসহাক আর পৌত্র ইয়াকুবকে। তারা প্রত্যেকেই ছিল সৎকর্মশীল। ৭৩. আমি তাদের দান করেছিলাম নেতৃত্ব। তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সৎপথ প্রদর্শন করত। আমি তাদেরকে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দিয়েছিলাম সৎকর্ম করার, নামাজ কায়েম করার ও যাকাত আদায় করার। তারা সবাই আমারই ইবাদত করত।

http://alQuran.org.bd

৭৪. আমি লূতকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছিলাম। তাকে এমন এক জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যার অধিবাসীরা কুকর্মে (সমকামিতায়) লিপ্ত ছিল। মূলত ওরা ছিল বিকৃত, ভ্রষ্ট ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। (আমি তাদের ধ্বংস করেছিলাম।) ৭৫. পক্ষান্তরে লূতকে আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম, সে ছিল সৎকর্মশীলদের একজন।

॥ রুকু ৬ ॥

৭৬. স্মরণ করো নূহের কথা! নূহের ডাকে সাড়া দিয়ে আমি তাকে ও তার পরিবারকে মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা করেছিলাম। ৭৭. আমার নিদর্শনাবলি অস্বীকারকারী জনগোষ্ঠীর হাত থেকে তাকে রক্ষা করেছিলাম এবং পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের সকলকে নিমজ্জিত করেছিলাম।

৭৮. স্মরণ করো দাউদ ও সোলায়মানের কথা! একজনের মেষের পাল রাতে অন্যের ক্ষেতে ঢুকে ফসল নষ্ট করার মামলার বিচার যখন তারা করছিল, আমি তাদের বিচার পর্যবেক্ষণ করছিলাম। ৭৯. আমি তখন সোলায়মানকে সঠিক ফয়সালা বুঝিয়ে দিলাম। নিশ্চয়ই আমি তাদের দুজনকেই দিয়েছিলাম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। দাউদের সাথে আমার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণার জন্যে আমি পর্বতকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, একইভাবে পাখিরাও তার সাথে আমার মহিমা ঘোষণা করত। আসলে আমি সবকিছুই করতে পারি।

৮০. আমি দাউদকে তোমাদের জন্যে বর্ম নির্মাণের কৌশল শিক্ষা দিয়েছি, যাতে করে (হে মানুষ!) তোমরা প্রতিপক্ষের অস্ত্রের আঘাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারো। তোমরা কি এজন্যে শোকরগোজার হবে না?

৮১. আমি বায়ুকে সোলায়মানের বশীভূত করেছিলাম। বায়ু তার নির্দেশে সে দেশের দিকে প্রবাহিত হতো, যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছিলাম। এর প্রতিটি বিষয়ই আমি পুরোপুরি জানি। ৮২. বিদ্রোহী শক্তির মধ্য থেকে কতককে আমি তার অধীন করে দিয়েছিলাম, ওরা তার জন্যে ডুবুরির কাজসহ অন্যান্য কাজ করত। তবে আমিই তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতাম।

৮৩. স্মরণ করো আইয়ুবের কথা! সে তার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করল, 'রোগ-যন্ত্রণা, দুঃখকষ্টে আমি জর্জরিত। (প্রভু হে! দয়া করো!) তুমিই পরম করুণাময়।' ৮৪. আমি তখন তার প্রার্থনা কবুল করলাম। তার সকল কষ্ট দূর

http://alQuran.org.bd

করে দিলাম। তার পরিবার-পরিজনকে ফিরিয়ে দিলাম। বিশেষ রহমত হিসেবে পরিজনের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করলাম, ইবাদতকারীদের জন্যে এক স্মরণীয় উদাহরণ হিসেবে।

৮৫-৮৬. স্মরণ করো ইসমাইল, ইদরিস ও জুলকিফল-এর কথা! তারা ছিল ধৈর্যশীল ও সৎকর্মশীল। তারা ছিল আমার অনুগ্রহভাজনদের অন্তর্ভুক্ত।

৮৭-৮৮. স্মরণ করো জুননুনের (ইউনুস) কথা! সে ক্ষুব্ধ হয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছিল এবং মনে করেছিল আমি তাকে পাকড়াও করব না। তারপর গভীর অন্ধকার থেকে প্রার্থনা করেছিল, 'প্রভু হে! তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই! তুমি মহাপবিত্র! আমি পাপী! আমি গুনাহগার! (আমায় ক্ষমা করো)।' তখন আমি তার প্রার্থনা কবুল করেছিলাম। তাকে বিপদমুক্ত করেছিলাম। আর এভাবেই আমি বিশ্বাসীদের উদ্ধার করি।

৮৯. স্মরণ করো জাকারিয়ার কথা! যখন সে প্রার্থনা করেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নিঃসন্তান রেখো না। যদিও আমি জানি (আমাকে বংশীয় উত্তরসূরি না দিলেও) সবার মৃত্যুর পরও তুমি বিরাজমান থাকবে।'
৯০. আমি তার দোয়া কবুল করলাম। তাকে দান করলাম পুত্র ইয়াহিয়া। তার স্ত্রীকে সন্তান গ্রহণের যোগ্য করলাম। এই রসুলরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত। আশা ও শঙ্কা নিয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করত। আর তারা ছিল আমার কাছে সবসময় বিনয়াবনত।

৯১. স্মরণ করো সেই নারীর কথা! যে নিজের সতীত্ব রক্ষা করেছিল। আমি তার মধ্যে আমার আদেশ (রুহ) সঞ্চারিত করলাম। আর তাকে ও তার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্যে এক উজ্জ্বল নিদর্শন করেছিলাম।

৯২. হে মানুষ! (যারা আমাকে বিশ্বাস করো) তোমরা একই জাতি। আর আমি তোমাদের প্রতিপালক। তাই শুধু আমারই ইবাদত করো। ৯৩. কিন্তু তোমরা (এই সত্য ভুলে গিয়ে) তোমাদের কার্যকলাপ দ্বারা পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করেছ। অবশ্যই তোমাদের প্রত্যেককে আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে।

॥ রুকু ৭ ॥

৯৪. সুতরাং কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে ও সৎকর্ম করলে তার প্রতিটি উদ্যোগ ও শ্রমের প্রতিফল সে পাবে। কারণ তা যথাযথভাবেই রেকর্ড হচ্ছে।

http://alQuran.org.bd

৯৫. কিন্তু এটা অবধারিত সত্য, যে-সব জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, সেখানকার অধিবাসীরা কখনোই (পাপের পথ থেকে) প্রত্যাবর্তন করবে না।
৯৬. যতক্ষণ পর্যন্ত না ইয়াজুজ-মাজুজকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং তারা চারদিক থেকে সকল উচ্চতা অতিক্রম করে (পঙ্গপালের মতো) জমিনকে ছেয়ে ফেলবে। ৯৭. যখন মহাবিচারের অঙ্গীকার পূরণের সময় ঘনিয়ে আসবে, তখন সত্য অস্বীকারকারীদের চোখ আতঙ্কে স্থির হয়ে যাবে। আর্তনাদ করে বলবে, হায়! দুর্ভোগ আমাদের! আমরা উদাসীন ছিলাম! আমরা পাপে নিমজ্জিত ছিলাম!

৯৮. (তখন ওদের বলা হবে) তোমরা এবং আল্লাহ ছাড়া যাদের তোমরা উপাসনা করেছ, সবাইকে জাহান্নামের ইন্ধন বানানো হবে। তোমরা সেখানেই প্রবেশ করবে। ৯৯. এ উপাস্যরা যদি প্রকৃত উপাস্য হতো, তবে তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করতে হতো না। কিন্তু ওদের প্রত্যেকেই জাহান্নামে থাকবে। ১০০. জাহান্নামে এই শরিককারীদের কানফাটা আর্তনাদ ছাড়া আর কিছুই তারা শুনতে পাবে না।

১০১. (বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের জন্যে) আমি আগে থেকেই কল্যাণ নির্ধারিত করে রেখেছি। তাদের জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। ১০২. তারা এ আর্তনাদের ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না। তারা সেখানে তাদের মনপসন্দ সবকিছু চিরকাল উপভোগ করবে। ১০৩. মহাবিচারের সমাবেশ ময়দানের বিভীষিকায় বিশ্বাসীরা কখনো বিচলিত হবে না। ফেরেশতারা তাদের স্বাগত জানিয়ে বলবে, ‘আজ তোমাদের সেই শুভদিন, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হয়েছিল।’

১০৪. (হে মানুষ! সেদিনের কথা ভাবো) যেদিন মহাকাশকে লিখিত কাগজের পাতার ন্যায় ভাঁজ করে গুটানো হবে। আর যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। ওয়াদা পালন করা আমার দায়িত্ব আর আমি ওয়াদা পালন করবই।

১০৫. আমি আসমানি কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি যে, আমার সৎকর্মশীল যোগ্য বান্দারাই শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে।
১০৬. এতে আল্লাহর ইবাদতকারী জনগোষ্ঠীর জন্যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

http://alQuran.org.bd

১০৭. (অতএব হে নবী!) আমি তোমাকে বিশ্বজাহানের জন্যে করুণার নিদর্শন (রহমাতুল্লিল আলামীন) হিসেবে পাঠিয়েছি। ১০৮. (হে নবী! ওদের) বলো, আমার ওপর ওহী আসে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ! এরপরও কি তোমরা তাঁর কাছে সমর্পিত হবে না?

১০৯-১১১. যদি ওরা এই সত্য মানতে অস্বীকার করে, তবে (হে নবী!) তুমি ওদের বলো, আমি প্রকাশ্যভাবেই সবাইকে অবধারিত আজাবের ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছি। যদিও আমি জানি না, প্রতিশ্রুত আজাবের সময় কাছে, না দূরে। তোমরা মুখে যা বলো, তা-ও তিনি জানেন আর যা গোপন রাখো তা-ও তিনি জানেন। কিন্তু আমি জানি না (আল্লাহর আজাব বিলম্বিত হওয়া) তোমাদের জন্যে একটা পরীক্ষা, না তাঁর সাময়িক করুণা!

১১২. (হে নবী!) বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি ন্যায়বিচার করো।' এবং (বলো) 'আমাদের প্রতিপালক তো দয়াময়। তোমরা যে অবমাননাকর কথা বলছ, তার মোকাবেলায় তিনিই আমাদের সহায়!'

http://alQuran.org.bd

২২. সূরা হজ

রুকু ১০ ॥ আয়াত ৭৮ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালকের (বিরাগভাজন হওয়াকে) ভয় করো। মহাপ্রলয় এক ভয়ংকর ব্যাপার। ২. যেদিন মহাপ্রলয় প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুধের শিশুর কথা ভুলে যাবে, প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভপাত ঘটবে, নেশাগ্রস্ত না হওয়া সত্ত্বেও সকল মানুষকে মনে হবে মাতালের মতো টালমাটাল; আল্লাহর শাস্তির ভয়ে এতটাই আতঙ্কিত হবে তারা।

৩. কিছু মানুষ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ সম্পর্কে তর্কবিতর্কে লিপ্ত হয় এবং প্রতিটি উদ্ধত শয়তানি শক্তির অনুসরণ করে। ৪. অথচ বিধিলিপি হচ্ছে, যে শয়তানি শক্তির অনুগমন করবে, শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

৫. (আল্লাহ বলেন) হে মানুষ! পুনরুত্থানের সত্যতার ব্যাপারে তুমি কি সন্দিগ্ধ? তবে একটু সময় নিয়ে চিন্তা করে দেখ–আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি ধুলোমাটি থেকে, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর নিষিক্ত ডিম্ব থেকে, তারপর (বিকাশমান) ভ্রূণ–পূর্ণ বা অপূর্ণ মাংসপিণ্ড থেকে। তোমাদের নিকট প্রকৃত সত্য সুস্পষ্ট করার জন্যেই (এ বর্ণনা)। আমি যে শুক্রাণুকেই ইচ্ছা করি, নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত জরায়ুতে স্থিতিশীল রাখি। তারপর শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ করি। তারপর কালক্রমে পরিণত বয়সে উপনীত করি। যৌবন আসার আগেই কারো কারো মৃত্যু হয়, আবার কাউকে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা হয়। ফলে একসময় সে যা খুব ভালোভাবে জানত, তা-ও ভুলে যায়। (হে মানুষ! এরপরও যদি পুনরুত্থান সম্পর্কে তোমার কোনো সন্দেহ থাকে, তবে বিবেচনা করো জমিনের কথা) তুমি দেখ নিষ্প্রাণ শুষ্ক মাটি। তারপর আমি বৃষ্টিবর্ষণ করলে মাটিতে শিহরণ জাগে। অঙ্কুরিত হয় উদ্ভিদ লতাগুল্ম। প্রান্তর হয়ে ওঠে সবুজ শস্যশ্যামল। ৬. এসব ঘটার কারণ হচ্ছে, আল্লাহই একমাত্র চূড়ান্ত সত্য। তিনি মৃতকে জীবন দান করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

http://alQuran.org.bd

৭. মহাবিচার অবশ্যম্ভাবী, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর কবরে যারা আছে, আল্লাহ তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন। ৮. তবুও কিছু মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক করে–এদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথনির্দেশনা, না আছে কোনো আলোকময় কিতাব। ৯. ওরা মিথ্যা দম্ভভরে বিতর্কে নামে, যাতে অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারে। ওদের জন্যে ইহকালেও রয়েছে লাঞ্ছনা আর পরকালে ওরা ভোগ করবে অনন্ত দহনযন্ত্রণা। ১০. (সেদিন ওদের বলা হবে) যা ভোগ করছ, তা তোমারই কৃতকর্মের ফল। কারণ আল্লাহ তাঁর বান্দার ওপর কোনো জুলুম করেন না।

॥ রুকু ২ ॥

১১. মানুষের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে, দ্বিধাদ্বন্দ্বের মাঝে আল্লাহর ইবাদত করে। পার্থিব কল্যাণ পেলে আশ্বস্ত হয়ে ইবাদতে লেগে থাকে আর পরীক্ষা হিসেবে কোনো বিপদ উপস্থিত হলে সে পূর্বাবস্থায় (বিশ্বাসহীনতায়) ফিরে যায়। ফলে সে ইহকাল ও পরকাল সবই হারায়। আর এ ক্ষতির কোনো তুলনা নেই। ১২. (এই আচরণ দ্বারা) ওরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন উপাস্যের শরণাপন্ন হয়, যা তার কোনো উপকার বা অপকার কিছুই করতে পারে না। নিঃসন্দেহে এটা চরম বিভ্রান্তি। ১৩. আবার সে (কখনো কখনো) এমন কারো শরণাপন্ন হয়, যে উপকার না করে ক্ষতিই করে। কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক! কত নিকৃষ্ট এই সহচর!

১৪. পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। আল্লাহ তা-ই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন।

১৫. যদি কেউ মনে করে যে, আল্লাহ কখনোই রসুলকে ইহকাল বা পরকালে সাহায্য করবেন না, তাহলে যে-কোনোভাবে সে আকাশে আরোহণ করুক। তারপর দেখুক, এই প্রচেষ্টা ও কৌশল ওর আক্রোশের কারণ দূর করে কিনা। (না, ওর প্রচেষ্টা সফল হবে না।) ১৬. আমি কোরআনকে সুস্পষ্ট বাণীর আকারে নাজিল করেছি। এভাবেই আল্লাহ মানুষকে পথের দিশা দেন (যে পথ পেতে চায়)।

১৭. মহাবিচার দিবসে বিশ্বাসী, ইহুদি, সাবেয়ী, খ্রিষ্টান, অগ্নি-উপাসক ও শরিককারীদের ধ্যানধারণার ব্যাপারে আল্লাহ চূড়ান্ত ফয়সালা করবেন। আল্লাহ সবকিছুরই সম্যক-সাক্ষী।

http://alQuran.org.bd

১৮. হে মানুষ! তুমি কি সচেতন নও যে, মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে–সূর্য, চন্দ্র, গ্রহনক্ষত্র, পর্বতমালা, গাছপালা, জীবজন্তু সবই আল্লাহকে সেজদা করে। আর মানুষের মধ্যে অনেকে (সচেতনভাবে) সেজদা করে আবার অনেকে (তাঁকে অমান্য করার কারণে পরকালে) কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। আল্লাহ যাকে লঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মানিত করতে পারে না। আল্লাহ তা-ই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন। *[সেজদা]*

১৯-২১. দুটি বিবদমান পক্ষ তাদের প্রতিপালককে নিয়ে মতবিরোধে লিপ্ত। এদের মধ্যে যারা সত্য অস্বীকার করছে, পরকালে আগুনই হবে তাদের পোশাক। তাদের মাথার ওপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি, যা তাদের ত্বক ও পেটের ভেতরের সবকিছু গলিয়ে ফেলবে। সেইসাথে শাস্তির জন্যে থাকবে লোহার মুগুর। ২২. যখনই তারা যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে জাহান্নাম থেকে বেরোতে চাইবে, তখনই তাদের আবার ভেতরে ঠেলে দেয়া হবে। বলা হবে, 'স্বাদ গ্রহণ করো দহনযন্ত্রণার!'

॥ রুকু ৩ ॥

২৩. (অপরপক্ষে) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। সেখানে তাদেরকে সোনা-মুক্তোর অলংকারে ভূষিত করা হবে। তাদের পোশাক হবে রেশমের। ২৪. তারা সত্যবাণী গ্রহণে ইচ্ছুক ছিল, তাই তারা পরিচালিত হয়েছিল পরম প্রশংসাভাজন আল্লাহর পথে।

২৫. যারা সত্যকে অস্বীকার করে, মানুষকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয় এবং যে মসজিদুল হারামকে স্থানীয় ও বহিরাগত সবার জন্যে আমি উন্মুক্ত করেছি, সেখান থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করে (তারা কঠিন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য)। আর যে ব্যক্তিই মসজিদুল হারামে ধর্মবিরোধী কাজ ও ইচ্ছাকৃত অন্যায় করবে, (পরকালে) তাকেও কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।

॥ রুকু ৪ ॥

২৬. স্মরণ করো! যখন আমি ইব্রাহিমকে কাবাঘরের জায়গা ঠিক করে দিয়েছিলাম, তখন বলেছিলাম, আমার সাথে কাউকে শরিক কোরো না আর আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, কিয়ামকারী এবং রুকু ও সেজদাকারীদের জন্যে পবিত্র রেখো।

http://alQuran.org.bd

২৭-২৮. অতএব (হে নবী!) মানুষের কাছে হজের ঘোষণা দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে বা উটের পিঠে চড়ে। দূরদূরান্ত থেকে তারা এসে যেন কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে। আর তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণ হিসেবে যে গবাদি পশু দিয়েছেন, তা থেকে নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নামে জবাই করতে পারে। তা থেকে তোমরা খাও এবং অভাবী দরিদ্রদের খাওয়াও। ২৯. তারপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে, তাদের মানত পূর্ণ করে এবং পুনরায় কাবাঘরের তাওয়াফ করে।

৩০. এই হচ্ছে হজের বিধান। কেউ আল্লাহর পবিত্র বিধানকে সম্মান করলে তা প্রতিপালকের দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তির জন্যেই উত্তম বলে গণ্য হবে। তোমাদের জন্যে যা হারাম বলে ঘোষিত হয়েছে, তা ছাড়া সকল চতুষ্পদ পশু হালাল। সুতরাং মূর্তির অপবিত্রতা থেকে দূরে থেকো। মিথ্যাচার পরিহার করো (মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না)। ৩১. আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হও এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক কোরো না। যে আল্লাহর সাথে শরিক করে তার উপমা হচ্ছে এমন ব্যক্তির, আকাশ থেকে যার পতন হয়েছে আর মৃতভোজী পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে অথবা ঝড়ো হাওয়া তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরবর্তী কোথাও আছড়ে ফেলেছে।

৩২. এই আল্লাহর বিধান। আর হৃদয়ে আল্লাহ-সচেতনতা সৃষ্টি হলেই একজন ধর্মের নিদর্শনাবলিকে সম্মান করতে পারে। ৩৩. এই কোরবানির পশু থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উপকার লাভের অধিকার তোমাদের রয়েছে। এরপর এগুলোর গন্তব্য হচ্ছে প্রাচীন গৃহ (কাবাঘর, যা একত্বের প্রতীক)।

॥ রুকু ৫ ॥

৩৪-৩৫. আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে কোরবানিকে ইবাদতের অংশ করেছি। যাতে জীবনোপকরণ হিসেবে যে গবাদি পশু তাদেরকে দেয়া হয়েছে, তা জবাই করার সময় তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে আর (সবসময় যেন মনে রাখে) একমাত্র আল্লাহই তাদের উপাস্য। অতএব তাঁর কাছেই পুরোপুরি সমর্পিত হও। আর সুসংবাদ দাও সমর্পিত বিনয়াবনতদের, আল্লাহর নাম নেয়া হলেই যাদের অন্তর কেঁপে ওঠে, যারা বিপদে ধৈর্যধারণ করে, নামাজ কায়েম করে আর আমার প্রদত্ত জীবনোপকরণ থেকে দান করে।

http://alQuran.org.bd

৩৬. কোরবানির পশুকে আল্লাহ তাঁর মহিমার প্রতীক করেছেন। তোমাদের জন্যে এতে রয়েছে বিপুল কল্যাণ। অতএব এগুলোকে সারিবদ্ধভাবে বাঁধা অবস্থায় এদের জবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো। এরপর এরা যখন জমিনে লুটিয়ে পড়ে, তখন তা থেকে (মাংস সংগ্রহ করে) তোমরা খাও এবং কেউ চাক না চাক সবাইকে খাওয়াও। এভাবেই আমি গবাদি পশুগুলোকে তোমাদের প্রয়োজনের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় করো।

৩৭-৩৮. (কিন্তু মনে রেখো) কোরবানির মাংস বা রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, আল্লাহর কাছে পৌঁছায় শুধু তোমাদের নিষ্ঠাপূর্ণ আল্লাহ-সচেতনতা। এই লক্ষ্যেই কোরবানির পশুগুলোকে তোমাদের অধীন করে দেয়া হয়েছে। অতএব আল্লাহ তোমাদের সৎপথ প্রদর্শনের মাধ্যমে যে কল্যাণ দিয়েছেন, সেজন্যে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করো। (হে নবী!) তুমি সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দাও যে, আল্লাহ বিশ্বাসীদের রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।

॥ রুকু ৬ ॥

৩৯-৪০. যারা অন্যায়ভাবে আক্রান্ত ও অত্যাচারিত হয়েছে, আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হলো। 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ'–একথা বলার জন্যে যাদেরকে ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বিতাড়িত করা হয়েছে, আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে বিহার (ছাওয়ামিউ), গির্জা, সিনাগগ আর সেই মসজিদগুলো, যেখানে আল্লাহর নাম বেশি বেশি স্মরণ করা হয়–সবই ধ্বংস হয়ে যেত। যে আল্লাহর (ধর্মের) সাহায্যে এগিয়ে আসে, আল্লাহ তাকে অবশ্যই সাহায্য করেন। আল্লাহ নিশ্চয়ই সর্বশক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী। ৪১. কারণ আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে এরা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎকর্মে অনুপ্রাণিত করবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আসলে সকল ঘটনার চূড়ান্ত পরিণতি তো আল্লাহর এখতিয়ারে।

৪২-৪৪. (হে নবী!) সত্য অস্বীকারকারীরা যদি তোমাকে অস্বীকার করে (তাহলে মনে রেখো), ইতঃপূর্বে নূহ, আদ, সামুদ, ইব্রাহিম ও লূতের সম্প্রদায়ও তাদেরকে অস্বীকার করেছিল। মাদিয়ানবাসীরাও মানে নি তাদের

http://alQuran.org.bd

রসুলকে। মুসাকেও ফেরাউন বলেছিল, মিথ্যুক। আমি সত্য অস্বীকারকারীদের (অনুশোচনার জন্যে) অবকাশ দিয়েছিলাম, পরে তাদের দিয়েছি কঠিন শাস্তি।

৪৫. সীমালঙ্ঘনের শাস্তি হিসেবে কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি! এসব জনপদ এখন নিছক ধ্বংসস্তূপ। কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে, কত সুউচ্চ প্রাসাদ হয়ে গেছে স্তূপ।
৪৬. সত্য অস্বীকারকারীরা কি পৃথিবী ভ্রমণ করে না? তাদের চোখ কি দেখতে পায় না? তাদের কান কি শুনতে পায় না? আসলে এ নির্বোধদের চোখে আবরণ পড়ে নি, আবরণ পড়েছে ওদের অন্তরে!

৪৭. (হে নবী!) ওরা তোমাকে আল্লাহর শাস্তি ত্বরান্বিত করার জন্যে চ্যালেঞ্জ দেয়। আল্লাহ কখনোই তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। মনে রেখো, তোমার প্রতিপালকের কাছে একদিন–তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান।
৪৮. সীমালঙ্ঘন করার পর (অনুশোচনা করার জন্যে) বহু জনপদকে আমি সুযোগ দিয়েছিলাম। তারপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি। (মনে রেখো) তোমাদের সবাইকে শেষ পর্যন্ত আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।

॥ রুকু ৭ ॥

৪৯. (হে নবী!) বলো, 'হে মানুষ! আমি তো তোমাদের জন্যে (আল্লাহর প্রেরিত) এক স্পষ্ট সতর্ককারী।'
৫০. অতএব যারা বিশ্বাস স্থাপন এবং সৎকর্ম করবে তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবনোপকরণ।
৫১. অপরদিকে যারা আমার বাণীসমূহকে নস্যাৎ করার চেষ্টায় লিপ্ত হবে, তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

৫২. আর হে নবী! তোমার পূর্বে যে নবী-রসুলদের পাঠিয়েছি, তারা যখনই কিছু আকাঙ্ক্ষা করেছে, তখন শয়তান তার মধ্যে কিছু খেয়ালিপনা ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আল্লাহ এ-ক্ষেত্রে সকল শয়তানি প্রচেষ্টা নস্যাৎ করেছেন। আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৫৩. পাষাণ হৃদয় আর (মুনাফেকির) রোগে আক্রান্ত অন্তরগুলোকে পরীক্ষা করার জন্যেই আল্লাহ (নবীদের সম্পর্কে) সন্দেহ-সংশয় ঢোকানোর ব্যাপারে শয়তানকে চেষ্টা করার সুযোগ দেন। যারা এভাবে পাপে লিপ্ত হয়,

http://alQuran.org.bd

নিঃসন্দেহে তারা নিজেদের ওপরেই জুলুম করে। ৫৪. আর সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারীরা এর ফলে বুঝতে পারে যে, এই আয়াতসমূহ প্রতিপালকের কাছ থেকে প্রেরিত সত্য। ফলে তাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়। অন্তর হয় পরিতৃপ্ত। বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ অবশ্যই হেদায়েতের সরলপথে পরিচালিত করেন।

৫৫. (আসল সত্য হচ্ছে) হঠাৎ ভয়ংকর বিপর্যয় বা কেয়ামত না আসা পর্যন্ত সত্য অস্বীকারকারীরা সন্দেহের মধ্যেই নিমজ্জিত থাকবে। ৫৬. আর কেয়ামতের দিন চূড়ান্ত কর্তৃত্ব প্রয়োগ করবেন আল্লাহ। তিনি ওদের বিচার করবেন। যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তারা থাকবে নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে। ৫৭. আর যারা সত্য অস্বীকার করে আর আমার বাণীসমূহকে অমান্য করে, তাদের জন্যে থাকবে অপমানকর শাস্তি।

॥ রুকু ৮ ॥

৫৮. যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে ও পরে নিহত হয়েছে বা মারা গেছে—আল্লাহ নিঃসন্দেহে তাদের জন্যে উত্তম জীবনোপকরণ দান করবেন। আল্লাহই উত্তম রিজিকদাতা। ৫৯. আল্লাহ তাদেরকে এমন স্থানে দাখিল করবেন, যা তাদের অপার্থিব আনন্দ ও তৃপ্তি দেবে। আর আল্লাহ প্রজ্ঞাময়, পরমসহনশীল।

৬০. এটাই নিয়ম। একজন মানুষ নিপীড়িত হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় সমপরিমাণ প্রতিশোধ নেয়ার পর যদি আবার ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আক্রান্ত হয়, তবে আল্লাহ তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপমোচনকারী, ক্ষমাশীল। ৬১. আল্লাহই দিনকে বড় করে রাতকে ছোট করেন আবার রাতকে বড় করে দিনকে ছোট করেন। আল্লাহ সব শোনেন, সব দেখেন।

৬২. আল্লাহ হচ্ছেন চূড়ান্ত সত্য। আর মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে যা-কিছুর উপাসনা করে, তা ডাহা মিথ্যা। কারণ আল্লাহ একাই সমুচ্চ, সুমহান! ৬৩. তোমরা কি লক্ষ করো না, আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করেন, যাতে জমিন সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে? আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল। ৬৪. মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, সবই তাঁর। তিনি অভাবমুক্ত, সদাপ্রশংসার্হ।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ৯ ॥

৬৫. তোমরা কি লক্ষ করো না যে, পৃথিবীর সবকিছুকে আল্লাহ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন? তিনি নৌযানকেও তোমাদের কল্যাণে নিয়মানুবর্তী করেছেন এবং তাঁর নির্দেশেই তা সাগরে বিচরণশীল। আর তিনিই মহাকাশের বস্তুনিচয়কে স্থিতিশীল রাখেন, যাতে তা হঠাৎ করে তাঁর অনুমতি ছাড়া পৃথিবীতে পতিত না হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অতীব দয়ালু, বড়ই মেহেরবান।

৬৬. (বুঝতেই পারছ) আল্লাহই তোমাদের জীবন দান করেছেন। তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। আবার তিনিই তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন। তারপরও মানুষ অতি-অকৃতজ্ঞ!

৬৭. আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে ইবাদতের নিয়মকানুন নির্ধারণ করে দিয়েছি। তাই ওরা যেন এ ব্যাপারে তোমার সাথে বিতর্ক না করে। তুমি ওদেরকে তোমার প্রতিপালকের পথে ডাকো। নিঃসন্দেহে তুমি তো সঠিক পথেই রয়েছ। ৬৮. এরপরও যদি ওরা তোমার সাথে বিতর্ক করে, তবে ওদের বলে দাও যে, তোমরা যা করো আল্লাহ সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। ৬৯. তোমরা সবাই যে বিষয়ে মতবিরোধ করছ, মহাবিচার দিবসে সে-বিষয়ে আল্লাহ ফয়সালা করবেন।

৭০. (হে মানুষ!) তোমরা কি বোঝো না যে, মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু ঘটছে সবই আল্লাহ জানেন? সবকিছুই বিশেষ লিপিকায় লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয়ই আল্লাহর জন্যে সব খুবই সহজ। ৭১. তারপরও ওরা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর উপাসনা করে, যার সমর্থনে তিনি কোনো দলিল নাজিল করেন নি। আর এগুলোর সত্যতার ব্যাপারেও ওদের কোনো জ্ঞান থাকতে পারে না। (মহাবিচার দিবসে) এই সীমালঙ্ঘনকারীদের কেউ সাহায্য করবে না।

৭২. আর যখন ওদের সামনে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ শোনানো হয়, তখন সত্য অস্বীকারকারীদের মুখে অসন্তোষের লক্ষণ দেখবে। যারা ওদের সামনে আমার আয়াত পাঠ করে, ওরা তার ওপর মারমুখো হয়ে ওঠে। (হে নবী!) ওদের বলো, ‘আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে খারাপ সংবাদ দেবো? তা হচ্ছে জাহান্নাম! আল্লাহ এ বিষয়ে সত্য অস্বীকারকারীদের সতর্ক করে দিয়েছেন। আর পরিণতি হিসেবে তা কতই না নিকৃষ্ট!’

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ১০ ॥

৭৩. হে মানুষ! তোমাদের জন্যে একটি উপমা দেয়া হলো। মনোযোগ দিয়ে শোনো : তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা করো, তারা সবাই মিলেও কখনো একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না। আর একটি মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কিছু নিয়ে উড়ে যায়, তা-ও তারা উদ্ধার করতে পারবে না। যার কাছে চাওয়া হচ্ছে আর যারা চাচ্ছে উভয়েই কত দুর্বল!
৭৪. ওরা আসলে আল্লাহর সঠিক মর্যাদাই বুঝতে পারে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী!

৭৫. আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে বাণীবাহক ও রসুল মনোনীত করেন। কিন্তু একমাত্র আল্লাহই সব শোনেন, সব দেখেন। ৭৬. (তাদের জ্ঞান সীমিত হলেও) আল্লাহ প্রকাশ্য ও গোপন সব বিষয়েই সবকিছু জানেন। আর সবকিছুই তাঁর কাছে ফিরে যাবে।

৭৭. হে বিশ্বাসীগণ! রুকু ও সেজদার মাধ্যমে তোমরা শুধু তোমাদের প্রতিপালকেরই ইবাদত করো এবং সৎকর্ম করো, যাতে করে তোমরা সফল ও তৃপ্ত হতে পারো।

৭৮. (হে বিশ্বাসীগণ!) তোমরা আল্লাহর পথে (আন্তরিকতার সাথে সঙ্ঘবদ্ধভাবে) সর্বাত্মক সংগ্রাম করো। তিনি তোমাদেরকে বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন (তাঁর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে)। তিনি তোমাদের জন্যে ধর্মে কোনো কঠিন বিধান দেন নি। তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের ধর্মের ওপরই তোমরা কায়েম থাকো। পূর্বেও তিনি তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং কোরআনেও তোমাদের নাম একই। রসুল তোমাদের সাক্ষী আর তোমরাও সাক্ষী হও মানবজাতির। অতএব নামাজ কায়েম করো, যাকাত আদায় করো, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসে অটল থাকো। তিনিই তোমাদের রক্ষাকারী। তিনি মহানুভব অভিভাবক এবং উত্তম সাহায্যকারী!

http://alQuran.org.bd

অষ্টাদশ পারা

২৩. সূরা মুমিনুন

রুকু ৬ ॥ আয়াত ১১৮ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

বিশ্বাসীরাই প্রকৃত সফল। ২-৯. বিশ্বাসীরা (এক) নামাজে বিনম্র থাকে। (দুই) অনর্থক কথা ও ফালতু কাজ থেকে নিজেদের বিরত রাখে। (তিন) যাকাত আদায়ে সক্রিয় হয়। (চার) নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। অবশ্য নিজের জীবনসাথি বা (যুদ্ধবন্দি) দাসী, (বিবাহবন্ধনের মাধ্যমে) যাদের ওপর বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে অন্যথা করলে তা নিন্দনীয় নয়। তবে এদের ছাড়া অন্য কাউকে কামনা করলে তা হবে সীমালঙ্ঘন। (পাঁচ) ওয়াদা পালন করে (ছয়) আমানত রক্ষা ও প্রত্যর্পণ করে এবং (সাত) নামাজ কায়েমে যত্নশীল থাকে। ১০-১১. এ বিশ্বাসীরাই অধিকারী হবে জান্নাতুল ফেরদৌসের, যেখানে তারা থাকবে চিরকাল।

১২-১৪. আমি মানুষকে সৃষ্টি করি মাটির মৌল উপাদান থেকে। তারপর শুক্রবিন্দুরূপে এক নিরাপদ স্থানে রাখি। তারপর শুক্রবিন্দুকে নিষিক্ত করি (ডিম্বের সাথে)। তারপর নিষিক্ত ডিম্বকে বিবর্তিত করি মাংসপিণ্ডে, তাতে সংযুক্ত করি অস্থিপঞ্জর। অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দেই মাংস দ্বারা। তারপর তাকে দেই অপরূপ রূপ। নিপুণতম স্রষ্টা আল্লাহ মহামহান। ১৫. শেষ পর্যন্ত তোমাদের মৃত্যু হবে। ১৬. মহাবিচার দিবসে পুনরায় তোমাদের জীবিত করা হবে।

১৭. আমি মহাকাশকে সাত স্তরে বিন্যস্ত করেছি। সৃষ্টির বিষয়ে আমি কখনোই বেখেয়াল নই। ১৮. আমি আকাশ থেকে পরিমিত পানিবর্ষণ করি, তারপর আমি তা মাটিতে ধরে রাখি। আবার আমি ইচ্ছে করলে মাটি থেকে পানি সরিয়েও নিতে পারি। ১৯. এ পানির সাহায্যে তোমাদের জন্যে খেজুর-আঙুরের বাগান সৃষ্টি করি। আর তাতে তোমাদের জন্যে উৎপন্ন হয় প্রচুর ফল, যা তোমরা খাও। ২০. সিনাই পাহাড় সংলগ্ন জমিনে আমি সৃষ্টি করেছি এক ধরনের গাছ, আহারকারীদের জন্যে যা উৎপন্ন করে তেল ও ব্যঞ্জন।

http://alQuran.org.bd

২১-২২. তোমাদের জন্যে গবাদি পশু থেকেও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তোমরা গবাদি পশুর দুধ পান করো, যা তোমাদের জন্যে অনেক উপকারী। আবার ওদের মাংসও খেতে পারো। আবার এই পশুর পিঠে তোমরা ভ্রমণ করো এবং আরোহণ করো নৌযানে।

॥ রুকু ২ ॥

২৩. আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। এরপরও কি তোমরা আল্লাহ-সচেতন হবে না?' ২৪-২৫. তার সম্প্রদায়ের নেতারা এ সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করল। তারা সম্প্রদায়ের লোকদের বলল, 'ও-তো আমাদের মতোই একজন মানুষ। তোমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্যেই ও একথা বলছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে (আমাদের কাছে বাণী পৌঁছানোর জন্যে) তো ফেরেশতা প্রেরণ করতে পারতেন। আমাদের বাপদাদাদের সময়ও এমন কোনো ঘটনা ঘটে নি (যে, মানুষ রসুল হয়ে এসেছে)। ও আসলে পাগল হয়ে গেছে। তোমরা কিছুকাল অপেক্ষা করো (হয়তো তার পাগলামি ভালো হয়ে যেতে পারে)।'

২৬. নূহ বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করো। ওরা আমাকে মিথ্যুক বলছে।'

২৭. আমি নূহের কাছে ওহী পাঠালাম, 'তুমি আমার ওহী অনুসারে তোমার তত্ত্বাবধানে নৌকা নির্মাণ করো। এরপর যখন আমার ফয়সালার সময় আসবে, তখন তোমার চুলো পানিতে ভরে যাবে। এরপর তুমি সকল প্রকার জীবজন্তু জোড়ায় জোড়ায় নিয়ে নৌকায় উঠবে। তোমার পরিবার-পরিজনকেও নৌকায় ওঠাবে, শুধু যাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে গেছে তাদের ছাড়া। আর সীমালঙ্ঘনকারীদের ব্যাপারে আমার কাছে কোনো সুপারিশ করবে না, ওরা পানিতেই ডুববে।' ২৮. তুমি সাথিদেরসহ নৌকায় ওঠার সময় বলবে, 'আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ আমাদেরকে জালেমদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন।' ২৯. তুমি প্রার্থনা করো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন জায়গায় নামিও, যা আমাদের জন্যে কল্যাণকর। সত্যিকার গন্তব্যে পৌঁছানোর ব্যাপারে তুমিই শ্রেষ্ঠ।' ৩০. এই ঘটনার মধ্যে (আমার কুদরতের) বহু নিদর্শন রয়েছে। আমি অবশ্যই আমার বান্দাদের পরীক্ষা করে থাকি।

http://alQuran.org.bd

৩১. পরে নূহের সম্প্রদায়ের স্থলে অন্য এক সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটাই। ৩২. ওদেরই একজনকে আমি রসুল হিসেবে মনোনীত করি। সে-ও বলেছিল, '(হে আমার সম্প্রদায়!) তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তবুও কি তোমরা আল্লাহ-সচেতন হবে না?'

॥ রুকু ৩ ॥

৩৩. তার সম্প্রদায়ের নেতারাও ছিল সত্য অস্বীকারকারী। আখেরাতের জবাবদিহিতাকেও ওরা মিথ্যা মনে করত। আমি তাদের দিয়েছিলাম পার্থিব ভোগসম্ভার ও প্রাচুর্য। আর তাতেই ওরা আসক্ত হয়ে গিয়েছিল। ওরাও সম্প্রদায়ের লোকদের বলেছিল, এ (রসুল) তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তোমরা যা খাও, সে-ও তা-ই খায়, তোমরা যা পান করো, সে-ও তা পান করে। ৩৪. যদি তোমরা তোমাদের মতোই একজন সাধারণ মানুষের আনুগত্য করো, তবে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ৩৫. সে কি তোমাদের বলে যে, মৃত্যুর পর অস্থিমজ্জা মাটিতে মিশে গেলেও তোমাদেরকে কবর থেকে আবার জীবিত করে ওঠানো হবে? ৩৬. অসম্ভব! এটা কখনোই ঘটবে না। ৩৭. দুনিয়ার এ জীবনই আমাদের জীবন। আমাদের মরা বা বাঁচা এখানেই। আমরা কখনোই পুনরুত্থিত হবো না। ৩৮. 'এই লোকটি আল্লাহর নামে অনর্থক মিথ্যা বলছে। আমরা তাকে বিশ্বাস করি না।'

৩৯. রসুল প্রার্থনা করল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করো। ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে।' ৪০. আল্লাহ (প্রার্থনা কবুল করে) বললেন, ওদের কৃতকর্মের জন্যে ওরাই অনুশোচনা করবে।

৪১. অতঃপর প্রতিশ্রুত আজাব ওদের আঘাত হানল। ভয়ংকর শব্দ। সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে তরঙ্গতাড়িত ঝরাপাতার আবর্জনার ন্যায় ছড়িয়ে মিশিয়ে দিলাম।

৪২. তাদের পরও আমি বহু জাতির উত্থান ঘটিয়েছি। ৪৩. কোনো জাতিই তাদের মেয়াদ বাড়াতে বা কমাতে পারে না। ৪৪. তা সত্ত্বেও আমি একের পর এক রসুল প্রেরণ করেছি। যখনই কোনো জাতির নিকট রসুল এসেছে, তখনই তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করেছে। আর আমি ওদের একের পর এক ধ্বংস করেছি। ওরা হয়েছে কাহিনীর বিষয়। সত্য অস্বীকারকারীদের ওপর আজাব অনিবার্য।

http://alQuran.org.bd

৪৫-৪৬. আমি মুসা ও তার ভাই হারুনকে আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠালাম ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে। ওরা ছিল অহংকারী, উদ্ধত। ৪৭. ওরা বলল, 'আমাদের মতো দুজন মানুষকে আমরা কীভাবে (রসুল হিসেবে) বিশ্বাস করব? বিশেষ করে যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে?' ৪৮. তারপর ওরা তাদেরকে মিথ্যাচারী বলে অভিহিত করল এবং ধ্বংস হয়ে গেল।

৪৯. আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, যাতে তারা সঠিকপথে নিজেদের পরিচালিত করতে পারে। ৫০. (মুসার ন্যায়) আমি মরিয়ম ও তার পুত্রকে (আমার করুণার) নিদর্শন করেছিলাম, প্রবহমান ঝর্নার ধারে এক নিরাপদ শান্ত স্থানে তাদের আশ্রয় দিয়েছিলাম।

॥ রুকু ৪ ॥

৫১. 'হে রসুলগণ! তোমরা ভালো, উপকারী খাবার খাও। সৎকর্ম করো। তোমরা যা করো, তা আমি ভালোভাবেই জানি। ৫২. আর তোমাদের সকল সম্প্রদায় একই ধর্মের অনুসারী। আমি তোমাদের প্রতিপালক। তাই আল্লাহ-সচেতন থাকো।' ৫৩. কিন্তু রসুলের অনুসারী বলে দাবিদাররা নিজেদের ধর্মকে বহুভাগে বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত। ৫৪. ঠিক আছে! তারা কিছুকাল মূর্খতার মধ্যে ডুবে থাকুক।

৫৫-৫৬. ওরা কি মনে করে যে, ওদের যে (যোগ্যতা, মেধা, কর্মক্ষমতা) সম্পদ ও সন্তানসন্ততি দান করেছি, তা শুধু বৈষয়িক সাফল্য লাভে প্রতিযোগিতা করার জন্যে? এটাই সৎকর্ম? না, তা নয়! ওরা আসলে বুঝতে পারছে না (এটাই ওদের একটা পরীক্ষা)!

৫৭-৬১. আসলে যারা তাদের প্রতিপালকের (বিরাগভাজন হওয়াকে) ভয় করে, যারা তাঁর বাণীকে বিশ্বাস করে, যারা তাঁর সাথে কাউকে শরিক করে না, যারা তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে–এই বিশ্বাস নিয়ে কম্পিত হৃদয়ে অন্তর থেকে দান করে, তারাই তাঁর সৎকর্মের আসল প্রতিযোগী, তারাই সৎকর্মে অগ্রগামী।

৬২. (হে মানুষ!) আমি কারো ওপরই সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না। কে কতটুকু করতে পারবে বা পারবে না, আমার লিপিকায় তা সুস্পষ্টভাবে

http://alQuran.org.bd

লিপিবদ্ধ আছে। কারো ওপরই অন্যায় করা হবে না। ৬৩-৬৪. আফসোস! (ধর্মের একত্বকে যারা ছিন্নভিন্ন করেছে) তাদের অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন। (ধর্মের একত্বকে ছিন্নভিন্ন করা ছাড়াও) তাদের আমল আরো খারাপ। তারা তাদের এই অপকর্ম অব্যাহত রাখবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তাদের মধ্য থেকে ভোগবিলাসে নিমজ্জিতদের কঠিন আজাবে পাকড়াও করব। তখন তারা আর্তনাদ করে আমার কাছে প্রার্থনা করবে।

৬৫-৬৭. তখন তাদের বলা হবে, ‘আজ আর্তনাদ বা প্রার্থনা করে কোনো লাভ নেই। তোমরা আজ নিষ্কৃতি পাবে না। আমার বাণী যখন তোমাদের শোনানো হতো, তখন তোমরা কেটে পড়তে। আর দম্ভভরে এগুলো নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত অবাস্তব অর্থহীন আলোচনা ও গালগল্পে সময় কাটাতে।’

৬৮. আসলে ওরা কি কখনো আল্লাহর বাণীকে বোঝার চেষ্টা করে নি? নাকি ওদের কাছে এমন কিছু নাজিল হয়েছে, যা ওদের পূর্বপুরুষদের কাছে আসে নি? ৬৯. অথবা ওরা কি ওদের রসুল সম্পর্কে কিছু জানে না বলে তাকে অস্বীকার করছে? ৭০. বা ওরা কি বলে, সে উন্মাদ? না, তা নয়। আসল সত্য হচ্ছে, রসুল ওদের কাছে সত্যবাণী নিয়ে এসেছে আর ওদের অধিকাংশই এ সত্যকে অপছন্দ করে।

৭১. আসলে সত্যধর্ম যদি ওদের কামনা-বাসনার অনুগামী হতো, তবে মহাকাশ ও পৃথিবী এবং এর মধ্যে অবস্থিত সবকিছুই তছনছ হয়ে যেত। অথচ (এ ওহীর মাধ্যমে) আমি তো ওদের কল্যাণের জন্যেই উপদেশ দিয়েছি। কিন্তু (কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়াই) ওরা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

৭২. অথবা (হে নবী!) তুমি কি ওদের কাছে কোনো প্রতিদান চাও? তোমার জন্যে তোমার প্রতিপালকের প্রতিদানই উত্তম এবং তিনি শ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা।

৭৩-৭৪. (হে নবী!) তুমি অবশ্যই ওদের সত্য-সরল পথে ডাকছ। কিন্তু যারা আখেরাতে জবাবদিহিতার বিষয় মেনে নিতে অস্বীকার করবে, তারা সরলপথ থেকে বিচ্যুত হতে বাধ্য। ৭৫. আমি ওদের দয়া করলেও, বর্তমান বিপদ মোচন করলেও ওরা অবাধ্যতার বিভ্রান্তিতেই ঘুরপাক খাবে। ৭৬. আমি ওদের বালা-মুসিবতে নিমজ্জিত করেছি, কিন্তু ওরা প্রতিপালকের সামনে বিনত হয় নি বা কাতর প্রার্থনাও করে নি। ৭৭. (পরকালে) যখন

http://alQuran.org.bd

ওদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির দরজা খুলে দেবো, তখন ওরা নিমজ্জিত হবে জমাট হতাশা ও হা-হুতাশে।

॥ রুকু ৫ ॥

৭৮. (হে মানুষ! আল্লাহর কথা শোনো! কারণ) তিনি তোমাদেরকে দেখা ও শোনার শক্তি দিয়েছেন, বিচার-বিবেচনা করার জন্যে দিয়েছেন মন (চিন্তা করার শক্তি)। তারপরও তোমরা কত কম শুকরিয়া আদায় করো! ৭৯. তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে আধিপত্য দিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত তোমরা তাঁর কাছেই সমবেত হবে। ৮০. তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান। রাত ও দিনের আবর্তন তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। এরপরও কি তোমরা তোমাদের সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবে না?

৮১-৮৩. (হায়!) ওরা ওদের মূর্খ বাপদাদাদের মতোই বলছে, আমাদের মৃত্যুর পর দেহ মাটিতে মিশে অস্থিসার হয়ে গেলেও কি আমাদের জীবিত করে ওঠানো হবে? আমাদের শুধু শুধু ভয় দেখানো হচ্ছে! অতীতে আমাদের বাপদাদাদেরও একইভাবে ভয় দেখানো হয়েছিল! এগুলো সেকেলে কল্পকাহিনী ছাড়া কিছুই নয়।

৮৪. (হে নবী!) ওদের জিজ্ঞেস করো, পৃথিবী ও এর অধিবাসীদের মালিক কে? যদি জানো তবে উত্তর দাও। ৮৫. ওরা উত্তর দেবে, 'আল্লাহ'! ওদের বলো, 'তবে কেন (আল্লাহর ব্যাপারে) তোমরা সচেতন হবে না?'

৮৬. ওদের জিজ্ঞেস করো, মহাকাশ ও আরশের অধিপতি কে? ৮৭. ওরা বলবে, 'আল্লাহ'! বলো, 'তারপরও কি তোমরা সতর্ক হবে না?'

৮৮. ওদের জিজ্ঞেস করো, যদি তোমরা জানো তবে বলো, মহাবিশ্বের সবকিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যার মোকাবেলায় কোনো আশ্রয়দাতা নেই? ৮৯. ওরা বলবে, 'আল্লাহ'! ওদের জিজ্ঞেস করো, এরপরও তোমরা মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে রাখবে কেন? ৯০. (হে নবী!) আমি তো ওদের কাছে সত্য পৌঁছে দিয়েছি কিন্তু ওরা মিথ্যাতেই ডুবে আছে!

৯১. আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেন নি। তাঁর কোনো শরিক নেই। যদি শরিক থাকত তবে প্রত্যেক শরিক উপাস্য নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেত এবং একে অন্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের লড়াইয়ে নেমে যেত

http://alQuran.org.bd

(আর সৃষ্টির বারোটা বাজত)। ওদের অপবাদ থেকে আল্লাহ পবিত্র মহান!
৯২. যা-কিছু প্রকাশ্য আর যা-কিছু মানববুদ্ধির অগম্য অদৃশ্য গোপন, সব বিষয়ে তিনি জানেন। ওরা যা-কিছু শরিক করে, তিনি তার অনেক ঊর্ধ্বে।

॥ রুকু ৬ ॥

৯৩-৯৪. (হে নবী!) প্রার্থনা করো, 'হে আমার প্রতিপালক! (তোমার সাথে শরিককারীদের) তুমি আজাবের সতর্কবাণী প্রদান করেছ। বাস্তবে এ শাস্তি ঘটার সাক্ষী যদি আমাকে বানাতে চাও, তবে হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কোরো না।'

৯৫-৯৬. (মনে রেখো) আমি ওদেরকে যে শাস্তির বিষয়ে সতর্ক করেছি, এ পৃথিবীতেই তা আমি তোমাকে দেখাতে পারি। (অতএব ওরা যা-ই বলুক বা করুক) তুমি ওদের মন্দের মোকাবেলা করো ভালো কাজ দিয়ে (অন্যায় আচরণের জবাবে ভালো ব্যবহার করো)। আর ওরা (তোমার সম্পর্কে) যা বলে, তা আমি ভালোভাবেই জানি।

৯৭-৯৮. (হে নবী!) প্রার্থনা করো, 'হে আমার প্রতিপালক! শয়তানের কুপ্ররোচনা থেকে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। প্রভু হে! শয়তানকে আমার কাছ থেকে দূরে রাখো।'

৯৯-১০০. (যারা আখেরাতকে অস্বীকার করে আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত) তারা মৃত্যুর মুখোমুখি হলে কাতর প্রার্থনা করে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একবার পৃথিবীতে ফেরত পাঠাও, যাতে আমি কিছু সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি পূর্বে কখনো করি নি।' কিন্তু কখনো নয়, তা হওয়ার নয়। কারণ মৃতের সাথে জীবনের একটি অন্তরায় থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।

১০১-১০৪. পুনরুত্থানের জন্যে যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, সেদিন কোনো আত্মীয়তা থাকবে না, কেউ কারো খোঁজ নেবে না। যাদের (সৎকর্মের) পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফল। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারা আসলে নিজেরাই নিজেদের বিনাশ করেছে, তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। সেখানে ওরা থাকবে চিরকাল। আগুনে ওদের মুখ ঝলসে হবে বীভৎস।

১০৫. (তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন) কেন, তোমাদের সামনে কি আমার বাণী পাঠ করা হয় নি? কেন তোমরা তখন তা অগ্রাহ্য করেছিলে?

http://alQuran.org.bd

১০৬-১০৭. ওরা আর্তনাদ করে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্যের শৃঙ্খলে আমরা বন্দি ছিলাম ও আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! এই আগুন থেকে আমাদের রক্ষা করো। এরপর যদি কখনো সত্য অস্বীকার করি, তবে নিশ্চয়ই আমরা জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবো।'

১০৮. আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা এখন লাঞ্ছনা ভোগ করতে থাকো। আমাকে কিছু বলে কোনো লাভ নেই।' ১০৯. স্মরণ করো! আমার বান্দাদের মধ্যে একদল প্রার্থনা করত, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, তুমি আমাদের ক্ষমা করো, তুমি আমাদের দয়া করো। তুমিই করুণানিধান।' ১১০. কিন্তু তাদের নিয়ে তোমরা হাসিতামাশায় এত বিভোর থাকতে যে, আমার কথাই তোমরা ভুলে যেতে। হায়! তোমরা তাদের নিয়ে শুধু হাসিতামাশাই করেছ। ১১১. কিন্তু বিশ্বাসীদের ধৈর্যের জন্যে আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করলাম, তারাই আজ সফল।

১১২-১১৩. আল্লাহ তখন (সাজাপ্রাপ্তদের) জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা পৃথিবীতে কত বছর ছিলে? ওরা বলবে, একদিন বা তার কম সময়। আপনি বরং যারা সময় গণনা করতে জানে, তাদের জিজ্ঞেস করুন।

১১৪. আল্লাহ বলবেন, আসলে তোমরা খুব অল্প সময়ই পৃথিবীতে ছিলে। (আফসোস! তোমাদের পার্থিব আয়ুষ্কাল যে এত অল্প) একথা যদি সেদিন বুঝতে! ১১৫. তোমরা (কত নির্বোধের মতো) মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না।

১১৬. (এখন বুঝতেই পারছ) আল্লাহ মহান! সর্বশক্তিমান! তিনিই চূড়ান্ত সত্য! তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি মহিমান্বিত আরশের একাধিপতি। ১১৭. যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে, কোনো সনদ ছাড়াই অন্য উপাস্যের উপাসনা করে, তার হিসাব তার প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। এ ধরনের সত্য অস্বীকারকারীরা কখনো সফল হবে না!

১১৮. অতএব (হে বিশ্বাসীগণ! কায়মনোবাক্যে) প্রার্থনা করো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমায় ক্ষমা করো! আমায় দয়া করো! তুমিই সত্যিকার দয়াময়!'

http://alQuran.org.bd

২৪. সূরা নূর

রুকু ৯ ॥ আয়াত ৬৪ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

আমি এ সূরা নাজিল করেছি। এর মধ্যে রয়েছে অবশ্য পালনীয় বিধান, রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা, যাতে তোমরা সতর্ক হও এবং উপদেশ অনুসরণ করো।

২. প্রত্যেক ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে (ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে) একশত বেত মারবে। আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী হয়ে থাকলে এ বিধান কার্যকর করতে গিয়ে আবেগ বা দয়া যেন তোমাদের প্রভাবিত না করে। আর ওদের শাস্তি দেয়ার সময় যেন বিশ্বাসীদের একটি দল উপস্থিত থাকে। ৩. ব্যভিচারী শুধু ব্যভিচারিণী বা শরিককারী নারীকে বিয়ে করবে এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী বা শরিককারী পুরুষ বিয়ে করবে। বিশ্বাসীদের জন্যে এদের বিয়ে করা হারাম।

৪. কোনো পূতচরিত্রা নারীর বিরুদ্ধে কেউ (ব্যভিচারের) অপবাদ দিয়ে যদি চার জন সাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়, তবে অপবাদ রটনাকারীকে শাস্তি হিসেবে ৮০ বেত মারবে। আর কোনোদিন তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরা সত্যত্যাগী। ৫. তবে এরপর এরা যদি তওবা করে নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তবে আল্লাহ তো অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

৬-৭. যদি কেউ নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় এবং তার পক্ষে যদি কোনো সাক্ষী না থাকে, তাহলে সে আল্লাহর নামে চার বার শপথ করে বলবে যে, সে (এ বিষয়ে) সত্য বলছে। আর পঞ্চম বার শপথ করে বলবে যে, তার অভিযোগ মিথ্যা হলে তার ওপর আল্লাহর গজব নেমে আসবে। ৮-৯. আর এর বিপক্ষে স্ত্রী যদি চার বার আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে, তার স্বামী মিথ্যা বলছে এবং পঞ্চম বার শপথ করে বলে যে, তার স্বামী সত্য বলে থাকলে তার নিজের ওপর আল্লাহর গজব নেমে আসবে, তাহলে স্ত্রীকে শাস্তি দেয়া যাবে না।

http://alQuran.org.bd

১০. হে মানুষ! তোমাদের ওপর আল্লাহর করুণা ও রহমত না থাকলে তোমরা কেউই অব্যাহতি পেতে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী, প্রজ্ঞাময়।

॥ রুকু ২ ॥

১১. যারা চরিত্রহীনতার মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তো তোমাদেরই একটি দল। (কিন্তু এই অপবাদে যাদের ওপর অন্যায় করা হয়েছে) তারা যেন নিজেদের জন্যে বিষয়টিকে ক্ষতিকর মনে না করে। বরং এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। (অপবাদ রটনাকারী) প্রত্যেককেই এ পাপের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে। এদের মধ্যে যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্যে অপেক্ষা করছে কঠিন আজাব।

১২. (আফসোস!) এ অপবাদ শোনার পর বিশ্বাসী নরনারীরা কেন নিজেদের ব্যাপারে ভালো ধারণা পোষণ করে নি? কেন তারা বলতে পারল না যে, 'এ-তো নিছক মিথ্যাচার'? ১৩. কেন তারা এ ঘটনার চার জন সাক্ষী হাজির করে নি? সাক্ষী হাজির না করার কারণে আল্লাহর বিধানে তারা মিথ্যাবাদী।

১৪-১৫. তোমাদের ওপর আল্লাহর করুণা ও দয়া না থাকলে এ পাপের জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন আজাব তোমাদের গ্রাস করত। তোমরা কানাঘুষা করে মুখে মুখে এসব কথা বলে বেড়াচ্ছিলে, যে বিষয়ে তোমরা কিছুই জানো না। তোমরা বিষয়টিকে খুব সাধারণভাবে নিয়েছিলে কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে এ ছিল গুরুতর অন্যায়। ১৬. (আফসোস!) কথাগুলো শোনামাত্র তোমরা কেন বললে না, 'এ বিষয়ে কানাঘুষা করা আমাদের উচিত নয়। আল্লাহ পবিত্র মহান। এ-তো মিথ্যা অপবাদ!'

১৭. আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি বিশ্বাসী হও, তবে ভবিষ্যতে কখনো এ ধরনের পাপ করবে না। ১৮. আল্লাহ তাঁর নির্দেশনা তোমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে বলছেন (যাতে করে তোমরা তা সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারো)। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১৯. যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়াতে চায়, তাদের জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি। আসল সত্য আল্লাহ জানেন, যা তোমরা জানো না। ২০. তোমাদের ওপর আল্লাহর করুণা ও রহমত না থাকলে তোমরা কেউই রেহাই পেতে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরমদয়ালু, বড়ই মেহেরবান।

http://alQuran.org.bd

[হিজরি ৫ সালে নবীজী (স) মুসতালিক গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান শেষে ফেরার পথে হযরত আয়েশা (রা) ঘটনাচক্রে একা পেছনে পড়ে যান। কয়েক ঘণ্টা পর এক সাহাবী তাকে দেখতে পেয়ে শিবিরে নিয়ে আসেন। তখন কেউ কেউ গুজব রটনা করে। ১১-২০ আয়াতে আল্লাহ হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে আনীত অপবাদ সম্পর্কিত বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে সকল কালে, সকল সমাজ-পরিবেশে এ ধরনের ক্ষেত্রে বিশ্বাসীদের করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন।]

॥ রুকু ৩ ॥

২১. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। শয়তান তোমাকে সবসময়ই অশ্লীলতা, অন্যায় ও অনৈতিক কাজে প্ররোচিত ও প্রলুব্ধ করবে। আল্লাহর করুণা ও রহমত না থাকলে তোমাদের কেউই কখনো শুদ্ধচিত্ত হতে পারতে না। আল্লাহ যাকে চান, তাকে শুদ্ধ করেন। আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন।

২২. তোমাদের মধ্যে যারা ধনসম্পত্তি ও প্রাচুর্যের অধিকারী, (তোমাদের বদনাম করা হলেও) তোমরা কখনো আত্মীয়স্বজন, অভাবী ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের সাহায্য করা থেকে বিরত থাকার শপথ করবে না। ওদের ক্ষমা করবে, দোষত্রুটিকে উপেক্ষা করবে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের দোষত্রুটি ক্ষমা করুন? নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

২৩. যারা সরল পূতপবিত্র বিশ্বাসী নারী সম্পর্কে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ রটনা করে (এবং সেজন্যে অনুতপ্ত হয় না), তারা দুনিয়া ও আখেরাতে ধিক্কৃত। তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে ভয়ংকর শাস্তি। ২৪-২৫. মহাবিচার দিবসে তাদের জিহ্বা, হাত ও পা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। সেদিন আল্লাহ তাদের সমুচিত শাস্তি দেবেন। সেদিন তারা বুঝবে, আল্লাহই চূড়ান্ত সত্য এবং সকল সত্যের নিরপেক্ষ প্রকাশক।

২৬. চরিত্রহীনা নারী চরিত্রহীন পুরুষের যোগ্য আর চরিত্রহীন পুরুষ চরিত্রহীনা নারীর যোগ্য। চরিত্রবতী নারী চরিত্রবান পুরুষের যোগ্য আর চরিত্রবান পুরুষ চরিত্রবতী নারীর যোগ্য। কোনো মিথ্যা অপবাদই চরিত্রবানদের কলঙ্কিত করতে পারে না। এদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবনোপকরণ।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ৪ ॥

২৭. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যের বাড়িতে অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ কোরো না। অন্যের বাড়িতে প্রবেশ করার আগে তাদের সালাম জানাও ও অনুমতি নাও। এ নিয়ম তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। এ ব্যাপারে তোমরা সচেতন থাকবে। ২৮. যদি তোমরা বাড়িতে কাউকে (কোনো পুরুষকে) না পাও, তবে তোমাদের অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত ঘরে ঢুকবে না। যদি (ঘরের ভেতর থেকে) তোমাদের বলা হয়, 'ফিরে যাও', তাহলে ফিরে যাবে। নীতি হিসেবে এটাই উত্তম। আর তোমরা যা করো, আল্লাহ তা ভালোই জানেন।

২৯. বাসগৃহ ছাড়া অন্যান্য ঘরে, যেখানে তোমাদের কোনো কাজ বা প্রয়োজনীয় উপকরণ রয়েছে, সেখানে অনুমতি ছাড়া প্রবেশে কোনো দোষ নেই। কিন্তু সবসময় মনে রেখো, তোমরা প্রকাশ্যে যা করো আর যা লুকিয়ে করতে চাও, আল্লাহ তা সবই জানেন।

৩০. (হে নবী!) বিশ্বাসী পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে শালীন রাখে, লজ্জাস্থান ঢেকে চলে এবং যৌনাকাঙ্ক্ষাকে সংযত রাখে। এটি তাদের শুদ্ধাচারী করে তুলবে। তারা যা করে, আল্লাহ সে-সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

৩১. (হে নবী!) বিশ্বাসী নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে শালীন রাখে, লজ্জাস্থানসমূহ ঢেকে চলে এবং যৌনাকাঙ্ক্ষাকে সংযত রাখে। সাধারণভাবেই যা প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য ও মাধুর্য যেন জনসমক্ষে প্রকাশ না করে। তাদের ঘাড় ও বুক যেন মাথার ওড়না দ্বারা ঢাকা থাকে। স্বামী, পিতা, শ্বশুর, ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাতিজা, ভাগিনা, আত্মীয়া, দাসী, যৌনকামনা রহিত পুরুষ কর্মচারী, নারী-অঙ্গ সম্পর্কে অসচেতন শিশু ছাড়া অন্য কারো সামনে যেন তাদের সৌন্দর্য-মাধুর্য প্রকাশিত না হয়, সে ব্যাপারে তাদের সচেতন থাকতে হবে। হাঁটার সময় তারা যেন এমনভাবে পা না নাড়ায়, যা তাদের গোপন সৌন্দর্যের দিকে অন্যের মনোযোগকে আকৃষ্ট করে। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সবসময় সকলে মিলে আল্লাহর কাছে তওবা করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।

http://alQuran.org.bd

৩২. তোমাদের মধ্যে যারা একা আছ, তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে যারা বিবাহের যোগ্য, তাদেরও বিয়ের ব্যবস্থা করো। (যাদের বিয়ে করতে চাচ্ছ) তারা গরিব হলেও (তা যেন তোমাদের পিছিয়ে না দেয়)। আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ-সম্পদ থেকেই তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

৩৩. যাদের বিয়ের সক্ষমতা নেই, আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে সক্ষম না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে। তোমাদের বৈধ অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্যে লিখিত চুক্তি করতে চাইলে তাদের সাথে চুক্তি করো, যদি তাদের মধ্যে ভালো কিছু দেখতে পাও। আল্লাহ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা থেকে (তাদের অংশ) তাদেরকে দাও। আর তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীরা সচ্চরিত্র থেকে বিয়ে করতে চাইলে, ক্ষণিকের লালসা চরিতার্থ করার জন্যে তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে প্রলুব্ধ বা বাধ্য কোরো না। এদের মধ্যে কেউ যদি অসহায়ত্বের কারণে (ব্যভিচারিণী হতে) বাধ্য হয়, তবে আল্লাহ তো অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

৩৪. আমি সুস্পষ্টভাবে তোমাদের কাছে এই নির্দেশনা নাজিল করেছি, তোমাদের পূর্বপুরুষদের উদাহরণ দিয়েছি, যাতে আল্লাহ-সচেতনরা এই উপদেশাবলি সহজে অনুসরণ করতে পারে।

॥ রুকু ৫ ॥

৩৫. আল্লাহ মহাকাশ ও পৃথিবীর (সকলের পথপ্রদর্শক) জ্যোতি। তাঁর এই জ্যোতির উপমা হচ্ছে : তাকের ওপর একটি প্রদীপ। প্রদীপটি কাচের আচ্ছাদনের মধ্যে। কাচের আচ্ছাদনটি নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল। প্রদীপটি জ্বলে পবিত্র জয়তুন গাছের তেলে। এ জয়তুন গাছ প্রাচ্যের নয়, পাশ্চাত্যেরও নয়। আগুনের স্পর্শ ছাড়াই তেল আপনা-আপনি প্রজ্জ্বলিত থেকে আলো বিকিরণ করছে। জ্যোতির ওপর জ্যোতি। (যে সৎপথ চায়) আল্লাহ তাকে তাঁর জ্যোতির পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ এভাবেই উপমা দিয়ে মানুষকে বুঝিয়ে থাকেন। সকল বিষয়ে আল্লাহ সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

৩৬-৩৮. তিনি যে ঘরগুলোর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন এবং যেখানে তাঁর নাম স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে (আল্লাহর জ্যোতিতে) আলোকিত মানুষেরা সকাল-সন্ধ্যা তাঁর মহিমা ঘোষণা করে। ব্যবসাবাণিজ্য ও বৈষয়িক

http://alQuran.org.bd

লেনদেনও কখনো তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ, নামাজ কায়েম ও যাকাত আদায় থেকে বিরত রাখতে পারে না। তারা শঙ্কিত থাকে সেই মহাবিচার দিবস নিয়ে, যেদিন বহু হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ ও দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে যাবে। (তারা প্রত্যাশা করে) সেদিন আল্লাহ তাদের কাজের উত্তম প্রতিফল দেবেন ও অতিরিক্ত অনুগ্রহে ধন্য করবেন। আল্লাহ যাকে চান, বেহিসাব দান করেন।

৩৯. কিন্তু যারা ক্রমাগত সত্য অস্বীকার করে চলছে, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকাসদৃশ। পিপাসার্ত মানুষ একে পানি মনে করে এগিয়ে যায় কিন্তু যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছায় তখন দেখে বিশাল শূন্যতা। একইভাবে (মহাবিচার দিবসে) যখন সে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবে, তখন দেখবে তার সকল কর্ম নিষ্ফল হয়েছে (সত্য অস্বীকার করার জন্যে আর) তিনি দ্রুত হিসাব চুকিয়ে দেবেন। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অতিদ্রুত ও সূক্ষ্ম। ৪০. অথবা তাদের কর্মের উপমা হচ্ছে : সমুদ্রতলের গভীর অন্ধকার, তরঙ্গের ওপর তরঙ্গ যে অন্ধকারকে করেছে আরো গভীর। তার ওপর আচ্ছন্ন করে রয়েছে কালো মেঘ। স্তরে স্তরে শুধু জমাটবাঁধা অন্ধকার। কেউ হাত বাড়ালেও তা সে মোটেই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে আলো দেন না, তার জন্যে কোনো আলো নেই।

॥ রুকু ৬ ॥

৪১. তুমি কি সচেতন নও যে, মহাকাশ ও পৃথিবীর সকল সৃষ্টি, এমনকি উড়ন্ত পাখিরাও আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই জানে তাঁর ইবাদত ও মহিমা ঘোষণার নিয়ম। আর ওরা যা করে, সে বিষয়ে আল্লাহ ভালো করেই জানেন। ৪২. কারণ মহাবিশ্বের সবকিছুর সার্বভৌমত্ব শুধু আল্লাহর। তাঁর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

৪৩. তুমি কি লক্ষ করো না, আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, তারপর তা একত্র করে পুঞ্জীভূত করেন? তারপর সেখান থেকে বৃষ্টি নামে, যা তুমি দেখ। তিনিই আকাশে পর্বতসম পুঞ্জীভূত মেঘকে শিলাস্তূপে রূপান্তরিত করে শিলাবৃষ্টি ঘটান। যার ওপর ইচ্ছা শিলাবর্ষণ করেন, যাকে ইচ্ছা রক্ষা করেন। আর (কখনো কখনো) বিদ্যুতের চমক চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ৪৪. আল্লাহই রাত ও দিনের আবর্তন ঘটান। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্যে এতে রয়েছে উজ্জ্বল নিদর্শন।

http://alQuran.org.bd

৪৫. আল্লাহ পানি থেকে সকল প্রাণের উন্মেষ ঘটিয়েছেন। ওদের কিছু বুকে ভর দিয়ে চলে, কিছু দুই পায়ে ও কিছু চার পায়ে। তিনি যা চান, তা-ই সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ৪৬. সুস্পষ্টভাবে সত্যের বর্ণনা দিয়ে আমি আমার বাণীসমূহ নাজিল করেছি। আল্লাহ সত্যপথ তাকেই দেখান, যে পথ খোঁজে।

৪৭. অনেকেই বলে, 'আমরা আল্লাহ ও রসুলে বিশ্বাস করি এবং আনুগত্য করি।' কিন্তু একথা বলার পরে অনেকেই আবার মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। ওরা আসলেই বিশ্বাসী নয়। ৪৮-৪৯. ওদের (বিবদমান বিষয়ে) ফয়সালা করে দেয়ার জন্যে যখন ওদেরকে আল্লাহ ও রসুলের দিকে ডাকা হয়, তখন অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয়। আবার রায় ওদের পছন্দমতো হবে মনে করলে তা মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে। ৫০. ওদের অন্তর কি (মুনাফেকির) ব্যাধিতে আক্রান্ত, না ওরা ওহী সম্পর্কে সন্দিগ্ধ? না ওরা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রসুল ওদের ওপর অবিচার করবেন? আসলে ওরা জালেম!

॥ রুকু ৭ ॥

৫১. অথচ বিশ্বাসীদেরকে যখন তাদের ভেতরের কোনো বিষয় ফয়সালা করে দেয়ার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের দিকে ডাকা হয়, তখন তারা শুধু বলে, 'আমরা শুনলাম ও মানলাম'। এরাই সফল। ৫২. যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে, আল্লাহ-সচেতন থাকে এবং আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকে, তারাই সফল।

৫৩. (মুনাফেকরা) আল্লাহর নামে শক্ত শপথ করে বলে, '(হে নবী!) আপনি হুকুম করলেই সবকিছু ছেড়ে জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ব।' (হে নবী!) ওদের বলো, শপথ করতে হবে না! শুধু আল্লাহর বিধানের যুক্তিসঙ্গত অনুসরণই তোমাদের কাছ থেকে কাম্য! তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ ওয়াকিবহাল।

৫৪. (হে নবী!) বলো, 'আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রসুলের আনুগত্য করো। কিন্তু যদি এরপর তোমরা (রসুল থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, (তবে মনে রেখো) তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্যে সে দায়ী। আর তোমাদের দায়িত্ব পালনের দায় তোমাদের। তোমরা আনুগত্য করলে তোমরা সঠিক পথ

http://alQuran.org.bd

পাবে। আর রসুলের দায়িত্ব তো শুধু আল্লাহর বিধান সুস্পষ্টভাবে তোমাদের কাছে পৌঁছে দেয়া।'

৫৫. তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, আল্লাহ তাদেরকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ববান করবেন, যেমন তিনি কর্তৃত্ববান করেছিলেন পূর্বসূরিদের। আল্লাহ তাঁর মনোনীত ধর্মকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দেবেন। তাদের বর্তমান অনিশ্চয়তা দূর করে নিরাপত্তা ও শান্তি-সমৃদ্ধি প্রদান করবেন। বিশ্বাসীরা শুধু আমারই ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না। এরপর যদি কেউ বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয় তবে সে নিঃসন্দেহে সত্যত্যাগী।

৫৬. অতএব (হে বিশ্বাসীগণ!) তোমরা নামাজ কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং রসুলের আনুগত্য করো, যাতে তোমরা আল্লাহর করুণাসিক্ত হতে
পারো। ৫৭. (চূড়ান্ত পরিণতির কথা বাদ দাও, এমনকি) দুনিয়ায়ও সত্য অস্বীকারকারীদের অজেয় মনে কোরো না। (আখেরাতে) জাহান্নামই হবে ওদের ঠিকানা। কতই না মর্মান্তিক পরিণতি!

॥ রুকু ৮ ॥

৫৮. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের দাসদাসীরা এবং অপ্রাপ্তবয়স্করা যেন দিনের তিনটি সময়ে তোমাদের কক্ষে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করে। তিনটি সময় হচ্ছে : (এক) ফজরের নামাজের আগে, (দুই) দুপুরে বিশ্রামের সময়, যখন পোশাক আলগা করে রাখো আর (তিন) এশার নামাজের পর। এ তিনটি সময় তোমাদের গোপনীয়তার সময়। এ-ছাড়া অন্য সময়ে অনুমতি ছাড়া প্রবেশে কোনো দোষ নেই। তোমাদের পরস্পরের কাছে তো নিয়মিত যাতায়াত করতেই হবে। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের কাছে তাঁর বিধান সুস্পষ্টভাবে বয়ান করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৫৯. (হে বিশ্বাসীগণ!) তোমাদের সন্তানেরা প্রাপ্তবয়স্ক হলে তারাও যেন তাদের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠদের মতো অনুমতি নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে। এভাবেই আল্লাহ তাঁর বিধান সুস্পষ্টভাবে বয়ান করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ,
প্রজ্ঞাময়। ৬০. বৃদ্ধা নারী, যারা বিয়ের কোনো আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না, তারা যদি সৌন্দর্য প্রদর্শনী না করে তাদের জড়ানো চাদর খুলে রাখে, তবে

http://alQuran.org.bd

তাতে কোনো দোষ নেই। তবে খুলে না রাখাটাই ভালো। আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন।

৬১. (হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যেহেতু পরস্পরের ভাই, তাই) অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্ণ ব্যক্তির জন্যে কারো ঘরে কিছু খাওয়া দোষের নয়। আর তোমরা নিজেরাও সন্তান, পিতা, মাতা, ভাই, বোন, চাচা, ফুফু, মামা, খালা, বন্ধু ও যে-সব ঘরের চাবি তোমাদের কাছে আছে, তাদের ঘরে খেতে পারো। তোমরা একসাথে খাও বা আলাদা আলাদা খাও, তাতে তোমাদের কোনো দোষ নেই। তবে ঘরে প্রবেশের পূর্বে অভিবাদন জানাবে, সালাম করবে। এ কল্যাণের দোয়া আল্লাহর কাছ থেকে নির্ধারিত, কল্যাণময় ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাঁর বিধান সুস্পষ্টভাবে বয়ান করেন, যাতে তোমরা তোমাদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে শেখো।

॥ রুকু ৯ ॥

৬২. বিশ্বাসী তারাই, যারা আল্লাহ ও রসুলকে অন্তর থেকে বিশ্বাস করে। আর কোনো কাজে রসুলের সাথে একত্র হলে তারা রসুলের অনুমতি ছাড়া স্থান ত্যাগ করে না। হে নবী! যারা তোমার অনুমতি চায়, তারাই আল্লাহ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাসী। অতএব তারা তাদের কোনো কাজে বাইরে যেতে চাইলে তুমি যাদেরকে ইচ্ছা অনুমতি দিও এবং তাদের পরিত্রাণের জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া কোরো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

৬৩. হে বিশ্বাসীগণ! কোনো ব্যাপারে রসুলের আহ্বানকে তোমাদের পারস্পরিক আহ্বানের মতো মনে কোরো না। তোমাদের মধ্যে যারা চুপি চুপি সরে পড়ে, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। অতএব যারা আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের এখনই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে পার্থিব বিপদ বা পরকালীন কঠিন শাস্তি তাদের গ্রাস করবে।

৬৪. হে মানুষ! জেনে রাখো, মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর। তোমাদের অবস্থান তিনি জানেন, তোমাদের লক্ষ্যও তাঁর কাছে পরিষ্কার। একদিন সবাইকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। তারা জীবনে কী করেছে, সেদিন তিনি তাদের সব দেখিয়ে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে সবকিছু জানেন।

http://alQuran.org.bd

২৫. সূরা ফোরকান

রুকু ৬ ॥ আয়াত ৭৭ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

মহামহান তিনি, যিনি তাঁর বান্দার ওপর ফোরকান (ন্যায় ও অন্যায়ের মানদণ্ড) নাজিল করেছেন, যাতে সে মানবজাতিকে সতর্ক করতে পারে! ২. যিনি মহাবিশ্বের একক সার্বভৌমত্বের অধিকারী! যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেন নি! সার্বভৌমত্বেও তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই (তাঁর নীলনকশা অনুসারে) সকল সৃষ্টির তকদির (অর্থাৎ স্বভাব-প্রকৃতি বা বিকাশধারা ও পরিণতির প্রাকৃতিক আইন) নির্ধারণ করেছেন।

৩. তা সত্ত্বেও শরিককারীরা তাঁর পরিবর্তে কল্পিত উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা নিজেরা কোনোকিছু সৃষ্টি করে নি। বরং তারাই অন্যের দ্বারা সৃষ্ট, যাদের এমনকি নিজেদেরও কোনো উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা নেই। এই কল্পিত উপাস্যরা না জীবন সৃষ্টি করতে পারে, না কাউকে মারতে পারে, না কাউকে পুনরুত্থিত করার ক্ষমতা রাখে!

৪. তাছাড়া এই সত্য অস্বীকারকারীরা বলে, এ (কোরআন) মনগড়া বিষয় ছাড়া কিছুই নয়। সে এগুলো রচনা করেছে এবং অন্য কিছু লোক তাকে সাহায্য করেছে। এই বক্তব্য দেয়ার মাধ্যমে (সত্য অস্বীকারকারীরা) নিজেরাই জুলুম ও মিথ্যায় নিমজ্জিত হয়েছে। ৫. ওরা বলে, এগুলো তো সেকেলে কল্পকাহিনী, যা এ ব্যক্তি লিখিয়ে নিয়েছে আর সকাল-সন্ধ্যায় তাকে শোনানো হচ্ছে। ৬. (হে নবী!) ওদের বলো, এ (কোরআন) তিনিই নাজিল করেছেন, যিনি মহাবিশ্বের সকল রহস্য জানেন। তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

৭-৮. ওরা আরো বলে, এ কেমন রসুল, যে (আমাদের মতোই) খাবার খায়, হাটবাজারে ঘুরে বেড়ায়? দৃশ্যমান করে কোনো ফেরেশতাকে কেন তার কাছে পাঠানো হয় না, যে তার সাথে থাকবে এবং অমান্যকারীদের ভয় দেখাবে? অথবা তাকে ধনভাণ্ডার দেয়া হয় নি কেন? অথবা কমপক্ষে তো তার একটা

http://alQuran.org.bd

বাগান থাকতে পারত, যা থেকে সে অনায়াসে খেতে পারত! সীমালঙ্ঘনকারীরা (পরস্পরকে) বলে, তোমরা তাকে অনুসরণ করলে এক জাদুগ্রস্ত লোককে অনুসরণ করবে। ৯. (হে নবী!) তোমার সম্পর্কে ওরা এসব বলে, কারণ ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং এখন আর সত্যে পৌঁছার পথ পাচ্ছে না!

॥ রুকু ২ ॥

১০. কত মহামহান তিনি, যিনি ইচ্ছা করলেই ওরা যা বলছে তার চেয়েও অনেক ভালো ভালো জিনিস দিতে পারেন, দিতে পারেন একের পর এক বাগবাগিচা, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা, দিতে পারেন বিশাল বিশাল প্রাসাদ!

১১-১৩. সত্য অস্বীকারকারীরা কেয়ামতকে মিথ্যা মনে করছে। (আখেরাত) অস্বীকারকারীদের জন্যে আমি প্রস্তুত করে রেখেছি জাহান্নাম। দূর থেকেই ওরা আগুনের ক্রুদ্ধ গর্জন শুনতে পাবে। আর যখন ওদের সবাইকে একত্রে শিকল বেঁধে জাহান্নামের ঘিঞ্জি কোনায় ফেলা হবে, তখন ওরা নিজেদের মৃত্যু ও বিলুপ্তি কামনা করবে। ১৪. (তখন ওদের বলা হবে) আজ তোমরা শুধু একবার নয়, বহুবারের জন্যে মৃত্যু ও বিনাশ কামনা করতে থাকো (আর পুড়তে থাকো)।

১৫-১৬. (হে নবী! সত্য অস্বীকারকারীদের) জিজ্ঞেস করো, 'পরিণতি হিসেবে এটা উত্তম, না স্থায়ী জান্নাত উত্তম, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ-সচেতনদের দেয়া হয়েছে? জান্নাতই তাদের পুরস্কার, মহাযাত্রার গন্তব্যস্থল। সেখানে থাকবে তারা চিরকাল, যা চাইবে তা-ই পাবে। এ প্রতিশ্রুতি পূরণ করার দায়িত্ব তোমার প্রতিপালকের।'

১৭. কেয়ামতের দিন শরিককারী ও তাদের উপাস্যদের তিনি একত্র করবেন। ওদের উপাস্যদের জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি আমার এই বান্দাদের পথভ্রষ্ট করেছিলে, না ওরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল?

১৮. ঐ উপাস্যরা (তখন সমস্বরে) বলবে, 'তুমি পবিত্র মহামহান! তোমার বদলে অন্য কাউকে নিজেদের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করার কথা তো আমরা চিন্তাও করতে পারি না। প্রভু! তুমিই তো ওদেরকে এবং ওদের বাপদাদাদের

http://alQuran.org.bd

পার্থিব জীবন উপভোগের এত উপকরণ দিয়েছিলে যে, শেষ পর্যন্ত ওরা তোমার কথাই ভুলে গিয়েছিল এবং বিনাশিত হয়েছিল।’ ১৯. আল্লাহ তখন শরিককারীদের বলবেন, ‘তোমাদের উপাস্যরাই তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। তাই তোমাদের শাস্তি অনিবার্য। আজ কেউ তোমাদের সাহায্য করবে না। সীমালঙ্ঘনকারীরা অবশ্যই কঠিন শাস্তি আস্বাদন করবে।’

২০. হে নবী! তোমার পূর্বে আমি যত রসুল পাঠিয়েছি, তারা সবাই খাওয়াদাওয়া করত, হাটবাজারে যেত। (অতএব হে মানুষ! মনে রেখো) আমি তোমাদের একজনকে অন্যজনের জন্যে পারস্পরিক পরীক্ষার মাধ্যম বানিয়েছি। তাই তোমরা কি (এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মতো) ধৈর্যশীল হতে পারবে? (হে মানুষ! মনে রেখো) তোমার প্রতিপালক সবকিছুই দেখেন!

ঊনবিংশ পারা

॥ রুকু ৩ ॥

২১. আখেরাতে আমার সামনে অবশ্যম্ভাবী জবাবদিহিতায় যারা অবিশ্বাস করে, তারা বলে, আমাদের কাছে ফেরেশতা পাঠানো হয় না কেন? আমাদের প্রতিপালক দেখা দেন না কেন? আসলে অহংকারের বশবর্তী হয়ে ওরা গুরুতর সীমালঙ্ঘন করেছে। ২২. যেদিন (মহাবিচার দিবসে) ওরা ফেরেশতাদের দেখবে, সেই দিনটি পাপীদের জন্যে মোটেই সুখকর হবে না। ওরা শুধু আর্তনাদ করবে, হায়! আমরা শেষ! ২৩. আর ওদের (কথিত ভালো) কাজের দিকে যখন তাকাব, তখন তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার মতো নিষ্ফলা হয়ে যাবে। ২৪. সৎকর্মের জন্যে যাদের জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, সেদিন তারা কল্যাণময় অবস্থানে আরাম করবে।

২৫-২৬. কেয়ামত দিবসে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে সাদা জ্বলজ্বলে মেঘপুঞ্জের মাঝ দিয়ে ফেরেশতারা নামতে থাকবে। সেদিন দয়াময় তাঁর সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব পুরোপুরি প্রয়োগ করবেন। সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে এটি হবে বড় কঠিন দিন। ২৭-২৯. দুরাচারীরা সেদিন হতাশায় নিজের দুহাত কামড়াতে কামড়াতে বলবে, ‘হায়! যদি আমি রসুলের সৎপথে চলতাম। হায়! দুর্ভোগ

http://alQuran.org.bd

আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল (কোরআনের) উপদেশ সম্পর্কে।' বাস্তব সত্য হচ্ছে, মানুষের জন্যে শয়তান সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক!

৩০. সেদিন রসুল বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা কোরআন নিয়ে উপহাস করেছে।' ৩১. (আল্লাহ বলেন) এভাবে দুরাচারীদের মধ্য থেকেই প্রত্যেক নবীর বিরুদ্ধেই শত্রু সৃষ্টি করেছি। আর তোমার প্রতিপালকের মতো পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী কেউ নেই।

৩২-৩৩. সত্য অস্বীকারকারীরা প্রশ্ন করে, পুরো কোরআন একবারে নাজিল করা হলো না কেন? (হে নবী!) আমি পূর্ণাঙ্গ কিতাবকে বিশেষ ধারায় ধাপে ধাপে নাজিল করেছি, যাতে তা তোমার অন্তরে বদ্ধমূল থাকে। আর ওরা যত রকম উদ্ভট প্রশ্ন নিয়েই আসুক না কেন, মুহূর্তে যাতে তোমাকে সঠিক উত্তর ও সুন্দর ব্যাখ্যা জানিয়ে দিতে পারি।

৩৪. (অতএব সত্য অস্বীকারকারীদের বলে দাও) যাদেরকে মুখ থুবড়ে পড়া অবস্থায় টেনেহিঁচড়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তাদের গন্তব্যস্থলও অতিনিকৃষ্ট, তাদের মতবাদও চূড়ান্তভাবে ভ্রষ্ট।

॥ রুকু ৪ ॥

৩৫-৩৬. নিশ্চয়ই আমি মুসাকেও কিতাব দিয়েছিলাম এবং তার ভাই হারুনকে তার সাহায্যকারী করেছিলাম এবং বলেছিলাম, 'তোমরা সেই সম্প্রদায়ের কাছে যাও, যারা আমার বাণীসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছে।' তারপর আমি সে-সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি।

৩৭. (স্মরণ করো!) নূহের সম্প্রদায়ও যখন রসুলদের (একজনকে) মানতে অস্বীকার করল, তখন আমি ওদের মহাপ্লাবনে ডুবিয়ে দিলাম এবং সমগ্র মানবজাতির জন্যে প্রতীকে পরিণত করলাম। দুরাচারীদের জন্যে আমি নিদারুণ শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।

৩৮. (স্মরণ করো!) আমি আদ, সামুদ, রসবাসী ও এদের মধ্যবর্তী বহু প্রজন্মের পাপীদের কত কঠিন শাস্তি দিয়েছি! ৩৯. আমি ওদের প্রত্যেককে (পূর্বে আজাবপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর) দৃষ্টান্ত দিয়ে সতর্ক করেছিলাম। (কিন্তু ওরা তাতে কর্ণপাত করে নি। তাই পাপের শাস্তিস্বরূপ) তাদের নিশ্চিহ্ন করে

http://alQuran.org.bd

দিয়েছি। ৪০. সত্য অস্বীকারকারীরা তো সেই স্থানগুলো দিয়েই যাতায়াত করে, যেখানে আজাব নেমে এসেছিল। ওদের করুণ পরিণতি দেখেও কি ওরা শিক্ষা নেবে না? আসলে (পূর্ববর্তী পাপীদের ন্যায়) ওরাও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করছে।

৪১-৪২. ওরা যখন তোমাকে দেখে, তখন তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। বলে, 'এই কি সে, যাকে আল্লাহ রসুল বানিয়েছেন? এ-তো আমাদেরকে দেবতাদের ব্যাপারে বিভ্রান্তই করে ফেলত, যদি না দেবতাদের প্রতি আমাদের ভক্তি ও আনুগত্য দৃঢ় হতো।' নির্ধারিত সময়ে যখন ওরা অপেক্ষমাণ শাস্তির মুখোমুখি হবে, তখন ওরা বুঝবে, সত্য থেকে কারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

৪৩-৪৪. হে নবী! তুমি কি সেই ব্যক্তিকে খেয়াল করো নি, যে তার প্রবৃত্তির উপাসনা করে? তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব কি তুমি নিতে পারো? তুমি কি মনে করো যে, ওদের অধিকাংশই তোমার কথা শোনে বা বোঝার জন্যে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে? না, ওরা ওদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে না। ওরা গবাদি পশুর মতো। বরং বলা যায় সঠিক পথ সম্পর্কে গবাদি পশুর চেয়েও অসচেতন।

॥ রুকু ৫ ॥

৪৫-৪৬. তুমি কি লক্ষ করো না, তোমার প্রতিপালক কীভাবে ছায়াকে প্রলম্বিত করেন? তিনি ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন। কিন্তু তিনি সূর্যকে করেছেন এর পথপ্রদর্শক। (ছায়াকে প্রলম্বিত করার পর) আবার তা গুটিয়ে আনেন। ৪৭. তিনি রাতকে তোমাদের জন্যে করেছেন আবরণস্বরূপ। বিশ্রামের জন্যে দিয়েছেন ঘুম। আর প্রতিটি দিনকে করেছেন প্রাণচাঞ্চল্যের প্রতীক।

৪৮-৫০. তিনি স্বীয় রহমত বর্ষণের প্রাক্কালে বাতাসকে সুসংবাদবাহকরূপে প্রেরণ করেন। আকাশ থেকে বর্ষণ করেন বিশুদ্ধ পানি। এ পানি দিয়ে তিনি ধূসর জমিনকে সঞ্জীবিত করেন। জীবজন্তু ও মানুষকে তা পান করান। বার বার তিনি এই পানি তাদের মাঝে বণ্টন করেন, যাতে তারা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু না, অধিকাংশই কেবল অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

৫১. হে নবী! আমি ইচ্ছা করলে (আগের মতো) প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্যে আলাদা আলাদা সতর্ককারী প্রেরণ করতে পারতাম। (কিন্তু আমি

http://alQuran.org.bd

তোমাকে সর্বকালের সব মানুষের জন্যে শেষ নবী হিসেবে প্রেরণ করেছি।) ৫২. অতএব সত্য অস্বীকারকারীদের (পছন্দ-অপছন্দ) দ্বারা তুমি প্রভাবিত হয়ো না। তাদের মোকাবেলায় কোরআনের সাহায্যে জেহাদ চালিয়ে যাও। এটাই জেহাদে কবিরা (অর্থাৎ কোরআনের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়াই জেহাদে কবিরা বা উত্তম জেহাদ।)

৫৩. তিনি দুই বিশাল পানিপ্রবাহকে এক জায়গায় মিলিত করেছেন। একটির পানি মিষ্টি সুপেয়, অপরটি লবণাক্ত তিক্ত। দুই স্রোতধারা মিলিত হলেও একটি আরেকটির সাথে মিশে যেতে পারে না। মাঝখানে রয়েছে অদৃশ্য বাধা।

৫৪. তিনি এই পানি থেকেই মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি মানুষকে বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন করেছেন। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান। ৫৫. কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু মানুষ আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা করে, যা তাদের কোনো উপকার বা অপকার কিছুই করতে পারে না। আর সত্য অস্বীকারকারীরা তো স্বীয় প্রতিপালকেরই অবাধ্যতা করছে!

৫৬-৫৭. হে নবী! আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবেই প্রেরণ করেছি। তাই ওদেরকে বলো, 'আমি তো এই কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। (আমি শুধু চাই) তোমরা স্বেচ্ছায় প্রতিপালকের পথ অনুসরণ করো।'

৫৮. হে নবী! ভরসা রাখো সেই চিরঞ্জীব অস্তিত্বের ওপর, যাঁর মৃত্যু নেই। সবসময় তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো। তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

৫৯. তিনি মহাবিশ্বের সবকিছু 'সময়ের ছয় স্তরে' সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি দয়াময়! তাঁর মহিমা সম্পর্কে যে জানে তাকে জিজ্ঞেস করো! ৬০. যখন সত্য অস্বীকারকারীদের বলা হয়, 'দয়াময়কে সেজদা করো', তখন ওরা বলে, 'দয়াময় আবার কে? তুমি কাউকে সেজদা করতে বললেই কি আমাদের সেজদা করতে হবে?' সত্যের প্রতি আহ্বানের প্রতিক্রিয়ায় ওদের সত্যবিমুখতাই বেড়ে যায়। *[সেজদা]*

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ৬ ॥

৬১. কত মহামহান তিনি, যিনি মহাকাশে রাশিমালা সৃষ্টি করেছেন। স্থাপন করেছেন প্রদীপ্ত সূর্য আর জ্যোতির্ময় চন্দ্র। ৬২. পরস্পরের অনুগামী করে সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন। (এর মধ্যেই নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানীদের জন্যে) যারা শোকরগোজার হতে ও শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়।

৬৩. দয়াময়ের দাস তারাই, যারা জমিনের ওপর নম্রভাবে চলাফেরা করে। মূর্খরা তাদেরকে কথা বলে উত্ত্যক্ত (বা বিতর্ক সৃষ্টি) করতে চাইলে তারা বলে, তোমাদের প্রতি 'সালাম'।

৬৪-৬৬. তারা রাত কাটায় তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হয়ে বা সেজদারত অবস্থায়। তারা প্রার্থনা করে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! জাহান্নাম থেকে আমাদের দূরে রাখো। জাহান্নামের আজাব সর্বনাশা আজাব। নিশ্চয়ই অস্থায়ী বা স্থায়ী নিবাস হিসেবে সবচেয়ে জঘন্য!'

৬৭. তারা কখনো অপচয় করে না, কার্পণ্যও করে না; বরং ব্যয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। ৬৮. তারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্যের উপাসনা করে না। সঙ্গত কারণ ছাড়া আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, তাকে হত্যা করে না। ব্যভিচার করে না। যে এ অন্যায়গুলো করবে, সে তার উপযুক্ত শাস্তি পাবে।

৬৯-৭০. (হে মানুষ!) কেয়ামতের দিন অপরাধের শাস্তি হবে বহুগুণ ও লাঞ্ছনাপূর্ণ। তবে যারা তওবা করে, বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ পুণ্যের দ্বারা তাদের পাপমোচন করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু। ৭১. আসলে যে তওবা করে এবং তারপর নিজেকে সৎকর্মে নিয়োজিত করে, সে যথার্থই আল্লাহর পথে ফিরে আসে। *[অর্থাৎ পাপভারাক্রান্ত জীবন থেকে যে-কোনো সময় মানুষ তওবা করে পুণ্যময় জীবনে ফিরে আসতে পারে। সে সৎকর্মে পুরোপুরি নিবেদিত হয়ে পরিশুদ্ধ জীবনাচার অনুসরণ করলে অতীব ক্ষমাশীল আল্লাহ তার অতীতের সকল পাপমোচন করে দিতে পারেন। তার পুণ্য ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে অতীতের সকল পাপকে। অতএব জীবনের সকল মন্দকেও জয় করতে হবে ভালো দিয়ে।]*

http://alQuran.org.bd

৭২-৭৩. (জেনে রাখো, আল্লাহর সত্যিকার বান্দা তারাই) যারা কখনো মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। অসার কথাবার্তা ও ফালতু কাজ সচেতনভাবে এড়িয়ে চলে। প্রতিপালকের বিধান স্মরণ করিয়ে দিলে যারা না-শোনা বা না-দেখার ভান করে না। ৭৪. যারা প্রার্থনা করে, 'প্রভু হে! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের আমাদের তৃপ্তি ও আনন্দের উৎসে পরিণত করো এবং আমাদেরকে আল্লাহ-সচেতনদের আদর্শে পরিণত করো।'

৭৫. (জীবনে) ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের প্রতিফল হিসেবে তারা জান্নাতে সুউচ্চ অবস্থানে উন্নীত হবে। সেখানে তাদের সালামসহকারে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হবে। ৭৬. তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আবাসস্থল হিসেবে তা কতই না উত্তম!

৭৭. (হে নবী! সত্য অস্বীকারকারীদের) বলো, আমার প্রতিপালকের ইবাদত না করলে তাঁর কিছুই আসে-যায় না। কিন্তু তোমরা আল্লাহর বিধানসমূহ অস্বীকার করেছ। অতএব তোমাদের শাস্তি অনিবার্য।

http://alQuran.org.bd

২৬. সূরা শু'আরা

রুকু ১১ ॥ আয়াত ২২৭ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

তা-সীন-মীম। ২. এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। ৩. হে নবী! ওরা বিশ্বাস স্থাপন করছে না বলে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে তুমি কি প্রাণবিসর্জন দেবে? ৪-৫. আমি ইচ্ছে করলে আকাশ থেকে এমন নিদর্শন নাজিল করতে পারি, যার সামনে ওরা মাথা নত করে ফেলবে। (কিন্তু এভাবে বাধ্য করলে তো আর পরীক্ষার কোনো অর্থ থাকে না! তাই আল্লাহ তা করেন না। এই স্বাধীনতার সুযোগ ওরা গ্রহণ করে। তাই) ওদের কাছে যখনই দয়াময়ের কোনো নতুন উপদেশ আসে, তখন ওরা তা প্রত্যাখ্যান করে। ৬. ওরা সত্য অস্বীকার করেছে। আর সত্য নিয়ে উপহাস করছে। সময় এলেই বুঝতে পারবে, ওরা কী নিয়ে হাসিতামাশা করেছে!

৭-৮. ওরা কি জমিনের দিকে তাকিয়ে একবার ভাববে না, কত চিত্তহারী প্রাণ আমি সেখানে বিকশিত করেছি। নিশ্চয়ই এর মধ্যে সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে কিন্তু ওদের অধিকাংশই তা মানতে প্রস্তুত নয়। ৯. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মহাপরাক্রমশালী, পরমদয়ালু।

॥ রুকু ২ ॥

১০-১১. স্মরণ করো! তোমার প্রতিপালক যখন মুসাকে ডেকে বললেন, হে মুসা! তুমি দুরাচারী ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কাছে যাও। (জিজ্ঞেস করো) ওরা কি আল্লাহ-সচেতন হবে না?

১২-১৪. তখন মুসা বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার আশঙ্কা হচ্ছে, ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করবে। তখন আমার অন্তর সংকুচিত হবে, কণ্ঠের জড়তা বেড়ে যাবে। তাই আপনি হারুনকে ওহী পাঠান। তাছাড়া আমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। আমার ভয় হয়, ওরা আমাকে হত্যা করবে।'

http://alQuran.org.bd

১৫. আল্লাহ বললেন, না, কখনো নয়। ওরা তা পারবে না। তোমরা দুজনই আমার নিদর্শন নিয়ে যাও। আমি তোমাদের সাথেই থাকব। তোমাদের কথাও শুনব। ১৬-১৭. তোমরা ফেরাউনের কাছে গিয়ে বলো, আমরা মহাবিশ্বের প্রতিপালকের রসুল। তাই আমাদের সাথে বনি ইসরাইলকে যেতে দাও।

১৮. ফেরাউন বলল, আমরা কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে সযত্নে লালনপালন করি নি? তুমি কি জীবনের একটা বর্ণাঢ্য সময় আমাদের মধ্যে কাটাও নি? ১৯. তারপরও তুমি (খুনের মতো) গুরুতর অপরাধ করেছ। তুমি চরম অকৃতজ্ঞ!

২০-২২. মুসা জবাবে বলল, 'যখন আমি অজ্ঞ ছিলাম, তখন আমি এই ভুল কাজটি করেছি। আর তোমাদের ভয়ে ভীত হয়ে পালিয়ে গেছি। এরপর আমার প্রতিপালক আমাকে প্রজ্ঞা দান করলেন ও রসুলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। আর আমার প্রতি যে অনুগ্রহের কথা বলছ, তা কি বনি ইসরাইলকে দাসে পরিণত করার ফলশ্রুতি নয়?'

২৩. ফেরাউন তখন জিজ্ঞেস করল, 'মহাবিশ্বের প্রতিপালক আবার কে?'

২৪. মুসা বলল, 'তিনি মহাকাশ ও পৃথিবী এবং এর ভেতরে যা-কিছু আছে, সবকিছুর প্রতিপালক। (যদি মুক্তমনে বুঝতে চেষ্টা করো তাহলেই) তোমরা বুঝতে পারবে।'

২৫. ফেরাউন তার পারিষদদের লক্ষ করে বলল, '(সে কী বলছে) তোমরা তা শুনেছ?'

২৬. মুসা বলল, 'তিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষ–সবারই প্রতিপালক।'

২৭. ফেরাউন (পারিষদদের উদ্দেশ্যে) বলল, 'তোমাদের এই রসুল, (যে দাবি করছে রসুলরূপে প্রেরিত হয়েছে) সে-তো মনে হয় বদ্ধ পাগল!'

২৮. মুসা বলে চলল, 'তিনি পূর্ব ও পশ্চিম এবং এই দুয়ের মাঝে যা-কিছু আছে, সবকিছুর প্রতিপালক! যদি তোমরা (তোমাদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে, তবে) তা বুঝতে!'

http://alQuran.org.bd

২৯. ফেরাউন বলল, '(হে মুসা!) তুমি যদি আমার বদলে অন্য কাউকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করো, তবে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে কারাগারে (অন্ধকূপে) নিক্ষেপ করব।'

৩০. মুসা বলল, 'সত্যের প্রমাণ হিসেবে যদি আমি কোনো সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখাই, তারপরও?'

৩১. ফেরাউন বলল, 'তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে নিদর্শন হাজির করো।'

৩২-৩৩. তখন মুসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল, সাথে সাথে তা হয়ে গেল এক অজগর সাপ। তারপর বগলের ভেতর থেকে হাত টেনে বের করল, দর্শকদের কাছে মনে হলো তা শুভ্র সমুজ্জ্বল!

॥ রুকু ৩ ॥

৩৪-৩৫. ফেরাউন তখন তার পারিষদদের বলল, 'এ-তো এক ওস্তাদ জাদুকর দেখছি! তার জাদুর শক্তি দিয়ে তোমাদের দেশ থেকে তোমাদেরকে তাড়িয়ে দিতে চায়! এখন তোমরা কী করবে বলো!'

৩৬-৩৭. পারিষদরা পরামর্শ দিল, মুসা ও তার ভাইকে অপেক্ষার অনিশ্চয়তায় রাখুন। সকল নগরে ঘোষক পাঠিয়ে দিন। তারা সকল দক্ষ জাদুকরকে আপনার কাছে হাজির করুক। ৩৮-৪০. এভাবে ঘোষণা দিয়ে নির্দিষ্ট দিনে জাদুকরদের একত্র করা হলো। জনগণকেও বলা হলো, তোমরাও সমবেত হও, যাতে জাদুকরেরা জিতলে আমরা উল্লাস করতে পারি।

৪১. নির্দিষ্ট দিনে জাদুকরেরা উপস্থিত হয়ে ফেরাউনকে বলল, বিজয়ী হলে আমরা বড় পুরস্কার পাব তো? ৪২. ফেরাউন বলল, অবশ্যই। বিজয়ী হলে তোমরা আমার ঘনিষ্ঠদের মধ্যে শামিল হবে।

৪৩. মুসা জাদুকরদের বলল, তোমাদের যা দেখানোর দেখাও! ৪৪. তারপর ওরা ওদের লাঠিসোঁটা, দড়িদড়া নিক্ষেপ করল ও বলল, 'ফেরাউনের ইজ্জতের শপথ! আমরাই বিজয়ী হবো।'

৪৫. এরপর মুসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল। আর অমনি তা জাদুকরদের সৃষ্ট 'ভেলকিগুলোকে' খেয়ে ফেলল।

http://alQuran.org.bd

৪৬-৪৮. তখন জাদুকরেরা সেজদায় লুটিয়ে পড়ল। বলল, 'মহাবিশ্বের প্রতিপালকের ওপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম, যিনি মুসা ও হারুনেরও প্রতিপালক।'

৪৯. ফেরাউন (রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে) বলল, কী! আমি অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা মুসার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে? নিশ্চয়ই এ লোকই তোমাদের সবার ওস্তাদ। তোমাদের জাদুবিদ্যা শিখিয়েছে। শিগগিরই তোমরা এর পরিণাম ভোগ করবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা উল্টোদিক থেকে কেটে শূলে চড়াব।

৫০. জাদুকরেরা জবাবে বলল, 'এতে আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। আমরা প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাব।' ৫১. আমরা আশা করি, 'বিশ্বাসীদের মধ্যে অগ্রণী হওয়ার কারণে আমাদের প্রতিপালক আমাদের ক্ষমা করবেন।'

॥ রুকু ৪ ॥

৫২. আমি মুসার কাছে ওহী পাঠালাম, 'আমার বান্দাদের নিয়ে তুমি রাতের মধ্যেই বেরিয়ে যাও। তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।'

৫৩-৫৬. ফেরাউন সকল শহরে এই বলে সৈন্য সংগ্রহ করার জন্যে লোক পাঠাল যে, বনি ইসরাইলরা একটি ক্ষুদ্র দল হওয়া সত্ত্বেও আমাদের উত্ত্যক্ত করছে। আর আমরা সংখ্যায় বিশাল ও সতর্ক (অতএব দ্রুত এদের শায়েস্তা করতে হবে)।

৫৭-৫৮. তারপর ফেরাউনের সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ করলাম বাগান, ঝর্না, ধনভাণ্ডার ও সুরম্য অট্টালিকা থেকে। ৫৯. আর আমি বনি ইসরাইলকে করেছিলাম সবকিছুর উত্তরাধিকারী।

৬০. ফেরাউনের সৈন্যদল সূর্যোদয়ের সময় তাদের পেছনে ধাওয়া করল। ৬১. তারপর যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখতে পেল, তখন মুসার সঙ্গীরা আর্তনাদ করে উঠল, 'আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম'! ৬২. মুসা বলল, 'হতেই পারে না, আমার প্রতিপালক আমার সঙ্গে আছেন। তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন।'

৬৩-৬৫. আমি মুসার কাছে ওহী পাঠালাম, 'তোমার হাতের লাঠি দিয়ে সাগরের পানিতে আঘাত করো।' (মুসা পানিতে আঘাত করার সাথে সাথে)

http://alQuran.org.bd

পানি দুভাগ হয়ে গেল। প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে মাঝখান দিয়ে চলার পথ করে দিল। অপর দলটিও তখন সেখানে পৌঁছে গেল। আমি মুসা ও তার সঙ্গীদের উদ্ধার করলাম। ৬৬. তারপর অপর দলটিকে ডুবিয়ে দিলাম।

৬৭. এই ঘটনায় সকল মানুষের জন্যেই শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে, যদিও অধিকাংশই (ইতিহাস থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করে না। ৬৮. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মহাপরাক্রমশালী, পরমদয়ালু।

॥ রুকু ৫ ॥

৬৯. ওদের কাছে ইব্রাহিমের ঘটনা বলো। ৭০. ইব্রাহিম তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমরা কীসের উপাসনা করো? ৭১. জবাবে ওরা বলল, 'আমরা দেবতার উপাসনা করি। আমরা সবসময় নিষ্ঠার সাথে এ উপাসনা করে যাব।'

৭২-৭৩. ইব্রাহিম জিজ্ঞেস করল, তোমাদের প্রার্থনা কি ওরা শোনে? বা ওরা কি তোমাদের উপকার বা অপকার করতে পারে? ৭৪. ওরা বলল, না, তবে আমরা আমাদের বাপদাদাদেরও এভাবেই করতে দেখেছি।

৭৫-৭৬. ইব্রাহিম জিজ্ঞেস করল, তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা কখনো ভেবে দেখেছ কি, কীসের উপাসনা করছ?

৭৭. (ইব্রাহিম বলল, আমি নিজের ব্যাপারে জানি যে, এই কল্পিত উপাস্যরা আমার সাহায্যকারী নয়) এরা আমার শত্রু। মহাবিশ্বের প্রতিপালকই আমার সাহায্যকারী। ৭৮. তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাকে সত্যপথ দেখিয়েছেন। ৭৯. তিনিই আমাকে খাবার ও পানীয় দান করেন। ৮০. অসুস্থ হলে তিনিই আমাকে সুস্থ করেন। ৮১. তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন আবার তিনিই পুনরুত্থিত করবেন। ৮২. আমি আশা করি, মহাবিচার দিবসে তিনি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।

৮৩. (এরপর ইব্রাহিম প্রার্থনা করল) 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে প্রজ্ঞা দান করো এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে সজ্ঘবদ্ধ করো! ৮৪. পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সত্যের জ্ঞানকে সঞ্চালিত করার শক্তি দান করো। ৮৫. আমাকে জান্নাতুন নাঈমের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করো!'

http://alQuran.org.bd

৮৬. (হে আমার প্রতিপালক!) 'আমার পিতাকে ক্ষমা করো, তিনি পথভ্রষ্ট।
৮৭. তবুও মহাবিচার দিবসে পুনরুত্থিত সবার সামনে আমাকে লজ্জিত
কোরো না। ৮৮. সেদিন অর্থবিত্ত, সন্তানসন্ততি কোনো কাজে আসবে না।
৮৯. সেদিন বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে যে আল্লাহর কাছে হাজির হবে, সে-ই
সার্থক হবে।'

৯০. (মহাবিচার দিবসে) আল্লাহ-সচেতনদের দৃষ্টির সীমানায় জান্নাতকে নিয়ে
আসা হবে। ৯১. আর পথভ্রষ্টরা দেখতে পাবে জাহান্নামের লেলিহান শিখা।
৯২-৯৩. তখন ওদের জিজ্ঞেস করা হবে, 'আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা
করতে, তারা এখন কোথায়? ওরা কি এখন তোমাদের কোনো সাহায্য করতে
পারবে, না নিজেদের রক্ষা করতে পারবে?'

৯৪-৯৫. ইবলিসের বাহিনীসহ ওদের সবাইকে নিম্নমুখী করে জাহান্নামে
নিক্ষেপ করা হবে। ৯৬-১০১. তখন ওরা একজন আরেকজনকে দোষারোপ
করে বলবে, 'আল্লাহর শপথ! আমরা তো তখন সত্যিকার অর্থেই বিভ্রান্ত
ছিলাম। আমরা অহেতুক আমাদের কল্পিত উপাস্যদের মহাবিশ্বের
প্রতিপালকের সমকক্ষ মনে করেছি। যারা আমাদের বিভ্রান্ত করেছে, তারাই
আসল দুরাচারী। হায়! এখন আমাদের কোনো সুপারিশকারীও নেই, নেই
কোনো সুহৃদ! ১০২. (ওরা বলবে) হায়! যদি আমরা একবার পৃথিবীতে ফিরে
যাওয়ার সুযোগ পেতাম, তবে অবশ্যই আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।'

১০৩. এ ঘটনাবলির মধ্যে সকল মানুষের জন্যে শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে,
যদিও অধিকাংশই (ইতিহাস থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করে না। ১০৪. নিশ্চয়ই
তোমার প্রতিপালক মহাপরাক্রমশালী, পরমদয়ালু।

॥ রুকু ৬ ॥

১০৫. নূহের সম্প্রদায়ও রসুলদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। ১০৬-১০৮. যখন
নূহ ওদেরকে বলল, 'তোমরা কি আল্লাহ-সচেতন হবে না? আমি তোমাদের
জন্যে আল্লাহ-প্রেরিত বিশ্বস্ত রসুল। অতএব আল্লাহ-সচেতন হও ও
আমার আনুগত্য করো। ১০৯. আমি এজন্যে তোমাদের কাছে প্রতিদান
চাই না। মহাবিশ্বের প্রতিপালকই আমার পুরস্কার দেবেন। ১১০. অতএব
আল্লাহ-সচেতন হও ও আমার আনুগত্য করো।'

http://alQuran.org.bd

১১১. সম্প্রদায়ের নেতারা উত্তরে বলল, ‘আমরা কীভাবে তোমার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি, যখন দেখছি যে, শুধু নিম্নশ্রেণির লোকেরাই তোমার অনুসারী?’

১১২-১১৩. নূহ বলল, ‘(আমার কাছে আসার আগে) তাদের অবস্থা কী ছিল, সে-সম্পর্কে আমার কতটুকুই বা জ্ঞান আছে? ওদের (অবস্থানের) হিসাব নেয়ার দায়িত্ব আমার প্রতিপালকের। বিষয়টি যদি তোমরা বুঝতে (তাহলে তোমরাই উপকৃত হতে)। ১১৪-১১৫. অতএব আমার ওপর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদের তো আমি তাড়িয়ে দিতে পারি না। আমি তো শুধু একজন স্পষ্ট সতর্ককারী!’

১১৬. ওরা জবাবে বলল, ‘হে নূহ! তুমি যদি (তোমার প্রচারণা থেকে) বিরত না হও, তবে তোমাকে আমরা পাথর মেরে হত্যা করব!’

১১৭-১১৮. নূহ তখন প্রার্থনা করল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং তুমি আমার ও ওদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দাও। আমাকে ও আমার সঙ্গী বিশ্বাসীদের রক্ষা করো।’ ১১৯-১২০. শেষ পর্যন্ত আমি নূহ ও তার সঙ্গীদের নৌকায় উঠিয়ে রক্ষা করলাম। আর অবশিষ্ট সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম।

১২১. এ ঘটনায় সব মানুষের জন্যেই শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে, যদিও অধিকাংশই (ইতিহাস থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করে না। ১২২. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মহাপরাক্রমশালী, পরমদয়ালু।

॥ রুকু ৭ ॥

১২৩. আদ সম্প্রদায়ও রসুলদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। ১২৪-১২৭. স্মরণ করো! যখন হুদ ওদেরকে বলল, (হে আমার সম্প্রদায়!) তোমরা কি আল্লাহ-সচেতন হবে না? আমি তো আল্লাহর প্রেরিত রসুল। অতএব আল্লাহ-সচেতন হও ও আমার আনুগত্য করো। আমি তোমাদের কাছে তো এজন্যে কোনো বিনিময় চাচ্ছি না। আমার পুরস্কার তো মহাবিশ্বের প্রতিপালকই দেবেন।

১২৮. (হে আমার সম্প্রদায়!) তোমরা অযথাই সব উঁচু স্থানে (উপাসনার) বেদি নির্মাণ করছ। ১২৯. তোমরা বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ। মনে করছ,

http://alQuran.org.bd

তোমরা চিরকাল এখানে থাকবে। ১৩০. আর যখন তোমরা কাউকে পাকড়াও করো, অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে নিপীড়ন করো।

১৩১. (হে আমার সম্প্রদায়!) তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও এবং আমার আনুগত্য করো। ১৩২-১৩৪. সচেতন হও সেই মহান সত্তার, যিনি তোমাদের পর্যাপ্ত দিয়েছেন! তিনি তোমাদের দিয়েছেন পর্যাপ্ত গবাদি পশু, সন্তানসন্ততি, বাগান ও প্রবাহিত ঝর্না। ১৩৫. মহাবিচার দিবসে আমি তোমাদের জন্যে কঠিন শাস্তির আশঙ্কা করছি।

১৩৬-১৩৮. ওরা বলল, তুমি উপদেশ দাও বা না দাও, আমাদের জন্যে সবই সমান। আমরা তো আমাদের বাপদাদাদের (ধর্মই) অনুসরণ করছি। আমাদের শাস্তি পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

১৩৯. শেষ পর্যন্ত ওরা হুদকে প্রত্যাখ্যান করল। আমি ওদেরকে নিশ্চিহ্ন করলাম। এতে অবশ্যই সকল মানুষের জন্যেই শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে, যদিও অধিকাংশই (ইতিহাস থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করে না। ১৪০. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মহাপরাক্রমশালী, পরমদয়ালু।

॥ রুকু ৮ ॥

১৪১. সামুদ সম্প্রদায়ও তাদের রসুলদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। ১৪২-১৪৫. স্মরণ করো! যখন সালেহ ওদের বলল, তোমরা কি আল্লাহ-সচেতন হবে না? আমি তো তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসুল, যাকে ভরসা করা যায়। অতএব আল্লাহ-সচেতন হও এবং আমার আনুগত্য করো। আমি তো এ-কাজের জন্যে তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। আমার পুরস্কার তো রয়েছে মহাবিশ্বের প্রতিপালকের কাছে।

১৪৬-১৪৯. (সালেহ আরো বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কি মনে করেছ) তোমাদেরকে পার্থিব ভোগবিলাসের মধ্যে নিরাপদে ছেড়ে রাখা হবে? এই অঙ্কুরিত খেজুর বাগান, ঝর্না ও ফসলের ক্ষেতের মধ্যে নিশ্চিন্তে সময় কাটাবে? তোমরা দক্ষতার সাথে পাহাড় কেটে নির্মাণ করেছ বাড়িঘর। (এখানে কি তোমরা চিরকাল থাকতে পারবে?)

১৫০-১৫২. (অতএব হে আমার সম্প্রদায়!) তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও ও আমার আনুগত্য করো। আর যারা পৃথিবীতে শান্তির পরিবর্তে অশান্তি ও ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে, সেই সীমালঙ্ঘনকারীদের অনুসরণ কোরো না!

http://alQuran.org.bd

১৫৩-১৫৪. (সম্প্রদায়ের নেতারা) বলল, 'হে সালেহ! তুমি তো জাদুগ্রস্তদের একজন। তুমি তো আমাদের মতোই মানুষ। তোমার বক্তব্যে তুমি সত্যবাদী হলে তার নিদর্শন পেশ করো।'

১৫৫-১৫৬. সালেহ বলল, দেখ এই উটনী। এই উটনী এবং তোমরা পালাক্রমে পানি পান করবে নির্দিষ্ট দিনে। এর কোনো ক্ষতি কোরো না, যদি কোনো ক্ষতি করো তবে ভয়ানক আজাব নেমে আসবে।

১৫৭-১৫৮. কিন্তু ওরা উটনীকে নির্মমভাবে হত্যা করল। পরিণামে ওদের অনুতপ্ত হতে হলো। কারণ ভয়ানক আজাব ওদের গ্রাস করল। নিঃসন্দেহে এ ঘটনায় সকল মানুষের জন্যেই শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে, যদিও অধিকাংশই (ইতিহাস থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করে না।

১৫৯. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মহাপরাক্রমশালী, পরমদয়ালু।

॥ রুকু ৯ ॥

১৬০-১৬৪. লূতের সম্প্রদায়ও রসুলদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। স্মরণ করো! যখন লূত ওদের বলল, 'তোমরা কি আল্লাহ-সচেতন হবে না? আমি তো তোমাদের জন্যে আল্লাহর প্রেরিত রসুল, যার ওপর ভরসা করা যায়। অতএব তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও এবং আমার আনুগত্য করো। আর আমি এই কাজের জন্যে তো তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাচ্ছি না, আমার পুরস্কার তো আছে মহাবিশ্বের প্রতিপালকের কাছে।'

১৬৫-১৬৬. (লূত গভীর মর্মপীড়া নিয়ে বলল, হে আমার সম্প্রদায়!) সকল সৃষ্টির মধ্যে শুধু তোমরাই পুরুষের সঙ্গে উপগত হও। অথচ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে যে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, তাদের পরিহার করো। তোমরা চরমভাবে সীমালঙ্ঘন করেছ।

১৬৭. (সম্প্রদায়ের নেতারা) বলল, 'হে লূত! থামো! তুমি যদি এসব কথা বলা থেকে বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে দেশছাড়া করব।'

১৬৮. লূত বলল, 'আমি তোমাদের এ কুকর্ম (সমকামিতাকে) ঘৃণা করি।'
১৬৯. তারপর লূত প্রার্থনা করল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার পরিবারকে এ কুকর্মের (পরিণতি) থেকে রক্ষা করো।'

http://alQuran.org.bd

১৭০-১৭৩. আমি লূত ও তার পরিবারকে রক্ষা করলাম, পেছনে থেকে যাওয়া এক বৃদ্ধাকে ছাড়া। এরপর শাস্তি হিসেবে বর্ষণ করলাম (কঙ্কর) বৃষ্টি। ধ্বংস করে দিলাম পুরো জনপদ। কত ভয়ংকর ও নিকৃষ্ট ছিল এই (কঙ্কর) বৃষ্টি! (এ ভয়ংকর পরিণতি সম্পর্কে আগেই সতর্ক করা হয়েছিল কিন্তু ওতে ওরা কর্ণপাত করে নি।)

১৭৪. এ ঘটনার মধ্যে সব মানুষের জন্যেই শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে, যদিও অধিকাংশ মানুষই (ইতিহাস থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করে না। ১৭৫. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মহাপরাক্রমশালী, পরমদয়ালু।

॥ রুকু ১০ ॥

১৭৬-১৮০. আইকাবাসীরাও রসুলদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। স্মরণ করো! যখন শোয়ায়েব ওদের বলেছিল, তোমরা কি আল্লাহ-সচেতন হবে না? আমি তো তোমাদের জন্যে আল্লাহর প্রেরিত রসুল, যার ওপর ভরসা করা যায়। সুতরাং আল্লাহ-সচেতন হও ও আমার আনুগত্য করো। আর আমি তোমাদের কাছে এ-কাজের জন্যে কোনো বিনিময় চাই না। আমার পুরস্কার তো মহাবিশ্বের প্রতিপালকের কাছে।

১৮১-১৮৪. (শোয়ায়েব ওদেরকে আরো বলল) 'তোমরা মাপ পূর্ণমাত্রায় দেবে। মাপে কাউকে কম দেবে না। সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। নায্য পাওনা ও অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করবে না। জমিনে ফ্যাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করবে না। আর আল্লাহ-সচেতন থাকো, যিনি তোমাদের ও তোমাদের বাপদাদাদের সৃষ্টি করেছেন।'

১৮৫-১৮৭. (সম্প্রদায়ের নেতারা) বলল, 'হে শোয়ায়েব! তুমি নিঃসন্দেহে জাদুগ্রস্তদের একজন। তুমি তো আমাদেরই মতো একজন মানুষ। আমরা মনে করি, তুমি এক মিথ্যাচারী! যদি তা না হও, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে আকাশের একটি অংশ আমাদের ওপর ফেলার ব্যবস্থা করো!'

১৮৮. শোয়ায়েব বলল, 'তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আমার প্রতিপালক পুরোপুরি ওয়াকিবহাল।'

১৮৯. কিন্তু ওরা শোয়ায়েবকে প্রত্যাখ্যানে অটল থাকল। ফলে একদিন কালো অন্ধকার হয়ে নেমে এলো ভয়ংকর আজাব। ধ্বংস হলো সবাই।

http://alQuran.org.bd

১৯০-১৯১. এ ঘটনার মধ্যে সকল মানুষের জন্যেই শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে, যদিও অধিকাংশ মানুষই (ইতিহাস থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করে না। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মহাপরাক্রমশালী, পরমদয়ালু।

॥ রুকু **১১** ॥

১৯২-১৯৬. নিশ্চয়ই কোরআন মহাবিশ্বের প্রতিপালকের কাছ থেকে জিবরাইলের মারফত তোমার হৃদয়ে নাজিল হয়েছে। যাতে (হে নবী!) তুমি (মানুষকে) সতর্ককারীদের একজন হতে পারো। (কোরআন) নাজিল করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়। অবশ্যই পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে এর উল্লেখ আছে। **১৯৭-১৯৯.** আর (মক্কাবাসীদের জন্যে) এটা কি এর সত্যতার একটি প্রমাণ নয় যে, বনি ইসরাইলের জ্ঞানী ব্যক্তিরাও এ সম্পর্কে অবগত আছে? কিন্তু (সত্য অস্বীকারকারীরা এতটাই হঠকারী যে) এই কোরআন যদি কোনো অনারবের ওপর নাজিল করতাম এবং সে (পরিষ্কার আরবিতে) তেলাওয়াত করত, তারপরও ওরা বিশ্বাস করত না।

২০০-২০৩. পাপে নিমজ্জিতদের অন্তরে সত্যের প্রতি কর্ণপাত না করার অভ্যাস সৃষ্টি হয়। আসলে ভয়ংকর আজাব প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত ওরা বিশ্বাস করে না। আর এই ভয়ংকর আজাব অকস্মাৎ আপতিত হয় ওদের ওপর। তখন ওরা আর্তনাদ করে বলে, 'আমাদেরকে কি একটা সুযোগ দেয়া হবে না?'

২০৪-২০৭. তবে কি ওরা আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়? তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছ, আমি যদি ওদের দীর্ঘকাল ভোগবিলাসে থাকতে দেই এবং তারপর হঠাৎ করেই আমার শাস্তি ওদের ওপর আপতিত হয়, তখন এই বিলাস-উপকরণ ওদের কোনো কাজে আসবে?

২০৮-২০৯. (ইতিহাসের দিকে তাকাও) সতর্ককারী না পাঠিয়ে আমি কখনো কোনো জনপদ ধ্বংস করি নি। (এই কোরআন) তোমাদের জন্যে উপদেশ ও সতর্কবাণী। আমি কখনো অন্যায় করতে পারি না।

২১০-২১২. এই কোরআন শয়তানরা অবতীর্ণ করে নি। ওরা এ-কাজের উপযুক্ত নয় এবং এ-কাজ করার সামর্থ্যও ওদের নেই। এমনকি (নাজিল হওয়ার সময়) ওরা যাতে শুনতেও না পায়, তার পাকা ব্যবস্থা করা হয়েছে।

http://alQuran.org.bd

২১৩. অতএব হে মানুষ! আল্লাহর সাথে কোনো উপাস্যকে শরিক কোরো না। করলে পরকালে কঠিন শাস্তি পাবে।

২১৪-২১৬. (হে নবী!) প্রথমে তুমি তোমার আত্মীয়স্বজনকে সতর্ক করো। তোমার অনুসারী বিশ্বাসীদের প্রতি বিনয়ী ও সদয় হও। আর তারা যদি তোমাকে অমান্য করে, তবে তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাজের দায়দায়িত্ব তোমাদের, আমি এ থেকে দায়মুক্ত।

২১৭-২২০. (হে নবী!) মহাপরাক্রমশালী পরমদয়ালুর ওপর তুমি ভরসা রাখো। তুমি যখন নামাজে দাঁড়াও বা সেজদাকারীদের সাথে ওঠাবসা করো, তখনো তিনি লক্ষ রাখেন। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

২২১-২২৩. হে মানুষ! তোমাদেরকে কি আমি জানাব, শয়তান কাদের ওপর সওয়ার হয়? শয়তান সওয়ার হয় ঘোর মিথ্যাবাদী ও দুরাচারীদের ওপর আর যারা কানকথা শোনে ও কানকথা ছড়ায়। ওদের অধিকাংশই মিথ্যাচারী।

২২৪-২২৬. (হে মানুষ! মনে রেখো) যারা কবিদের অনুসরণ করে তারা বিভ্রান্ত হয়। (কারণ কবিরা অনেক সময়ই কল্পরাজ্যে হারিয়ে গিয়ে আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হয়।) তোমরা কি দেখ না, ওরা লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়? আর তারা যা বলে, তা তারা অনুসরণ করে না। (অধিকাংশ কবির স্বভাবই এমন।)

২২৭. অবশ্য যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে এবং (স্বীয় কবিতায় সত্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে) আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে এবং অত্যাচারিত হওয়ার পর (প্রতিবাদী কবিতা দ্বারা) তা প্রতিহত করে (তারা বিভ্রান্ত নয়)। তারা বিশ্বাস করে (তাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতিতে) যে, জালেমরা সময় এলেই জানতে পারবে, তাদের পরিণতি কত করুণ!

http://alQuran.org.bd

২৭. সূরা নমল

রুকু ৭ ॥ আয়াত ৯৩ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

তা-সীন। এ আয়াতগুলো কোরআনের, সুস্পষ্ট কিতাবের, ২-৩. যা বিশ্বাসীদের জন্যে পথনির্দেশ ও সুসংবাদসহ সুস্পষ্ট বিধিবিধান আকারে নাজিল করা হয়েছে। বিশ্বাসীরা নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আখেরাতে (জবাবদিহিতায়) নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করে।

৪-৫. যারা আখেরাতে (জবাবদিহিতায়) বিশ্বাস করে না, আমি তাদের কাজকর্মকে তাদের কাছে সুন্দর, আকর্ষণীয় ও মোহময় করে দিয়েছি। ফলে ওরা বিভ্রান্তির মধ্যেই ঘুরপাক খায়। ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে কঠিন শাস্তি। আর আখেরাতে ওরাই হবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত।

৬. (আর হে নবী!) নিশ্চয়ই প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ আল্লাহর কাছ থেকে তোমার ওপর কোরআন নাজিল হচ্ছে।

৭. স্মরণ করো! মুসা যখন পরিবার-পরিজনদের বলল, 'আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্যে কোনো সুখবর বা জ্বলন্ত কাঠ আনতে পারব, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারো।'

৮. মুসা যখন আগুনের কাছে এলো, তখন আওয়াজ হলো, 'আগুনের আলোর মধ্যে এবং এর চারপাশে যারা আছে তারাই ধন্য। মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ মহাপবিত্র, মহামহিম। ৯. হে মুসা! আমিই আল্লাহ, মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

১০. (এরপর আল্লাহ বললেন) 'হে মুসা! তোমার হাতের লাঠি সামনে নিক্ষেপ করো।' নিক্ষেপ করার পর ওটাকে সাপের মতো ছুটোছুটি করতে দেখে পেছনে আর না তাকিয়েই মুসা উল্টোদিকে দৌড় দিল। (আল্লাহ তখন মুসাকে আবার বললেন) 'হে মুসা! ভয় পেয়ো না। আমার সামনে রসুলদের

http://alQuran.org.bd

ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। ১১. আর যারা অন্যায় করার পর মন্দের পরিবর্তে ভালো কাজ করে, তাদের প্রতিও আমি অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু। ১২. (হে মুসা!) তোমার হাত তোমার বগলে রাখো, তা শুভ্র ও উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে আসবে। (হে মুসা! এখন) দুরাচারী ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট এ দুটি নিদর্শনসহ আমার নয়টি নিদর্শন নিয়ে যাও। নিশ্চয়ই ওরা সত্যত্যাগী।'

১৩-১৪. ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের সামনে সুস্পষ্ট নিদর্শন উদ্ভাসিত হওয়ার পরও ওরা বলল, 'এ-তো জাদুর ভেলকিবাজি।' ওদের অন্তর এগুলোকে সত্য মনে করলেও অহংকার ও জুলুমাসক্তির কারণে ওরা এই নিদর্শনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করল। তারপর তো জানোই, জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কত করুণ ছিল!

॥ রুকু ২ ॥

১৫. আমি দাউদ ও সোলায়মানকে বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলাম। তারা বলেছিল, সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর অনেক বিশ্বাসী বান্দার চেয়ে আমাদের ওপর বেশি অনুগ্রহ করেছেন। ১৬. সোলায়মান ছিল দাউদের যথার্থ উত্তরাধিকারী। সে বলেছিল, 'হে মানুষ! আমাকে পাখির ভাষা শেখানো হয়েছে, আমাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সবকিছু দেয়া হয়েছে। এ সবই হচ্ছে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ।'

১৭. সোলায়মানের সামনে জ্বীন, মানুষ ও পাখির সমন্বয়ে গঠিত বিশাল বাহিনীকে সমবেত করা হলো। সুবিন্যস্ত ও সুসজ্জিতভাবে তারা অভিযাত্রা শুরু করল। ১৮. যখন এই বিশাল বাহিনী পিঁপড়ে অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছল তখন এক পিঁপড়ে বলল, 'হে পিঁপড়েরা! দ্রুত তোমরা তোমাদের ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ো। তা না হলে সোলায়মানের বাহিনী তোমাদের পায়ের তলায় পিষে ফেলবে। আর তারা সেটা টেরও পাবে না।'
১৯. সোলায়মান মৃদু হেসে প্রার্থনা করল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার ও আমার মা-বাবার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছ, সেজন্যে শোকরগোজার হওয়ার তওফিক আমাকে দাও। তোমাকে খুশি করার মতো সৎকর্ম করার শক্তি আমাকে দাও। (প্রভু হে!) অনুগ্রহ করে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের মধ্যে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করো।'

http://alQuran.org.bd

২০-২১. সোলায়মান পাখির দলের দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলল, 'হুদহুদকে দেখছি না কেন? সে কি হাওয়া হয়ে গেছে? উপযুক্ত কারণ না দর্শালে আমি ওকে কঠিন শাস্তি, এমনকি মৃত্যুদণ্ড দেবো।' ২২-২৩. কিছুক্ষণের মধ্যেই হুদহুদ এসে বলল, আপনি যা অবগত নন, আমি সে-সম্পর্কে জেনে এসেছি। আমি সাবা থেকে সুনিশ্চিত তথ্য নিয়ে এসেছি। আমি সাবাবাসীর ওপর এক নারীকে রাজত্ব করতে দেখেছি। তার সম্পদ উপকরণ উপচে পড়ছে। তার সিংহাসনটিও বিরাট।

২৪-২৬. (হুদহুদ আরো বলল) আমি রানি ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করছে। শয়তান ওদের কার্যাবলিকে ওদের কাছে জৌলুসপূর্ণ ও মোহনীয় করে সৎপথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে; যাতে করে ওরা মহাবিশ্বের সকল রহস্যের উন্মোচক আল্লাহকে সেজদা করা থেকে দূরে থাকে। অথচ মানুষ যা প্রকাশ করে বা নিজের মধ্যে গোপন রাখে, তিনি সবই জানেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি মহা-আরশের একচ্ছত্র অধিপতি। *[সেজদা]*

২৭-২৮. সোলায়মান বলল, তুমি সত্য বলছ, না মিথ্যা বলছ শিগগিরই এর পরীক্ষা হয়ে যাবে। তুমি আমার এই চিঠি নিয়ে গিয়ে ওদের সামনে ফেলে দাও। দূরে দাঁড়িয়ে ওদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করো।

২৯-৩১. (পত্র পেয়ে সাবার রানি বিলকিস) বলল, সভাসদরা! আমার কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ চিঠি এসেছে সোলায়মানের কাছ থেকে। এতে লেখা আছে, 'দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে। (আল্লাহ বলেছেন) অহংকারবশত আমাকে অমান্য কোরো না। সমর্পিত হয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও।'

॥ রুকু ৩ ॥

৩২. বিলকিস বলল, 'সভাসদরা! আশু সমস্যা মোকাবেলায় তোমাদের পরামর্শ দাও। তোমাদের পরামর্শ ছাড়া তো আমি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না।' ৩৩. সভাসদরা জবাবে বলল, 'আমরা শক্তিমান ও যুদ্ধে পারদর্শী কিন্তু আদেশ করার অধিকার আপনার। আমরা কী করব, আপনিই আদেশ করুন।'

৩৪-৩৫. বিলকিস বলল, 'রাজাবাদশারা যখন কোনো জনপদে (বিজয়ী হয়ে) প্রবেশ করে, তখন তা ছারখার করে দেয়। সেখানকার সম্মানিতদের লাঞ্ছিত

http://alQuran.org.bd

করে। এরা সবসময় এ আচরণই করে থাকে। তাই আমি তাদের জন্যে কিছু উপঢৌকন পাঠাব এবং উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করব।'

৩৬-৩৭. রানির দূত আসার পর সোলায়মান তাকে বলল, তোমরা কি আমাকে উপঢৌকন দিয়ে তুষ্ট করতে চাও? আল্লাহ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তার চেয়ে অনেক ভালো জিনিস আমাকে দিয়েছেন। এ উপঢৌকন নিয়ে তোমরা উৎফুল্ল বোধ করতে পারো (আমি নই)। তোমরা রানির কাছে ফিরে যাও। রানিকে বলবে (আল্লাহ বলেছেন) 'আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে এমন সেনাবাহিনী পাঠাব, যার মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি তাদেরকে অপদস্থ করে সেখান থেকে বহিষ্কার করব আর তারা অবনমিত হতে বাধ্য হবে।'

৩৮. এরপর সোলায়মান (যখন জানতে পারল রানি বিলকিস আসছে, তখন) সভাসদদের জিজ্ঞেস করল, 'তারা আত্মসমর্পণ করতে আসার আগেই তোমাদের মধ্যে কে আমাকে তার সিংহাসন এনে দিতে পারবে?'

৩৯. (সোলায়মানের সভাসদ) এক সাহসী জ্বীন বলল, 'আপনি আসন ত্যাগ করার পূর্বেই আমি তা এনে দেবো। এটা করার ক্ষমতা আমার আছে আর আমি বিশ্বস্তও।' ৪০. ওহীর জ্ঞানে অন্তর আলোকিত যার, সে বলল, 'চোখের পলক ফেলার আগেই তা এনে দেবো।' সোলায়মান যখন চোখের সামনে সিংহাসন দেখল, তখন (শুকরিয়া আদায় করে) বলল, 'এ আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ–আমি কৃতজ্ঞ, না অকৃতজ্ঞ তা পরীক্ষার জন্যে। আসলে যে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তা নিজের কল্যাণেই করে। আর যে অকৃতজ্ঞ সে জেনে রাখুক, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহামহান।'

৪১. সোলায়মান এরপর বলল, রানির সিংহাসনের রূপ বদলে পাশে রাখো। দেখি সে সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পারে, না বিভ্রান্তিতে ডুবে যায়। ৪২-৪৩. বিলকিস সেখানে আসার পর সিংহাসনটি দেখিয়ে প্রশ্ন করা হলো, তোমার সিংহাসন কি এরকম? রানি জবাব দিল, 'তাই তো! সে-রকমই তো মনে হচ্ছে!' (সোলায়মান তার সভাসদদের বলল, সে-তো আমাদের কোনো সাহায্য ছাড়াই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।) অথচ তার আগেই আমাদেরকে ওহীর জ্ঞান দেয়া হয়েছে এবং আমরা অনেক আগেই আল্লাহতে সমর্পিত হয়েছি। যদিও আল্লাহর পরিবর্তে বিলকিস যার পূজা করত, তা তাকে

http://alQuran.org.bd

সত্যপথ থেকে দূরে রেখেছিল এবং সত্য অস্বীকারকারীদের বংশে তার জন্ম হয়েছিল (তারপরও সে সত্যকে শনাক্ত করতে পেরেছিল)।

৪৪. এরপর বিলকিসকে বলা হলো, 'এই প্রাসাদে প্রবেশ করো।' যখন সে সেদিকে তাকাল তার মনে হলো, এ টলটলে পানির সরোবর এবং (সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্যে) কাপড় হাঁটু পর্যন্ত টেনে তুলল। সোলায়মান তখন বলল, 'এ-তো স্বচ্ছ কাচের মেঝে।' শুনে বিলকিস আর্তনাদ করে উঠল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো এতদিন (তোমার ইবাদত না করে) মহাপাপ করে এসেছি। আমি এখন সোলায়মানের সাথে মহাবিশ্বের প্রতিপালকের কাছে নিজেকে সমর্পণ করছি।'

॥ রুকু ৪ ॥

৪৫. আমি সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই সালেহকে এই বাণী দিয়েছিলাম যে, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো।' কিন্তু তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে বিতর্কে মেতে উঠল।

৪৬. সালেহ ওদের বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণকে ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ? তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছ না কেন? ক্ষমা চাইলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহভাজন হবে।'

৪৭. সম্প্রদায়ের নেতারা বলল, 'তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদেরকে আমরা অশুভ ও অকল্যাণের প্রতীক মনে করি।' জবাবে সালেহ বলল, 'তোমাদের শুভাশুভের এখতিয়ার তো আল্লাহর হাতে। এটা তো তোমাদের জন্যে এক পরীক্ষা।'

৪৮-৪৯. সেই জনপদে নয় জন গোত্রপতি ক্রমাগত ফ্যাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং নিজেদের শুধরে নেয়ার ব্যাপারে তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না। ওরা পরস্পরকে বলল, 'চলো, আমরা আল্লাহর নামে শপথ করি যে, আমরা রাতে পরিবার-পরিজনসহ তাকে হত্যা করব। তারপর তার নিকটাত্মীয়দের কাছে জোর দিয়ে বলব, তাদের মেরে ফেলতে আমরা কাউকে দেখি নি। আমরা অবশ্যই সত্য বলছি।'

৫০-৫১. ওরা ষড়যন্ত্র করেছিল। আমিও নিগূঢ় কৌশল অবলম্বন করলাম। কিন্তু ওরা তার কিছুই বোঝে নি। এখন দেখ! ওদের চক্রান্তের করুণ পরিণতি! আমি ওদেরসহ পুরো সম্প্রদায়কেই ধ্বংস করে দিয়েছি।

http://alQuran.org.bd

৫২-৫৩. জনশূন্য বিধ্বস্ত ঘরবাড়িগুলো এখন ওদের সীমালঙ্ঘনেরই সাক্ষী। জ্ঞানীদের জন্যে এতে শিক্ষণীয় নির্দশন রয়েছে। আর যারা বিশ্বাসী ও আল্লাহ্-সচেতন ছিল, আমি তাদের উদ্ধার করেছি।

৫৪-৫৫. স্মরণ করো লূতের কথা! সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা সজ্ঞানে কেন অশ্লীল কাজ করছ? যৌনতৃপ্তির জন্যে নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হচ্ছো? তোমরা তো দেখছি ভালো-মন্দ বোধহীন সম্প্রদায়!

৫৬. জবাবে সম্প্রদায়ের নেতারা বলল, 'লূত পরিবারকে তোমাদের লোকালয় থেকে বের করে দাও। ওরা বড় পবিত্র সাজতে চায়।'

৫৭-৫৮. তারপর আমি তার স্ত্রী ছাড়া লূত পরিবারকে উদ্ধার করলাম। কিন্তু স্ত্রী পেছনে রয়ে গেল। আমি ওদের ওপর ভয়ংকর কঙ্করবর্ষণ করলাম। আর এ ভয়াবহ পরিণতির জন্যে ওদের আগেই সতর্ক করা হয়েছিল।

॥ রুকু ৫ ॥

৫৯. হে নবী! বলো, সকল প্রশংসা আল্লাহর! আর সালাম তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি। (ওদের জিজ্ঞেস করো) শ্রেষ্ঠ কে? আল্লাহ্? না যাদেরকে ওরা উপাস্য হিসেবে আল্লাহর সাথে শরিক করে, তারা?

বিংশতিতম পারা

৬০. বলো, মহাকাশ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? আকাশ থেকে কে তোমাদের জন্যে পানিবর্ষণ করেন? আর এই পানি দিয়েই আমি শ্যামল দৃষ্টিনন্দন বাগান সাজাই। (অথচ) একটি বীজের অঙ্কুরোদগম করার ক্ষমতাও তোমাদের নেই। অতএব আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য (এ-কাজে শরিক) থাকতে পারে কি? (না, কখনো নয়) তারপরও বাস্তবে এমন লোক আছে, যারা সত্যপথ থেকে দূরে সরে যায়।

৬১. বলো, কে পৃথিবীকে মানুষের বাসোপযোগী করেছেন? কে জমিনের বুকে নদনদী প্রবহমান করেছেন, সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন? কে দুই প্রবহমান

http://alQuran.org.bd

স্রোতধারার মধ্যে অদৃশ্য অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন? অতএব আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য (এ-কাজে শরিক) থাকতে পারে কি? (না, কখনো নয়।) তবুও অনেক মানুষ স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ থেকেও বিরত থাকে।

৬২. বলো, অসহায় ও বিপন্নের প্রার্থনায় কে সাড়া দেন? কে বিপদ মোচন করেন, দুঃখকষ্ট দূর করেন? আর দুনিয়ায় কে তোমাদের খলিফা নিযুক্ত করেছেন? আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য (এ-কাজে শরিক) থাকতে পারে কি? (না, কখনো নয়।) অথচ বিষয়টি নিয়ে অনেকেই কোনো চিন্তাভাবনা করে না।

৬৩. বলো, জমিনে বা পানিতে গভীর অন্ধকারে কে তোমাদের পথ প্রদর্শন করেন? অনুগ্রহ প্রেরণের পূর্বে কে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন? অতএব আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য (এ-কাজে শরিক) থাকতে পারে কি? (না, কখনো নয়।) আসলে ওরা যাকে শরিক করে, আল্লাহ তা থেকে অনেক অনেক ঊর্ধ্বে।

৬৪. বলো, কে প্রথম সবকিছু সৃষ্টি করেছেন? কে তা পুনঃসৃজন করবেন? কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবনোপকরণ দান করেছেন? অতএব আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য (এ-কাজে শরিক) থাকতে পারে কি? (না, কখনো নয়।) (হে নবী! শরিককারীদের) বলো, তোমাদের দাবির সপক্ষে কোনো প্রমাণ থাকলে তা উপস্থিত করো।

৬৫. (হে নবী!) বলো, আল্লাহ ছাড়া মহাকাশ ও পৃথিবীর কারোই গায়েব-এর জ্ঞান নেই এবং কখন তারা পুনরুত্থিত হবে, তা-ও কারো জানা নেই।
৬৬. আসলে আখেরাত সম্পর্কে ওদের জ্ঞান লোপ পেয়েছে। বরং বলা যায়, এ ব্যাপারে ওরা সন্দিগ্ধ, পুরোপুরি অন্ধ!

॥ রুকু ৬ ॥

৬৭-৬৮. সত্য অস্বীকারকারীরা বলে, 'আমরা ও আমাদের বাপদাদারা মাটিতে মিশে যাওয়ার পরও কি কবর থেকে আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে? আমাদের ন্যায় আমাদের পূর্বপুরুষদেরও এ ব্যাপারে অতীতে ভয় দেখানো হয়েছে। এগুলো সেকেলে কল্পকাহিনী ছাড়া কিছুই নয়।'

http://alQuran.org.bd

৬৯-৭০. (হে নবী!) ওদের বলো, 'পৃথিবী ভ্রমণ করো এবং দেখ, অপরাধীদের পরিণতি কী হয়েছিল!' আর (হে নবী!) তুমি ওদের বিভ্রান্ত দেখে দুঃখ কোরো না বা ওদের ষড়যন্ত্রেও মনঃক্ষুণ্ণ হয়ো না।

৭১-৭২. ওরা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বলো, এই আজাব কবে আসবে? ওদের বলো, '(অজ্ঞতাবশত) যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ, তার অংশবিশেষ হয়তো তোমাদের ঘাড়ের কাছেই এসে গেছে।'

৭৩. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। কিন্তু এদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। ৭৪. তারা যা মনের গভীরে লুকিয়ে রাখে আর যা প্রকাশ করে, তোমার প্রতিপালক সবই জানেন। ৭৫. মহাকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোনো গোপন রহস্য নেই, যা তাঁর লিপিকায় লিপিবদ্ধ নেই।

৭৬. বনি ইসরাইলের মধ্যে যে-সব বিষয় নিয়ে মতভেদ রয়েছে, সে-সবের অধিকাংশের ব্যাখ্যাই কোরআন তাদের কাছে পেশ করেছে। ৭৭. আর নিশ্চিতই বিশ্বাসীদের জন্যে কোরআন হেদায়েত ও রহমতস্বরূপ। ৭৮. (হে নবী!) তোমার প্রতিপালক অবশ্যই তাঁর প্রজ্ঞা দ্বারা ওদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। ৭৯. তাই আল্লাহর ওপরই ভরসা করো। অবশ্যই তুমি সুস্পষ্ট সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

৮০-৮১. (হে নবী!) তুমি মৃতকে তোমার কথা শোনাতে পারবে না। আর যে বধির তোমাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তাকেও তোমার কথা বোঝাতে পারবে না। আর যে (অন্তরে) অন্ধ, তাকেও বিভ্রান্তি থেকে আলোর পথে আনতে পারবে না। তুমি শুধু তাদেরকেই তোমার কথা শোনাতে পারবে, যারা আমার বাণীতে বিশ্বাস করতে ইচ্ছুক। আর তারাই আমাতে সমর্পিত হয়।

৮২. যখনই ঘোষিত শাস্তির সময় আসবে, তখন ভূগর্ভ থেকে ভয়ংকর জীবের প্রকাশ ঘটবে। যারা আমার বাণীকে বিশ্বাস করে নি, এই ভয়ংকর জীব তাদের যন্ত্রণা ও দুর্ভোগের কারণ হবে।

॥ রুকু ৭ ॥

৮৩-৮৫. ভাবো সেই দিনের কথা, যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমার আয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের সমবেত করব এবং ওদের অবাধ্যতার স্তর

http://alQuran.org.bd

অনুসারে সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত করব। বিচারের সময় যখন ওরা সামনে এগিয়ে আসবে, তখন আল্লাহ ওদের জিজ্ঞেস করবেন, 'তোমরা কি তোমাদের জ্ঞান দিয়ে বুঝতে না পারার কারণে আমার বাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে, না এর পেছনে অন্য কোনো বিষয় কাজ করেছিল?' ওদের সকল অন্যায় ও পাপের বিষয়ে সকল সত্য ওদের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ায় ওরা বাকরুদ্ধ হয়ে যাবে। (সাফাই গাওয়ার জন্যে) ওদের মুখ দিয়ে কোনো কথাই বের হবে না।

৮৬. তারা কি লক্ষ করে না, আমি রাত সৃষ্টি করেছি বিশ্রামের জন্যে আর দিনকে করেছি আলোকোজ্জ্বল? এতে বিশ্বাসীদের জন্যে রয়েছে শিক্ষণীয় নিদর্শন।

৮৭-৮৮. যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, সেদিন আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তরা ছাড়া মহাকাশ ও পৃথিবীর সকলেই ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়বে এবং অবনতমস্তকে তাঁর কাছে হাজির হবে। আজ তুমি যে পর্বতমালাকে অচল-অটল দেখছ, সেদিন এগুলো হবে মেঘমালার মতো চলমান। আল্লাহ সবকিছুই সুনিপুণ করে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা যা করছ, সে বিষয়ে তিনি পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

৮৯-৯০. যারা সৎকর্ম করবে, তারা সকল শঙ্কা থেকে সেদিন নিরাপদ থাকবে এবং উত্তম প্রতিফল পাবে। আর যারা অন্যায় ও পাপে লিপ্ত থাকবে, তাদের অধোমুখী করে জাহান্নামে ফেলা হবে আর বলা হবে, 'তোমরা এখন তোমাদের কর্মফল ভোগ করো।'

৯১-৯২. (হে নবী!) ওদের বলো, 'আমি তো কেবল এই নগরীর (মক্কার) প্রভুর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি, যিনি এই নগরীকে সম্মানিত করেছেন। আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি যেন সমর্পিতদের অন্তর্ভুক্ত হই এবং কোরআনের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেই।' অতএব যে সঠিক পথ অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেবে, সে তার নিজের কল্যাণের জন্যেই তা করবে। আর কেউ ভ্রান্ত পথে চললে তুমি বলো, 'আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র!'

৯৩. (হে নবী!) ওদের আরো বলো, সকল প্রশংসা আল্লাহর! তিনি শিগগিরই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখাবেন। তখন তোমরা তা বুঝতে পারবে। তোমরা যা করো, সে-সম্পর্কে তোমাদের প্রতিপালক মোটেই বেখবর নন।

http://alQuran.org.bd

২৮. সূরা কাসাস

রুকু ৯ ॥ আয়াত ৮৮ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

তা-সীন-মীম। ২. এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। ৩. বিশ্বাসীদের কল্যাণের জন্যে তোমার কাছে আমি মুসা ও ফেরাউনের ঘটনা যথাযথভাবে বয়ান করছি।

৪. ফেরাউন অহংকারী ও ক্ষমতাদর্পী হয়ে সীমালঙ্ঘন করেছিল। দেশের অধিবাসীদের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে একটি সম্প্রদায়ের ওপর সে নির্মম নিপীড়ন চালাচ্ছিল। সে তাদের পুত্রসন্তানদের হত্যা করত এবং কন্যাসন্তানকে (ভবিষ্যতে দাসী করার জন্যে) বাঁচিয়ে রাখত। সে ছিল চরম অত্যাচারী।

৫-৬. কিন্তু আমি অনুগ্রহ করে এই নিপীড়িতদেরই দেশের উত্তরাধিকারী এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অগ্রপথিক বানাতে চাচ্ছিলাম। ফেরাউন, হামান ও তার নিষ্ঠুর বাহিনী এই নিপীড়িত জনগোষ্ঠী থেকে যা আশঙ্কা করছিল, আমি চাচ্ছিলাম তাকেই বাস্তব রূপ দিতে।

৭. আমি মুসার মায়ের কাছে প্রত্যাদেশ পাঠালাম, 'শিশুটিকে বুকের দুধ খাওয়াও। তারপর তাকে নিয়ে তোমার মনে কোনো আশঙ্কা জাগলে তাকে নদীতে ভাসিয়ে দাও। কোনো ধরনের ভয় বা দুশ্চিন্তাকে প্রশ্রয় দিও না। আমি তাকে তোমার কাছেই ফিরিয়ে দেবো এবং সে হবে আমার রসুলদের একজন।'

৮. ফেরাউনের লোকজন নদী থেকে শিশুটিকে তুলে আনল। (ওরা বুঝতেও পারল না যে) এ-ই হবে ওদের শত্রু ও দুঃখের কারণ। অবশ্যই ফেরাউন, হামান ও ওদের বাহিনী ছিল ঘোরতর পাপী।

৯. ফেরাউনের স্ত্রী (শিশুটিকে দেখেই) বলল, এ শিশু তো তোমার ও আমার চোখ জুড়াচ্ছে। একে হত্যা কোরো না। সে আমাদের উপকারে আসতে

http://alQuran.org.bd

পারে। আবার তাকে আমরা পালকপুত্র হিসেবেও নিতে পারি। (বিনাশকারীকে যে নিজের ঘরেই পালন করতে যাচ্ছে) প্রকৃতপক্ষে তা ওরা বুঝতেই পারে নি।

১০. এদিকে মুসার মা বিচলিত হয়ে পড়ল। (আমার প্রতিশ্রুতির ওপর বিশ্বাসে) যদি তার অন্তরকে অটল না রাখতাম, তাহলে মুসার পরিচয় তার দ্বারাই প্রকাশ হয়ে পড়ত। ১১. সে মুসার বোনকে বলল, ওর পেছনে পেছনে যাও। দূরে থেকো, যাতে কেউ সন্দেহ না করে। সে দূরে থেকেই অনুসরণ করতে লাগল, কেউ টের পেল না। ১২. মুসা কোনো ধাত্রীর দুধ যাতে না খায় সেজন্যে আমি আগে থেকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম, ফলে মুসা দুধ খাচ্ছিল না। এসময় মুসার বোন সেখানে হাজির হয়ে বলল, তোমাদেরকে কি আমি এমন এক পরিবারের সন্ধান দেবো, যারা ওকে তোমাদের হয়ে লালনপালন করবে? ওর যত্ন নেবে?

১৩. এভাবে আমি মুসাকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চোখ জুড়ায়, অস্থিরতা দূর হয়ে যায় আর বুঝতে পারে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। যদিও অধিকাংশ মানুষই তা বোঝে না।

॥ রুকু ২ ॥

১৪. মুসা যৌবনে পদার্পণ করার পর আমি তাকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করলাম। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি।

১৫. একদিন লোকজন যখন অলস সময় কাটাচ্ছিল তখন সে শহরে প্রবেশ করল। সে দেখল, দুজন লোক মারামারি করছে। একজন তার দলের, অন্যজন বিপক্ষ দলের। দলীয় লোকটি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মুসার সাহায্য চাইল। মুসা এক ঘুষি মারল এবং প্রতিপক্ষের লোকটি মারা গেল। তখন মুসা (মনে মনে অনুশোচনা করে) বলল, এ-তো শয়তানি কাজ হয়ে গেল। নিঃসন্দেহে শয়তান আমার প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী।

১৬. (অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে) মুসা প্রার্থনা করল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নিজের ওপর জুলুম করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।’ আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু। ১৭. এরপর মুসা প্রতিজ্ঞা করল, ‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার ওপর

http://alQuran.org.bd

যে অনুগ্রহ করেছ, তার প্রেক্ষিতে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ভবিষ্যতে আমি কখনো কোনো অপরাধীকে সাহায্য করব না।'

১৮. পরদিন সকালবেলা এক ধরনের ভয় ও শঙ্কা নিয়ে মুসা শহরে বের হলো। সে দেখতে পেল, গতকাল যে সাহায্যের জন্যে ডেকেছিল, আজকেও সে আরেকজনের সাথে ঝগড়া বাঁধিয়ে সাহায্যের জন্যে চিৎকার করে তাকে ডাকছে। মুসা তাকে বলল, 'তুমি তো অত্যন্ত কলহপ্রবণ লোক!'

১৯. কিন্তু মুসা যখন (আবেগবশত) উভয়েরই সাধারণ শত্রুকে মারতে উদ্যত হলো, তখন লোকটি চিৎকার করে উঠল, 'হে মুসা! গতকাল তুমি যেভাবে একজনকে খুন করেছ, সেভাবে কি আমাকেও খুন করতে চাও? তুমি তো অত্যাচারী হতে চলেছ, ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী নয়!'

২০-২১. এসময় শহরের দূর প্রান্ত থেকে একজন ছুটে এসে বলল, 'হে মুসা! ফেরাউনের সভাসদরা (গতকালের খুনের প্রেক্ষিতে) তোমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে। তুমি এখনই শহর ছেড়ে চলে যাও। আমি তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।' মুসা সেখান থেকে ভীতচকিত অবস্থায় বেরিয়ে পড়ল। (কায়মনোবাক্যে) প্রার্থনা করল, 'প্রভু হে! জালেমদের হাত থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করো!'

॥ রুকু ৩ ॥

২২. মিশর ত্যাগ করে মাদিয়ান যাত্রা করার সময় মুসা বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে সরলপথে পরিচালিত করবেন।

২৩. মাদিয়ানের এক পানির কূপের কাছে পৌঁছার পর মুসা দেখল, একদল লোক গবাদি পশুকে পানি পান করাচ্ছে আর একটু দূরে দুই বালিকা তাদের গবাদি পশুগুলোকে সামাল দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সে বালিকাদের জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের কী সমস্যা?' ওরা বলল, 'রাখালেরা ওদের পশুর পাল সরিয়ে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের পশুগুলোকে পানি খাওয়াতে পারি না। আমাদের বাবা অতিবৃদ্ধ।'

২৪-২৫. মুসা ওদের পশুগুলোকে পানি খাইয়ে এক গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! যে অনুগ্রহই তুমি আমাকে করো না

http://alQuran.org.bd

কেন, তা-ই আমার বিশেষ প্রয়োজন।' কিছুক্ষণ পর বালিকাদ্বয়ের একজন লজ্জায় জড়সড় হয়ে তার কাছে এসে বলল, 'আব্বা আপনাকে ডাকছেন। আপনি যে আমাদের পশুগুলোকে পানি খাইয়েছেন, এজন্যে তিনি আপনাকে পুরস্কার দেবেন।' মুসা বৃদ্ধের কাছে গিয়ে তার সকল ঘটনা বলল। সব শুনে সে বলল, 'ভয় কোরো না, তুমি জালেমদের হাত থেকে বেঁচে গেছ।'
২৬. বালিকাদ্বয়ের একজন বলল, 'আব্বা, তাকে কাজে নিযুক্ত করুন। সবচেয়ে ভালো কর্মচারী সে-ই হবে, যে শক্তিমান ও বিশ্বস্ত।'

২৭. তাদের পিতা মুসাকে বলল, 'আমি আমার দুই মেয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই। শর্ত হচ্ছে, তুমি আট বছর আমার এখানে কাজ করবে। যদি ১০ বছর করতে চাও, তা তোমার ইচ্ছা। (এটাই বিয়ের দেনমোহর) আমি তোমার ওপর কোনো কষ্ট চাপিয়ে দিতে চাই না। ইনশাল্লাহ! তুমি আমাকে সদাচারী হিসেবেই পাবে।' ২৮. মুসা (তার সম্মতি প্রকাশ করে) বলল, 'আমরা চুক্তিবদ্ধ হলাম। এ দুটি মেয়াদের যে-কোনো একটি পূরণ করলে আমার আর কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না। আল্লাহ আমাদের চুক্তির সাক্ষী থাকবেন।'

॥ রুকু ৪ ॥

২৯. নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে মুসা সপরিবারে যাত্রা করল এবং তুর পাহাড়ের পাদদেশে আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিবারকে বলল, তোমরা এখানে অপেক্ষা করো। আমি দূরে আগুন দেখছি। আমি সেখানে হয়তো কোনো খবর পাব বা (নিদেনপক্ষে) তোমাদের আগুন পোহানোর জন্যে জ্বলন্ত কাঠ আনতে পারব।

৩০-৩২. যখন মুসা আগুনের কাছে পৌঁছল, তখন উপত্যকার ডানপাশের পবিত্র ভূমির এক গাছের পেছন থেকে তাকে বলা হলো, 'হে মুসা! আমিই আল্লাহ! মহাবিশ্বের প্রতিপালক!' (নির্দেশ দেয়া হলো) 'তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো।' লাঠি ফেলার পর একে সাপের ন্যায় ছুটোছুটি করতে দেখে মুসা উল্টো দৌড় দিল, পেছন দিকেও আর তাকাল না। তাকে বলা হলো, 'হে মুসা! ফিরে এসো। ভয় কোরো না। তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। এবার বগলে তোমার হাত রাখো, সেটা সাদা পরিষ্কার উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে আসবে। এবার তোমার দুই হাত বুকে রাখো, ভয় থেকে মুক্ত হও। এ দুটি তোমার

http://alQuran.org.bd

প্রতিপালকের দেয়া উজ্জ্বল নিদর্শন, ফেরাউন ও তার সভাসদদের দেখানোর জন্যে। ওরা অবশ্যই সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।'

৩৩-৩৪. মুসা বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো ওদের একজনকে হত্যা করেছি। আমার ভয় হয়, ওরাও আমাকে হত্যা করবে। আর আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে ভালো বলতে পারে, তাকে আমার সহযোগী করে দাও। সে আমাকে সমর্থন করবে। কারণ আমি আশঙ্কা করছি, ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।'

৩৫. আল্লাহ বললেন, 'আমি তোমার ভাইকে দিয়ে তোমার হাত শক্তিশালী করব আর তোমাদের দুজনকেই বিশেষ শক্তি প্রদান করছি। ফলে ওরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমার নিদর্শনাবলির জোরে তোমরা ও তোমাদের অনুসারীরা বিজয়ী হবে।'

৩৬. মুসা যখন ওদের সামনে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি পেশ করল তখন ওরা বলল, 'এ-তো জাদুর ভেলকি আর কথার ভোজবাজি ছাড়া কিছুই নয়। এ ধরনের কথা আমাদের পূর্বপুরুষদের আমলেও কেউ শোনে নি।'

৩৭. মুসা বলল, 'আমার প্রতিপালক ভালোভাবেই জানেন, কে তাঁর কাছ থেকে সত্যধর্ম নিয়ে এসেছে আর কার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। সীমালঙ্ঘনকারীরা কখনো সফল হয় না।'

৩৮. ফেরাউন বলল, 'হে সভাসদরা! আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো উপাস্য আছে বলে জানি না। হামান! আমার জন্যে ইট তৈরি করো এবং তা দিয়ে সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো; যাতে সেখানে উঠে আমি মুসার উপাস্যকে দেখতে পাই। তবে আমি মনে করি সে মিথ্যাবাদী।'

৩৯-৪০. ফেরাউন ও তার দলবল অকারণে অহংকার করেছিল। মনে করেছিল, কোনোদিন আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না। দম্ভ চূর্ণ করে তাকে দলবলসহ সাগরে ডুবিয়ে দিলাম। জালেমদের পরিণতি এমনই হয়।

৪১-৪২. আমি ওদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম কিন্তু ওরা মানুষকে জাহান্নামের পথে ডেকেছে। (তাই ওদের ধ্বংস করে দিলাম।) কেয়ামতের দিনও ওরা কোনো সাহায্যকারী পাবে না। এ পৃথিবীতে ওরা অভিশপ্ত হয়েছে আর মহাবিচার দিবসে ওরা হবে ঘৃণিত।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ৫ ॥

৪৩. পূর্ববর্তী (পাপীদের) বহু প্রজন্মের বিনাশের পর আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম মানুষের জন্যে আলোকবর্তিকা, পথনির্দেশ ও রহমতস্বরূপ, যাতে করে তারা আমাকে স্মরণ করে।

৪৪-৪৫. মুসাকে যখন আমি বিধিবিধান দিয়েছিলাম, তখন (হে নবী!) তুমি তো পাহাড়ের পশ্চিম পাশে উপস্থিত ছিলে না, না তুমি এর সাক্ষী ছিলে। বরং মুসার পর বহু প্রজন্ম এসেছে, বহু যুগ পার হয়ে গেছে। মাদিয়ানবাসীদের যখন আমার বাণী শোনানো হয়, তখনো তো তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে না, আমিই সেখানে রসুলদের পাঠিয়েছিলাম।

৪৬-৪৭. মুসাকে যখন আমি আহ্বান করেছিলাম, তখনো তুমি তুর পাহাড়ের পাশে ছিলে না। (হে নবী!) আসলে এ-তো তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ! যাতে তুমি এসব সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো, যাদের কাছে তোমার আগে কোনো রসুল আসে নি। আর তারাও যেন চিন্তাভাবনা করে সত্যকে গ্রহণ করার সুযোগ পায়। রসুল না পাঠালে (মহাবিচার দিবসে) নিজ কৃতকর্মের পরিণতি হিসেবে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হয়ে ওরা ফরিয়াদ করত, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের কাছে কোনো রসুল পাঠালে না কেন? পাঠালে আমরা তোমার বিধিবিধান মেনে চলতাম ও বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।'

৪৮. কিন্তু আমার কাছ থেকে সত্য আসার পর এখন ওরা বলছে, মুসাকে যেভাবে নিদর্শন দেয়া হয়েছিল, এ রসুলকে সেভাবে দেয়া হলো না কেন? কিন্তু মুসাকে যা-কিছু দেয়া হয়েছিল, তা মানতে কি ওরা অস্বীকার করে নি? ওরা বলেছিল, দুটোই জাদু–দুধরনের। একটা আরেকটার পরিপূরক। আরো বলেছিল, আমরা কোনোটাই বিশ্বাস করি না।

৪৯-৫০. (হে নবী!) ওদের বলো, 'তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহর কাছ থেকে এমন কিতাব আনো, যা পথপ্রদর্শক হিসেবে এ দুয়ের (তাওরাত ও কোরআনের) চেয়ে উত্তম। আমি অবশ্যই সে কিতাব মেনে চলব।' এরপরও যদি ওরা তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে, ওরা শুধু ওদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করছে। আল্লাহর পথনির্দেশ অমান্য করে যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চেয়ে বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে? আল্লাহ জালেমদের পথ প্রদর্শন করেন না।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ৬ ॥

৫১. অবশ্যই এখন আমি এই কোরআনকে মানুষের জন্যে ধাপে ধাপে নাজিল করেছি, যাতে তারা এ থেকে শিক্ষা নিতে শেখে। ৫২. আমি ইতঃপূর্বে যাদের কিতাব দিয়েছিলাম (তাদের মধ্যে যারা সুবিবেচক), তারাও যাতে এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। ৫৩. বাস্তবিকই যখন তাদেরকে কোরআনের বাণী শোনানো হয়, তখন তারা বলে, আমরা বিশ্বাস করলাম। এ-তো আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে নাজিল হয়েছে। আর আমরা তো আগে থেকেই আল্লাহতে সমর্পিত ছিলাম। ৫৪. এদের দুবার পুরস্কৃত করা হবে। প্রথমত, প্রতিকূলতার মুখে ধৈর্যধারণ করার জন্যে। দ্বিতীয়ত, ভালো কাজ দ্বারা মন্দ কাজের মোকাবেলা করা এবং আমি যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তা থেকে দান করার জন্যে। ৫৫. আর যখন তারা কোনো ফালতু কথা (গীবত বা বাজে কথা) শোনে, তখন তারা সেখান থেকে দূরে সরে যায়। শান্তভাবে বলে, আমাদের কাজের ফল আমরা পাব, তোমাদের কাজের ফল তোমরা পাবে। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা বোকার মতো বিতর্কে জড়াতে চাই না।

৫৬. (হে নবী!) তুমি চাইলেই কাউকে সৎপথে আনতে পারবে না। তবে যে ইচ্ছা করে, আল্লাহ তাকে সৎপথে আনেন। আর তিনি ভালো করেই জানেন কারা সৎপথ অনুসরণ করতে চায়।

৫৭. এখন অনেকে বলে, 'আমরা যদি তোমার সৎপথ অনুসরণ করি, তাহলে তো আমাদের বাসভূমি থেকে উৎখাত হয়ে যাব।' অথচ আমি কি তাদের এক নিরাপদ এলাকা প্রদান করি নি, যেখানে আমার ইচ্ছায় ফলমূলসহ সকল জীবনোপকরণ চলে আসে? অথচ ওদের অধিকাংশই এ সত্য জানে না।

৫৮. একদা ধনসম্পত্তিতে গর্বিত, ভোগবিলাসে মত্ত কত জনপদকেই না আমি ধ্বংস করে দিয়েছি! পরে ওদের বাড়িঘরে বসবাস করার সুযোগ খুব কম মানুষই পেয়েছে, এত বিরান হয়ে গেছে তা। পার্থিব সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে, থাকব শুধু আমি। ৫৯. (হে নবী!) তোমার প্রতিপালক রসুল না পাঠিয়ে কোনো জনপদকেই ধ্বংস করেন নি। তিনি আগে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী বাণীসহ রসুল পাঠিয়েছেন। তারপরও যখন এর অধিবাসীরা সত্যপথে না এসে দুরাচার অব্যাহত রেখেছে, তখন তিনি তাদের বিনাশ করেছেন।

http://alQuran.org.bd

৬০. (হে মানুষ! মনে রেখো) তোমাদের এখন যা-কিছু দেয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবন উপভোগের উপকরণ ও মায়া। যা আল্লাহ এখনো তোমাদের জন্যে নিজের কাছে রেখেছেন, তা আরো ভালো ও স্থায়ী। এরপরও কি তোমরা তোমাদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবে না?

॥ রুকু ৭ ॥

৬১. (হে মানুষ!) ভাবো, যাকে আমি উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তার প্রাপ্তি কি কখনো সেই ব্যক্তির সাথে তুলনীয় হতে পারে, যাকে পার্থিব ভোগসম্ভারের কিছু উপকরণ দেয়া হয়েছিল আর মহাবিচার দিবসে যাকে অপরাধী হিসেবে হাজির করা হবে?

৬২. মহাবিচার দিবসে তিনি ওদের জিজ্ঞেস করবেন, আমার সাথে যাদেরকে শরিক হিসেবে কল্পনা করতে, সে উপাস্যরা এখন কোথায়? ৬৩. যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হবে, তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এদেরকে আমরা পথভ্রষ্ট করেছিলাম (কিন্তু কোনো হীন অভিপ্রায় নিয়ে করি নি)। আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম (আমাদের বাপদাদাদের দ্বারা), তাই স্বাভাবিকভাবেই ওদের পথভ্রষ্ট করেছি। ওদের দায়িত্ব থেকে প্রভু হে! তোমার কাছে অব্যাহতি চাচ্ছি। ওরা তো আমাদের উপাসনা করে নি!' ৬৪. তখন ওদের বলা হবে, তোমাদের কল্পিত উপাস্যদের ডাকো। ওরা উপাস্যদের ডাকবে। কিন্তু কোনো সাড়া পাবে না। তখন ওরা ওদের জন্যে অপেক্ষমাণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখতে পাবে। হায়! যদি ওরা সৎপথ অনুসরণ করত (তাহলে এই শাস্তি এড়াতে পারত)!

৬৫. মহাবিচার দিবসে তিনি ওদের জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা আমার রসুলদের কী জবাব দিয়েছিলে? ৬৬. সেদিন আত্মপক্ষ সমর্থনে বলার জন্যে ওরা কোনো শব্দই খুঁজে পাবে না, এমনকি পরস্পর সলাপরামর্শও করতে পারবে না। ৬৭. তবে যে তওবা করবে, বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সৎকর্ম করবে, সে সফল হওয়ার প্রত্যাশা করতে পারে।

৬৮. (মনে রেখো) তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন, তা-ই সৃষ্টি করেন। মানুষের জন্যে সেই বিধিবিধানই তিনি পছন্দ করেছেন, যা তাদের জন্যে ভালো। এ ব্যাপারে অন্য কারো কোনো হাত নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপবিত্র, মহামহান এবং সমস্ত শরিকানার অনেক অনেক ঊর্ধ্বে!

http://alQuran.org.bd

৬৯-৭০. ওরা যা প্রকাশ করে বা ওদের অন্তর যা গোপন করে, নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক তা সবই জানেন। কারণ তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। সৃষ্টির শুরুর সময় থেকে সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত সকল প্রশংসা শুধুই তাঁর! সর্বময় বিচারক্ষমতাও শুধু তাঁর। তাঁর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

৭১. (হে নবী!) ওদের জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ যদি রাতের অন্ধকারকে কেয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করেন, তবে আল্লাহ ছাড়া এমন কোন উপাস্য আছে, যে তোমাদের দিনের আলো এনে দিতে পারবে? তবুও কি তোমরা সত্য স্বীকার করে নেবে না? ৭২. ওদের আরো জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ যদি দিনের আলোকে কেয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করেন, তবে আল্লাহ ছাড়া এমন কোন উপাস্য আছে, যে তোমাদের বিশ্রামের জন্যে রাতের আবির্ভাব ঘটাতে পারবে? তবুও কি তোমরা সত্য স্বীকার করে নেবে না?

৭৩. তিনি করুণাবশত তোমাদের জন্যে রাত ও দিনের ব্যবস্থা করেছেন, যাতে তোমরা বিশ্রাম নিতে পারো, আর (দিনে) তাঁর অনুগ্রহ-সম্পদ থেকে তোমাদের প্রয়োজন অনুসারে সংগ্রহ করে শোকরগোজার হতে পারো। ৭৪-৭৫. (আর মনে রেখো) সেই (মহাবিচার) দিবসে তোমাদের তিনি জিজ্ঞেস করবেন, 'তোমরা আমার সাথে যাদেরকে শরিক করতে, তারা আজ কোথায়?' (তখন শরিককারীরা চুপ করে থাকবে) এরপর প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি একজন (রসুলকে) সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করব, (দুনিয়ায় এ দুরাচারীদের) যারা বলেছিল, তোমরা যা দাবি করছ, তার সপক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করো!' তখন এই পাপীরা বুঝতে পারবে, আল্লাহই চূড়ান্ত সত্য (তিনিই একমাত্র উপাস্য) আর তাদের কল্পিত উপাস্যরা সব উধাও হয়ে গেছে।

॥ রুকু ৮ ॥

৭৬-৭৭. সন্দেহ নেই, কারুন ছিল মুসার সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু সে তাদের ওপরই জুলুম করতে শুরু করল। আসলে আমি তাকে এত বেশি ধনসম্পত্তি দিয়েছিলাম যে, একদল লোকের পক্ষেও সিন্দুকের চাবিগুলো বহন করা কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ করো! তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, 'অহংকার

http://alQuran.org.bd

কোরো না। আল্লাহ অহংকারীদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন, তা দিয়ে আখেরাতের কল্যাণ অনুসন্ধান করো। অবশ্য পার্থিব বৈধ ভোগসম্ভোগ থেকে নিজেকে আলাদা রাখার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ যেমন তোমাকে অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি তুমিও মানুষের প্রতি সদয় হও। আর জমিনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি কোরো না। আল্লাহ ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের অপছন্দ করেন।'

৭৮. জবাবে কারুন বলল, 'এ ধনসম্পত্তি তো আমি আমার নিজস্ব জ্ঞানবলে অর্জন করেছি।' (আল্লাহ বলেন) সে কি জানে না যে, তার চেয়েও ধনশালী ও শক্তিশালী বহু প্রজন্মকে আল্লাহ ইতঃপূর্বে ধ্বংস করে দিয়েছেন? আসলে দুরাচারীরা অহংকারে এত ডুবে থাকে যে, তারা মনে করে তাদের অপরাধ সম্পর্কে কখনো জবাবদিহি করতে হবে না।

৭৯. কারুন তার সম্প্রদায়ের সামনে সবসময় শানশওকতের প্রদর্শনীতে মত্ত থাকত। পার্থিব ভোগবিলাসাকাঙ্ক্ষীরা তাকে দেখলেই বলত, 'আহা! কারুনকে যা দেয়া হয়েছে, আমাদেরও যদি তা দেয়া হতো। আসলেই সে কত ভাগ্যবান!'

৮০. কিন্তু সত্যিকার জ্ঞানীরা তখন ওদের বলল, 'হায়! তোমাদের বক্তব্যের জন্যে দুঃখ হয়! আসলে যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে আল্লাহর পুরস্কারই উত্তম। সকল প্রতিকূলতার মুখে সবরকারী ছাড়া কেউ এ পুরস্কার পাবে না।'

৮১. শেষ পর্যন্ত আমি কারুনকে তার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। সে না নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছে, না কোনো দল আল্লাহর শাস্তির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে পেরেছে। ৮২. ঘটনার আগের দিন পর্যন্ত যারা তার মতো হওয়ার জন্যে লালায়িত ছিল, তারা তখন দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলল, '(হায়! আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে) আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বাড়ান, যাকে ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ হ্রাস করেন। আমাদের প্রতি সদয় না হলে আল্লাহ আমাদেরকেও মাটিতে বিলীন করে দিতেন। আমরা স্বচক্ষেই দেখলাম, সত্য অস্বীকারকারীরা কখনো সফল হয় না।'

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ৯ ॥

৮৩. আখেরাতের শান্তির প্রাসাদ তো তাদের জন্যে নির্দিষ্ট, যারা পৃথিবীতে উদ্ধত হয় না, জমিনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে না। চূড়ান্ত কল্যাণ তো শুধু আল্লাহ-সচেতনদের জন্যে। ৮৪. মহাবিচার দিবসে সৎকর্ম নিয়ে যে উপস্থিত হবে, সে তার কর্মের চেয়েও উত্তম প্রতিফল লাভ করবে। আর যে মন্দ কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে, সে কাজ অনুপাতে শাস্তি পাবে।

৮৫. (হে নবী!) কোরআনের বিধান অনুসরণ যিনি তোমার ওপর ফরজ করেছেন, তিনি অবশ্যই তোমাকে চূড়ান্ত গন্তব্যে ফিরিয়ে আনবেন। (যারা সত্য অস্বীকার করছে তাদের) বলো, 'আমার প্রতিপালক খুব ভালো করে জানেন, কে সত্যধর্ম নিয়ে এসেছে আর কে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত।'
৮৬-৮৭. তুমি কখনো মনে করো নি যে, তোমার ওপর এই কিতাব নাজিল হবে। এ-তো স্রেফ তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। অতএব কখনো সত্য অস্বীকারকারীদের সাহায্যকারী হয়ো না। আর তোমার ওপর আল্লাহর বাণী নাজিল হওয়ার পর, তা পালনে যেন কোনোকিছুই তোমাকে নিবৃত্ত করতে না পারে। বরং তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকেই সবাইকে আহ্বান করো, আর সর্বাবস্থায়ই শরিককারীদের মধ্যে শামিল হওয়া থেকে বিরত থাকো।
৮৮. কখনো আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্যকে ডেকো না। কারণ তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল। সার্বভৌমত্ব ও এখতিয়ার শুধুই তাঁর। শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছেই তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

http://alQuran.org.bd

২৯. সূরা আনকাবুত

রুকু ৭ ॥ আয়াত ৬৯ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

আলিফ-লাম-মীম। ২-৩. মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা বিশ্বাস করি' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে? তাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা নেয়া হবে না? অথচ তাদের পূর্বসূরিদেরও পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। কে সাচ্চা আর কে ঝুটা (কে খাঁটি আর কে মেকি) আল্লাহ অবশ্যই তা যাচাই করে নেবেন। ৪. দুরাচারীরা কি মনে করে যে, ওরা আমার এখতিয়ারের বাইরে পালিয়ে যেতে পারবে? হায়! কত ভ্রান্ত ওদের ধারণা!

৫. (মহাবিচার দিবসে শঙ্কা ও প্রত্যাশা নিয়ে) যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করে (তাকে অবশ্যই সেজন্যে প্রস্তুতি নিতে হবে)। মনে রেখো, (প্রত্যেকের জীবনের সমাপ্তির জন্যে) আল্লাহ-নির্ধারিত কাল আসবেই। তিনি সব শোনেন, সব জানেন।

৬. যে ব্যক্তি (আত্মশুদ্ধির জন্যে) প্রাণান্ত প্রয়াস চালায়, সে তা নিজের কল্যাণের জন্যেই করে—কর্মের সুফল সে-ই ভোগ করবে। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। ৭. যারা বিশ্বাস করবে ও সৎকর্ম করবে, আমি তাদের অতীতের পাপমোচন করব এবং কর্মের উত্তম প্রতিফল প্রদান করব।

৮. আমি মানুষকে বাবা-মার সাথে সম্মানজনক আচরণ ও খেদমত করার নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু তারা যদি আমার সাথে উপাস্য হিসেবে কোনোকিছুকে শরিক করার জন্যে চাপ দেয়, তবে তা কখনো মানবে না। কারণ তুমি জানো আল্লাহর কোনো শরিক নেই। মনে রেখো, আমার কাছেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তখন দুনিয়ায় যা-কিছু করেছ, তার ভালো-মন্দ তোমাদের পুরোপুরি বুঝিয়ে দেয়া হবে। ৯. যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদের সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করব।

১০. কিছু মানুষ বলে, 'আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি।' কিন্তু যখন এই বিশ্বাসের কারণে তারা নির্যাতিত হয়, তখন মানুষের নিপীড়নকে এরা

http://alQuran.org.bd

আল্লাহর আজাবের মতো (বা তার চেয়ে বেশি ভীতিপ্রদ) মনে করে। আবার তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে কোনো সাহায্য বা বিজয় এলে এরা বলতে শুরু করে, 'আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম।' (আশ্চর্য!) মানুষের অন্তরে যা আছে, আল্লাহ কি তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানেন না? ১১. আল্লাহ অবশ্যই যাচাই করে দেখবেন, কে সত্যিকারের বিশ্বাসী আর কে মুনাফেক।

১২. সত্য অস্বীকারকারীরা বিশ্বাসীদের বলে, আমাদের রীতিনীতি অনুসরণ করো, (যদি এতে পাপ হয় তবে) তোমাদের পাপের বোঝা আমরা বহন করব। কিন্তু (আখেরাতে) তোমাদের কোনো পাপের বোঝা-ই ওরা বহন করতে রাজি হবে না। ওরা নেহায়েতই মিথ্যাবাদী। ১৩. ওরা নিজেদের পাপের বোঝা যেমন বহন করবে, তেমনি অন্যদের পাপের বোঝাও ওদের বইতে হবে। মহাবিচার দিবসে অবশ্যই মিথ্যাচারের জন্যে ওদের জবাবদিহি করতে হবে!

॥ রুকু ২ ॥

১৪-১৫. আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে রসুল হিসেবে প্রেরণ করেছিলাম। সে তাদের মধ্যে সাড়ে নয় শ বছর বসবাস করেছিল। শেষ পর্যন্ত মহাপ্লাবন ওদের গ্রাস করে। কারণ ওরা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী। আমি নূহ ও তার সাথে নৌকায় আরোহণকারীদের রক্ষা করলাম। পুরো ঘটনাকে আমি বিশ্বাসীদের জন্যে শিক্ষণীয় নিদর্শনে পরিণত করলাম।

১৬-১৭. স্মরণ করো! ইব্রাহিম তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং আল্লাহ-সচেতন হও। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা জানতে! তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তির উপাসনা করছ এবং তোমাদের অলীক কল্পনাকে দৃশ্যমান রূপ দিয়েছ। আসলে আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করো, তারা তোমাদের জীবনোপকরণের মালিক নয় এবং তোমাদের কিছু দেয়ার ক্ষমতাও তাদের নেই। তাই তোমরা শুধু আল্লাহর কাছেই জীবনোপকরণ চাও। তাঁর ইবাদত করো। তাঁর শুকরিয়া আদায় করো। তোমরা আসলে তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। ১৮. ইব্রাহিম আরো বলল, (হে আমার সম্প্রদায়!) যদি তোমরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করো (তবে তাতে আমার কোনো ক্ষতি হবে না)। অতীতেও তোমাদের পূর্বসূরিরা বহু নবীকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আল্লাহর বাণী সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়াই রসুলদের কাজ (গ্রহণ করা বা না করা তোমাদের ব্যাপার)।

http://alQuran.org.bd

১৯. সত্য অস্বীকারকারীরা কি লক্ষ করে না, আল্লাহ কীভাবে নতুন জীবন সৃজন করেন? আবার কীভাবে সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি ঘটান? এ-তো আল্লাহর জন্যে খুবই তুচ্ছ বিষয়!

২০. (হে নবী! ওদের) বলো, 'সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াও। দেখ, আল্লাহ কীভাবে সৃষ্টির সূচনা করেছেন। একইভাবে আল্লাহ পুনরায় সৃষ্টি করবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'

২১-২২. (অপরাধের জন্যে) তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন, যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তোমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। জমিনের গভীরে বা আকাশের উচ্চতায়–যেখানেই লুকাও না কেন, কখনো তাঁর এখতিয়ারের বাইরে যেতে পারবে না। আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক বা সাহায্যকারী নেই।

॥ রুকু ৩ ॥

২৩. যারা আল্লাহর বাণী ও আখেরাতে তাঁর সামনে জবাবদিহিতাকে সত্য বলে মানতে অস্বীকৃতি জানায়, তারাই আল্লাহর ক্ষমা ও করুণার ব্যাপারে নিরাশ হবে। ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

২৪. সত্যের বিপক্ষে ইব্রাহিমের সম্প্রদায় শুধু বলল, একে হত্যা করো অথবা আগুনে পুড়িয়ে মারো। কিন্তু আল্লাহ তাকে আগুন থেকে রক্ষা করলেন। এই ঘটনায় অবশ্যই বিশ্বাসীদের জন্যে শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে।

২৫. ইব্রাহিম ওদের বলল, তোমরা তো পার্থিব জীবনে পারস্পরিক স্বার্থ হাসিলের জন্যে আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলোকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছ। কিন্তু মহাবিচার দিবসে তোমরা একে অপরকে অভিশাপ দেবে, একে অপরকে অস্বীকার করবে। তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।

২৬. তখন শুধু লূত বিশ্বাস স্থাপন করল এবং বলল, আমিও আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে হিজরত করছি (তোমাদের সাথে আর থাকব না)। নিশ্চয়ই তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২৭. আমি ইব্রাহিমকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব। তার বংশে নবুয়ত ও কিতাব জারি রাখলাম। দুনিয়াতে তাকে পুরস্কৃত করলাম। আখেরাতেও সে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

http://alQuran.org.bd

২৮. স্মরণ করো! লূত তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে দুনিয়ায় কেউ করে নি। ২৯. তোমরা পুরুষের সঙ্গে উপগত হচ্ছো। তোমরা রাহাজানি করছ। মজলিসে প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হচ্ছো।' উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, 'তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে আমাদের ওপর আল্লাহর আজাব নিয়ে এসো।' ৩০. জবাবে লূত আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করল, 'হে আমার প্রতিপালক! ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তুমি আমাকে সাহায্য করো!'

॥ রুকু ৪ ॥

৩১. আমার প্রেরিত ফেরেশতারা যখন সুসংবাদসহ ইব্রাহিমের কাছে এলো, তখন তারা বলেছিল, আমরা এ জনপদবাসীদের ধ্বংস করে দেবো। এর অধিবাসীরা যথার্থই দুরাচারী।

৩২. ইব্রাহিম বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, সেই জনপদে তো লূতও রয়েছে! ওরা বলল, ওখানে কারা আছে, তা আমরা ভালোভাবেই জানি। আমরা লূত ও তার পরিবারকে উদ্ধার করব, শুধু তার স্ত্রীকে ছাড়া। তার স্ত্রী পেছনে অবস্থানকারী লোকদের সাথেই থেকে যাবে। ৩৩. আমার প্রেরিত ফেরেশতারা যখন লূতের কাছে এলো, তখন লূত তাদেরকে দেখে চিন্তিত ও বিষণ্ন হয়ে পড়ল। কারণ সে তাদের রক্ষায় নিজের অক্ষমতা ভালোভাবেই অনুভব করল। ফেরেশতারা তখন বলল, দুঃখ কোরো না, ভয়ও পেয়ো না। আমরা তোমাকে ও তোমার পরিবার-পরিজনকে উদ্ধার করব, শুধু তোমার স্ত্রী ছাড়া। কারণ সে পেছনের লোকদের সাথে থেকে যাবে। ৩৪. পাপাচারের শাস্তি হিসেবে আমি ওদের ওপর আকাশ থেকে আজাব নাজিল করেছিলাম। ৩৫. বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারী মানুষের জন্যে এ ঘটনায় শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে।

৩৬-৩৭. আমি মাদিয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভাই শোয়ায়েবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা শুধু আল্লাহর ইবাদত করো, প্রস্তুত থাকো মহাবিচার দিবসের জন্যে আর জমিনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি কোরো না। কিন্তু ওরা তাকে প্রত্যাখ্যান করল। ভয়াবহ ভূমিকম্প ওদের গ্রাস করল, নিজেদের ঘরবাড়িতেই ওরা উপুড় হয়ে নিষ্প্রাণ পড়ে রইল।

৩৮. আমি আদ ও সামুদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলাম। ওদের বিধ্বস্ত ঘরবাড়িই এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান ওদের কাজকে ওদের জন্যে

http://alQuran.org.bd

চাকচিক্যময় ও মোহনীয় করে রেখেছিল। সত্যকে বোঝার শক্তি দেয়া সত্ত্বেও শয়তান ওদের সৎপথ থেকে সরিয়ে রেখেছিল।

৩৯. কারুন, ফেরাউন ও হামানের পরিণতিও ছিল করুণ! মুসা ওদের কাছে আমার মহিমার সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল, তবুও ওরা অহংকার ও অত্যাচার করে বেড়াত। কিন্তু ওরা ওদের পরিণতি এড়াতে পারে নি।
৪০. আমি ওদের প্রত্যেককেই অপরাধের শাস্তি দিয়েছিলাম। ওদের কারো ওপর বর্ষিত হয়েছিলো কঙ্কর, কাউকে আঘাত করেছিল গগনবিদারী শব্দ, কেউ বিলীন হয়েছিল ভূগর্ভে, কেউ মরেছিল ডুবে। আল্লাহ ওদের ওপর কোনো অন্যায় করেন নি, ওরা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল।

৪১. যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তাদের উদাহরণ হচ্ছে মাকড়সা। সে নিজের জন্যে বাসা বানায়। কিন্তু বাসার মধ্যে মাকড়সার বাসাই সবচেয়ে ভঙ্গুর। আহ! যদি ওরা তা বুঝতে পারত!
৪২. ওরা আল্লাহকে ছাড়া যে-কোনো কিছুর উপাসনা করুক না কেন, আল্লাহ সে-সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৪৩. আমি মানুষের জন্যে এই উদাহরণগুলো পেশ করি কিন্তু শুধু সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারীরাই তা বুঝতে পারে। ৪৪. মহাকাশ ও পৃথিবীকে আল্লাহ বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। অবশ্যই বিশ্বাসীদের জন্যে এতে সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে।

একবিংশতিতম পারা

॥ রুকু ৫ ॥

৪৫. হে নবী! তোমার ওপর নাজিলকৃত কিতাবের বাণী সবার কাছে পৌঁছে দাও। নামাজ কায়েম করো। মনে রেখো, নিশ্চয়ই নামাজ মানুষকে অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণ (জিকির) সবচেয়ে ভালো কাজ। তোমাদের সকল কাজ সম্পর্কেই আল্লাহ জানেন।

৪৬. তোমরা কিতাবিদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না। তাদের সাথে সুন্দর ও অমায়িক আলোচনা করো। তবে কেউ বাড়াবাড়ি করলে তাদের পরিষ্কারভাবে

http://alQuran.org.bd

বলো, আমাদের ওপর ও তোমাদের ওপর যা নাজিল হয়েছে, তা আমরা বিশ্বাস করি। তোমাদের উপাস্য ও আমাদের উপাস্য একই। আর আমরা তাঁর কাছেই সমর্পিত।

৪৭-৪৯. (হে নবী!) আমি এমনভাবেই এই কিতাব তোমার ওপর নাজিল করেছি, যাতে তোমার সম্প্রদায় এবং পূর্ববর্তী কিতাবিরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। শুধু সত্য অস্বীকারকারীরা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কারণ তুমি তো ইতঃপূর্বে কোনো কিতাব পড়ো নি এবং নিজেও কোনো কিতাব লেখো নি। যদি করতে, তাহলে অসত্যের পূজারিরা সন্দেহ করার কারণ খুঁজে পেত। সত্য এই যে, বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারীদের জন্যে এই কিতাবে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি রয়েছে। শুধু হঠকারীরাই এই বাণী ও নিদর্শনাবলি অস্বীকার করতে পারে।

৫০. এরপরও ওরা বলে, প্রতিপালকের নিকট হতে তার ওপর কোনো অলৌকিক নিদর্শন নাজিল হলো না কেন? (হে নবী!) ওদের বলো, 'অলৌকিকত্ব তো আল্লাহর এখতিয়ারে। আমি তো একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র!'

৫১. (অলৌকিক কোনোকিছুর প্রয়োজন) কেন? ওদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে আমি যে কিতাব নাজিল করেছি (অলৌকিক নির্দশন হিসেবে) তা-ই কি যথেষ্ট নয়? নিশ্চয়ই বিশ্বাসীদের জন্যে কোরআন রহমত ও উপদেশস্বরূপ!

॥ রুকু ৬ ॥

৫২. (হে নবী! সত্য অস্বীকারকারীদের) বলো, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, সবই তিনি জানেন। যারা মিথ্যা-মরীচিকায় বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

৫৩. ওরা তোমাকে আল্লাহর শাস্তি ত্বরান্বিত করার জন্যে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে? দিক! আল্লাহ যদি শাস্তির জন্যে সময় নির্ধারিত করে না রাখতেন, তবে অনেক আগেই আজাব ওদের গ্রাস করত! অবশ্যই আকস্মিকভাবে অসতর্ক অবস্থায়ই আজাব ওদের গ্রাস করবে।

http://alQuran.org.bd

৫৪-৫৫. ওদের ওপর আল্লাহর শাস্তি ত্বরান্বিত করার জন্যে ওরা তোমাকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে! (ওদের নিশ্চিত থাকতে বলো) জাহান্নামের লেলিহান শিখা সত্য অস্বীকারকারীদের গ্রাস করবেই। সেদিন লেলিহান শিখা ওপর-নিচ সবদিক থেকেই ওদের গ্রাস করবে। আর ওদের বলা হবে, 'দুনিয়ায় যা করেছ, সেই কৃতকর্মের ফল ভোগ করো।'

৫৬. হে বিশ্বাসী বান্দারা! আল্লাহর দুনিয়া অনেক বড়। সুতরাং তোমরা শুধু আমারই ইবাদত করো। ৫৭. (মনে রেখো) প্রত্যেক প্রাণই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। তারপর তোমরা আমার কাছেই ফিরে আসবে।

৫৮-৫৯. অপরদিকে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতে সুরম্য ভবন দান করব, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। সৎকর্মশীলরা আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল ও ধৈর্যশীল। তাদের জন্যে এ পুরস্কার কতই না সুন্দর!

৬০. দুনিয়ায় বহু প্রাণীই খাদ্য মজুদ রাখে না। আল্লাহ তাদের ও তোমাদের সবাইকে রিজিক দান করেন। তিনি সব শোনেন, সব জানেন। ৬১. (অধিকাংশ মানুষকেই) যদি তুমি জিজ্ঞেস করো, 'কে মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সূর্য-চন্দ্রের গতিপথ কে নিয়ন্ত্রণ করছেন? ওরা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'! (আফসোস!) এরপরও ওরা (বিভ্রান্তি ও শিরকের আত্মপ্রতারণায়) ঘুরপাক খাচ্ছে।

৬২. আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যার জন্যে ইচ্ছা রিজিক বাড়িয়ে দেন, যার জন্যে ইচ্ছা রিজিক সীমিত করে দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ই ভালো করে জানেন। ৬৩. তুমি যদি (অধিকাংশ মানুষকে) জিজ্ঞেস করো, আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করে শুকনো জমিনকে কে সবুজ সতেজ করে তোলে? ওরা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'! (হে নবী!) বলো, '(এ কারণে) সকল প্রশংসা শুধু আল্লাহর!' কিন্তু ওদের অধিকাংশই সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে না।

॥ রুকু ৭ ॥

৬৪. (যদি ওরা সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করত, তাহলে বুঝত যে) এই পার্থিব জীবন পুতুলখেলার মতোই ক্ষণিকের। আসল জীবন তো পরকালের। হায়! যদি ওরা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করত!

http://alQuran.org.bd

৬৫. যখন ওরা নৌযানে ওঠে (এবং বিপদের মুখোমুখি হয়) তখন ওরা বিশুদ্ধচিত্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। তারপর তিনি যখন ওদের তীরে নামিয়ে বিপদ-মুক্ত করেন, তখন ওরা শিরক করতে শুরু করে। ৬৬. আর (এ শিরকের মাধ্যমে) ওরা আমার দয়ার অবমাননা করে এবং মত্ত হয় ভোগবিলাসে। শিগগিরই ওরা এর (পরিণাম) জানতে পারবে।

৬৭. ওরা কি দেখে না, আমি (মক্কাকে) নিরাপদ স্থান বানিয়েছি। অথচ এর চারপাশে যারা আছে তারা হামলার শিকার হয়। এরপরও কি ওরা অসত্যে বিশ্বাস অব্যাহত রাখবে এবং আল্লাহর নেয়ামতের অবমাননা করবে?

৬৮. আল্লাহর সাথে যে শরিক করে এবং আল্লাহর কাছ থেকে নাজিল হওয়া সত্যকে অস্বীকার করে, তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে? সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে জাহান্নামই কি উপযুক্ত নিবাস নয়?

৬৯. যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রয়াস চালায়, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার সত্যপথে পরিচালিত করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে রয়েছেন।

http://alQuran.org.bd

৩০. সূরা রুম

রুকু ৬ ॥ আয়াত ৬০ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

আলিফ-লাম-মীম। ২-৫. রোমানরা নিকটবর্তী অঞ্চলে পরাজিত হয়েছে। কিন্তু এ পরাজয় সত্ত্বেও কয়েক বছরের মধ্যে ওরা বিজয়ী হবে। পূর্বের ও পরের সকল ফয়সালার এখতিয়ার শুধু আল্লাহর। একদিন আল্লাহর দেয়া বিজয়ে বিশ্বাসীরা আনন্দিত হবে। তিনি যাকে ইচ্ছা বিজয় দান করেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরমদয়ালু।

৬-৭. আল্লাহ (বিজয়ের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা বোঝে না। ওরা পার্থিব জীবনের দৃশ্যমান বিষয়েই শুধু জানে। কিন্তু চূড়ান্ত নিগূঢ় সত্য সম্পর্কে ওদের কোনো জ্ঞানই নেই।

৮. ওরা কি কখনো নিজেদের সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে শিখবে না? আল্লাহ এক অন্তর্নিহিত সত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। কিন্তু অনেকেই (মহাবিচার দিবসে) প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের কথা অবিশ্বাস করে।

৯. ওরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নি? ওরা কি দেখে নি ওদের পূর্বসূরিদের পরিণতি কী হয়েছিল? শক্তিতে ওরা ছিল এদের চেয়েও প্রবল। ওরা জমি চাষ করত ও ফসল ফলাত এদের চেয়ে বেশি। ওদের কাছে ওদের রসুলরা সত্যের সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল। আল্লাহ ওদের ওপর কোনো অন্যায় করেন নি। ওরা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছে। ১০. যারা অন্যায় করেছিল, স্বাভাবিকভাবেই তাদের পরিণতি হয়েছে করুণ। ওরা আল্লাহর বাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আর তা নিয়ে হাসিতামাশা করেছে।

॥ রুকু ২ ॥

১১. নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রাণের সূচনা করেছেন। আবার তিনিই এর পুনরাবৃত্তি করবেন। তারপর তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে। ১২. যেদিন

http://alQuran.org.bd

কেয়ামত হবে, পাপীরা স্তম্ভিত হয়ে যাবে। ১৩. ওরা যাদেরকে আল্লাহর শরিক করেছে, সে উপাস্যরা ওদের পক্ষে কোনো সুপারিশ করবে না। তা দেখে কাল্পনিক উপাস্যদের ওপর ওদের বিশ্বাসও তখন উবে যাবে।

১৪. মহাবিচার দিবসে মানুষকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হবে। ১৫. বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলরা জান্নাতে আনন্দে থাকবে। ১৬. আমার বাণী ও পরকালে জবাবদিহিতার সত্যতা অস্বীকারকারীরা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

১৭-১৮. অতএব তোমরা সকালে ও সন্ধ্যায়, বিকেলে ও দুপুরে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো। মহাকাশ ও পৃথিবীর সকল প্রশংসা শুধু তাঁরই প্রাপ্য। ১৯. তিনিই নিষ্প্রাণ থেকে প্রাণের উন্মেষ ঘটান আবার প্রাণকে করেন নিষ্প্রাণ। ধূসর জমিনকে তিনিই সজীব করে তোলেন। এমনিভাবে তোমাদেরও মৃত অবস্থা থেকে পুনরুত্থিত করা হবে।

॥ রুকু ৩ ॥

২০. তাঁর মহিমার একটি নিদর্শন হচ্ছে, তিনি তোমাদের মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। তারপর মানুষরূপে তোমরা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছ। ২১. তাঁর মহিমার আরেকটি নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও। তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক মমতা ও সমমর্মিতা সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীলদের জন্যে এর মধ্যে শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে।

২২. তাঁর মহিমার নিদর্শন হচ্ছে মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে অবশ্যই জ্ঞানীদের জন্যে শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে।

২৩. তাঁর মহিমার নিদর্শন হচ্ছে রাতে ও দিনে তোমাদের ঘুম এবং আল্লাহর অনুগ্রহ-সম্পদ অন্বেষণে। শুনতে আগ্রহীদের জন্যে এতে শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে।

২৪. তাঁর মহিমার নিদর্শন হচ্ছে বিদ্যুতের চমক, যা যুগপৎ তোমাদের মধ্যে ভয় ও আশার সঞ্চার করে। তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করেন এবং তা দিয়ে শুষ্ক জমিনকে সজীব করে তোলেন। অবশ্যই বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারীদের জন্যে এর মধ্যে শিক্ষণীয় বহু নিদর্শন রয়েছে।

http://alQuran.org.bd

২৫. তাঁর মহিমার নিদর্শন হচ্ছে মহাকাশ ও পৃথিবীর স্থিতিশীলতা, যা বজায় রয়েছে তাঁরই নির্দেশে। এরপর যখন আল্লাহ তোমাদেরকে জমিন থেকে উঠে আসার আহ্বান জানাবেন, প্রথম আহ্বানেই তোমরা উঠে এসে মহাবিচারের সম্মুখীন হবে।

২৬. মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুর মালিক আল্লাহ। তাঁর হুকুমেই সবকিছু চলে। ২৭. তিনিই প্রথম জীবন সৃষ্টি করেছেন। তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন। তাঁর জন্যে এটি খুবই সহজ কাজ। মহাকাশ ও পৃথিবীতে তিনিই সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

॥ রুকু ৪ ॥

২৮. আল্লাহ তোমাদের জন্যে তোমাদের জীবন থেকেই দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। আমি তোমাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তাতে তোমরা কি তোমাদের দাসদাসীদের (অর্থাৎ অধীনদের) সম-অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করতে সম্মত হবে? তোমরা শক্তিমান সমকক্ষদের যেভাবে সমীহ করো, তাদেরকেও কি সেভাবে সমীহ করে চলতে রাজি হবে? (যদি তা না করো, তবে সৃষ্ট কিছুকে আল্লাহর শরিকরূপে কল্পনা করো কীভাবে?) যারা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে চায়, তাদের জন্যে আমি আমার বাণীকে (এমন সহজভাবেই) বয়ান করি।

২৯. আসলে (সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ না করায়) সীমালঙ্ঘনকারীরা সত্য না জানার কারণে নিজেদের কামনা-বাসনা অর্থাৎ প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট হতে দেন, কে তাকে সৎপথ দেখাবে? ওরা কারো সাহায্যও পাবে না।

৩০. অতএব (হে বিশ্বাসীগণ!) তোমরা (সকল মিথ্যা পরিত্যাগ করে) একনিষ্ঠভাবে ধর্মের ওপর নিজেদের কায়েম রাখো। আল্লাহ যে প্রকৃতিতে (অর্থাৎ যে গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে) মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সেই প্রকৃতির অনুসরণ করো। আল্লাহর সৃষ্ট এই প্রকৃতিকে দূষিত-বিকৃত কোরো না। এটাই সত্যধর্ম–সর্বোচ্চ ধর্মবিধান। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।

৩১. (তাই হে বিশ্বাসীগণ!) বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ-অভিমুখী হও। আল্লাহ-সচেতন থাকো। নামাজ কায়েম করো। কখনো শরিককারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো

http://alQuran.org.bd

না। ৩২. যারা নিজেদের ধর্মে মতভেদ সৃষ্টি করেছে, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের প্রত্যেক দলই নিজস্ব মতবাদ নিয়ে আত্মতৃপ্ত।

৩৩-৩৪. মানুষকে যখন দুঃখদৈন্য স্পর্শ করে, তখন তারা বিশুদ্ধচিত্তে তাদের প্রতিপালককে ডাকে। কিন্তু তিনি তাদের অনুগৃহীত করার পরই একদল তাঁর সাথে শরিক করে। এর মাধ্যমে ওরা প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে। ঠিক আছে! কিছুদিন খেয়ালখুশিমতো চলতে পারো। সময় হলেই সত্যকে জানতে পারবে। ৩৫. (হে নবী! ওদের জিজ্ঞেস করো) আমি কি এমন কোনো দলিল নাজিল করেছি, যা ওদেরকে শিরক করার অনুমতি দেয়?

৩৬. আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহ-সম্পদ দান করি, তখন তারা উৎফুল্ল হয়। আর তাদের কৃতকর্মের ফলে দুর্দশাগ্রস্ত হলে তারা হতাশায় ভেঙে পড়ে। ৩৭. ওরা কি লক্ষ করে না, আল্লাহই তাঁর ইচ্ছানুসারে রিজিক বাড়ান এবং তিনিই রিজিক কমান? এ বাণীর মধ্যেই বিশ্বাসীদের জন্যে শিক্ষা রয়েছে। ৩৮. অতএব আত্মীয়স্বজন, অভাবী ও মুসাফিরদের তাদের প্রাপ্য দেবে। আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের এটিই উত্তম পন্থা। এরাই অনন্ত কল্যাণ লাভ করবে।

৩৯. হে মানুষ! ধনসম্পত্তি বৃদ্ধির জন্যে তোমরা যে সুদী বিনিয়োগ করো, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্যে শুদ্ধচিত্তে যা দান করো, তা-ই বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

৪০. আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তোমাদের রিজিক দিয়েছেন। তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং পরে আবার জীবিত করবেন। তোমাদের কল্পিত উপাস্যদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এর কোনো একটা কাজও করতে পারে? আসলে তোমরা উপাস্য হিসেবে যাদের শরিক করো, আল্লাহ তা থেকে অনেক পবিত্র, অনেক ঊর্ধ্বে।

॥ রুকু ৫ ॥

৪১. হে মানুষ! তোমাদের কর্মের প্রতিক্রিয়াতেই জলেস্থলে বিপর্যয় ও বালা-মুসিবত ছড়িয়ে পড়ে। তিনি তখন তোমাদের কৃতকর্মের ফল কিছুটা আস্বাদনের সুযোগ দেন, যাতে করে তোমরা শিক্ষা পেয়ে সত্যপথে ফিরে আসতে পারো।

http://alQuran.org.bd

৪২. (হে নবী!) ওদের বলো, তোমরা পৃথিবীর দিকে দিকে ভ্রমণ করো এবং দেখ, তোমাদের পূর্বসূরিদের পরিণতি কী হয়েছিল? ওদের অধিকাংশই ছিল শরিককারী।

৪৩. অতএব আল্লাহর পক্ষ থেকে অনিবার্য (মহাবিচার) দিবস আসার আগেই সত্যধর্মে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো। সেদিন মানুষ দুই দলে ভাগ হয়ে যাবে।
৪৪. যারা সত্য অস্বীকার করেছে, অবাধ্যতার শাস্তি তো তাদেরই প্রাপ্য। আর যারা সৎকর্ম করে, তারা তো নিজেদের পাথেয় নিজেরাই সংগ্রহ করে।
৪৫. আসলে যারা বিশ্বাসী হয়ে সৎকর্ম করে, পরিণামে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করেন। আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের অপছন্দ করেন।

৪৬. আল্লাহর মহিমার আরেকটি নিদর্শন হচ্ছে, তিনি সুখবর বহনকারী বায়ু প্রেরণ করেন, যেন তোমরা (প্রাণদায়ী বৃষ্টির মাধ্যমে) তাঁর অনুগ্রহ-সম্পদ আস্বাদন করতে পারো। আবার এ বায়ুর সাহায্যেই তাঁর বিধান অনুসারে নৌযানগুলো বিচরণ করে, এভাবেও তোমরা তাঁর অনুগ্রহ-সম্পদ অন্বেষণ করতে পারো এবং তাঁর প্রতি শোকরগোজার হতে পারো।

৪৭. (হে নবী!) তোমার পূর্বে অন্যান্য রসুলকে পাঠিয়েছিলাম তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে। তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ গিয়েছিল। পরে (বিশ্বাসীদের বিজয়ী করার মানসে) জালেমদের শাস্তি দিয়েছিলাম। আসলে বিশ্বাসীদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।

৪৮-৪৯. আল্লাহই সুবাতাস প্রেরণ করেন, যা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে। তারপর তিনি মেঘপুঞ্জকে আকাশে ছড়িয়ে দেন। পরে তাকে ঘনীভূত করে খণ্ডবিখণ্ড করেন। তখন তা বৃষ্টির আকারে পড়তে থাকে আর তাঁর ইচ্ছানুসারে বান্দাদের কাছে পৌঁছে দেন। তখন তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। অথচ বৃষ্টি আসার আগে তারা নিরাশ ছিল।

৫০. আল্লাহর রহমতের (বৃষ্টির) ফলশ্রুতি নিয়ে চিন্তা করো, কীভাবে তিনি ধূসর জমিনকে সজীব করেন। এভাবেই আল্লাহ মৃতকে জীবিত করবেন। কারণ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।
৫১. আর আমি যদি এমন বাতাস পাঠাই, যার ফলে ওরা দেখে যে, শস্য হলুদ হয়ে গেছে, তখন ওরা অবশ্যই হা-হুতাশ করতে থাকবে।

http://alQuran.org.bd

৫২. (হে নবী!) তুমি তো মৃতকে কথা শোনাতে পারবে না। তেমনি যারা (অন্তরে) বধির, তারাও তোমার ডাক শুনতে পাবে না, মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। ৫৩. তেমনি কোনো (অন্তরে) অন্ধকেও আলোর পথে আনতে পারবে না। যারা আমার বাণীকে বিশ্বাস করতে এবং আমাতে সমর্পিত হতে ইচ্ছুক, শুধু তারাই তোমার ডাকে সাড়া দেবে।

॥ রুকু ৬ ॥

৫৪. আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেন দুর্বল অসহায় অবস্থায়। এরপর তিনি দেন শক্তি। আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্যজনিত অসহায়ত্ব। তিনি তাঁর ইচ্ছানুসারেই সৃষ্টি করেন। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

৫৫. কেয়ামত দিবসে দুরাচারীরা শপথ করে বলবে, দুনিয়ায় তারা একঘণ্টার বেশি সময় অবস্থান করে নি। (অতএব তাদের পাপ করার সুযোগ কোথায়?) পর্থিব জীবনেও ওরা এভাবেই আত্মপ্রতারিত হয়েছে। ৫৬. কিন্তু জ্ঞানী ও বিশ্বাসীরা সেদিন ওদের বলবে, অবশ্যই তোমরা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। আজ সেই পুনরুত্থান দিবস, যা বিশ্বাস করতে তোমরা ক্রমাগত অস্বীকৃতি জানিয়েছ। ৫৭. সেদিন সীমালঙ্ঘনকারীদের কোনো অজুহাতই কাজে আসবে না, কোনো ধরনের ক্ষমাপ্রার্থনারও সুযোগ পাবে না।

৫৮. মানুষের বোঝার সুবিধার জন্যে আমি এই কোরআনে বহু ধরনের দৃষ্টান্ত দিয়েছি। তুমি যদি ওদের কাছে এরপর (অন্য ধরনের) কোনো নিদর্শনও পেশ করো, তবুও সত্য অস্বীকারকারীরা বলবে, 'তুমি তো ছলনার আশ্রয় নিচ্ছ!' ৫৯. যারা সত্য জানতে চায় না, আল্লাহ এভাবেই তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেন।

৬০. অতএব (হে নবী!) সকল প্রতিকূলতার মুখে ধৈর্যে অটল থাকো। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি (মহাবিচার দিবস) সত্য। যারা বিশ্বাসে দৃঢ় নয়, তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে।

http://alQuran.org.bd

৩১. সূরা লোকমান

রুকু ৪ ॥ আয়াত ৩৪ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

আলিফ-লাম-মীম। ২-৫. প্রজ্ঞাময় কিতাবের এ ঐশীবিধান সৎকর্মশীলদের জন্যে (করুণাময়ের) রহমত ও পথনির্দেশনা। সৎকর্মশীলরা নামাজ কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। তারা অন্তরের গভীর থেকে পরকালে জবাবদিহিতায় বিশ্বাস করে। তারা তাদের প্রতিপালকের হেদায়েতের পথে আছে আর সেজন্যে তারাই অনন্ত কল্যাণলাভে ধন্য হবে।

৬-৭. আর একশ্রেণির মানুষ (ঐশীবাণীর পরিবর্তে) অসার কথাবার্তাকেই প্রাধান্য দেয়। ওরা এই অর্থহীন বাক্যমালা ব্যবহার করে নির্বোধ লোকদের আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে এবং আল্লাহর বিধান নিয়ে হাসিতামাশা করে। ওদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক কঠিন শাস্তি। এ ধরনের কাউকে যখনই আমার আয়াত শোনানো হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে কিছুই শোনে নি, যেন সে একেবারে বধির। ওদের কঠিন শাস্তির সংবাদ দাও।

৮-৯. আর যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল তাদের জন্যে রয়েছে নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুসারে সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

১০-১১. তিনিই নভোমণ্ডলকে নির্মাণ করেছেন কোনো খুঁটি ছাড়া, যা তোমরা নিজ চোখেই দেখছ। তিনি পৃথিবীতে পর্বতমালা বসিয়েছেন জমিনের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে। তিনি জমিনে সব ধরনের প্রাণিকুলের বিস্তারের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি মেঘমালা হতে বৃষ্টিবর্ষণ করে সব ধরনের সুকোমল প্রাণের বিকাশকে নিশ্চিত করেছেন। এসবই আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি ছাড়া অন্য কেউ কোনোকিছু সৃষ্টি করে থাকলে তা আমাকে দেখাও। আসলে জালেমরা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ২ ॥

১২. আমি লোকমানকে এ প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞান দান করেছিলাম, 'আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তার নিজেরই কল্যাণ করে। আর কেউ অকৃতজ্ঞ হলে (তার জানা উচিত) আল্লাহ তো অভাবমুক্ত ও সদাপ্রশংসিত।'

১৩. স্মরণ করো, লোকমান তার পুত্রকে বলেছিল, 'হে আমার সন্তান! আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক কোরো না। নিশ্চয়ই শিরক অতিবড় জুলুম (মহাপাপ)।'

১৪. এবং (আল্লাহ বলেন) 'আমি তো সবাইকে তার মা-বাবার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। মা কষ্টের পর কষ্টস্বীকার করে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে। আর তাকে বুকের দুধ ছাড়াতে লাগে পুরো দুই বছর। অতএব আমার প্রতি ও তোমার মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। কারণ আমার কাছেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে।'

১৫. '(মা-বাবাকে সম্মান করো) কিন্তু যেহেতু তুমি জানো আল্লাহর কোনো শরিক নেই, তাই তোমার মা-বাবা যদি আমার সাথে কাউকে শরিক করার ব্যাপারে চাপ দেয় (আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত কোনো কাজ করতে বলে) তাহলে কখনো তাদের সে-কথা মানবে না। তবে এরপরও তাদের সাথে সবসময় সুন্দর ব্যবহার করবে, তাদের খেদমত করবে। যারা বিশুদ্ধচিত্তে আমার পথে চলে শুধু তাদেরকেই অনুসরণ করবে। তোমাদের সবাইকে শেষ পর্যন্ত আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তখন জীবনে যা-কিছু করেছ, সবকিছুই বুঝিয়ে দেয়া হবে।'

১৬. (লোকমান বলল) হে আমার সন্তান! সরিষার দানা পরিমাণ কোনোকিছুও যদি পাথরের ভেতরে, জমিনের নিচে বা নভোমণ্ডলের কোথাও (লুকিয়ে রাখা) থাকে, তবে আল্লাহ তা-ও হাজির করবেন। আল্লাহ তো সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবহিত।

১৭. হে আমার সন্তান! নামাজ কায়েম করো। অন্যকে সৎকর্মে অনুপ্রাণিত করো ও অসৎকর্মে নিরুৎসাহিত করো। আর বিপদ-মুসিবতে ধৈর্যধারণ করো। এটাই প্রত্যয়ী মানুষের কাজ। ১৮. কখনো অহংকারবশত মানুষকে

http://alQuran.org.bd

অবজ্ঞা কোরো না, মাটিতে গর্বিতভাবে পা ফেলো না। উদ্ধত অহংকারীকে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অপছন্দ করেন।

১৯. (হে আমার সন্তান!) চালচলনে সুশীল হও। মোলায়েম কণ্ঠে কথা বলো। (কখনো কণ্ঠস্বরকে গাধার স্বরের মতো কর্কশ কোরো না) নিশ্চয়ই গাধার কণ্ঠস্বর সবচেয়ে কর্কশ।

॥ রুকু ৩ ॥

২০. তোমরা কি দেখ না, মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তা ভরপুর করেছেন দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য নেয়ামতে? তারপরও কিছু মানুষ আল্লাহকে নিয়ে তর্ক করে–এদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথনির্দেশক, না আছে দীপ্যমান কোনো গ্রন্থ।

২১. যখন ওদের বলা হয়, আল্লাহ-প্রেরিত বাণী অনুসরণ করো। তখন ওরা বলে 'না না, আমরা আমাদের বাপদাদাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করব'। শয়তান ওদের জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে ডাকলেও কি ওরা তা-ই অনুসরণ করবে?

২২. যে-কেউ আল্লাহতে সমর্পিত হয় এবং সৎকর্ম করে, সে আসলে একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয় শক্তভাবে ধরে। সব ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা তো আল্লাহরই হাতে।

২৩-২৪. এরপর কেউ সত্য অস্বীকার করলে তা যেন তোমাকে চিন্তিত না করে। ওদের তো আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তারপর ওরা জীবনে যা করেছে, সবই ওদের অবহিত করা হবে। মানুষের অন্তরে যা রয়েছে, আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন। আমি দুনিয়ায় ওদের ভোগবিলাসের সুযোগ দিয়েছি স্বল্পকালের জন্যে। এরপর কঠিন আজাব ভোগ করতে বাধ্য করব ওদের।

২৫. (অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হচ্ছে এই যে) তুমি যদি ওদের জিজ্ঞেস করো মহাকাশ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? নিশ্চয়ই ওরা বলবে 'আল্লাহ'! ওদের বলো, (তা হলে তোমাদের জানা উচিত) 'সকল প্রশংসা শুধু আল্লাহর'। কিন্তু ওদের অধিকাংশই একথার মর্ম বোঝে না।

২৬-২৭. মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই আল্লাহর। আল্লাহ তো অভাবমুক্ত ও সদাপ্রশংসিত। পৃথিবীর সমস্ত গাছ যদি কলম হয় আর সকল

http://alQuran.org.bd

সমুদ্রের পানি যদি কালি হয়, তবুও আল্লাহর মহিমা লিখে শেষ করা যাবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২৮. (আসলে আল্লাহর জন্যে) তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটিমাত্র প্রাণের সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের মতোই (অতিসামান্য কাজ)। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শোনেন, সব দেখেন।

২৯. তুমি কি দেখ না, আল্লাহ রাতকে বড় করে দিনকে ছোট করেন আবার রাতকে ছোট করে দিনকে বড় করেন! তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মের অধীন করেছেন। প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট কক্ষপথে বিচরণ করে। তোমরা যা-কিছু করো, আল্লাহ তা সবই জানেন। ৩০. প্রকৃতির সবকিছুই প্রমাণ করে যে, আল্লাহই ধ্রুবসত্য। আর ওরা তাঁকে বাদ দিয়ে যাকেই (উপাস্য হিসেবে) ডাকে, তা ডাহা মিথ্যা। আল্লাহই শ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ সুমহান।

॥ রুকু ৪ ॥

৩১-৩২. তুমি কি লক্ষ করো না যে, আল্লাহর অনুগ্রহেই নৌযানগুলো সমুদ্রে বিচরণ করে। এ-তো তাঁর মহিমার নিদর্শন। অবশ্যই এতে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ মানুষের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে। যখন উত্তাল তরঙ্গে নৌযান দুলতে থাকে তখন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে ওরা হৃদয়ের গভীর থেকে আল্লাহকে ডাকে, আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু যখন তিনি ওদের উদ্ধার করে তীরে নিয়ে আসেন তখন ওদের অনেকেই (বিশ্বাস আর শিরকের) মাঝপথে আটকে যায়। আসলে কেবল মিথ্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলি অস্বীকার করে।

৩৩. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালক সম্পর্কে সচেতন হও এবং ভয় করো সেদিনের, যেদিন পিতা সন্তানের কোনো উপকারে আসবে না, না সন্তান পিতার কোনো উপকার করতে পারবে। অবশ্যই আল্লাহর প্রতিশ্রুত (পুনরুত্থান) অনিবার্য সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবনের মোহ যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে এবং আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চনামূলক চিন্তাভাবনাকে প্রশ্রয় দিয়ে শয়তানের ধোঁকায় যেন পড়ে না যাও।

৩৪. নিশ্চয়ই কখন কেয়ামত হবে তা শুধু আল্লাহই জানেন। তিনি মেঘ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করেন। তিনি জানেন জরায়ুতে কী আছে। অথচ কেউই জানে না আগামীকাল তার জন্যে কী অপেক্ষা করছে এবং কেউ জানে না কোথায় তার মৃত্যু হবে। শুধু আল্লাহই সর্বজ্ঞ, সব বিষয়ে অবহিত।

http://alQuran.org.bd

৩২. সূরা সেজদা

রুকু ৩ ॥ আয়াত ৩০ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

আলিফ-লাম-মীম। ২. এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মহাবিশ্বের প্রতিপালকের কাছ থেকে এই কিতাব নাজিল হয়েছে। ৩. ওরা কি বলতে চায়, 'সে নিজে এটা রচনা করেছে?' না, কখনো নয়। এই কিতাব তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার ওপর নাজিলকৃত সত্য, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো, যাদের কাছে তোমার পূর্বে অন্য কোনো সতর্ককারী আসে নি। এর দ্বারা তারা হয়তো সত্যপথের সন্ধান পাবে!

৪. আল্লাহ মহাকাশ ও পৃথিবী এবং এর মধ্যবর্তী সবকিছু 'সময়ের ছয় স্তরে' সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন। (মহাবিচার দিবসে) তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই, অভিভাবকও নেই। এরপরও কি তোমরা বিষয়টি নিয়ে ভাববে না?

৫. মহাকাশের শেষ সীমানা থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সকল অস্তিত্বের তিনিই নিয়ন্তা। আর শেষ পর্যন্ত সবাই তাঁর বিচারের মুখোমুখি হবে এক নির্দিষ্ট দিনে। সেই দিনটি (মনে) হবে তোমাদের হিসাবের হাজার বছরের সমান।

৬. যা-কিছু দৃশ্যমান আর যা-কিছু সৃষ্টির বুদ্ধির অগম্য, সবকিছুই তিনি পরিজ্ঞাত। তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরমদয়ালু। ৭-৯. তিনি তাঁর প্রত্যেক সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন উত্তমরূপে। তিনি কাদামাটি থেকে মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেন। তারপর তিনি তার বংশধারা বিস্তারের ব্যবস্থা করেন তুচ্ছ তরল নির্যাস থেকে। পরে তিনি একে সুগঠিত করে রুহ সঞ্চার করেন। তিনি তোমাদেরকে শোনা, দেখা ও বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন। অথচ এজন্যে তোমাদের কৃতজ্ঞতার প্রকাশ কত কম!

১০. ওরা বলে, 'আমরা মাটিতে মিশে গেলেও কি আমাদের নতুন করে সৃষ্টি করা হবে?' ওরা তো ওদের প্রতিপালকের বিচারের মুখোমুখি হওয়ার বাস্তবতাকেই অস্বীকার করে। ১১. হে নবী! ওদের বলো, 'মৃত্যুর ফেরেশতা

http://alQuran.org.bd

তোমাদের প্রাণ হরণ করবে আর (নির্ধারিত দিনে) তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে তোমাদের প্রতিপালকের কাছে।'

॥ রুকু ২ ॥

১২. (মহাবিচার দিবসের অবস্থা, হে নবী!) যদি তুমি দেখতে! সেদিন দুরাচারীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে মাথা নিচু করে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এখন আমরা সবকিছু দেখেছি, সবকিছু শুনেছি। তুমি আমাদের আবার পৃথিবীতে ফেরত পাঠিয়ে দাও, যাতে আমরা সৎকর্ম করতে পারি। কারণ এখন আমরা সত্য সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসী।'

১৩-১৪. (তখন তিনি দুরাচারীদের বলবেন) আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি মানুষকে সৎপথে চলতে বাধ্য করতে পারতাম। (কিন্তু আমি স্বাধীনতা দিয়েছি। ফলে) আমার কথা 'আমি জ্বীন ও মানুষ দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করব'–সত্য হলো। অতএব এখন তোমরা তোমাদের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো। তোমরা এই দিনে আমার বিচারের মুখোমুখি হওয়ার কথা ভুলে গিয়েছিলে, আমিও তোমাদের ভুলে গেলাম। এখন তোমাদের কর্মফল হিসেবে স্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাকো।

১৫. সত্যিকার বিশ্বাসী তারাই, যারা আমার বাণী শোনামাত্র সেজদায় লুটিয়ে
পড়ে; অহংকারমুক্ত হয়ে তাদের প্রতিপালকের মহিমাকীর্তন করে। *[সেজদা]*
১৬. তারা (রাতে) শয্যাত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে শঙ্কাজড়িত
প্রত্যাশায়। আর প্রাপ্ত রিজিক থেকে তারা অন্যের জন্যে ব্যয় করে (দান
করে)। ১৭. এই বিশ্বাসীদের সৎকর্মের প্রতিফল হিসেবে (পরকালে) কী চোখ
জুড়ানো পুরস্কার গোপনে রাখা আছে, কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয় তা
কল্পনা করা!

১৮. অতএব (পার্থিব জীবনে) একজন বিশ্বাসীর সাথে কি একজন
সত্যত্যাগীর কোনো তুলনা হতে পারে? না, তারা কখনো তুল্য নয়, সমান
নয়! ১৯. যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে, তাদের কর্মফল হিসেবে তারা
হবে জান্নাতের স্থায়ী মেহমান।

২০. সত্যত্যাগী ও দুরাচারীদের স্থায়ী ঠিকানা হবে জাহান্নাম। ওরা বার বার
জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে কিন্তু বার বার ওদেরকে আগুনের
মধ্যে ঠেলে দেয়া হবে। বলা হবে, 'এই সেই জাহান্নাম, যাকে তোমরা মিথ্যা
মনে করতে। এখন আগুনের স্বাদ গ্রহণ করো।' ২১. অবশ্য চূড়ান্ত শাস্তি

http://alQuran.org.bd

দেয়ার আগে আমি অবশ্যই দুনিয়ায় ওদের হালকা আজাবের ব্যবস্থা করব, যাতে ওরা অনুতপ্ত হয়ে সত্যের পথে ফিরে আসার সুযোগ পায়। ২২. প্রতিপালকের বাণী স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর যে ব্যক্তি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী আর কে হতে পারে? যারা এভাবে পাপে নিমজ্জিত হয় তারা অবশ্যই কঠিন শাস্তি পাবে।

॥ রুকু ৩ ॥

২৩. (হে নবী!) আমি এর আগে মুসার প্রতি কিতাব নাজিল করেছিলাম। অতএব কোরআন নাজিল হওয়া সম্পর্কে তোমার মনে কোনো ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ নেই। আমি মুসার কিতাবকে বনি ইসরাইলের জন্যে পথনির্দেশক বানিয়েছিলাম (একইভাবে তোমার কিতাবকেও পথনির্দেশক বানিয়েছি)। ২৪. আমি বনি ইসরাইলের মধ্য থেকে বহু ধর্মীয় নেতা মনোনীত করেছিলাম, তারা বিশ্বাসে দৃঢ় ছিল, ছিল ধৈর্যশীল। তারা আমার বিধিবিধান অনুসারে অন্যদের পথনির্দেশ করত। (হে নবী! তোমার ওপর নাজিল করা কিতাবের ক্ষেত্রেও তা-ই হবে।)

২৫. (হে নবী!) ওরা যে-সব বিষয়ে পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত, পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ নিজেই সে ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবেন। ২৬. ওদের পূর্বে কত জনপদকেই না আমি ধ্বংস করে দিয়েছি! সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর দিয়েই ওরা যাতায়াত করে। কিন্তু এসব দেখা সত্ত্বেও এ থেকে শিক্ষা নিয়ে ওরা সুপথে এলো না। নিশ্চয়ই এসব ধ্বংসস্তূপে শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে, এরপরও কি ওরা (বিবেকের কথা) শুনবে না?

২৭. ওরা কি লক্ষ করে না, আমি ঊষর ভূমিতে পানি প্রবাহিত করে তার সাহায্যে তৃণলতা, শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করি, যা থেকে আহার করে ওরা এবং ওদের গবাদি পশুরা? তবুও কি ওরা বাস্তবতাকে উপলব্ধি করবে না?

২৮-২৯. ওরা বলে, '(হে বিশ্বাসীগণ!) তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বলো, চূড়ান্ত ফয়সালা কখন হবে?' (হে নবী!) ওদের বলো, (তাড়াহুড়ো কোরো না) চূড়ান্ত ফয়সালার দিন সত্য অস্বীকারকারীরা বিশ্বাস স্থাপনের কথা বললেও তা ওদের কোনো উপকারে আসবে না। ওদের তখন কোনো সুযোগ দেয়া হবে না।

৩০. অতএব হে নবী! ওদের কথায় কান দিও না। চূড়ান্ত ফয়সালার জন্যে অপেক্ষা করো আর ওরাও অপেক্ষা করুক (করুণ পরিণতির জন্যে)।

http://alQuran.org.bd

৩৩. সূরা আহজাব

রুকু ৯ ॥ আয়াত ৭৩ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

হে নবী! আল্লাহ-সচেতন থাকো। সত্য অস্বীকারকারী ও মুনাফেকদের কথা তুমি শুনো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ২. তোমার প্রতিপালকের তরফ থেকে যে ওহী নাজিল হয়েছে, তা অনুসরণ করো। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে-বিষয়ে পূর্ণ ওয়াকিবহাল। ৩. তুমি আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো। নিঃসন্দেহে কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

৪. আল্লাহ কোনো মানুষের ভেতরে দুটি হৃদয় স্থাপন করেন নি। একইভাবে তোমরা তোমাদের স্ত্রী সম্পর্কে যতই ঘোষণা করো না কেন, 'তোমার শরীর আমার জন্যে আমার মায়ের শরীরের মতোই হারাম', তিনি তোমাদের স্ত্রীকে কখনোই তোমাদের জননী করেন নি। একইভাবে তিনি কখনোই তোমাদের দত্তকপুত্রকে তোমাদের রক্তীয় পুত্র করেন নি। এগুলো তোমাদের মুখের কথা। আল্লাহ প্রকৃত সত্য বলেন। তিনি সত্যপথ নির্দেশ করেন।

৫. তোমরা ওদেরকে ডাকো ওদের পিতৃপরিচয়ে। তোমাদের প্রতিপালকের কাছে এটি অধিক ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা ওদের পিতৃপরিচয় না জানো, তবে ওদেরকে ধর্মের ভাই বা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো। এ ব্যাপারে কোনো ভুল করলে তোমাদের কোনো দোষ নেই। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে করলে ভিন্ন কথা। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

৬. বিশ্বাসীদের কাছে রসুল সবচেয়ে আপন। আর রসুলের স্ত্রীরা বিশ্বাসীদের মা। আল্লাহর বিধান অনুসারে বিশ্বাসী আনসার ও মুহাজেরদের মধ্যে যারা পরস্পর আত্মীয় (সম্পত্তির উত্তরাধিকার হওয়ার জন্যে), তারা অধিক হকদার। তা সত্ত্বেও তোমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের প্রতি আনুকূল্য ও ভালো ব্যবহারে কোনো ত্রুটি কোরো না। এ কথাটিও লেখা আছে অমোঘ লিপিকা 'লাওহে মাহফুজে'।

http://alQuran.org.bd

৭-৮. (হে নবী!) স্মরণ করো! আমি নবীদের কাছ থেকে, তোমার কাছ থেকে এবং নূহ, ইব্রাহিম, মুসা ও মরিয়মপুত্র ঈসার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। আমি তো নবীদের কাছ থেকে অলঙ্ঘনীয় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, যাতে আমি সত্যবাদীদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারি যে, তারা তাদের আহ্বানে কতটুকু সাড়া পেয়েছিল। নিশ্চয়ই সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে আমি প্রস্তুত রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

॥ রুকু ২ ॥

৯. হে বিশ্বাসীগণ! স্মরণ করো! তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা! শত্রুবাহিনী যখন তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তখন আমি ওদের বিরুদ্ধে ঘূর্ণিঝড় ও অদৃশ্য বাহিনী পাঠিয়েছিলাম। আসলে তোমরা যা করো আল্লাহ তা দেখেন। ১০. (স্মরণ করো!) শত্রুবাহিনী যখন ওপর ও নিচ, দুদিক থেকেই তোমাদের ওপর হামলা করল, তখন তোমাদের চোখ হয়েছিল বিস্ফারিত, প্রাণ হয়েছিল কণ্ঠাগত আর আল্লাহ সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী ভাবনায় মন হয়েছিল আচ্ছন্ন। ১১. আসলে বিশ্বাসীরা তখন পড়েছিল গুরুতর পরীক্ষায়, হয়েছিল আতঙ্ককম্পিত।

১২. আর মুনাফেকরা, যাদের অন্তরই রুগ্ণ, তারা (একে অপরকে) বলেছিল, 'আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।' ১৩. আর ওদের আরেক দল বলেছিল, 'হে মদিনাবাসীরা! তোমরা শত্রুর মোকাবেলা করতে পারবে না, তাই ঘরে ফিরে যাও!' এরপর এদের মধ্যে একটি দল এসে নবীর কাছে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে বলল, 'আমাদের ঘরবাড়ি অরক্ষিত (অতএব যাওয়ার অনুমতি দিন)।' অথচ তাদের ঘরবাড়ি অরক্ষিত ছিল না। রণক্ষেত্র থেকে পালানোই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

১৪. যদি চারদিক থেকে শত্রুরা মদিনায় ঢুকতে পারত, তাহলে এ মুনাফেকদের সাথে মিলিত হওয়ার পর ওদেরকে বিদ্রোহের উসকানি দিলে ওরা তখনই বিদ্রোহ করে বসত। ১৫. অথচ ওরাই পূর্বে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, ওরা কখনো (রণক্ষেত্র থেকে) পালাবে না। আল্লাহর সাথে করা এই অঙ্গীকারের জবাব অবশ্যই ওদের দিতে হবে।

১৬. (হে নবী!) এ মুনাফেকদের বলো, 'তোমরা যদি মৃত্যু বা নিহত হওয়ার ভয়ে পালিয়ে যাও, তাতে তোমাদের কোনো লাভ হবে না। এরপর জীবনকে

http://alQuran.org.bd

উপভোগ করার সময় খুব অল্পই পাবে!' ১৭. (হে নবী!) বলো, 'আল্লাহ যদি তোমাদের ক্ষতি করতে চান, তবে কে তোমাদের রক্ষা করবে? আর তিনি যদি তোমাদের অনুগ্রহ করতে চান, তবে কে তোমাদের বঞ্চিত করবে?' (ওরা কি জানে না) আল্লাহ ছাড়া কেউ ওদের রক্ষা করতে পারবে না, কেউ ওদের সাহায্য করতে পারবে না!

১৮. আল্লাহ ভালো করেই জানেন, তোমাদের মধ্যে কারা যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধা দেয় আর কারা তাদের স্বজনদের বলে, 'আমাদের সাথে এসো (শত্রুর মোকাবেলা করো)'। কিন্তু নিজেরা যুদ্ধে কমই অংশ নেয়। ১৯. তোমাদের সাথে মিশে যেতে ওরা কুণ্ঠিত। ওরা যখন বিপদের মুখোমুখি হয়, তখন ভীতচকিত চোখে তোমার দিকে তাকায় (সাহায্যের আশায়), মৃত্যুর ছায়া পড়ে তখন ওদের চোখে। কিন্তু যখন বিপদ চলে যায়, তখন যুদ্ধলব্ধ মালামালের লোভে তাদের মুখ থেকে ধারালো বাক্যবাণ বের হতে থাকে। ওরা আসলে বিশ্বাসী নয়। তাই আল্লাহ ওদের সমস্ত কর্মকে নিষ্ফল করে দিয়েছেন। আর আল্লাহর জন্যে এ খুব সহজ কাজ।

২০. ওরা মনে করে, অবরোধকারী শত্রুবাহিনী চলে যায় নি। যদি শত্রুবাহিনী আবার এসে পড়ে, এ আশঙ্কায় মুনাফেকরা মরুভূমির বেদুইনদের মাঝে নিরাপদ দূরত্বে থেকে তোমাদের খোঁজখবর রাখাকেই বেশি পছন্দ করবে। আর ওরা যদি নিজেদেরকে তোমাদের মাঝে দেখতে পায়, তবে যুদ্ধে ওরা খুব কমই অংশগ্রহণ করবে।

॥ রুকু ৩ ॥

২১. আল্লাহ ও মহাবিচার দিবস সম্পর্কে যারা সচেতন এবং আল্লাহকে যারা বেশি বেশি স্মরণ করে, নিশ্চয়ই তাদের জন্যে আল্লাহর রসুলের মধ্যেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।

২২. বিশ্বাসীরা শত্রুবাহিনীকে দেখেই বলে উঠল, 'আল্লাহ ও তাঁর রসুল সত্য বলেছিলেন।' এ ঘটনায় তাদের বিশ্বাস ও আনুগত্য আরো বেড়ে গেল। ২৩. বিশ্বাসীদের মধ্যে অনেকেই আল্লাহর সাথে তাদের অঙ্গীকার পূরণ করেছে। তাদের কেউ শহিদ হয়েছে, কেউ সময় আসার অপেক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে অটল।

http://alQuran.org.bd

২৪. (মানুষকে এ ধরনের ঘটনার মুখোমুখি করা হয়) যাতে আল্লাহ সত্যবাদীদের তাদের অঙ্গীকার রক্ষার জন্যে পুরস্কৃত করতে পারেন এবং শরিককারীদের শাস্তি দিতে পারেন আবার (তারা অনুশোচনা করলে) ক্ষমাও করে দিতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

২৫. প্রচণ্ড আক্রোশে আগ্রাসন চালাতে এলেও সত্য অস্বীকারকারীদের খালি হাতে ফিরে যেতে আল্লাহ বাধ্য করলেন। যুদ্ধে বিশ্বাসীদের রক্ষা করার জন্যে আল্লাহই ছিলেন যথেষ্ট। আল্লাহ তো সর্বশক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী।
২৬. পূর্ববর্তী কিতাবিদের মধ্যে যারা ওদের সাহায্য করেছিল, তিনি তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দুর্গ থেকে নামতে বাধ্য করেছিলেন। তাদের কতক নিহত হলো আর কতক তোমাদের হাতে বন্দি হলো। ২৭. আর তিনি তোমাদেরকে তাদের জায়গাজমি, ঘরবাড়ি ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করলেন আর (প্রতিশ্রুতি দিলেন) এমন দেশের, যেখানে তোমরা এখনো পা ফেলো নি। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

॥ রুকু ৪ ॥

২৮-২৯. হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের বলো, 'তোমরা যদি পার্থিব ভোগবিলাস কামনা করো, তাহলে এসো, আমি তোমাদের বিলাস-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায়ের ব্যবস্থা করি। আর তোমরা যদি আল্লাহ, তাঁর রসুল এবং পরকালীন জীবনের সাফল্য চাও, তাহলে (মনে রেখো) তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করবে, আল্লাহ তাদের জন্যে মহাপুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।' ৩০. হে নবীপত্নীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করলে তার শাস্তি হবে (অন্য পাপীদের চেয়ে) দ্বিগুণ। আর আল্লাহর জন্যে এটা করা খুবই সহজ।

দ্বাবিংশতিতম পারা

৩১. (হে নবীপত্নীগণ!) তোমাদের মধ্যে যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে ও সৎকর্মে অংশ নেবে, আমি তাকে দুবার পুরস্কৃত করব। আমি তার জন্যে (পরকালে) উত্তম উপকরণের ব্যবস্থা করে রেখেছি।

http://alQuran.org.bd

৩২-৩৩. হে নবীপত্নীগণ! যদি সত্যিকারের আল্লাহ-সচেতন হয়ে থাকো, তবে তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও। অতএব পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে এমনভাবে কথা বোলো না, যাতে রুগ্ণচিন্তার মানুষ প্রলুব্ধ হয়। প্রয়োজনীয় ন্যায়সঙ্গত কথা সোজাসুজি বলবে। তোমরা নিজ ঘরে অবস্থান করো। অবিদ্যাক্রান্ত যুগের নারীদের মতো নিজেদের প্রদর্শনী করে বেড়াবে না। তোমরা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে। আল্লাহ সকল পঙ্কিলতা দূর করে তোমাদেরকে পূতপবিত্র রাখতে চান। ৩৪. তোমাদের ঘরে আল্লাহর প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী ও বিধিবিধান নিয়ে যে আলোচনা হয়, তা সবসময় মনে রাখবে। আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী ও সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল।

॥ রুকু ৫ ॥

৩৫. নিশ্চয়ই সমর্পিত পুরুষ ও নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়ী পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ ও নারী, যৌনসংযমী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণকারী পুরুষ ও নারীদের জন্যে আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।

৩৬. আল্লাহ ও তাঁর রসুল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীর সে-বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশের কোনো সুযোগ নেই। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে অমান্য করলে সে নিশ্চিতই পথভ্রষ্ট।

৩৭. স্মরণ করো! (হে নবী!) আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন ও তুমি যাকে মমতা দিয়েছ, তাকে তুমি বলেছিলে, ‘তুমি তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছে রেখো এবং আল্লাহ-সচেতন থেকো।’ তখন তুমি তোমার অন্তরে যা লুকিয়েছিলে, আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিয়েছেন। তুমি লোকনিন্দার ভয় করেছিলে, অথচ আল্লাহর (বিরাগভাজন হওয়ার) ভয় করাই ছিল তোমার জন্যে অধিক যুক্তিযুক্ত। তারপর জায়েদ যখন জয়নবের সাথে বিবাহ-সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করলাম। এর কারণ ছিল, ভবিষ্যতে বিশ্বাসীদের দত্তকপুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ-সম্পর্ক ছিন্ন করলে, সেই রমণীকে বিয়ে করতে বিশ্বাসীদের যেন কোনো বাধা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ অবশ্যই পালিত হবে।

http://alQuran.org.bd

৩৮. আল্লাহ নবীর জন্যে যা নির্ধারণ করেছেন, তা পূরণ করতে তার কোনো বাধা নেই। পূর্ববর্তী নবীদের জন্যেও এটাই ছিল আল্লাহর চিরায়ত বিধান। (মনে রেখো) প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুসারেই তার জন্যে আল্লাহর বিধান নির্ধারিত হয়। ৩৯. তারা আল্লাহর বাণী প্রচার করত, আল্লাহর (বিরাগভাজন হওয়াকে) ভয় করত। এ-ছাড়া তাদের মধ্যে আর কোনো ভয় ছিল না। জবাবদিহিতা গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট। ৪০. (অতএব হে মানুষ! মনে রেখো) মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নয়। বরং সে আল্লাহর রসুল ও শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে সবকিছু জানেন।

॥ রুকু ৬ ॥

৪১-৪২. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো। ৪৩. তিনি তোমাদের ওপর রহমত বর্ষণ করেন আর ফেরেশতারাও তোমাদের জন্যে তাঁর রহমত কামনা করে প্রার্থনা করে, যাতে তোমরা অন্ধকার থেকে আলোর পথে আসতে পারো। নিশ্চয়ই তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি অতীব দয়াশীল। ৪৪. বিশ্বাসীরা যেদিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তাদেরকে স্বাগত জানানো হবে 'সালাম' বলে। তিনি তাদের জন্যে মহাপুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।

৪৫-৪৬. হে নবী! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সত্যের সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও আলোকবর্তিকারূপে।

৪৭. আর (হে নবী!) তুমি বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে রয়েছে অফুরন্ত কল্যাণ। ৪৮. আর সত্য অস্বীকারকারী ও মুনাফেকদের (পছন্দ-অপছন্দকে) তুমি কোনো গুরুত্ব দিও না। ওদের নিপীড়নমূলক পদক্ষেপকে উপেক্ষা করো এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

৪৯. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা কোনো বিশ্বাসী নারীকে বিয়ে করার পর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দিলে তাদেরকে ইদ্দত পালন করতে বলার কোনো যুক্তি ও সুযোগ নেই। সাথে সাথেই সম্মানজনক সামগ্রীর ব্যবস্থা করে সৌজন্যের সাথে তাদের বিদায় দেবে।

http://alQuran.org.bd

৫০. হে নবী! আমি তোমার জন্যে বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীদের, যাদের দেনমোহর তুমি প্রদান করেছ এবং বৈধ করেছি দাসীদের, যাদের আল্লাহ তোমার অধিকারভুক্ত করেছেন। তোমার বিয়ের জন্যে বৈধ করেছি তোমার চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো, খালাতো বোনদেরকে, যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে। এ-ছাড়া কোনো বিশ্বাসী নারী যদি নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করতে চায় এবং নবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে সে-ও বৈধ। এ বিশেষ নিয়মগুলো শুধু তোমার জন্যে, যাতে তোমার কোনো অসুবিধা না হয়। এটি অন্য বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বিশ্বাসীদের স্ত্রী ও তাদের দাসীদের ব্যাপারে আমি যা নির্ধারণ করেছি, তা পূর্বেই আমি জানিয়েছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

৫১. (জেনে রাখো) তোমার স্ত্রীদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা (কিছু সময়ের জন্যে) দূরে রাখতে পারো আবার যাকে ইচ্ছা কাছে আনতে পারো। যাকে দূরে রেখেছ, তাকে আবার কাছে আনতেও কোনো দোষ নেই। এ নিয়মে ওদের খুশি করা সহজ হবে আর (মাঝে মাঝে তোমাকে না দেখলেও) দুঃখিত হবে না। তখন তুমি তাদেরকে যা দেবে তাতেই তারা তৃপ্ত হবে। শুধু আল্লাহই জানেন তোমার অন্তরে যা আছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, অতিসহনশীল।
৫২. এরপর অন্য কোনো নারী বিয়ে করা তোমার জন্যে বৈধ নয়। কারো সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেও তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য কাউকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করাও বৈধ নয়। তবে অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। বস্তুত আল্লাহ সবকিছুই নজরে রাখেন।

॥ রুকু ৭ ॥

৫৩. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা বিনা অনুমতিতে নবীর ঘরে প্রবেশ কোরো না। দাওয়াত দেয়া হলেও এত আগে ঘরে প্রবেশ করবে না, যাতে খাবার তৈরি হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। যখন তোমাদের খাবারের জন্যে ডাকা হবে, তখন প্রবেশ করবে। তারপর খাওয়া শেষ হলে দেরি না করে উঠে পড়বে। কখনো খোশগল্পে মশগুল হয়ো না। কারণ তা নবীর জন্যে কষ্টদায়ক হতে পারে। কিন্তু সংকোচের কারণে সে তোমাদের উঠে যেতে বলতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ উচিত বিষয় শিক্ষা দিতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা নবীপত্নীদের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এ নিয়ম তোমাদের ও তাদের অন্তরের পবিত্রতা গভীর করবে। আল্লাহর রসুলকে কষ্ট

http://alQuran.org.bd

দেয়া তোমাদের কারো জন্যেই উচিত নয়। আর নবীর মৃত্যুর পর তার পত্নীদের বিয়ে করাও তোমাদের কারো জন্যে বৈধ নয়। আল্লাহর কাছে এটি গুরুতর অপরাধ। ৫৪. (মনে রেখো) তোমরা কোনো বিষয় প্রকাশ করো বা গোপন রাখো, আল্লাহ তো সবই জানেন।

৫৫. নবীপত্নীদের জন্যে তাদের পিতা, ছেলে, ভাই, ভাতিজা, ভাগ্নে, পরিচারিকা ও তাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের সামনে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো বাধা নেই। কিন্তু (হে নবীপত্নীগণ!) তোমরা সবসময় আল্লাহ-সচেতন থেকো, আল্লাহ তো সবই দেখেন।

৫৬. আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। অতএব হে বিশ্বাসীগণ! তোমরাও নবীর ওপর রহমত বর্ষণের জন্যে দোয়া করো এবং তার প্রদর্শিত পথে নিজেকে সমর্পিত করো।

৫৭. আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে যারা কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে লানত করবেন। তিনি তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন অপমানকর শাস্তি। ৫৮. যারা বিনা দোষে বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও পাপের বোঝায় ভারাক্রান্ত হবে।

॥ রুকু ৮ ॥

৫৯. হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রী, কন্যা ও বিশ্বাসী নারীদের বলো, তারা যেন (জনসমক্ষে) তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে দেয়। এতে তাদের (শালীন মহিলা হিসেবে) চিনতে সুবিধা হবে এবং কেউ উত্ত্যক্ত করবে না। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

৬০-৬১. মুনাফেক, রুগ্ণমনা ও মিথ্যা গুজব রটনাকারীরা শহরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজ থেকে বিরত না হলে আমি ওদের ওপর তোমাকে কর্তৃত্ব প্রদান করব। তারপর (হে নবী!) খুব অল্প সময়ই ওরা এই নগরে তোমার প্রতিবেশী হিসেবে থাকতে পারবে। অভিশপ্ত অবস্থায় ওদের যেখানেই পাওয়া যাবে, পাকড়াও ও বিনাশ করা হবে। ৬২. পূর্ববর্তী প্রজন্মের যারা এ ধরনের পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে, তাদের ব্যাপারেও এই ছিল আল্লাহর নিয়ম। আল্লাহর নিয়মে তুমি কোনো ব্যতিক্রম পাবে না।

http://alQuran.org.bd

৬৩. লোকজন কেয়ামত নিয়ে তোমাকে প্রশ্ন করছে। ওদের বলো, কখন কেয়ামত হবে, এ জ্ঞান তো শুধু আল্লাহরই রয়েছে। তুমি কী করে জানবে? হয়তো সময় কাছে এসে গেছে!

৬৪-৬৫. আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের তাঁর রহমত থেকে চিরবঞ্চিত করেছেন এবং ওদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ড। সেখানে ওরা থাকবে চিরকাল। সেখানে ওরা কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

৬৬-৬৮. যেদিন সত্য অস্বীকারকারীদের মুখমণ্ডল আগুনে ওলটপালট করে ঝলসানো হবে, সেদিন ওরা আর্তনাদ করে বলবে, 'হায়! আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কথা আমরা যদি শুনতাম (তাহলে এই পরিণতি থেকে রক্ষা পেতাম)!' তখন ওরা আর্জি জানাবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও ক্ষমতাবানদের কথা শুনেছিলাম। তারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করে দাও এবং তাদের ওপর কঠিন লানত বর্ষণ করো।'

॥ রুকু ৯ ॥

৬৯. হে বিশ্বাসীগণ! সেই বনি ইসরাইলের মতো হয়ো না, যারা মুসাকে কষ্ট দিয়েছিল। ওদের মিথ্যা রটনা থেকে আল্লাহ তাকে নির্দোষ প্রমাণ করেন। আল্লাহর কাছে সে ছিল মর্যাদাবান। ৭০-৭১. হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ-সচেতন থাকো এবং সঠিক কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের কাজকে কবুল করবেন এবং তোমাদের পাপমোচন করবেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।

৭২. নিশ্চয়ই মহাকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার ওপর (স্বাধীন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতা) আমানত হিসেবে আমি অর্পণ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু তারা শঙ্কিত হয়ে তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে মানুষ তা গ্রহণ করল। (আর সঠিকভাবে তা ব্যবহার না করায় নিজের ওপরই জুলুম করল।) মানুষ বড় জালেম ও বোকা। ৭৩. (এই জুলুম ও বোকামির জন্যে) মুনাফেক পুরুষ ও নারী এবং শরিককারী পুরুষ ও নারীকে আল্লাহ শাস্তি দেবেন এবং ক্ষমা করবেন বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীকে। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

http://alQuran.org.bd

৩৪. সূরা সাবা

রুকু ৬ ॥ আয়াত ৫৪ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুর মালিক। আর আখেরাতেও সকল প্রশংসাই তাঁর। তিনি প্রজ্ঞাময়, সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল।
২. তিনি জানেন জমিনে যা প্রবেশ করে, জানেন জমিন থেকে যা বেরিয়ে আসে। তিনি জানেন যা-কিছু আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়, জানেন যা-কিছু আকাশে উঠে যায়। তিনি পরমদয়ালু, অতীব ক্ষমাশীল।

৩. সত্য অস্বীকারকারীরা বলে, 'আমরা কখনো মহাবিচারের সম্মুখীন হবো না।' (হে নবী!) ওদের বলো, 'কেন নয়? শপথ আমার প্রতিপালকের, অবশ্যই তোমরা মহাবিচারের সম্মুখীন হবে। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক মানুষের বুদ্ধির অগম্য সকল বিষয় ভালোভাবেই জানেন। মহাকাশ ও পৃথিবীর মাঝে অবস্থিত অণুপরিমাণ বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোনো কিছুই তাঁর অগোচর নয়। এর সবকিছুই লিপিবদ্ধ আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।'
৪. (মহাবিচার অবশ্যম্ভাবী) কারণ হচ্ছে, বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের তিনি পুরস্কৃত করবেন। এদের জন্যেই অপেক্ষা করছে ক্ষমা ও উত্তম বর্ণাঢ্য জীবনোপকরণ। ৫. পক্ষান্তরে (নিজেদের খেয়ালখুশির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্যে) যারা আমার বাণীর বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৬. হে নবী! জ্ঞানপ্রাপ্তরা ভালোভাবেই জানে যে, তোমার ওপর তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে যা নাজিল হয়েছে, তা-ই সত্য এবং তা মানুষকে মহাপরাক্রমশালী সদাপ্রশংসিত আল্লাহর পথ প্রদর্শন করে।

৭-৮. সত্য অস্বীকারকারীরা (তাদের সমমনাদের সাথে তামাশা করে) বলে, 'আমরা কি তোমাদের এমন ব্যক্তির সন্ধান দেবো–যে বলে, তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নবিচ্ছিন্ন ধূলিকণা হয়ে গেলেও তোমাদেরকে নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত করা হবে? হয় সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলছে অথবা সে

http://alQuran.org.bd

উন্মাদ।' না, এ সত্য নয়। বরং যারা আখেরাতে জবাবদিহিতায় বিশ্বাস করে না, তারাই ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে, তারা পাবে চরম শাস্তি।

৯. ওরা কি ওদের সামনে ও পেছনে, মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তার প্রতি লক্ষ করে না? আমি ইচ্ছা করলে জমিন ওদের গ্রাস করে ফেলতে পারে, আকাশের অনেক কিছু খণ্ডে খণ্ডে ওদের ওপর ভেঙে পড়তে পারে। এর মধ্যে অবশ্যই শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে সেই বান্দাদের জন্যে, যারা (অনুশোচনা করে) তাঁর দিকে ফিরে আসে।

॥ রুকু ২ ॥

১০-১১. আমি দাউদকে বিপুল অনুগ্রহ-সম্পদে ধন্য করেছিলাম এবং (আদেশ করেছিলাম) 'হে পর্বতমালা ও বিহঙ্গকুল! তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।' আমি লোহাকে তার জন্যে নমনীয় করেছিলাম। বলেছিলাম, এ দিয়ে তুমি প্রশস্ত বর্ম তৈরি করো, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত করো। আর সৎকর্ম করো। তোমরা যা করো, আমি তার সম্যক-দ্রষ্টা।

১২. আর আমি বায়ুকে সোলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম। এর সকালের যাত্রা ছিল একমাসের আর বিকেলের যাত্রাও একমাসের। আমি তার জন্যে গলিত তামার ঝর্না প্রবাহিত করেছিলাম। প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বহু জ্বীন তার জন্যে কাজ করত। জ্বীনদের মধ্যে কেউ নির্দেশনা অমান্য করলে তার জন্যে বরাদ্দ ছিল জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।
১৩. ওরা সোলায়মানের ইচ্ছানুসারে বিশাল বিশাল ভবন, ভাস্কর্য ও পানির চৌবাচ্চা-সদৃশ পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত বিশাল বিশাল ডেগ নির্মাণ করেছে। আমি বলেছিলাম, 'হে দাউদ পরিবার! তোমরা সকলে শুকরিয়া হিসেবে সৎকর্ম করতে থাকো। আর (মনে রেখো) আমার বান্দাদের মধ্যেও সত্যিকার শোকরগোজারের সংখ্যা খুব কম।'

১৪. আমি যখন সোলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম তখন ঘুণপোকা তার মৃত্যুর খবর জানাল। (সে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল) ঘুণপোকা তার লাঠিটি খেয়ে ফেলায় সে মাটিতে পড়ে গেল। তখন জ্বীনরা বুঝতে পারল, সে মারা গেছে। (হে মানুষ!) জ্বীনরা যদি গায়েবের খবর জানত, তবে এত দীর্ঘসময় তারা এ কষ্টকর কাজে আটকে থাকত না।

http://alQuran.org.bd

১৫. সাবাবাসীদের জন্যে আমার মহিমার নিদর্শন হিসেবে তাদের বাসভূমিতে ছিল (দিগন্ত প্রসারিত) দু-সারি বাগান। একটি রাস্তার ডানদিকে, একটি বামদিকে। তাদের বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দেয়া রিজিক ভোগ করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। চমৎকার দেশ তোমাদের! আর তোমাদের প্রতিপালকও অতীব ক্ষমাশীল।

১৬. পরে ওরা আল্লাহর আদেশ অমান্য করলে আমি ওদেরকে বাঁধভাঙা বন্যায় ভাসিয়ে দিলাম। ওদের সেই চিত্তহারী রসালো ফলের বাগান পরিণত হলো এক পরিত্যক্ত জংলা ভূমিতে, যাতে উৎপন্ন হতে লাগল তেতো
স্বাদযুক্ত ফলমূল, ঝাউ গাছ আর বুনো কুল। ১৭. আমি ওদেরকে এ শাস্তি
দিয়েছিলাম সত্য অস্বীকার করার জন্যে। অকৃতজ্ঞ ছাড়া কাউকেই আমি এমন শাস্তি দেই না।

১৮. (পতনের আগে) ওদের এবং আমার অনুগৃহীত জনপদগুলোর মাঝে বহু দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করেছিলাম। সে-সব জনপদে ভ্রমণের ও মাঝে মাঝে বিশ্রামের জায়গার ব্যবস্থা করেছিলাম। ওদেরকে বলেছিলাম, ‘তোমরা এসব জনপদে দিনে বা রাতে নিরাপদে ভ্রমণ করতে পারো।’

১৯. কিন্তু ওরা বলল, ‘আমাদের প্রতিপালক ভ্রমণকালে বিশ্রামের একস্থান থেকে অন্য স্থানের দূরত্ব বাড়িয়ে দিয়েছেন!’ এভাবে (অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে) ওরা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করল। ফলে আমি ওদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করলাম। ওরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও শোকরগোজার মানুষের জন্যে শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে।

২০-২১. ওদের সম্পর্কে শয়তানের ধারণাই সত্য হলো। বিশ্বাসীদের একটি দল ছাড়া বাকি সবাই ইবলিসের অনুসরণ করল। সত্যিকার বিশ্বাসীদের ওপর শয়তান কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। আসলে কারা আখেরাতে জবাবদিহিতায় বিশ্বাসী আর কারা সন্দিহান, বাস্তবে তা যাচাই করে দেখাই এর উদ্দেশ্য। (এজন্যেই সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগে অনিচ্ছুক মানুষকে প্রলুব্ধ করার ক্ষমতা শয়তানকে দেয়া হয়েছে।) তোমার প্রতিপালক সব বিষয়েই সজাগ দৃষ্টি রাখেন।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ৩ ॥

২২. (হে নবী! এই শরিককারীদের) বলো, 'আল্লাহর পরিবর্তে আর যাদেরকে তোমরা উপাস্য মনে করে ডাকো, মহাকাশ ও পৃথিবীর কোনোকিছুর ওপর অণুপরিমাণ ক্ষমতাও তাদের নেই, না তিল পরিমাণ কোনো জিনিসের ওপর ওদের মালিকানা রয়েছে। আর কোনো বিষয়েই আল্লাহ ওদের কাউকে সাহায্যকারী হিসেবে রাখেন নি।'

২৩. আল্লাহর পূর্বানুমতি ছাড়া সেদিন কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। (কেয়ামতের) আতঙ্ক থেকে যখন তাদের অন্তর মুক্ত হবে তখন পুনরুত্থিতরা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের প্রতিপালক কী আদেশ দিয়েছেন? জবাবে তারা বলবে, যা সত্য তা-ই তিনি বলেছেন। তিনি সমুন্নত, সুমহান।

২৪. (হে নবী!) ওদের জিজ্ঞেস করো, মহাকাশ ও পৃথিবী থেকে কে তোমাদের রিজিক সরবরাহ করেন? বলো, 'আল্লাহ'! এখন নিশ্চিতই তোমাদের ও আমাদের মধ্যে একপক্ষ সঠিক পথে আর অন্য পক্ষ সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত রয়েছে।

২৫. বলো, আমাদের কোনো অপরাধের জন্যে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে না আর তোমরা যা করছ, সে ব্যাপারেও আমাদের কাছে কেউ কৈফিয়ত চাইবে না। ২৬. বলো, আমাদের প্রতিপালক (মহাবিচার দিবসে) সবাইকে সমবেত করবেন এবং তিনিই আমাদের বিষয়ে সঠিকভাবে ফয়সালা করবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক, সর্বজ্ঞ।

২৭. (হে নবী! শরিককারীদের) বলো, 'তোমরা আল্লাহর সাথে যাদের শরিক করছ, তাদেরকে এনে দেখাও।' না, পারবে না। কারণ তাঁর কোনো শরিক নেই। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২৮-২৯. (হে নবী!) আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা বোঝে না। তাই তারা প্রশ্ন করে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বলো, (পুনরুত্থান ও মহাবিচারের) প্রতিশ্রুতি কবে পূরণ হবে?' ৩০. ওদের বলো, 'তোমাদের জন্যে সময় নির্ধারিত রয়েছে, যা তোমরা এক মুহূর্ত পেছাতেও পারবে না, না পারবে তা এগিয়ে আনতে।'

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ৪ ॥

৩১. সত্য অস্বীকারকারীরা বলে, ‘আমরা এই কোরআন কখনো বিশ্বাস করব না, পূর্ববর্তী কোনো কিতাবও মানব না।’ (হে নবী! মহাবিচার দিবসে) এ জালেমদের অবস্থা যদি তুমি দেখতে! যখন ওদেরকে প্রতিপালকের সামনে হাজির করা হবে, তখন ওরা পরস্পরকে দোষারোপ করতে থাকবে। দুনিয়ায় যারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিল, তারা ক্ষমতাদর্পীদের বলবে, ‘তোমরা বাধা না দিলে আমরা অবশ্যই বিশ্বাস স্থাপন করতাম।’ ৩২. ক্ষমতাদর্পীরা তখন দুর্বলদের জবাব দেবে, ‘আমরা কি তোমাদের জোর করে সৎপথ অনুসরণ করা থেকে বিরত রেখেছিলাম? আসলে তোমরা নিজেরাই অপরাধী।’ ৩৩. দুর্বলেরা তখন ক্ষমতাদর্পীদের বলবে, ‘জোর করো নি, তা ঠিক। কিন্তু দিনরাত তোমরা (আল্লাহর বাণীর বিরুদ্ধে) মিথ্যা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে, যাতে আমরা এক আল্লাহকে না মানি এবং তাঁর শরিকদের উপাসনা করি।’ আসলে যখন ওরা ওদের জন্যে অপেক্ষমাণ শাস্তিকে দেখতে পাবে, তখন ওরা অনুতাপ প্রকাশেরও সুযোগ পাবে না। সত্য অস্বীকারকারীদের গলায় শিকল পরিয়ে দেয়া হবে। ওরা ওদের কৃতকর্মের পূর্ণ ফল ভোগ করবে।

৩৪. যখনই কোনো জনপদে আমি সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই সে জনপদের ভোগবিলাসে নিমজ্জিত প্রভাবশালীরা বলেছে, ‘আমরা তোমাকে তোমার বাণীসহ প্রত্যাখ্যান করছি।’ ৩৫. তারা বলেছে, ‘আমরা তোমার চেয়ে ধন ও জনে সমৃদ্ধ, আমাদের শাস্তিভোগের কোনো প্রশ্নই ওঠে না!’

৩৬. (হে নবী!) বলো, আমার প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা রিজিক বাড়িয়ে দেন, যার ইচ্ছা রিজিক সীমিত করেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (আল্লাহর নিয়ম) বোঝে না।

॥ রুকু ৫ ॥

৩৭. (হে মানুষ!) তোমার অর্থবিত্ত ও সন্তানসন্ততির সংখ্যা আমার কাছে তোমাদের মর্যাদা বাড়াবে না, কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সৎকর্ম করবে, তারা বহুগুণ পুরস্কৃত হবে। বেহেশতের বিশাল বিশাল ভবন হবে তাদের আবাস। ৩৮. পক্ষান্তরে যারা আমার বাণীর বিরুদ্ধাচরণ করবে, তারা জাহান্নামে কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

http://alQuran.org.bd

৩৯. (হে নবী!) বলো, আমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা রিজিক বাড়িয়ে দেন বা সীমিত করেন। তোমরা অন্যের জন্যে যা-কিছু ব্যয় করবে, তিনি তার প্রতিদান দেবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা।

৪০-৪১. (যারা এখন সত্য অস্বীকার করছে) ওদের সকলকে যেদিন আল্লাহ সমবেত করবেন, সেদিন ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করবেন, 'ওরা কি তোমাদেরই উপাসনা করত?' ফেরেশতারা জবাবে বলবে, 'তুমি মহাপবিত্র! আমাদের সম্পর্ক তোমারই সাথে, ওদের সাথে নয়। ওরা জ্বীনদের উপাসনা করত, অধিকাংশই অন্ধভাবে ওদের বিশ্বাস করত।'

৪২. (তখন আমি বলব) 'আজ তোমাদের (উপাসক ও উপাস্য) কারোরই একে অন্যের উপকার কিংবা অপকার করার সামর্থ্য নেই। অতএব হে সীমালঙ্ঘনকারীরা! তোমরা জাহান্নামের যে শাস্তিকে মিথ্যা মনে করতে, আজ তার স্বাদ নাও।'

৪৩. হায়! সত্য অস্বীকারকারীদের কাছে যখনই সুস্পষ্টভাবে আমার বাণী পেশ করা হয়েছে, তখনই ওরা পরস্পরকে বলেছে, 'এ লোকই তো তোমাদের পূর্বপুরুষদের উপাস্যের উপাসনা করতে বাধা দিতে চায়।' ওরা আরো বলে, 'কোরআন তো মনগড়া মিথ্যা ছাড়া কিছু নয়।' সুস্পষ্ট সত্য সামনে উদ্ভাসিত হওয়ার পরও ওরা বলে, 'এ-তো স্রেফ জাদু।'

৪৪. আমি এর আগে ওদের কাছে কোনো কিতাব পাঠাই নি, যা ওরা পড়তে পারে; না তোমার আগে কোনো সতর্ককারী পাঠিয়েছি। ৪৫. ওদের পূর্ববর্তীরাও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাদেরকে যে বৈষয়িক সমৃদ্ধি দিয়েছিলাম, তার এক দশমাংশও (মক্কার অধিবাসীরা) অর্জন করতে পারে নি। কিন্তু আমার নবীকে প্রত্যাখ্যান করায় কত ভয়ংকর শাস্তি পেয়েছিল ওদের পূর্বসূরীরা!

॥ রুকু ৬ ॥

৪৬. (হে নবী! ওদের) বলো, 'আমি তোমাদের একটিমাত্র পরামর্শ দিচ্ছি, এককভাবে বা যৌথভাবে আল্লাহর সামনে সচেতন হয়ে দাঁড়াও। নিজের গভীরে ধ্যানে নিমগ্ন হও। (তাহলেই উপলব্ধি করতে পারবে) তোমাদের সঙ্গী আদৌ উন্মাদ নয়। আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সে একজন সতর্ককারী মাত্র।'
৪৭. (হে নবী!) বলো, আমি তো তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান

http://alQuran.org.bd

চাই নি। আমার পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর কাছে। তিনিই সর্বদ্রষ্টা। ৪৮. বলো, আমার প্রতিপালক (অসত্যের বিনাশে) সত্য নাজিল করেছেন। মানবীয় বুদ্ধির অগম্য সব বিষয়েরই তিনি পরিজ্ঞাতা।

৪৯. হে নবী! বলো, সত্য সমাগত হয়েছে (অসত্য এখন বিলীন হতে বাধ্য)। কারণ অসত্য নতুন কিছু সৃজন করতে পারে না, না পারে (পেছনের) কিছু ফিরিয়ে আনতে।

৫০. হে নবী! বলো, 'আমি পথভ্রষ্ট হলে (তা হবে আমারই ভুলের কারণে) এর পরিণাম আমাকেই ভোগ করতে হবে। আর যদি আমি সৎপথে থাকি, তা হবে আমার প্রতিপালকের ওহী অনুসরণের কারণে।' তিনি সব শোনেন এবং খুব কাছেই আছেন।

৫১. (মহাবিচার দিবসে সত্য অস্বীকারকারীদের অবস্থা) যদি তুমি দেখতে! ওদের অবস্থা হবে আতঙ্কে কম্পমান! পালানোর কোনো পথ নেই! কঠোর বেষ্টনীতে আবদ্ধ! ৫২. আর্তনাদ করে ওরা বলবে, 'আমরাও (এখন সত্যে) বিশ্বাস করি!' কিন্তু তখন ওরা কীভাবে আশা করতে পারে মুক্তির? ৫৩. কারণ দুনিয়ায় ওরা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আর যে-সম্পর্কে ওদের কোনো জ্ঞান ছিল না, সেই (আখেরাত) সম্পর্কে ভিত্তিহীন বুলি আওড়ে উপহাস করত। ৫৪. ওদের এবং ওদের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে তুলে দেয়া হবে অলঙ্ঘনীয় দেয়াল। একইভাবে ওদের ভাবধারার অনুসারী পূর্ববর্তীদের জন্যেও থাকবে অলঙ্ঘনীয় দেয়াল। কারণ ওরাও ছিল এ বিভ্রান্তিকর সংশয়ে নিমজ্জিত।

http://alQuran.org.bd

৩৫. সূরা ফাতির

রুকু ৫ ॥ আয়াত ৪৫ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর, যিনি মহাকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা; যিনি দুই, তিন বা চার জোড়া ডানাবিশিষ্ট (অর্থাৎ বহুমুখী পন্থা ও গতিবেগসম্পন্ন) ফেরেশতাদের বাণীবাহক বানিয়েছেন। (নিরবচ্ছিন্নভাবে) তিনি তাঁর সৃষ্টির সাথে যা ইচ্ছা সংযোজন করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ২. আল্লাহ তাঁর রহমতের দ্বার কারো জন্যে খুলে দিলে তা বন্ধ করার কেউ নেই। আর তিনি যদি দ্বার রুদ্ধ করে দেন, তবে তা খোলার ক্ষমতাও কারো নেই। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৩. হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করো! আল্লাহ ছাড়া কি অন্য কোনো স্রষ্টা আছে, যে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিজিক দান করে? তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। তারপরও কেন তোমরা আত্মপ্রবঞ্চনা করছ? ৪. যদি এই আত্মপ্রবঞ্চকরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, (তবে হে নবী! মনে রেখো) তোমার পূর্ববর্তী রসুলদেরও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। (কারণ ভোগাসক্ত ও প্রবৃত্তির পূজারিরা কখনো স্বীকার করতে চায় না যে) সবকিছুই শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে।

৫. হে মানুষ! আল্লাহর প্রতিশ্রুত পুনরুত্থান এক অনিবার্য সত্য! অতএব পার্থিব জীবনের মোহে যেন আটকে না পড়ো এবং আত্মপ্রবঞ্চনামূলক ধ্যানধারণা যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। ৬. আসলে শয়তান তোমাদের শত্রু। অতএব তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ করো। সে-তো তার দলবলকে প্রলুব্ধ করে, যাতে তাদের শেষ ঠিকানা হয় জাহান্নামের লেলিহান শিখা।

৭. (মনে রেখো) যারা সত্যকে অস্বীকার করবে, তাদের জন্যে অপেক্ষা করবে কঠিন আজাব। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সৎকর্ম করবে, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ২ ॥

৮. কারো কাছে যদি তার মন্দ কাজই আকর্ষণীয় বা আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে, তবে সে (শেষ পর্যন্ত সেই) মন্দ কাজকেই ভালো মনে করতে শুরু করে। আসল সত্য হচ্ছে, যে বিভ্রান্তির পথে চলার ইচ্ছা করে, আল্লাহ তাকে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হতে দেন আর যে সৎপথে চলার ইচ্ছা করে, আল্লাহ তাকে সৎপথ দেখান। অতএব (হে নবী!) ওদের জন্যে কষ্ট পেয়ে নিজেকে নিঃশেষ কোরো না। ওরা যা করে, আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন।

৯. (মনে রেখো) আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করেন। তা দিয়ে মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন নিষ্প্রাণ ভূখণ্ডের দিকে। এর মাধ্যমে তিনি প্রাণহীন জমিনে জীবনের বিকাশ ঘটান। মৃত মানুষের পুনরুত্থানও হবে এভাবে। ১০. কেউ সম্মান ও ক্ষমতা চাইলে (তার জানা থাকা উচিত) সমস্ত সম্মান ও ক্ষমতা শুধু আল্লাহর। ভালো কথা ও ভালো কাজকে তিনি কবুল করেন। আর যারা মন্দ কাজের চক্রান্ত করে, তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে কঠিন শাস্তি। কুচক্রীদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবেই।

১১. (মনে রেখো) আল্লাহ তোমাদের মাটি থেকে সৃজন করেছেন, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর করেছেন যুগল। আল্লাহর অজান্তে কোনো নারী গর্ভধারণ করে না বা সন্তানও প্রসব করে না। কিতাবের লেখার বাইরে কারো আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না বা কারো আয়ু কমানোও হয় না। আর আল্লাহর জন্যে কাজটি খুবই সহজ।

১২. (একই ধরনের অথবা বৈপরীত্য সৃষ্টি করা তাঁর জন্যে খুবই সহজ।) সে কারণে দেখ, পানির দুটি ধারা একরকম নয়–একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটি লবণাক্ত, বিস্বাদ। দুটি থেকেই তোমরা তাজা মাছ খাও এবং অলংকারের জন্যে রত্ন আহরণ করো। আর তোমরা দেখ, উভয়ের বুক চিরেই নৌযান চলাচল করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ-সম্পদ অনুসন্ধান করতে পারো। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারো।

১৩. তিনি দিনকে ছোট করে রাতকে বড় করেন। আবার রাতকে ছোট করে দিনকে বড় করেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই তাদের কক্ষপথে পরিক্রমণ করছে নির্দিষ্ট মেয়াদে। (যিনি এসব করছেন) তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। সকল কর্তৃত্ব ও আধিপত্য তাঁরই।

http://alQuran.org.bd

তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে উপাস্য হিসেবে যাদেরকে ডাকো, খেজুরের তুচ্ছ খোসার ওপরও তাদের কোনো কর্তৃত্ব নেই। ১৪. এই উপাস্যদের ডাকলেও তারা তোমাদের ডাক শুনতে পাবে না। যদিও বা শোনে, তবুও সাড়া দিতে সক্ষম হবে না। আর মহাবিচার দিবসে তারা তোমাদের এই শরিক করাকে প্রত্যাখ্যান করবে। সর্বজ্ঞ আল্লাহর ন্যায় কেউই তোমাদের আসল সত্য অবহিত করতে পারবে না।

॥ রুকু ৩ ॥

১৫-১৭. হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী! কিন্তু আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, সদাপ্রশংসিত। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের বিলুপ্ত করে নতুন কোনো সৃষ্টিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন। এটি আল্লাহর জন্যে মোটেই কোনো কঠিন কাজ নয়।

১৮. (মহাবিচার দিবসে) কেউ কারো পাপের বোঝা বইবে না। কারো পাপের বোঝা ভারী হলে, সেই বোঝা বহন করার জন্যে কাউকে ডাকলেও সে এগিয়ে আসবে না, এমনকি কোনো নিকটাত্মীয়ও না। হে নবী! তুমি শুধু তাদেরকে সতর্ক করতে পারো, যারা না দেখেও প্রতিপালক সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং নামাজ কায়েম করে। যে ব্যক্তি নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সে তা করে নিজের কল্যাণের জন্যে। আল্লাহর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

১৯-২১. দৃষ্টিহীন ও দৃষ্টিমান, অন্ধকার ও আলো, প্রখর রোদ ও সুশীতল ছায়া কখনো সমান হতে পারে না। ২২. তেমনি জীবিত ও মৃত কখনো সমান নয়। (অতএব হে নবী! মনে রেখো) আল্লাহ যে কাউকে ইচ্ছা করলে শোনাতে পারেন। কিন্তু যাদের অন্তর (শীতল হয়ে গেছে) কবরে শায়িত মৃতদের মতো, তাদেরকে তুমি কথা শোনাতে পারবে না।

২৩-২৪. হে নবী! তুমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। আমি তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। এমন কোনো সম্প্রদায় নেই, যেখানে আমি আমার সতর্ককারী পাঠাই নি। ২৫. অতএব ওরা যদি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে (তাতে দুঃখ কোরো না)। তোমার পূর্বেও অনেক সম্প্রদায়ের কাছে সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ, সমুজ্জ্বল ওহী এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ কিতাবসহ রসুল পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সেই সম্প্রদায়গুলোও তাদের রসুলকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ২৬. তারপর সত্য অস্বীকারকারীদের শাস্তি দিয়েছিলাম। (অনুসন্ধান করে দেখ) আমার শাস্তি ছিল কত কঠিন!

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ৪ ॥

২৭-২৮. তোমরা কি লক্ষ করো না, আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করেন, তা দিয়ে উৎপন্ন করেন নানা রঙের ফলমূল! তেমনি পাহাড়ের পাথরেও রয়েছে সাদা, লাল, কালো ও নানা রঙের সমাহার। একইভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে নানা বর্ণের মানুষ, জীবজন্তু ও গৃহপালিত পশু। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা তাদের জ্ঞান ব্যবহার করে, তারাই আল্লাহ-সচেতন হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল।

২৯-৩০. যারা আল্লাহর কিতাব অনুসরণ করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তা থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে দান করে, তারাই সফল বিনিয়োগকারী। কারণ তিনি তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন, এর সাথে নিজের অনুগ্রহভাণ্ডার থেকে বহুগুণ পুরস্কার দেবেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, মহাগুণগ্রাহী।

৩১. আমি তোমার ওপর যে কিতাব নাজিল করেছি, তা সত্য এবং তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়ক। (মনে রেখো) নিশ্চয়ই আল্লাহ তার বান্দাদের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন এবং সবকিছুর ওপর দৃষ্টি রাখেন।
৩২. আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে কিতাবের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলাম। এখন তাদের মধ্যে কেউ নিজের ওপর জুলুমকারী, কেউ ভালো-মন্দের মাঝামাঝি আর কেউ আল্লাহর ইচ্ছায় সৎকর্মে অগ্রগামী। নিশ্চয়ই
এ এক মহা অনুগ্রহ! ৩৩-৩৫. অনুগ্রহপ্রাপ্তরা (আখেরাতে) প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে। সেখানে তারা রেশমি পোশাকে, রত্ন-মুক্তোখচিত স্বর্ণালংকারে ভূষিত থাকবে। জান্নাতে প্রবেশ করেই তারা বলবে, সকল প্রশংসা আল্লাহর! যিনি আমাদের সকল অভাব দূর করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক অতীব ক্ষমাশীল, মহাগুণগ্রাহী, যিনি বিশেষ অনুগ্রহ করে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন, যেখানে কোনো কষ্ট বা ক্লান্তি আমাদের স্পর্শ করে না।

৩৬. কিন্তু যারা সত্যকে অস্বীকার করে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ড। মৃত্যুর আদেশও ওদের দেয়া হবে না যে, ওরা মরবে। আর শাস্তিও কমানো হবে না। আমি এভাবেই প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে
থাকি। ৩৭. জাহান্নামে ওরা চিৎকার করে বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! (দয়া করে) আমাদের রেহাই দাও। এখন থেকে আমরাও সৎকর্ম করব। আগের মতো ভুল আর করব না।’ (জবাবে আল্লাহ ওদেরকে বলবেন) ‘আমি

http://alQuran.org.bd

কি তোমাদের যথেষ্ট দীর্ঘজীবন দেই নি? সতর্ক হতে চাইলে তখনই তো সতর্ক হতে পারতে! আর তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিল! (কিন্তু তার কথা তোমরা শোনো নি।) এখন তোমাদের (পাপাচারের) শাস্তি ভোগ করো। এখানে দুরাচারীদের সাহায্য করার মতো কেউ নেই।'

॥ রুকু ৫ ॥

৩৮. মহাবিশ্বের সকল নিগূঢ় রহস্য ও অদৃশ্য বাস্তবতা আল্লাহ জানেন। মানুষের অন্তরের সকল ভাবনা সম্পর্কেও তিনি সবিশেষ অবহিত।
৩৯. তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি করেছেন। তাই কেউ সত্য অস্বীকার করলে তার অবাধ্যতার জন্যে সে-ই দায়ী হবে। সত্য অস্বীকারকারীদের অবাধ্যতা শুধু প্রতিপালকের অসন্তোষই বৃদ্ধি করে। অবাধ্যতা শুধু তাদের ক্ষতিই বাড়ায়।

৪০. হে নবী! ওদের জিজ্ঞেস করো, 'তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাকো, সে-সব উপাস্যদের কথা ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কোনোকিছু সৃষ্টি করে থাকলে তা আমাকে দেখাও। অথবা তোমরা কি দাবি করছ যে, মহাকাশ পরিচালনায় তাদের কোনো অংশ আছে? আল্লাহ কি এমন কোনো কিতাব নাজিল করেছেন, যার ওপর নির্ভর করে (তোমাদের ধারণার সপক্ষে) কোনো প্রমাণ উপস্থিত করতে পারবে?' না, তা পারবে না। সীমালঙ্ঘনকারীদের পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি প্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়।
৪১. আল্লাহ মহাকাশ ও পৃথিবীকে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় সংরক্ষণ করেছেন, যাতে তা কক্ষচ্যুত না হয়। ওরা কক্ষচ্যুত হলে কে ওদেরকে সংরক্ষণ করবে? তিনি চিরসহনশীল, অতীব ক্ষমাশীল।

৪২-৪৩. সত্য অস্বীকারকারীরা প্রায়শই আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করে বলত, তাদের কাছে যদি কোনো সতর্ককারী আসত, তবে তারা অন্য যে-কোনো সম্প্রদায়ের চেয়ে সৎপথ অনুসরণে অগ্রগামী হতো। কিন্তু ওদের কাছে যখন সতর্ককারী এলো, তখন ওদের সত্যবিমুখতাই বেড়ে গেল। বেড়ে গেল তাদের ঔদ্ধত্য ও চক্রান্ত। বাস্তবতা হচ্ছে, চক্রান্ত শেষ পর্যন্ত চক্রান্তকারীকেই ঘিরে ফেলে, চক্রান্তকারীরই সর্বনাশ করে। ওদের পূর্বসূরিদের পরিণতি যা ঘটেছিল, ওরা কি তার চেয়ে ভিন্ন কিছু প্রত্যাশা করতে পারে? আল্লাহর বিধানে তুমি কখনো কোনো পরিবর্তন দেখতে পাবে না! অবশ্যই আল্লাহর বিধানে তুমি কখনো কোনো বিচ্যুতি দেখতে পাবে না!

http://alQuran.org.bd

৪৪. ওরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না এবং ওদের পূর্বসূরিদের পরিণাম কী হয়েছিল, তা কি দেখে না? অথচ ওরা তো এদের চেয়েও ক্ষমতাদর্পী ছিল। (ওরা কি লক্ষ করে না?) মহাকাশ ও পৃথিবীর কোনোকিছুই আল্লাহর বিধানের বাইরে যেতে পারে না। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

৪৫. (মনে রেখো) আল্লাহ মানুষকে তার পাপের জন্যে (ঘটনার সাথে সাথে) শাস্তি দিলে পৃথিবীতে জীবন্ত কেউই রেহাই পেত না। কিন্তু তিনি প্রত্যেককেই নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত (যা প্রত্যেকের জন্যেই ভিন্ন) অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন মেয়াদ পূর্ণ হয়, তখন (প্রত্যেকেই বুঝতে পারে) আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সব হিসাবই রেখেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি সম্যক-দ্রষ্টা।

http://alQuran.org.bd

৩৬. সূরা ইয়া-সীন

রুকু ৫ ॥ আয়াত ৮৩ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

ইয়া-সীন। ২. সাক্ষী এই প্রজ্ঞাময় কোরআন। ৩. তুমি অবশ্যই রসুলদের একজন। ৪. তুমি নির্ভুল সত্যপথের অনুসারী। ৫. মহাপরাক্রমশালী পরমদয়ালু আল্লাহর কাছ থেকে এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। ৬. যাতে তুমি এমন এক জাতিকে সতর্ক করতে পারো, যাদের বাপদাদাদের ইতঃপূর্বে সতর্ক করা হয় নি। ফলে তারা সত্য-মিথ্যার ব্যাপারে অসচেতন।

৭. (তবে সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ না করায়) ওরা বিশ্বাস স্থাপন করবে না, ওদের অধিকাংশের জন্যেই শাস্তি অবধারিত। ৮. আমি ওদের গলায় চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি, ফলে ওরা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আছে। ৯. আমি ওদের সামনে ও পেছনে দেয়াল তুলে দিয়েছি এবং ওদের দৃষ্টিকে পর্দা দিয়ে ঢেকে দিয়েছি, ফলে ওরা সত্যকে দেখতে ও বুঝতে পারে না। ১০. তুমি ওদের সতর্ক করো আর না করো, ওদের কাছে দুটোই সমান। ওরা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

১১. (হে নবী!) তুমি শুধু তাদেরই সতর্ক করতে পারবে, যাদের হৃদয় সত্য শুনতে প্রস্তুত এবং না দেখেও যারা করুণাময় আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন। তাদের তুমি ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের সুসংবাদ দাও। ১২. আমি অবশ্যই একদিন মৃতকে জীবিত করব। আর তাদের সব কর্মকাণ্ডের পূর্ণ বিবরণ রেকর্ড করা হচ্ছে এবং তাদের সব ভালো-মন্দের নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে (বিশেষ প্রক্রিয়ায়)।

॥ রুকু ২ ॥

১৩-১৪. হে নবী! দৃষ্টান্ত হিসেবে ওদের কাছে বর্ণনা করো সেই জনপদের কথা, যেখানে রসুল এসেছিল। আমি ওদের কাছে দুজন রসুল পাঠিয়েছিলাম। ওরা দুজনকেই মিথ্যাবাদী বলে ঘোষণা করল। তখন এদের সাহায্যের জন্যে

http://alQuran.org.bd

তৃতীয়জনকে পাঠালাম। তখন তারা সবাই বলল, 'আমরা তোমাদের কাছে রসুল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি'।

১৫. ওরা বলল, তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ। দয়াময় আল্লাহ কিছুই প্রেরণ করেন নি। তোমরা শুধু শুধু মিথ্যা বলছ। ১৬. তারা জবাবে বলল, আমাদের প্রতিপালক জানেন, আমরা নিঃসন্দেহে তোমাদের কাছে রসুল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। ১৭. আর সত্যের বাণী সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়াই হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব।

১৮. জনপদের অধিবাসীরা তখন হুমকি দিল, আমরা তোমাদেরকে অশুভ-অমঙ্গলের কারণ মনে করি। তোমাদের প্রচারণা থেকে তোমরা বিরত না হলে, আমরা তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করব ও কঠিন শাস্তি দেবো। ১৯. জবাবে রসুলরা বলল, তোমাদের অকল্যাণ তোমাদের সাথেই সম্পৃক্ত। তোমাদের বিবেকের কাছে সত্যের বাণী পৌঁছে দেয়াটাকেই কি তোমরা অশুভ মনে করছ? হায়! আসলে তোমরা নিজেরাই সীমালঙ্ঘন করছ, নিজেদের অমঙ্গল ডেকে আনছ।

২০-২১. এর মধ্যেই জনপদের একপ্রান্ত থেকে একজন ছুটে এসে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা রসুলদের অনুসরণ করো! এরা সত্যপথের অনুসারী আর এরা তো তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চায় নি। তাই এদের নিঃসংকোচে অনুসরণ করো।'

ত্রয়োবিংশতিতম পারা

২২. সে বলল, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, যাঁর কাছে আমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে, তাঁর ইবাদত না করার পেছনে আমার কী যুক্তি থাকতে পারে! ২৩. আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্যদের উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করব? অথচ দয়াময় আল্লাহ আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে এই উপাস্যদের সুপারিশ আমার কোনো কাজে আসবে না। আর এরা আমাকে বিপদ থেকেও উদ্ধার করতে পারবে না। ২৪. তাই (আল্লাহ ছাড়া) অন্য কোনো উপাস্য গ্রহণ করলে আমি নিশ্চিতই বিভ্রান্তির অন্ধকারে হারিয়ে যাব।

http://alQuran.org.bd

২৫. এরপর সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের সবার প্রতিপালকের ওপর আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তোমরা আমার কথা শোনো! তোমরাও বিশ্বাস স্থাপন করো! ২৬-২৭. (কিন্তু ওরা তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে ফেলল) এরপর তাকে বলা হলো, জান্নাতে প্রবেশ করো। তখন সে বলে উঠল, 'হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত, কী কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন!'

২৮-২৯. তার মৃত্যুর পর আমি তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ থেকে কোনো সেনাবাহিনী পাঠাই নি, আর তার প্রয়োজনও ছিল না। শাস্তির জন্যে শুধু এক প্রচণ্ড শব্দ। আর সেই জনপদের সবকিছু ছাইয়ের মতো নিস্তব্ধ নিষ্প্রাণ হয়ে গেল।

৩০. হায়! (অধিকাংশ) মানুষকে আফসোসের বোঝা বহন করতে হবে। ওদের নিকট যখনই কোনো রসুল এসেছে, তখনই ওরা তাকে নিয়ে হাসিতামাশা করেছে। ৩১-৩২. ওরা কি লক্ষ করে না, ওদের আগে কত জনগোষ্ঠীকেই না আমি নিশ্চিহ্ন করেছি, যারা আর কখনোই ওদের কাছে ফিরে যাবে না? কিন্তু ওদের সকলকেই একদিন আমার কাছে ফিরে আসতে হবে।

॥ রুকু ৩ ॥

৩৩-৩৫. ওদের জন্যে আমার সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের ক্ষমতার একটি নিদর্শন হচ্ছে ধূসর জমিন। আমি ধূসর জমিনকে সঞ্জীবিত করি, উৎপন্ন করি ফসল, যা ওরা আহার করে। সৃজন করি খেজুর ও আঙুরের বাগান, বহমান করি ঝর্নাধারা, যাতে ওরা সেখান থেকে ফলমূল খেতে পারে। অথচ এগুলো কিছুই ওদের হাতে বানানো নয়। এরপরও কি ওরা শুকরিয়া প্রকাশ করবে না?

৩৬. তিনি মহাপবিত্র মহামহিম। তিনি জমিনের সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় (বিপরীত ও পরিপূরক করে) সৃষ্টি করেছেন। মানুষের নিজস্ব সত্তার মধ্যে এবং যে-সম্পর্কে এখনো ওদের কোনো জ্ঞান নেই, তার মধ্যেও রয়েছে এই বৈপরীত্য ও পরিপূরকতা।

৩৭. ওদের জন্যে (সৃষ্টির সবকিছুর ওপর আমার ক্ষমতার) আরেক নিদর্শন হচ্ছে রাত। যখন আমি দিনের আলো সরিয়ে নিই, তখন সব অন্ধকারে ছেয়ে যায়।

http://alQuran.org.bd

৩৮-৪০. আর সূর্য তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে ক্রমাগত পরিভ্রমণ করছে। আর এ পথ মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট। চাঁদের জন্যেও নির্দিষ্ট রয়েছে কক্ষপথ। আর বিভিন্ন কলা বা দশা অতিক্রম করে তা শুকনো বাঁকানো খেজুর শাখার রূপ লাভ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া আর না রাত কখনো হজম করতে পারবে দিনকে। মহাবিশ্বে সবকিছুই চলছে আমার নির্ধারিত নিয়মে।

৪১-৪৩. ওদের জন্যে (আমার মহিমার) আরেক নিদর্শন হচ্ছে, ওদের বংশধরদের আমি নৌকা বোঝাই করে সাগরে নিয়ে গেছি। আর ওদের আরোহণের জন্যে আরো নৌযান নির্মাণের ব্যবস্থা করেছি। আমি ইচ্ছা করলে ওদের সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে পারতাম, ওদের আর্তচিৎকারে কেউই এগিয়ে আসত না, কেউই ওদের উদ্ধার করতে পারত না। ৪৪. শুধু আমার দয়াই ওদের তীরে পৌঁছায় এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করার সুযোগ দেয়।

৪৫-৪৬. যখন ওদের বলা হয়, তোমাদের সামনে প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয়ে (স্রষ্টা যা বলেছেন সে-সম্পর্কে) সচেতন হও, যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পারো (তখন ওরা তা না শোনার ভান করে)। আসলে ওদের প্রতিপালকের কোনো বাণী যখনই ওদের কাছে পৌঁছায় (তখন ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়)। ৪৭. যখন ওদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ তোমাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তা থেকে অন্যের জন্যে ব্যয় করো', তখন সত্য অস্বীকারকারীরা বিশ্বাসীদের বলে যে, 'আল্লাহ ইচ্ছা করলেই যাকে খাওয়াতে পারতেন, আমরা কেন তাকে খাওয়াব? তোমরা তো বিভ্রান্তিতে ডুবে আছ।'

৪৮-৫০. ওরা (সত্য অস্বীকারকারীরা) আরো বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বলো, কেয়ামত কবে হবে?' আসলে ওরা জানে না যে, পুনরুত্থান নিয়ে বিতর্করত অবস্থায়ই একটিমাত্র বিকট শব্দ হবে, এরপরই ওদের সব শেষ। ওরা না অসিয়ত করতে সক্ষম হবে, না পারবে পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসতে।

॥ রুকু ৪ ॥

৫১-৫২. যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন মানুষ দলে দলে কবর থেকে উঠে প্রতিপালকের দিকে ছুটতে থাকবে। ভীতশঙ্কিতভাবে ওরা বলবে,

http://alQuran.org.bd

'হায়রে! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদের ঘুম থেকে উঠাল?' তখন ওদের বলা হবে, দয়াময় আল্লাহ তো এই দিনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আর রসুলরা সত্য কথাই বলেছিল।

৫৩. একটিমাত্র প্রচণ্ড শব্দ! আর তখনই ওদের সবাইকে আমার সামনে হাজির করা হবে। ৫৪. আর ঘোষণা করা হবে, 'আজ কারো ওপর কোনো অন্যায় করা হবে না, তোমরা দুনিয়ায় যা করেছ শুধু তার প্রতিফল দেয়া হবে'।

৫৫-৫৮. এদিন যাদের ঠিকানা হবে জান্নাত, তারা আনন্দে মগ্ন থাকবে, তারা ও তাদের সুযোগ্য সমুজ্জ্বল সাথিরা সুশীতল ছায়ায় অনন্তশান্তিতে সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে তাদের জন্যে থাকবে সুস্বাদু খাবার, ফলমূল ও কাঙ্ক্ষিত সবকিছু। দয়াময় প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদের জানানো হবে সালাম ও সম্ভাষণ।

৫৯. সেদিন আরো বলা হবে, হে পাপিষ্ঠরা! তোমরা আজ আলাদা হয়ে যাও।

৬০. হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিই নি যে, তোমরা শয়তানের উপাসনা করবে না? কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। ৬১. আর তোমরা শুধু আমারই ইবাদত করবে। এটাই সত্যের সরলপথ।

৬২. (সেদিন সত্য অস্বীকারকারীদের বলা হবে) শয়তান তোমাদের আগেও অনেককে বিভ্রান্ত করেছিল, তারপরও কেন তোমরা তোমাদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করো নি? ৬৩. এই সেই জাহান্নাম, যে-সম্পর্কে তোমাদের বার বার সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল। ৬৪. যাও এবার জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকো, কারণ তোমরা ক্রমাগত সত্যকে অস্বীকার করেছিলে।

৬৫. সেদিন আমি ওদের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেবো। ওদের হাত আমার সাথে কথা বলবে, পা সাক্ষ্য দেবে ওদের সকল কৃতকর্মের। ৬৬-৬৭. যদি আমি ইচ্ছা করতাম যে, মানুষ (ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে না পেরে) মন্দে ডুবে যাক, তাহলে তাকে আমি দৃষ্টিহীন অর্থাৎ বিচারবুদ্ধি থেকে বঞ্চিত করতে পারতাম। আর তা করলে তারা সত্যপথ সম্পর্কে জানত কীভাবে? আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম (যে, ভালো বা মন্দ গ্রহণ করার ব্যাপারে তাদের

http://alQuran.org.bd

কোনো স্বাধীনতা থাকবে না) তাহলে তাদের ভিন্ন প্রকৃতিতে সৃষ্টি করতাম। (তাদের প্রবৃত্তিকে এমন ছকে গেঁথে দিতাম যে) তারা না ভালোর পথে অগ্রসর হতে পারত, না মন্দ থেকে সরে আসতে পারত।

॥ রুকু ৫ ॥

৬৮. (ওদের সবসময় মনে রাখা উচিত) যদি আমি কাউকে দীর্ঘজীবন দেই, তখন (বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার শক্তি ও ক্ষমতা) ক্রমান্বয়ে কমানোর ব্যবস্থা করি। এরপরও কি ওরা ওদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবে না?

৬৯. আমি রসুলকে কাব্য শেখাই নি। তাছাড়া কাব্য এ উপদেশবাণী প্রকাশে মানানসইও নয়। এটি সহজে বোধগম্য কোরআন এবং সুস্পষ্টভাবেই সত্যের দিক-নির্দেশক। ৭০. জীবিত প্রত্যেককে সতর্ক করে দেয়ার জন্যে এই বাণী নাজিল হয়েছে আর এ বাণীই অকাট্য দলিল হবে সত্য অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে।

৭১. ওরা কি লক্ষ করে না, আমার সৃষ্টির মধ্যে ওদের জন্যে রয়েছে গবাদি পশু, ওরাই এখন এগুলোর মালিক! ৭২. আমি এগুলোকে ওদের বশীভূত করে দিয়েছি। এ গবাদি পশুর কিছু ওদের বাহন আর কিছু ওদের খাবার। ৭৩. গবাদি পশু থেকে ওরা পাচ্ছে নানাধরনের উপকার ও উত্তম পানীয়। এরপরও কি ওদের শোকরগোজার হওয়া উচিত নয়?

৭৪-৭৫. এরপরও ওরা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে এই আশায় যে, ওরা সাহায্য পাবে। (কিন্তু ওরা জানে না যে) এইসব উপাস্য ওদের কোনো সাহায্য করতে পারবে না। এমনকি এই উপাস্যদের সবাইকে কাতারে কাতারে উপস্থিত করা হলেও নয়। ৭৬. অতএব সত্যবিমুখদের কোনো কথায় তোমার দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। ওদের প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছুই আমি জানি।

৭৭. অতএব মানুষ কি সচেতন হবে না যে, আমি মাত্র একবিন্দু শুক্র থেকে তাকে সৃষ্টি করেছি? এরপর এখন সে মনে করে (স্রষ্টা সম্পর্কে) বিতর্ক, বাগবিতণ্ডা করার শক্তি তার রয়েছে। ৭৮. (ভ্রূণ থেকে) ভূমিষ্ঠ হওয়ার বিষয়টি ভুলে গিয়ে মানুষ আমার ক্ষমতা সম্পর্কে অদ্ভুত সব কথা বলে! সে বলে, পচাগলা মিশে যাওয়া হাড়ে কে প্রাণসঞ্চার করবে?

http://alQuran.org.bd

৭৯. হে নবী! বলো, যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তিনিই আবার তাকে প্রাণ দেবেন। কারণ তিনি সৃষ্টির সকল রহস্য ভালোভাবেই জানেন। ৮০. তিনিই সবুজ গাছ থেকে তোমাদের জন্যে আগুন উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছেন, যাতে করে তোমরা আগুন জ্বালাতে পারো।

৮১. যিনি মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি মৃতদের আবার নতুন করে সৃষ্টি করতে পারবেন না? হাঁ! অবশ্যই পারবেন। তিনি মহান স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। ৮২. আসলে তিনি যখন কোনোকিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি শুধু বলেন 'হও', তখনই তা হয়ে যায়। ৮৩. তিনি পবিত্র মহান। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। আর তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

http://alQuran.org.bd

৩৭. সূরা সাফফাত

রুকু ৫ ॥ আয়াত ১৮২ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

অনুধাবন করো (সত্যবাণীসমূহ) যা চমৎকারভাবে সুবিন্যস্ত, ২-৫. যা সংযমের ডাক দিয়ে বিরত রাখে (পাপ থেকে) এবং যা (বিশ্ববাসীকে) স্মরণ করিয়ে দেয়, নিশ্চয়ই তোমাদের উপাস্য এক ও অদ্বিতীয়, যিনি মহাবিশ্বের সবকিছুর প্রতিপালক, প্রতিপালক সকল উদয়াচল (এবং অস্তাচলের)।

৬-১০. আমি পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্রমণ্ডল দ্বারা সুশোভিত করেছি। প্রত্যেক শয়তানি শক্তি থেকে একে রক্ষা করেছি, যাতে শয়তানরা উচ্চতর জগতের (অস্তিত্বের অন্য মাত্রার) কিছু শুনতে না পারে। তারা হয় বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত। (পরকালে) ওদের জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি। আর কেউ গোপনে অনুপ্রবেশ করে ফেললে চোখ ঝলসানো অগ্নিশিখা ধাওয়া করে ওকে।

১১. সত্য অস্বীকারকারীদের জিজ্ঞেস করো, ওদেরকে সৃষ্টি করা বেশি কঠিন, না (মহাবিশ্বে) আমি অন্য যা যা সৃষ্টি করেছি? ওদের তো আমি স্রেফ কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। ১২. (পুনরুত্থান অস্বীকার করাতে) তুমি বিস্মিত হচ্ছো আর ওরা তো একথা নিয়ে বিদ্রুপ করছে। ১৩. যখন ওদের সৎ-উপদেশ দেয়া হয়, তখন ওরা তা মানতে অস্বীকার করে। ১৪-১৫. যখন ওরা কোনো সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখতে পায়, তখন ওরা তা নিয়ে বিদ্রুপ করে। বলে, 'এ-তো স্রেফ জাদু। ১৬-১৭. এটা কী করে সম্ভব, আমরা মরে অস্থিমজ্জা মাটিতে মিশে যাওয়ার পরও আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে? এমনকি আমাদের পূর্বপুরুষদেরও?'

১৮-২০. হে নবী! ওদের বলো, হাঁ, তোমরা পুনরুত্থিত ও লাঞ্ছিত হবে! এক ভয়ংকর শব্দ। তারপরই ওরা প্রত্যক্ষ করবে কঠিন বাস্তবতা। ওরা তখন আর্তনাদ করে উঠবে, 'হায়! দুর্ভোগ আমাদের। এই তো মহাবিচার দিবস!' ২১. তখন বলা হবে, এ সেই মহাবিচার দিবস, যা তোমরা অস্বীকার করতে।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ২ ॥

২২-২৩. (তখন ফেরেশতাদের বলা হবে) সকল সহযোগীসহ সীমালঙ্ঘনকারীদের সমবেত করো। সেইসাথে সমবেত করো আল্লাহর পরিবর্তে ওরা যাদের উপাসনা করত, সেই উপাস্যদের। তারপর ওদেরকে নিয়ে চলো জাহান্নামের দিকে। ২৪-২৫. (ঠিক আছে) এবার ওদের একটু থামাও। ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। '(হে সত্য অস্বীকারকারীরা! এখন) তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা একে অপরকে সাহায্য করছ না?'

২৬-২৭. সেদিন ওরা পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করবে। (কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।) তাই ওরা একজন আরেকজনকে বলবে (আমাদের অতীতের পাপের বোঝা থেকে মুক্ত করে দাও)। ২৮. (দুর্বলেরা ক্ষমতাদর্পীদের বলবে) তোমরা তো আমাদের ওপর জোর করে সব চাপিয়ে দিয়েছ।

২৯-৩১. জবাবে ক্ষমতাদর্পীরা বলবে, 'তোমরাই তো বিশ্বাস স্থাপন করো নি। তাছাড়া তোমাদের ওপর তো আমাদের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। তোমরা নিজেরাই অবাধ্য ছিলে। শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রতিপালকের কথাই সত্য হলো। এখন অবধারিত শাস্তি ভোগ করো।

৩২. ক্ষমতাদর্পীরা ওদেরকে বলবে, (যদি এটা সত্যও হয়ে থাকে যে) আমরা তোমাদের বিভ্রান্ত করেছিলাম; বাস্তবতা হচ্ছে, আমরাও ঘোর বিভ্রান্তির মধ্যে ছিলাম। ৩৩. এভাবে ওরা সেদিন সকলেই শাস্তির ভাগীদার হবে।

৩৪-৩৬. পাপে নিমজ্জিতদের ব্যাপারে এটাই নির্ধারিত প্রক্রিয়া। কারণ যখনই ওদের বলা হতো, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই', ওরা অহংকারে তা অগ্রাহ্য করে বলত, 'আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের (বাপদাদাদের) উপাস্যদের বাদ দেবো?'

৩৭-৩৯. না, (যাকে ওরা উন্মাদ কবি বলছে) সে সত্য উপস্থাপন করেছে এবং পূর্ববর্তী রসুলদের (শিক্ষাকে) সত্য বলে স্বীকার করেছে। তোমরা অবশ্যই (পরকালে) কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। অবশ্যই সে শাস্তি হবে তোমাদের কৃতকর্মের পরিণতি।

http://alQuran.org.bd

৪০-৪৯. পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর বিশুদ্ধচিত্ত বান্দা, তাদের জন্যে রয়েছে অফুরন্ত জীবনোপকরণ–সব ধরনের সুস্বাদু ফলমূল ও নেয়ামতে পরিপূর্ণ প্রশান্তিময় জান্নাত। সম্মানিত মেহমান হিসেবে মুখোমুখি আসনে হেলান দিয়ে বসবে তারা। পানপাত্রে তাদের পরিবেশন করা হবে প্রবহমান ঝর্নার শুভ্র সমুজ্জ্বল বিশুদ্ধ সুস্বাদু পানীয়। এ পানীয়ে ক্ষতিকর কিছু থাকবে না, হবে না কোনো মাতলামি (শুধু মন ভরে যাবে অপার্থিব আনন্দে)। তাদের সাথে থাকবে সুন্দর আঁখির পবিত্র দৃষ্টির সমুজ্জ্বল সাথিরা, তারা যেন পালকের নিচে লুকানো ডিমের মতো (কান্তিময়)।

৫০-৫৩. জান্নাতে তারা পারস্পরিক কথোপকথনে জিজ্ঞেস করবে (দুনিয়ার অতীত জীবন সম্পর্কে)। কেউ কেউ বলবে, দুনিয়ায় আমার এক সঙ্গী ছিল। সেই সঙ্গী বলত, তুমি কি বিশ্বাস করো যে, মৃত্যুর পর যখন ধুলা ও হাড়ে রূপান্তরিত হবো, তারপর পুনরুত্থিত করে বিচার করা হবে?

৫৪-৫৯. তখন তাদের বলা হবে, তোমরা কি তাকে দেখতে চাও, সে কোথায় আছে? তারপর সে তার সঙ্গীকে জাহান্নামের মাঝখানে দেখতে পাবে। তখন সে বলবে, 'আল্লাহর শপথ! ও-তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে ফেলেছিল। আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও তো এই শাস্তিভোগকারীদের একজন হতাম। যা-ই হোক, (হে আমার জান্নাতের বন্ধুরা!) প্রথম মৃত্যুর পর আমাদের তো এখন আর কোনো মৃত্যু হবে না আর আমাদের কখনো শাস্তিও পেতে হবে না।'

৬০-৬১. নিশ্চয়ই পরকালের সাফল্যই মহাসাফল্য। আর এ সাফল্য অর্জনের জন্যেই সৎকর্মশীলদের আল্লাহর পথে প্রাণান্ত পরিশ্রম করা উচিত!

৬২-৬৭. (হে বিশ্বাসীগণ!) বলো, জান্নাতের আপ্যায়ন উত্তম, না জাহান্নামের জাক্কুম ফলের? সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্যে আমি পরীক্ষাস্বরূপ এ গাছ সৃষ্টি করেছি। এ গাছ জাহান্নামের তলদেশ থেকে উদ্গত হয়। এর ছড়াগুলো যেন শয়তানের মাথার মতো। পাপাচারীরা (ক্ষুধার যন্ত্রণায়) এটা খেতে বাধ্য হবে এবং তা দিয়েই উদরপূর্তি করবে। তার ওপরে ওদের পান করতে হবে ফুটন্ত আঠালো পানীয়।

৬৮-৭০. এ পাপাচারীদের পরে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে। ওরা ওদের বাপদাদাদের বিপথগামী হিসেবেই পেয়েছিল। আর ওরাও (সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ না করে) তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল।

http://alQuran.org.bd

৭১-৭৩. অবশ্য ওদের আগেও পূর্ববর্তীদের অধিকাংশই বিপথগামী হয়েছিল। যদিও আমি তাদের মাঝে সতর্ককারী পাঠিয়েছিলাম। লক্ষ করো, যাদের সতর্ক করা হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি কী হয়েছিল! ৭৪. আল্লাহর সত্যিকার বান্দাদের কথা আলাদা। (বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ না করায় তারা ছাড়া অধিকাংশ মানুষই বিপথপ্রবণ।)

॥ রুকু ৩ ॥

৭৫-৭৯. নূহ আমার কাছে প্রার্থনা করেছিল। দেখ, কত সুন্দরভাবে আমি তার প্রার্থনা কবুল করেছিলাম! পরিবারবর্গসহ আমি তাকে মহাবিপদ থেকে রক্ষা করেছিলাম। তার বংশধারা জমিনে বিস্তার লাভ করল। আর পরবর্তী প্রজন্মপরম্পরায় তাকে স্মরণীয় করে রাখলাম। 'উভয়কালেই নূহের প্রতি সালাম!' ৮০-৮২. সৎকর্মশীলদের আমি এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। নূহ ছিল আমার সত্যিকার বিশ্বাসী বান্দাদের একজন। পরে বিপথগামী সকলকে আমি পানিতে নিমজ্জিত করেছিলাম।

৮৩-৮৭. চেতনার দিক থেকে ইব্রাহিম ছিল নূহের উত্তরসূরি। স্মরণ করো! যখন সে তার প্রতিপালকের সামনে শুদ্ধচিত্তে উপস্থিত হয়েছিল, যখন সে তার পিতা ও সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমরা কীসের উপাসনা করছ? তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে অলীক উপাস্যের কাছে (মাথা নত করতে) চাও? মহাবিশ্বের প্রতিপালককে তোমরা কী ভাবো?

৮৮-৯০. তারপর ইব্রাহিম নক্ষত্ররাজির দিকে তাকাল। বলল, আমি (তোমাদের উপাস্যদের নিয়ে মর্ম) পীড়ায় ভুগছি। সম্প্রদায়ের লোকেরা তখন তাকে একা রেখে চলে গেল।

৯১-৯৪. তারপর সে সন্তর্পণে তাদের দেবালয়ে ঢুকল এবং মূর্তিগুলোকে জিজ্ঞেস করল, (তোমাদের সামনে নিবেদিত) খাবার খাচ্ছ না কেন? তোমাদের কী হয়েছে, কথা বলো না কেন? এরপর মূর্তিগুলোর ওপর সবলে আঘাত হানল। (খবর পেয়ে) সম্প্রদায়ের লোকেরা তার দিকে ছুটে এলো।

৯৫-৯৬. ইব্রাহিম ওদেরকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা নিজেরাই যাদেরকে পাথর খোদাই করে তৈরি করেছ, তাদের উপাসনা কেন করো? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে ও তোমরা যা তৈরি করো তা-ও।'

http://alQuran.org.bd

৯৭. তারা চিৎকার করে বলে উঠল, 'মঞ্চ তৈরি করো। তারপর সেখান থেকে ওকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করো।' ৯৮. ওরা ইব্রাহিমের অনিষ্ট করার চক্রান্তে লিপ্ত হলো। পরিণামে আমি ওদের (চক্রান্ত ব্যর্থ করে) অধঃপতিত করলাম।

৯৯-১০১. ইব্রাহিম বলল, 'নিশ্চয়ই আমি এ স্থান ছেড়ে প্রতিপালকের পথে যাব। তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন।' এরপর ইব্রাহিম প্রার্থনা করল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করো!' আমি তাকে এক ধীরস্থির বুদ্ধিমান পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

১০২. ছেলে যখন পিতার কাজকর্মে অংশগ্রহণ করার মতো বড় হলো, তখন ইব্রাহিম একদিন তাকে বলল, 'হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে কোরবানি দিতে হবে। এখন বলো, এ ব্যাপারে তোমার মত কী? ইসমাইল জবাবে বলল, 'হে আমার পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তা-ই করুন। ইনশাল্লাহ! (আল্লাহর ইচ্ছায়) আপনি আমাকে বিপদে ধৈর্যশীলদের একজন হিসেবেই পাবেন।'

১০৩-১০৫. পিতাপুত্র উভয়েই নিজেদের সমর্পিত করল এবং ইব্রাহিম পুত্রকে জবাই করার জন্যে কাত করে শুইয়ে দিল। তখন আমি তাকে বললাম, 'হে ইব্রাহিম! তুমি তো স্বপ্নের আদেশ সত্যি সত্যি পালন করলে!' এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করি।

১০৬-১১০. মনে রেখো, এ ছিল এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাকে সুযোগ দিলাম এক মহান কোরবানির। পুরো বিষয়টি স্মরণীয় করে রাখলাম প্রজন্মের পর প্রজন্মে। ইব্রাহিমের প্রতি সালাম। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করি।

১১১-১১৩. নিশ্চয়ই ইব্রাহিম ছিল আমার সত্যিকার বিশ্বাসী বান্দাদের একজন। আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিয়েছিলাম। সে ছিল এক নবী, সৎকর্মশীলদের একজন। আমি ইব্রাহিম ও ইসহাককে বরকত দান করেছিলাম। তাদের বংশধরদের মধ্যে অনেকে ছিল সৎকর্মশীল আর অনেকেই ছিল সুস্পষ্ট সীমালঙ্ঘনকারী।

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ৪ ॥

১১৪-১২২. মুসা ও হারুনের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম। তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়কে আমি (দাসত্বের দুর্ভোগ ও) মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম। আমি তাদের সাহায্য করেছিলাম। তাই শেষ পর্যন্ত তারা বিজয়ী হয়েছিল। আমি তাদেরকে (করণীয়-বর্জনীয়ের বিবরণসহ) সুস্পষ্ট কিতাব দিয়েছিলাম। তাদেরকে দেখিয়েছিলাম সঠিক সরলপথ। প্রজন্মের পর প্রজন্মে তাদের আমি স্মরণীয় করে রেখেছি। মুসা ও হারুনের প্রতি সালাম। তারা উভয়েই ছিল আমার প্রকৃত বিশ্বাসী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

১২৩-১৩২. নিঃসন্দেহে ইলিয়াসও ছিল রসুলদের একজন। স্মরণ করো! সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা কি আল্লাহ-সচেতন হবে না? তোমরা মহান স্রষ্টা আল্লাহকে ছেড়ে ‘বায়াল’-এর (মূর্তির) উপাসনা করছ? অথচ আল্লাহই তোমাদের ও তোমাদের বাপদাদাদের প্রতিপালক। কিন্তু তার সম্প্রদায় তাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল, পরিণামে ওদেরকে অবশ্যই (মহাবিচার দিবসে) শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। অবশ্য আল্লাহর সত্যিকার বান্দাদের কথা আলাদা। আমি ইলিয়াসকে পরবর্তী বংশধরদের মাঝে স্মরণীয় করে রেখেছি। ইলিয়াসের প্রতি সালাম। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করি। সে ছিল প্রকৃত বিশ্বাসী বান্দাদের একজন।

১৩৩-১৩৮. নিশ্চয়ই লূতও ছিল আমার রসুলদের একজন। পেছনে (দুরাচারীদের সাথে) থেকে যাওয়া এক বৃদ্ধা ছাড়া তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে আমি উদ্ধার করেছিলাম। তারপর দুরাচারীদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছিলাম। তোমরা তো প্রতিনিয়ত এই ধ্বংসস্তূপের চারপাশ দিয়ে যাতায়াত করো। এরপরও কি (তোমরা তোমাদের সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবে না) তোমাদের বোধোদয় হবে না?

॥ রুকু ৫ ॥

১৩৯-১৪৮. নিঃসন্দেহে ইউনুস ছিল রসুলদের একজন। স্মরণ করো! (বিরক্ত হয়ে দেশ ছেড়ে) পালিয়ে যাওয়ার জন্যে সে উঠল যাত্রী বোঝাই নৌকায়। (নৌকা অচল হওয়ার পর ‘কে অলক্ষুনে’ তা নির্ণয়ের জন্যে) লটারিতে উঠল তার নাম। (এরপর যাত্রীরা তাকে পানিতে ফেলে দিল) এক বিশাল মাছ তাকে গিলে ফেলল। সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল! সে যদি তখন

http://alQuran.org.bd

আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত, তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত সে মাছের পেটেই থেকে যেত। অবশেষে ইউনুসকে ক্লান্ত ও অসুস্থ অবস্থায় এক বিরান বালুচরে নিক্ষেপ করলাম। তাকে ছায়া দেয়ার জন্যে বড় পাতাযুক্ত গাছ উদ্‌গত করলাম। আমি তাকে লক্ষ বা ততোধিক লোকের কাছে রসুল হিসেবে পাঠিয়েছিলাম। (সে আবার ফিরে গেল তাদের মাঝে।) এবার তারা তাকে বিশ্বাস করল। ফলে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত আমি তাদেরকে পার্থিব সুখসম্পদ দান করলাম।

১৪৯-১৫০. এবার ওদেরকে জিজ্ঞেস করো, (ওরা কি মনে করে) 'আল্লাহর জন্যে কন্যা আর ওদের জন্যে পুত্র? অথবা আমি ফেরেশতাদের নারীরূপে বানিয়েছি আর ওরা তা দেখেছিল?' **১৫১-১৫৭.** এটা ওদের মনগড়া কথা যে, 'আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন।' ওরা নির্ঘাত মিথ্যাবাদী (যখন ওরা বলে) 'তিনি পুত্রের পরিবর্তে কন্যা পছন্দ করেছেন।' তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা এমন ভ্রান্ত ধারণাকে প্রশ্রয় দিচ্ছ? তাহলে তোমরা কি তোমাদের সহজাত বিচারবুদ্ধিকে কাজে লাগাবে না? নাকি তোমরা মনে করো তোমাদের কাছে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে? তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের কিতাব পেশ করো।

১৫৮-১৫৯. কিছু মানুষ আল্লাহ ও জ্বীনদের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক কল্পনা করেছে। অথচ জ্বীনেরাও জানে যে, (মহাবিচার দিবসে) তাদেরকেও জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে। ওদের সমস্ত অলীক কল্পনা ও কথা থেকে আল্লাহ পবিত্র, মহামহান! **১৬০.** আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দারা কখনো এ ধরনের কথা বলে না।

১৬১-১৬৩. তোমরা ও তোমরা যাদের উপাসনা করো তারা–সবাই মিলেও জাহান্নামের আগুনে প্রবেশকারী ছাড়া অন্য কাউকেই আল্লাহ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করতে পারবে না।

১৬৪-১৬৬. (ফেরেশতারা বলবে) 'আমাদের প্রত্যেকের জন্যেই নির্ধারিত স্থান রয়েছে। আমরা সুবিন্যস্ত। আমরা সর্বদা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করি।'

১৬৭-১৭০. সত্য অস্বীকারকারীরা বলত, 'পূর্ববর্তীদের কাছে আসা কোনো কিতাব (যদি আমরা উত্তরাধিকারী হিসেবে) পেতাম, তবে আমরা অবশ্যই

http://alQuran.org.bd

আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হতাম।' (কিন্তু বাস্তবে যখন কোরআন ওদের কাছে এলো তখন) ওরা তা সত্য বলে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাল। ওরা শিগগিরই এর পরিণাম জানতে পারবে।

১৭১-১৭৩. আমার প্রেরিত বান্দাদের নিকট আমার প্রতিশ্রুতি সুস্পষ্ট। অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে, অবশ্যই (সত্যানুরাগী) বাহিনী বিজয়ী হবে।

১৭৪-১৭৫. অতএব হে নবী! কিছুকালের জন্যে তুমি ওদের উপেক্ষা করো। তুমি দেখতে থাকো। শিগগিরই ওরা সত্য অস্বীকারের পরিণাম প্রত্যক্ষ করবে।

১৭৬-১৭৭. তবে কি ওরা আমার আজাব ত্বরান্বিত করতে চায়? ওদের আঙিনায় যখন আমার আজাব নেমে আসবে, সেই সকালটা ওদের জন্যে হবে কত না দুর্ভোগের! **১৭৮-১৭৯.** অতএব কিছুকালের জন্যে তুমি ওদের উপেক্ষা করো। আর ওদের দেখতে থাকো। শিগগিরই ওরা ওদের পরিণাম প্রত্যক্ষ করবে।

১৮০-১৮২. সত্য অস্বীকারকারীদের অলীক বিভ্রান্ত ধারণা থেকে তোমার প্রতিপালক মহাপবিত্র। তিনি সর্বশক্তিমান, মহামহান। রসুলদের প্রতি সালাম। সকল প্রশংসা মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য।

http://alQuran.org.bd

৩৮. সূরা সাদ

রুকু ৫ ॥ আয়াত ৮৮ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

সাদ। তাকাও উপদেশপূর্ণ কোরআনের দিকে (তাহলেই তুমি বুঝবে সফল জীবনের জন্যে এর প্রয়োজনীয়তা!) ২-৩. কিন্তু মিথ্যা দম্ভ, হঠকারিতার কারণে সত্য অস্বীকারকারীরা এর বিরোধিতায় লিপ্ত। (ওরা জানে না, দম্ভ ও পাপের কারণে) কত জনপদকে আমি বিলুপ্ত করেছি। (আজাবের মুখোমুখি হয়ে) ওরা আর্তচিৎকার করেছিল। কিন্তু ওদের রক্ষা করার কেউ ছিল না।

৪-৫. এখন ওরা বিস্মিত হচ্ছে যে, ওদের কাছে ওদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারীর আগমন ঘটেছে। আর সত্য অস্বীকারকারীরা বলছে, এ-তো এক জাদুকর! মিথ্যাবাদী! সে কি এতগুলো উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের কথা বলছে? এ-তো খুবই অদ্ভুত ব্যাপার!

৬-৮. ওদের দলপতিরা একথা বলে স্থানত্যাগ করে যে, 'তোমরা এখান থেকে চলে যাও। তোমাদের উপাস্যদের উপাসনায় অবিচল থাকো। নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো উদ্দেশ্য আছে। আমরা তো আমাদের বাপদাদাদের ধর্মে এমন কোনো কথা শুনি নি। এগুলো মনগড়া কথা। আমাদের মধ্য থেকে কি শুধু এ ব্যক্তির ওপরই ওহী নাজিল হলো?' ওরা আমার ওহীর ব্যাপারে সন্দিহান। কারণ এখনো ওরা আমার শাস্তির স্বাদ পায় নি।

৯-১১. (ওরা কি মনে করে) ওদের কাছে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহভাণ্ডার রয়েছে, যিনি মহাপরাক্রমশালী, মহান দাতা? অথবা (ওরা কি মনে করে) মহাবিশ্বের সবকিছুর ওপর ওরা কর্তৃত্ববান? যদি তা-ই হয়, তবে ওরা ওপরে আরোহণ করুক। বাস্তবতা হচ্ছে, ওরা সবাই মিলে যত বড় বাহিনীই গড়ে তুলুক, (সত্য গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে) ওরা অবশ্যই পরাজিত হবে।

১২-১৪. ওদের পূর্বে নূহ, আদ, বহু শিবিরের অধিপতি ফেরাউন, সামুদ, লূত ও শোয়ায়েবের সম্প্রদায় রসুলদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাদের প্রত্যেকেরই

http://alQuran.org.bd

ছিল বিশাল বাহিনী এবং প্রত্যেকেই রসুলদের মিথ্যাবাদী বলেছিল। তাই তাদের ওপর আমার শাস্তি ছিল যথাযথ।

॥ রুকু ২ ॥

১৫-১৬. যারা সত্য অস্বীকারকারী, তাদের অপেক্ষা করতে হবে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের। আর যখন তা ঘটবে তখন ওরা কোনো ফুরসত পাবে না। ওরা (তামাশা করে) বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! মহাবিচার দিবসের আগেই আমাদের প্রাপ্য শাস্তির অন্তত অংশবিশেষ প্রদান করুন!'

১৭-২০. সত্য অস্বীকারকারীরা যা-ই বলুক না কেন, হে নবী! তুমি সবর করো। আর স্মরণ করো আমার শক্তিমান বান্দা দাউদের কথা! সে সবসময় আমার ওপর ভরসা করত। এজন্যে আমি পর্বতমালাকে নিয়োজিত রেখেছিলাম সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার কাজে। তার কাছে সমবেত হতো পাখিরা। নিয়োজিত হতো আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায়। আমি তার রাজ্যক্ষমতাকে সুদৃঢ় করেছিলাম। তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা, বাগ্মিতা ও ন্যায়বিচার পরিচালনার ক্ষমতা।

২১-২২. (হে নবী!) তোমার কাছে বিবাদ (ও দাউদের ফয়সালা) সম্পর্কিত কাহিনী পৌঁছেছে কি? বিবদমান দুই ব্যক্তি দেয়াল টপকে ইবাদতখানায় লাফিয়ে পড়ল। দাউদ ওদের দেখে ভয় পেলে ওরা বলল, ভয় পাবেন না। আমরা বিবদমান দুই পক্ষ। আমাদের একজন অন্যজনের ওপর জুলুম করেছে। আপনি ন্যায়বিচার করুন। সত্য থেকে বিচ্যুত না হয়ে আমাদের সঠিক পথনির্দেশ করুন। ২৩. ও আমার ভাই। সে ৯৯টি দুম্বার মালিক আর আমি মালিক একটির। তবুও সে বলে, আমাকে এ দুম্বাটি দিয়ে দাও। আর বাক্যবাণে সে আমাকে কাবু করে ফেলেছে।

২৪. দাউদ বলল, 'তোমার দুম্বাটাকে তার দুম্বাগুলোর সাথে যুক্ত করার দাবি করে সে অন্যায় করেছে। অনেক অংশীদারই একে অপরের ওপর জুলুম করে। ব্যতিক্রম শুধু বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলরা। কিন্তু তারা সংখ্যায় খুব কম!' (হঠাৎ করেই) দাউদ বুঝতে পারল, আমি তাকে পরীক্ষা করছি। তারপর সে তার প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চেয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং (গভীর অনুশোচনা করে) তাঁর দিকে ফিরে এলো। ২৫. আমি তার অপরাধ ক্ষমা

http://alQuran.org.bd

করলাম। পরকালে সে মর্যাদাবান হবে আমার নৈকট্য পেয়ে, ফিরে আসবে এক চমৎকার স্থানে। *[সেজদা]*

২৬. (এ ঘটনার পর আমি তাকে বললাম) 'হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে আমার বিশেষ প্রতিনিধি বানিয়েছি। অতএব তুমি মানুষের মাঝে সুবিচার করো এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ কোরো না। প্রবৃত্তির অনুসরণ তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।' যারা পথভ্রষ্ট হয়, তারা মহাবিচার দিবসের কথা ভুলে যায়। তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে কঠিন শাস্তি।

॥ রুকু ৩ ॥

২৭. আমি মহাবিশ্বের কোনোকিছুই অনর্থক সৃষ্টি করি নি। শুধু সত্য অস্বীকারকারীরাই মনে করে এগুলো অনর্থক। সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে তাই অপেক্ষা করছে জাহান্নামের আজাব। ২৮. হে মানুষ! যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল আর যারা জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, আমি কি তাদের উভয়কে সমান গণ্য করব? আমি কি আল্লাহ-সচেতনদেরকে দুরাচারীদের সমান মনে করব?

২৯. হে নবী! আমি তোমার ওপর এই কল্যাণময় কিতাব নাজিল করেছি, যাতে মানুষ এই কোরআনের বাণী নিয়ে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়! (সেইসাথে সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে) এর শিক্ষা অনুসরণ করে।

৩০-৩৩. আমি দাউদকে সোলায়মানের মতো পুত্র দান করলাম। সে ছিল আমার উত্তম বান্দা। সে সবসময়ই আমাকে স্মরণ করত। এমনকি একদিন বিকেলে যখন তার সামনে প্রশিক্ষিত দ্রুতগামী ঘোড়াগুলোকে পেশ করা হলো, তখন সে বলল, 'আমি সকল ভালো জিনিসকে ভালবাসতে পারছি আমার প্রতিপালককে স্মরণ করার কারণে।' (একথা বলতে বলতেই) ঘোড়াগুলো দৌড়ে চলে গেল দৃষ্টির অন্তরালে। তারপর সে ওগুলো কাছে আনার নির্দেশ দিল। ঘোড়াগুলো আনা হলে সে ওদের গলা ও পায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে দিল।

৩৪-৩৫. আমি সোলায়মানকেও পরীক্ষা করেছি। তার সিংহাসনের ওপর রেখে দিলাম এক প্রাণহীন দেহ। তখন সোলায়মান আমার কাছে প্রার্থনা করল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমাকে এমন

http://alQuran.org.bd

(আত্মিক) রাজ্য দান করো, যা আমার পরে অন্য কারো উত্তরাধিকার না হয়। তুমি তো পরমদাতা।'

৩৬-৩৯. আমি বায়ুকে সোলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম। তার ইচ্ছামতো বায়ু তাকে বয়ে নিয়ে যেত। আমি অবাধ্য জ্বীনকেও তার অধীন করেছিলাম, যারা ছিল স্থপতি, ডুবুরি, নির্মাণসহ সব কাজে নিয়োজিত, কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ। (আমি সোলায়মানকে বললাম) 'এ সবকিছুই আমার বিশেষ অনুগ্রহ। এসব তুমি নিজে রাখতে পারো আর ইচ্ছামতো অন্যকেও দিতে পারো। এজন্যে কোনো হিসাব দিতে হবে না।' ৪০. পরকালে সোলায়মান মর্যাদাবান হবে আমার নৈকট্য পেয়ে, ফিরে আসবে এক চমৎকার স্থানে।

॥ রুকু ৪ ॥

৪১-৪২. স্মরণ করো আমার বান্দা আইয়ুবের কথা! যখন সে আর্তনাদ করে তার প্রতিপালককে বলল, 'শয়তান আমাকে খুব কষ্ট ও যন্ত্রণা দিচ্ছে!' (তখন তাকে বলা হলো) 'তুমি মাটিতে পদাঘাত করো। (সাথে সাথে ঝর্নাধারা সৃষ্টি হলো) এই তোমার গোসলের শীতল পানি এবং পান করার পানীয়।' (ঐ পানি ব্যবহার করে সে নিরাময় লাভ করল।) ৪৩. আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার পরিবার-পরিজন। বিশেষ রহমত দিয়ে তার বংশের বিস্তার ঘটালাম। তাকে শিক্ষণীয় করে রাখলাম সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারী মানুষের জন্যে। ৪৪. (পরিশেষে আমি বললাম) 'একমুঠো ঘাস নাও। তা দিয়ে আঘাত করো। শপথ ভঙ্গ কোরো না।' আমি তাকে পেয়েছি বিপদে ধৈর্যশীল। কত ভালো বান্দা সে! সবসময়ই অনুশোচনায় ফিরে আসত আমারই কাছে।

৪৫-৪৭. স্মরণ করো আমার বান্দা ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা! তারা ছিল শক্তিমান ও সূক্ষ্মদর্শী। পরকালের স্মরণ তাদের চিত্তকে করেছিল বিশুদ্ধ। তারা আমার মনোনীত উত্তম বান্দাদের অন্যতম।

৪৮. স্মরণ করো ইসমাইল, আল ইয়াসা ও জুলকিফল-এর কথা! এরা প্রত্যেকেই ছিল সৎকর্মশীল।

৪৯-৫৮. এই মহৎ আলোচনা (বিশ্বাসীদের জন্যে) শিক্ষণীয় হোক। নিশ্চয়ই আল্লাহ-সচেতনদের জন্যে সুন্দরতম উৎকৃষ্টতম প্রাপ্তি অপেক্ষা করছে। তাদের

http://alQuran.org.bd

জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত, যার দরজা থাকবে উন্মুক্ত। সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে। আপ্যায়নের জন্যে থাকবে বহুবিধ ফলমূল ও পানীয়। আর তাদের পাশে থাকবে পবিত্র দৃষ্টির সুযোগ্য সাথিরা। মহাবিচার দিবসে তোমাদের এরই প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে। আমার দেয়া এ রিজিক কখনো নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ-সচেতনদের জন্যে এই হলো পুরস্কার। আর সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্যে অপেক্ষা করছে নিকৃষ্ট পরিণতি। জাহান্নামেই জ্বলবে তারা। হায়! সীমালঙ্ঘনকারীদের পরিণতি কত খারাপ! সেখানে তারা স্বাদ নিক ফুটন্ত আঠালো পানীয়ের, জমাট হতাশা আর (অপরাধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ) বহুবিধ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির।

৫৯-৬০. (জাহান্নামের পথে একজন আরেকজনকে বলবে) এই যে, দলে দলে ভিড় করে একসাথে প্রবেশ করছে। ওদের জন্যে এখন তো স্বাগত জানানোর কেউ নেই। ওরাও জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। ভ্রান্ত পথের অনুসারীরা (ওদের নেতাদের) বলবে, তোমাদের জন্যেও অভ্যর্থনা জানানোর কেউ নেই। তোমাদের কারণেই আমাদের এই পরিণতি। কী জঘন্য স্থান!

৬১-৬৩. তারপর ওরা (আর্তনাদ করে) বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! যাদের কারণে আজ আমাদের এই পরিণতি, জাহান্নামে তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করে দাও। ওরা আরো বলবে, দুনিয়ায় আমরা যাদের বিভ্রান্ত মনে করতাম তাদেরকে এখানে দেখছি না কেন? তবে কি আমরা তাদেরকে নিয়ে অহেতুক হাসিতামাশা করতাম? না (তারা এখানেই আছে কিন্তু) আমাদের দৃষ্টিভ্রমের কারণে দেখতে পাচ্ছি না?’ ৬৪. নিশ্চিত সত্য হচ্ছে, জাহান্নামীরা এভাবেই নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি করবে।

॥ রুকু ৫ ॥

৬৫-৬৬. হে নবী! ওদের বলো, ‘আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। আর সর্বশক্তিমান এক আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, যিনি মহাবিশ্বের সবকিছুর প্রতিপালক, যিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল।’

৬৭-৭০. হে নবী! ওদের বলো, ‘এ এক মহাসংবাদ, যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ। (মানুষের সৃষ্টি প্রসঙ্গে) ঊর্ধ্বলোকে কী কথা হয়েছিল, সে-সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই। আমার কাছে শুধু এই ওহী এসেছে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।’

http://alQuran.org.bd

৭১-৭২. স্মরণ করো! যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বলেছিলেন, 'আমি মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করছি। যখন আমি তাকে পূর্ণ অবয়বে সুঠাম করব ও তার মধ্যে রুহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তাকে সেজদা করবে।'
৭৩-৭৪. এক ইবলিস ছাড়া ফেরেশতারা সবাই সেজদা করল। ইবলিস অহংকার করল এবং সত্য অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

৭৫. তোমার প্রতিপালক বললেন, 'হে ইবলিস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তাকে সেজদা করতে তোমার বাধা কোথায়? অহংকার কি তোমাকে বিরত রাখল? তুমি কি নিজেকে অনেক বড় মনে করছ?'

৭৬. ইবলিস বলল, 'আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তুমি আমাকে আগুন থেকে তৈরি করেছ আর ওকে তৈরি করেছ মাটি থেকে।'

৭৭-৭৮. আল্লাহ বললেন, 'তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত! মহাবিচার দিবস পর্যন্ত তুমি বিতাড়িতই থাকবে।' ৭৯. সে বলল,
'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দাও।'
৮০-৮১. আল্লাহ বললেন, 'তোমাকে সেই অবধারিত দিন পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হলো।'

৮২-৮৩. ইবলিস এরপর বলল, 'তোমার সর্বময় ক্ষমতার শপথ! তোমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দা ছাড়া ওদের সবার আমি সর্বনাশ করব।'

৮৪-৮৫. আল্লাহ বললেন, 'এটাই সত্য। আর আমি সত্যই বলছি যে, তোমাকে ও তোমার অনুসারীদের দিয়েই আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব।'

৮৬-৮৮. হে নবী! ওদেরকে বলো, আমি এই সৎ-উপদেশের জন্যে তোমাদের কাছে তো কোনো প্রতিদান চাই নি। আর যারা মিথ্যা দাবি করে, আমি তো তাদেরও কেউ নই। এই কোরআন তো বিশ্ববাসীর জন্যে উপদেশমাত্র। এর সত্যতা তোমরা সময় এলেই জানতে পারবে।

http://alQuran.org.bd

৩৯. সূরা জুমার

রুকু ৮ ॥ আয়াত ৭৫ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর কাছ থেকে এই কিতাব নাজিল হয়েছে। ২. আমি এই কিতাব তোমার কাছে যথাযথভাবে নাজিল করেছি। অতএব একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ইবাদত করো।

৩. মনে রেখো, একক ও অবিমিশ্র আনুগত্য একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। তা সত্ত্বেও যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা বলে, 'আমরা এজন্যে এদের উপাসনা করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেবে।' (মহাবিচার দিবসে সত্যবিচ্যুতির) প্রতিটি বিষয়ে ওদের মতভেদের ব্যাপারে আল্লাহ ফয়সালা করে দেবেন। কোনো মিথ্যাবাদী ও অকৃতজ্ঞকে আল্লাহ কখনো সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

৪. আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে চাইলে তাঁর সৃষ্টির মাঝে যাকে ইচ্ছা বেছে নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি এ থেকে পবিত্র, মহামহান। তিনিই আল্লাহ– একক, অদ্বিতীয়, মহাপরাক্রমশালী। ৫. তিনি মহাকাশ ও পৃথিবীকে সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি পালাক্রমে রাত ও দিনের প্রকাশ ঘটান। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন। প্রত্যেকেই কক্ষপথে আবর্তিত হয় নির্দিষ্টকালে। মনে রেখো, তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল।

৬. তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে। সেই ব্যক্তি থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার সাথিকে। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন আট ধরনের গবাদি পশু। তিনি তোমাদেরকে মাতৃগর্ভে তিন স্তরের গভীর অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। সার্বভৌম কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁর। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। এরপরও চূড়ান্ত সত্যকে তোমরা কেন গ্রহণ করছ না?

http://alQuran.org.bd

৭. তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ তাঁর অকৃতজ্ঞ বান্দাকে পছন্দ করেন না। আর তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হও, তবে আল্লাহ তোমার ওপর সন্তুষ্ট হবেন। মনে রেখো, একজনের পাপের বোঝা অন্যজন বহন করবে না। যথাসময়ে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে তোমাদের প্রতিপালকের কাছে। তখন জীবনে যা করেছিলে, সবকিছুই তিনি দেখিয়ে দেবেন। তোমাদের অন্তরের কথাও তিনি ভালোভাবে জানেন।

৮. মানুষ যখন দুঃখদৈন্য, বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয় তখন সে (বিপদ-মুক্তির জন্যে) একাগ্রচিত্তে তার প্রতিপালককে ডাকে। কিন্তু যখন তিনি তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা তাকে বিপদ-মুক্ত করেন, তখন সে তাঁকে ভুলে যায়। বরং উল্টো আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করায়, সাধারণ মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্যে। হে নবী! ওদের বলো, 'এই অকৃতজ্ঞ অবস্থায় তোমরা কিছুকাল পার্থিব জীবন উপভোগ করে নাও। পরকালে অবশ্যই তোমরা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে।'

৯. যে ব্যক্তি রাতে সেজদায় অবনত হয়ে বা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, আখেরাতের জবাবদিহিতা নিয়ে শঙ্কিত থাকে এবং প্রতিপালকের রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি কখনো তার সমান হতে পারে, যে এসব কিছুই করে না? বলো, 'যারা জানে আর যারা জানে না (অর্থাৎ জ্ঞানী ও মূর্খ) তারা কি কখনো সমান হতে পারে?' শুধু সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারীরাই সৎ-উপদেশ গ্রহণ করে।

॥ রুকু ২ ॥

১০. বলো, (আল্লাহ বলেছেন) 'হে আমার বিশ্বাসী বান্দারা! তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও! যারা পার্থিব জীবনে সৎকর্ম করে, চূড়ান্ত কল্যাণ অপেক্ষা করছে তাদের জন্যে।' আর মনে রেখো, 'আল্লাহর দুনিয়া অনেক বড়।' নিশ্চয়ই যারা প্রতিকূলতার মুখে ধৈর্যধারণ করে, তাদের অশেষ পুরস্কার দেয়া হবে।

১১-১২. (হে নবী! ওদের) বলো, 'আমি আদিষ্ট হয়েছি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে। আদিষ্ট হয়েছি সমর্পিতদের মধ্যে অগ্রণী হতে।'

১৩-১৪. বলো, 'আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হলে, আমি ভয় করি মহাবিচার দিবসের শাস্তির। তাই আমি একনিষ্ঠভাবে শুধু আল্লাহর ইবাদত করি।'

http://alQuran.org.bd

১৫-১৬. (হে নবী! দুরাচারীদের বলো) তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইচ্ছা তাদের উপাসনা করো (এটা তোমাদের বিষয়)। মহাবিচার দিবসে সত্যিকার ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারাই, যারা নিজেরাই নিজের ও আত্মীয়স্বজনদের ক্ষতিসাধন করেছে। এর চেয়ে মারাত্মক ক্ষতি আর কী হতে পারে? ওদের ওপরে, নিচে, চারপাশে গনগনে আগুনের লেলিহান শিখা আর মাঝখানে ওরা .....। (অবাধ্যতার শাস্তির) এই বিবরণ দিয়ে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সতর্ক করে বলছেন, 'হে আমার বান্দারা! আল্লাহ-সচেতন হও।'

১৭-১৮. পক্ষান্তরে যারা কল্পিত অপশক্তির উপাসনা হতে দূরে থেকে আল্লাহ-অনুরাগী হয়, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ। সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদের, যারা আমার বাণী মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং আন্তরিকভাবে অনুসরণের চেষ্টা করে। আল্লাহ এদেরকেই সৎপথে পরিচালনা করেন। এরাই সত্যিকার বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারী। ১৯. পক্ষান্তরে (পাপাচারের কারণে) যার ওপর দণ্ডাদেশ অবধারিত হয়ে গেছে, (তাকে কে রক্ষা করতে পারে?) যে আগুনে পরিবেষ্টিত হয়ে গেছে, তাকে কি তুমি বাঁচাতে পারবে?

২০. তবে যারা আল্লাহ-সচেতন, তাদের জন্যে সাজানো রয়েছে থরে থরে প্রাসাদ, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। এ আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। আর আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

২১. তুমি কি দেখ না, আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করেন। তারপর সে পানি ঝর্না ও নদনদীর মধ্য দিয়ে জমিনে প্রবাহিত করেন। তা দিয়ে নানাবর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন। আর যখন ফসল শুকিয়ে যায় তখন তা হয়ে যায় হলুদ। অবশেষে তা পরিণত হয় খড়কুটা ও ধুলায়। অবশ্যই এর মধ্যে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারীদের জন্যে শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে।

॥ রুকু ৩ ॥

২২. আল্লাহতে সমর্পিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে প্রভু যার অন্তর উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, যার হৃদয় প্রতিপালকের আলোয় আলোকিত হয়েছে আর যে এরূপ নয় (অর্থাৎ যার হৃদয় জমাট অন্ধকারে আবদ্ধ), তারা কি কখনো সমান হতে পারে? দুর্ভোগ তাদের জন্যে যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত। ওরা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।

http://alQuran.org.bd

২৩. আল্লাহ সর্বোত্তম শিক্ষাসম্বলিত কিতাব নাজিল করেছেন, (যাতে কোনো বৈপরীত্য নেই) যা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ, সত্যের প্রতিটি বিবরণী নানাভাবে বার বার বলা হয়েছে। যারা তাদের প্রতিপালকের (বিরাগভাজন হওয়াকে) ভয় করে, তারা রোমাঞ্চিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত দেহ-মনে বিনয়াবনত হয়ে তারা আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটাই আল্লাহর পথনির্দেশ। যে পথের দিশা পেতে চায়, আল্লাহ তাকে পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত হতে ছেড়ে দেন, সে কখনো পথ খুঁজে পাবে না।

২৪. মহাবিচার দিবসে যে ব্যক্তি (কর্মফল হিসেবে নির্ধারিত শাস্তি) শুধু চেহারা দিয়ে ঠেকাতে চাইবে, (তাকে কি সৎকর্মশীল মানুষের সাথে তুলনা করা যায়?) সেদিন দুরাচারীদের বলা হবে, 'জীবনে যা অর্জন করেছ, এখন তার স্বাদ নাও।'

২৫-২৬. ওদের পূর্ববর্তীরাও সত্যকে অস্বীকার করেছিল, তাই শাস্তি ওদের গ্রাস করেছিল অকস্মাৎ। আল্লাহ ওদের পার্থিব জীবনে লাঞ্ছিত করেছেন। আর ওদের পরকালের শাস্তিও হবে অত্যন্ত কঠিন। হায়! সত্য অস্বীকারকারীরা যদি বিষয়টি বুঝতে পারত!

২৭. আমি এই কোরআনে মানুষের জন্যে সব ধরনের দৃষ্টান্ত পেশ করেছি, যাতে মানুষ এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। ২৮. আরবি ভাষার এই কোরআন বক্রতামুক্ত (অর্থাৎ অস্পষ্টতা, বৈপরীত্য ও জটিলতামুক্ত) যাতে মানুষ আল্লাহ-সচেতন হতে পারে।

২৯. আল্লাহ একটি উদাহরণ দিচ্ছেন : এক ব্যক্তির অনেক প্রভু, যারা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং আরেক ব্যক্তির প্রভু মাত্র একজন। এই দুই ব্যক্তির অবস্থা কি কখনো একরকম হতে পারে? সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর! কিন্তু ওদের অধিকাংশই এ সহজ সত্যটুকু বোঝে না।

৩০-৩১. (হে নবী!) নিশ্চয়ই তোমারও মৃত্যু হবে এবং একদিন ওরাও মারা যাবে। অতঃপর মহাবিচার দিবসে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সামনে নিজেদের বক্তব্য পেশ করবে। (তিনিই তখন সব বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবেন।)

http://alQuran.org.bd

চতুর্বিংশতিতম পারা

॥ রুকু ৪ ॥

৩২. যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে ও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, তার চেয়ে বড় দুরাচারী আর কে হতে পারে? সত্য অস্বীকারকারীদের বাসস্থান জাহান্নাম ছাড়া আর কী হতে পারে?

৩৩. যারা সত্যের বাণীবাহক আর যারা সত্যের অনুসারী তারাই আল্লাহ-সচেতন। ৩৪. তাদের কাঙ্ক্ষিত সবকিছুই তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। এটাই সৎকর্মশীলদের পুরস্কার। ৩৫. আল্লাহ তাদের হিসাব থেকে সকল ভুলভ্রান্তি, পাপ মুছে দেবেন এবং তাদের সৎকর্মের অনুপাতে পুরস্কৃত করবেন।

৩৬. আল্লাহ কি তাঁর বান্দার হেফাজতের জন্যে যথেষ্ট নন? অথচ ওরা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে ওদের কল্পিত উপাস্যের ভয় দেখায়! আসলে আল্লাহ যাকে বিভ্রান্তির পথে ছেড়ে দেন, সে কোনো পথপ্রদর্শক পাবে না।
৩৭. আর আল্লাহ যাকে সৎপথ প্রদর্শন করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ কি মহাপরাক্রমশালী (ও অন্যায়ের) শাস্তিদাতা নন?

৩৮. (অধিকাংশ মানুষের অবস্থা এই যে) তুমি যদি ওদেরকে জিজ্ঞেস করো, মহাকাশ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? ওরা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। ওদের বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ আমার ক্ষতি করতে চাইলে তাঁর বদলে তোমরা যে কল্পিত উপাস্যদের ডাকো, তারা কি আমাকে রক্ষা করতে পারবে? অথবা তিনি যদি আমার মঙ্গল করতে চান, তবে তারা কি এ মঙ্গলের পথ রোধ করতে পারবে? (হে নবী! ওদের) বলো, আমার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। যারা ভরসা করতে চায়, তারা যেন শুধু আল্লাহর ওপরই ভরসা করে।

৩৯-৪০. বলো, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যা করছ করো। আমি আমার কাজ করে যাব। শিগগিরই জানতে পারবে, কারা দুনিয়ায় লাঞ্ছিত হবে ও (পরকালে) চিরস্থায়ী আজাবে নিমজ্জিত হবে।'

http://alQuran.org.bd

৪১. হে নবী! আমি তোমার ওপর সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্যে সত্যপথ প্রদর্শনকারী কিতাব নাজিল করেছি। এখন যে এই সত্যপথ বেছে নেবে এবং সত্যপথে চলবে, সে তার নিজেরই কল্যাণ করবে। আর যে ভ্রান্ত পথ বেছে নেবে এবং বিপথে চলবে, সে তার নিজেরই ধ্বংস ডেকে আনবে। তুমি তো তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও।

॥ রুকু ৫ ॥

৪২. তিনি আল্লাহ (একমাত্র তাঁরই এই ক্ষমতা রয়েছে), যিনি মৃত্যু এলে বা ঘুমের সময় আত্মাকে তুলে নেন। তারপর যার মৃত্যু অবধারিত তার আত্মা রেখে দেন। আর অন্যদের আত্মা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ফিরিয়ে দেন। বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারীদের জন্যে এর মধ্যে শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে!
৪৩. হায়! এরপরও ওরা আল্লাহর পাশাপাশি (কল্পিত উপাস্যকে) বেছে নিয়েছে সুপারিশকারী হিসেবে। ওদের জিজ্ঞেস করো, ‘ওদের কোনো ক্ষমতা বা বোঝার শক্তি না থাকলেও (ওরা সুপারিশ করতে পারবে)?’ ৪৪. (হে নবী! ওদের) বলো, ‘সুপারিশ করার ক্ষমতা পুরোপুরিই আল্লাহর এখতিয়ারে। মহাকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব শুধু আল্লাহর। শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।’

৪৫. যারা আখেরাতে জবাবদিহিতায় বিশ্বাস করে না, শুধু এক আল্লাহর কথা বলা হলে তাদের মন বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়ে যায়। আর আল্লাহ ছাড়া কল্পিত উপাস্যদের কথা উল্লেখ করা হলে ওরা আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠে।

৪৬. বলো, ‘হে আল্লাহ! মহাকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা! দৃশ্যমান ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! তোমার বান্দারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে, (মহাবিচার দিবসে) তুমি এর ফয়সালা করে দিও।’

৪৭. জালেমরা যদি পৃথিবীর সব সম্পদ বা তার দ্বিগুণ সম্পদের মালিকও হয়, তবে মহাবিচার দিবসে তারা কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তির জন্যে মুক্তিপণ হিসেবে তা দিতে চাইবে (কিন্তু তা গ্রহণ করা হবে না)। ওরা তখন এমন অবধারিত বাস্তবতার মুখোমুখি হবে, যা ছিল ওদের কল্পনার বাইরে।
৪৮. ওদের সারাজীবনের দুষ্কর্ম ওদের সামনে দৃশ্যমান হবে আর যে মহাশাস্তি নিয়ে ওরা হাসিতামাশা করত, তা ওদের ঘিরে ফেলবে।

http://alQuran.org.bd

৪৯. মানুষ যখন বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয়, তখন বিপদ-মুক্তির জন্যে আমাকে ডাকে। যখন আমি আমার নেয়ামত দিয়ে তাকে অনুগৃহীত করি তখন সে (নিজে নিজে) বলে, ‘আমার জ্ঞান ও যোগ্যতার কারণে আমি তা পেয়েছি।’ আসলে (নেয়ামতে অনুগৃহীত করাটাও) একটা পরীক্ষা, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা বোঝে না। ৫০. ওদের বাপদাদারাও তা-ই বলত। কিন্তু এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্ম ওদের কোনো উপকারে আসে নি। ৫১. অতীত প্রজন্মের কর্মের মন্দফল ওরা ভোগ করেছে। আর বর্তমান প্রজন্মেরও যারা জালেম, তারাও তাদের কর্মের মন্দফল ভোগ করবে। ওরা কখনো আল্লাহকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

৫২. ওরা কি জানে না, আল্লাহ তাঁর ইচ্ছামতো যে-কারো রিজিক কমাতে বা বাড়াতে পারেন? বিশ্বাসীদের জন্যে অবশ্যই এর মধ্যে শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে।

॥ রুকু ৬ ॥

৫৩. হে নবী! বলো, (আল্লাহ বলেছেন) ‘হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ, তারা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।’

৫৪. হে মানুষ! তোমাদের ওপর আজাব আসার আগেই আল্লাহর দিকে ফিরে এসো এবং তাঁর কাছে পুরোপুরি সমর্পিত হও। কেননা আজাব এসে পড়লে তোমরা কোনো দিক থেকেই সাহায্য পাবে না। ৫৫. তোমাদের অজান্তে হঠাৎ করে আজাব আপতিত হওয়ার আগেই তোমাদের কাছে যে কল্যাণময় কিতাব নাজিল করা হয়েছে, তার অনুসরণ করো। ৫৬. যেন মহাবিচার দিবসে কাউকে আফসোস করে বলতে না হয়, ‘হায়! আল্লাহর প্রতি আমি আমার কর্তব্যে অবহেলা করেছি। আমি তো সত্য বিদ্রুপকারীদের একজন ছিলাম।’ ৫৭. অথবা কাউকে যেন বলতে না হয়, ‘আল্লাহ যদি আমাকে পথ প্রদর্শন করতেন, আমি অবশ্যই আল্লাহ-সচেতনদের একজন হতাম।’ ৫৮. অথবা জাহান্নামের শাস্তি দৃশ্যমান হওয়ার পর যেন কাউকে বলতে না হয়, ‘হায়! যদি একবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, তবে আমি সৎকর্মশীলদের একজন হতাম।’ ৫৯. (আল্লাহ তখন বলবেন) ‘আসল সত্য এই, তোমার

http://alQuran.org.bd

কাছে আমার সত্যবাণী পৌঁছেছিল কিন্তু (অবিদ্যাপ্রসূত) মিথ্যা দম্ভের কারণে তুমি তা প্রত্যাখ্যান করেছ। তুমি ছিলে সত্য অস্বীকারকারীদের একজন।'

৬০. যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে, মহাবিচার দিবসে তুমি তাদের মুখ দেখবে কালিমালিপ্ত। অবাধ্য উদ্ধতদের নিবাস জাহান্নাম ছাড়া আর কী হতে পারে?

৬১. (মহাবিচার দিবসে) তিনি আল্লাহ-সচেতনদের পরিত্রাণ করবেন। কোনো অমঙ্গল বা দুঃখ তাদের স্পর্শ করবে না। ৬২. আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই সবকিছুর অভিভাবক ও কর্মবিধায়ক। ৬৩. মহাবিশ্বের সকল (রহস্য উদঘাটনের) চাবি তাঁরই কাছে। যারা আল্লাহর বাণী ও বিধানকে অমান্য করে, পরিণামে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

॥ রুকু ৭ ॥

৬৪. বলো, 'হে (সত্য ও মিথ্যা সম্পর্কে) অজ্ঞরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করতে বলছ?' ৬৫-৬৬. অথচ তুমি জানো, তোমার ও তোমার পূর্ববর্তী নবীদের কাছে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, 'তুমি আল্লাহর সাথে কোনোকিছুকে শরিক করলে তোমার সকল কর্ম নিষ্ফল হবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতএব তুমি আল্লাহর ইবাদত করো ও শোকরগোজারদের অন্তর্ভুক্ত হও।'

৬৭. (যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কল্পিত উপাস্যদের উপাসনা করে, আসলে তারা আল্লাহর সত্যিকারের) অসীমত্বকেই বুঝতে পারে না। মহাবিচার দিবসে সারা পৃথিবী থাকবে স্রেফ তাঁর হাতের মুঠোয় আর মহাকাশ (স্তরের পর স্তরে) ভাঁজ হয়ে থাকবে তার ডান হাতে (কত তুচ্ছ সমগ্র মহাবিশ্ব তাঁর কাছে)! তিনি পবিত্র, মহামহান। ওরা যাদের সাথে তাঁকে শরিক করে, তা থেকে অনেক অনেক ঊর্ধ্বে তিনি।

৬৮. যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, তখন আল্লাহ যাদের রক্ষা করতে চান, তারা ছাড়া মহাকাশ ও পৃথিবীর সবাই জ্ঞান হারাবে। দ্বিতীয় বার শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার সাথে সাথে সবাই উঠে দাঁড়াবে, হতবিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকবে। ৬৯. পৃথিবী তার প্রতিপালকের নূরে উদ্ভাসিত হবে। আমলনামা উন্মুক্ত করে পেশ করা হবে। নবী-রসুল ও সকল সাক্ষীকে হাজির করা হবে।

http://alQuran.org.bd

সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করা হবে, কারো ওপরই অন্যায় করা হবে না। ৭০. প্রত্যেককেই ভালো-মন্দ যা করেছে, তার পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। তারা যা করেছে, আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন।

॥ রুকু ৮ ॥

৭১. বিচার শেষে সত্য অস্বীকারকারীদের জাহান্নামের দিকে দলে দলে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। ওরা জাহান্নামের কাছে পৌঁছলে ফটকগুলো খুলে দেয়া হবে। জাহান্নামের প্রহরীরা ওদের জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে কোনো রসুল আসে নি, যারা তোমাদের প্রতিপালকের সত্যবাণী তোমাদেরকে শোনাত এবং মহাবিচার দিবসের জবাবদিহিতা সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করত? ওরা জবাবে বলবে, অবশ্যই এসেছিল। (কিন্তু আমরা তাদের প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। ফলে) সত্য অস্বীকারকারীদের কঠিন শাস্তির সতর্কবাণী আমাদের ভাগ্যলিপি হয়ে গেল। ৭২. ওদের বলা হবে, তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করো চিরকাল বসবাসের জন্যে। উদ্ধতদের চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল কত নিকৃষ্ট!

৭৩. যারা আল্লাহ-সচেতন ছিল তাদেরকে দলবদ্ধভাবে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। জান্নাতের কাছাকাছি পৌঁছলে তোরণ খুলে দিয়ে রক্ষীরা স্বাগত জানাবে : তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা পরমানন্দে তোমাদের স্থায়ী আবাস জান্নাতে প্রবেশ করো।

৭৪. জান্নাতে প্রবেশ করে তারা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বলবে, ‘আলহামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা আল্লাহর! তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন। আমাদেরকে এই আনন্দলোকের উত্তরাধিকারী করেছেন। এখানেই আমরা থাকব চিরকাল।’ সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কতই না উত্তম!

৭৫. (হে নবী!) তখন তুমি ফেরেশতাদের দেখতে পাবে, তারা আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। সেদিন সবার সাথেই ন্যায়বিচার করা হবে। সেদিন উচ্চারিত শব্দমালা হবে–‘সকল প্রশংসা মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহরই!’

http://alQuran.org.bd

৪০. সূরা মুমিন

রুকু ৯ ॥ আয়াত ৮৫ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

হা-মিম। ২-৩. সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ আল্লাহ এই কিতাব নাজিল করেছেন, যিনি পাপমোচন করেন, তওবা কবুল করেন, যিনি শাস্তিদানে কঠোর ও অনুগ্রহ বিতরণে অতুলনীয়। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। সবাইকে ফিরে যেতে হবে তাঁরই কাছে।

৪. কেবল সত্য অস্বীকারকারীরাই আল্লাহর বাণী নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়। দুনিয়ায় ওরা এখন ইচ্ছামতো অনেক কিছু করতে পারছে, (কিন্তু হে নবী!) তা যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। ৫. নূহের সম্প্রদায় সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং পরবর্তীতে বহু সম্প্রদায় তাদের রসুলকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সত্যধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই অসার যুক্তি নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে, রসুলদের নিরস্ত করার (ও তাদের প্রাণনাশের) চক্রান্ত করেছে। শেষ পর্যন্ত আমিই সত্য অস্বীকারকারীদের শায়েস্তা করেছি। কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি! ৬. এভাবেই সত্য অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য হবে যে, শেষ পর্যন্ত ওরা নিজেদেরকে জাহান্নামে দেখতে পাবে।

৭-৯. আরশ বহনকারী এবং এর নিকটবর্তী ফেরেশতারা সবসময়ই তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তারা তাঁকে বিশ্বাস করে এবং সকল বিশ্বাসীর জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে। অতএব যারা তওবা করে ও তোমার পথ অনুসরণ করে, তুমি তাদের ক্ষমা করো। জাহান্নামের আগুন থেকে তাদের রক্ষা করো। হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বিশ্বাসীদের স্থায়ী জান্নাতে দাখিল করো। তাদের পিতামাতা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল হবে তাদেরকেও (তাদের সাথে জান্নাতে দাখিল করো)। তুমি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে অন্যায়

http://alQuran.org.bd

করা থেকে বিরত রাখো। যাদের তুমি অন্যায় থেকে রক্ষা করবে, তাদেরকেই তো সেদিন তুমি অনুগ্রহ করবে। আর এটাই তো মহাসাফল্য।'

॥ রুকু ২ ॥

১০. কিন্তু (মহাবিচার দিবসে) সত্য অস্বীকারকারীদের বলা হবে, 'আজ তোমরা পরস্পরের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করছ। কিন্তু যেদিন তোমাদের বিশ্বাস করতে বলার পরও তোমরা সত্যকে অস্বীকার করেছ, সেদিন তোমাদের ওপর আল্লাহর অসন্তুষ্টি এর চেয়েও বেশি ছিল। (কিন্তু তিনি তখন কিছুই করেন নি।)'

১১. জবাবে ওরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের দুবার প্রাণহীন করেছ, দুবার প্রাণ দিয়েছ। আমরা আমাদের সকল অপরাধ স্বীকার করছি। এখন আমাদের পরিত্রাণের উপায় কী?'

১২. জবাবে বলা হবে, '(না, কোনো উপায় নেই) তোমাদের শাস্তির কারণ হচ্ছে, তোমাদেরকে যখন আল্লাহর একত্বের কথা বলা হতো তখন তোমরা এই সত্যকে অস্বীকার করতে। কিন্তু আল্লাহর শরিক (হিসেবে কাউকে যুক্ত) করা হলে তোমরা তা বিশ্বাস করতে। আর চূড়ান্ত রায়ের ক্ষমতা তো শুধু মহামহিম আল্লাহর।' ১৩. আল্লাহই (প্রকৃতিতে) তাঁর মহিমার নিদর্শন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখেছেন। তিনি আকাশ থেকে রিজিক প্রেরণ করেন। এ নিদর্শন থেকে শিক্ষা শুধু তারাই গ্রহণ করে, যারা সবকিছুর গভীরে মনোনিবেশ করে আল্লাহমুখী হয়। ১৪. অতএব সত্য অস্বীকারকারীরা যতই অপছন্দ করুক না কেন, তোমরা একাগ্রচিত্তে আল্লাহকে ডাকো, তাঁর ধর্মবিধান অনুসরণ করো।

১৫-১৬. তিনি আরশের অধিপতি মহামহিম। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার নিকট ইচ্ছা নির্দেশসম্বলিত ওহী পাঠান, যাতে মহাবিচার দিবসে জবাবদিহিতা সম্পর্কে সে মানুষকে সতর্ক করতে পারে। সেদিন সকল মানুষ আল্লাহর সামনে সমবেত হবে, তাঁর কাছে কিছুই গোপন করতে পারবে না। (সেদিন জিজ্ঞেস করা হবে) 'আজ একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কার?' (সমস্বরে আওয়াজ হবে) 'একমাত্র মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর!' ১৭. (বলা হবে) আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল দেয়া হবে। কারো ওপর অন্যায় করা হবে না। আল্লাহ অতিদ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

http://alQuran.org.bd

১৮. তাই সতর্ক করে দাও মহাবিচার দিবস সম্পর্কে, যা ক্রমাগত নিকটতর হচ্ছে; যখন আতঙ্কে প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে, যখন অধীর অপেক্ষা ছাড়া কিছুই করার থাকবে না, যখন দুরাচারীদের কোনো বন্ধু থাকবে না, থাকবে না কোনো গ্রহণযোগ্য সুপারিশকারী। ১৯. আল্লাহ্ ওদের চোখের গোপন চাহনি আর যা-কিছু লুকানো রয়েছে অন্তরে, সবই জানেন। ২০. আল্লাহ্ সেদিন নিরপেক্ষ ও যথাযথ বিচার করবেন। কিন্তু শরিককারীরা আল্লাহর পরিবর্তে যে উপাস্যদের ডাকে, তারা কোনোকিছু করতে অক্ষম। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব শোনেন, সব দেখেন।

॥ রুকু ৩ ॥

২১-২২. এরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলে নিশ্চয়ই দেখত এদের পূর্ববর্তীদের পরিণতি কী হয়েছিল। ওরা ছিল এদের চেয়ে শক্তিমান। ওদের কীর্তি এখনো জমিনে দৃশ্যমান। কিন্তু অপরাধের জন্যে আল্লাহ্ ওদের শাস্তি দিয়েছিলেন। ওদের শাস্তি দেয়ার কারণ ছিল–সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণসহ রসুলরা আসার পরও ওরা তাদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। আর আল্লাহর শাস্তি থেকে ওদের রক্ষা করার কেউ ছিল না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, (পাপাচারীদের) শাস্তিদানে কঠোর।

২৩-২৪. আমি আমার বাণী ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মুসাকে পাঠিয়েছিলাম ফেরাউন, হামান ও কারুনের কাছে। কিন্তু ওরা বলেছিল, 'এ-তো জাদুকর, ডাহা মিথ্যাবাদী।'

২৫. তারপর যখন মুসা (ফেরাউন ও তার অনুসারীদের সামনে) প্রকৃত সত্য উপস্থাপন করল, তখন ওরা বলল, 'যারা মুসাকে বিশ্বাস করবে তাদের সকল পুত্রসন্তানকে হত্যা করো, শুধু কন্যাসন্তানদের জীবিত রাখো।' কিন্তু সত্য অস্বীকারকারীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হতে বাধ্য।

২৬. এরপর ফেরাউন তার সভাসদদের বলল, 'আমাকে ছাড়ো, মুসাকে হত্যা করতে দাও। সে তার প্রতিপালককে ডাকুক। আমার আশঙ্কা হয়, ও তোমাদের ধর্মকেই বদলে দেবে বা দেশে বিপর্যয় ডেকে আনবে।'

২৭. মুসা বলল, 'যারা মহাবিচার দিবসে বিশ্বাস করে না, সে-সব উদ্ধত ব্যক্তির রোষানল থেকে আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ৪ ॥

২৮-২৯. ফেরাউনের সম্প্রদায়ের এক বিশ্বাসী ব্যক্তি, যে (তখন পর্যন্ত) নিজের বিশ্বাস গোপন রেখেছিল, সে তখন বলল, 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ'–একথা বলার জন্যেই কি তোমরা একজন মানুষকে হত্যা করবে? যদিও তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণসহ সে তোমাদের সামনে এসেছে? যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার মিথ্যার জন্যে সে-ই দায়ী হবে। আর যদি সে সত্য বলে থাকে তবে সে যে শাস্তির কথা বলছে, তার কিছু তো তোমাদের ওপর আপতিত হবে। আল্লাহ মিথ্যাচারী ও সীমালঙ্ঘনকারীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। হে আমার সম্প্রদায়! আজ তোমাদের দেশে তোমরাই রাজত্ব করছ। কিন্তু আমাদের ওপর আল্লাহর আজাব নেমে এলে কে আমাদের রক্ষা করবে? জবাবে ফেরাউন বলল, 'আমি যা ঠিক মনে করছি, তোমাদের তা-ই বলছি। আমি তোমাদের সঠিক পথেই পরিচালিত করব।'

৩০-৩১. বিশ্বাসী লোকটি তখন বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের জন্যে আমার ভয় হয়! নূহ, আদ, সামুদ ও তাদের পরবর্তী সম্প্রদায়ের ওপর যেমন দুর্ভোগ নেমে এসেছিল, তোমাদের ওপর না তেমন দুর্ভোগ নেমে আসে! আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর কোনো জুলুম করেন না।'

৩২-৩৩. (বিশ্বাসী লোকটি বলল) 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের নিয়ে শঙ্কিত। মহাবিচার দিবসে যখন তোমরা বিপন্ন অবস্থায় একজন আরেকজনকে ডাকাডাকি করবে, পেছনে ফিরে পালাতে চাইবে, কিন্তু আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাদের রক্ষা করার কেউ থাকবে না। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট হতে দেন, সে কখনো পথের সন্ধান পায় না।'

৩৪. স্মরণ করো! ইতঃপূর্বে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ইউসুফ এসেছিল। কিন্তু তার সত্যবাণীর ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশে তোমরা কোনো কার্পণ্য করো নি। ফলে যখন সে মারা গেল, তখন তোমরা বলেছিলে, এরপর আল্লাহ আর কোনো রসুল পাঠাবেন না। সত্যবাণীতে সন্দেহ করে যারা নিজের ওপর জুলুম করে, আল্লাহ তাদের এভাবে পথভ্রষ্ট হতে দেন।
৩৫. কোনো দলিল-প্রমাণ ছাড়াই যারা আল্লাহর বাণী ও বিধান নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের এই কাজ আল্লাহ ও বিশ্বাসীদের কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয়। এভাবে আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারীর অন্তরে মোহর মেরে দেন।

http://alQuran.org.bd

৩৬-৩৭. ফেরাউন বলল, ‘হে হামান! তুমি আমার জন্যে খুব উঁচু প্রাসাদ বানাও, যার চূড়ায় উঠে আমি আকাশে মুসার উপাস্যকে দেখতে পাই। অবশ্য আমি নিশ্চিত যে, সে মিথ্যাবাদী!’ এভাবে ফেরাউনের কাছে নিজের দুষ্কর্মই অত্যন্ত শোভন ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। আর সঠিক পথ থেকে সে বিচ্যুত হলো। আর ফেরাউনের সকল চক্রান্ত তার নিজের ধ্বংসের পথকেই প্রশস্ত করল।

॥ রুকু ৫ ॥

৩৮-৩৯. বিশ্বাসী লোকটি বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার কথা শোনো। আমি তোমাদের সঠিক পথে পরিচালনা করব। হে আমার সম্প্রদায়! পার্থিব জীবন তো ক্ষণস্থায়ী উপভোগমাত্র। পরকাল হচ্ছে চিরকালের। ৪০. কেউ জুলুম করলে সে জুলুমের অনুরূপ শাস্তি পাবে। পুরুষ বা নারী যে-ই বিশ্বাসী হয়ে সৎকর্ম করবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে। সেখানে উপচে পড়া প্রাচুর্য ও সুখের মধ্যে থাকবে।’

৪১-৪৪. ‘হে আমার সম্প্রদায়! অবাক কাণ্ড! আমি তোমাদের ডাকছি মুক্তির দিকে আর তোমরা আমাকে ডাকছ জাহান্নামের দিকে! তোমরা আমাকে বলছ আল্লাহর (একত্বকে) অস্বীকার করতে? আর যার সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই, তাকে আল্লাহর সাথে শরিক করতে? আমি এখনো তোমাদের আহ্বান করছি মহাপরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল আল্লাহকে বিশ্বাস করতে। আমি সন্দেহাতীতভাবে তোমাদের বলছি, তোমরা যে উপাস্যকে ডাকতে বলছ, দুনিয়া বা আখেরাতে তার কিছুই করার ক্ষমতা নেই। আমরা সবাই আল্লাহর কাছে ফিরে যাব। আর সীমালঙ্ঘনকারীরা জাহান্নামে স্থান পাবে। হে আমার সম্প্রদায়! আমার কথাগুলো শিগগিরই তোমরা স্মরণ করবে। আর আমি তো আমার সবকিছু আল্লাহতে সমর্পণ করেছি। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।’

৪৫. আল্লাহ তাকে ওদের সকল চক্রান্ত থেকে রক্ষা করলেন। আর ফেরাউনের সম্প্রদায় কঠিন আজাবে পরিবেষ্টিত হলো। ৪৬. (রসুলরা) সকাল-সন্ধ্যায় (অর্থাৎ প্রতিদিন যে) আগুনের শাস্তি (সম্পর্কে সতর্ক করেছে তা-ই) হবে ওদের কপালের লিখন। মহাবিচার দিবসে ফেরেশতাদের বলা হবে, ‘ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ করো কঠিন আজাবে।’

http://alQuran.org.bd

৪৭-৪৮. যখন ওরা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে, তখন দুর্বলেরা ক্ষমতাদর্পীদের বলবে, 'আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম। এখন তোমরা কি আমাদের আগুনের শাস্তি কিছুটা কমাতে পারবে?' ক্ষমতাদর্পীরা বলবে, 'আমরা সকলেই তো জাহান্নামে আছি। আর আল্লাহ্ তাঁর ফয়সালা করে ফেলেছেন।'

৪৯. জাহান্নামের প্রহরীদের কাছে ওরা কাকুতিমিনতি করবে, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করো, তিনি যেন আমাদের শাস্তি অন্তত একদিন হলেও কমিয়ে দেন।' ৫০. প্রহরীরা জিজ্ঞেস করবে, 'তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ রসুলরা আসে নি?' জাহান্নামীরা বলবে, 'অবশ্যই এসেছিল।' প্রহরীরা তখন বলবে, 'তাহলে তোমাদের প্রার্থনা তোমরাই করো। আর সত্য অস্বীকারকারীদের প্রার্থনা সবসময় ব্যর্থই হয়।'

॥ রুকু ৬ ॥

৫১-৫২. আমি আমার রসুল ও বিশ্বাসীদের সাহায্য করব দুনিয়ায়, সাহায্য করব মহাবিচার দিবসে, যেদিন সাক্ষীরা দণ্ডায়মান হবে। সেদিন অবশ্য জালেমদের কোনো অজুহাতই কোনো কাজে আসবে না। ওদের ওপর লানত। ওদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগের নিকৃষ্ট নিবাস!

৫৩-৫৪. নিশ্চয়ই আমি মুসাকে পথনির্দেশ দিয়েছিলাম। আর বনি ইসরাইলকে উত্তরাধিকারী করেছিলাম সেই কিতাবের, যা থেকে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারীরা উপদেশ ও পথনির্দেশ পেতে পারে।

৫৫. অতএব হে নবী! সকল প্রতিকূলতার মুখে তুমি ধৈর্য ধরো। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সবসময় সত্য বলে প্রমাণিত। তুমি তোমার ভুলত্রুটির জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো। ৫৬. মনে রেখো, নিজেদের কাছে কোনো দলিল না থাকা সত্ত্বেও যারা আল্লাহর বাণী ও উপদেশ নিয়ে বিতর্ক করে, তাদের অন্তর অতিদাম্ভিকতায় জর্জরিত। তারা কখনো সফলকাম হবে না। অতএব তুমি শুধু আল্লাহর শরণাপন্ন হও। নিশ্চয়ই তিনি সব শোনেন, সব দেখেন!

৫৭. নিঃসন্দেহে মানুষ সৃষ্টির চেয়ে মহাবিশ্বের সৃষ্টি অনেক অনেক বিশাল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই একথার অর্থ বোঝে না। ৫৮. অতএব দৃষ্টিহীন ও

http://alQuran.org.bd

চক্ষুষ্মান কখনো সমান হতে পারে না। তেমনি সমান হতে পারে না বিশ্বাসী সৎকর্মশীল এবং সত্য অস্বীকারকারী দুরাচারীরা। অথচ বিষয়টি তোমরা কত কম মনে রাখো!
৫৯. মহাবিচার অবশ্যম্ভাবী। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বাস্তবে তা বিশ্বাস করে না (একথার মর্ম বোঝে না)।

৬০. তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দেবো (দোয়া কবুল করব)। যারা অতি-অহমিকায় আমার ইবাদতে বিমুখ, তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

॥ রুকু ৭ ॥

৬১. আল্লাহ তোমাদের বিশ্রামের জন্যে রাত সৃষ্টি করেছেন আর সবকিছু দেখার জন্যে দিনকে করেছেন উজ্জ্বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অতি-অনুগ্রহশীল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই শুকরিয়া আদায় করে না।
৬২. অথচ আল্লাহই তোমাদের প্রতিপালক, সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আসলে কত বিভ্রান্ত হলে একজন এ সত্য থেকে দূরে যেতে পারে!
৬৩. যারা জেনেশুনে আল্লাহর বাণীকে অস্বীকার করে, তাদের মানসিকতাই বিকৃত হয়ে যায়। তারা বিভ্রান্তিতে ডুবে যায়।

৬৪. আল্লাহই জমিনকে তোমাদের বাস-উপযোগী করেছেন। আকাশকে করেছেন চাঁদোয়া। তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং তা গঠন করেছেন সর্বোত্তম অনুপাতে, তোমাদের দিয়েছেন উত্তম রিজিক। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ কত মহান!
৬৫. তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তাই ধর্মনিষ্ঠ হয়ে একাগ্রচিত্তে শুধু তাঁকেই ডাকো, তাঁরই ইবাদত করো। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে।

৬৬. হে নবী! ওদের বলো, আমার প্রতিপালকের কাছ থেকে সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর আল্লাহ ছাড়া তোমরা অন্য যাদের উপাসনা করো, আমাকে তাদের ইবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে। আমাকে আদেশ করা হয়েছে, মহাবিশ্বের প্রতিপালকের কাছে নিজেকে পুরোপুরি সমর্পিত করতে।

৬৭. আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, পরে শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর নিষিক্ত ডিম্ব থেকে। তারপর পৃথিবীতে তোমাদের আগমন ঘটে

http://alQuran.org.bd

শিশুরূপে, তারপর যৌবনে পদার্পণ করো, তারপর হও বৃদ্ধ। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মারা যাও পরিণত বয়স হওয়ার আগেই। এভাবেই তিনি সবকিছু সম্পন্ন করেন, যেন তোমরা তাঁর নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সুযোগ পাও, যেন তোমরা তোমাদের সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারো।

৬৮. তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি যখন কোনোকিছু করবেন বলে স্থির করেন, তখন শুধু বলেন, ‘হও’, আর সাথে সাথে তা হয়ে যায়।

॥ রুকু ৮ ॥

৬৯. হে নবী! তুমি কি ওদের লক্ষ করো না, যারা আল্লাহর বাণী নিয়ে বিতর্ক
করে, তারা সত্য থেকে কত দূরে সরে গেছে? ৭০-৭২. যারা এই কিতাবকে
অস্বীকার করে, তারা আসলে অতীতে যত রসুলকে বাণীসহ আমি পাঠিয়েছি, তা সবই অস্বীকার করে। কিন্তু সময় হলেই ওরা জানতে পারবে (ওরা কত অন্ধ ছিল)। মহাবিচার দিবসে ওদের গলায় (মূর্খতা ও অহংকারের) শিকল ও বেড়ি লাগানো হবে। তারপর টেনে নিয়ে ফেলা হবে ফুটন্ত আঠালো তরলের মধ্যে, ওদের বানানো হবে জাহান্নামের জ্বালানি।

৭৩-৭৪. অতঃপর ওদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, ‘আল্লাহর শরিক বানিয়ে যাদের উপাসনা করতে, তারা আজ কোথায়?’ ওরা জবাবে বলবে, ‘তারা আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে। অথবা আগে যাদের উপাসনা করতাম, বাস্তবে তাদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না!’ (তখন তাদের বলা হবে)
‘আল্লাহ এভাবেই সত্য অস্বীকারকারীদের পথভ্রষ্ট হতে দেন। ৭৫. এটা হচ্ছে
(সত্যাসত্য বিবেচনায় মনোযোগ ও সময় না দিয়ে) অযথা উল্লাস, মাতামাতি
বা অতিদাম্ভিকতার পরিণতি। ৭৬. এখন জাহান্নামে প্রবেশ করো। দেখ,
উদ্ধতদের স্থায়ী নিবাস কতই না নিকৃষ্ট!’

৭৭. অতএব হে নবী! সকল প্রতিকূলতার মুখে তুমি ধৈর্য ধরো। নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আমি সত্য অস্বীকারকারীদের যে শাস্তির কথা বলেছি, তার কিছুটা যদি (দুনিয়াতেই) তোমাকে দেখিয়ে দেই বা এর আগেই যদি তোমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিই, (তাতে কী যায়-আসে। শেষ পর্যন্ত) ওদেরকে তো আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।

৭৮. হে নবী! তোমার পূর্বে আমি বহু রসুল পাঠিয়েছি। তাদের কারো কারো ঘটনা তোমাকে বলেছি, অনেকের কথা বলা হয় নি। কিন্তু আল্লাহর অনুমতি

http://alQuran.org.bd

ছাড়া কোনো অলৌকিক নিদর্শন উপস্থাপন করা কোনো রসুলের কাজ নয়। আল্লাহর আদেশ এলে ন্যায়সঙ্গতভাবেই সকল বিষয়ের ফয়সালা হয়ে যাবে। তখন মিথ্যাশ্রয়ীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

॥ রুকু ৯ ॥

৭৯. আল্লাহ তোমাদেরকে গৃহপালিত পশু দিয়েছেন। কতক বাহন হিসেবে, কতক খাবার হিসেবে। ৮০. এ-ছাড়াও তোমরা নানাভাবে তা থেকে উপকৃত হও। ওদের মাধ্যমেই তোমাদের অনেক বাস্তব প্রয়োজন পূরণ করো। নৌযানের মতো ওদের ওপরও তোমরা পথ পরিক্রমণ করো। ৮১. এভাবে তিনি (তোমাদের চারপাশের প্রকৃতিতেই) তাঁর নিদর্শনাবলি ছড়িয়ে রেখেছেন। অতএব তোমরা আল্লাহর কোন কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে?

৮২. ওরা কি পৃথিবী ঘুরে দেখে নি, ওদের পূববর্তীদের পরিণতি কী হয়েছিল? তারা ছিল ওদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি, শক্তিতে প্রবল, কীর্তিতে উন্নত। কিন্তু শানশওকত জৌলুস কিছুই ওদের উপকারে আসে নি।

৮৩. ওদের কাছে যখন রসুলরা সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এলো, তখন ওরা ওদের জ্ঞানগরিমার দম্ভে মত্ত রইল। ফলে ওরা যে বিষয় নিয়ে হাসিতামাশা করছিল, তা-ই ওদের ঘিরে ফেলল। ৮৪. তারপর ওদের ওপর যখন আমার আজাব নেমে এলো, তখন ওরা বলল, আমরা এক আল্লাহতেই বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং শরিক হিসেবে যাদের উপাসনা করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। ৮৫. কিন্তু ওদের এই বিশ্বাসের ঘোষণা কোনো কাজে আসে নি। *[কারণ এই বিশ্বাসের ঘোষণা স্বাধীনভাবে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে করা হয় নি। আকস্মিক আজাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে করা হয়েছে, যখন ঘোষিত শাস্তি কার্যকর হয়ে গেছে।]* শুরু থেকেই বান্দাদের জন্যে এটাই আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম। তাই সত্য অস্বীকারকারীরা সবসময়ই চূড়ান্ত ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

http://alQuran.org.bd

৪১. সূরা হা-মিম-সেজদা

রুকু ৬ ॥ আয়াত ৫৪ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

হা-মিম। ২-৪. দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর কাছ থেকে এ বাণী নাজিল হয়েছে আরবি ভাষায়। কোরআনের সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল বর্ণনাময় আয়াতসমূহ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারীদের জন্যে সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী। কিন্তু অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, ফলে তারা শোনে না।

৫. ওরা বলে, 'তুমি আমাদের যার দিকে ডাকছ, সে-বিষয়ে আমাদের অন্তর আবৃত, কান বন্ধ। তাছাড়া তোমার ও আমাদের মাঝখানে আছে অদৃশ্য দেয়াল। অতএব তোমার যা করার তুমি করো। আমাদের যা করার তা আমরা করব।'

৬-৭. হে নবী! ওদের বলো, 'আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমার ওপর ওহী এসেছে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ। অতএব তাঁরই পথ আন্তরিকভাবে অনুসরণ করো। তাঁরই কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো।' দুর্ভোগ শরিককারীদের জন্যে! যারা যাকাত আদায় করে না, আখেরাতে জবাবদিহিতায়ও বিশ্বাস করে না। ৮. তবে যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল তাদের জন্যে রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

॥ রুকু ২ ॥

৯. হে নবী! ওদের জিজ্ঞেস করো, 'তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবে, যিনি 'সময়ের দুই স্তরে' জমিন তৈরি করেছেন? তোমরা কি দাবি করছ, মহাবিশ্বের প্রতিপালকের সমকক্ষ কোনো শক্তি রয়েছে?' ১০. তিনি জমিনের ওপর পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, সেখানে অশেষ বরকত সুপ্ত রেখেছেন। 'সময়ের চার স্তরে' তিনি জমিনে সকল প্রার্থীর প্রয়োজন পূরণে সমভাবে খাবারের ব্যবস্থা করেছেন।

১১. তারপর তিনি মহাকাশে খেয়াল করলেন, যা ছিল ধোঁয়ার কুণ্ডলী। তিনি ধোঁয়ার কুণ্ডলী ও জমিনকে বললেন, (আমার নির্দেশ শিরোধার্য করে নিতে)

http://alQuran.org.bd

উভয়ই এসো, স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়। ওরা নিবেদন করল, 'আমরা সানন্দে আনুগত্য স্বীকার করছি।'

১২. তারপর 'সময়ের দুই স্তরে' তিনি মহাকাশকে সাতটি স্তরে বিন্যস্ত করলেন। প্রত্যেক স্তরের জন্যে বিধিবিধান প্রদান করলেন। নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলেন প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলেন সুরক্ষিত। এ সবকিছুই মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর পরিকল্পনা।

১৩. এরপরও যদি ওরা (আল্লাহর একত্বের সত্যতা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তুমি ওদের বলো, আদ ও সামুদের ওপর আপতিত ভয়ংকর শাস্তির মতো শাস্তির বিষয়ে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি। ১৪. যখন ওদের এবং ওদের পূর্ববর্তীদের কাছে রসুলরা বলেছিল, 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো উপাসনা কোরো না।' তখন ওরা বলেছিল, 'আমাদের প্রতিপালকের এমন ইচ্ছা (অর্থাৎ তোমরা যা বিশ্বাস করতে বলছ, তা ঠিক) হলে নিশ্চয়ই তিনি (রসুল হিসেবে) ফেরেশতা পাঠাতেন। অতএব তোমরা যে বাণী নিয়ে এসেছ, তা আমরা প্রত্যাখ্যান করছি।'

১৫. আর আদ সম্প্রদায় তো জমিনের ওপর দম্ভ করে বেড়াত। বলত, 'আমাদের চেয়ে শক্তিমান কে আছে?' ওরা একবারও ভাবে নি, যে আল্লাহ ওদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি ওদের চেয়ে অনেক অনেক শক্তিমান। আর তাই ওরা আমার বাণী ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান করতে লাগল। ১৬. তারপর পার্থিব জীবনের আজাব হিসেবে ওদের ওপর কয়েকদিনে পর পর আপতিত হলো বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়। আর আখেরাতের শাস্তি তো হবে আরো কঠিন, সেদিন ওদের সাহায্য করার কেউ থাকবে না।

১৭. আর সামুদ সম্প্রদায়কেও আমি পথ প্রদর্শন করেছিলাম। কিন্তু ওরা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করল। অতঃপর অপকর্মের কারণে ওদের ওপর লাঞ্ছনাদায়ক আজাবের বজ্রাঘাত হলো। ১৮. শুধু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আল্লাহ-সচেতন ছিল, তাদের আমি রক্ষা করেছিলাম।

॥ রুকু ৩ ॥

১৯-২০. (সবাইকে সতর্ক করে দাও) আল্লাহর (সত্যবাণীর) শত্রুদের যেদিন সমবেত করে দলে দলে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, সেদিন

http://alQuran.org.bd

জাহান্নামের কাছে পৌঁছানোর পর ওদের কান, চোখ ও ত্বক ওদের অপকর্মের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

২১. ওরা ওদের ত্বককে জিজ্ঞেস করবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? উত্তরে ত্বক বলবে, আল্লাহ সবকিছুর ন্যায় আমাদেরও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন আর তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে এসেছ। ২২. তোমাদের কান, চোখ ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না–এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না। আর তোমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা যা করো তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না। ২৩. তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে এ ভ্রান্ত ধারণাই তোমাদের সর্বনাশ করেছে। পরিণামে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হলে।

২৪. তখন ওরা ধৈর্য ধরুক (বা অস্থির হোক) জাহান্নামের আগুনই হবে ওদের নিবাস। তখন যতই অনুশোচনা করুক, কোনো অনুগ্রহ পাবে না। ২৫. আসলে (যখন ওরা আমাকে ভুলে ভোগাসক্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন) আমি কিছু শয়তানি শক্তিকে ওদের সঙ্গী বানিয়ে দিয়েছিলাম। এই শয়তানরা ওদের অতীত ও ভবিষ্যতকে ওদের চোখে সুন্দর রঙিন করে দেখিয়েছে। ফলে ওদের পূর্ববর্তী পাপী জ্বীন ও মানুষদের ন্যায় অবশ্যম্ভাবী শাস্তির কথা ওদের ব্যাপারেও বাস্তব হয়েছে। নিশ্চয়ই ওরা ক্ষতিগ্রস্ত।

॥ রুকু ৪ ॥

২৬. সত্য অস্বীকারকারীরা পরস্পর বলে, 'তোমরা এই কোরআন শুনবে না এবং যখন এর বাণী তোমাদের শোনানো হয় তখন শোরগোল সৃষ্টি করবে। তাহলে সম্ভবত তোমরা জয়ী হবে।'

২৭. যারা এভাবে সত্য অস্বীকারে লিপ্ত, আমি অবশ্যই তাদের জন্যে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করব আর তাদের সকল অপকর্মের পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করব। ২৮. জাহান্নামই হবে আল্লাহর (সত্যবাণীর) বিরুদ্ধাচারীদের ঠিকানা। আমার বাণী ও দিক-নির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করার প্রতিফলস্বরূপ ওরা সেখানে থাকবে চিরকাল। ২৯. যারা দুনিয়ায় সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে আসছিল তারা সেখানে তখন চিৎকার করে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! যে-সব জ্বীন ও মানুষ আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদের দেখিয়ে দাও। আমরা পায়ের নিচে ওদের পিষে ফেলব, যাতে ওরা চূড়ান্ত লাঞ্ছিত হয়।'

http://alQuran.org.bd

৩০-৩২. যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ' এবং এরপর সত্যপথে অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতারা এসে বলে, 'তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তা কোরো না; তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, সে সুসংবাদে আনন্দিত হও। দুনিয়া ও আখেরাতে আমরা তোমাদের বন্ধু, তোমাদের মনপসন্দ সবকিছুই সেখানে রয়েছে, আর পাবে তোমাদের ফরমায়েশি সবকিছু। আর এ মেহমানদারি হবে অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে।'

॥ রুকু ৫ ॥

৩৩. যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকে, সৎকর্ম করে আর বলে, 'আমি তো আল্লাহতে সমর্পিতদের একজন', তার চেয়ে উত্তম আর কে হতে পারে?

৩৪. (হে নবী!) ভালো ও মন্দ কখনো সমান হতে পারে না। মন্দকে প্রতিহত করো ভালো কাজ, ভালো আচরণ দিয়ে। তা হলে তুমি দেখতে
পাবে–শত্রু হয়ে যাবে মিত্র। ৩৫. এই গুণের অধিকারী হয় তারাই, যারা
বিপদে ধৈর্যধারণ করে। এই গুণের অধিকারী হয় তারাই, যারা অত্যন্ত
ভাগ্যবান। ৩৬. আর শয়তান যদি তোমাকে উত্তেজিত (রাগান্বিত হয়ে বিবাদে
জড়িত) হতে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো। তিনি সব শোনেন, সব জানেন।

৩৭. তাঁর মহিমার নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা কখনো সূর্য বা চন্দ্রকে সেজদা করবে না, সেজদা করবে শুধু আল্লাহকে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁর
ইবাদতকারী হও। ৩৮. ওদের কেউ কেউ অতি-অহংকারী হয়ে (এ ডাকে)
সাড়া না দিলেও যারা অন্তরে তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে, তারা দিনে ও রাতে তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এতে তারা কখনো ক্লান্ত হয় না। *[সেজদা]*

৩৯. আর তাঁর মহিমার আরেক নিদর্শন হচ্ছে, তুমি জমিনকে দেখতে পাও শুষ্ক, বিবর্ণ। তারপর তিনি সেখানে পানিবর্ষণ করেন। তখন সেখানে শিহরণ জাগে, তা স্ফীত হয়। যিনি মৃত জমিনকে সজীব করেন, তিনিই মৃতদের করবেন জীবিত। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

http://alQuran.org.bd

৪০. যারা আমার আয়াতের অর্থ বিকৃত করে, তারা আমার অগোচর নয়। (দুই ব্যক্তির মধ্যে) শ্রেষ্ঠ কে? যাকে জাহান্নামে ফেলা হবে সে, না যে মহাবিচার দিবসে নিরাপদ থাকবে সে? তোমাদের যা ইচ্ছা করতে পারো, কিন্তু তিনি তার সম্যক-দ্রষ্টা।

৪১-৪২. কোরআনের বাণী শোনার পর যারা এর সত্যতা অস্বীকার করে, তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। মনে রেখো, এ এক মহিমাময় কিতাব। সামনে বা পেছন থেকে কোনো মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করতে পারবে না। প্রজ্ঞাময় সদাপ্রশংসিত আল্লাহর কাছ থেকে নাজিল হয়েছে এই কিতাব।

৪৩. (আর হে নবী!) তোমার সম্বন্ধে ওরা যা বলছে, তোমার পূর্ববর্তী রসুলদেরও একথাই বলা হতো। তোমার প্রতিপালক নিশ্চয়ই অতীব ক্ষমাশীল আবার (দুরাচারীদের) কঠিন শাস্তিদাতাও।

৪৪. আমি যদি আরবি ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় কোরআন নাজিল করতাম, তবে (যারা এখন এটা প্রত্যাখ্যান করছে, তখন) তারা বলত, 'এর আয়াতগুলো বিশদভাবে বর্ণিত হয় নি কেন? কী অদ্ভুত বিষয়! ভাষা অনারব আর রসুল আরবীয়।' হে নবী! ওদের বলো, কোরআন বিশ্বাসীদের জন্যে হেদায়েত ও নিরাময়স্বরূপ। আর যারা বিশ্বাস করবে না, তাদের কানে সৃষ্টি হবে বধিরতা, ঘটবে দৃষ্টিবিভ্রম। ওদের মনে হবে যেন ডাকা হচ্ছে বহুদূর থেকে।

॥ রুকু ৬ ॥

৪৫. আমি অবশ্যই মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। তখন তা নিয়েও মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। তোমার প্রতিপালকের তরফ থেকে পূর্বসিদ্ধান্ত না থাকলে বিষয়টির মীমাংসা হয়ে যেত। আসলে (যারা কোরআন বিশ্বাস করবে না) তারা এর শিক্ষা সম্পর্কে গভীর সংশয়ে নিমজ্জিত রয়েছে। ৪৬. আসলে যে সৎকর্ম করে, সে নিজের ভালোর জন্যেই তা করে। আর যে অপকর্ম করে, তার প্রতিফলও সে-ই ভোগ করবে। তোমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের ওপর কখনো জুলুম করেন না।

http://alQuran.org.bd

পঞ্চবিংশতিতম পারা

৪৭. কেয়ামত কখন হবে, এটা শুধু আল্লাহই জানেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে কোনো মুকুল থেকে ফল হয় না, কোনো নারী গর্ভধারণ করে না বা সন্তান প্রসব করে না। যেদিন আল্লাহ ওদের ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, 'আমার কথিত শরিকরা কোথায়?' তখন ওরা বলবে, 'আমরা নিবেদন করছি, আমরা কেউ এর দাবিদার নই।' ৪৮. পূর্বে ওরা যাদের ডাকত, তারা উধাও হয়ে যাবে। শরিককারীরা বুঝতে পারবে যে, ওদের পরিত্রাণের কোনো পথ নেই।

৪৯. মানুষ পার্থিব সমৃদ্ধি (ভোগ্যপণ্য ও ধনসম্পত্তি) কামনায় কখনো ক্লান্তিবোধ করে না। কিন্তু দুঃখদৈন্য এসে পড়লে সে হতাশায় ডুবে যায়। ৫০. বিপদের পর যখন আমি তাকে অনুগৃহীত করি, তখন সে বলে, 'এ আমার প্রাপ্য। আমার মনে হয় না কেয়ামত হবে। আর যদি প্রতিপালকের নিকট ফিরে যেতেও হয়, তবে সেখানেও আমি ভালোই থাকব।' কিন্তু মহাবিচার দিবসে আমি সত্য অস্বীকারকারীদের সুস্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দেবো পৃথিবীতে ওরা কী কী করেছে, সেইসাথে ওরা কর্মফল হিসেবে কঠিন শাস্তির স্বাদ নেবে।

৫১. মানুষ অনুগৃহীত হলে (হাওয়া লাগিয়ে) পাশ কাটিয়ে যেতে চায়, আমার স্মরণ থেকে দূরে সরে যায়, আর যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে তখন সে দীর্ঘ প্রার্থনা করতে শুরু করে। ৫২. হে নবী! ওদের জিজ্ঞেস করো, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এই কোরআন আল্লাহর কাছ থেকে নাজিল হয়ে থাকে আর তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করো, তবে এর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত ব্যক্তির চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত আর কে হতে পারে?

৫৩. সময় হলেই আমি আমার মহিমার নিদর্শনসমূহ বহির্জগতে ও তাদের অন্তর্জগতে প্রদর্শন করব। ফলে তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, কোরআনের বাণী সত্য। এর পূর্ব পর্যন্ত এটাই (জানা) কি যথেষ্ট নয় যে, তাদের প্রতিপালক সব বিষয়ে অবহিত? ৫৪. সত্যি বলতে কি, ওরা (মহাবিচার দিবসে) আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার ব্যাপারে সন্দিহান। অথচ তিনি সবকিছুকেই তাঁর আওতাধীন করে রেখেছেন।

http://alQuran.org.bd

৪২. সূরা শুরা

রুকু ৫ ॥ আয়াত ৫৩ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

হা-মিম। ২. আয়িন-সিন-কাফ। ৩. মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ
এভাবেই তোমার ও তোমার পূর্ববর্তী রসুলদের নিকট ওহী নাজিল করেছেন।
৪. মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবকিছুই তাঁর। তিনি সমুন্নত,
সুমহান। ৫. মহাকাশের বস্তুনিচয় (তাঁর ভয়ে কম্পমান হয়ে) ভেঙে পড়তে
পারে (এই আশঙ্কায়) ফেরেশতারা তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও
মহিমা ঘোষণা করে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। জেনে
রাখো, আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

৬. যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, আল্লাহ
তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল। তুমি ওদের কর্মবিধায়ক নও।
৭. আর আমি তোমার ওপর আরবি ভাষায় এভাবেই কোরআন নাজিল
করেছি, যাতে তুমি সতর্ক করতে পারো মক্কা ও তার চারপাশের মানুষকে,
সতর্ক করতে পারো মহাবিচার দিবস সম্পর্কে, যে বিষয়ে কোনো সন্দেহ
নেই। সেদিন একদল জান্নাতে আর একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

৮. আল্লাহ ইচ্ছা করলে সকল মানুষকে একজাতিতে পরিণত করতে
পারতেন। অবশ্য যে চায়, আল্লাহ তাকে অনুগৃহীত করেন। তবে জালেমদের
কোনো অভিভাবক নেই, কোনো সাহায্যকারীও নেই। ৯. ওরা কি আল্লাহ
ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে? কিন্তু অভিভাবক তো
শুধু আল্লাহ! আর তিনিই মৃতকে জীবিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

॥ রুকু ২ ॥

১০. (হে বিশ্বাসীরা!) যে-সব বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়,
তার চূড়ান্ত ফয়সালা তো নির্ভর করে আল্লাহর ওপর। সেই আল্লাহই আমার
প্রতিপালক, তাঁর ওপরই আমি ভরসা করি, তাঁর দিকেই আমি সবসময়
তাকিয়ে থাকি।

http://alQuran.org.bd

১১. তিনি মহাকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তিনি স্বজাতীয়দের মধ্য থেকেই তোমাদেরকে সাথি দিয়েছেন, একইভাবে সাথি দিয়েছেন গৃহপালিত প্রাণীদের। আর এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তিনি তোমাদের বংশবিস্তার করেন। কিন্তু কোনো কিছুই তাঁর মতো নয়। তিনি সব শোনেন, সব দেখেন।
১২. মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি তাঁরই কাছে। তিনি যার জন্যে ইচ্ছা রিজিক বৃদ্ধি করেন, যার জন্যে ইচ্ছা রিজিক সীমিত করেন। তিনি সব বিষয়ে সবকিছু জানেন।

১৩. তিনি তোমাদের জন্যে ধর্মের ক্ষেত্রে সেই পথই নির্ধারিত করেছেন, নূহকে যার নির্দেশ দিয়েছেন আর যা ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়েছে তোমার ওপর। আর এই একই পথনির্দেশ দেয়া হয়েছিল ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসাকে। বলা হয়েছিল, 'তোমরা দৃঢ়তার সাথে ধর্মবিধান অনুসরণ করো এবং তোমাদের ঐক্যে কোনো বিভেদ সৃষ্টি কোরো না।' যদিও যে (বিশ্বাসের ঐক্যের) পথে তুমি ডাকছ, শরিককারীদের কাছে তা খুবই দুঃসহ মনে হয়। যে ইচ্ছা করে আল্লাহ তাকে কাছে টানেন, যে তাঁর দিকে তাকায় আল্লাহ তাকে ধর্মের পথে পরিচালিত করেন।

১৪. (পূর্ববর্তী কিতাবিরা) সত্যজ্ঞান পাওয়ার পরও শুধু পারস্পরিক বিদ্বেষবশত নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটায়। নির্দিষ্ট মেয়াদে অবকাশ দেয়ার ক্ষেত্রে তোমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি না থাকলে ওদের বিষয়ে শুরুতেই ফয়সালা হয়ে যেত। ওদের পরেও যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে, তারাও এর যথার্থতার বিষয়ে সংশয়ী, সন্দিগ্ধ ও বিভ্রান্ত।

১৫. অতএব 'হে নবী! ওদেরকে সত্যধর্মের পথে আহ্বান করো। নির্দেশ মোতাবেক ধর্মের ওপর কায়েম থাকো এবং ওদের খেয়ালিপনার অনুসরণ কোরো না।' ওদের বলো, 'আল্লাহ যে কিতাব নাজিল করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস করি। আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে বিরোধীয় বিষয়ে সুবিচার করতে। আল্লাহ আমাদেরও প্রতিপালক, তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কাজের হিসাব আমাদেরকে দিতে হবে, তোমাদের কাজের হিসাব তোমাদেরকে দিতে হবে। অতএব তোমাদের সাথে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। আল্লাহ একদিন আমাদের সবাইকে সমবেত করবেন। তাঁর কাছেই আমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে।'

http://alQuran.org.bd

১৬. আল্লাহর ধর্মবিধান মেনে নেয়ার পর যারা এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়, আল্লাহর দৃষ্টিতে তাদের তর্ক নিরর্থক। ওদের ওপর পড়বে গজব, ওরা পাবে কঠিন শাস্তি। ১৭. কারণ আল্লাহ নিজেই সত্যসহ কিতাব নাজিল করেছেন। এর মাধ্যমে মানুষকে দিয়েছেন ভালো-মন্দ বিচার করার ন্যায়দণ্ড। আর তোমরা কীভাবে জানো যে, কেয়ামত সন্নিকটে নয়? ১৮. আসলে যারা জবাবদিহিতায় বিশ্বাস করতে চায় না, তারাই (কৌতুক করে) কেয়ামতকে ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা বিশ্বাসী তারা এই দিবস নিয়ে শঙ্কিত। কারণ তারা জানে, অবশ্যই এই দিনটি আসবে। জেনে রাখো, মহাবিচার দিবস নিয়ে যারা তর্কবিতর্ক করে, তারা ঘোরতর পথভ্রষ্ট। ১৯. আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতিদয়ালু। তিনি যাকে ইচ্ছা রিজিক দান করেন। তিনি সর্বশক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী।

॥ রুকু ৩ ॥

২০. কেউ তার কর্মফল পরকালে পেতে চাইলে আমি তার ফলন বাড়িয়ে দেই আর কেউ দুনিয়ায় কর্মফল পেতে চাইলে তাকে দুনিয়াতেই দেই, পরকালে তার পাওয়ার কিছু থাকবে না।

২১. (পার্থিব প্রাপ্তির বাইরে কোনোকিছুকে যারা গুরুত্ব দেয় না) তারা কি মনে করে যে, তাদের উপাস্য দেবতারা তাদের জন্যে এমন ধর্মবিধান দিয়েছে, যার জন্যে আল্লাহর অনুমতির প্রয়োজন নেই? মহাবিচার দিবসের ঘোষণা না থাকলে এদের বিষয়ে পূর্বেই ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয়ই জালেমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

২২. (মহাবিচার দিবসে) তুমি জালেমদের তাদের কৃতকর্মের জন্যে ভীতসন্ত্রস্ত দেখবে। কৃতকর্মের শাস্তি ওরা পাবেই। আর যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল তারা জান্নাতের মনোরম স্থানে প্রবেশ করবে। তারা যা চাইবে প্রতিপালকের কাছে, তা-ই পাবে। আর এটা হবে তাদের প্রতি মহা-অনুগ্রহ। ২৩. আর এই মহা-অনুগ্রহের সুসংবাদ আল্লাহ তার বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল বান্দাদের দিচ্ছেন। হে নবী! ওদের বলো, 'এই সুসংবাদ দেয়ার জন্যে আমি তোমাদের কাছে কোনো পুরস্কার চাই না, আমি শুধু চাই তোমরা পরস্পরকে নিকটাত্মীয়ের মতো ভালবাসবে।' নিশ্চয়ই যে ভালো কাজ করে আমি তার জন্যে কল্যাণ বৃদ্ধি করি। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, মহাগুণগ্রাহী।

http://alQuran.org.bd

২৪. আশ্চর্য! ওরা কি বলতে চায় তুমি আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করেছ? যদি তা-ই হতো তবে তিনি তোমার অন্তরে চিরদিনের জন্যে মোহর মেরে দিতে পারতেন। (তোমরা জেনে রাখো) আল্লাহ মিথ্যাকে বিলুপ্ত করেন এবং নিজ বাণীর সাহায্যে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয়ই তিনি অন্তর্যামী।

২৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন। তাদের পাপমোচন করেন। তোমরা যা করো, তিনি তা সবই জানেন। ২৬. বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের ডাকে তিনি সবসময় সাড়া দেন। তাদেরকে বিশেষভাবে অনুগৃহীত করেন। অপরপক্ষে সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে অপেক্ষা করছে কঠিন আজাব।

২৭. আল্লাহ তাঁর সকল বান্দাকে উপচে পড়া জীবনোপকরণ দিলে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত। তাই তিনি তাঁর বিবেচনামতো জীবনোপকরণ বরাদ্দ করে থাকেন। তিনি তাঁর বান্দাদের প্রয়োজন ভালো করেই জানেন, তাদের সবার প্রতিই নজর রাখেন।

২৮. মানুষ যখন সমস্ত আশা হারিয়ে ফেলে, তখন তিনিই বৃষ্টি পাঠান এবং তাঁর করুণাধারায় সিক্ত করেন। কারণ তিনি তাদের অভিভাবক। সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য! ২৯. তাঁর মহিমার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে মহাকাশ ও পৃথিবী আর এর মধ্যে বসবাসকারী প্রাণিজগৎ। (যেহেতু এসব তাঁরই সৃষ্টি, তাই) তিনি যখনই চাইবেন, তখন সকল প্রাণিকুলকে এক স্থানে সমবেত করার ক্ষমতাও তাঁর রয়েছে।

॥ রুকু ৪ ॥

৩০. (মহাবিচার দিবসে) তোমাদের ওপর যে বিপর্যয়ই নেমে আসুক, তা হবে তোমাদের কর্মফল। যদিও তিনি অনেক কিছু এমনিই ক্ষমা করে থাকেন। ৩১. তোমরা পৃথিবীর কোথাও (আত্মগোপন করে) তাঁকে ফাঁকি দিতে পারবে না। আর (পরকালেও) তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো অভিভাবক নেই, কোনো সাহায্যকারীও নেই।

৩২. তাঁর মহিমার অন্যতম নিদর্শন সমুদ্রে ভাসমান পাহাড়সম জাহাজগুলো। ৩৩. তিনি ইচ্ছা করলে বায়ুপ্রবাহ বন্ধ করে দিতে পারেন। তখন জাহাজগুলো পানির ওপর অচল দাঁড়িয়ে থাকবে। নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও শোকরগোজার মানুষের জন্যে শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে। ৩৪. (অথবা তিনি

http://alQuran.org.bd

ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে) ওদের কৃতকর্মের শাস্তি হিসেবে জাহাজগুলো ডুবিয়ে দিতে পারেন। যদিও তিনি অনেক কিছু ক্ষমাও করে থাকেন। ৩৫. যারা আমার বাণী নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তারা জেনে রাখুক, (আমার আওতা থেকে) তাদের পালানোর কোনো পথ নেই।

৩৬-৩৯. (মনে রেখো) তোমাদেরকে বর্তমানে যা-কিছু দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের জন্যে। আর আল্লাহ যা রেখেছেন, তা এর চেয়ে অনেক ভালো ও চিরস্থায়ী। এ সবকিছু পাবে তারাই, যারা বিশ্বাসী ও আল্লাহর ওপর ভরসাকারী। বিশ্বাসী ও ভরসাকারীরা (এক) গুরুতর পাপ ও অশ্লীলতা থেকে নিজেকে রক্ষা করে, (দুই) (রাগ দমন করে) ক্রোধান্বিত হলেও ক্ষমা করে, (তিন) প্রতিপালকের নির্দেশ মেনে চলে, (চার) নামাজ কায়েম করে, (পাঁচ) পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ করে কাজ করে, (ছয়) তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তা থেকে অন্যের জন্যে ব্যয় করে এবং (সাত) অত্যাচারিত হলে (ধৈর্যের সাথে) তার মোকাবেলা ও প্রতিকার করে।

৪০. কিন্তু (সবসময় মনে রেখো) অত্যাচারের প্রতিকার করতে গিয়ে (তুমি যেন) অত্যাচার না করে ফেলো। তাই যে তার শত্রুকে ক্ষমা করে দেয় এবং শান্তিস্থাপন করে, আল্লাহর নিকট তার জন্যে মহাপুরস্কার রয়েছে। আল্লাহ জালেমদের অপছন্দ করেন। ৪১. তবে অত্যাচারিত হওয়ার পর যে সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকবে না। ৪২. অভিযুক্ত হবে তারা, যারা মানুষের ওপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীর বুকে অন্যায় ও অশান্তি সৃষ্টি করে। ওদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি! ৪৩. কিন্তু কেউ যদি প্রতিকূলতার মুখে ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করে, তা হবে (অতিমহৎ মানবিকতা) অতিসাহসী কাজ।

॥ রুকু ৫ ॥

৪৪. আল্লাহ কাউকে পথভ্রষ্ট হতে দিলে সে কোনো অভিভাবক পাবে না। তাই (মহাবিচার দিবসে) এই দুরাচারীরা যখনই ওদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে অপেক্ষমাণ দেখতে পাবে, তখন তুমি ওদেরকে আর্তনাদ করে বলতে শুনবে, 'পৃথিবীতে আবার ফিরে যাওয়ার (অর্থাৎ সৎকর্ম করার) কোনো সুযোগ পাব কি?' ৪৫-৪৬. ওদেরকে যখন জাহান্নামের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তুমি দেখবে অপমানে অবনত শূন্যদৃষ্টিতে ওরা এদিক-ওদিক দেখছে। অপরদিকে বিশ্বাসীরা বলবে, যারা নিজেদের ও অনুসারীদের সত্তাকে

http://alQuran.org.bd

বিনষ্ট করেছে, তারাই মহাবিচার দিবসে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। জেনে রাখো, জালেমরা অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহর মোকাবেলায় সেদিন ওরা কোনো সাহায্যকারী পাবে না। আসলে আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট হতে দেন, তার রক্ষা পাওয়ার উপায় নেই।

৪৭. (অতএব হে মানুষ!) অবশ্যম্ভাবী মহাবিচার দিবস আসার আগেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ধর্মবিধান অনুসরণ করো। সেদিন তোমাদের কোনো আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং সেদিন (তোমরা তোমাদের পাপাচার অস্বীকার করারও) কোনো সুযোগ পাবে না।

৪৮. এরপরও যদি ওরা তোমার ডাক না শোনে, তবে তুমি মনে রেখো, আমি তোমাকে ওদের কর্মবিধায়ক করে পাঠাই নি। তোমার কাজ শুধু বাণী পৌঁছে দেয়া। (মনে রেখো, আসলে মানুষের স্বভাব হচ্ছে) আমি যখন তাকে আমার অনুগ্রহের স্বাদ নিতে দেই, তখন সে আনন্দে ডুবে যায় (আর আমাকে বিস্মৃত হয়)। আর যখন তার কৃতকর্মের পরিণতিতে দুর্ভোগ আপতিত হয়, তখন সে একেবারেই অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। *[অর্থাৎ তখন সে ভালো সময়গুলোর জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে মন্দ সময়ের উল্লেখ করে বলতে থাকে, 'আল্লাহ যদি থাকত তবে জীবনে এত দুর্ভোগ হয় কী করে? আল্লাহ কি দেখে না?']*

৪৯-৫০. মহাকাশ ও পৃথিবীর একচ্ছত্র আধিপত্য আল্লাহর। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা-ই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন। যাকে ইচ্ছা পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন। যাকে ইচ্ছা তাকে সন্তানহীন করে রাখেন। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

৫১. মরণশীল মানুষের পক্ষে এ সুযোগ পাওয়া সম্ভব নয় যে, ওহী ছাড়া বা কোনো অন্তরাল না রেখে আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন। তাই আল্লাহ ফেরেশতা পাঠান, যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা পেশ করে। তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়। ৫২-৫৩. এ কারণেই (হে নবী!) আমি এভাবেই তোমার কাছে ফেরেশতার মাধ্যমে ওহী পাঠিয়েছি। (এভাবে না পাঠালে) তুমি জানতে পারতে না, 'কিতাব কী? বিশ্বাস কী?' কিন্তু এখন একেই আলোকবর্তিকা বানিয়েছি, যার দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যে চায় তাকে পথনির্দেশ করি। আর (এই আলোয় আলোকিত হয়ে) তুমিও মানুষকে সরলপথ প্রদর্শন করো–যে পথ আল্লাহর পথ। আর আল্লাহই মহাবিশ্বের সবকিছুর একমাত্র মালিক। নিশ্চয়ই সবকিছু শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবে।

http://alQuran.org.bd

৪৩. সূরা জুখরুফ

রুকু ৭ ॥ আয়াত ৮৯ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

হা-মিম। ২-৩. সাক্ষী ধ্রুবসত্য প্রকাশক এই কিতাব। আমি এই কোরআন নাজিল করেছি আরবি ভাষায়, যাতে তোমরা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে যথার্থ জ্ঞানলাভ করতে পারো। ৪. নিশ্চয়ই মহাপ্রজ্ঞাময় কোরআন রয়েছে আমার কাছে সকল কিতাবের উৎস সুরক্ষিত ফলকে–লাওহে মাহফুজে।

৫. (হে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়!) তোমরা ক্রমাগত সীমালঙ্ঘন করে আত্মবিনাশে লিপ্ত বলে কি এই উপদেশবাণী পুরোপুরি প্রত্যাহার করে নেব? ৬. হায়! অতীতে তোমাদের পূর্ববর্তীদের কাছে আমি বহু নবী পাঠিয়েছি। ৭. ওদের কাছে যখনই কোনো নবী এসেছে, ওরা তাকে নিয়ে হাসিতামাশা করেছে। ৮. পরিণামে আমি ওদের বিনাশ করেছি, যদিও ওরা এদের চেয়ে শক্তিতে প্রবল ছিল। ফলে এই জনপদগুলো পরিণত হয়েছে বিস্মৃত অতীতে।

৯. (হে নবী!) তুমি যদি ওদের জিজ্ঞেস করো, 'কে মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে?' ওদের অধিকাংশ অবশ্যই বলবে, 'মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ এসব সৃষ্টি করেছেন।' ১০-১১. তিনি জমিনকে বানিয়েছেন তোমাদের আশ্রয়স্থল! সেখানে (জীবিকা সংগ্রহের) পথ করে দিয়েছেন, যাতে করে তোমরা কল্যাণের পথে চলতে পারো। তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করেন বার বার, পরিমিতভাবে। আর তা দিয়ে নিষ্প্রাণ রুক্ষ জমিনকে সজীব করে তোলেন। এমনিভাবেই তোমাদেরকে একদিন পুনরুত্থিত করা হবে।

১২-১৪. তিনি সবকিছুই জোড়ায় জোড়ায় (বিপরীত ও পরিপূরকরূপে) সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের জন্যে বানানোর ব্যবস্থা করেছেন নৌযান আর সৃষ্টি করেছেন গৃহপালিত পশু, যাতে তোমরা ওদের পিঠে স্থির হয়ে বসে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ করে বলতে পারো, 'পবিত্র মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন, তা না হলে আমরা এদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম না। আর আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাব।'

http://alQuran.org.bd

১৫. (অধিকাংশ মানুষই এই সত্যকে স্বীকার করে।) তা সত্ত্বেও ওরা আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে কাউকে কাউকে তাঁর সন্তান হিসেবে গণ্য করেছে। হায়! ওরা কত অকৃতজ্ঞ!

॥ রুকু ২ ॥

১৬. আল্লাহ কি তাঁর সৃষ্টি থেকে নিজের জন্যে কন্যাসন্তানদের বেছে নিয়েছেন আর তোমাদের ধন্য করেছেন পুত্রসন্তানদের দিয়ে? ১৭-১৮. অথচ ওদের অবস্থা হচ্ছে, দয়াময়ের সন্তান বলে ওরা যাদেরকে অভিহিত করে, সেই কন্যাদের জন্মের সংবাদ যদি ওদেরকে দেয়া হয়, তখন ওদের মুখ কালো হয়ে যায় এবং ওরা অসহনীয় চাপা ক্রোধে জর্জরিত হয়–কী! (আমার কন্যা হয়েছে) যাকে লালন করতে হবে স্রেফ অলংকার হিসেবে? তারপর সে ডুবে যায় এক অন্তর্দ্বন্দ্বে (অর্থাৎ মেরে ফেলবে, না লালন করবে)।

১৯. দয়াময়ের বান্দা ফেরেশতাদেরকে ওরা কি নারী বলে গণ্য করে? ফেরেশতাদের সৃষ্টি কি ওরা প্রত্যক্ষ করেছিল? ওদের এসব মিথ্যা দাবি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং (মহাবিচার দিবসে) ওদেরকে এজন্যে জবাবদিহি করতে হবে। ২০. এরপরও ওরা বলে, দয়াময় ইচ্ছা না করলে আমরা এদের উপাসনা করতাম না। কিন্তু (আল্লাহ এ ধরনের কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন) এমন কোনো সুনিশ্চিত তথ্য বা জ্ঞান ওদের নেই। এগুলো ওদের নিছক কল্পনা। ২১. অথবা আমি কি ইতঃপূর্বে ওদেরকে (ফেরেশতা পূজার) সপক্ষে কোনো ওহী নাজিল করেছি, যা ওরা দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করছে? ২২. বরং ওরা তো বলে, আমরা আমাদের বাপদাদাদের যা বিশ্বাস ও অনুসরণ করতে দেখেছি, আমরা তা-ই করছি। ২৩. সবসময় এমনই হয়েছে। তোমার পূর্বে কোনো জনপদে যখনই আমি কোনো সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখন ওদের প্রভাবশালীরা বলেছে, 'আমরা তো আমাদের বাপদাদাদের যে ধর্মপালন করতে দেখেছি, তা-ই অনুসরণ করছি।'

২৪. প্রত্যেক নবীই ওদেরকে প্রশ্ন করেছে, 'আমি যদি তোমাদের বাপদাদাদের পন্থার চেয়েও কোনো উত্তম পথ দেখাই, তারপরও কি তোমরা বাপদাদাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে?' ওরা নবীদের একই জবাব দিয়েছে, 'তোমরা যে বাণী নিয়ে এসেছ, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করছি।' ২৫. শেষ পর্যন্ত ওরা অবাধ্যতার শাস্তি পেয়েছে। দেখ, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতি কত মর্মান্তিক হয়!

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ৩ ॥

২৬-২৭. স্মরণ করো! ইব্রাহিম তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা যাদের উপাসনা করো, তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি তো শুধু আমার স্রষ্টার উপাসনা করি, যিনি আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন। ২৮. ইব্রাহিমের এ ঘোষণাই হয়ে গেল তার অধস্তন পুরুষদের উত্তরাধিকার। আর এ বাণীই হলো তাদের সত্যে ফিরে তাকানোর আলোকবর্তিকা।

২৯. (কিন্তু এ সত্য থেকে সরে যাওয়ার পরও) ওদের এবং ওদের পূর্বপুরুষদের আমি মুক্তভাবে জীবন উপভোগের সুযোগ দিয়েছি। এখন ওদের কাছে সত্যের সুস্পষ্ট বাণী নিয়ে রসুলের আগমন ঘটেছে। ৩০. কিন্তু যখন ওদের কাছে সত্য এলো, তখন ওরা বলল, ‘এ-তো স্রেফ জাদু! আমরা একে প্রত্যাখ্যান করছি।’ ৩১. আর ওরা বলে, ‘(মক্কা ও তায়েফের) কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির ওপর কেন কোরআন নাজিল হলো না?’

৩২. (হে নবী! ওদের জিজ্ঞেস করো) ‘তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ কি ওরা বণ্টন করে?’ বরং আমিই ওদের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করি এবং পার্থিব জীবনে একজনকে অন্যজনের ওপর মর্যাদায় উন্নীত করি, যাতে একে অপরের সহযোগিতা নিতে পারে। কিন্তু ওদের প্রভাবশালীরা যা সঞ্চয় করে, তার চেয়ে তোমার প্রতিপালকের রহমত অনেক উত্তম।

৩৩-৩৫. (প্রচুর ধনসম্পত্তি পেলে) সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা একক সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হবে, এমন আশঙ্কা না থাকলে দয়াময়কে যারা অস্বীকার করে আমি তাদের ঘরের ছাদ, সিঁড়ি, দরজা, পালঙ্ক সব রুপার বানিয়ে দিতাম, দিতাম স্বর্ণের তৈজসপত্র। কিন্তু এ সবই তো হচ্ছে পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী বিলাস-উপকরণ। অবশ্যই আল্লাহ-সচেতনদের জন্যে তোমার প্রতিপালকের কাছে রয়েছে পরকালের অনন্ত কল্যাণ।

॥ রুকু ৪ ॥

৩৬. কেউ যখন দয়াময়ের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন আমি তার জন্যে এক অপ-তাড়নারূপী শয়তানকে স্থায়ীভাবে নিয়োজিত করি। আর এই অপ-তাড়নাই হয়ে যায় তার অপর সত্তা। ৩৭. এই অপ-তাড়নারূপী

http://alQuran.org.bd

শয়তানই মানুষকে সৎপথ থেকে বিরত রাখে, ওদেরকে সবসময় ভাবায় যে, ওরা ঠিক পথেই আছে।

৩৮. শেষ পর্যন্ত (মহাবিচার দিবসে) যখন সে আমার কাছে আসবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, হায়! তোমার ও আমার মধ্যে যদি পূর্ব-পশ্চিমের ব্যবধান থাকত! সঙ্গী হিসেবে শয়তান কতই না নিকৃষ্ট! ৩৯. তখন ওদের বলা হবে, তোমরা যেহেতু সীমালঙ্ঘন করেছিলে, তাই আজকের অনুশোচনা তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না। তোমাদেরকে একসাথেই শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৪০. হে নবী! তুমি কি কখনো বধিরকে শোনাতে পারবে? অথবা যে অন্ধ এবং যে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত, তাকে কি তুমি সৎপথে আনতে পারবে? ৪১. এখন তোমাকে সরিয়ে নিলেও আমি ওদের শাস্তি দেবো! ৪২. আমি ওদেরকে যে শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছি, তা পুরো করার এখতিয়ার তো আমারই হাতে এবং তা তোমাকে পৃথিবীতে দেখাতে পারি (আবার না-ও দেখাতে পারি)।

৪৩. সুতরাং তোমার ওপর যে ওহী নাজিল হয়েছে, তা অনুসরণে অটল থাকো। তুমি সরল-সঠিক পথেই আছ। ৪৪. নিঃসন্দেহে এই কোরআন তোমার ও তোমার অনুসারীদের জন্যে অত্যন্ত সম্মানের বিষয়। কিন্তু সময় হলে তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে (এই কোরআন নিয়ে তোমরা কী করেছ)। ৪৫. তোমার আগে যে রসুলদের পাঠিয়েছি, তাদের জিজ্ঞেস করে দেখ, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে উপাসনা করার অনুমতি দিয়েছিলাম?

॥ রুকু ৫ ॥

৪৬. মুসাকে আমি আমার মহিমার নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার সভাসদদের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, ‘মহাবিশ্বের প্রতিপালক আমাকে পাঠিয়েছেন।’ ৪৭. আমার নিদর্শনগুলো ওদের কাছে পেশ করামাত্র ওরা ব্যঙ্গবিদ্রুপ শুরু করল। ৪৮. ওদেরকে দেখানো প্রতিটি নিদর্শনই ছিল পূর্ববর্তী নিদর্শনের চেয়ে উৎকৃষ্ট। আমি ওদের ওপর একের পর এক আজাব প্রেরণ করলাম, যাতে ওরা সত্যপথে ফিরে আসে।

http://alQuran.org.bd

৪৯. প্রতিবারই আজাব ভোগের সময় ওরা মুসাকে বলেছে, 'হে জাদুকর! তোমার প্রতিপালকপ্রদত্ত পদমর্যাদার জোরে তাঁর কাছে আমাদের জন্যে প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই আমরা সৎপথের অনুসারী হবো।' ৫০. কিন্তু যখনই আমি আজাব থেকে ওদের রেহাই দিতাম, তখনই ওরা নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করত।

৫১-৫৩. ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে ডেকে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! মিশর রাজ্য কি আমার নয়? এই নদীগুলোর মালিক কি আমি নই? তোমরা কি বুঝতে পারছ না (আমিই তোমাদের প্রভু)? আমি কি (মুসার চেয়ে) শ্রেষ্ঠ নই? এই ছোটলোক তো স্পষ্ট করে কথাও বলতে পারে না! (যদি সে নবী হয়) তবে তাকে কেন স্বর্ণবলয় দেয়া হলো না? কেন ফেরেশতারা দলবদ্ধভাবে তার সঙ্গে থাকে না?'

৫৪. এভাবেই ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে বোকা বানাল। ওরা তার কথাই মেনে নিল। আসলে ওরা ছিল সত্যত্যাগী। ৫৫-৫৬. এভাবে ওরা যখন সীমালঙ্ঘন অব্যাহত রাখল, তখন আমি ওদের শাস্তি দিলাম। সবাইকে পানিতে ডুবিয়ে দিলাম। আর ওরা হয়ে গেল বিস্মৃত অতীত। আর পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে হলো দৃষ্টান্ত।

॥ রুকু ৬ ॥

৫৭-৫৮. (হে নবী!) যখন মরিয়মপুত্রের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়, তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল শুরু করে দেয় এবং বলে, 'আমাদের উপাস্যরা বড়, না ঈসা?' ওরা শুধু বিতর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই একথা বলে। আসলে ওরা এক কলহপ্রবণ সম্প্রদায়!

৫৯. ঈসা তো আমারই এক অনুগৃহীত বান্দা, যাকে করেছিলাম বনি ইসরাইলের জন্যে উদাহরণ। ৬০. (আর যারা ফেরেশতাদের উপাসনা করো, তারা শোনো) আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের পরিবর্তে ফেরেশতাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করতে পারতাম। ৬১-৬২. ঈসা তো কেয়ামতের নিশ্চিত নিদর্শন। অতএব তোমরা জবাবদিহিতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ কোরো না। আমার পথনির্দেশনা অনুসরণ করো। এটাই সরলপথ। শয়তান যেন কিছুতেই তোমাদেরকে এ থেকে বিরত না করে। সে-তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

http://alQuran.org.bd

৬৩. ঈসা যখন তার সম্প্রদায়ের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এলো, তখন সে বলেছিল, আমি তো তোমাদের কাছে প্রজ্ঞা নিয়ে এসেছি, তোমাদের মতভেদ দূর করার জন্যে। অতএব তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও ও আমাকে অনুসরণ করো। ৬৪. নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। তাই শুধু তাঁরই ইবাদত করো। এটাই সরলপথ।

৬৫. কিন্তু (ঈসার পরবর্তী প্রজন্মরা) বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করল। আসলে দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে এই অনাচারীদের জন্যে, যা ওদের ওপর আপতিত হবে এক মর্মন্তুদ দিবসে। ৬৬. আসলে দুরাচারীরা কি অপেক্ষা করছে মহাবিচার দিবসের, যা ওদের অজান্তেই হঠাৎ করে এসে পড়বে? ৬৭. মহাবিচার দিবসে বন্ধুরাই পরস্পর শত্রু হয়ে যাবে, শুধু আল্লাহ-সচেতনরা ছাড়া।

॥ রুকু ৭ ॥

৬৮-৭০. (আল্লাহ বলবেন) হে আমার অনুগত বান্দারা! আজ তোমরা সব ধরনের শঙ্কা, পেরেশানি ও দুঃখ থেকে মুক্ত। তোমরা আমার আয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলে এবং নিজেকে পুরোপুরি সমর্পিত করেছিলে। তাই তোমরা তোমাদের সাথিদেরসহ জান্নাতে প্রবেশ করো। ৭১-৭৩. সোনার থালা ও পানপাত্রে পানাহার নিয়ে জান্নাতে তাদের জন্যে অপেক্ষা করা হবে। মনপসন্দ ও নয়নজুড়ানো সবকিছুই থাকবে সেখানে। তোমরা সেখানে থাকবে চিরকাল। (বলা হবে, ভালো করে তাকাও! দেখ!) এই সেই প্রতিশ্রুত জান্নাত। তোমাদের সৎকর্মের ফলশ্রুতি হিসেবে তোমরাই এখন এর উত্তরাধিকারী। কর্মের প্রতিফল হিসেবে তোমরা থাকবে উপচে পড়া সুখ-প্রাচুর্যে, যা থেকে যত খুশি তোমরা ভোগ করবে।

৭৪-৭৫. নিশ্চয়ই পাপাচারীরা জাহান্নামের আজাবে নিমজ্জিত হবে। শাস্তি হবে স্থায়ী। শাস্তি কমানো হবে না কোনোভাবেই। শাস্তি ভোগ করতে করতে জমাট হতাশা ওদের গ্রাস করে ফেলবে। ৭৬-৭৭. আমি কখনোই ওদের ওপর অবিচার করি নি। নিজেদের অনাচারই ওদের সর্বনাশ করেছে। (জাহান্নামের রক্ষীদের নিকট) ওরা আর্তনাদ করে বলবে, 'হে মালিক! তোমার প্রতিপালককে বলো, আমাদেরকে শেষ করে দিক!' জবাবে সে বলবে, 'তোমরা এভাবেই জ্বলতে থাকবে।'

http://alQuran.org.bd

৭৮. আল্লাহ তখন বলবেন, (হে পাপিষ্ঠরা!) আমি তো তোমাদের কাছে সত্য পৌঁছে দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলে সত্যধর্মে নিস্পৃহ!

৭৯-৮০. সত্য অস্বীকারকারীরা কি কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে? নিক! আমিও ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছি। ওরা কি মনে করে, আমি ওদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণার কোনো খবর রাখি না? অবশ্যই রাখি। আমার নিযুক্ত ফেরেশতারা তো ওদের কাছে থেকে সবকিছুই রেকর্ড করছে।

৮১. হে নবী! ওদের বলো, 'দয়াময়ের সত্যিই যদি কোনো সন্তান থাকত, তবে আমিই প্রথম তার উপাসনা করতাম।' ৮২. মহাকাশ ও পৃথিবীর প্রভু ও আরশের মালিক ওদের এই মিথ্যারোপ থেকে অতিপবিত্র, মহামহান! ৮৩-৮৪. অতএব, প্রতিশ্রুত মহাবিচার দিবস পর্যন্ত ওদের ছেড়ে দাও, ওরা ওদের মিথ্যাচারের খেলা খেলুক। (সেদিন ওরা বুঝবে) দয়াময় একাই মহাকাশের প্রভু, জমিনের প্রভু। তিনিই সত্যিকারের প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। ৮৫. (সেদিন ওরা বুঝবে) কত মহান শ্রেষ্ঠ তিনি, যিনি মহাবিশ্বের সবকিছুর সার্বভৌম অধিপতি। মহাবিচার দিবসের জ্ঞান শুধু তাঁর কাছেই আছে। তাঁর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

৮৬. আল্লাহর পরিবর্তে ওরা যাদের উপাসনা করে, তাদের কারোরই সুপারিশ করার কোনো ক্ষমতা নেই। তবে কেউ জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যের সাক্ষ্য দিলে তা ভিন্ন কথা।

৮৭. (হে নবী!) যদি তুমি সত্য অস্বীকারকারীদের জিজ্ঞেস করো, কে তাদের সৃষ্টি করেছে? উত্তরে ওরা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'! তারপরও ওদের বিকৃত চিন্তা ওদেরকে সত্য থেকে কত দূরে নিয়ে যায়!

৮৮. আমি অবগত আছি রসুলের উক্তি–'হে আমার প্রতিপালক! এ সম্প্রদায় তো বিশ্বাস স্থাপন করে না!' ৮৯. অতএব, হে নবী! তুমি ওদের উপেক্ষা করো আর বলো, 'সালাম' (তোমাদের প্রতি)। সময় এলেই ওরা সত্য জানতে পারবে।

http://alQuran.org.bd

৪৪. সূরা দোখান

রুকু ৩ ॥ আয়াত ৫৯ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

হা-মিম। ২. সাক্ষী ধ্রুবসত্য প্রকাশক এই কিতাব। ৩. আমি এই কোরআন নাজিল করেছি এক মোবারক রাতে। নিশ্চয়ই আমি সবসময় মানুষকে সতর্ক করে আসছি।

৪-৬. সেই মোবারক রাতে প্রজ্ঞাময়তা দ্বারা (সত্য ও মিথ্যার) প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুস্পষ্ট ফয়সালা করা হয়। তোমার প্রতিপালকের করুণাস্বরূপ তোমার কাছে (পথনির্দেশক সত্যবাণী) প্রেরণ করা হয়। নিশ্চয়ই তিনি সব শোনেন, সব জানেন।

৭-৮. যদি তোমরা আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করতে চাও (তাহলেই উপলব্ধি করতে পারবে যে) মহাবিশ্বের সবকিছুরই প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনিই জীবন দান করেন। তিনিই মৃত্যু ঘটান। তিনি তোমাদেরও প্রতিপালক, তোমাদের বাপদাদাদেরও প্রতিপালক। ৯. কিন্তু যাদের অন্তর সংশয়াচ্ছন্ন, তারাই সন্দেহ ও অন্তর্দ্বন্দ্বে ডুবে যায়।

১০-১২. অতএব তোমরা অপেক্ষা করো সেদিনের, যেদিন আকাশ থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী এসে গ্রাস করবে সমগ্র মানবজাতিকে। (পাপীরা চিৎকার করে বলবে) 'এ এক কঠিন আজাব!' ওরা তখন আর্তনাদ করে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই আজাব থেকে রেহাই দাও। আমরা অবশ্যই বিশ্বাস স্থাপন করব।'

১৩-১৪. ওদের এই শেষ মুহূর্তের আর্তি কীভাবে পূরণ হতে পারে? কারণ ওদের কাছে সুস্পষ্ট সত্যবাণী নিয়ে বর্তমানে এক রসুল এসেছে কিন্তু ওরা তাকে অস্বীকার করে বলে, 'সে-তো (অন্যদের কাছ থেকে) শিক্ষাপ্রাপ্ত উন্মাদ!'

১৫-১৬. (তা সত্ত্বেও) আমি যদি কিছুকালের জন্যে আজাব স্থগিত রাখি, তাহলে তোমরা (অন্যায়ের পথেই) ফিরে যাবে। কিন্তু যেদিন (সকল পাপীকে) পাকড়াও করা হবে, সেদিন তোমরাও কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

http://alQuran.org.bd

১৭-২১. সুদূর অতীতে আমি ফেরাউনের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম। ওদের কাছেও পাঠিয়েছিলাম এক সম্মানিত রসুল। সে ওদের বলল, 'আল্লাহর বান্দাদের আমার হাতে সঁপে দাও। আমি তোমাদের জন্যে এক বিশ্বস্ত রসুল। তোমরা আল্লাহর অবাধ্য হয়ো না। আমি রসুল হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ তোমাদের কাছে পেশ করছি। তোমাদের সকল ধরনের শত্রুতার বিরুদ্ধে আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করছি। আর তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস করতে না পারো, তবে কমপক্ষে আমার কাছ থেকে দূরে থাকো!' ২২. (এরপর যখন ওরা শত্রুতা অব্যাহত রাখল) মুসা তার প্রতিপালকের কাছে নিবেদন করল, 'এরা এক গুরুতর অপরাধী সম্প্রদায়!'

২৩-২৮. (আল্লাহ বললেন) 'তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ো। অবশ্যই তোমাদের পিছু নেয়া হবে। (তোমাদের ও ফেরাউনের বাহিনীর মাঝে) সমুদ্রকে শান্ত থাকতে দাও। ওরা এমন এক দল, যারা ডুবে মারা যাবে।' শেষ পর্যন্ত (ওরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল) এবং পেছনে রেখে গেল কত বাগান, নদীনালা, শস্যক্ষেত, সুরম্য প্রাসাদ, বিলাস-উপকরণ; যা নিয়ে তারা আনন্দ-ফুর্তিতে থাকত। আর দেখ, আমি এ সবকিছুর উত্তরাধিকারী করেছিলাম অন্য সম্প্রদায়কে। ২৯. মহাকাশ বা পৃথিবী–কেউই ওদের জন্যে অশ্রুপাত করে নি এবং ওদেরকে কোনো ছাড়ও দেয়া হয় নি।

॥ রুকু ২ ॥

৩০-৩১. ফেরাউনের লাঞ্ছনাদায়ক নিপীড়নের কবল থেকে আমি বনি ইসরাইলকে উদ্ধার করেছিলাম। অবাধ্য সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যেও ফেরাউন ছিল চরম বিভ্রান্ত।

৩২-৩৩. অবশ্যই আমি জেনেবুঝে বনি ইসরাইলকে (সেই সময়ের) অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে বেশি অনুগ্রহ করেছিলাম। আর তখন তাদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ দান করলাম, যার মধ্যে পরীক্ষা সুপ্ত ছিল। ৩৪-৩৬. আর এখন ওদের উত্তরসূরিরা বলে, 'একবার মারা যাওয়ার পর আর কিছুই নেই। আমরা কখনো উত্থিত হবো না। অতএব (হে বিশ্বাসীরা!) তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে (প্রমাণ হিসেবে) আমাদের মৃত পূর্বপুরুষদের জীবিত করে দেখাও।'

http://alQuran.org.bd

৩৭. (আল্লাহ বলেন) 'ওরা উত্তম, না তুব্বা সম্প্রদায় বা ওদের পূর্ববর্তীরা? আমি ওদেরকে ধ্বংস করেছিলাম, কারণ ওরা অপরাধে নিমজ্জিত ছিল।'

৩৮-৩৯. মহাকাশ ও পৃথিবী এবং এর মধ্যবর্তী কোনো কিছুই আমি খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করি নি। অবশ্যই আমি এই দুইয়ের কোনোকিছুই অনর্থক সৃষ্টি করি নি। কিন্তু ওদের অধিকাংশই তা বোঝে না!

৪০-৪২. (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী) মহাবিচার দিবস সবার জন্যেই নির্ধারিত আছে। সেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোনো কাজে আসবে না আর ওরা কোনো সাহায্যও পাবে না। তবে আল্লাহ কারো প্রতি দয়া করলে তার কথা আলাদা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান, প্রজ্ঞাময়।

॥ রুকু ৩ ॥

৪৩-৫০. নিঃসন্দেহে পাপাচারীদের খাবার হবে জাক্কুম গাছ, যা দেখতে বিশ্রী তেলের গাদের মতো, পেটে ফুটতে থাকবে ফুটন্ত পানির মতো। (ফেরেশতাদের বলা হবে) একে ধরে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাও জাহান্নামে। মাথার ওপর ঢেলে দাও ফুটন্ত পানির আজাব। (তখন বিদ্রুপ করে বলা হবে) 'ওহে! সম্মানিত অভিজাত! আস্বাদন করো তোমার আজাব, যে বিষয়ে তোমরা সবসময় সন্দেহ প্রকাশ করতে।'

৫১-৫৪. (অপরদিকে) আল্লাহ-সচেতনরা নিজেদেরকে দেখতে পাবে শান্ত নিরাপদ বাগান ও প্রবহমান ঝর্নাধারাবেষ্টিত জান্নাতে। পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমি বস্ত্র। আর অপার্থিব আনন্দে মুখোমুখি বসবে তারা। তাদের সাথে থাকবে শুদ্ধ অন্তর ও পবিত্র দৃষ্টির সাথিরা।

৫৫-৫৭. জান্নাতে নিরাপদ প্রশান্ত আরামে তারা (পৃথিবীতে যে সৎকর্ম করেছে তার) সব ধরনের প্রতিফল উপভোগ করবে। মৃত্যু আর কখনো তাদের স্পর্শ করবে না। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করবেন। মূলত এটাই মহাসাফল্য।

৫৮-৫৯. আমি তোমার ভাষায় কোরআনকে খুব সহজ করে দিয়েছি, যাতে মানুষ সচেতন হতে পারে। অতএব (ভবিষ্যৎ পরিণতি কী হবে তা দেখার জন্যে) তুমিও অপেক্ষা করো আর ওরাও অপেক্ষা করুক।

http://alQuran.org.bd

৪৫. সূরা জাসিয়া

রুকু ৪ ॥ আয়াত ৩৭ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

হা-মিম। ২. মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর কাছ থেকে এই কিতাব নাজিল হয়েছে। ৩. নিশ্চয়ই মহাকাশ ও পৃথিবীর সর্বত্র বিশ্বাসীদের জন্যে শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে। ৪. তোমাদের সৃষ্টিতে ও প্রাণীর বংশবিস্তারেও বিশ্বাসীদের জন্যে শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে। ৫. তাছাড়া রাত ও দিনের আবর্তনে, আল্লাহর আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করে শুষ্ক মৃত ধরণীকে সজীব করার মধ্যে এবং বায়ুপ্রবাহের দিক পরিবর্তনে সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারীদের জন্যে শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে।

৬. আল্লাহর এই সত্যবাণী তোমার ওপর নাজিল করা হয়েছে যথাযথভাবে। এরপরও আল্লাহর বাণীকে বিশ্বাস না করলে ওরা কার বাণীকে বিশ্বাস করবে? ৭-৯. দুর্ভোগ প্রত্যেক আত্মপ্রবঞ্চক পাপাচারীর, যারা আল্লাহর বাণী শোনার পর দম্ভসহকারে নিজের মতে অটল থাকে, যেন তা শোনেই নি! ওদের কঠিন শাস্তির সংবাদ দাও। আর যারা আমার বাণী শোনার পর তা নিয়ে হাসিতামাশা করে, তাদের জন্যেও রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

১০. (জেনে রাখো) এই আত্মপ্রবঞ্চক পাপাচারীদের জন্যে অপেক্ষা করছে জাহান্নাম। ওরা দুনিয়ায় যা-কিছু অর্জন করে রেখে গেছে, তা ওদের কোনো কাজে আসবে না; আল্লাহর পরিবর্তে ওরা যাদেরকে অভিভাবক মনে করেছে, তারাও নয়। ওদের জন্যে রয়েছে আজাবের পর আজাব।

১১. এই কোরআন সৎপথের পূর্ণাঙ্গ দিশারি। (আর তা অনুসরণ করাই বিশ্বাসীর কাজ।) অপরদিকে যারা তাদের প্রতিপালকের বাণী ও নিদর্শনাবলি প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আজাব।

॥ রুকু ২ ॥

১২. আল্লাহ সমুদ্রকে নিয়মের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশে নৌযানগুলো সমুদ্রে চলাচল করতে পারে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ-সম্পদ

http://alQuran.org.bd

অনুসন্ধান করতে পারো এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। ১৩. তিনি নিজ অনুগ্রহে মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুকেই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারীদের জন্যে এতে রয়েছে উজ্জ্বল নিদর্শন।

১৪. হে নবী! তুমি বিশ্বাসীদের বলো, যারা আল্লাহর (সামনে জবাবদিহিতার) দিবসে বিশ্বাস করে না, তাদেরকে যেন তারা ক্ষমা করে দেয়। কারণ আল্লাহ প্রত্যেককে তার (ভালো বা মন্দ) কাজের প্রতিফল নিজে দেবেন। ১৫. আসলে যে সৎকর্ম করে, সে নিজের কল্যাণের জন্যে তা করে। আর কেউ অপকর্ম করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে। শেষ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছেই ফিরে যাবে।

১৬. আমি বনি ইসরাইলকে কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুয়ত দান করেছিলাম, দিয়েছিলাম উত্তম জীবনোপকরণ। আর তখনকার অন্যান্য জাতির চেয়ে বেশি অনুগ্রহ করেছিলাম। ১৭. আমি ওদেরকে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট ধর্মবিধান। সঠিক জ্ঞান লাভ করার পরও ওরা শুধু পারস্পরিক বিদ্বেষের কারণে মতবিরোধে লিপ্ত হয়। তোমার প্রতিপালক মহাবিচার দিবসে ওদের মতবিরোধ বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করবেন।

১৮-১৯. আর এখন হে নবী! আমি তোমাকে সুস্পষ্ট ধর্মবিধান প্রদান করছি। সুতরাং তুমি আমার বিধানের অনুসরণ করো। মূর্খদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কোরো না। আল্লাহর মোকাবেলায় ওরা তোমার কোনো কাজে আসবে না। (মনে রেখো) দুরাচারীরা সবসময় পরস্পরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। আর আল্লাহ-সচেতনদের বন্ধু ও অভিভাবক হচ্ছেন আল্লাহ। ২০. এই কোরআন মানবজাতির জন্যে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা আর অটল বিশ্বাসীদের জন্যে হেদায়েত ও রহমতস্বরূপ।

২১. দুরাচারীরা কি মনে করে যে, তাদের জীবন ও মৃত্যু এবং বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের জীবন ও মৃত্যু একই রকম হবে? কত ভ্রান্ত ধারণা ওদের!

॥ রুকু ৩ ॥

২২. নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এক অন্তর্নিহিত সত্য অনুসারে। তিনি চান কারো প্রতি কোনো অন্যায় না করে প্রত্যেককে তার কর্মফল দিতে।

http://alQuran.org.bd

২৩. হে নবী! তুমি কি লক্ষ করেছ এমন মানুষ, যে তার প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকেই নিজের উপাস্য দেবতা বানিয়েছে? (সত্য গ্রহণে তার মনের দুয়ার বন্ধ, তা জেনেই) আল্লাহ তারপর তাকে পথভ্রষ্ট হতে দিয়েছেন, তার কান ও হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন, চোখ করেছেন আবরণে আচ্ছাদিত। আল্লাহ কাউকে পথভ্রষ্ট হতে দিলে কে তাকে পথের দিশা দেবে? এরপরও কি তোমরা (সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে) শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

২৪. এরপরও ওরা বলে, 'পার্থিব জীবন একমাত্র জীবন। এর বাইরে কিছু নেই। যেভাবে জন্মেছি, সেভাবেই মারা যাব। মহাকাল বা সময়ই আমাদের বিনাশের কারক।' (আফসোস!) আসল সত্য সম্পর্কে ওদের কোনো জ্ঞান নেই। ওরা নিছক আন্দাজ-অনুমান করে কথা বলে (আর তাকেই জ্ঞান বলে চালিয়ে দেয়)। ২৫. ওদের কাছে যখন সুস্পষ্টভাবে আমার সত্যবাণী শোনানো হয়, তখন ওদের কোনো যুক্তি থাকে না। শুধু বলে, 'তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের মৃত বাপদাদাদের জীবিত করে দেখাও!'

২৬. হে নবী! ওদের বলো, 'আল্লাহ তোমাদের জীবন দান করেছেন। তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। তারপর মহাবিচার দিবসে জবাবদিহিতার জন্যে তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (মহাবিচার দিবসের) মর্ম বোঝে না।'

॥ রুকু ৪ ॥

২৭-২৯. মহাকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। যেদিন কেয়ামত হবে সেদিন মিথ্যাপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, প্রত্যেক দলই হবে ভয়ে নতজানু। প্রত্যেক দলকেই তাদের রেকর্ড (আমলনামা) দেখতে ডাকা হবে। তাদের বলা হবে, 'তোমরা যা করতে তার প্রতিফলই আজ তোমাদের দেয়া হবে।' এ হচ্ছে তোমাদের কাজের রেকর্ড, যা তোমাদের ব্যাপারে সত্যসাক্ষ্য দেবে। তোমাদের সকল কর্মকাণ্ডই রেকর্ড করা আছে এখানে।

৩০. যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে স্বীয় রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। আর এটাই হবে মহাসাফল্য। ৩১. কিন্তু যারা সত্য অস্বীকার করে তাদের জিজ্ঞেস করা হবে, 'তোমাদেরকে কি আমার সত্যবাণী শোনানো হয় নি?' তোমরা তখন দম্ভ প্রকাশ করেছিলে। তোমরা

http://alQuran.org.bd

এক দুরাচারী সম্প্রদায়! ৩২. যখন তোমাদেরকে বলা হয়েছিল, ‘আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কোনো সন্দেহ নেই, কেয়ামত হবে।’ তখন তোমরা বলেছিলে, ‘কেয়ামত কী, তা আমরা জানি না। আমরা মনে করি, এটা তোমাদের এক ধরনের ফাঁপা অনুমানমাত্র। আমরা কোনোভাবেই এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারছি না।’

৩৩. সেদিন ওদের অপকর্মগুলো ওদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। আর ওরা যা নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রুপ করত, সেই (মহাবিচার দিবসে জবাবদিহিতার) আতঙ্ক ওদেরকে ঘিরে ফেলবে। ৩৪. সেদিন ওদের বলা হবে, আজ আমি ঠিক সেভাবে তোমাদের ভুলে যাব, যেভাবে তোমরা (মহাবিচার দিবসে জবাবদিহিতার জন্যে) আমার সামনে সমবেত হওয়ার বিষয়টি ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের নিবাস হবে জাহান্নাম। আজ তোমাদের সাহায্য করার কেউ নেই।

৩৫. তোমাদের এই করুণ পরিণতির কারণ হচ্ছে, ‘তোমরা আল্লাহর সত্যবাণী নিয়ে বিদ্রুপ করেছিলে আর পার্থিব জীবনের মোহ দ্বারা তোমরা প্রবঞ্চিত হয়েছিলে।’ অতএব আজ আর জাহান্নাম থেকে তোমাদের বের হওয়ার কোনো সুযোগ থাকছে না, না থাকছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে কোনো ধরনের চেষ্টা করার সুযোগ।

৩৬-৩৭. সকল প্রশংসা আল্লাহর! যিনি মহাকাশের প্রতিপালক, পৃথিবীর প্রতিপালক, মহাবিশ্বের প্রতিপালক। মহাবিশ্বে বিরাজমান সকল গৌরব-গরিমা-শ্রেষ্ঠত্ব শুধুই তাঁর। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

http://alQuran.org.bd

ষড়বিংশতিতম পারা

৪৬. সূরা আহকাফ

রুকু ৪ ॥ আয়াত ৩৫ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

হা-মিম। ২. এই কিতাব মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর তরফ থেকে নাজিল হয়েছে। ৩. আমি মহাবিশ্বের সবকিছুই সৃষ্টি করেছি এক অন্তর্নিহিত সত্য অনুসারে, নির্দিষ্ট কালের জন্যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সত্য অস্বীকারকারীরা এই সতর্কবাণীকে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করে যে, তাদেরকে মহাবিচার দিবসে জবাবদিহি করতে হবে।

৪. হে নবী! ওদেরকে জিজ্ঞেস করো, 'তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা করো, তাদের ব্যাপারে কি সত্যি কখনো ভেবে দেখেছ? জমিনে কোথাও তারা কিছু সৃষ্টি করে থাকলে তা আমাকে দেখাও। অথবা তারা কি মহাকাশে কিছু সৃষ্টি করেছে? যদি তোমাদের দাবির কোনো সত্যতা থাকে, তবে এর সমর্থনে পূর্ববর্তী কোনো কিতাব বা জ্ঞানকোষ থাকলে তা তোমরা পেশ করো।'

৫. যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে (এমন কিছুর উপাসনা করে) এমন কাউকে ডাকে, যাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত ডাকলেও সাড়া দিতে পারবে না, তার চেয়ে বেশি বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে? উপরন্তু এই উপাস্যগুলো তো ওদের প্রার্থনা সম্পর্কেও সচেতন নয়। ৬. কেয়ামত দিবসে যখন সবাইকে সমবেত করা হবে তখন এই উপাস্যরা হবে ওদের শত্রু, তারা ওদের দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি জানাবে।

৭. যখনই আমার সত্যবাণীসমূহ ওদেরকে সুস্পষ্টভাবে শোনানো হয়, সত্য অস্বীকারকারীরা উপস্থাপিত মহাসত্য শোনার সাথে সাথে বলে, 'এ-তো স্রেফ জাদু!' ৮. তবে কি ওরা বলতে চায় যে, 'সে (রসুল) নিজেই এটা রচনা করেছে?' হে নবী! ওদের বলো, 'যদি আমি নিজেই রচনা করে থাকি, তবে

http://alQuran.org.bd

আল্লাহর শাস্তি থেকে তো তোমরা কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। আর এ বিষয়ে তোমাদের অপপ্রচার সম্পর্কে আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট। আর তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।'

৯. ওদের বলো, আমি তো কোনো নতুন রসুল নই। (অতীতের অন্যান্য রসুলদের মতোই) আমি জানি না, আগামীকাল তোমাদের সাথে বা আমার সাথে কী করা হবে। আমি তো শুধু আমার ওপর যে ওহী নাজিল হয়, তারই অনুসরণ করি। আমি এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

১০. হে নবী! ওদের জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি এ বাণী আল্লাহর তরফ থেকে নাজিল হয়ে থাকে এবং বনি ইসরাইলের একজন সাক্ষীও এ বাণীর সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে যদি বিশ্বাস স্থাপন করে আর তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করো ও গর্বে বুক ফুলিয়ে চলে যাও, তবে তোমাদের জন্যে কী পরিণতি অপেক্ষা করবে? নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেমদের সৎপথে পরিচালিত করেন না।

॥ রুকু ২ ॥

১১. সত্য অস্বীকারকারীরা বিশ্বাসীদের সম্পর্কে বলে, যদি এই কোরআনে কোনো উপকারিতা থাকত, তবে এসব (বঞ্চিত অবহেলিত সাধারণ) মানুষেরা বিশ্বাস স্থাপন করার ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে অগ্রণী হতে পারত না। কিন্তু এখন যেহেতু ওরা কোরআনের সত্যপথ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, এখন ওরা অবশ্যই বলবে যে, 'এ-তো সেকেলে মিথ্যা'!

১২. কোরআনের পূর্বে মুসার কিতাব ছিল পথপ্রদর্শক ও রহমতস্বরূপ। আর মুসার কিতাবের সত্যায়ক এই কিতাব নাজিল হয়েছে আরবি ভাষায়, জালেমদেরকে সতর্ক করা ও সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দেয়ার জন্যে।

১৩-১৪. যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ' এবং এ বিশ্বাসে অটল থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই, আর তারা দুঃখিতও হবে না। তারাই হবে জান্নাতের অধিবাসী। সৎকর্মের পুরস্কার হিসেবে সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।

১৫. এখন আমি মানুষকে তার মা-বাবার সাথে ভালো ব্যবহারের নির্দেশ

http://alQuran.org.bd

দিচ্ছি (এটি উত্তম সৎকর্মের একটি)। জননী তাকে কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে, কষ্ট সহ্য করে তাকে প্রসব করেছে। গর্ভধারণ থেকে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত ৩০ মাস কষ্ট করে মা তাকে বহন করে। আস্তে আস্তে সে বড় হয়ে যৌবনে উপনীত হয়। তারপর ৪০-এ উপনীত হলে সে প্রার্থনা করে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সামর্থ্য দাও, যেন আমার ও আমার মা-বাবার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ, সেজন্যে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। তোমাকে সন্তুষ্ট করার মতো সৎকর্ম যেন আমি করতে পারি। আমার সন্তানদেরকেও সৎকর্ম করার তৌফিক দাও। আমি তোমারই কাছে তওবা করছি। নিশ্চয়ই আমি সমর্পিতদের একজন।'

১৬. আমি এদের সৎকর্মগুলো কবুল করি এবং মন্দ কাজগুলোকে ক্ষমা করে দেই। আমার প্রতিশ্রুতি অনুসারেই এরা হবে জান্নাতের অধিবাসী।

১৭. আবার এমন লোক আছে (আল্লাহকে বিশ্বাস করতে বললে) সে তার মা-বাবাকে বলে যে, 'আফসোস তোমাদের জন্যে! তোমরা কি আমাকে ভয় দেখাতে চাও যে, মৃত্যুর পর আমি পুনরুত্থিত হবো, যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে? তখন তার মা-বাবা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলে যে, 'বাছা, তোমার সর্বনাশ হবে! তুমি বিশ্বাস স্থাপন করো। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য।' জবাবে সন্তান বলে, 'এসব তো সেকেলে কল্পকাহিনী।'
১৮. এদের আগে যত জ্বীন ও মানুষ গত হয়েছে, ওদের মতো এদের ওপরও আল্লাহর শাস্তি অবধারিত। ওরা মহাক্ষতির সম্মুখীন হবে।

১৯. (হে মানুষ! জেনে রাখো) কর্ম অনুযায়ীই নির্ধারিত হবে প্রত্যেকের মর্যাদা। কারণ আল্লাহ (কোনোরকম ভেদাভেদ না করে) প্রত্যেককেই তার (ভালো বা মন্দ প্রতিটি) কাজের পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করবেন। কারো প্রতিই কোনো অবিচার করা হবে না।

২০. সত্য অস্বীকারকারীদের যেদিন জাহান্নামের কাছে হাজির করা হবে, সেদিন ওদের বলা হবে, তোমরা তো পার্থিব জীবনেই তোমাদের সব সুখসম্ভার ভোগ করে শেষ করেছ, আজ তোমাদের দেয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি। কারণ তোমরা পৃথিবীতে দম্ভ ও অন্যায়ে লিপ্ত ছিলে, শাশ্বত সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলে।

॥ রুকু ৩ ॥

http://alQuran.org.bd

২১. স্মরণ করো আদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত হুদ-এর কথা! তার আগে ও পরে অনেক সতর্ককারী এসেছিল। হুদ তার আহকাফবাসী সম্প্রদায়কে সতর্ক করে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত কোরো না। আমি তো তোমাদের ওপর আজাবের আশঙ্কা করছি।'

২২. ওরা বলেছিল, 'তুমি কি আমাদেরকে আমাদের দেবদেবীর উপাসনা থেকে বিরত রাখতে এসেছ? সেই আজাব আমাদের সামনে হাজির করো যার ভয় তুমি দেখাচ্ছ, যদি তুমি সত্যবাদী হও।' ২৩. সে বলল, দেখ! এই জ্ঞান তো শুধু আল্লাহর কাছে রয়েছে। আমি যে সত্যবাণীসহ প্রেরিত হয়েছি, তোমাদের কাছে শুধু তা-ই প্রচার করি। কিন্তু আমি দেখছি তোমরা (ভালো-মন্দ বুঝতে অক্ষম) এক মূর্খ সম্প্রদায়।

২৪-২৫. এরপর যখন ওরা ওদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসতে দেখল তখন বলতে লাগল, 'এ মেঘ আমাদের বৃষ্টি দেবে।' হুদ বলল, 'এই তো সেই আজাব, যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছ। এক প্রচণ্ড ঝড়, মর্মান্তিক আজাব, যা আল্লাহর নির্দেশে তোমাদের সবকিছুকে ধ্বংস করে দেবে।' শেষ পর্যন্ত তাদের বসতিগুলো ছাড়া আর কিছুই রইল না। এভাবেই আমি পাপাচারী সম্প্রদায়কে শাস্তি দিয়ে থাকি।

২৬. অথচ আমি ওদেরকে এমন বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যা তোমাদেরকে দেই নি। আমি ওদেরকে দিয়েছিলাম বিশেষ শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি এবং বুদ্ধিসমৃদ্ধ মন। কিন্তু (যথাযথভাবে ব্যবহার না করায়) এই শক্তি ওদের কোনো কাজে আসে নি। ওরা আল্লাহর সত্যবাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে যে আজাব নিয়ে ওরা ঠাট্টাবিদ্রুপ করত, তা-ই ওদের ঘিরে ফেলল।

॥ রুকু ৪ ॥

২৭. আমি এভাবে তোমাদের চারপাশের (পাপাচারে লিপ্ত) জনপদগুলোকে ধ্বংস করেছি। (কিন্তু ধ্বংস করার আগে সতর্ক করার জন্যে) বার বার ওদেরকে আমার সত্যবাণী পাঠিয়ে বুঝিয়েছিলাম, যাতে ওরা ভ্রান্ত পথ ছেড়ে সৎপথে ফিরে আসে। ২৮. (যদি প্রশ্ন করা হয়) আল্লাহর নৈকট্যলাভের জন্যে ওরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল, সে উপাস্যরা ওদের সাহায্যে এগিয়ে এলো না কেন? (উত্তর খুব সহজ) ওদের উপাস্যরা

http://alQuran.org.bd

ওদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল। কারণ পুরোটাই হচ্ছে মিথ্যা—ওদের খেয়ালি কল্পনা ও অলীক উদ্ভাবন!

২৯. স্মরণ করো! আমি একদল জ্বীনকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করলাম। ওরা কোরআন পাঠ শুনে কাছে এসে পরস্পরকে বলল, 'মৌন থেকে মনোযোগ দিয়ে শোনো।' কোরআন শোনা শেষে ওরা ওদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে। ৩০-৩১. ফিরে গিয়ে ওরা বলল, 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের বাণী শুনেছি, যা নাজিল হয়েছে মুসার পরে। আর তা সকল পূর্ববর্তী কিতাবকে সত্যায়িত করে। আর সবাইকে সত্য-সরল পথের নির্দেশনা দেয়। হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের অতীতের পাপমোচন করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক আজাব থেকে রক্ষা করবেন। ৩২. আল্লাহর ডাকে কেউ যদি সাড়া না দেয়, তবে সে দুনিয়াতেও আল্লাহকে ফাঁকি দিতে পারবে না, আখেরাতেও কোনো অভিভাবক পাবে না। সে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত থাকবে।

৩৩. (যারা পরকালের জীবনকে অস্বীকার করে) তারা কি এ সহজ সত্যটা বুঝতে পারে না, যিনি মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আর এত সৃষ্টি করেও যার কোনো ক্লান্তি নেই, তিনি মৃতকেও জীবন দান করতে সক্ষম? নিঃসন্দেহে তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৩৪. সত্য অস্বীকারকারীদের যেদিন জাহান্নামের কাছে হাজির করা হবে, সেদিন ওদের জিজ্ঞেস করা হবে, 'জাহান্নাম কি সত্য নয়?' ওরা উত্তরে বলবে, 'আমাদের প্রতিপালকের শপথ! জাহান্নাম সত্য।' তখন ওদের বলা হবে, 'তাহলে এবার আজাবের পর আজাবের স্বাদ নাও। তোমরা ছিলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।'

৩৫. অতএব, (হে বিশ্বাসীগণ!) প্রতিকূলতার মুখে ধৈর্যধারণ করো, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রসুলগণ। আর (যারা এখনো সত্য অস্বীকার করছে) ওদের দ্রুত বিনাশের জন্যে তাড়াহুড়ো কোরো না। ওদের যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল, যেদিন ওরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন ওদের মনে হবে দুনিয়ায় যেন ওরা অবস্থান করেছে মাত্র একটি মুহূর্ত। সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হচ্ছে, দুরাচারী সম্প্রদায়কেই ধ্বংস করা হবে।

http://alQuran.org.bd

৪৭. সূরা মুহাম্মদ

রুকু ৪ ॥ আয়াত ৩৮ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

যারা সত্য অস্বীকার করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথে আসতে বাধা দেয়, তাদের সকল কর্ম নিষ্ফল হবে। ২. আর যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে এবং মুহাম্মদের প্রতি যা নাজিল হয়েছে, তা তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে প্রেরিত সত্য বলে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাদের অতীতের পাপমোচন করবেন এবং তাদের অবস্থার উন্নতি করবেন। ৩. এর কারণ হচ্ছে, যারা সত্য অস্বীকার করে তারা মিথ্যার অনুসারী আর যারা বিশ্বাস করে তারা তাদের প্রতিপালক-প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করে। এভাবেই আল্লাহ মানুষের জন্যে তাদের যথার্থ অবস্থার দৃষ্টান্ত দেন।

৪. অতএব (হে বিশ্বাসীগণ! যুদ্ধক্ষেত্রে) যখন তোমরা সত্য অস্বীকারকারীদের মুখোমুখি হবে, প্রথমেই তাদের ঘাড়ে আঘাত করো। সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করার পর ওদের শক্ত করে বাঁধো। তারপর তোমরা ইচ্ছা করলে ওদের অনুকম্পা করতে পারো বা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিতে পারো। ওরা অস্ত্রসংবরণ না করা পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। এটাই তোমাদের জন্যে বিধান। আল্লাহ অবশ্য ইচ্ছা করলে ওদের শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে দিয়ে অন্যজনকে পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তিনি কখনোই তাদের কাজ নষ্ট হতে দেন না। ৫-৬. তিনি তাদেরকে (অনন্ত যাত্রায়) পথ প্রদর্শন করবেন, তাদের হৃদয়কে প্রশান্ত, সংহত করবেন এবং তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার প্রতিশ্রুতি তাদের দিয়েছেন।

৭. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর পথে সাহায্য করলে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করবেন।

৮-৯. যারা সত্য অস্বীকার করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ। তাদের সকল কর্ম হবে নিষ্ফল। কারণ আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, ওরা তা ঘৃণা করে। ফলে ওদের সকল কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে।

http://alQuran.org.bd

১০. ওরা কি পৃথিবী পরিভ্রমণ করে নি আর দেখে নি, ওদের পূর্ববর্তী (দুরাচারীদের) পরিণাম কী হয়েছিল? আল্লাহ ওদেরকে ধ্বংস করেছিলেন (ওদের পাপাচারের জন্যে)। যারা সত্য অস্বীকার করছে, তাদের জন্যেও অপেক্ষা করছে একই পরিণতি। ১১. কারণ আল্লাহ বিশ্বাসীদের অভিভাবক। আর সত্য অস্বীকারকারীদের কোনো অভিভাবক নেই।

॥ রুকু ২ ॥

১২. যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। কিন্তু যারা সত্য অস্বীকার করে, ভোগবিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মতো (ভালো-মন্দ বাছবিচার ছাড়াই) পানাহার করে, তাদের নিবাস হবে জাহান্নাম।

১৩. হে নবী! ওরা যে জনপদ থেকে তোমাকে বিতাড়িত করেছে, তার চেয়ে শক্তিশালী বহু জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। আর তখন ওদের সাহায্য করার কেউ ছিল না। ১৪. যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সত্যবাণী দৃঢ়তার সাথে অনুসরণ করে, সে কি কখনো এমন ব্যক্তির সমান হতে পারে, যে নিজ প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করে, যার কাছে নিজের অপকর্মগুলোই অত্যন্ত আকর্ষণীয় মনে হয়?

১৫. আল্লাহ-সচেতনদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তার বিশেষত্ব হবে : সেখানে প্রবহমান থাকবে বিশুদ্ধ পানির ধারা, দুধের ধারা–যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, থাকবে চিত্তহারী পানীয়ের ধারা আর পরিশোধিত মধুর ধারা (আর এগুলোর প্রবাহে কখনো ভাটা পড়বে না)। আর সেখানে তারা উপভোগ করবে (সৎকর্মের) সব ধরনের প্রতিফল। আর সর্বোপরি পাবে তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা, মাগফেরাত। আল্লাহ-সচেতনরা কি কখনো তাদের সমান হতে পারে, যারা জাহান্নামের স্থায়ী অধিবাসী হবে? যাদের পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত আঠালো পানীয়, যা ওদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবে?

১৬. এই পাপাচারীদের মধ্যে এমন কিছু লোকও রয়েছে, যারা (হে নবী!) তোমার কথা শোনার ভান করে। আর তোমার মজলিস থেকে বেরিয়েই অন্যান্য জ্ঞানীদের (সাহাবী) জিজ্ঞেস করে, 'একটু আগে উনি যেন কী বললেন?' ওরা যেহেতু নিজেদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তাই আল্লাহ

http://alQuran.org.bd

ওদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। (ফলে ওদের কুতাড়নাই বাড়তে থাকবে।) ১৭. একইভাবে যারা সৎপথে চলতে চায়, আল্লাহ তাদেরকে সৎপথে চলার আগ্রহ বাড়িয়ে দেন। আর তাদের আল্লাহ-সচেতনতা দৃঢ় ভিত্তি লাভ করে।

১৮. ওরা কি কেয়ামতের প্রতীক্ষা করছে, যেন তা হঠাৎ করে এসে পড়ে? আসলে কেয়ামতের অবশ্যম্ভাবিতা তো সুস্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে। একবার কেয়ামত এসে পড়লে সত্য গ্রহণের কোনো সুযোগ আর থাকবে কি? ১৯. সুতরাং হে নবী! ভালো করে জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তোমার নিজের ও বিশ্বাসী নরনারীর সকল ভুলত্রুটির জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করো। তোমাদের অবস্থান ও গতিবিধি সম্পর্কে আল্লাহ পুরোপুরি ওয়াকিবহাল।

॥ রুকু ৩ ॥

২০-২১. বিশ্বাসীরা জিজ্ঞেস করে, '(যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে) একটি সূরা নাজিল হয় না কেন?' অতঃপর যুদ্ধের নির্দেশসম্বলিত কোনো সূরা যদি নাজিল হয়, তাহলে তুমি দেখবে, অন্তরে ব্যাধিগ্রস্তরা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল মানুষের মতো তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। দুর্ভোগ ওদের! জিহাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলে আনুগত্য প্রকাশের সুন্দর বাক্যের মতো ওরা যদি আল্লাহর নিকট দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করে, তবে তা ওদের জন্যেই মঙ্গলজনক হবে।

২২. (হে নবী! ওদের জিজ্ঞেস করো) তোমরা যদি (আল্লাহর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে পুরনো ধ্যানধারণায়) ফিরে যাও, তবে কি তোমরা দুনিয়ার বুকে পুনরায় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে? বন্ধন ছিন্ন করে পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত হবে? ২৩. এদেরকেই আল্লাহ তার রহমত থেকে বঞ্চিত করেন, (সত্যের ব্যাপারে) বধির ও অন্ধ করেন। ২৪. এরপরও কি ওরা কোরআন নিয়ে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে তা অন্তরে ধারণ করবে না? নাকি মনের দরজা বন্ধই করে রাখবে?

২৫-২৬. সৎপথ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানার পরও যারা তা পরিত্যাগ করে, শয়তান তাদের প্রবঞ্চিত করে। শয়তান মিথ্যা আশায় ওদের মনকে ভরিয়ে রাখে। (ওরা এতটাই অধঃপতিত হয় যে) আল্লাহর সত্যবাণীকে যারা

http://alQuran.org.bd

অপছন্দ করে, ওদের কাছে গিয়ে বলে, 'কোনো কোনো বিষয়ে আংশিকভাবে আমরা তোমাদের কথা মেনে চলব।' ওদের গোপন অভিসন্ধি আল্লাহ ভালো করেই জানেন।

২৭-২৮. ফেরেশতারা যখন ওদের মুখে ও পিঠে আঘাত করতে করতে প্রাণহরণ করবে, (চিন্তা করো) তখন ওদের কী অবস্থা হবে? এই ব্যবস্থার কারণ হচ্ছে, আল্লাহ যা পছন্দ করেন তা ওরা অপছন্দ করেছে, আর যে কাজগুলো করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, সে কাজে ওরা লিপ্ত থেকেছে। আল্লাহ তাই ওদের সকল কর্ম নিষ্ফল করে দেবেন।

॥ রুকু ৪ ॥

২৯. অন্তরে ব্যাধিগ্রস্তরা কি মনে করে যে, আল্লাহ ওদের মনের কপটতার কথা প্রকাশ করে দেবেন না? ৩০. আমি ইচ্ছা করলে ওদের পুরো পরিচয় বলে দিতে পারি। তখন তুমি ওদের চেহারা দেখেই চিনে ফেলবে। তবে এখনো তুমি ওদের কথার ভঙ্গি খেয়াল করলেই চিনতে পারবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকল কর্ম সম্পর্কে অবগত।

৩১. (হে বিশ্বাসীগণ!) আমি অবশ্যই পরীক্ষা করব, যতক্ষণ পর্যন্ত পরিষ্কার বোঝা না যায় যে, তোমাদের মধ্যে কে কে জেহাদ করে ও প্রতিকূলতার মুখে ধৈর্যধারণ করে। তোমাদের (বিশ্বাসের ব্যাপারে সকল দাবির সত্যতা) আমি অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখব। ৩২. যারা সত্য অস্বীকার করে ও মানুষকে আল্লাহর পথ অনুসরণে বাধা দেয় এবং সত্যবাণী ও পথের দিশা জানার পরও যারা রসুলের বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। বরং তিনি ওদের সকল কর্ম নিষ্ফল করে দেবেন।

৩৩. অতএব হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হতে দিও না। ৩৪. (মনে রেখো) যারা সত্য অস্বীকার করে ও মানুষকে আল্লাহর পথ অনুসরণে বাধা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত সত্য অস্বীকারকারী হিসেবে মারা যায়, আল্লাহ তাদের কখনো ক্ষমা করবেন না। ৩৫. সুতরাং (সত্য-ন্যায়ের সংগ্রামে) তোমরা সাহস হারিও না, সন্ধির প্রস্তাব কোরো না। যেহেতু আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন, তোমরাই জয়ী হবে। তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো নষ্ট হতে দেবেন না।

http://alQuran.org.bd

৩৬-৩৭. (হে মানুষ!) পার্থিব জীবন তো পুতুলখেলার মতো ক্ষণস্থায়ী। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও ও আল্লাহ-সচেতনতার নীতি অনুসরণ করো, তবে তিনি তোমাদের পুরস্কৃত করবেন। তাছাড়া তিনি তো (আল্লাহর পথে) সব ধনসম্পত্তি চান নি। তিনি যদি সকল ধনসম্পত্তি চাইতেন এবং সেজন্যে তোমাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করতেন, তাহলে তোমরা কার্পণ্য করতে এবং তোমাদের মনের সুপ্ত দোষটি প্রকাশিত হয়ে পড়ত।

৩৮. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে, অথচ তোমাদের অনেকেই কৃপণতা করছ। যারা (আল্লাহর পথে) কার্পণ্য করে, তারা তো আসলে নিজেদের প্রতিই কার্পণ্য করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অভাবমুক্ত আর তোমরা সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। যদি তোমরা (আল্লাহর পথ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের জায়গায় অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ দেবেন। আর তারা তোমাদের মতো আচরণ করবে না।

http://alQuran.org.bd

৪৮. সূরা ফাতাহ

রুকু ৪ ॥ আয়াত ২৯ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

হে নবী! আমি তোমার জন্যে সুস্পষ্ট বিজয় অবধারিত করেছি। ২-৩. যাতে করে আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটিগুলো মাফ করেন, তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করেন এবং তোমাকে সরলপথে পরিচালিত করেন। আর তোমাকে সর্বাত্মক সাহায্য দান করেন।

৪. তিনিই বিশ্বাসীদের অন্তর প্রশান্ত করে দিলেন, যাতে তারা এই সত্যকে অনুধাবন করতে পারে যে, মহাকাশ ও পৃথিবীর সকল শক্তি আল্লাহর কুদরতের অধীন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। আর এ সত্যের অনুধাবন তাদের বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করবে।

৫. তিনি বিশ্বাসী নরনারীকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা, আর সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আর তিনি তাদের সব গুনাহ মাফ করবেন। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটিই মহাসাফল্য।

৬. আর মুনাফেক ও শরিককারী নরনারী, যারা আল্লাহ সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ধারণা পোষণ করে, তিনি তাদের শাস্তি দেবেন। একের পর এক অমঙ্গল আপতিত হবে ওদের ওপর। আল্লাহ ওদের ওপর রুষ্ট হয়েছেন এবং ওদের প্রত্যাখ্যান করেছেন। ওদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছেন জাহান্নাম। আর তা কতই না নিকৃষ্ট নিবাস!

৭. মহাকাশ ও পৃথিবীর সকল শক্তি আল্লাহর কুদরতের অধীন। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৮. আমি রসুলকে সত্যের সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে (তোমাদের কাছে) পাঠিয়েছি। ৯. যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে বিশ্বাস করো, রসুলকে সহযোগিতা ও সম্মান করো। আর সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো।

http://alQuran.org.bd

১০. হে নবী! যারা তোমার কাছে বায়াত অর্থাৎ আনুগত্যের শপথ নিচ্ছিল, তারা আল্লাহর কাছেই আনুগত্যের শপথ নিচ্ছিল। (তারা যখন তোমার হাতের ওপর হাত রেখেছিল তখন) তাদের হাতের ওপর ছিল আল্লাহর হাত। অতএব যে এ শপথ ভাঙবে সে এর পরিণাম ভোগ করবে। আর যে শপথ রক্ষা করবে আল্লাহ তাকে মহাপুরস্কারে সম্মানিত করবেন।

॥ রুকু ২ ॥

১১. হে নবী! যে-সব বেদুইন জেহাদে যোগ না দিয়ে পেছনে রয়ে গেছে, তারা অবশ্যই এখন তোমাকে বলবে, 'আমরা আমাদের ধনসম্পত্তি ও পরিবার-পরিজন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিলাম। তাই আপনি আমাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন।' আসলে ওরা মুখে যা বলে অন্তরের কথা তা থেকে আলাদা। ওদের বলো, 'আল্লাহ তোমাদের কারো ক্ষতি বা কল্যাণ করতে চাইলে কে তাঁকে বাধা দিতে পারে? তোমরা যা করো সে বিষয়ে আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন।'

১২. আসলে তোমরা মনে করেছিলে যে, রসুল ও বিশ্বাসীগণ কখনোই তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসতে পারবে না। এটা ভেবে তোমরা ভেতরে ভেতরে উল্লসিত হচ্ছিলে। তোমরা দুষ্টচিন্তায় নিমজ্জিত ছিলে, তোমাদের মানসিকতা খুবই জঘন্য।

১৩. আল্লাহ ও তাঁর রসুলে যারা বিশ্বাস করে না, সেই সব সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে জাহান্নামের আগুন প্রস্তুত রয়েছে। ১৪. মহাকাশ ও পৃথিবীর সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তবে তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

১৫. হে বিশ্বাসীগণ! যখনই তোমরা এমন কোনো যুদ্ধযাত্রা করবে, যেখানে বিজয় ও যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পত্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে পেছনে রেখে যাওয়া লোকজন বলবে, 'আমাদেরও তোমাদের সাথে যেতে দাও।' ওরা আল্লাহর নির্দেশ বদলে দিতে চায়। ওদের স্পষ্ট করে বলো, 'তোমরা আমাদের সাথে আসবে না। (যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পত্তি কারা পাবে) আল্লাহ আগেই তা নির্ধারিত করে রেখেছেন।' ওরা বলবে, 'তোমরা তো আসলে আমাদের সাথে হিংসা করছ।' আসলে ওরা সত্য খুব কমই বোঝে।

http://alQuran.org.bd

১৬. যে-সব বেদুইন ঘরে থেকে গিয়েছিল, তাদের বলো, তোমাদের খুব শিগগিরই ডাকা হবে প্রবল পরাক্রান্ত জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে। ওরা আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তোমরা জেহাদের এ নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ তোমাদের উত্তম পুরস্কার দেবেন। কিন্তু তোমরা যদি আগের মতো পালিয়ে যাও, তবে তিনি তোমাদের কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি দেবেন।

১৭. অন্ধ, পঙ্গু বা রুগ্ণ ব্যক্তি যদি জেহাদে না আসে তবে তাতে কোনো দোষ নেই। যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। আর যে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন।

॥ রুকু ৩ ॥

১৮. আল্লাহ বিশ্বাসীদের ওপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা (হে মুহাম্মদ!) তোমার কাছে গাছের নিচে বায়াত অর্থাৎ আনুগত্যের শপথ করছিল। তাদের অন্তরের অবস্থা তিনি জানতেন। তাই তিনি তাদের অন্তরে নাজিল করলেন প্রশান্তি আর পুরস্কার হিসেবে দিলেন আসন্ন বিজয়।

১৯. যুদ্ধে তারা লাভ করবে বিপুল সম্পদ। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২০. (হে বিশ্বাসীগণ!) আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—তোমরা যুদ্ধে বিজয় ও বিপুল সম্পদের অধিকারী হবে। তিনি তোমাদের বিজয় ত্বরান্বিত করবেন। তিনি শত্রুর হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন, যাতে অনাগত বিশ্বাসীদের জন্যে এটি হয় এক উজ্জ্বল নিদর্শন। আল্লাহ সবসময়ই তোমাদের সরলপথে পরিচালিত করেন।

২১. আরো অনেক যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে, যা এখনো তোমাদের অধিকারে আসে নি, আল্লাহ তা তোমাদের জন্যে রেখেছেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২২. সত্য অস্বীকারকারীরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলে ওরা অবশ্যই পালিয়ে যেত। তখন ওদেরকে রক্ষা করার বা সাহায্য করার জন্যে কাউকেই পেত না।

http://alQuran.org.bd

২৩. অতীতে এই ছিল আল্লাহর বিধান এবং ভবিষ্যতেও আল্লাহর বিধানে তুমি কোনো পরিবর্তন দেখতে পাবে না। *[আল্লাহর বিধান খুব সুস্পষ্ট : এক. 'সত্যিকার বিশ্বাসী হলে তোমাদের উত্থান সুনিশ্চিত।' (আলে ইমরান : ১৩৯) দুই. 'ভেতর থেকে না বদলালে অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গি না বদলালে আল্লাহ কোনো জাতি বা মানুষের অবস্থা বদলান না।' (রাদ : ১১) এটাই হচ্ছে পরিবর্তনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক শর্ত]*

২৪. আমি মক্কা অঞ্চলে তোমাদের বিজয় দান করার পর ওদের হাতকে তোমাদের বিরুদ্ধে এবং তোমাদের হাতকে ওদের বিরুদ্ধে নিরস্ত করেছি। তোমরা যা-কিছু করো আল্লাহ তা দেখেন।

২৫. ওরা তো সত্য অস্বীকারকারী। ওরা তোমাদের কাবাঘরে যেতে বাধা দিয়েছে, কোরবানির পশুগুলোকেও যথাস্থানে পৌঁছতে দেয় নি। ওদের মধ্যেও তোমরা চেনো না এমন বিশ্বাসী নারী-পুরুষ রয়েছে, তাই মক্কায় প্রবেশের জন্যে তোমাদের যুদ্ধের আদেশ দেয়া হয় নি। কারণ তখন যুদ্ধের আদেশ দেয়া হলে, মক্কায় প্রবেশকালে তোমাদের অজ্ঞাতসারেই যদি এই বিশ্বাসীরা নিহত হতো, তোমরা কলঙ্কিত হতে। তাই যুদ্ধকে নিবৃত্ত করা হয়েছে, যাতে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে রহমতের ছায়ায় শামিল করতে পারেন। এই বিশ্বাসীরা আলাদা থাকলে আমি সত্য অস্বীকারকারীদের কঠিন শাস্তি দিতাম।

২৬. সত্য অস্বীকারকারীরা যখন ক্রমাগত অন্তরে জাহেলিয়াত বা অবিদ্যাপ্রসূত অহমিকা ও ঔদ্ধত্য পোষণ করছিল, তখন আল্লাহ তাঁর রসুল ও বিশ্বাসীদের অন্তর প্লাবিত করলেন অনাবিল প্রশান্তিতে। তাদের বিশ্বাস ও আল্লাহ-সচেতনতাকে করলেন আরো দৃঢ়। আসলে তারাই এ রহমত পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ সবকিছু জানেন।

॥ রুকু ৪ ॥

২৭. আল্লাহ তাঁর রসুলকে সত্য-স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই কাবাঘরে নিরাপদে প্রবেশ করবে–কেউ কেউ মুণ্ডিতমস্তকে, কেউ কেউ চুল ছেঁটে। তোমাদের কোনো ভয় থাকবে না। তোমরা যা জানো না, আল্লাহ তা জানেন। এ-ছাড়াও তিনি তোমাদের জন্যে নিশ্চিত করেছেন আসন্ন বিজয়।

http://alQuran.org.bd

২৮. আল্লাহ তাঁর রসুলকে হেদায়েত ও সত্যধর্ম প্রচারের জন্যে পাঠিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত ধর্মের নামে প্রচলিত সকল মিথ্যার ওপর এই সত্যধর্মকে বিজয়ী করবেন। এ সত্যের সাক্ষী আল্লাহর মতো আর কেউই হতে পারে না।

২৯. মুহাম্মদ আল্লাহর রসুল। তার সঙ্গীরা সত্য অস্বীকারকারীদের মোকাবেলায় দৃঢ় ও অনমনীয় আর নিজেরা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টি কামনায় তোমরা তাদের রুকু ও সেজদায় নিমগ্ন অবস্থায় দেখবে। তাদের চেহারা ও আচরণে এ সেজদা অর্থাৎ সমর্পিত জীবনেরই প্রতিফলন ঘটবে। তাওরাত ও ইঞ্জিলে তাদের উপমা হচ্ছে, তারা এমন বীজের মতো, যা অঙ্কুরিত হয়ে আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। একসময় কাণ্ডের ওপর শক্ত হয়ে আকাশে মাথা উঁচু করে আর চাষীকে দেয় অপার আনন্দ। আল্লাহও একইভাবে বিশ্বাসীদের সমৃদ্ধ করবেন, আর তাতে সত্য অস্বীকারকারীদের অন্তর্জ্বালা বাড়তে থাকবে। (বিভ্রান্তদের মধ্য থেকেও) যারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করবে, আল্লাহ তাদেরকেও ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা করেছেন।

http://alQuran.org.bd

৪৯. সূরা হুজুরাত

রুকু ২ ॥ আয়াত ১৮ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সামনে কোনো বিষয়ে (নিজেদের খেয়ালবশত) অগ্রণী হয়ে কথা বোলো না। সবসময় আল্লাহ-সচেতন থাকো। অবশ্যই আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন।

২-৩. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের চেয়ে তোমাদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু কোরো না। নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চকণ্ঠে কথা বলো, রসুলের সাথে সেভাবে উচ্চকণ্ঠে কথা বোলো না (তোমাদের ব্যক্তিগত মতামতকে রসুলের মতামতের ওপর প্রাধান্য দিও না)। কারণ এতে তোমাদের অজান্তেই তোমাদের সৎকর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। যারা রসুলের সামনে বিনম্রভাবে কথা বলে, তাদের অন্তর আল্লাহ-সচেতনতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

৪-৫. হে নবী! যারা তোমার ঘরের বাইরে থেকে তোমাকে উচ্চস্বরে ডাকাডাকি করে, এদের অধিকাংশই নির্বোধ। তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসার আগপর্যন্ত যদি তারা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করত, তবে তা তাদের জন্যেই ভালো হতো। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

৬. হে বিশ্বাসীগণ! কোনো ফাসেক (দুরাচারী) তোমাদেরকে কোনো খবর বা তথ্য দিলে অবশ্যই তার সত্যাসত্য যাচাই করবে। তা না হলে (হুজুগে পড়ে) কোনো জনগোষ্ঠীর ক্ষতিসাধন করে ফেলতে পারো। পরে তোমরাই অনুতপ্ত হবে।

৭-৮. তোমরা জেনে রাখো, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসুল রয়েছেন। তিনি তোমাদের কথা শুনে সিদ্ধান্ত নিলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তোমরাই অসুবিধায় পড়তে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে বিশ্বাসকে প্রিয় করেছেন আর তোমাদের হৃদয়ে এর সৌন্দর্যকে গেঁথে দিয়েছেন। সেইসাথে সত্য অস্বীকার,

http://alQuran.org.bd

সত্যত্যাগ ও অবাধ্যতাকে তোমাদের কাছে অপ্রিয় করেছেন। আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের ফলে তোমরা সৎপথে রয়েছ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৯. তাই বিশ্বাসীদের দুটো দল কখনো পরস্পর দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হলে তোমরা বিরোধ মীমাংসা করে দেবে। কিন্তু তাদের একদল যদি অন্যদলের ওপর বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করে, তাহলে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে তোমরা সংগ্রাম করবে। সীমালঙ্ঘনকারীরা আল্লাহর নির্দেশিত পথে ফিরে না আসা পর্যন্ত সংগ্রাম করবে। তারা আল্লাহর পথে ফিরে এলে সুবিচার সহকারে আপস-মীমাংসা করে দেবে। মনে রেখো, আল্লাহ সুবিচারকারীদের পছন্দ করেন।

১০. বিশ্বাসীরা পরস্পরের ভাই। তাই (যদি কখনো তারা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়) তাদের মধ্যে শান্তিস্থাপন করো। আর সবসময় আল্লাহ-সচেতন থাকো, যাতে তোমরা অনুগ্রহলাভ করতে পারো।

॥ রুকু ২ ॥

১১. হে বিশ্বাসীগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস বা বিদ্রুপ না করে, কারণ উপহাসকারীর চেয়ে সে ভালো হতে পারে এবং কোনো নারী যেন অপর কোনো নারীকে উপহাস বা বিদ্রুপ না করে, কারণ উপহাসকারিণীর চেয়ে সে ভালো হতে পারে। (সাবধান!) তোমরা একে অপরের বদনাম কোরো না। মন্দনামে ডেকো না। মন্দনামে ডেকে একে অন্যকে অপমান কোরো না। বিশ্বাস স্থাপন করার পর মন্দনামে ডাকা অতিগর্হিত কাজ। (এ ধরনের গর্হিত কাজ করার পর) যদি তওবা না করে, তবে তারা নিঃসন্দেহে সীমালঙ্ঘনকারী জালেম।

১২. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সাধারণভাবে অন্যের ব্যাপারে আন্দাজ-অনুমান করা থেকে বিরত থাকো। আন্দাজ-অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে গুনাহের কাজ। অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি কোরো না। কারো অনুপস্থিতিতে গীবত অর্থাৎ পরনিন্দা কোরো না। তোমরা কি মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে চাও? না, তোমরা তো তা ঘৃণা করো (গীবত করা মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সমান)। তোমরা সবসময় আল্লাহ-সচেতন থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরমদয়ালু।

http://alQuran.org.bd

১৩. হে মানুষ! তোমাদেরকে আমি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং বিভিন্ন সমাজ ও জাতিতে ভাগ করেছি, যেন তোমরা পরস্পরের পরিচয় জানতে পারো। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন, যে বেশি আল্লাহ-সচেতন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব জানেন, সব বিষয়ে সচেতন।

১৪. বেদুইনরা বলে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। (হে নবী!) ওদের বলো, তোমরা আসলে এখনো বিশ্বাস স্থাপন করো নি। বরং তোমাদের বলা উচিত 'আমরা (বাহ্যিকভাবে) নিজেদের সমর্পণ করেছি'। কারণ তোমাদের অন্তরে এখনো সত্যিকার বিশ্বাস দানা বাঁধে নি। তবে যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো, তবে তোমাদের কর্মফল অণুপরিমাণও কমানো হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

১৫. সত্যিকার বিশ্বাসী তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পর কোনো ধরনের সন্দেহকে প্রশ্রয় দেয় না এবং জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে সর্বাত্মক সংগ্রাম করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।

১৬. হে নবী! ওদের বলো, তোমরা কি তোমাদের ধর্মপালনের কথা আল্লাহকে জানাতে চাচ্ছ? অথচ আল্লাহ তো মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু সম্পর্কে অবহিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে সবকিছু জানেন।

১৭. ওরা মনে করে, ধর্মে সমর্পিত হয়ে তোমাকে ধন্য করেছে। (হে নবী!) ওদের বলো, ধর্মে সমর্পিত হয়ে তোমরা আমাকে ধন্য করো নি বরং বিশ্বাসের পথে পরিচালিত করে আল্লাহ তোমাদের ধন্য করেছেন, যদি তোমরা বিশ্বাসের ব্যাপারে সত্যবাদী হয়ে থাকো।

১৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাকাশ ও পৃথিবীর সকল গোপন রহস্য সম্পর্কে অবগত। আর তোমরা যা করো আল্লাহ সবই দেখেন।

http://alQuran.org.bd

৫০. সূরা কাফ

রুকু ৩ ॥ আয়াত ৪৫ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

কাফ, সাক্ষী মহিমান্বিত কোরআন! ২-৩. সত্য অস্বীকারকারীরা বরং বিস্মিত হয়েছে যে, তাদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারী এসেছে! তাই ওরা বলে, কী অবাক কাণ্ড! আমাদের বলা হচ্ছে, আমরা মরে গিয়ে মাটিতে মিশে যাওয়ার পরও আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে (কীভাবে)? এটা তো এক সুদূরপরাহত বিষয়!

৪-৫. আমি তো জানি, মাটি ওদের কতটুকু গ্রাস করবে। আর আমার সুরক্ষিত ফলকে সবকিছুই রেকর্ড হয়ে আছে। মূলত ওদের কাছে উপস্থাপিত মহাসত্য প্রত্যাখ্যান করার পর ওরা সংশয়ে দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে।

৬-৮. ওরা কি আকাশের দিকে তাকায় না? লক্ষ করে না আমি কীভাবে তা নির্মাণ করেছি, সুশোভিত সুবিন্যস্ত করেছি, ক্রুটিমুক্ত করেছি? আমি জমিনকে বিস্তৃত করেছি, সংস্থাপন করেছি পর্বতমালা, উদ্‌গত করেছি নানাধরনের গাছপালা, তরুলতা। আল্লাহ-অনুরাগী প্রতিটি মানুষের জন্যে এতে রয়েছে শিক্ষণীয় নিদর্শন ও উপদেশ।

৯-১১. আমি আকাশ থেকে বরকতময় বৃষ্টিবর্ষণ করি। আর তা দিয়ে সৃজন করি বাগান, শস্যক্ষেত, উঁচু খেজুর গাছ, যাতে থাকে কাঁদি কাঁদি খেজুর। এ সবই আমার বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ। (শোনো) বৃষ্টি দিয়ে আমি যেভাবে মৃত জমিনকে সজীব করি, এভাবেই ঘটবে মৃত মানুষের পুনরুত্থান।

১২-১৪. ওদের পূর্বেও নূহ, সামুদ, আদ, ফেরাউন ও লূতের সম্প্রদায় এবং রাস্‌স, আয়কা ও তুব্বার অধিবাসীরাও তাদের রসুলকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে ওদের ওপর নেমে এসেছিল আমার আজাব।

১৫. আশ্চর্য! আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে গেছি? মোটেই না! তারপরও ওরা পুনঃসৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহে ডুবে আছে!

http://alQuran.org.bd

॥ রুকু ২ ॥

১৬. আমিই মানুষ সৃষ্টি করেছি। আমি জানি তার প্রবৃত্তি (নফস) তাকে কী সলাপরামর্শ দেয়। আমি তার ঘাড়ের শিরার চেয়েও কাছে রয়েছি। ১৭. মনে রেখো, তার সকল তৎপরতা রেকর্ড রাখার জন্যে রয়েছে ডানে-বামে মিলিয়ে (দ্বৈত ব্যবস্থায়) দুজন অদৃশ্য লিপিকর। ১৮. মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করুক, তা রেকর্ড করার জন্যে রয়েছে সদা-উপস্থিত অদৃশ্য লিপিকর।

১৯. (হে মানুষ!) মৃত্যুর স্বাদ অবশ্যই তোমাকে নিতে হবে। জীবনসায়াহ্নে সে সত্যই তোমার সামনে উদ্ভাসিত হবে, যা থেকে তুমি সবসময় দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখতে চেয়েছ। ২০. আর যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, তোমরা সম্মুখীন হবে মহাবিচার দিবসের, যে-সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করা হয়েছে বার বার। ২১. সেদিন প্রত্যেককে হাজির করা হবে। তার সাথে থাকবে একজন চালক ও (তার কর্মের রেকর্ডসহ) একজন সাক্ষী। ২২. (সেদিন সত্য অস্বীকারকারীদের বলা হবে) 'তুমি তো এইদিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন তোমার সামনে সবকিছু দিনের মতোই স্বচ্ছ!' ২৩. তখন সঙ্গী ফেরেশতা বলবে, 'এই তার রেকর্ড, পুরো প্রস্তুত অবস্থায় আছে।'

২৪-২৬. (তারপর আল্লাহ নির্দেশ দেবেন) প্রত্যেক উদ্ধত সত্য অস্বীকারকারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো, যারা কল্যাণকর কাজে বাধা দিত, জুলুম করত এবং ধর্মে সংশয় সৃষ্টি করত। যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের উপাসনা করত, তাদের ওপর বর্ষণ করো আজাবের পর আজাব।

২৭. ওদের সহচর শয়তান নিবেদন করবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তাকে অবাধ্য করি নি। সে নিজেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত।' ২৮. আল্লাহ বলবেন, আমার সামনে তর্ক কোরো না। তোমাদেরকে আমি পূর্বেই সতর্ক করে দিয়েছিলাম। ২৯. বিচারের ফয়সালা রদবদল হবে না। আর আমার কোনো বান্দার ওপরই আমি অবিচার করি না।

॥ রুকু ৩ ॥

৩০. সেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করব, 'তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ?' জাহান্নাম উত্তরে বলবে, '(না) আমার জন্যে আরো আছে কি?'

৩১-৩৩. সেদিন জান্নাত দৃশ্যমান করা হবে আল্লাহ-সচেতনদের কাছে। (বলা হবে) তোমাদের প্রত্যেকে–যারা আল্লাহ-অনুরাগী ছিলে, সবসময়

http://alQuran.org.bd

সত্য-সচেতন ছিলে, যারা না দেখেও দয়াময় আল্লাহর সামনে শঙ্কিত ও বিনম্রভাবে উপস্থিত হতে, তাদের এ জান্নাতেরই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।

৩৪-৩৫. তাদেরকে বলা হবে, তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করো। এখন থেকেই তোমাদের অনন্ত জীবনের শুরু। এখানে তোমরা যা চাইবে, তা-ই পাবে। আমার তরফ থেকেও রয়েছে আরো অনেক অনেক কিছু।

৩৬. (সত্য অস্বীকার করার কারণে) ওদের আগেও আমি কত প্রজন্মের বিনাশ ঘটিয়েছি, যারা শক্তিতে ওদের চেয়েও অনেক প্রবল ছিল। কিন্তু (আমার আজাব আপতিত হওয়ার পর) তারা জমিনের বুকে ঘুরে বেড়িয়েছে শুধু একটু আশ্রয়ের আশায়। ৩৭-৩৮. এসব ঘটনার মধ্যে উপদেশ রয়েছে তাদের জন্যে, যাদের হৃদয় সত্য বুঝতে উন্মুখ, যাদের বিবেক কথা শুনতে চায়। আর (যারা জানে যে) আমি মহাবিশ্বের সবকিছু 'সময়ের ছয় স্তরে' সৃষ্টি করেছি এবং ক্লান্তি কখনো আমাকে স্পর্শ করতে পারে না।

৩৯-৪০. অতএব (হে বিশ্বাসীগণ!) ওরা যত কিছুই বলুক, (উত্তেজিত না হয়ে) তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো। তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো রাতের একাংশে এবং ফরজ নামাজের পরও।

৪১-৪২. শোনো, যেদিন এক ঘোষক নিকটবর্তী স্থান থেকে ডাক দেবে, সেদিন প্রত্যেক মানুষ এক মহাগর্জন শুনতে পাবে, সে দিনটিই হবে পুনরুত্থান দিবস।

৪৩-৪৪. (হে মানুষ!) আমিই জীবন দান করি। আমিই মৃত্যু ঘটাই। আমার কাছেই সবাইকে ফিরে আসতে হবে। যেদিন জমিন বিদীর্ণ হবে এবং (মৃতরা) উত্থিত হয়ে ছুটতে থাকবে, তখন তাদের সমবেত করা খুব সহজ একটি কাজ।

৪৫. (যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে) তারা যা-কিছু বলাবলি করছে, তা আমি জানি। আর হে নবী! তাদেরকে জোরপূর্বক বিশ্বাস করানো তোমার কাজ নয়। তুমি কোরআনের সাহায্যে শুধু তাদের উপদেশ দাও, যারা (মহাবিচার দিবসে জবাবদিহিতার ব্যাপারে) সতর্ক হতে চায়।

http://alQuran.org.bd

৫১. সূরা জারিয়াত

রুকু ৩ ॥ আয়াত ৬০ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

তাকাও ঝড়ো হাওয়ার দিকে, যা ধুলাকে ছড়িয়ে দেয় চারপাশে বহুদূরে। ২-৬. ভাবো বৃষ্টিগর্ভা মেঘমালা আর স্বচ্ছন্দ গতির নৌযান নিয়ে। চিন্তা করো তাদের নিয়ে, যারা আদেশ অনুসারে বণ্টন করে কল্যাণ। (তাহলেই বুঝতে পারবে) তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি (মৃত্যুর পর উত্থান) অবশ্যই সত্য এবং কর্মফল-ভোগ অবশ্যম্ভাবী।

৭. তাকাও মহাকাশে নক্ষত্রের পথে (ভাবো স্রষ্টার বেশুমার সৃষ্টিবৈচিত্র্য নিয়ে, তাহলেই বুঝতে পারবে তোমার অবস্থান)।

৮-৯. (হে মানুষ!) মহাবিচার দিবস সম্পর্কে তোমরা পরস্পরবিরোধী মত লালন করছ। এই সত্যকে যারা মেনে নিতে পারে না, তাদের চিন্তাধারা কত না বিকৃত!

১০-১২. ওরা যে-বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারে না, সে-বিষয়ে অনুমানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়। ওরা অজ্ঞ, খেয়ালিপনার কারণে ভুল করে। যারা বিদ্রুপ করে বলে, 'মহাবিচার দিবস কবে আসবে?' তারা আসলে নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করে।

১৩-১৪. হে নবী! বলো, (মহাবিচার দিবস সেদিন আসবে) যেদিন তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। (বলা হবে) তোমরা আজাব ভোগ করো, তোমরা তো একেই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে।

১৫. সেদিন আল্লাহ-সচেতনরা থাকবে প্রবহমান ঝর্নাবেষ্টিত জান্নাতে। ১৬-১৯. তারা তাদের প্রতিপালকের পুরস্কারে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠবে। কারণ পার্থিব জীবনে তারা ছিল সৎকর্মশীল। তারা রাতে সামান্য অংশই ঘুমিয়ে কাটাত, রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করত, তাদের ধনসম্পত্তি থেকে অভাবী ও বঞ্চিতের হক আদায়ে অকাতরে ব্যয় করত।

http://alQuran.org.bd

২০-২১. বিশ্বাসীদের জন্যে আল্লাহর মহিমার অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে জমিনের বুকে, যেমন আছে তোমার নিজের মধ্যেও। এরপরেও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?

২২-২৩. মহাকাশে রয়েছে তোমাদের জীবনোপকরণ এবং প্রতিশ্রুত সবকিছু। মহাকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ! (মৃত্যুর পর উত্থান ও মহাবিচার) এ এক বাস্তব সত্য, যেমন বাস্তবতা হচ্ছে তোমাদের পরস্পরের কথাবার্তা।

॥ রুকু ২ ॥

২৪. হে নবী! ইব্রাহিমের সম্মানিত মেহমানদের কথা তোমার কাছে পৌঁছেছে কি? ২৫. মেহমানরা তার কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, সালাম। উত্তরে সে-ও বলল, সালাম। (স্বগতোক্তি করল) ওরা তো অচেনা।

২৬-২৭. তারপর ইব্রাহিম তার স্ত্রীর কাছে গেল এবং একটা নাদুসনুদুস বাছুরের রোস্ট নিয়ে এলো। বাছুরের রোস্ট তাদের সামনে রাখল। (কিন্তু মেহমানরা তা স্পর্শও করল না। তখন) ইব্রাহিম জিজ্ঞেস করল, ‘তোমরা খাচ্ছ না কেন?’

২৮. তখন ওদের সম্পর্কে তার মনে এক ধরনের শঙ্কা সৃষ্টি হলো। ওরা বলল, ‘ভয় পেয়ো না।’ তারপর ওরা তাকে এক জ্ঞানী পুত্রের জন্মের সুসংবাদ দিল। ২৯. একথা শুনে তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সামনে এসে গাল চাপড়ে বলল, ‘এই বৃদ্ধা বন্ধ্যার সন্তান হবে?’

৩০. ওরা বলল, ‘তোমার প্রতিপালক এরকমই বলেছেন। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।’

সপ্তবিংশতিতম পারা

৩১. ইব্রাহিম জিজ্ঞেস করল, ‘হে ফেরেশতাগণ! তোমাদের এখানে আসার মুখ্য উদ্দেশ্য কী?’

http://alQuran.org.bd

৩২-৩৪. তারা বলল, আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের নিকট পাঠানো হয়েছে। ওদের ওপর কঙ্করবর্ষণ করার জন্যে, যা সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্যে তোমার প্রতিপালক নির্দিষ্ট করেছেন।

৩৫-৩৬. তারপর সময়মতো আমি লূতের শহর থেকে বিশ্বাসীদের উদ্ধার করেছিলাম। সেখানে একটি ঘর ছাড়া সমর্পিতদের আর কোনো ঘর ছিল না।
৩৭. আমি এ ঘটনার মধ্যে একটি সতর্কবাণী রেখে দিলাম তাদের জন্যে, যারা যন্ত্রণাদায়ক আজাবকে ভয় করে (যা সকল দুরাচারীর জন্যে অপেক্ষা করছে)।

৩৮-৪০. আমার মহিমার নিদর্শন রয়েছে মুসার ঘটনায়। আমি মুসাকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউনের কাছে পাঠালাম। কিন্তু ফেরাউন ক্ষমতার দম্ভে মুখ ফিরিয়ে নিল। বলল, 'এই লোকটি হয় জাদুকর, নয় উন্মাদ।' তাই আমি তাকে দলবলসহ সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলাম। এ পরিণতির জন্যে ফেরাউন নিজেই ছিল দায়ী।

৪১-৪২. একই নিদর্শন রয়েছে আদ সম্প্রদায়ের ঘটনায়। আমি ওদের ওপর পাঠিয়েছিলাম বিধ্বংসী ঝড়, যা যেখান দিয়ে গেছে, সব ধ্বংস করে গেছে।

৪৩-৪৫. একই নিদর্শন রয়েছে সামুদ সম্প্রদায়ের ঘটনায়। ওদের বলা হয়েছিল, 'ভোগ করার জন্যে তোমরা খুব অল্প সময়ই পাবে।' এই সতর্কতার পরও ওরা ওদের প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করল। তখন আকস্মিকভাবে নেমে এলো বজ্রাঘাতের আজাব। আর ওরা অসহায়ের মতো তাকিয়ে রইল। ওরা উঠেও দাঁড়াতে পারল না, নিজেদের রক্ষাও করতে পারল না।

৪৬. ওদেরও পূর্বে আমি নূহের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলাম। ওরা ছিল সত্যত্যাগী।

॥ রুকু ৩ ॥

৪৭. আমি নিজ মহিমার শক্তিতে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছি। আমিই এর ক্রমাগত সম্প্রসারণকারী। ৪৮. আমি জমিনকে বিছিয়ে দিয়েছি। আর কত সুন্দরভাবেই না আমি বিছিয়েছি! ৪৯. আমি সবকিছু সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায় (বিপরীত ও পরিপূরকরূপে), যাতে করে তোমরা বুঝতে পারো (স্রষ্টা একাই শুধু একক)।

http://alQuran.org.bd

৫০. অতএব (হে নবী! ওদের বলো) তোমরা আল্লাহর শরণাপন্ন হও। আমি তাঁর তরফ থেকে প্রেরিত সুস্পষ্ট সতর্ককারী। ৫১. আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কোনো উপাস্যকে যোগ কোরো না। (আবারো বলছি) আমি তাঁর তরফ থেকে প্রেরিত সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

৫২. বাস্তব সত্য হচ্ছে, ওদের পূর্ববর্তীদের কাছেও যখনই কোনো রসুল এসেছে, তখনই ওরা তাকে বলেছে, 'তুমি হয় জাদুকর, না হয় উন্মাদ।' ৫৩. এই (বিকৃত) চিন্তাকেই কি ওরা ঐতিহ্য হিসেবে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত করেছে? আসলে ওরা সবাই চূড়ান্ত সীমালঙ্ঘনকারী।

৫৪-৫৫. অতএব হে নবী! তুমি ওদেরকে উপেক্ষা করো। এটা তোমার জন্যে দোষের কিছু নয়। কিন্তু তুমি তাদেরকে উপদেশ দিতে থাকো (যারা তা শুনতে চায়)। কারণ উপদেশে বিশ্বাসীরাই উপকৃত হয়।

৫৬. আমি জ্বীন ও মানুষকে আমার ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছি। ৫৭-৫৮. আমি ওদের কাছে কোনো জীবিকা চাই না বা চাই না ওরা আমাকে খাওয়াবে। আল্লাহই সবাইকে জীবনোপকরণ দান করেন, তিনি মহাশক্তিধর, প্রবল পরাক্রান্ত।

৫৯. (শুনে রাখো) এ জালেমরা তা-ই পাবে, যা অতীতে ওদের সম-মতাবলম্বীরা ভোগ করেছে। সুতরাং আমার কাছে এই প্রাপ্য পাওয়ার জন্যে ওরা যেন তাড়াহুড়ো না করে। ৬০. সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে আসল দুর্ভোগ তো আসবে সেদিন, যেদিন সম্পর্কে ওদের সতর্ক করা হচ্ছে।

http://alQuran.org.bd

৫২. সূরা তুর

রুকু ২ ॥ আয়াত ৪৯ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

তাকাও তুর পাহাড়ে। ২-৬. দেখ কিতাবে, যা লেখা আছে উন্মুক্তপত্রে। তাকাও বায়তুল মামুরে (বিশ্বাসীর অন্তরে)। ভাবো সমুন্নত আকাশ ও উত্তাল সমুদ্র নিয়ে। ৭-৮. (তাহলেই হে মানুষ! তোমরা বুঝতে পারবে) নিশ্চয়ই (দুরাচারীদের জন্যে) তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। কেউই তা ঠেকাতে পারবে না।

৯-১২. যেদিন আকাশ প্রবলভাবে আন্দোলিত হবে, পর্বতমালা উড়ে যাবে, সেদিন দুর্ভোগ হবে সত্য অস্বীকারকারীদের, যারা সারাজীবন অসার কর্মকাণ্ডে (খেল-তামাশা ও ভোগবিলাসে) লিপ্ত ছিল।

১৩-১৬. সেদিন ওদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের লেলিহান শিখার দিকে। (আর বলা হবে) 'এই সেই জাহান্নাম, যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। (ভালো করে দেখ) এ কি জাদু, না তখন তোমরা সত্যকে দেখতে পাও নি? এখন শাস্তি ভোগ করো। এখন তোমরা ধৈর্য ধরো বা অস্থির হও–দুই-ই তোমাদের জন্যে সমান। তোমরা দুনিয়ায় যা করেছ, এখন শুধু তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে।'

১৭-২০. আল্লাহ-সচেতনরা থাকবে জান্নাতে সব ধরনের নেয়ামতে পরিবেষ্টিত। তাদের প্রতিপালকের দেয়া সবকিছু উপভোগ করবে তারা। তাদের তিনি জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করবেন। (তাদেরকে বলা হবে) দুনিয়ায় তোমাদের সৎকর্মের পুরস্কার হিসেবে তোমরা এখন তৃপ্তির সাথে পানাহার করো। আরাম করে হেলান দিয়ে বসো সারিবদ্ধভাবে রাখা সুসজ্জিত আসনে। আর পবিত্র দৃষ্টির পরিশুদ্ধ সাথিদের তারা পাবে স্থায়ী জুটি হিসেবে।

২১. বিশ্বাসীদের সন্তানসন্ততিরা বিশ্বাসে তাদের অনুগমন করলে সন্তানসন্ততিকে তাদের সাথে মিলিত করব। সন্তানসন্ততির কর্মফল কখনো কমানো হবে না। তবে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ কৃতকর্মের জন্যে দায়ী হবে।

http://alQuran.org.bd

[অর্থাৎ সন্তানের সৎকর্ম বিশ্বাসী পিতামাতার মর্যাদা বাড়াবে। কিন্তু পিতামাতার সৎকর্ম সন্তানকে তার ব্যক্তিগত জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত করতে পারবে না।]

২২-২৪. জান্নাতে তারা তাদের ইচ্ছা ও পছন্দমতো ফলমূল, মাংস সবই পাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে। সেখানে তারা একে অপরকে প্রতিযোগিতা করে পানপাত্র তুলে দেবে। সেই পানীয় পান করে কেউ অসার কথা বলবে না, কোনো পাপকাজে লিপ্ত হওয়ারও তাড়না অনুভব করবে না (পাবে এক অপার্থিব আনন্দ)। তাদের সেবায় সবসময় নিয়োজিত থাকবে চিরকিশোররা (মনে হবে ওরা যেন তাদেরই সন্তান), দেখতে সংরক্ষিত মুক্তোর মতো (সমুজ্জ্বল)।

২৫-২৮. জান্নাতে তারা একে অপরের সাথে দুনিয়ার জীবন নিয়ে স্মৃতিচারণ করবে। বলবে, 'পার্থিব জীবনে আমরা আল্লাহর বিরাগভাজন হওয়ার ব্যাপারে শঙ্কিত ছিলাম। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন আর আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা তো পৃথিবীতে আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করতাম। তিনি তো অতি-অনুগ্রহশীল, পরমদয়ালু।'

॥ রুকু ২ ॥

২৯-৩১. অতএব হে নবী! তুমি মানুষকে উপদেশ দিতে থাকো। তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি গণক বা উন্মাদ নও। অথবা ওরা কি বলতে চায়, 'সে এক কবি, আমরা তার ভাগ্যবিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করছি?' হে নবী! ওদের বলো, 'তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাকো, আমিও প্রতীক্ষা করছি।'

৩২-৩৪. সত্য অস্বীকারকারীরা কি ওদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে এ কথাগুলো বলছে, না অতিদাম্ভিকতার কারণে ওদের মুখ দিয়ে এ কথাগুলো বেরোচ্ছে? ওরা কি বলে যে, 'এই কোরআন সে রচনা করেছে?' আসলে ওরা বিশ্বাস করতে ইচ্ছুক নয়। ঠিক আছে, (ওরা যদি মনে করে কোরআন মানুষের রচনা) তবে ওরা এর মতো একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আসুক না! তাহলেই বোঝা যাবে ওরা সত্যবাদী।

৩৫-৩৬. (অথবা ওরা কি আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে?) তাহলে ওরা কি কোনো স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে, না নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টি করেছে? মহাকাশ ও পৃথিবী কি ওরা সৃষ্টি করেছে? আসলে ওরা সংশয়ী, কোনো ব্যাপারেই নিশ্চিত নয়।

http://alQuran.org.bd

৩৭-৩৮. তোমার প্রতিপালকের সম্পদ-সম্ভার কি ওদের হাতের মুঠোয়, না ওরা ওসবের নিয়ন্তা? অথবা ওদের কি এমন কোনো উপকরণ আছে, যা দিয়ে (চূড়ান্ত সত্যে উপনীত হতে পারে অথবা মানবীয় বিচারবুদ্ধির অগম্য বিষয় সম্পর্কে) শুনতে পারে? যদি কেউ এমন কিছু শুনে থাকে, তবে তার (সে জ্ঞানের) দৃশ্যমান প্রমাণ উপস্থিত করুক!

৩৯. অথবা (যদি তোমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করো, তবে এটা কীভাবে বিশ্বাস করলে যে) তিনি নিজের জন্যে কন্যা পছন্দ করেছেন, যেখানে তোমরা নিজেদের জন্যে শুধু পুত্রসন্তান পছন্দ করো?

৪০. অথবা (যারা সত্যবাণী প্রত্যাখ্যান করছে, ওরা কি এই ভয় পাচ্ছে যে) এর বিনিময়ে তুমি পারিশ্রমিক দাবি করলে ওদের ওপর (ঋণের) দুর্বহ বোঝা চেপে বসবে?

৪১. অথবা (ওরা কি মনে করে যে) সকল অস্তিত্বের নিগূঢ় সত্য ওরা প্রায় জেনে গেছে, সময় হলেই ওরা তা লিখে ফেলতে পারবে? ৪২. নাকি ওরা তোমাকে কোনো (বৈপরীত্য ও প্রতারণার) ফাঁদে ফেলতে চায়? (যদি তা-ই চায়) তবে সত্য অস্বীকারকারীরাই এ ফাঁদে আটকা পড়বে। ৪৩. আল্লাহ ছাড়া কি আর কোনো উপাস্য আছে? ওরা যাকে শরিক মনে করে, আল্লাহ তা থেকে অনেক পবিত্র। ৪৪. (আসলে যারা সত্যকে সত্য বলতে অস্বীকৃতি জানায়) তারা আকাশের কোনো অংশকে ভেঙে পড়তে দেখলেও বলবে, ‘এ-তো মেঘপুঞ্জ মাত্র!’

৪৫-৪৬. অতএব ওদেরকে উপেক্ষা করে চলো। যেদিন ওরা মহাবিচারের মুখোমুখি হবে, সেদিন ওরা আতঙ্কাহত হয়ে পড়ে থাকবে। সেদিন ওদের কোনো ষড়যন্ত্রই কাজে আসবে না, ওদের সাহায্য করারও কেউ থাকবে না।

৪৭. যারা ক্রমাগত দুরাচার করে চলেছে, (পরকালের চূড়ান্ত শাস্তির আগেই) ওদের সামনে অনেক দুর্ভোগ অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু ওদের অধিকাংশই তা জানে না।

৪৮-৪৯. হে নবী! তোমার প্রতিপালকের সিদ্ধান্তের জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করো। তুমি আমার চোখের সামনেই আছ। অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো ঘুম থেকে উঠে, রাতে আর তারকাদের অস্তগমনের পর।

http://alQuran.org.bd

৫৩. সূরা নজম

রুকু ৩ ॥ আয়াত ৬২ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

ভাবো (ধাপে ধাপে) প্রকাশমান (আল্লাহর বাণী) নিয়ে! ২-১০. (তাহলেই বুঝতে পারবে) তোমাদের সাথি (রসুল) বিভ্রান্ত নয়, পথভ্রষ্টও নয়। সে নিজের মনগড়া কোনো কথা বলে না। কোরআন তো ওহী, যা তার ওপর নাজিল হয়। তাকে এ ওহী পৌঁছে দেয় শক্তিধর ফেরেশতা। অনেক ক্ষমতা ও গুণসম্পন্ন ফেরেশতা নিজ আকৃতিতে প্রথম স্থির হয়েছিল ঊর্ধ্বদিগন্তে। তারপর কাছে এলো, খুব কাছে। তাদের মাঝে দূরত্ব থাকল মাত্র দুই ধনুকের বা তার চেয়েও কম। এভাবেই আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি ওহী নাজিল করলেন, যা তিনি করতে চেয়েছিলেন।

১১-১৮. সে যা দেখেছিল তা নিয়ে তার অন্তরে কোনো সংশয় ছিল না। তারপরও কি তোমরা এ নিয়ে তার সাথে বিতর্ক করবে? অবশ্যই সে এ ফেরেশতা (জিবরাইলকে) আরেকবার দেখেছিল (মেরাজের সময়) জান্নাতুল মাওয়ার সীমানায় সিদরা গাছের নিকট। তখন সিদরা গাছ ছেয়ে ছিল বর্ণনাতীত সৌন্দর্যের ছায়ায়। তার দৃষ্টিবিভ্রমও হয় নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নি। সে তার মহান প্রতিপালকের মহিমার নিদর্শনাবলি সুন্দরভাবে অবলোকন করেছে।

১৯-২৩. তোমরা কি ভেবে দেখেছ (তোমাদের দেবী) লাত, উজ্জা ও মানাত সম্পর্কে? তোমরা কি মনে করো, তোমাদের জন্যে পুত্রসন্তান আর আল্লাহর জন্যে শুধু কন্যাসন্তান? এরকম ভাগবাটোয়ারা তো নেহায়েত অন্যায়! আসলে এগুলো তো স্রেফ কতগুলো নাম, যা তোমাদের বাপদাদারা ও তোমরা রেখেছ। এর সমর্থনে আল্লাহ কোনো সনদ নাজিল করেন নি। তোমরা তো ভ্রান্ত অনুমান ও তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করছ। অথচ তোমাদের কাছে এখন তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে পথনির্দেশ এসেছে।

২৪-২৫. মানুষ কি কল্পনা করে যে, কোনোকিছু (কারো নাম করে) চাইলেই তা তার প্রাপ্য হয়ে যাবে? সত্য হচ্ছে, ইহকাল ও পরকালের মালিক

http://alQuran.org.bd

একমাত্র আল্লাহ (অর্থাৎ তাঁর কাছেই চাইতে হবে, মধ্যবর্তী কোনো উপাস্যের প্রয়োজন নেই)।

॥ রুকু ২ ॥

২৬. মহাকাশে কত ফেরেশতা রয়েছে! কিন্তু তাদের সুপারিশ কোনো কাজে আসবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ যার ওপর সন্তুষ্ট ও যাকে ইচ্ছা, তাকে অনুমতি দেন। ২৭-২৮. যারা আখেরাতে জবাবদিহিতায় বিশ্বাস করে না, তারাই ফেরেশতাদের নারীবাচক নাম দেয়। যেহেতু এ বিষয়ে ওদের কোনো জ্ঞান নেই, ওরা শুধু অনুমানেরই অনুসরণ করে। মনে রেখো, অনুমান সত্যের মোকাবেলায় মূল্যহীন।

২৯-৩০. অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ, তাকে উপেক্ষা করো। সে-তো কেবল পার্থিব জীবনকেই গুরুত্ব দেয়। ওদের জ্ঞানের সীমানাও এই জড়জীবন পর্যন্ত। মনে রেখো, তোমার প্রতিপালক ভালো করেই জানেন, কে পথভ্রষ্ট আর কে সত্যপথের অনুসারী।

৩১. মহাবিশ্বের সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। যারা অপকর্ম করবে, তিনি তাদের যথাযোগ্য প্রতিফল দেবেন আর যারা সৎকর্ম করবে তাদের তিনি দেবেন উত্তম পুরস্কার। ৩২. যারা গুরুতর অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে, তারা ছোটখাটো অপরাধ করে ফেললেও তোমার প্রতিপালকের ক্ষমার কোনো শেষ নেই। যখন তিনি সৃষ্টি করেছিলেন মাটি থেকে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ছিলে ভ্রূণরূপে, তখন থেকেই আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে সবকিছু জানেন। অতএব তোমরা নিজেদের পবিত্রতার বড়াই কোরো না (বিনয়ী হও)। কে আল্লাহ-সচেতন তা তিনি ভালোভাবেই জানেন।

॥ রুকু ৩ ॥

৩৩-৩৫. তুমি কি দেখেছ তাকে, যে মুখ ফিরিয়ে নেয় (আল্লাহর স্মরণ থেকে আর পার্থিব ভোগ ছাড়া কোনোকিছুকেই গুরুত্ব দেয় না? আর আত্মার তৃপ্তির জন্যে অন্যের কল্যাণে) খুব সামান্যই ব্যয় করে? আর যা-ও ব্যয় করে, তা-ও করে বিরক্তিসহকারে। সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্যে গায়েবের জ্ঞান কি তার আছে (বলে সে দাবি করে)?

http://alQuran.org.bd

৩৬-৩৭. নাকি তাকে জানানো হয় নি, মুসার কিতাব ও ইব্রাহিমের কিতাবের জ্ঞান? ইব্রাহিম (এই জ্ঞান প্রচারের) দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছিল। ৩৮-৪১. (কিতাবে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে) অন্যের পাপের বোঝা কেউ বইবে না। মানুষ শুধু সেই কাজেরই প্রতিফল পাবে, যার জন্যে সে প্রাণান্ত প্রয়াস চালাবে। সময় হলে কী জন্যে সে প্রয়াস চালিয়েছিল, তা-ও তাকে যথার্থভাবে দেখানো হবে। তারপর তাকে দেয়া হবে তার পূর্ণ প্রতিফল।

৪২-৪৯. (হে মানুষ!) সমস্ত অস্তিত্বের শুরু ও শেষ তো তোমার প্রতিপালকের কাছে। তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান। তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান। তিনিই সৃষ্টি করেন নারী ও পুরুষ–স্খলিত শুক্রবিন্দু থেকে। পুনরুত্থান ঘটানোর দায়িত্বও তাঁর। তিনিই অভাবমুক্ত করেন আর বিত্তবানও তিনিই করেন। তিনিই উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের নিয়ন্ত্রক।

৫০-৫৫. তিনি আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন। আর সামুদ সম্প্রদায়েরও কাউকে অব্যাহতি দেন নি। এর আগে নূহের সম্প্রদায়কেও বিলুপ্ত করেছিলেন, যারা ছিল অতিদাম্ভিক ও সীমালঙ্ঘনকারী। তিনি লূত সম্প্রদায়ের শহরদ্বয়কে উপড়ে দিয়েছিলেন। এক সর্বগ্রাসী আজাব এই জনপদগুলোকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। অতএব, হে মানুষ! তোমরা তোমার প্রতিপালকের কোন নেয়ামত নিয়ে সন্দেহ করবে?

৫৬-৬১. (হে মানুষ!) অতীতের সতর্ককারীদের মতো এই নবীও এক সতর্ককারী। কেয়ামত ক্রমান্বয়ে নিকটবর্তী হচ্ছে, যদিও আল্লাহ ছাড়া কেউ তা ঘটাতে সক্ষম নয়। তোমরা কি এই সতর্কবাণীতে অবাক হচ্ছো? (একথা শুনে) না কেঁদে তোমরা কি হাসিতামাশায় মেতে উঠেছ?

৬২. (হে মানুষ! সময় থাকতে সতর্ক হও।) আল্লাহকে সেজদা করো এবং শুধু তাঁরই ইবাদত করো। *[সেজদা]*

http://alQuran.org.bd

৫৪. সূরা কামার

রুকু ৩ ॥ আয়াত ৫৫ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

কেয়ামত আসন্ন আর চন্দ্র বিদীর্ণ! ২. কিন্তু ওরা (যারা কেয়ামতসংক্রান্ত সকল ভাবনা প্রত্যাখ্যান করে) কোনো নিদর্শন দেখলে মুখ ঘুরিয়ে বলবে, 'এ-তো চিরাচরিত জাদু।' ৩. ওরা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজেদের খেয়ালখুশিমতো চলে। (তবে বাস্তব সত্য হচ্ছে) প্রতিটি বিষয়ই শেষ পর্যন্ত তার অন্তর্নিহিত সত্যকে প্রকাশ করে।

৪-৮. ওদের কাছে দুরাচার থেকে নিবৃত্ত হওয়ার সতর্কতাসূচক প্রজ্ঞাপূর্ণ সত্যবাণী প্রেরিত হলেও ওরা এতে কান দেয় নি। অতএব হে নবী! তুমি ওদের উপেক্ষা করো। যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে অজানা পরিণতির দিকে, সেদিন ওরা অপমানে দৃষ্টি নিচু করে কবর থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মতো। ওরা আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে আতঙ্কতাড়িত হয়ে। সত্য অস্বীকারকারীরা আর্তনাদ করে বলবে, 'ভয়ংকর এ দিন!'

৯-১০. এর আগে আমার বান্দা নূহকেও তার সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল, 'এ-তো এক উন্মাদ!' যখন ওরা তাকে হুমকি দিল, তখন সে প্রার্থনা করল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি অসহায়। তুমি এর প্রতিবিধান করো!'

১১-১২. যথাসময়ে আমি আকাশের দ্বার খুলে দিলাম। শুরু হলো প্রবল বৃষ্টি। মাটি ফেটে বেরোল পানির ধারা। ওপর ও নিচের পানি মিশে একাকার হয়ে গেল পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনার বাস্তবায়নে। ১৩-১৪. তখন আমি নূহকে ওঠালাম এক নৌযানে, যা চলত আমার সুরক্ষায়। ওদের প্রত্যাখ্যানের বিনিময়ে ছিল এ পুরস্কার (আমার বান্দার জন্যে)।

১৫-১৬. এ নৌযানকে আমি সংরক্ষিত রেখেছি এক নিদর্শনরূপে। অতএব এ থেকে উপদেশ গ্রহণে আগ্রহী কেউ আছ কি? দেখ, আমার সতর্কবাণীকে উপেক্ষা করলে শাস্তি হয় কত কঠিন!

http://alQuran.org.bd

১৭. আমি কোরআনকে খুব সহজ করে দিয়েছি, যাতে করে তোমরা এর শিক্ষা মনে রাখতে পারো। (হে মানুষ!) তুমি কি এর শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করবে?

১৮-২১. আদ সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল। আমার সতর্কবাণী উপেক্ষা করায় ওদের ওপর আমার শাস্তি ছিল কত কঠিন! এক চরম দুর্ভোগের দিনে আমি ওদের ওপর পাঠিয়েছিলাম ঘূর্ণিঝড়। উপড়ানো খেজুর গাছের মতো মানুষকে তা করেছিল নির্মূল। দেখ, আমার সতর্কবাণী উপেক্ষা করলে শাস্তি হয় কত কঠিন!

২২. আমি কোরআনকে খুব সহজ করে দিয়েছি, যাতে করে তোমরা এর শিক্ষা মনে রাখতে পারো। (হে মানুষ!) তুমি কি এর শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করবে?

॥ রুকু ২ ॥

২৩-২৫. সামুদ সম্প্রদায়ও সতর্ককারীদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। ওরা বলেছিল, 'আমরা কি আমাদেরই মতো একজন মরণশীল মানুষকে অনুসরণ করব? তাহলে আমরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত বলে গণ্য হবো। (ওরা বলল, কী আশ্চর্য!) আমাদের মধ্যে শুধু তার ওপরই ওহী নাজিল হলো? সে আসলে মিথ্যাবাদী দাম্ভিক!' ২৬. সময়মতোই ওরা জানতে পারল, কে মিথ্যাবাদী, কে দাম্ভিক!

২৭-২৮. আমি ওদের পরীক্ষার জন্যে এক উটনী ছেড়ে দিয়েছি। সুতরাং (হে সালেহ!) তুমি ওদের আচরণ লক্ষ করো এবং ধৈর্য ধরো। আর ওদের জানিয়ে দাও যে, কুয়ার পানি ওদের গবাদি পশু ও উটনীর মধ্যে ভাগ করা হয়েছে। সবাই যার যার পালা অনুসারে পানি পান করবে।

২৯-৩০. এরপর ওরা ওদের এক সাথিকে ডাকল। সে নির্মমভাবে উটনীকে হত্যা করল। দেখ, আমার সতর্কবাণী উপেক্ষা করলে শাস্তি হয় কত কঠিন!

৩১. এরপর আমি ওদের ওপর আজাব পাঠালাম। এক ভয়ানক আওয়াজ– ওদের সবকিছু চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল খোঁয়াড়ের বেড়ার জরাজীর্ণ কাঠের মতো।

৩২. আমি কোরআনকে খুব সহজ করে দিয়েছি, যাতে করে তোমরা এর শিক্ষা মনে রাখতে পারো। (হে মানুষ!) তুমি কি এর শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করবে?

http://alQuran.org.bd

৩৩-৩৫. লূত সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করেছিল সতর্ককারীদের। আমি ওদের ওপর আজাব হিসেবে পাঠিয়েছিলাম কঙ্কর-ঝড়। (ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল সব।) শুধু লূত পরিবারকে অক্ষত সরিয়ে নিয়েছিলাম রাতের শেষ ভাগে, আমার বিশেষ অনুগ্রহে। কৃতজ্ঞদের আমি এভাবেই পুরস্কৃত করি।

৩৬-৩৭. লূত তার সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিল আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে। কিন্তু ওরা আমার সতর্কবাণী নিয়ে বাগবিতণ্ডায় লিপ্ত হলো। এমনকি অতিথিদেরকে ওদের হাতে তুলে দেয়ার জন্যে লূতের কাছে দাবি জানাল। তখন আমি ওদের দৃষ্টি কেড়ে নিলাম এবং বললাম, আমার সতর্কবাণীকে উপেক্ষা করার ফল ভোগ করো, শাস্তির স্বাদ নাও!

৩৮-৩৯. খুব ভোরে আজাবের পর আজাব এসে ওদের গ্রাস করল। আর আমি বললাম, 'শাস্তির স্বাদ নাও, আমার সতর্কবাণী উপেক্ষা করার ফল ভোগ করো!'

৪০. আমি কোরআনকে খুব সহজ করে দিয়েছি, যাতে করে তোমরা এর শিক্ষা মনে রাখতে পারো। (হে মানুষ!) তুমি কি এর শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করবে?

॥ রুকু ৩ ॥

৪১-৪২. ফেরাউন সম্প্রদায়ের কাছেও সতর্ককারী এসেছিল। কিন্তু ওরা আমার সকল নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিল। আমি ওদের কঠোর শাস্তি দিলাম, যা শুধু মহাপরাক্রমশালী সর্বশক্তিমানের পক্ষেই দেয়া সম্ভব।

৪৩. হে সত্য অস্বীকারকারীরা! তোমরা কি তোমাদের পূর্বসূরিদের চেয়ে বুদ্ধি বা শক্তিতে অগ্রসর, না তোমাদের অব্যাহতিপ্রাপ্তির কোনো সনদ অতীতের কিতাবসমূহে আছে? ৪৪-৪৫. অথবা ওরা কি বলে যে, আমরা এক সঙ্ঘবদ্ধ অপরাজেয় দল? (বাস্তবতা হচ্ছে) অচিরেই ওরা পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে।

৪৬-৪৮. ওরা ওদের চূড়ান্ত পরিণতির সম্মুখীন হবে মহাবিচার দিবসে। দিনটি হবে ওদের জন্যে খুব কঠিন, অতি তিক্ত। যারা পাপাচারে লিপ্ত (তারা সেদিন বুঝতে পারবে যে) তারা কী পরিমাণ বিভ্রান্তি ও নির্বুদ্ধিতায় নিমজ্জিত ছিল। সেদিন ওদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর বলা হবে, 'এবার জাহান্নামের দহনযন্ত্রণার স্বাদ নাও!'

http://alQuran.org.bd

৪৯. আমি সবকিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত ওজন ও অনুপাতে (আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যে)। ৫০. আমার আদেশ পালিত হয় একটি কথায়, চোখের এক পলকে।

৫১. অতীতে তোমাদের মতো বহুদলকে আমি ধ্বংস করেছি। ওদের এই পরিণতি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করার মতো কেউ নেই কি? ৫২-৫৩. ওদের সমস্ত কার্যকলাপ, ছোট-বড় সবকিছু রেকর্ড হয়েছে সুরক্ষিত প্রক্রিয়ায়–ওদের আমলনামায়।

৫৪-৫৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ-সচেতনরা থাকবে ঝর্নাবিধৌত জান্নাতে, সমুন্নত মর্যাদায়, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর রহমতের ছায়ায়।

http://alQuran.org.bd

৫৫. সূরা আর রাহমান

রুকু ৩ ॥ আয়াত ৭৮ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

পরম দয়াময় আল্লাহ। ২. তিনি কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। ৩. তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। ৪. তিনি তাকে (গুছিয়ে চিন্তা করতে ও) স্পষ্টভাবে কথা বলতে শিখিয়েছেন। ৫. সূর্য ও চন্দ্র নির্ধারিত কক্ষপথে ভ্রাম্যমাণ। ৬. তারকা ও গাছপালা তাঁকেই সেজদারত (তাঁর নিয়মেই সমর্পিত)।

৭. তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং সবকিছুর জন্যেই তৈরি করেছেন মানদণ্ড। ৮. তোমরা কখনো ভালো-মন্দ বিচারে ন্যায়দণ্ড লঙ্ঘন কোরো না। ৯. সবকিছুর ওজনে ন্যায্যমান প্রতিষ্ঠা করো এবং ওজন বা বিচারে কারচুপি কোরো না।

১০. তিনি জমিনকে সমস্ত সৃষ্টির জন্যে বিছিয়ে দিয়েছেন। ১১. জমিনে রয়েছে সব ধরনের ফলমূল, খেজুর গাছে নতুন কাঁদি। ১২. নানাধরনের খোসা-আবৃত শস্যদানা আর সুগন্ধি লতাগুল্ম। ১৩. অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

১৪. তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়ামাটির মতো শুকনো মাটি দিয়ে। ১৫. আর (অদৃশ্য) জ্বীনকে সৃষ্টি করেছেন ধোঁয়াহীন আগুনের শিখা থেকে। ১৬. অতএব (হে জ্বীন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

১৭. তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্ত্রক। ১৮. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

১৯. সমুদ্রের দুই বিশাল স্রোতধারাকে তিনি মুক্তভাবে প্রবাহিত করেন, যাতে তারা পরস্পর মিলিত হতে পারে। ২০. কিন্তু মাঝে রয়েছে অদৃশ্য দেয়াল, ফলে তারা পরস্পরকে অতিক্রম করতে পারে না। ২১. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

http://alQuran.org.bd

২২. আর সমুদ্রে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। ২৩. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

২৪. সমুদ্রে চলমান পর্বতের মতো শোভাময় নৌযানগুলো তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। ২৫. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

॥ রুকু ২ ॥

২৬. মহাবিশ্বে যেখানে যা-কিছু আছে সবই নশ্বর। ২৭. অবিনশ্বর শুধু তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহামহিম, মহানুভব। ২৮. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

২৯. মহাবিশ্বের সবকিছুই তাঁর ওপর নির্ভরশীল, তাঁরই নিকট প্রার্থনা করে। সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর মহিমা নব নবরূপে দীপ্যমান। ৩০. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৩১. হে (পাপভারাক্রান্ত) জ্বীন ও মানুষ! একদিন আমি তোমাদের সবারই হিসাব নেব। ৩২. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৩৩. হে জ্বীন ও মানুষ! তোমরা যদি পৃথিবী ও নভোমণ্ডলের সীমানা অতিক্রম করতে চাও, অতিক্রম করো। কিন্তু তোমরা কখনোই আমার অনুমতি ছাড়া তা অতিক্রম করতে পারবে না। ৩৪. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৩৫. (তখন) তোমাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হবে অগ্নিশিখা ও ধূম্রপুঞ্জ, তোমরা কখনোই তা প্রতিরোধ করতে পারবে না। ৩৬. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৩৭. আর একদিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে (তেল-পোড়া আগুনের মতো) গনগনে লাল হয়ে যাবে। ৩৮. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

http://alQuran.org.bd

৩৯. সেদিন কোনো জ্বীন বা মানুষকে তার পাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করার প্রয়োজন হবে না। ৪০. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৪১. পাপে নিমজ্জিতদের চেহারাই বলে দেবে তাদের অবস্থা। তাদের চুলের ঝুঁটি ও পা ধরে টেনেহিঁচড়ে পাকড়াও করে নিয়ে আসা হবে। ৪২. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৪৩. এই সেই জাহান্নাম, যা পাপে নিমজ্জিত ব্যক্তিরা অসত্য মনে করত। ৪৪. জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ওরা দিগ্বিদিক ছুটোছুটি করতে থাকবে। ৪৫. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

॥ রুকু ৩ ॥

৪৬. কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ-সচেতন ছিল, তার জন্যে জান্নাতে রয়েছে দুটি বাগান। ৪৭. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? ৪৮. উভয় বাগানই শাখাপ্রশাখায় পরিপূর্ণ সবুজ সতেজ গাছপালায় ভরপুর। ৪৯. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৫০. উভয় বাগানে দুটি স্রোতধারা নিয়ত প্রবহমান। ৫১. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? ৫২. উভয় বাগানেই প্রতিটি ফলই হবে দুই ধরনের। ৫৩. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৫৪. জান্নাতে তারা বর্ণিল ব্রোকেড করা পুরু রেশমি কার্পেটে ঠেস-বালিশে আরামে হেলান দিয়ে বসবে। দুই বাগানের ফল ঝুলবে তাদের নাগালের মধ্যে। ৫৫. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? ৫৬. সে বাগানে থাকবে বিশুদ্ধ দৃষ্টির সমুজ্জ্বল সাথিরা। কোনো জ্বীন বা মানুষ কখনো যাদের কাছে আসে নি। ৫৭. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? ৫৮. ওরা হবে মুক্তা ও চুনির ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিময়। ৫৯. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

http://alQuran.org.bd

৬০. উত্তম কাজের প্রতিফল উত্তম পুরস্কার ছাড়া আর কী হতে পারে?
৬১. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৬২. ঐ দুটি বাগান ছাড়াও থাকবে আরো দুটো বাগান। ৬৩. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৬৪. ঘন সবুজ শ্যামল সতেজ বাগান। ৬৫. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৬৬. প্রতিটি বাগানেই উৎসারিত হবে দুটি ঝর্নাধারা। ৬৭. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৬৮. সেখানেও থাকবে প্রচুর ফলমূল, খেজুর, আনার। ৬৯. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৭০. (বাগানগুলোর) সবকিছুই হবে পরিশুদ্ধ ও মনোহর। ৭১. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৭২. সুসজ্জিত বর্ণিল তাঁবুতে থাকবে পরিশুদ্ধ সমুজ্জ্বল সাথিরা। ৭৩. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?
৭৪. কোনো জ্বীন বা মানুষ কখনো এদের কাছে আসে নি। ৭৫. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৭৬. তারা সুন্দরতম গালিচায় সবুজ তাকিয়ায় পরম প্রশান্তিতে হেলান দিয়ে বসবে। ৭৭. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

৭৮. কত বরকতময় তোমার প্রতিপালকের নাম, যিনি মহামহিম, মহানুভব!

http://alQuran.org.bd

৫৬. সূরা ওয়াকিয়া

রুকু ৩ ॥ আয়াত ৯৬ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

যখন কেয়ামত হবে, ২-৩. তখন মহাপ্রলয়কে মিথ্যা বলার মতো কেউ থাকবে না। তখন কেউ হবে পতিত, কেউ সমুন্নত।

৪-৬. যখন প্রবল কম্পনে সারা পৃথিবী একসাথে প্রকম্পিত হবে, পাহাড়-পর্বত সব চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ধূলিকণারূপে চারদিকে ছড়িয়ে যাবে।

৭. আর (মহাবিচারের দিন) তোমাদের তিন ভাগে ভাগ করা হবে।
৮. সত্য-অনুসারীরা থাকবে ডানপাশে। আহা! যারা সত্য অনুসরণ করেছে, আজ কতই না সুখী তারা!

৯. অন্যায় অসত্যে ভরা যাদের জীবন তারা থাকবে বামপাশে। হায়! যারা পাপে ডুবে ছিল, তারা আজ কতই না অসুখী!

১০. আর অগ্রগামীরা তো অগ্রগামীই। (জীবনে তারা বিশ্বাস ও সৎকর্মে অগ্রগামী ছিল।) ১১. তারা সবসময়ই আল্লাহর কাছাকাছি ছিল এবং কাছাকাছি থাকবে। ১২. তারা নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে থাকবে।
১৩-১৪. এদের অনেকেই আসবে পূর্বসূরিদের মধ্য থেকে। আর কিছু আসবে উত্তরসূরিদের মধ্য থেকে। ১৫-১৬. সুখের স্বর্ণখচিত আসনে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে এরা হেলান দিয়ে বসবে।

১৭-১৮. চিরকিশোররা সুরাহি ও পানপাত্রে প্রবহমান ঝর্নার অমৃতসম পানীয় নিয়ে তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে। ১৯. এই পানীয়ে তাদের মাথাও ধরবে না, মাতলামিও হবে না (হবে পরিতৃপ্তি)।

২০-২১. ওরা পরিবেশন করবে পছন্দমতো সুস্বাদু ফলমূল আর কাঙ্ক্ষিত পাখির মাংস।

২২-২৩. আর সেখানে তাদের সাথে থাকবে পবিত্র দৃষ্টিসম্পন্ন সাথিরা, ঝিনুকের ভেতরে সংরক্ষিত মুক্তার ঔজ্জ্বল্য নিয়ে। ২৪. এ সবই তাদের

http://alQuran.org.bd

সৎকর্মের পুরস্কার। ২৫. সেখানে তারা কোনো বাজে বা পাপকথা শুনবে না। ২৬. শুধু ধ্বনিত অনুরণিত হবে শান্তি! শান্তি!!

২৭. যারা ডানপাশে থাকবে তারাও ভাগ্যবান। ২৮-৩৩. তারা থাকবে এমন জান্নাতে, যেখানে থাকবে কাঁটাহীন কুলগাছ, কাঁদি কাঁদি কলা, দিগন্তবিস্তৃত ছায়া, প্রবহমান ঝর্নার পানীয়, প্রচুর ফলমূল, যা কখনো শেষ হবে না, যা নাগালের বাইরেও যাবে না।

৩৪-৩৭. উঁচু আসনে তাদের সাথে থাকবে তাদের সাথিরা, সম্পূর্ণ নতুন করে সৃষ্টি করব তাদের, বিকশিত সৌন্দর্যে তারা হবে প্রেমময় অনুগত সমকক্ষ। ৩৮. এ সবকিছুই ডানপাশের সত্যানুসারীদের জন্যে।

॥ রুকু ২ ॥

৩৯. এদের অনেকেই আসবে পূর্বসূরিদের মধ্য থেকে। ৪০. আর অনেকেই আসবে উত্তরসূরিদের মধ্য থেকে।

৪১. কিন্তু যারা অন্যায়ে নিমজ্জিত ছিল, সেই বামপাশের লোকেরা, তারা কতই না দুর্ভাগা! ৪২-৪৪. তারা থাকবে তপ্ত বায়ুপ্রবাহ আর জ্বলন্ত হতাশায়, ফুটন্ত পানি ও কালো ধূম্রজালে। সেখানে না থাকবে কোনো শীতল আবহ, না কোনো আরাম।

৪৫. দুনিয়ায় ওরা মত্ত ছিল (ফুটানি ও) ভোগবিলাসে। ৪৬. বার বার লিপ্ত হয়েছে ঘোরতর অন্যায় ও পাপকর্মে। ৪৭. ওরা বলত, দেহ মাটিতে মিশে গেলে শুধু অস্থিপঞ্জর পড়ে থাকবে। এরপর আমাদের ওঠাবে কীভাবে? ৪৮. তাছাড়া আমাদের পূর্বপুরুষরা তো আরো আগেই মাটিতে মিশে গেছে। ওদেরও কি ওঠানো হবে?

৪৯-৫০. হে নবী! ওদের বলো, তোমাদের পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি–সবাইকে নির্ধারিত দিনে নির্ধারিত সময়ে সমবেত করা হবে।

৫১-৫৫. অতএব হে সত্য অস্বীকারকারীরা! (নিজের সর্বনাশ তোমরা নিজেরাই করেছ!) এবার বিষাক্ত গাছের ফল খাও। তা দিয়েই তোমাদের পেট ভরাও। তারপর পান করো উত্তপ্ত পানি, পান করো পিপাসার্ত উটের ন্যায়। ৫৬. এভাবেই কেয়ামতের দিন আপ্যায়ন করা হবে বামপাশের লোকদের।

http://alQuran.org.bd

৫৭. হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি। তবে কেন তোমরা সত্যকে গ্রহণ করবে না? ৫৮-৫৯. তোমরা কি ভেবে দেখেছ বীর্যপাত সম্পর্কে? তোমরা কি তা সৃষ্টি করেছ, না সৃষ্টির উৎস আমি?

৬০-৬১. আমি বিধান দিয়েছি যে, মৃত্যু সবসময় তোমাদের মাঝে অবস্থান করবে। আর তোমাদের অস্তিত্বের প্রকৃতি পরিবর্তন বা তোমাদের জানা নেই, এমন আকৃতিতে তোমাদের সৃষ্টি করা থেকে আমাকে বিরত রাখার শক্তি কারো নেই।

৬২. তোমাদেরকে প্রথম যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে-সম্পর্কে তো তোমরা জানো। তাহলে কেন তোমরা স্রষ্টা সম্পর্কে চিন্তা করবে না?

৬৩. তোমরা জমিনে যে বীজ বপন করো, সে-সম্পর্কে কি কখনো চিন্তা করেছ? ৬৪. তোমরা কি বীজ অঙ্কুরিত করো, না আমি অঙ্কুরিত করি?

৬৫-৬৭. আমি ইচ্ছা করলে বীজকে তুষে পরিণত করতে পারতাম, তখন তোমরা হা-হুতাশ করে বলতে, 'আমরা দেনায় পড়ে গেলাম!', 'আমাদের সর্বনাশ হলো!'

৬৮. তোমরা যে পানি পান করো, সে-সম্পর্কে কি তোমরা কখনো চিন্তা করেছ? ৬৯. তোমরা কি মেঘমালা থেকে পানি নামিয়ে আনো, না আমি পানিবর্ষণ করি? ৭০. আমি তো ইচ্ছা করলে নোনা বা তেতো পানিবর্ষণ করতে পারি। তাহলে কেন তোমরা শুকরিয়া আদায় করবে না?

৭১. তোমরা যে আগুন জ্বালো তা নিয়ে কি কখনো ভেবেছ? ৭২. জ্বালানি হিসেবে যে গাছ ব্যবহার করো তা কি তোমরা সৃষ্টি করেছ, না আমি সৃষ্টি করেছি? ৭৩. গাছকে বানিয়েছি আমার মহিমা স্মরণের একটি মাধ্যম এবং পথহারা পথিক ও প্রাণীর বিশ্রামস্থল।

৭৪. অতএব হে নবী! তুমি তোমার প্রতিপালকের মহানামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।

॥ রুকু ৩ ॥

৭৫. সাক্ষী ধাপে ধাপে খণ্ডে খণ্ডে অবতীর্ণ (কোরআন)। ৭৬. এটি অবশ্যই এক মহাসাক্ষ্য, যদি তোমরা চিন্তা করো। *[আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি,*

http://alQuran.org.bd

এটি অবশ্যই মহা-অকাট্য সাক্ষ্য, ২৩ বছর ধরে ধাপে ধাপে খণ্ডে খণ্ডে নাজিল হলেও এর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য বা অন্তর্বিরোধ নেই।]

৭৭-৭৯. নিশ্চয়ই এ সম্মানিত কোরআন, যা সুরক্ষিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে, আর পূতপবিত্ররা ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না।

৮০. নিঃসন্দেহে কোরআন মহাবিশ্বের প্রতিপালকের কাছ থেকে অবতীর্ণ।
৮১-৮২. এরপরও কি তোমরা এই প্রেরিত বাণীকে উপেক্ষা করবে আর সত্যকেই মিথ্যা বলা তোমাদের দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করবে?

৮৩-৮৭. 'তোমরা স্রষ্টার নিয়মের অধীন নও'—তোমাদের এই দাবি যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে একজন মানুষের অন্তিম মুহূর্তে অসহায়ের মতো যখন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ যে, তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন তার প্রাণ ফিরিয়ে আনতে পারো না কেন? অবশ্য তখনো আমি তোমাদের চেয়ে অন্তিম শয়ানে শায়িত ব্যক্তির বেশি কাছে থাকি, কিন্তু তোমরা তা দেখতে পাও না।

৮৮-৮৯. (মৃত্যু তোমাদের সবারই নিয়তি) আর মৃত ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হলে তার জন্যে রয়েছে উত্তম আপ্যায়ন ও নেয়ামতে পরিপূর্ণ প্রশান্তিময় জান্নাত।

৯০-৯১. আর যদি সে সত্য-অনুসারী ডানদিকের কেউ হয়, তাকে বলা হবে, হে সত্যানুরাগী! তুমি শান্তিতে অবগাহন করো।

৯২-৯৪. আর সে সত্য অস্বীকারকারী পথভ্রষ্টদের একজন হলে, তাকে স্বাগত জানানোর জন্যে অপেক্ষা করবে জ্বলন্ত হতাশা আর গনগনে আগুন!

৯৫. নিঃসন্দেহে এই হচ্ছে জীবনের ধ্রুবসত্য। ৯৬. অতএব হে নবী! তুমি তোমার প্রতিপালকের মহানামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।

http://alQuran.org.bd

৫৭. সূরা হাদিদ

রুকু ৪ ॥ আয়াত ২৯ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

মহাবিশ্বের সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ২. মহাকাশ ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। ৩. শুরুতেও তিনি ছিলেন, শেষেও তিনিই থাকবেন। প্রকাশ্য যা-কিছু সবই তাঁর, যা-কিছু অপ্রকাশ্য তা-ও তাঁর। তিনি সব বিষয়ে সম্যক-অবহিত।

৪. তিনি সময়ের ছয় স্তরে মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন, যা-কিছু মাটিতে প্রবেশ করে আর যা-কিছু মাটি থেকে বেরিয়ে আসে। জানেন, যা-কিছু ঊর্ধ্বলোক থেকে নামে ও ঊর্ধ্বলোকে যা-কিছু ওঠে। তুমি যেখানেই থাকো না কেন, তিনি তোমার সাথে আছেন এবং যা-কিছুই করো না কেন, আল্লাহ তা দেখেন।

৫. মহাকাশ ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই। আর সবকিছু ফিরে যায় তাঁরই কাছে। ৬. তিনি দিনকে ছোট করে রাতকে বড় করেন। আবার রাতকে ছোট করে দিনকে বড় করেন। তিনিই অন্তর্যামী।

৭. আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করো এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে অর্থবিত্তের অধিকারী করেছেন, তা থেকে অন্যের জন্যে ব্যয় করো। তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করবে ও অন্যের জন্যে ব্যয় করবে, তাদের জন্যে রয়েছে মহাপুরস্কার।

৮. (হে মানুষ!) তোমরা কেন আল্লাহতে বিশ্বাস করবে না, যেখানে রসুল তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ডাক দিয়েছে? তাছাড়া আল্লাহ তোমাদের (রুহের) কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। (তারপরও কেন পুরোপুরি বিশ্বাস করবে না) যদি তোমরা বিশ্বাসী হও? ৯. তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনার জন্যে তাঁর বান্দার ওপর সুস্পষ্ট সত্যবাণী নাজিল করেছেন। আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি অতিস্নেহপরায়ণ, পরমদয়ালু।

http://alQuran.org.bd

১০. মহাবিশ্বের সবকিছুর একক মালিক আল্লাহ। তা জানার পরও (হে বিশ্বাসীগণ!) তোমরা আল্লাহর পথে মুক্তহস্তে ব্যয় করো না কেন? তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ ও সংগ্রাম করেছ, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। যারা বিজয়ের পরে আল্লাহর পথে ব্যয় ও সংগ্রামে অংশ নিয়েছ, তাদের চেয়ে পূর্ববর্তীরা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। তবে আল্লাহর পথে যারা ব্যয় ও সংগ্রাম করে, তাদের সবার জন্যেই আল্লাহ কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা করো আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন।

॥ রুকু ২ ॥

১১-১২. তোমরা কে আছ, যে আল্লাহকে কর্জে হাসানা বা উত্তম ঋণ দেবে? *[আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে মানবকল্যাণে করা প্রতিটি কাজকেই আল্লাহ উত্তম ঋণের মর্যাদা দিয়েছেন।]* তিনি এ ঋণ তাকে বহুগুণে ফিরিয়ে দেবেন। আর তাছাড়া তারা মহাপুরস্কারে ভূষিত হবে সেদিন, যেদিন তুমি দেখবে বিশ্বাসী নরনারীদের সামনে ও ডানে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তাদের বলা হবে, 'আজ তোমাদের জন্যে সুসংবাদ জান্নাতের, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা–তোমাদের স্থায়ী আবাস। এটাই মহাসাফল্য।'

১৩. সেদিন মুনাফেক নরনারীরা বিশ্বাসীদের বলবে, 'তোমরা আমাদের জন্যে একটু অপেক্ষা করো, আমরা তোমাদের জ্যোতি থেকে উপকৃত হই।' ওদের বলা হবে, 'তোমরা পেছনে ফিরে যাও আর আলোর সন্ধান করো।' তারপর একটা দেয়াল দুপক্ষকে আলাদা করে দেবে। মাঝে থাকবে একটা দরজা। দরজার ভেতরে থাকবে রহমত আর বাইরে আজাব।

১৪. মুনাফেকরা বিশ্বাসীদের ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?' তারা জবাবে বলবে, 'ছিলে, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে এনেছ। তোমরা অপেক্ষা করেছিলে (আমাদের বিপর্যয়ের), সন্দেহে ডুবে ছিলে (মহাবিচার দিবসের জবাবদিহিতা নিয়ে)। আল্লাহর হুকুম (মৃত্যু) না আসা পর্যন্ত তোমরা অলীক প্রত্যাশায় মোহাচ্ছন্ন ছিলে। আর মহাপ্রবঞ্চক শয়তান তোমাদের আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত করেছিল। ১৫. তাই আজ তোমাদের বা সত্য অস্বীকারকারীদের কাছ থেকে কোনো মুক্তিপণ নেয়া হবে না। জাহান্নামই তোমাদের নিবাস, তোমাদের উপযুক্ত স্থান। হায়! কত নিকৃষ্ট তোমাদের পরিণতি!'

http://alQuran.org.bd

১৬. আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্যবাণী নাজিল হয়েছে, তাতে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় কি বিশ্বাসীদের জন্যে আসে নি? তারা যেন পূর্ববর্তী কিতাবিদের মতো না হয়। দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর পূর্ববর্তী কিতাবিদের অন্তর কঠিন হয়ে গিয়েছিল। ওদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। ১৭. জেনে রাখো, জমিন নিষ্প্রাণ হয়ে গেলে আল্লাহই পুনরায় তাকে সজীব করে তোলেন। আমি আমার সত্যবাণী অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে পেশ করছি, যাতে করে তোমরা তোমাদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারো।

১৮. দানশীল পুরুষ ও নারী, যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে (শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে অন্যের জন্যে ব্যয় করে), তাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্যে রয়েছে মহাপুরস্কার। ১৯. যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস করে (এবং সত্য বিশ্বাসে অটল থাকে) তারাই তাদের প্রতিপালকের কাছে সিদ্দিক ও শহিদ। তারা তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে পাবে পুরস্কার ও জ্যোতি। আর যারা সত্য অস্বীকার করেছে, আমার সত্যবাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের নিবাস হবে জাহান্নাম।

॥ রুকু ৩ ॥

২০. (হে মানুষ!) তোমাদের জানা উচিত, (পরকালের তুলনায়) পার্থিব জীবন তো পুতুলখেলার মতো। এখানে তোমরা প্রতিযোগিতা করছ ধনেজনে বেড়ে উঠে আত্মপ্রচার, ক্ষমতা ও শানশওকত প্রদর্শনে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার। পার্থিব জীবনের উপমা হচ্ছে পর্যাপ্ত বৃষ্টি, যা দিয়ে সজীব হয়ে ওঠে শস্যক্ষেত। কৃষকেরা চমৎকৃত হয়। তারপর তা শুকিয়ে যায়, বর্ণ হয় হলুদ। অবশেষে পরিণত হয় খড়কুটায়। (পার্থিব জীবন এমনটাই, এর বিপরীতে পরকাল অনন্তকালের।) পরকালে রয়েছে হয় কঠিন আজাব, নয়তো আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবনের ভোগবিলাস মোহ বা আসক্তি ছাড়া কিছু নয়।

২১. অতএব তোমরা প্রতিযোগিতা করো তোমার প্রতিপালকের ক্ষমালাভের। তাহলেই তোমরা আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাসীদের জন্যে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অনুগৃহীত করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা-অনুগ্রহশীল।

২২. পৃথিবীতে সামগ্রিকভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপদ বা বিপর্যয় আসুক না কেন, তা আগেই বিশেষ প্রক্রিয়ায় রেকর্ডভুক্ত হয়ে যায়।

http://alQuran.org.bd

আর আল্লাহর পক্ষে এটি খুবই সহজ কাজ। ২৩-২৪. (এ বিষয়টি তোমাদের জানা থাকা প্রয়োজন) যাতে তোমরা যা হারাও তার জন্যে বিষণ্ন না হও আবার আল্লাহ যা দেন তাতে অতিরিক্ত উল্লসিত ও গর্বিত হয়ে না যাও। উদ্ধত, অহংকারী, কৃপণ ও কার্পণ্যে প্ররোচনা দানকারীদের আল্লাহ অপছন্দ করেন। (ধর্মবিধান থেকে) কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলেও (তাতে আল্লাহর কোনো ক্ষতি নেই। কারণ) আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, সদাপ্রশংসিত।

২৫. আমি ইতঃপূর্বেও সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণসহ রসুলদের পাঠিয়েছি। তাদের মাধ্যমে নাজিল করেছি কিতাব এবং (সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়কারী) মানদণ্ড, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি মানুষকে লোহা (ব্যবহারের যোগ্যতা) দিয়েছি, যার মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও নানাবিধ উপকার। (এ সবকিছু এজন্যে দেয়া হয়েছে যে) আল্লাহ দেখতে চান তাঁকে না দেখেও তোমাদের মধ্যে কারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের পক্ষে অটল বিশ্বাসে অবস্থান গ্রহণ করে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী।

॥ রুকু ৪ ॥

২৬. নূহ ও ইব্রাহিমকে আমি রসুলরূপে প্রেরণ করেছিলাম। তাদের বংশধরদেরও দিয়েছিলাম নবুয়ত ও কিতাব। তাদের কতক সত্যপথ অনুসরণ করেছিল কিন্তু অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী। ২৭. এরপর ধারাবাহিকভাবে আমি রসুলদের পাঠিয়েছি। শেষে পাঠালাম মরিয়মপুত্র ঈসাকে। তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জিল। আর তার অনুসারীদের অন্তরে সমমর্মিতা ও দয়ার সঞ্চার করলাম। কিন্তু আমি বিধিবদ্ধ না করা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে নিজেদের জন্যে বৈরাগ্যবাদ চালু করল। অথচ তা-ও তারা যথাযথভাবে পালন করে নি। ওদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করেছিল, আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম পুরস্কার। কিন্তু অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী।

২৮. হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ-সচেতন হও ও তাঁর রসুলের ওপর বিশ্বাস রাখো। তিনি নিজ অনুগ্রহে তোমাদের দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন। তিনি তোমাদের অন্তরে দেবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা পথ চলবে। আর তিনি তোমাদের অতীতের পাপমোচন করবেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু। ২৯. পূর্ববর্তী কিতাবিরা যেন জানতে পারে যে, আল্লাহর অনুগ্রহের কোনো অংশের ওপরেই ওদের কোনো ক্ষমতা নেই, এজন্যেই এ পদক্ষেপ। অনুগ্রহ আল্লাহরই এখতিয়ারে। তিনি যাকে ইচ্ছা অনুগৃহীত করেন। তিনি মহা-অনুগ্রহশীল।

http://alQuran.org.bd

অষ্টবিংশতিতম পারা

৫৮. সূরা মুজদালা

রুকু ৩ ॥ আয়াত ২২ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

হে নবী! তোমার কাছে যে নারী তার স্বামীর ব্যাপারে মিনতি জানাচ্ছে এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছে, আল্লাহ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ তোমাদের দুজনের কথাই শুনেছেন। আল্লাহ সব শোনেন, সব দেখেন।

২. তোমাদের মধ্যে (এরপর থেকে) যারা 'আমার মা যেমন আমার জন্যে হারাম, তেমনি তুমিও আমার জন্যে হারাম' বলে স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা থাকবে, (তাদের মনে রাখতে হবে যে) তাদের স্ত্রীরা কখনো তাদের মা হতে পারে না। ওদের জন্মদাত্রী ছাড়া কেউই ওদের মা নয়। ওদের পুরো বক্তব্যই অযৌক্তিক ও অসত্য। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপমোচনকারী, অতীব ক্ষমাশীল।

৩. অতএব তোমাদের মধ্যে কেউ 'আমার মা যেমন আমার জন্যে হারাম, তেমনি তুমিও আমার জন্যে হারাম' বলার পর তার উক্তি প্রত্যাহার করলে স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগে সে একজন দাসকে মুক্তি দেবে। প্রায়শ্চিত্ত হিসেবেই তোমাদের এটি করতে হবে। তোমরা যা করো আল্লাহ সে-সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল। ৪. কিন্তু যার এ সামর্থ্য নেই তার প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে, স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্বে টানা দুমাস রোজা রাখা। যে রোজা রাখতে অক্ষম, সে ৬০ জন গরিবকে একবেলা খাওয়াবে। এর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটাবে। এ হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আর যারা সত্যকে অস্বীকার করবে, তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব।

৫-৬. যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা তাদের পূর্ববর্তীদের মতোই লাঞ্ছিত হবে। আমি ওদের কাছেও প্রমাণসহ সত্যবাণী প্রেরণ করেছিলাম কিন্তু ওরা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে সে দিনটি হবে কঠিন শাস্তির, যেদিন ওদের সকলকে পুনরুত্থিত করা হবে। সেদিন ওরা যথার্থভাবেই বুঝতে পারবে–দুনিয়াতে ওরা কী কী করেছে,

http://alQuran.org.bd

যদিও ওরা ভুলে গেছে অনেক কিছু। কিন্তু আল্লাহ সবকিছুরই রেকর্ড রেখেছেন। আল্লাহ সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল।

॥ রুকু ২ ॥

৭. তুমি কি এ বিষয়ে সচেতন নও যে, মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর জ্ঞানের আওতাভুক্ত? তিন জনের মধ্যে এমন কোনো গোপন সলাপরামর্শ হয় না, যেখানে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি হাজির না থাকেন; পাঁচ জনের মধ্যেও কোনো পরামর্শ হয় না, যেখানে ষষ্ঠ জন হিসেবে তিনি হাজির না থাকেন। সংখ্যায় এর চেয়ে কম হোক বা বেশি, ওরা যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ ওদের সঙ্গে রয়েছেন। ওরা যা-ই করুক, মহাবিচার দিবসে ওদেরকে তা বিস্তারিত জানানো হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল।

৮. তুমি কি লক্ষ করছ না, যাদেরকে গোপন সলাপরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তারা সেই নিষিদ্ধ কাজটিই বার বার করছে? ওরা এখনো পাপাচরণ, অশান্তি সৃষ্টি ও রসুলের বিরুদ্ধাচরণের জন্যে পারস্পরিক গোপন সলাপরামর্শ করছে। ওরা যখন তোমার কাছে আসে তখন এমন বাক্য ব্যবহার করে তোমাকে অভিবাদন করে, যা আল্লাহ তোমাকে সম্বোধন করতে কখনো ব্যবহার করেন নি। আর মনে মনে বলে, 'আমাদের এসব কথার জন্যে আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন?' জাহান্নামই ওদের জন্যে যথেষ্ট। ওটাই ওদের শেষ গন্তব্য। আর শেষ নিবাস হিসেবে তা কতই না নিকৃষ্ট!

৯. অতএব হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ করো, তখন যেন পাপাচরণ, অশান্তি সৃষ্টি বা রসুলের বিরুদ্ধাচরণের মতো কোনো প্রসঙ্গে জড়িয়ে না পড়ো। কল্যাণকর কাজ ও আল্লাহ-সচেতনতা সম্পর্কে তোমরা পরামর্শ কোরো। আর সবসময় আল্লাহ-সচেতন থেকো। কারণ তাঁর কাছেই তোমাদের সমবেত করা হবে। ১০. (অন্য সব ধরনের) গোপন সলাপরামর্শ ও কানাঘুষা তো হয় শয়তানের প্ররোচনায়, বিশ্বাসীদের হয়রানি করার জন্যে। তবে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া (অর্থাৎ তোমরা সুযোগ না দিলে) শয়তান তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। তাই বিশ্বাসীদের কর্তব্য হচ্ছে শুধু আল্লাহর ওপরই ভরসা করা।

http://alQuran.org.bd

১১. হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমাদের বলা হয়, 'মজলিসে অর্থাৎ সামাজিক জীবনে পরস্পরের জন্যে জায়গা করে দাও', তখন জায়গা করে দিও। বিনিময়ে আল্লাহ তোমাদের জায়গা প্রশস্ত করে দেবেন। এবং যখন তোমাদের বলা হয়, (ভালো কাজের জন্যে) উঠে দাঁড়াও, তখন সাথে সাথে উঠে দাঁড়াবে। তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের উচ্চমর্যাদা দান করবেন। তোমরা যা করো আল্লাহ সে-বিষয়ে সম্যক-অবহিত।

১২. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা রসুলের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে চাইলে তার আগে কিছু সদকা দেবে। এ তোমাদের জন্যে কল্যাণকর ও অন্তরের পবিত্রতায় সহায়ক। অবশ্য যদি সদকা দিতে অক্ষম হও, তবে আল্লাহ তো অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু। ১৩. তোমরা কি ভয় পাচ্ছ যে, রসুলের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলার আগে সদকা দিতে না পারলে তোমাদের পাপ হবে? যদি (সুযোগের অভাবে) সদকা দিতে না পারো, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। (হে বিশ্বাসীগণ!) তোমরা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে আর আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে। তোমরা যা করো আল্লাহ সে-সম্পর্কে সম্যক-অবহিত।

॥ রুকু ৩ ॥

১৪. হে নবী! তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ করো নি, যারা আল্লাহর গজবে নিপতিত সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে? ওরা তোমাদের দলভুক্ত নয় আবার সত্য অস্বীকারকারীদের দলভুক্তও নয়। ওরা জেনেবুঝেই মিথ্যা শপথ করে। ১৫. আল্লাহ ওদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি। ওরা যা করে তা কতই না মন্দ! ১৬. ওরা ওদের শপথকে (অপকর্মের) বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে দেয়। ওদের জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। ১৭. আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে ওদের ধনজন কোনো কাজে আসবে না। ওদের গন্তব্য জাহান্নাম, যা ওদের চিরস্থায়ী নিবাস।

১৮. যেদিন আল্লাহ ওদের সবাইকে পুনরুত্থিত করবেন, সেদিনও ওরা আল্লাহর কাছে তেমনভাবেই শপথ করবে, যেভাবে আজ ওরা তোমাদের কাছে শপথ করছে। আর ধারণা করবে যে, ওরা পার পেয়ে যাবে। জেনে রাখো, ওরা আসলে মিথ্যাবাদী। ১৯. শয়তান ওদের ওপর কর্তৃত্ব

http://alQuran.org.bd

বিস্তার করেছে, ফলে ওরা আল্লাহর স্মরণ থেকে সরে গেছে অনেক দূরে। আসলে ওরা শয়তানের দলভুক্ত হয়ে গেছে। আর শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২০. যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করে, (মহাবিচার দিবসে) তারা হবে সবচেয়ে লাঞ্ছিত। ২১. আল্লাহর বিধানই হচ্ছে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলগণ অবশ্যই বিজয়ী হবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজয়ী, মহাপরাক্রমশালী।

২২. তোমরা কখনো এমন মানুষ পাবে না, যারা সত্যিকারভাবে আল্লাহ ও আখেরাতে জবাবদিহিতায় বিশ্বাস করে, (আবার একইসাথে) আল্লাহ ও রসুলের বিরোধিতাকারীদের ভালবাসে–হোক না সে বিরোধিতাকারী তার পিতা, পুত্র, ভাই বা আত্মীয়। বিশ্বাসীদের অন্তরে আল্লাহ বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করেছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রুহ দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদের জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ। ওরাই আল্লাহর দল। জেনে রাখো, আল্লাহর দলই সফল হবে, বিজয়ী হবে।

http://alQuran.org.bd

৫৯. সূরা হাশর

রুকু ৩ ॥ আয়াত ২৪ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

মহাবিশ্বের সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ২. তিনিই কিতাবিদের মধ্যে সত্য অস্বীকারকারী (বনু নাদির) সম্প্রদায়কে প্রথম সমাবেশেই তাদের বাসভূমি থেকে বের করে দিয়েছিলেন। (হে বিশ্বাসীরা!) তোমরা কল্পনাও করতে পারো নি যে, ওরা নির্বাসিত হবে। আর ওরাও মনে করেছিল, ওদের দুর্গগুলো আল্লাহর বাহিনীর হাত থেকে ওদেরকে রক্ষা করবে। কিন্তু আল্লাহর শাস্তি এলো একেবারেই অপ্রত্যাশিত দিক থেকে। ফলে ওদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার হলো। ওদের বাড়িঘর ওদের নিজেদের ও বিশ্বাসীদের হাতে ধ্বংস হয়ে গেল। অতএব হে চক্ষুষ্মানরা! তোমরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো।

৩-৪. আল্লাহ ওদেরকে নির্বাসিত করার সিদ্ধান্ত না নিলে দুনিয়াতেই অন্য শাস্তি দিতেন। আর পরকালে তো ওদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আজাব। কারণ ওরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করেছিল। আর কেউ আল্লাহর বিরোধিতা করলে আল্লাহ শাস্তিদানেও কঠোর।

৫. তোমরা যে খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলেছ এবং না কেটে যে গাছগুলো রেখে দিয়েছ, সবই তোমরা করেছ আল্লাহর অনুমতিক্রমে, যাতে দুরাচারীদের লাঞ্ছনা বাস্তবরূপ পায়। ৬. তবে মনে রেখো, নির্বাসিত ইহুদিদের কাছ থেকে আল্লাহ তাঁর রসুলকে যে যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি দিয়েছেন, তার জন্যে তোমরা ঘোড়ায় বা উটে চড়ে যুদ্ধ করো নি। আল্লাহ যার ওপর ইচ্ছা তাঁর রসুলদের কর্তৃত্ব দেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৭. আল্লাহ এ জনপদ থেকে তাঁর রসুলকে (গনিমত হিসেবে) যা দিয়েছেন তা আল্লাহর, তাঁর রসুলের, রসুলের আত্মীয়স্বজনের, এতিমদের, অভাবীদের ও মুসাফিরদের–যাতে করে তোমাদের বিত্তবানদের মধ্যেই ধনসম্পত্তি আবর্তিত না হয়। রসুল যা-কিছু তোমাদের দান করেন, গ্রহণ করো আর যা নিষেধ করেন তা চাওয়া থেকে বিরত থাকো। সবসময় আল্লাহ-সচেতন থেকো। আল্লাহ শাস্তিদানেও কঠোর।

http://alQuran.org.bd

৮. একইভাবে (যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির অংশবিশেষ) অভাবী মুহাজেরদের জন্যে, যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি থেকে বিতাড়িত হয়েছে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সাহায্যে সদাপ্রস্তুত থাকে। এরা সত্যাশ্রয়ী।

৯. একইভাবে (যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির অংশবিশেষ) তাদের জন্যে, অভাবী মুহাজেররা আসার আগে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এ শহরেই বসবাস করছিল। এরা মুহাজেরদের ভালবাসে ও মুহাজেরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তা নিয়ে ঈর্ষান্বিত নয়। নিজেরা অভাবী হলেও নিজেদের চেয়ে মুহাজেরদেরকেই অগ্রাধিকার দেয়। এদের অন্তর সংকীর্ণতামুক্ত। এরাই সফলকাম। ১০. যারা এদের পরে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা প্রার্থনা করে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও বিশ্বাসী অগ্রণীদের তুমি ক্ষমা করো। বিশ্বাসীদের ব্যাপারে সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ থেকে আমাদের অন্তরকে মুক্ত রাখো। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি অতিস্নেহশীল, পরমদয়ালু।'

॥ রুকু ২ ॥

১১. তুমি কি মুনাফেকদের অবস্থা দেখ নি? ওরা কত সুন্দরভাবে ওদের মিত্র পূর্বতন কিতাবি সত্য অস্বীকারকারীদের বলেছিল, 'তোমরা বহিষ্কৃত হলে আমরাও তোমাদের সাথে দেশত্যাগ করব। তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারো কথা মানব না। তোমরা যদি আক্রান্ত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করব।' কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, ওরা মিথ্যাবাদী। ১২. আসলে ওদের তাড়িয়ে দিলে মুনাফেকরা ওদের সাথে দেশত্যাগ করবে না। আর ওরা আক্রান্ত হলেও ওদের কোনো সাহায্য করবে না। আর সাহায্য করতে এলেও পালিয়ে যাবে। সত্য অস্বীকারকারীরা কোনো সাহায্যই পাবে না।

১৩. হে বিশ্বাসীগণ! ওরা আল্লাহকে যতটা না ভয় করে, এখন তোমাদের প্রতি ওদের ভয় তার চেয়ে অনেক বেশি। কারণ সত্য অনুধাবনে ওরা ব্যর্থ হয়েছে। ১৪. দুর্গ বা প্রাচীরের অভ্যন্তরে অবস্থান নেয়া ছাড়া ওরা কখনো একযোগেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না। ওদের পরস্পরের মধ্যেই প্রবল বিরোধ রয়েছে। তুমি মনে করো ওরা একজোট। আসলে ওদের মনের কোনো মিল নেই। কারণ ওরা ওদের সহজাত বিচারবুদ্ধিও প্রয়োগ করে নি।

১৫. (হে বিশ্বাসীগণ!) এদের ঠিক আগে যারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তির স্বাদ

http://alQuran.org.bd

গ্রহণ করেছে, তাদের মতোই হবে (তোমাদের এই দুই ধরনের শত্রুদের পরিণতি)। (পরকালে) ওদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৬. (এই মুনাফেকদের উপমা হচ্ছে শয়তান!) শয়তান মানুষকে বলে, 'সত্যকে প্রত্যাখ্যান করো।' তারপর যখন সে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করল তখন শয়তান বলে, 'আমি তোমার কোনো দায়িত্ব নিই নি। আমি তো মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি!'

১৭. শেষ পর্যন্ত (সত্য অস্বীকারকারী ও মুনাফেক) উভয়েরই গন্তব্য হবে জাহান্নাম। সেখানে ওরা থাকবে চিরকাল। এটাই জালেমদের কর্মফল।

॥ রুকু ৩ ॥

১৮. হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ-সচেতন থেকো। প্রত্যেক মানুষেরই চিন্তা করা উচিত যে, পরকালের জন্যে সে আগাম কী পাঠাচ্ছে! (আবার বলছি!) সবসময় আল্লাহ-সচেতন থেকো। কারণ তোমরা যা করো সে ব্যাপারে আল্লাহ সচেতন রয়েছেন। ১৯. আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। ফলে তিনিও তাদের (নিজেদের জন্যে ভালো বিষয়গুলো) ভুলে যেতে দিয়েছেন। ওরাই সত্যত্যাগী। ২০. জাহান্নামের অধিবাসী আর জান্নাতের অধিবাসী কখনো একরকম হতে পারে না। নিঃসন্দেহে জান্নাতের অধিকারীরাই সফলকাম।

২১. আমি যদি এই কোরআনকে পাহাড়ের ওপর নাজিল করতাম, তাহলে তুমি দেখতে, আল্লাহর ভয়ে পাহাড় নুয়ে পড়েছে, টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি, যাতে মানুষ চিন্তা করতে শেখে।

২২. তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। তিনি দয়াময়, তিনি মেহেরবান। ২৩. তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনিই মালিক, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তিদাতা, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই মহাপরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই মহামহিম। ওরা যা-কিছু শরিক করে তা থেকে তিনি পবিত্র, মহান। ২৪. তিনি আল্লাহ, তিনিই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই স্থপতি, তিনি আকৃতি ও রূপদাতা। সব সুন্দর নামই তাঁর। মহাবিশ্বের সবকিছুই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

http://alQuran.org.bd

৬০. সূরা মুমতাহানা

রুকু ২ ॥ আয়াত ১৩ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

হে বিশ্বাসীগণ! আমার শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে তোমরা কখনো বন্ধু মনে কোরো না। তোমাদের কাছে যে সত্যবাণী এসেছে, ওরা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে রসুলকে ও তোমাদেরকে ওরা স্বদেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তারপরও ওদের বন্ধু মনে করছ? যদি তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে জেহাদে বের হয়ে থাকো, তবে কেন তোমরা গোপনে ওদের প্রতি সহৃদয়তা প্রকাশ করছ? যা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো, তা সবই আমি জানি। তোমাদের মধ্যে যে-কেউ তা করবে, সে সরলপথ থেকে বিচ্যুত হবে। ২. ওরা যদি তোমাদের কাবু করতে পারে, তাহলে তো ওরা তোমাদের সাথে শত্রুতা করবে, হাত ও মুখ দিয়ে তোমাদের অনিষ্ট করবে। কারণ ওরা চায় যে, তোমরাও সত্যকে অস্বীকার করো।

৩. (মনে রেখো) মহাবিচার দিবসে তোমাদের আত্মীয়স্বজন, এমনকি তোমাদের সন্তানেরাও কোনো উপকারে আসবে না। সেদিন তিনি তোমার (আমল অনুসারে) ফয়সালা করবেন। তোমরা যা করো, তিনি তা দেখেন।

৪-৫. তোমাদের জন্যে ইব্রাহিম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা তাদের (পৌত্তলিক) সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা করো, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তোমরা যা বিশ্বাস করো তার সত্যতা আমরা অস্বীকার করছি। এক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমাদের সাথে আমাদের চিরস্থায়ী বিভেদ সৃষ্টি হলো। শুধু ব্যতিক্রম এটুকুই যে, ইব্রাহিম তার পিতাকে বলেছিল, 'নিশ্চয়ই আমি তোমার জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করব। কিন্তু তোমার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমার কোনো অধিকার নেই।' ইব্রাহিম ও তার অনুসারীরা প্রার্থনা করেছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমারই ওপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে তাকিয়ে

http://alQuran.org.bd

আছি এবং শেষ পর্যন্ত আমরা তোমার কাছেই ফিরে আসব। প্রভু হে! আমরা যেন অবিশ্বাসীদের নিপীড়নের শিকার না হই। আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করো। তুমি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

৬. তোমরা যারা মহাবিচার দিবসে জবাবদিহিতার ব্যাপারে শঙ্কা এবং প্রত্যাশা নিয়ে আল্লাহর দিকে তাকাও, তাদের জন্যে ইব্রাহিম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে এক উত্তম আদর্শ। এরপর কেউ যদি সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (সে জেনে রাখুক) আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, সদাপ্রশংসিত।

॥ রুকু ২ ॥

৭. (হে বিশ্বাসীগণ!) বর্তমানে যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে, আল্লাহ তাদের অনেকের সাথে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

৮. (হে বিশ্বাসীগণ! অবিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও) যারা ধর্মবিধানের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে নি বা তোমাদের স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করে নি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন নি। আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন। ৯. আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মবিধান নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করেছে বা বিতাড়িত করতে সাহায্য করেছে। তোমাদের মধ্যে কেউ ওদের সাথে বন্ধুত্ব করলে সে নিঃসন্দেহে দুরাচারী বলে গণ্য হবে।

১০. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের কাছে বিশ্বাসী নারীরা হিজরত করে এলে তাদের (বিশ্বাসের বিষয়টি) যাচাই করে নিও, যদিও আল্লাহ তাদের বিশ্বাসের প্রকৃত অবস্থা অবগত আছেন। যদি তোমরা নিশ্চিত হও যে, তারা বিশ্বাসী, তাহলে তাদেরকে সত্য অস্বীকারকারীদের কাছে ফেরত পাঠিও না। কারণ তারা এখন আর তাদের সাবেক স্বামীদের বৈধ স্ত্রী নয় এবং সত্য অস্বীকারকারী পুরুষরাও বিশ্বাসী নারীর জন্যে বৈধ নয়। তবে সত্য অস্বীকারকারী স্বামীরা (দেনমোহর হিসেবে) যা ব্যয় করেছে, তা তাদের ফিরিয়ে দিও। (হে বিশ্বাসীগণ!) এরপর দেনমোহর দিয়ে তাদের বিয়ে করলে তোমাদের কোনো পাপ হবে না। তাছাড়া তোমরাও সত্য অস্বীকারে অটল নারীদের সাথে দাম্পত্যসম্পর্ক বহাল রেখো না। তাদের জন্যে

http://alQuran.org.bd

(দেনমোহর হিসেবে) যা ব্যয় করেছ, তা ফেরত চাইবে। একইভাবে সত্য অস্বীকারকারীরা ফেরত পাবে, যা ওরা ওদের স্ত্রীদের জন্যে (দেনমোহর হিসেবে) ব্যয় করেছে (যাদের স্ত্রীরা বিশ্বাসী হয়ে তোমাদের কাছে চলে এসেছে)। এটাই আল্লাহর বিধান। তিনি সব ব্যাপারেই ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা করেন। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১১. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ সত্য অস্বীকারকারীদের সাথে থেকে যায় বা চলে যায় (এবং স্ত্রী বা দেনমোহর কিছুই ফেরত না পায়) তবে সুযোগ এলে যাদের স্ত্রীরা চলে গেছে বা থেকে গেছে তাদের জন্যে (দেনমোহর হিসেবে) যা খরচ হয়েছে, সেই সমপরিমাণ অর্থ দেবে। তোমরা আল্লাহ-সচেতন থেকো, কারণ তাঁকেই তোমরা বিশ্বাস করো।

১২. হে নবী! বিশ্বাসী নারীরা যখন তোমার কাছে বায়াত বা আনুগত্যের শপথ করতে এসে ঘোষণা করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, সজ্ঞানে কোনো মিথ্যা অপবাদ রটাবে না এবং ঘোষিত ন্যায্য বিষয়ে তোমার নির্দেশ অমান্য করবে না, তখন তাদের বায়াত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো। আল্লাহ তো অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

১৩. হে বিশ্বাসীগণ! যে সম্প্রদায়ের ওপর আল্লাহর গজব পড়েছে, তোমরা কখনো তাদের বন্ধু মনে কোরো না। (যারা ওদের সাথে বন্ধুত্ব করবে) তাদের জন্যে পরকালে জমাট হতাশা ছাড়া কিছুই থাকবে না। এই একই হতাশা অপেক্ষা করছে কবরস্থ সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে।

http://alQuran.org.bd

৬১. সূরা সাফ্ফ

রুকু ২ ॥ আয়াত ১৪ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

মহাবিশ্বের সবকিছুই আল্লাহর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ২-৩. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা করো না, তা বলো কেন? তোমরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর নিকট ঘৃণিত কাজ। ৪. যারা সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো একাত্ম হয়ে আল্লাহর পথে লড়াই করে, আল্লাহ তাদের ভালবাসেন।

৫. স্মরণ করো! যখন মুসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ? যেখানে তোমরা জানো যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসুল।' তারপর ওরা যখন সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হলো, তখন আল্লাহ ওদের অন্তরকেও সত্যপথ থেকে পুরোপুরি বিচ্যুত করে দিলেন। আল্লাহ দুরাচারীদের সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

৬. স্মরণ করো! মরিয়মপুত্র ঈসা বলেছিল, 'হে বনি ইসরাইল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসুল। আমি তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং আমি সুসংবাদ দিচ্ছি যে, আমার পরে 'আহমদ' নামে একজন রসুল আসবেন।' কিন্তু যখন সে রসুল (যার আগমন সম্পর্কে ঈসা বলেছিল) সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণসহ হাজির হলো, (তখন ইঞ্জিল কিতাবের) পরবর্তী অনুসারীরা বলল, এ-তো স্রেফ জাদু!

৭. কাউকে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহতে সমর্পিত হওয়ার ডাক দেয়ার পর সে যদি আল্লাহর বাণী সম্পর্কে মিথ্যা বলে, তবে তার চেয়ে বড় দুরাচারী আর কে হতে পারে? আল্লাহ দুরাচারীদের সৎপথে পরিচালিত করেন না।

৮. ওরা আল্লাহর জ্যোতিকে (সত্যবাণীকে) মুখের কথায় উড়িয়ে দিতে চায় কিন্তু আল্লাহ তাঁর জ্যোতিকে (সত্যবাণীকে) পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করবেন, যদিও সত্য অস্বীকারকারীরা তা অপছন্দ করে। ৯. সত্যধর্ম ও পথনির্দেশ

http://alQuran.org.bd

প্রচারের দায়িত্ব দিয়েই তিনি তাঁর রসুলকে পাঠিয়েছেন এবং তিনিই সকল (মিথ্যা) ধর্মের ওপর সত্যধর্মকে বিজয়ী করবেন, যদিও শরিককারীরা তা মোটেই পছন্দ করবে না।

॥ রুকু ২ ॥

১০. হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বিনিয়োগের সন্ধান দেবো, যা (ইহকাল ও পরকালে) তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আজাব থেকে রক্ষা করবে? ১১. তা হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলে পূর্ণ বিশ্বাস রাখবে এবং আল্লাহর পথে জানমাল দিয়ে সংগ্রাম করবে। এতেই তোমাদের মঙ্গল, যদি তোমরা বুঝতে! ১২. (যদি তোমরা তা করো, তবে) আল্লাহ তোমাদের পাপমোচন করবেন। তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। চিরকাল থাকার জন্যে দেবেন জান্নাতের উত্তম বাসস্থান। আর এটাই মহাসাফল্য। ১৩. আর তিনি দান করবেন তোমাদের প্রিয় চাওয়া–পার্থিব জীবনেই আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। (অতএব হে নবী!) বিশ্বাসীদের এ সুখবর দাও।

১৪. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর পথে সাহায্যকারী হও। যখন মরিয়মপুত্র ঈসা তার সাথিদের বলেছিল, 'আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে?' সাথিরা বলেছিল, 'আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী হবো।' তারপর বনি ইসরাইলের একদল বিশ্বাস স্থাপন করল। আরেকদল সত্য অস্বীকার করল। শত্রুর মোকাবেলায় আমি বিশ্বাসীদের শক্তিশালী করলাম। আর তারা বিজয়ী হলো।

http://alQuran.org.bd

৬২. সূরা জুমআ

রুকু ২ ॥ আয়াত ১১ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

মহাবিশ্বের সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি সবকিছুর মালিক, মহাপবিত্র, মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২-৩. তিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজনকে রসুল হিসেবে তাদের কাছে পাঠিয়েছেন, সত্যের বাণী প্রচারের জন্যে। সে আমার সত্যবাণী শুনিয়ে তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ ও জীবনকে পরিশীলিত করে এবং কিতাব ও হিকমা শিক্ষা দেয়, যদিও ইতঃপূর্বে তারা ঘোর বিভ্রান্তি ও অবিদ্যায় নিমজ্জিত ছিল। এ রসুলকে প্রেরণ করা হয়েছে অনাগত মানুষের জন্যে, যারা এখনো সত্যবাণীর সাথে পরিচিত হয় নি। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৪. এটি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। (গ্রহণ করার আগ্রহ ও প্রস্তুতি রয়েছে এমন) যে-কাউকে তিনি এই অনুগ্রহে অনুগৃহীত করেন। তিনি মহা-অনুগ্রহশীল।

৫. যাদেরকে তাওরাত দেয়া হয়েছিল কিন্তু পরে তা যথার্থভাবে অনুসরণ করে নি, তাদের উপমা হচ্ছে, কিতাব বহনকারী গাধা! (যে বই বহন করে কিন্তু তা থেকে আলোকিত হতে পারে না।) কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়, যারা আল্লাহর সত্যবাণীকে প্রত্যাখ্যান করে! আল্লাহ দুরাচারীদের সৎপথে পরিচালিত করেন না।

৬. হে নবী! ওদের বলো, হে ইহুদিরা! তোমরা যদি মনে করে থাকো যে, তোমরাই শুধু আল্লাহর প্রিয়পাত্র, অন্যেরা কেউ কিছু নয়, তাহলে তোমরা মৃত্যুকামনা করো, যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হও। ৭. কিন্তু ওদের কৃতকর্মের জন্যে ওরা কখনো মৃত্যুকামনা করবে না। দুরাচারীদের সম্পর্কে আল্লাহ খুব ভালো করেই জানেন।

৮. হে নবী! ওদের বলো, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাতে চাচ্ছ, তোমাদেরকে সে মৃত্যুর মুখোমুখি হতেই হবে। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে

http://alQuran.org.bd

হাজির করা হবে দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর কাছে। জীবদ্দশায় যা করেছ, তা তোমরা তখন পুরোপুরি জানতে ও উপলব্ধি করতে পারবে।

॥ রুকু ২ ॥

৯. হে বিশ্বাসীগণ! যখন জুমআর নামাজের আজান দেয়া হয়, তখন তোমরা কেনাবেচা বন্ধ করে আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও। এটা তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যেই, যদি তোমরা বুঝতে! ১০. নামাজ শেষ হলে জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ-সম্পদ অনুসন্ধান করো। আর বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করো, তাহলেই তোমরা সফল হবে। ১১. (এমন হয়েছে) ব্যবসার সুযোগ বা খেল-তামাশার খবর পেয়ে লোকজন তোমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেই (নির্বোধের মতো) সেদিকে ছুটে গেছে। (হে নবী! ওদের) বলো, 'আল্লাহর নিকট যা আছে, তা ব্যবসা বা খেল-তামাশার চেয়ে অনেক উত্তম।' নিশ্চয়ই আল্লাহ একমাত্র রিজিকদাতা।

http://alQuran.org.bd

৬৩. সূরা মুনাফিকুন

রুকু ২ ॥ আয়াত ১১ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

হে নবী! মুনাফেকরা তোমার কাছে এসে বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসুল।' আল্লাহ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রসুল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, এই মুনাফেকরা ঘোর মিথ্যাবাদী।

২-৩. ওরা ওদের শপথকে (অপকর্মের) বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে দেয়। ওরা যা করছে, তা অতিনিকৃষ্ট! কারণ ওরা মুখে বলে বিশ্বাসী কিন্তু মনের গভীরে সত্যকে অস্বীকার করে। ফলে ওদের অন্তরে মোহর লেগে গেছে। আর তাই ওরা (সত্য-মিথ্যার পার্থক্য) বুঝবে না।

৪. (হে নবী!) তুমি যখন ওদের দিকে তাকাও, তখন ওদের দেহভঙ্গি তোমার কাছে প্রীতিকর মনে হয়। ওরা যখন কথা বলে, তুমি আগ্রহভরে ওদের কথা শোনো। (তাদেরকে দেখে মনে হতে পারে যে, তারা নিজেদের ব্যাপারে খুবই নিশ্চিত) যেন তারা দেয়ালে লাগানো কাঠের স্তম্ভের মতো। কিন্তু শোরগোল শুনলেই ওদের ভেতরে তোলপাড় শুরু হয়, মনে করে এসব ওদেরই বিরুদ্ধে। ওরাই আসল শত্রু। অতএব ওদের ব্যাপারে সতর্ক হও। 'আল্লাহ ওদের বিনাশ করুন' (ওরা এই অভিশাপ পাওয়ার যোগ্য)! ওদের মানসিকতা কত বিকৃত!

৫. যখন ওদেরকে বলা হয়, তোমরা এসো! আল্লাহর রসুল তোমাদের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন, তখন ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দম্ভসহকারে আসা থেকে বিরত থাকে। ৬. (হে নবী!) তুমি ওদের জন্যে প্রার্থনা করো বা না করো, সবই সমান। আল্লাহ ওদের ক্ষমা করবেন না। কারণ আল্লাহ দুরাচারীদের সৎপথে পরিচালনা করেন না।

৭. ওরাই ওদের সহযোগীদের বলে, 'তোমরা আল্লাহর রসুলের সাথিদের জন্যে কিছুই ব্যয় কোরো না, তাহলে ওরা এমনিতেই কেটে পড়বে।'

http://alQuran.org.bd

আশ্চর্য! মহাবিশ্বের সকল ধনভাণ্ডারের মালিক তো আল্লাহ! কিন্তু মুনাফেকরা এ সত্য বুঝতে পারে না।

৮. ওরা বলে, আমরা মদিনায় ফিরে গেলে প্রভাবশালীরা দুর্বলদের বের করে দেবে। (মুনাফেকরা নিজেদের প্রভাবশালী ও মুসলমানদের দুর্বল মনে করত।) কিন্তু প্রভাব আর মর্যাদা তো আল্লাহর, তাঁর রসুলের এবং বিশ্বাসীদেরই। কিন্তু মুনাফেকরা এ ব্যাপারে মোটেও সচেতন নয়।

॥ রুকু ২ ॥

৯. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের প্রতিপত্তি, ধনসম্পত্তি ও সন্তানসন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে গাফেল বা উদাসীন না করে। যদি গাফেল হও তবে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ১০. আমি তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, সময় থাকতেই তা থেকে অন্যের জন্যে ব্যয় করো, যাতে মৃত্যুর মুহূর্তে একথা বলতে না হয়, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরেকটু সময় দাও, আমি দান করে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হই।’ ১১. কিন্তু মৃত্যুর নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে আল্লাহ কাউকেই অবকাশ দেন না। তোমরা যা করো আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন।

http://alQuran.org.bd

৬৪. সূরা তাগাবুন

রুকু ২ ॥ আয়াত ১৮ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

মহাবিশ্বের সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। সকল কর্তৃত্ব ও প্রশংসা তাঁরই জন্যে। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২. তিনিই স্রষ্টা, তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। তারপর তোমরা কেউ বিশ্বাসী হয়েছ, কেউ হয়েছ সত্য অস্বীকারকারী। তোমরা যা করো, আল্লাহ তার সম্যক-দ্রষ্টা। ৩. তিনি মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এক অন্তর্নিহিত সত্যের ভিত্তিতে। আর তোমাদেরকে দান করেছেন সুন্দর চৌকস আকৃতি। কিন্তু তোমাদেরকে শেষ পর্যন্ত ফিরে যেতে হবে তাঁরই কাছে। ৪. মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, সবই তিনি জানেন। তিনি জানেন তোমরা যা গোপন করো ও তোমরা যা প্রকাশ করো। তিনি তো অন্তর্যামী।

৫. তোমাদের কাছে পূর্ববর্তী সত্য অস্বীকারকারীদের কাহিনী কি পৌঁছায় নি? ওরা দুনিয়াতেও ওদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করেছে আর আখেরাতেও ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ৬. ওদের শাস্তির কারণ–ওদের কাছে বার বার রসুলরা সুস্পষ্ট প্রমাণসহ সত্যবাণী পেশ করার পরও ওরা বলত, ‘আমাদের মতোই একজন মানুষ আমাদেরকে কীভাবে পথের সন্ধান দেবে?’ এরপর ওরা সত্য প্রত্যাখ্যান করে। আল্লাহ ওদেরকে (ধ্বংসের পথে) ছেড়ে দিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত, সদাপ্রশংসিত।

৭. সত্য অস্বীকারকারীরা ধারণা করে যে, ওরা কখনো পুনরুত্থিত হবে না। হে নবী! বলো, ‘নিশ্চয়ই হবে। আমার প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয়ই তোমরা পুনরুত্থিত হবে। আর এ-কাজ আল্লাহর জন্যে খুবই সহজ।’ ৮. অতএব (হে মানুষ!) আল্লাহ, তাঁর রসুল এবং যে কোরআনের আলো আমি নাজিল করেছি, তোমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করো। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে-সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল।

৯. (চিন্তা করো) যেদিন তিনি তোমাদের সবাইকে সমবেত করবেন, সে দিনটি হবে লাভ-লোকসানের চূড়ান্ত দিন। তিনি বিশ্বাসী ও

http://alQuran.org.bd

সৎকর্মশীলদের পাপমোচন করবেন আর তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই মহাসাফল্য।

১০. সত্য অস্বীকারকারী ও সত্যবাণী প্রত্যাখ্যানকারীরা নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামের আগুনে। জাহান্নামই হবে ওদের স্থায়ী নিবাস। দীর্ঘ সফরের পরিণতি কতই না নিকৃষ্ট!

॥ রুকু ২ ॥

১১. আল্লাহর অগোচরে মানুষের ওপর কোনো বিপদ আসে না। তাই যে আল্লাহতে বিশ্বাস করে, সে তার অন্তরকে এই সত্য অনুধাবনে পরিচালিত করে। আল্লাহ সব বিষয়ে সম্যক-অবহিত।

১২-১৩. তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রসুলের আনুগত্য করো। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে (মনে রেখো) আমার রসুলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে এ সত্য তোমাদের কাছে পৌঁছে দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা শুধু আল্লাহর ওপরই ভরসা করো।

১৪. হে বিশ্বাসীগণ! কখনো কখনো তোমাদের জীবনসাথি এবং সন্তান তোমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াতে পারে। অতএব সাবধান থেকো! (তবে অনুশোচনা করলে) তোমরা যদি ওদের প্রতি সহনশীল হও এবং ওদের ক্ষমা করো, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।
১৫. তোমাদের ধনসম্পত্তি ও সন্তানসন্ততি তো তোমাদের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ। আর তোমাদের জন্যে আল্লাহর কাছেই রয়েছে মহাপুরস্কার!

১৬. হে বিশ্বাসীগণ! তাই যথাসম্ভব আল্লাহ-সচেতন থেকো। তাঁর সত্যবাণী শোনো ও অনুসরণ করো এবং নিজের কল্যাণার্থেই দান করো। যাদের অন্তর কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।

১৭-১৮. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও (সৃষ্টির সেবায় ব্যয় করো)। তিনি এর বহুগুণ প্রতিদান দেবেন আর তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতিগুণগ্রাহী, পরমসহনশীল। তিনি দৃশ্যমান ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

http://alQuran.org.bd

৬৫. সূরা তালাক

রুকু ২ ॥ আয়াত ১২ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

হে নবী! (বিশ্বাসীদের বলো) তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে চাইলে তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ রেখে তালাক দিও। সঠিকভাবে ইদ্দতের হিসাব রেখো আর আল্লাহ-সচেতন থেকো। তিনিই তোমাদের প্রতিপালক। প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত না হলে তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দিও না এবং এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি কোরো না যেন তারা বের হয়ে যায়। এই হচ্ছে আল্লাহর বিধান। যে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে, সে নিজের ওপরই জুলুম করে। (কারণ হে মানুষ!) তুমি জানো না (তালাক চূড়ান্ত হওয়ার আগেই) হয়তো আল্লাহ (ভুল বোঝাবুঝি অবসানের) কোনো উপায় করে দেবেন।

২-৩. যখন তাদের ইদ্দতকাল প্রায় শেষ হয়ে আসবে, তখন হয় তাদের স্ত্রী হিসেবে ভালোভাবে রেখে দেবে অথবা সম্মানজনকভাবে বিবাহবন্ধন থেকে মুক্ত করে দেবে। তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে (তোমাদের সিদ্ধান্তের) সাক্ষী রাখবে। আর সাক্ষীরা আল্লাহকে স্মরণে রেখে সাক্ষ্য দেবে। যারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে, তাদের জন্যেই এ উপদেশ। যারা আল্লাহ-সচেতন থাকে, আল্লাহই তাদের ঝামেলা ও অশান্তি থেকে বেরোনোর পথ করে দেন। আর অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে জীবনোপকরণ দান করেন। যে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে আল্লাহই তার জন্যে যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর অভিপ্রায় বাস্তবায়িত করবেনই। আল্লাহ সবকিছুরই একটা মেয়াদ ও মাত্রা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

৪. তোমাদের যে-সব স্ত্রীর ঋতুমতী হওয়ার আশা নেই, তাদের ইদ্দত সম্পর্কে যদি কোনো সন্দেহ জাগে তবে জেনে রাখো, তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস। যারা এখনো রজঃস্বলা হয় নি, তাদের ইদ্দতকালও তিন মাস। আর গর্ভবতীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। মনে রেখো, আল্লাহ-সচেতনদের জন্যে তিনি তাঁর বিধান পালনকে সহজ করে দেন। ৫. এই হচ্ছে আল্লাহর বিধান, যা তিনি তোমাদের ওপর নাজিল করেছেন। যে ব্যক্তিই আল্লাহ-সচেতন থাকবে, তিনি তার পাপমোচন করবেন এবং মহাপুরস্কারে ভূষিত করবেন।

http://alQuran.org.bd

৬. তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুসারে যেভাবে জীবনযাপন করো (ইদ্দতকালে) তাদের জীবনযাপনের মানও হতে হবে একই রকম। তাদের জীবনকে অশান্তিময় করে তোলার জন্যে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করবে না। তারা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত সমভাবে ব্যয় করবে। (তালাক সম্পন্ন হওয়ার পর) যদি তারা তোমাদের সন্তানদের স্তন্যদান ও লালনপালন করে তবে তাদের যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবে। সন্তানের কল্যাণের নিমিত্তে নিজেদের মধ্যে সুপরামর্শ করবে। (মায়ের পক্ষে সন্তান পালন) কষ্টকর হলে অন্য নারীকে স্তন্যদায়ী ধাত্রী নিয়োগ করবে।

৭. সচ্ছল ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুসারে (সন্তানের লালনপালনে) ব্যয় করবে। আর যার জীবিকা সীমিত, সে-ও আল্লাহ যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যা সামর্থ্য দিয়েছেন, তার চেয়ে গুরুভার কখনো চাপিয়ে দেন না। আর অভাবের পর আল্লাহই সচ্ছলতা দান করেন।

॥ রুকু ২ ॥

৮-১০. অতীতে বহু জনপদের বাসিন্দারা তাদের প্রতিপালক ও প্রেরিত রসুলের নির্দেশের বিরোধিতা করেছিল। আমি তাদের কর্মের যথাযথ হিসাব নিয়েছিলাম আর দিয়েছিলাম কঠিন শাস্তি। ফলে তাদের কর্মফল হিসেবে তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করল। তাদের কর্মের পরিণতি হলো তাদের ধ্বংস। তাছাড়াও আল্লাহ (পরকালে) তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন আরো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। অতএব হে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ-সচেতন থেকো, আল্লাহ তোমাদের প্রতি সত্যবাণী প্রেরণ করেছেন।

১১. হে বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলরা! আল্লাহ তোমাদের কাছে এক রসুল পাঠিয়েছেন। সে আল্লাহর সত্যবাণী শোনায় তোমাদেরকে অবিদ্যার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোয় নিয়ে আসার জন্যে। যে-কেউ আল্লাহতে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। আর সেখানে থাকবে সে চিরকাল, পাবে উত্তম জীবনোপকরণ।

১২. আল্লাহ মহাকাশ সৃষ্টি করে বিন্যস্ত করেছেন সাত স্তরে, অনুরূপভাবে পৃথিবীকেও। আর সকল স্তরেই তাঁর নির্দেশ সঞ্চালিত হয় অবিশ্রান্তধারায়, যাতে তোমরা জানতে পারো আল্লাহ সর্ববিষয়েই সর্বশক্তিমান। সবকিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতাধীন।

http://alQuran.org.bd

৬৬. সূরা তাহরিম

রুকু ২ ॥ আয়াত ১২ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্যে যা হালাল করেছেন, স্ত্রীদের খুশি করতে গিয়ে নিজের জন্যে তুমি কেন তা হারাম করলে? আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু। ২. আল্লাহ তোমাদেরকে শপথমুক্তির পন্থা বলে দিয়েছেন। আল্লাহই তোমাদের কর্মবিধায়ক। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। *[নবীজী (স) স্ত্রীদের মনরক্ষার জন্যে মধু না খাওয়ার শপথ করেছিলেন। তখন আল্লাহ নবীকে শপথ থেকে মুক্ত হওয়ার এই নির্দেশ দেন।]*

৩. স্মরণ করো! নবী তার স্ত্রীদের একজনকে একান্তে কিছু বলেছিল। তারপর সেই স্ত্রী তা অন্যকে বলে দেয় আর আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দেন। তখন নবী সেই স্ত্রীকে এর কিছু বিষয়ে সতর্ক করল, কিছু বিষয় এড়িয়ে গেল। নবী সেই স্ত্রীকে কিছু বলার পর স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কে একথা জানাল?' নবী বলল, 'আমাকে জানিয়েছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক-অবগত।'

৪. হে নবীর স্ত্রীদ্বয়! তোমাদের অন্তর সঠিক পথ থেকে সরে গেছে। তোমরা দুজন যদি আল্লাহর কাছে তওবা করো, তাহলে তা তোমাদের জন্যে উত্তম। কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য করো, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ নবীর অভিভাবক। জিবরাইল, সৎকর্মশীল বিশ্বাসীরা এবং ফেরেশতারাও তার সাহায্যকারী।

৫. (হে নবীর স্ত্রীরা!) নবী যদি তোমাদের সবাইকে তালাক দেয়, তবে তার প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে হয়তো তোমাদের চেয়েও ভালো স্ত্রী তাকে দেবেন—যারা কুমারী হোক বা পূর্বে বিবাহিতা হোক, তারা হবে সমর্পিত, বিশ্বাসী, তওবাকারী, ইবাদতকারী ও রোজা পালনকারী।

৬. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের ও নিজেদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর, যা নিয়ন্ত্রণ করবে কঠোর স্বভাবের ফেরেশতারা। যারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না, যা করতে আদিষ্ট হয় শুধু তা-ই করে।

http://alQuran.org.bd

৭. অতএব হে সত্য অস্বীকারকারীরা! তোমরা সত্য অস্বীকার করার পক্ষে ভ্রান্ত যুক্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা কোরো না। কারণ ইহকালে যা করবে, পরকালে তারই কর্মফল তোমরা পাবে।

॥ রুকু ২ ॥

৮. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে আন্তরিক তওবা করো। হয়তো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের পাপমোচন করবেন, তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। সেদিন নবী ও তার বিশ্বাসী সাথিদের আল্লাহ লজ্জিত করবেন না। তাদের জ্যোতি তাদের সামনে ও ডানে ছড়িয়ে পড়বে। তারা প্রার্থনা করবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করো ও আমাদের ক্ষমা করো। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'

৯. অতএব হে নবী! সত্য অস্বীকারকারী ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম করো এবং ওদের ব্যাপারে দৃঢ় হও। (অনুশোচনা না করলে) ওদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। আর চূড়ান্ত গন্তব্য হিসেবে তা কতই না নিকৃষ্ট!

১০. আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে নূহ ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। ওরা ছিল আমার দুই সৎকর্মশীল বান্দার স্ত্রী। কিন্তু ওরা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তাই (মহাবিচার দিবসে) যখন ওদের বলা হবে, 'যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে তাদের সাথে তোমরাও ঢোকো', তখন এই দুই স্বামীর কেউই ওদের কোনো উপকারে আসবে না।

১১. বিশ্বাসীদের জন্যে আল্লাহ পেশ করছেন ফেরাউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত। সে প্রার্থনা করেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তোমার রহমতের ছায়ায় জান্নাতে আমার জন্যে একটি ঘর তৈরি করো, আমাকে উদ্ধার করো ফেরাউন ও তার দুষ্কর্মের বেষ্টনী হতে। আমাকে উদ্ধার করো জালেমদের কবল থেকে।'

১২. আল্লাহ আরো দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ইমরান-কন্যা মরিয়মের। সে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। আমি তাই তার ভেতরে 'রুহ' ফুঁকে দিয়েছিলাম। সে তার প্রতিপালকের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। সে ছিল আমার পূর্ণ অনুগতদের একজন।

http://alQuran.org.bd

৬৭. সূরা মূলক

রুকু ২ ॥ আয়াত ৩০ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

আল্লাহ মহামহিম। সকল কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব তাঁরই হাতে। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২. তোমাদের মধ্যে সৎকর্মে কে অগ্রগামী তা পরীক্ষার জন্যেই তিনি জীবন সৃষ্টি ও মৃত্যুর ব্যবস্থা করেছেন। (সেইসাথে তোমরা যাতে অনুধাবন করতে পারো) তিনিই মহাপরাক্রমশালী ও সত্যিকারের ক্ষমাশীল।

৩. মহামহিম তিনি একের সাথে অন্যকে সাযুজ্যপূর্ণ করে নভোমণ্ডলকে সাত স্তরে সাজিয়েছেন। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোথাও কোনো অসঙ্গতি দেখতে পাবে না। তাকাও! দেখ! কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি?

৪. নভোমণ্ডলের রহস্য বোঝার জন্যে আবার তাকাও, বার বার তাকাও, যতবার তাকাবে ততবারই রহস্যভেদ করতে না পেরে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে।

৫-৬. আমি নিকটবর্তী নভোমণ্ডলকে সুশোভিত করেছি আলোকোজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি দিয়ে। এগুলোতে রয়েছে শয়তানি উদ্যোগ ব্যর্থ করার উপকরণ আর অন্যায়কারীদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছি প্রজ্বলিত আগুনের শাস্তি। আসলে যারাই প্রতিপালককে অস্বীকার করেছে, তাদের সবার জন্যেই অপেক্ষা করছে জাহান্নামের আগুন। হায়! পরিণতি হিসেবে এটা কতই না নিকৃষ্ট!

৭-৮. যখন ওদেরকে সেখানে ফেলা হবে, তখন ওরা জাহান্নামের ভয়াবহ গর্জন শুনতে পাবে। জাহান্নাম ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইবে। যখনই ওর মধ্যে পাপীদের কোনো নতুন দলকে ফেলা হবে, তখন জাহান্নামের প্রহরীরা ওদের জিজ্ঞেস করবে, ‘তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী আসে নি?’

http://alQuran.org.bd

৯-১০. ওরা বলবে, অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল। কিন্তু আমরা তাদের মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করেছি। আমরা বলেছিলাম, ‘আল্লাহ কখনো কোনো বাণী নাজিল করেন নি, তোমরা স্বঘোষিত সতর্ককারীরা মহাবিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।’ হায়! যদি আমরা তাদের কথা শুনতাম অথবা কমপক্ষে আমাদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামের অধিবাসী হওয়া থেকে রক্ষা পেতাম।

১১. এভাবে ওরা নিজেরাই নিজেদের অপরাধের বিষয়টি উপলব্ধি করবে। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। জাহান্নামের আগুনই হচ্ছে তখন ওদের নিয়তি।

১২. অপরদিকে প্রত্যক্ষভাবে দৃশ্যমান না হওয়া সত্ত্বেও যারা আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন থেকেছে ও তাঁর আনুগত্য করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

১৩-১৪. তোমরা গোপনে কানে কানে বলো বা প্রকাশ্যে উচ্চকণ্ঠে বলো, আল্লাহর কাছে সবই সমান। তিনি তো অন্তর্যামী। আশ্চর্য! যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তোমার মনের ভেদ জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী প্রজ্ঞাময়, সব বিষয়ে অবগত।

॥ রুকু ২ ॥

১৫. আল্লাহ তোমাদের জন্যে জমিনকে বিস্তীর্ণ করেছেন। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ো। তাঁর দেয়া জীবনোপকরণ থেকে আহার করো। কিন্তু সবসময় মনে রেখো, পুনরুত্থানের পর তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

১৬-১৭. তোমরা কীভাবে নিশ্চিত হলে যে, আল্লাহ সহসা ভূমিকম্প সৃষ্টি করে তোমাদেরসহ জমিনকে ধসিয়ে দেবেন না? তোমরা কীভাবে নিশ্চিত হলে যে, আল্লাহ তোমাদের ওপর প্রলয়ঙ্করী কঙ্কর-ঝড় বইয়ে দেবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে আমার সতর্কবাণী কত সত্য ছিল!

১৮. অতীতে যারা পৃথিবীতে বসবাস করে গেছে, ওদের অনেকেই আমার সতর্কবাণীকে মিথ্যা মনে করেছিল, ওদের জন্যে আমার শাস্তিও ছিল কঠিন।

http://alQuran.org.bd

১৯. মানুষ কি উড়ন্ত পাখিদের লক্ষ করে না, কী চমৎকারভাবে ওরা ডানা মেলে ও ডানা গুটায়! দয়াময় আল্লাহই ওদের উড়ন্ত রাখেন। তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক-দ্রষ্টা ও সবকিছুর সংরক্ষক।

২০. দয়াময় আল্লাহ ছাড়া আর কে তোমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে? যারা সত্যকে অস্বীকার করেছে, তারা আসলে আত্মপ্রবঞ্চনায় নিমজ্জিত।

২১. আল্লাহ যদি কারো রিজিক বা জীবনোপকরণ বন্ধ করে দেন, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের রিজিক দিতে পারবে? কিন্তু ওরা সত্য অস্বীকারে অটল রয়েছে ও আল্লাহর বাণীর অবাধ্যতায় একগুঁয়েমি করেই চলছে।

২২. একটু ভেবে দেখ, একজন ঘাড় নিচু করে পা বরাবর মাটিতে চোখ রেখে হাঁটছে আর একজন সোজা হয়ে সামনে দৃষ্টি মেলে মুক্তমনে পথ চলছে, এদের মধ্যে কে সরলপথের সন্ধান পাবে?

২৩. হে নবী! ওদের বলো, আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন, সেইসাথে দিয়েছেন বিচারবুদ্ধি, অন্তঃকরণ। অথচ তোমাদের শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতার প্রকাশ খুবই কম।

২৪. বলো, আল্লাহই জমিনে তোমাদের বংশবিস্তার ঘটিয়েছেন আবার কেয়ামতে সবাইকে তাঁর নিকট সমবেত করবেন।

২৫. আর ওরা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের বলো প্রতিশ্রুত কেয়ামত কবে হবে?

২৬. হে নবী! বলো, ‘একমাত্র আল্লাহ এ বিষয়ে জানেন। আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।’

২৭. শেষ পর্যন্ত যখন ওরা নির্মম সত্যের মুখোমুখি হবে, তখন সত্য অস্বীকারকারীদের চেহারা হয়ে যাবে মলিন বিমর্ষ আতঙ্কগ্রস্ত। তখন ওদের বলা হবে, ‘এবার দেখ! তোমরা যা দেখতে চেয়েছিলে।’

২৮. হে নবী! বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছ? আল্লাহ আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করতে পারেন বা আমাদের প্রতি দয়াও করতে পারেন।

http://alQuran.org.bd

কিন্তু হে সত্য অস্বীকারকারীরা! পরকালীন কঠিন শাস্তি থেকে তোমাদের রক্ষা করার কেউ আছে কি?

২৯. বলো, আল্লাহ পরম দয়াময়। আমরা তাঁর ওপরই বিশ্বাস রাখি এবং তাঁর ওপরই নির্ভর করি। সময় হলেই তোমরা জানতে পারবে, কে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।

৩০. হে নবী! সত্য অস্বীকারকারীদের জিজ্ঞেস করো, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি হঠাৎ করে ভূগর্ভে পানির স্তর নেমে গিয়ে তা তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, আল্লাহ ছাড়া আর কে তোমাদের জন্যে নতুন করে প্রবহমান পানির ব্যবস্থা করতে পারবে?

http://alQuran.org.bd

৬৮. সূরা কলম

রুকু ২ ॥ আয়াত ৫২ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

নূন। ভাবো কলম নিয়ে আর তা দিয়ে যা লিপিবদ্ধ করা হয়। ২-৬. তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নও। নিশ্চয়ই তোমার জন্যে রয়েছে অশেষ পুরস্কার। কারণ তুমি নিশ্চিতভাবেই নির্মল চরিত্রে অধিষ্ঠিত। শিগগিরই তুমি দেখবে এবং (যারা অপপ্রচার করছে) তারাও দেখবে, কারা বিকারগ্রস্ত।

৭-৯. হে নবী! তোমার প্রতিপালক ভালো করেই জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত আর কে সৎপথপ্রাপ্ত। অতএব যারা সত্যের প্রতি মিথ্যারোপ করে, তাদের চাপে নমনীয় হয়ো না। ওরা চায়, তুমি (নীতির ব্যাপারে) আপসমূলক মনোভাব গ্রহণ করো, তাহলে ওরাও তোমাকে কিছু ছাড় দেবে।

১০-১৫. হে নবী! তুমি কখনো এমন কাউকে অনুসরণ কোরো না : (এক) যে কথায় কথায় শপথ করে, (দুই) যে সম্মানহীন, (তিন) যে পেছনে নিন্দা করে, (চার) যে একের কথা অন্যের কাছে লাগায়, (পাঁচ) যে ভালো কাজে বাধা দেয়, (ছয়) যে অত্যাচারী, (সাত) যে পাপাচারী, (আট) যে বদমেজাজী, (নয়) যে অজ্ঞাতকুলশীল। ধনেজনে শক্তিমান বলেই ওকে অনুসরণ কোরো না। ওর কাছে আমার সত্যবাণী শোনালে বলে, 'এ-তো সেকেলে কল্পকাহিনী।' ১৬. এ কারণে ওর নাক অনপনেয় লাঞ্ছনায় দাগাঙ্কিত করা হবে।

১৭-২০. (এই ধরনের পাপীদের) আমি সবসময়ই পরীক্ষা করি, যেভাবে আমি পরীক্ষা করেছিলাম সেই বাগানের মালিকদের, যারা 'ইনশাল্লাহ' না বলেই শপথ করে বলেছিল, ওরা অবশ্যই খুব ভোরে বাগানের ফল পেড়ে আনবে। রাতে ওরা যখন ঘুমিয়ে ছিল, তখন তোমার প্রতিপালকের তরফ থেকে বাগানে বিপর্যয় নেমে এলো। ফলে পুরো বাগান পুড়ে কালো হয়ে গেল।

২১-২৫. খুব ভোরে ওরা একে অপরকে ডেকে বলল, যদি ফল সংগ্রহ করতে চাও, তবে তাড়াতাড়ি বাগানে চলো। ওরা ফিসফিস করে বলল, আজ যেন

http://alQuran.org.bd

কোনো অভাবী বাগানে তোমাদের কাছে ভিড়তে না পারে। এই লক্ষ্যে ওরা তাড়াতাড়িই বাগানে পৌঁছল। ২৬-২৭. তারপর ওরা বাগানের অবস্থা দেখে আর্তনাদ করে উঠল, 'আমরা হয়তো ভুল পথে এসেছি! আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

২৮-২৯. ওদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো লোকটি বলল, 'আমি কি তোমাদের বলি নি, তোমরা এখনো আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছ না কেন?' তখন ওরা সমস্বরে বলল, 'আল্লাহ পবিত্র, মহান। আমরা অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী।'

৩০-৩২. এরপর ওরা পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল। বলতে লাগল, 'হায়! আমাদের দুর্ভোগ! আমরা সীমালঙ্ঘন করেছি। সম্ভবত তিনি আমাদেরকে আরো ভালো বাগান দেবেন। আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকেই ফিরে যাচ্ছি।'

৩৩. দুনিয়ায় পরীক্ষা এভাবেই আসে। আর আখেরাতের আজাব তো আরো অনেক কঠিন। যদি ওরা জানত!

॥ রুকু ২ ॥

৩৪. অবশ্য আল্লাহ-সচেতনদের জন্যে তাদের প্রতিপালকের কাছে অবশ্যই রয়েছে সুখ-উপচানো জান্নাত। ৩৫. তা নয়তো কি আমি সমর্পিতদেরকে অপরাধীদের সমান গণ্য করব? ৩৬. তোমাদের কী হয়েছে? তোমাদের (সত্য-মিথ্যার) বিচারের ভিত্তি কী? ৩৭-৩৮. তোমাদের কাছে কি কোনো কিতাব আছে, যাতে লেখা রয়েছে যে, তোমরা যেভাবে পছন্দ করবে সেভাবেই চলতে পারবে (অর্থাৎ প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে নীতি-নৈতিকতা পাল্টে ফেলতে পারবে)? ৩৯. আমি কি তোমাদের সাথে এমন কোনো অঙ্গীকার করেছি যে, মহাবিচার দিবসেও তোমরা যা দাবি করবে, তা-ই পাবে (এমনকি জান্নাতও)?

৪০-৪১. হে নবী! তুমি ওদের জিজ্ঞেস করো, ওদের এই দাবির জিম্মাদার কে? ওদের কোনো শরিক উপাস্য কি এই দায়িত্ব নিয়েছে? যদি তা-ই হয় তবে ওরা উপস্থিত করুক সেই শরিক উপাস্য দেবদেবীকে, যদি ওরা সত্যবাদী হয়।

http://alQuran.org.bd

৪২-৪৩. স্মরণ করো সেই কঠিন দিনের কথা! যেদিন ওদের (সত্য অস্বীকারকারীদের) বলা হবে, 'সেজদা করো' কিন্তু ওরা তা করতে সক্ষম হবে না; অপমানে নিজের দিকে তাকিয়ে থাকবে। কারণ ওরা যখন সক্ষম ও নিরাপদ ছিল তখন সেজদা করতে ডাকা হয়েছিল (কিন্তু তখন ওরা তা করে নি)।

৪৪-৪৫. হে নবী! যারা আমার সত্যবাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের বিষয়টি আমার হাতে ছেড়ে দাও। আমি একে একে এমনভাবে ওদের শক্তি ক্ষয় করে দেবো যে, ওরা বুঝতেও পারবে না। যদিও আমি সময় ও সুযোগ দিয়ে থাকি, কিন্তু আমার সূক্ষ্ম কৌশল অত্যন্ত কার্যকর।

৪৬. অথবা (ওরা কি ভয় পাচ্ছে যে) তোমার কথা শোনার বিনিময়ে তুমি পারিশ্রমিক দাবি করতে পারো আর তা দিতে গেলে ওরা ঋণের বোঝায় জর্জরিত হয়ে যাবে? ৪৭. অথবা ওরা কি মনে করে যে, সকল অস্তিত্বের গুপ্তরহস্য ওরা জানে, সময়মতো ওরা তা লিখে ফেলবে?

৪৮. অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধরো। তুমি সেই মাছওয়ালার (ইউনুস) মতো অধৈর্য হয়ো না, যে ক্ষুব্ধ হয়ে (মাছের পেটে) বিপন্ন অবস্থায় সাহায্যের জন্যে প্রার্থনা করেছিল। ৪৯. তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তার কাছে না পৌঁছলে সে লাঞ্ছিত হয়ে খোলা বালুকাময় মাঠে পড়ে থাকত। ৫০. কিন্তু তার প্রতিপালক তাকে আবার মনোনীত করলেন এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

৫১. সত্য অস্বীকারকারীরা যখন এই কোরআনের সতর্কবাণী শোনে, তখন তারা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকায় যেন তোমাকে খুন করে ফেলবে! আর বলে, 'এ-তো এক বদ্ধ উন্মাদ'। (অতএব তুমি ধৈর্য ধরো!) ৫২. কারণ এ কোরআন তো সমগ্র মানবজাতির জন্যে উপদেশ!

http://alQuran.org.bd

৬৯. সূরা হাক্কা

রুকু ২ ॥ আয়াত ৫২ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

অনিবার্য সত্য! ২-৩. কী সেই অনিবার্য সত্য? তুমি কি জানো, সেই অনিবার্য সত্যটি কী?

৪-৮. আদ ও সামুদ সম্প্রদায় মহাপ্রলয়কে অস্বীকার করেছিল। সামুদ সম্প্রদায় বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল এক প্রচণ্ড আওয়াজে। আর আদ সম্প্রদায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এক নাগাড়ে সাত দিন আট রাতের প্রলয়ঙ্করী ঝড়ে। তখন তুমি থাকলে দেখতে, ওরা সব মরে পড়ে আছে অন্তঃসারশূন্য উপড়ানো খেজুর গাছের গুঁড়ির মতো। এরপর ওদের কাউকে তুমি জীবিত দেখতে পাও কি?

৯-১০. পাপাচারে লিপ্ত ছিল ফেরাউন ও তার পূর্ববর্তীরা এবং লূতের সম্প্রদায়। ওরা ওদের প্রতিপালকের রসুলদের অমান্য করেছিল। ফলে তিনি ওদের কঠোর শাস্তি দিলেন।

১১-১২. (নূহের সময়) যখন প্লাবনের উচ্ছ্বসিত স্রোত সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন তোমাদের (পূর্ববর্তী বিশ্বাসীদের) নৌকায় তুলে নিলাম। আমি এসব রেখেছি তোমাদের জন্যে শিক্ষণীয় নিদর্শনরূপে, যাতে শ্রুতিধররা স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে।

১৩-১৭. যখন শিঙ্গায় একটিমাত্র ফুঁ দেয়া হবে, পর্বতমালাসহ জমিন উৎক্ষিপ্ত হবে এবং একই ধাক্কায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। আর সেদিনই ঘটবে মহাপ্রলয়। সেদিন আকাশ বিদীর্ণ-বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। ফেরেশতারা আকাশের প্রান্তদেশে দৃশ্যমান হবে আর তাদের ওপরে আট জন ফেরেশতা তোমাদের প্রতিপালকের আরশকে সমুন্নত রাখবে।

১৮-২৪. সেই দিন তোমরা মহাবিচারের সম্মুখীন হবে। তোমাদের কোনো কিছুই গোপন থাকবে না। তখন যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে আনন্দিত হবে। বলবে, এই নাও আমার আমলনামা পড়ে দেখ। আমি জানতাম যে, একদিন আমাকে আমার প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে! *[অর্থাৎ সে আখেরাতে জবাবদিহিতার ব্যাপারে সচেতন ছিল এবং সেভাবেই*

http://alQuran.org.bd

সে তার প্রতিটি কাজ করেছে।] সুতরাং সে থাকবে উপচে পড়া সুখের মধ্যে সুউচ্চ জান্নাতে, সেখানে গুচ্ছ গুচ্ছ রকমারি ফল ঝুলে থাকবে হাতের নাগালের মধ্যে। (আল্লাহর এই রহমতপ্রাপ্তদের বলা হবে) দুনিয়ায় তুমি যে সৎকর্ম করেছিলে, তারই প্রতিফল হিসেবে পানাহার করো পূর্ণ তৃপ্তির সাথে।

২৫-২৯. মহাবিচার দিবসে যার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে, সে আর্তনাদ করে বলবে, 'হায়! আমাকে যদি আমার আমলনামা দেয়া না হতো আর আমি যদি আমার রেকর্ড না দেখতাম! হায়! আমার দুনিয়ার মৃত্যুই যদি চূড়ান্ত হতো! আমার ধনসম্পত্তি তো কোনো কাজে এলো না। আর আমার ক্ষমতাও তো হাতছাড়া হয়ে গেছে।'

৩০-৩২. তখন ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে, ওকে ধরো, গলায় বেড়ি লাগাও আর নিক্ষেপ করো জাহান্নামে। এরপর ওকে বাঁধো ৭০ হাত দীর্ঘ শিকলে।

৩৩-৩৭. কারণ সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে নি, অভাবীকে অন্নদানে অন্যকে উৎসাহিত করে নি। অতএব এখানে সে হবে বন্ধুহীন। ক্ষতনিঃসৃত পুঁজ ছাড়া কোনো খাবার থাকবে না, যা অপরাধী ছাড়া কেউই খাবে না।

॥ রুকু ২ ॥

৩৮-৪২. সাক্ষী, যা তোমরা দেখতে পাও এবং যা তোমরা দেখতে পাও না। নিশ্চয়ই এ কোরআন এক রসুলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। এ কোনো কবির রচনা নয়, যদিও তোমরা খুব কমই বিশ্বাস করো। এ কোনো গণকেরও কথা নয়, যদিও বিষয়টি তোমাদের মন মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

৪৩-৪৭. নিশ্চয়ই এ কোরআন বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের কাছ থেকে নাজিল হয়েছে। সে (রসুল) যদি নিজে কিছু বানিয়ে আমার নামে চালানোর চেষ্টা করত, তাহলে আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে তার কণ্ঠশিরা কেটে দিতাম। তোমাদের কেউই আমার হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে পারত না।

৪৮-৫২. আল্লাহ-সচেতনদের জন্যে এই কোরআন নিঃসন্দেহে এক উপদেশনামা। আমি জানি, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ একে অমান্য করবে। অবশ্যই এই প্রত্যাখ্যান সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে গভীর দুঃখ বয়ে আনবে। কারণ এ কোরআন চূড়ান্ত সত্য। অতএব হে নবী! তুমি তোমার প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।

http://alQuran.org.bd

৭০. সূরা মা'আরিজ

রুকু ২ ॥ আয়াত ৪৪ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে একজন জানতে চাইতেই পারে পরকালে সত্য অস্বীকারকারীদের অবধারিত শাস্তি সম্পর্কে, যা কারো পক্ষেই এড়ানো সম্ভব নয়। ৩-৪. (কারণ তা আসবে) সমুন্নত মর্যাদার অধিকারী আল্লাহর তরফ থেকে। ফেরেশতা ও রুহদের আল্লাহর কাছে ঊর্ধ্বারোহণে লাগে একদিন, যা পার্থিব ৫০ হাজার বছরের সমান।

৫. অতএব তুমি ধৈর্য ধরো, মমতাপূর্ণ ধৈর্য ধরো। ৬-৭. ওরা মনে করে দিনটি বহুদূরে। কিন্তু আমি দেখছি বেশ কাছেই।

৮-১৬. সেদিন আকাশ হবে গলিত তামার মতো, পাহাড়-পর্বত হবে রঙিন ধুনা পশমের মতো। সেদিন চোখের সামনে থাকলেও বন্ধু বন্ধুর খোঁজ নেবে না। সেদিন অপরাধীরা শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চাইবে সন্তানসন্ততি, স্ত্রী, ভাই ও আশ্রয়দানকারী আত্মীয়স্বজনকে। নিজেকে বাঁচানোর জন্যে সে দিতে চাইবে পৃথিবীর সবকিছু। না, কোনোকিছুই তাকে রক্ষা করতে পারবে না তার জন্যে অপেক্ষমাণ গনগনে আগুন থেকে, যা চামড়া ঝলসে শরীর থেকে খসিয়ে নেবে।

১৭-১৮. জাহান্নাম সেদিন উচ্চস্বরে ডাকবে তাদের, যারা ন্যায় থেকে দূরে সরে গিয়েছিল, যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, যারা ধনসম্পত্তি সংগ্রহ করে (সৎ কাজে ব্যয় না করে) কৃপণের মতো সংরক্ষিত করে রেখেছিল।

১৯. মানুষ সহজাতভাবেই অস্থিরচিত্ত। ২০-২১. যখনই মানুষ অভাব বা বিপদে পড়ে তখন হা-হুতাশ করে। আবার যখন সচ্ছলতা বা সৌভাগ্য আসে তখন হয়ে যায় স্বার্থপর, অতিকৃপণ।

২২-৩৫. (তবে এই সাধারণ নিয়ম তাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়) যারা (এক) নামাজ কায়েম করে, (দুই) তাদের ধনসম্পত্তি থেকে অভাবী

http://alQuran.org.bd

বঞ্চিতদের নির্ধারিত হক আদায় করে, (তিন) মহাবিচার দিবসকে সত্য বলে জানে, (চার) মহাবিচার দিবসে প্রতিপালকের কাছে জবাবদিহিতা ও শাস্তির ব্যাপারে শঙ্কিত থাকে, (পাঁচ) তাদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে; স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসী (যাকে বিয়ে করা হয়েছে) তাকে ছাড়া অন্য কোথাও নিজেকে জড়ায় না, তারা সকল অভিযোগ থেকে মুক্ত। তবে কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে (পরকীয়ায় লিপ্ত হলে) সে সীমালঙ্ঘনকারী বলে গণ্য হবে। আর (ছয়) আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, (সাত) সততার সাথে সাক্ষ্যদানে অটল থাকে, (আট) নামাজে যত্নবান ও মনোযোগী থাকে, তারাই সসম্মানে জান্নাতে দাখিল হবে।

॥ রুকু ২ ॥

৩৬-৩৭. সত্য অস্বীকারকারীদের এ কী হলো? ওরা তোমার দিকে ছুটে আসছে ডানদিক থেকে, বামদিক থেকে দলে দলে। ৩৮-৩৯. ওরা কি প্রত্যাশা করে যে, ওরা সুখ-উপচানো জান্নাতে দাখিল হবে? না, তা হবে না। আমি ওদেরকে যা দিয়ে সৃষ্টি করেছি, তা ওরা জানে।

৪০-৪১. শপথ সকল উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির! নিশ্চয়ই ওদের জায়গায় ওদের চেয়েও যারা শ্রেয় তাদেরকে বসাতে আমি সক্ষম। ওরা কখনোই আমার পরিকল্পনা ব্যর্থ করতে পারবে না।

৪২-৪৪. অতএব হে নবী! যেদিন সম্পর্কে ওদের সতর্ক করা হয়েছে, সেদিন আসার পূর্বপর্যন্ত ওদেরকে অর্থহীন আলাপচারিতা ও খেল-তামাশায় মগ্ন থাকতে দাও। যেদিন ওরা কবর থেকে উত্থিত হবে দ্রুত বেগে−মনে হবে, ওরা কোনো একটি লক্ষ্যবস্তুর দিকে অপমানে হতবিহ্বল হয়ে মাথা নিচু করে ছুটছে। পুনরুত্থান দিবসে এই হবে সত্য অস্বীকারকারীদের অবস্থা, যে-সম্পর্কে যুগে যুগে তাদের সতর্ক করা হয়েছে।

http://alQuran.org.bd

৭১. সূরা নূহ

রুকু ২ ॥ আয়াত ২৮ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে এ নির্দেশসহ পাঠিয়েছিলাম, 'তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক হতে বলো, তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক আজাব আসার আগেই।'

২-৪. নূহ বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদের জন্যে একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী। আমি তোমাদেরকে বলতে আদিষ্ট হয়েছি যে, তোমরা শুধু আল্লাহর ইবাদত করবে আর (সব ব্যাপারেই) আল্লাহ-সচেতন থাকবে। তোমরা আমার কথা শুনলে তিনি তোমাদের পাপমোচন করবেন। তিনি তোমাদের নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত পৃথিবীতে সুযোগ দেবেন। আল্লাহ-নির্ধারিত (মৃত্যুর) সময় এলে তা আর পেছানো যাবে না, যদি তোমরা জানতে!'

৫-৭. (কিছুকাল পরে নূহ তার প্রতিপালককে বলল) 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিনরাত সত্যের পথে ডাকছি। যত ডাকছি তত ওরা (তোমার কাছ থেকে) দূরে সরে যাচ্ছে। আমি যতবারই তাদেরকে সত্যের কথা বলতে গেছি, যাতে তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও, ততবারই তারা কানে আঙুল দিয়েছে, কাপড়ে মুখ ঢেকেছে। আচরণে একগুঁয়ে ও দাম্ভিক হয়ে উঠেছে।'

৮-১২. (নূহ প্রতিপালককে আরো বলল) 'আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে আহ্বান জানিয়েছি, সর্বসমক্ষে বক্তব্য পেশ করেছি, একান্তে পরামর্শ দিয়েছি যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও। তিনি অতীব ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের ওপর রহমতের বৃষ্টিবর্ষণ করবেন। তিনি তোমাদের সমৃদ্ধ করবেন ধনসম্পত্তি, সন্তানসন্ততিতে; সৃজন করে দেবেন বাগান আর প্রবাহিত করবেন নদীনালা।

১৩-১৪. তোমাদের কী হয়েছে? আল্লাহ তোমাদের সবাইকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন, তা দেখার পরও তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাচ্ছ না?

http://alQuran.org.bd

১৫-১৬. তোমরা কি লক্ষ করো নি, আল্লাহ কীভাবে মহাকাশকে সাত স্তরে বিন্যস্ত করেছেন আর চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় ও সূর্যকে প্রদীপরূপে স্থাপন করেছেন? ১৭-১৮. তিনি তোমাদের সবাইকে মাটি থেকে ক্রমান্বয়ে বিকশিত করেছেন আবার মাটিতেই ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। তারপর তিনি মাটি থেকে তোমাদের পুনরুত্থিত করবেন। ১৯-২০. আল্লাহ তোমাদের জন্যে জমিনকে বিস্তীর্ণ করেছেন, জমিনে ছড়িয়ে রেখেছেন সুন্দর জীবনের সকল উপকরণ, যেন তোমরা তা অনুসন্ধান করতে পারো। (এরপরও তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করছ না!)'

॥ রুকু ২ ॥

২১-২৩. নূহ বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমার কথা প্রত্যাখ্যান করছে। তারা অনুসরণ করছে ধনজনসমৃদ্ধ প্রভাবশালীদের, যাদের সমৃদ্ধি তাদের ক্ষতির পরিমাণই বাড়াচ্ছে। ওরা সত্যের বিরুদ্ধে ভয়ানক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে। ওরা ওদের সম্প্রদায়কে বলছে, 'তোমরা তোমাদের উপাস্য দেবদেবীকে কখনো পরিত্যাগ কোরো না, পরিত্যাগ কোরো না ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুন, ইয়াউক ও নসরকে।' ২৪. ওরা অনেককেই পথভ্রষ্ট করছে। সুতরাং হে আমার প্রতিপালক! এই জালেমদের বিভ্রান্তি ছাড়া আর কোনোকিছুতেই প্রবৃদ্ধি দিও না!

২৫. ওদের পাপের জন্যে ওদেরকে মহাপ্লাবনে ডুবিয়ে দেয়া হলো। (আর পরকালে) ওদের নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে। তখন আল্লাহর মোকাবেলায় ওরা কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

২৬-২৮. নূহ আরো প্রার্থনা করেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! জমিনে বসবাসকারী কোনো সত্য অস্বীকারকারীকে তুমি অব্যাহতি দিও না। তুমি ওদের অব্যাহতি দিলে ওরা তোমার বান্দাদের বিভ্রান্ত করবে আর বংশবৃদ্ধি করতে থাকবে দুরাচারী ও সত্য অস্বীকারকারীদের। হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং বিশ্বাসী হয়ে আমার ঘরে আশ্রয়গ্রহণকারীদের এবং সকল বিশ্বাসী নরনারীকে ক্ষমা করো। আর জালেমদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করো।'

http://alQuran.org.bd

৭২. সূরা জ্বীন

রুকু ২ ॥ আয়াত ২৮ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

হে নবী! বলো, আমার প্রতি ওহী এসেছে যে, জ্বীনদের একটি দল মনোযোগসহকারে শুনেছে এবং তাদের সম্প্রদায়ের কাছে বলেছে যে, 'আমরা এক মনোমুগ্ধকর কোরআন শুনেছি, ২-৩. কোরআন সঠিক পথনির্দেশ দেয়। তাই আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের সাথে শরিক করব না। নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক সুমহান মর্যাদার অধিকারী। তিনি কোনো পত্নী বা সন্তান গ্রহণ করেন নি। ৪-৫. (এখন আমরা বুঝতে পেরেছি) আমাদের সম্প্রদায়ের নির্বোধরা আল্লাহ সম্পর্কে অবাস্তব মিথ্যা বলত। অথচ আমাদের ধারণা ছিল মানুষ ও জ্বীন কখনো আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারে না।'

৬-৭. '(সবসময়ই) কোনো কোনো মানুষ কিছু জ্বীনের আশ্রয় নিত, ফলে জ্বীনদের আত্মম্ভরিতা বেড়ে যেত (মানুষেরও পাপ প্রবণতা বাড়ত)। অনেক মানুষও তোমাদের মতো মনে করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না।'

৮-৯. 'আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে, কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও অগ্নিশিখায় আকাশ ভরা। আগে আমরা আকাশের বিভিন্ন স্থানে সংবাদ শোনার জন্যে অপেক্ষা করতাম। কিন্তু এখন কেউ সেখানে সংবাদ শুনতে চাইলে সে দেখতে পাবে, তার জন্যে অপেক্ষমাণ রয়েছে অগ্নিশিখা।'

১০-১১. '(আমরা এখন সচেতন হয়েছি) আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে, পৃথিবীতে যারা বসবাস করছে তাদের জন্যে কি অমঙ্গল অপেক্ষা করছে? না তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সত্য-সচেতনতার জ্ঞান দান করতে চান? যেমন (আমরা জানি না কেন এমন হয় যে) আমাদের মধ্যে অনেকে সৎকর্মশীল, আবার অনেকে এর বিপরীত। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী।'

http://alQuran.org.bd

১২-১৩. 'এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা দুনিয়ায় (জীবিত অবস্থায়) আল্লাহকে ফাঁকি দিতে পারব না বা (জীবন থেকে) পালিয়ে গিয়েও আল্লাহকে ফাঁকি দিতে পারব না। তাই আমরা পথনির্দেশক কোরআনের বাণী শোনার সাথে সাথেই তা বিশ্বাস করলাম। আর যে তার প্রতিপালকের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সে কখনো কোনো ক্ষতি বা অবিচারের ভয় করে না।'

১৪-১৫. 'হাঁ, এটা সত্য যে, আমাদের অনেকে আল্লাহতে সমর্পিত হয়েছে, আবার অনেকে অন্যায়ে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। যারা আল্লাহতে সমর্পিত হয়েছে তারা সত্য-সচেতন হয়ে উঠেছে। আর যারা পাপাচারে নিমজ্জিত হয়েছে তারাই তো হবে জাহান্নামের জ্বালানি।'

১৬-১৭. '(হে নবী! বলো, আরো ওহী এসেছে যে, যাদের কাছে আমার বাণী পৌঁছানো হয়েছে) তারা যদি সৎপথ অনুসরণ করত, তবে আমি তাদের ওপর প্রচুর রহমতের বৃষ্টিবর্ষণ করতাম। আর এ প্রক্রিয়ায় ওদের পরীক্ষা নিতাম। আসলে যে তার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি তাকে ক্রমবর্ধমান আজাবের পথে নিয়ে যান।

১৮. সকল সেজদার স্থান–মসজিদসমূহ তো আল্লাহর জন্যে। অতএব আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না, শরিক কোরো না। ১৯. অথচ আল্লাহর বান্দা (রসুল) যখন তাঁকে ডাকার জন্যে দাঁড়ায়, তখন ওরা (সত্য অস্বীকারকারীরা) তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে।

॥ রুকু ২ ॥

২০-২১. হে নবী! বলো, 'আমি শুধু আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করি না। আর তোমাদের কোনো কল্যাণ বা অকল্যাণ করার ক্ষমতা আমার নেই।'

২২-২৩. হে নবী! বলো, 'আল্লাহর বাণী পৌঁছানোর দায়িত্ব যদি আমি যথাযথভাবে পালন না করি, তবে আল্লাহর শাস্তি থেকে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না আর তাঁর কাছ থেকে আমার পালানোরও কোনো পথ নেই।' আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে যারা অমান্য করে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। ২৪. (অতএব ওরা

http://alQuran.org.bd

অপেক্ষা করুক) যখন ওরা প্রতিশ্রুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন ওরা বুঝতে পারবে, কোন পক্ষ অসহায় এবং কোন পক্ষ সংখ্যায় কম।

২৫. হে নবী! বলো, 'আমি জানি না তোমাদের জন্যে সেই প্রতিশ্রুত দিবসটি কাছেই, না আমার প্রতিপালক সেজন্যে স্থির করবেন দীর্ঘমেয়াদ।'

২৬-২৮. তিনি একাই গায়েব বা অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। গায়েবের জ্ঞান কারো পক্ষেই জানা সম্ভব নয়, যদি না তিনি কাউকে জানান, যেমন তিনি রসুলদের জানিয়েছেন। তিনি (যখন রসুলদের ওহী পাঠান) তখন তাদের সামনে-পেছনে প্রহরী নিয়োগ করেন। এভাবে নিশ্চিত করেন যে, রসুলরা যা বলছে তা আল্লাহর সত্যবাণী। রসুলদের কাছে যা-কিছু আছে, তা তাঁর জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টিত, যেমনভাবে তিনি অস্তিত্বের সবকিছুরই হিসাব রাখেন এক এক করে।

http://alQuran.org.bd

৭৩. সূরা মুজাম্মিল

রুকু ২ ॥ আয়াত ২০ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

হে বস্ত্রাবৃত! ২-৪. তুমি রাতে প্রার্থনার জন্যে দাঁড়াও, রাতের অর্ধেক বা তার চেয়ে কিছু কম বা কিছু বেশি সময় নিয়ে। তুমি সে-সময় কোরআন তেলাওয়াত করো শান্তভাবে, সুস্পষ্ট উচ্চারণে, অর্থের প্রতি মনোযোগী হয়ে।

৫-৭. আমি তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বাণী নাজিল করতে যাচ্ছি। নিঃসন্দেহে ইবাদতের জন্যে রাতে ওঠা আত্মসংযমে সহায়তা করে, অন্তরের ধ্বনিকে করে স্পষ্টতর। অবশ্যই দিনে তুমি থাকবে কর্মব্যস্ত।

৮. কিন্তু (দিন হোক বা রাত) সবসময়ই তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর প্রতি নিবেদিত থাকো। ৯. তিনি উদয়াচল ও অস্তাচলের মালিক। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। অতএব তাঁকেই তুমি তোমার একক কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ করো। ১০. সত্য অস্বীকারকারীরা তোমার বিরুদ্ধে যা-ই বলুক, তুমি ধৈর্য ধরো এবং সৌজন্যসহকারে ওদের এড়িয়ে চলো।

১১-১৪. যারা সত্য অস্বীকার করছে, ওদের বিষয়টি আমার ওপর ছেড়ে দাও। জীবনের বিলাস-সামগ্রী ওরা ভোগ করছে, তা ভোগ করার জন্যে আরো কিছুটা সুযোগ দাও। ওদের জন্যে আমার কাছে আছে শৃঙ্খল ও গনগনে আগুন, আছে এমন খাবার যা গলায় আটকে যায়, আছে আরো যন্ত্রণাদায়ক আজাব। আর তা বাস্তবরূপ লাভ করবে সেদিন, যেদিন পৃথিবী প্রকম্পিত হবে, পাহাড়-পর্বত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পরিণত হবে উড়ন্ত ধূলিকণায়।

১৫-১৬. আমি তোমাদের কাছে তোমাদের জন্যে সাক্ষীস্বরূপ এক রসুলকে পাঠিয়েছি, যেভাবে আমি রসুল পাঠিয়েছিলাম ফেরাউনের কাছে। কিন্তু ফেরাউন সে রসুলকে অমান্য করেছিল, যার জন্যে আমি তাকে দুনিয়াতেই কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম।

http://alQuran.org.bd

১৭-১৮. অতএব যদি তোমরা সত্যকে অস্বীকার করো, তবে সেদিন কেমন করে রক্ষা পাবে যেদিন তরুণকে করা হবে বৃদ্ধ, আকাশ হবে বিদীর্ণ। আল্লাহর ঘোষণা বাস্তবায়িত হবেই। **১৯.** নিশ্চয়ই এ এক উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।

॥ রুকু ২ ॥

২০. হে নবী! তোমার প্রতিপালক জানেন, তুমি কখনো রাতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধেক, কখনো এক তৃতীয়াংশ জেগে থাকো। আর তোমার সাথিদের একটি দলও জেগে থাকে তোমার সাথে। দিনরাতের পরিমাণ তিনিই নির্ধারণ করেন। তিনি জানেন, তোমরা অনেকেই এর সঠিক হিসাব রাখতে পারবে না। তাই তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

তাই কোরআন যতটুকু তেলাওয়াত করা তোমার পক্ষে সহজ, ততটুকু তেলাওয়াত করো। আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ-সম্পদ সন্ধানে দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করবে আর কেউ কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রামে ব্যস্ত থাকবে। অতএব কোরআন থেকে যতটুকু তেলাওয়াত করা তোমার জন্যে সহজ, ততটুকুই তেলাওয়াত করো।

তোমরা নামাজ কায়েম করো, যাকাত আদায় করো, আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও অর্থাৎ সৃষ্টির কল্যাণে দান করো। আসলে যা-কিছু সৎকর্ম তোমরা অগ্রিম আল্লাহর কাছে পাঠাবে, তার পরিবর্তে পরকালে এর চেয়ে ভালো, এর চেয়ে অনেক বড় পুরস্কার তোমরা তাঁর কাছে পাবে।

তোমরা সবসময় আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।

http://alQuran.org.bd

৭৪. সূরা মুদাসসির

রুকু ২ ॥ আয়াত ৫৬ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

হে চাদরাবৃত! ২-৭. ওঠো! মানুষকে সতর্ক করো আর তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ (পরিমণ্ডল) পরিচ্ছন্ন-পবিত্র রাখো। আর অপরিচ্ছন্নতা-অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো। বেশি পাওয়ার আশায় কাউকে কিছু দিও না আর তোমার প্রতিপালকের পথে ধৈর্যের সাথে লেগে থাকো।

৮-১০. (সকল মানুষকে সতর্ক করে দাও) যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে সে দিনটি হবে একটি সংকটময় দিন। আর সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে তা হবে খুবই কঠিন।

১১-১৫. আমার হাতে ছেড়ে দাও তার বিষয়, যাকে আমি একাকী সৃষ্টি করেছি, যাকে আমি দিয়েছি বিপুল ধনসম্পত্তি। নিত্যসঙ্গী করেছি পুত্রদের। আর দিয়েছি প্রাচুর্যময় জীবনের সকল উপকরণ। এরপরও সে কামনা করে যে, তাকে আরো বেশি বেশি দেই। ১৬-১৭. না, তা হবে না। সে জেনেশুনে আমার সত্যবাণীর বিরুদ্ধাচরণ করছে উদ্ধতভাবে। সামনেই তাকে উৎরাতে হবে আজাবের পাহাড়।

১৮-২৫. (তার কাছে যখন সত্যবাণী পৌঁছল, যেহেতু সে সত্য প্রত্যাখ্যান করতে চায়, তাই) সে এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিল (কীভাবে এ সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা যায়)। আর এভাবেই সে নিজেকে ধ্বংস করল। হায়! কেমন করে সিদ্ধান্ত নিল! অবশ্যই সে নিজেকে ধ্বংস করল। হায়! কেমন করে সিদ্ধান্ত নিল! পরে সে চিন্তা করে (নতুন যুক্তি বের করে) চারপাশে তাকিয়ে ভ্রুকুঞ্চিত করে, মুখ বিকৃত করে (সত্যবাণী থেকে) পেছনে ফিরে দম্ভপ্রকাশ করে ঘোষণা করল, এগুলো তো সব সেকেলে চিত্তহারী কথা ছাড়া কিছু নয়। এসব মানুষের রচনা ছাড়া কিছু নয়।

http://alQuran.org.bd

২৬-৩০. তাই আমি তাকে সাকার-এ নিক্ষেপ করব। তুমি কি জানো 'সাকার' কী? সাকার হচ্ছে এমন জাহান্নাম, যার আগুন মরতেও দেবে না, বাঁচতেও দেবে না। দেহের চামড়া ঝলসাবে শুধু। এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে ১৯ জন প্রহরী।

৩১. আমি ফেরেশতাদেরকেই জাহান্নামের প্রহরী করেছি। সত্য অস্বীকারকারীদের পরীক্ষা করার জন্যেই আমি প্রহরীদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি, যাতে পূর্বতন কিতাবিদের মনে দৃঢ়প্রত্যয় সৃষ্টি হয়, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বাড়ে, বিশ্বাসী ও কিতাবিরা সন্দেহমুক্ত হয়। এর ফলে যাদের অন্তর রুগ্ণ এবং যারা সত্য অস্বীকারকারী, তারা প্রশ্ন করবে, আল্লাহ এই অভিনব দৃষ্টান্ত দিয়ে কী বোঝাতে চাচ্ছেন? এভাবেই যারা পথভ্রষ্ট হতে চায়, আল্লাহ তাদের পথভ্রষ্ট হতে দেন আর যারা পথ খোঁজে তাদের পথনির্দেশ দেন। আসলে তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। জাহান্নামের এ বর্ণনা তো মানুষের জন্যে সাধারণ সতর্কবাণী।

॥ রুকু ২ ॥

৩২-৩৭. আমি সত্য বলছি। তাকাও চাঁদের দিকে। ভাবো রাত নিয়ে, যখন তা বিদায় নিতে থাকে, আর সকাল নিয়ে, যখন আলো আসতে শুরু করে। নিশ্চয়ই জাহান্নাম এক ভয়ানক বিপদ। এ এক সতর্কবাণী মরণশীল মানুষের জন্যে! তোমাদের সবার জন্যেই এই সতর্কবাণী, যারা কল্যাণের পথে আসতে চাও বা পথ হতে পিছিয়ে যাও।

৩৮-৪২. (মহাবিচার দিবসে) প্রত্যেক ব্যক্তিই কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ থাকবে, শুধু ডানপাশে অবস্থানকারীরা ছাড়া। তারা থাকবে জান্নাতে। তারা অপরাধীদের জিজ্ঞেস করবে, কী কারণে তোমরা জাহান্নাম সাকার-এ নিক্ষিপ্ত হলে?

৪৩-৪৭. ওরা জবাবে বলবে, আমরা নামাজ পড়তাম না, অভাবীদের খাবার দিতাম না। (সত্যধর্মের বিরুদ্ধাচারীদের) সাথে আমরাও অবান্তর আজেবাজে কথায় লিপ্ত থাকতাম আর কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করতাম। মৃত্যুর আগপর্যন্ত আমরা বিভ্রান্তিতেই নিমজ্জিত ছিলাম। ৪৮. তাই কোনো সুপারিশকারীর সুপারিশ ওদের কোনো কাজে আসবে না।

http://alQuran.org.bd

৪৯. ওদের কী হয়েছে যে, ওরা এই উপদেশবাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে?
৫০-৫১. ওরা যেন ভীতচকিত বন্য গাধা, যা সিংহকে সামনে দেখে পালিয়ে
যাচ্ছে! ৫২. নাকি ওরা কামনা করে যে, (আকাশ থেকে) ওদের প্রত্যেককে
সরাসরি খোলাচিঠি দেয়া হোক!

৫৩. না, তা হওয়ার নয়। আসলে পরকালের জবাবদিহিতার কোনো ভয়ই
ওদের নেই।

৫৪. অবশ্যই কোরআন সকলের জন্যে এক উপদেশবাণী। ৫৫. অতএব
যার ইচ্ছা সে এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক। ৫৬. কিন্তু (যারা পরকালে
বিশ্বাস করে না) তারা এ উপদেশ গ্রহণ করবে না, যদি না আল্লাহ বিশেষ
রহমত করেন। আল্লাহ-সচেতনদের প্রভু তিনিই, ক্ষমা করার একমাত্র
মালিকও তিনি।

http://alQuran.org.bd

৭৫. সূরা কিয়ামা

রুকু ২ ॥ আয়াত ৪০ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

সাক্ষী কেয়ামত দিবস! ২. সাক্ষী তিরস্কারকারী বিবেক! ৩-৪. মানুষ কি মনে করে, আমি (তাকে পুনরুত্থিত করতে) তার হাড়গুলো একত্র করতে পারব না? আমি তো তার আঙুলের ডগা পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম। ৫. তারপরও মানুষ (অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যতকে অস্বীকার করে) পাপাচারে লিপ্ত থাকতে চায়। ৬. সে প্রশ্ন করে, কখন কেয়ামত দিবস আসবে?

৭-১০. যেদিন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, চন্দ্র হয়ে পড়বে আলোহীন, সূর্য ও চন্দ্র একত্র করা হবে, সেদিন মানুষ প্রশ্ন করবে, এখন পালাব কোথায়?

১১-১২. (হে মানুষ!) সেদিন পালানোর কোনো জায়গা থাকবে না। দৌড়ের পরিসমাপ্তি ঘটবে প্রতিপালকের সামনে সমবেত হয়ে। ১৩-১৫. সেদিন মানুষকে জানানো হবে, সে কী করেছে আর কী করে নি। সেদিন সে নিজেই নিজের অবস্থা দেখতে পাবে, যদিও সে পেশ করবে নানা অজুহাত।

১৬-১৭. ওহী আয়ত্ত করার জন্যে তুমি তাড়াতাড়ি জিহ্বা নেড়ো না। এ সংরক্ষণ ও তেলাওয়াত করানোর দায়িত্ব আমার। ১৮-১৯. অতএব যখন আমি পাঠ করি, তখন তুমি এর শব্দমালা মনোযোগ দিয়ে শোনো। তারপরও মনে রেখো, এর অর্থ সুস্পষ্ট করার দায়িত্ব আমারই।

২০-২১. বাস্তব সত্য হচ্ছে, তোমরা অধিকাংশই যা সামনে দেখতে পাও অর্থাৎ পার্থিব জীবনকেই ভালবাসো, (মহাবিচার দিবস এবং) পরকালের জীবন নিয়ে কোনো চিন্তা করো না।

২২-২৩. কেয়ামত দিবসে কোনো কোনো মানুষের মুখ হবে আনন্দে উজ্জ্বল। তারা তাকিয়ে থাকবে প্রতিপালকের দিকে। ২৪-২৫. সেদিন কারো কারো চেহারা হবে হতাশা আর আতঙ্কে নীল, সর্বনাশা বিপর্যয় সামনে জেনে।

http://alQuran.org.bd

২৬-৩০. (হায়! শেষ নিঃশ্বাস যখন কণ্ঠাগত, তখন মানুষ জিজ্ঞেস করবে, কোনো ওস্তাদ-ভেলকিবাজ কি নেই (যে তাকে রক্ষা করতে পারে)? তখন তার মনে হবে, হাঁ, এই হচ্ছে শেষ বিদায়মুহূর্ত। আর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে সে। সেই দিন প্রভুর পানে যাত্রা হবে শুরু।

॥ রুকু ২ ॥

৩১-৩৩. (তার অনুশোচনা তখন হবে অর্থহীন) কারণ জীবদ্দশায় সে সত্যকে গ্রহণ করে নি, আল্লাহকে স্মরণ করে নি। বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল, সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং দম্ভভরে ফিরে গিয়েছিল পরিবারে (বাপদাদাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসে)।

৩৪-৩৫. (হে মানুষ! প্রতি মুহূর্তে তোমার সময় ঘনিয়ে আসছে) তোমার খুব কাছেই, খুব কাছেই! আবার বলছি, তোমার আরো কাছে, আরো কাছে! সময় ঘনিয়ে আসছে!

৩৬. মানুষ কি মনে করে (কৃতকর্মের হিসাবনিকাশ ছাড়াই) তাকে এমনি এমনি ছেড়ে দেয়া হবে?

৩৭-৩৯. (মানুষ কি ভেবে দেখবে না) সে কি একসময় স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? তারপর কি নিষিক্ত ডিম্বে পরিণত হয় নি? তারপর আল্লাহ কি তাকে আকৃতি দান ও সুঠাম করেন নি? তারপর তিনি তা থেকে যুগল নরনারী সৃষ্টি করেন নি? ৪০. এরপরও কি (তুমি মনে করবে) মৃতকে জীবিত করার শক্তি আল্লাহর নেই?

http://alQuran.org.bd

৭৬. সূরা দাহর

রুকু ২ ॥ আয়াত ৩১ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

মহাকালের দিকে তাকাও। এমন সময় গেছে যখন মানবসত্তা উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। ২. আমি তো মানুষ সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দুর মিলন থেকে, (পরবর্তীকালে) তাকে পরীক্ষা করার জন্যে। এই উদ্দেশ্যে আমি তাকে সমৃদ্ধ করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি দিয়ে।

৩. নিশ্চয়ই আমি তাকে পথনির্দেশ দিয়েছি। (এখন এটা তার ওপর নির্ভর করে যে) সে কৃতজ্ঞ হবে, না অকৃতজ্ঞ হবে। ৪. আমি তো সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছি শিকল, বেড়ি ও গনগনে আগুন।

৫-৬. সৎকর্মশীলরা পান করবে এমন পানীয়, যার মিশ্রণ হবে মিষ্টগন্ধী ফুলের নির্যাস কাফুর–এটি এমন একটি প্রবহমান ঝর্নার পানি, যা যে-কোনো জায়গায় প্রবাহিত করা যাবে, যা থেকে আল্লাহর বান্দারা পরমানন্দে পান করবে।

৭. (সত্যিকার সৎকর্মশীল হচ্ছে তারা) যারা তাদের মানত পূরণ করে এবং সেই দিনের ভয় করে, যেদিনের সর্বনাশ হবে সর্বগ্রাসী। ৮-৯. তাদের প্রয়োজন যত বেশিই হোক না কেন তা থেকেই তারা অভাবী, এতিম ও বন্দিকে খাবার দান করে। (মনে মনে বলে) 'কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্যেই তোমাদের খাবার দিচ্ছি। তোমাদের কাছ থেকে এর কোনো প্রতিদান চাই না, এমনকি কৃতজ্ঞতাও নয়। ১০. শুধু এক দীর্ঘ ভয়ংকর ভীতিপ্রদ দিনে আমাদের প্রতিপালকের বিচারের সম্মুখীন হওয়ার ব্যাপারেই আমরা শঙ্কিত।'

১১-১২. তাদের এই সচেতনতার জন্যে আল্লাহ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দেবেন প্রফুল্লতা ও পরমানন্দ। আর বিপদে ধৈর্যশীলতার পুরস্কার হিসেবে দেবেন সুখ-উপচানো জান্নাত ও রেশমি পোশাক। ১৩. সেখানে তারা সুসজ্জিত আসনে বসবে। সেখানে না গরম লাগবে, না শীত বোধ হবে। ১৪. রহমতের ছায়ায় থাকবে তারা। গুচ্ছ গুচ্ছ ফল ঝুলে থাকবে তাদের হাতের কাছে।

http://alQuran.org.bd

১৫-১৬. জান্নাতে তাদের খাবার পরিবেশন করা হবে রৌপ্যপাত্রে। পানীয় পরিবেশিত হবে রজতশুভ্র স্ফটিকপাত্রে। আর পরিবেশনকারীরা তা ভরে দেবে যথাযথ পরিমাণে। ১৭. সেখানে তাদের পান করতে দেয়া হবে আদ্রক মিশ্রিত বিশেষ পানীয়। ১৮. জান্নাতে থাকবে সালসাবিল নামক ঝর্না। ১৯. আর তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে চিরকিশোররা, যাদেরকে দেখে মনে হবে চলমান মুক্তো। ২০. তুমি যখন যেদিকে তাকাবে সেদিকেই দেখতে পাবে উপচে পড়া সুখ।

২১. জান্নাতের অধিবাসীদের পোশাক হবে মিহি বা মোটা সবুজ রেশমের। তাদের পরানো হবে রুপার কঙ্কন। আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধতম পানীয়। ২২. তাদেরকে বলা হবে, ‘এ সবই তোমাদের কাজের পুরস্কার। দুনিয়ায় তোমাদের কাজ আল্লাহ কবুল করেছেন।’

॥ রুকু ২ ॥

২৩. আমি তোমার ওপর কোরআন নাজিল করেছি ধাপে ধাপে, পর্যায়ক্রমে। ২৪. অতএব তুমি ধৈর্যের সাথে তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষা করো। ওদের দলভুক্ত কোনো পাপিষ্ঠ বা সত্য অস্বীকারকারীর কথা শুনো না। ২৫. আর তুমি সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো। ২৬. তুমি রাতে তাঁর কাছে সেজদায় অবনত হও। আর রাতে দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।

২৭. মনে রেখো, ওরা (যারা আল্লাহর ব্যাপারে বেখেয়াল, তারা) ভালবাসে দ্রুত অর্জন করা যায় এমন পার্থিব স্বার্থ এবং ভবিষ্যতের (পরকালের) কঠিন দিনকে উপেক্ষা করে। ২৮. (ওরা কখনো নিজেদের কাছে স্বীকার করবে না যে) আমি ওদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং ওদের গঠন মজবুত করেছি এবং যখন ইচ্ছা করব, তখন ওদের স্থলে অনুরূপ অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করব (যারা তাদের মেধা ও মনন ওদের চেয়ে ভালো কাজে লাগাবে)।

২৯. এ এক উপদেশবাণী! অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের পথ অনুসরণ করুক। ৩০. কিন্তু (ক্রমাগত পাপাচারে লিপ্ত থাকলে) তোমার ইচ্ছা (কখনো জাগ্রত) হবে না, যদি না আল্লাহ (বিশেষভাবে) ইচ্ছা করেন (তোমাকে পথ দেখানোর)। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ৩১. যে-কেউ তার অনুগ্রহ পাওয়ার ইচ্ছা করে, আল্লাহ তাকে অনুগৃহীত করেন। কিন্তু জালেমদের জন্যে তিনি প্রস্তুত রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি!

http://alQuran.org.bd

৭৭. সূরা মুরসালাত

রুকু ২ ॥ আয়াত ৫০ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

সাক্ষী এই (সত্যবাণী) যা প্রেরিত হয়েছে একের পর এক ক্রমিক প্রবাহে। ২-৪. এরপর যা আঘাত হেনেছে (অবিদ্যায়) ঝড়ের গতিতে। সাক্ষী এই (সত্যবাণী) যা (চিরায়ত সত্যকে) ছড়িয়ে দেয় চারদিকে, দূরদূরান্তে। সুস্পষ্টভাবে পৃথক করে (সত্য ও মিথ্যাকে)। ৫-৬. স্মরণ করিয়ে দেয় অনুশাসন। রদ করে দেয় অজুহাতের সুযোগ আর সতর্ক করে দেয় সবাইকে।

৭. হে মানুষ! তোমরা নিশ্চিত থাকো, প্রতিশ্রুত পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। ৮-১১. (পুনরুত্থান তখন ঘটবে) যখন নক্ষত্রমালার আলো নিভে যাবে, যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, যখন পাহাড়-পর্বত ধুনা তুলার মতো উড়বে এবং রসুলদের সমবেত করা হবে। ১২-১৩. কোন দিবসের জন্যে এসব স্থগিত রাখা হয়েছে? হাঁ, মহাবিচার দিবসের জন্যে!

১৪. মহাবিচার দিবস সম্পর্কে তুমি কী জানো? ১৫. সেই দিন দুর্ভোগ হবে সত্য অমান্যকারীদের!

১৬-১৮. আমি কি পূর্ববর্তী বহু পাপীকে ধ্বংস করি নি? পরবর্তী সময়ের পাপীদেরও আমি পূর্ববর্তীদের মতো ধ্বংস করব। দুরাচারীদের ব্যাপারে আমি এভাবেই ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকি। ১৯. মহাবিচার দিবসে দুর্ভোগ তাদেরই জন্যে, যারা সত্য অমান্য করে!

২০-২৩. আমি কি তোমাদের তুচ্ছ তরল পদার্থ থেকে সৃষ্টি করি নি? তারপর এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আমি তা রেখেছি নিরাপদ আঁধারে। তারপর তার গঠন ও প্রকৃতি নিরূপণ করেছি। কত নিপুণ আমার নিরূপণ ক্ষমতা! ২৪. মহাবিচার দিবসে দুর্ভোগ তাদের জন্যে, যারা সত্য অমান্য করে!

২৫-২৭. আমি কি জমিনকে বিছিয়ে দেই নি, সকল জীবিত ও মৃতকে ধারণ করার জন্যে? আমি কি জমিনে স্থাপন করি নি সুউচ্চ পর্বতমালা?

http://alQuran.org.bd

আর তোমাদেরকে কি দেই নি সুপেয় পানি? ২৮. মহাবিচার দিবসে দুর্ভোগ তাদের জন্যে, যারা সত্য অমান্য করে!

২৯-৩৩. (সেদিন বলা হবে) তোমরা যা অস্বীকার করতে, চলো সেই আজাবের দিকে। চলো ত্রিশাখাবিশিষ্ট ছায়ার দিকে যা শীতল ছায়াও দেয় না, আগুনের তাপ থেকেও রক্ষা করে না। বরং তা উল্টো উৎক্ষেপ করে কাঠের গুড়ির মতো স্ফুলিঙ্গ, যেন বিশাল বিশাল জ্বলন্ত হলুদ পেঁচানো রজ্জু। ৩৪. মহাবিচার দিবসে দুর্ভোগ তাদের জন্যে, যারা সত্য অমান্য করে!

৩৫-৩৬. এ এমন একদিন, যেদিন কারো মুখেই কথা থাকবে না আর কাউকে সাফাই গাওয়ারও সুযোগ দেয়া হবে না। ৩৭. মহাবিচার দিবসে দুর্ভোগ তাদের জন্যে, যারা সত্য অমান্য করে!

৩৮-৩৯. সেই মহাবিচার দিবসে (আল্লাহ বলবেন) আজ তোমাদেরকে ও পূর্ববর্তী দুরাচারীদের সমবেত করেছি। যদি (মনে করো) তোমাদের কোনো কায়দাকৌশল এখনো অবশিষ্ট আছে, তা প্রয়োগ করার চেষ্টা করো। ৪০. মহাবিচার দিবসে দুর্ভোগ তাদের জন্যে, যারা সত্য অমান্য করে!

॥ রুকু ২ ॥

৪১-৪৩. অপরদিকে আল্লাহ-সচেতনরা থাকবে রহমতের ছায়া ও ঝর্না পরিবেষ্টিত স্থানে, তাদের কাঙ্ক্ষিত সকল ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে। (তাদের বলা হবে) দুনিয়ায় তোমাদের ভালো কাজের প্রতিফল হিসেবে তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার করো। ৪৪. এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করি। ৪৫. আর মহাবিচার দিবসে দুর্ভোগ তাদের জন্যে, যারা সত্য অমান্য করে!

৪৬. অতএব হে পাপে নিমজ্জিতরা (যারা পরকালে সন্দিগ্ধ হয়ে পার্থিব জীবনের ভোগকেই সবকিছু মনে করছ)! কিছুদিনের জন্যে পানাহার করো, ভোগবিলাসে মত্ত থাকো। ৪৭. কিন্তু মহাবিচার দিবসে দুর্ভোগ তাদের জন্যে, যারা সত্য অমান্য করে!

৪৮. যখন ওদেরকে বলা হয়, আল্লাহর সামনে অবনত হও, তখন ওরা অবনত হয় না। ৪৯. মহাবিচার দিবসে দুর্ভোগ তাদের জন্যে, যারা সত্য অমান্য করে!

৫০. এখন (কোরআনের) এই সত্যবাণী ছাড়া আর কোন বাণীতে ওরা বিশ্বাস স্থাপন করবে?

http://alQuran.org.bd

ত্রিংশতিতম পারা (আমপারা)

৭৮. সূরা নাবা

রুকু ২ ॥ আয়াত ৪০ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

ওরা কী নিয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? ২-৫. কেয়ামতের মহাসংবাদ নিয়ে? ওরা সুস্পষ্টভাবেই এ নিয়ে মতবিরোধ করছে। করুক! সময় এলেই ওরা জানতে পারবে। (আবারো বলছি) সময় এলেই ওরা সত্যকে জানতে পারবে।

৬-১১. আমি কি জমিনকে বিছিয়ে দেই নি আর পাহাড়কে ভারসাম্য স্থাপক বানাই নি? আমি তোমাদের জোড়ায় জোড়ায় (নারী ও পুরুষ হিসেবে) বিপরীত ও পরিপূরকরূপে সৃষ্টি করেছি। আমি ঘুমকে করেছি মৃত্যুর রূপক। রাতকে করেছি (মৃতের) আবরণ আর দিনকে করেছি কর্ম ও প্রাণপ্রবাহের প্রতীক।

১২-১৬. আমি তোমাদের ওপর নভোমণ্ডলকে সাত স্তরে বিন্যস্ত করেছি। স্থাপন করেছি এক উত্তপ্ত উজ্জ্বল প্রদীপ (সূর্য)। আর বায়ুতাড়িত মেঘমালা থেকে বর্ষণ করেছি অফুরন্ত পানি, যা দিয়ে উৎপন্ন হয় শস্য-লতাগুল্ম, তৈরি হয় ঘন পত্রপুষ্প শোভিত বাগান।

১৭-২০. নিশ্চয়ই (সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়কারী) মহাবিচার দিবস নির্ধারিত আছে। সেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। তখন তোমরা দলে দলে সমবেত হবে। দৃশ্যমান আকাশকে উন্মুক্ত করা হবে, তা পরিণত হবে দিগন্ত প্রসারিত দরজার পর দরজায়। পাহাড়-পর্বত উধাও হয়ে যাবে মরীচিকার ন্যায়।

২১-২৬. নিশ্চয়ই সেদিন জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে এবং এটিই হবে সীমালঙ্ঘনকারীদের আশ্রয়স্থল। জাহান্নামে ওরা থাকবে যুগ যুগ ধরে। সেখানে ওরা না পাবে আরামদায়ক ঠান্ডার স্বাদ,

http://alQuran.org.bd

না পাবে তৃষ্ণা নিবারণকারী পানি। ওরা স্বাদ নিতে পারবে শুধু বিশ্রী দুর্গন্ধময় আঠালো ফুটন্ত পানীয়ের। এটি হবে ওদের পাপের উপযুক্ত প্রতিফল।

২৭-৩০. ওরা কখনো আশঙ্কা করে নি যে, ওদের কাজের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে। ওরা একরোখাভাবে আমার বাণীকে অস্বীকার করেছিল। ওদের প্রতিটি কাজের পূর্ণ বিবরণ সংরক্ষিত ছিল। (তখন আমি বলব) এখন স্বাদ নাও নিজ নিজ কৃতকর্মের! ভোগ করো আজাবের পর আজাব!

॥ রুকু ২ ॥

৩১-৩৫. নিঃসন্দেহে আল্লাহ-সচেতনদের জন্যে দিনটি হবে সর্বোচ্চ পরিতৃপ্তির। তাদের জন্যে অপেক্ষা করবে আঙুর ও ফুলফল শোভিত বাগান, উচ্ছ্বসিত সুখের পানপাত্র আর সুযোগ্য সমুজ্জ্বল সাথিরা। সেখানে তারা শুনবে না কোনো অসার বাক্য বা মিথ্যাকথা।

৩৬-৩৮. তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এটাই হবে যথোচিত দান ও পূর্ণমাত্রার পুরস্কার। তিনি পৃথিবী ও নভোমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত সবকিছুরই একচ্ছত্র মালিক। তিনি দয়াময়। তাঁর সামনে কথা বলার শক্তি কারো নেই। সেদিন সকল আত্মা ও ফেরেশতারা কাতারে কাতারে নীরবে দাঁড়াবে। দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন, সে-ই শুধু কথা বলবে এবং যথার্থ সত্যকথা বলবে।

৩৯. কেয়ামত নির্ধারিত দিনেই হবে এবং এটি চূড়ান্ত সত্য। অতএব যার ইচ্ছা প্রতিপালকের সন্তুষ্টির পথ গ্রহণ করুক।

৪০. আমি তোমাদের অবধারিত শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করছি। সেদিন প্রত্যেকেই তার সারাজীবনের কৃতকর্ম চোখের সামনে দেখবে এবং সত্য অস্বীকারকারীরা আর্তনাদ করে বলবে, ‘হায়! আমি যদি স্রেফ ধুলামাটি হতাম ....।’

http://alQuran.org.bd

৭৯. সূরা নাজিয়াত

রুকু ২ ॥ আয়াত ৪৬ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

তাকাও, (গ্রহনক্ষত্রের দিকে) যা উদিত হয় আবার ডুবে যায়। ২-৫. যা (তাদের কক্ষপথে) সুনির্দিষ্ট গতিতে চলে, যা (মহাকাশে) ভেসে বেড়ায় সহজ গতিতে, আবার কখনো একটা আরেকটাকে পাশ কাটিয়ে যায় দ্রুত, আর এভাবেই তারা (স্রষ্টার বিধান অনুযায়ী) চালিত করে নিজেদের।

৬-৯. নিশ্চয়ই কেয়ামত হবে। সেদিন প্রথম শিঙ্গাধ্বনির সাথে সাথে প্রকম্পিত হবে সব। তারপর আসবে শিঙ্গার দ্বিতীয় বজ্রনিনাদ। সেদিন অনেক হৃদয় হবে থরথর কম্পমান, অনেক দৃষ্টি হবে ভীতিবিহ্বল, অবনত।

১০-১২. ওরা বলে, আমরা কি আগের অবস্থায় পুনর্জীবিত হবো, পচাগলা জীর্ণ অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও? ওরা বলে, তা-ই যদি হয়, সেটা হবে সর্বনাশা পুনর্জীবন।

১৩-১৪. আসলে এ-তো শুধু একটিমাত্র বিকট আওয়াজ। আর সত্যের মুখোমুখি হবে তারা।

১৫-১৯. তোমার কাছে মুসার কথা পৌঁছেছে কি? তার প্রতিপালক পবিত্র উপত্যকা তুয়ায় তাকে ডেকে বলেছিলেন, ফেরাউনের কাছে যাও। সে সীমালজ্ঘন করেছে। (ফেরাউনের কাছে গিয়ে) তাকে জিজ্ঞেস করো, তুমি কি পবিত্র হতে চাও? যদি চাও, তবে আমি তোমাকে প্রতিপালকের পথ দেখাব, যাতে তুমি আল্লাহ-সচেতন হতে পারো।

২০-২৪. এরপর মুসা ফেরাউনের কাছে গেল। সে আল্লাহর মহিমার মহানিদর্শন দেখাল। কিন্তু ফেরাউন মুসার ওপর মিথ্যা আরোপ করল এবং সত্য অস্বীকার করে বিদ্রোহী হলো। এরপর সে মুসার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের লোকদের সমবেত করে ঘোষণা করল, 'আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক!'

http://alQuran.org.bd

২৫-২৬. অতঃপর আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের কঠিন আজাবে পাকড়াও করলেন। যারা আল্লাহ-সচেতন তাদের প্রত্যেকের জন্যে এতে শিক্ষা রয়েছে।

॥ রুকু ২ ॥

২৭-৩৩. (হে মানুষ!) তোমাদের সৃষ্টি করা কঠিন, না এই বিশাল মহাবিশ্বকে? তিনিই বিশাল মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তিনিই নভোমণ্ডলকে সম্প্রসারিত ও সুবিন্যস্ত করেছেন। তিনি রাতকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন আর দিনকে করেছেন আলোকোজ্জ্বল। আর তিনি জমিনকে বিস্তৃত করেছেন। জমিন থেকে উৎসারিত করেছেন ঝর্নাধারা আর তৈরি করেছেন চারণভূমি। এবং তিনি পর্বতকে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন। আর এসবই তোমাদের ও তোমাদের গৃহপালিত পশুর জীবনোপকরণের জন্যে।

৩৪-৩৬. অতঃপর যখন কেয়ামতের মহাক্ষণ উপস্থিত হবে, প্রত্যেকেই তার কৃতকর্ম এক এক করে মনে করবে এবং জাহান্নামের আগুনের লেলিহান শিখা দৃশ্যমান হবে তাদের সামনে।

৩৭-৩৯. আসলে যে সীমালঙ্ঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনের লোভ-লালসাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, জাহান্নামই হবে তার নিবাস।

৪০-৪১. অপরদিকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে ভেবে যে শঙ্কিত ছিল এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল, জান্নাতই হবে তার আবাস।

৪২-৪৫. (হে নবী!) ওরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে কখন কেয়ামত হবে? এ ব্যাপারে তোমার কী বলার আছে! এ পরমজ্ঞান তো শুধু তোমার প্রতিপালকের কাছেই রয়েছে। তুমি তো শুধু সতর্ককারী, যারা সত্য সম্পর্কে সচেতন হতে চায় তাদের জন্যে।

৪৬. যেদিন ওরা কেয়ামত দেখবে, সেদিন ওদের মনে হবে ওরা পৃথিবীতে কাটিয়েছে মাত্র একটি সন্ধ্যা বা রাত, যা পেরিয়ে হয়েছে সকাল।

http://alQuran.org.bd

৮০. সূরা আবাসা

রুকু ১ ॥ আয়াত ৪২ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

সে (রসুল) ভ্রু কুঁচকে মুখ ফিরিয়ে নিল। ২-৪. কারণ তার কাছে এসেছিল এক অন্ধ। তুমি কেমন করে জানবে? সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো বা সত্যকে পুনরায় ভেতরে গেঁথে নিত এবং উপদেশ থেকে উপকৃত হতো।

৫-৭. অপরদিকে যে উন্নাসিক, নিজেকে বড় ভাবে, তার প্রতি তুমি মনোযোগ দিয়েছ; কিন্তু সে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে ব্যর্থ হলে তার কোনো দায়দায়িত্ব তোমার নেই।

৮-১০. আর যে পুরো আন্তরিকতা নিয়ে ভয়ে ভয়ে তোমার কাছে ছুটে এলো, তাকে তুমি উপেক্ষা করলে!

১১-১৬. না, এমন করা কখনো উচিত নয়। আসলে এ বাণীসমূহ তো উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা সে সম্মানিত পূতচরিত্রের লিপিকরের হাতে লিপিবদ্ধ পবিত্র সত্য সুন্দর ও কল্যাণকর এই লিপিকার উপদেশ গ্রহণ করবে।

১৭. (কিন্তু প্রায়শই) মানুষ নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে, কত একগুঁয়ে হয়ে সে সত্যকে অস্বীকার করে!

১৮-২২. (মানুষ কি কখনো চিন্তা করে) আল্লাহ কী বস্তু দিয়ে তাকে সৃষ্টি করেছেন? তিনি একবিন্দু শুক্র থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার প্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন। জীবনে চলার পথ সহজ করার বুদ্ধি দিয়েছেন। তারপর তার মৃত্যুর ও মাটিতে মিশে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এরপর তিনি যখন ইচ্ছা তাকে পুনর্জীবিত করবেন।

২৩. না, এরপরও মানুষ আল্লাহ-অর্পিত দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে নি।

http://alQuran.org.bd

২৪-৩২. হে মানুষ! তুমি তোমার খাবারের উৎস নিয়ে একটু চিন্তা করো। (দেখ কীভাবে) আমি মেঘ থেকে পর্যাপ্ত পানিবর্ষণ করি। জমিনকে করি বিদীর্ণ। উৎপাদন করি খাদ্যশস্য, শাকসবজি, আঙুর, জলপাই, খেজুর, ঘন পত্রপল্লব শোভিত বাগান, নানাধরনের ফলমূল ও তৃণলতা; তোমাদের ও তোমাদের গবাদি পশুদের জন্যে।

৩৩-৩৭. যখন গগনবিদারী ধ্বনির সাথে কেয়ামত হবে, সেদিন প্রত্যেকে নিজের ভাই, মা-বাবা, স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চাইবে। সেদিন প্রত্যেকে শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে।

৩৮-৩৯. সেদিন অনেক চেহারা হবে আনন্দোচ্ছল, হাস্যোজ্জ্বল, পরিতৃপ্ত ও উপচে পড়া সুখী।

৪০-৪২. এবং অনেক চেহারা হবে বিষণ্ন মলিন ধূসর ও কালিমাচ্ছন্ন। এরাই সত্য অস্বীকারকারী, পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত।

http://alQuran.org.bd

৮১. সূরা তাকভির

রুকু ১ ॥ আয়াত ২৯ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

যখন সূর্য অন্ধকারে ঢেকে যাবে ২-১৪. যখন তারকারাজি নিজেদের আলো হারাবে, যখন পর্বতমালা মরীচিকার ন্যায় উধাও হবে, যখন পূর্ণ গর্ভবতী উটনী পরিত্যক্ত হবে, যখন সকল বন্যপশুকে একত্র করা হবে, যখন সমুদ্রের জলরাশি স্ফীত হবে, যখন দেহে আবার আত্মা সংযুক্ত হবে, যখন জীবন্ত কবর দেয়া শিশুকন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? যখন প্রত্যেকের আমলনামা দেখানো হবে, যখন আকাশের আবরণ সরানো হবে, যখন জাহান্নামের আগুন গনগনে লাল করা হবে, যখন জান্নাতকে দৃশ্যমান করা হবে, সেদিন প্রত্যেকেই জানতে পারবে, কী পরিণতির জন্যে সে নিজেকে প্রস্তুত করেছে (বুঝতে পারবে কী করা উচিত ছিল, আর কী করা উচিত হয় নি)।

১৫-২১. সাক্ষী আবর্তনশীল নক্ষত্র, কক্ষপথে দৃশ্যমান গ্রহসমূহ যা একসময় অদৃশ্য হয়, সাক্ষী রাতের অবসানমুহূর্ত এবং প্রভাতের আগমনকাল। নিশ্চয়ই এই কোরআন আরশের সার্বভৌম অধিপতির নিকট উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সম্মানিত রসুলের মুখনিঃসৃত, যার কথা অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য ও মানা উচিত।

২২-২৫. আর (হে মক্কাবাসী!) তোমাদের সাথি পাগল নয়। সে পয়গামবাহক ফেরেশতাকে উজ্জ্বল দিগন্তে স্পষ্ট দেখেছে। গায়েব অর্থাৎ মানবীয় বিচারবুদ্ধির অগম্য বিষয় সম্পর্কে বলার ব্যাপারেও তার কোনো কার্পণ্য নেই। আর এ বাণী কোনো অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয়।

২৬-২৯. এরপরও তোমরা কোন পথে যাবে? এ বাণী হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সত্যের দিক-নির্দেশিকা, যারা সরলপথে চলতে চায়। তবে (ক্রমাগত পাপাচারে লিপ্ত থাকলে) তোমাদের সদিচ্ছা (কখনো) জাগ্রত হবে না, যদি না বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ (বিশেষভাবে) ইচ্ছা করেন।

http://alQuran.org.bd

৮২. সূরা ইনফিতার

রুকু ১ ॥ আয়াত ১৯ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে ২-৫. যখন তারকারাজি বিক্ষিপ্তভাবে ছিটকে পড়বে, যখন সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস সব ভাসিয়ে নেবে, যখন কবরসমূহ উন্মুক্ত হবে (অর্থাৎ যখন চেনা পৃথিবী বিলুপ্ত হয়ে পরকালের বাস্তবতা শুরু হবে) তখন প্রত্যেকেই জানতে পারবে তার কৃতকর্ম–কী সে সাথে নিয়ে এসেছে, আর কী দুনিয়ায় রেখে গেছে।

৬-৮. হে মানুষ! কীসের মোহ তোমাকে বিভ্রান্ত করল তোমার মহান প্রতিপালক সম্পর্কে? তিনি তোমাকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সৃষ্টি করেছেন (করেছেন প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও গুণাবলিতে সমৃদ্ধ)। তিনি তোমাকে তাঁর পছন্দমতো আকৃতিতে গঠন করেছেন।

৯-১২. (হে মানুষ!) তোমরা (পার্থিব বিলাসিতায়) মোহাচ্ছন্ন হয়ে কর্মফল দিবসকে মিথ্যা মনে করছ। আসল সত্য হচ্ছে, তোমরা যা করো তার সবকিছুই রেকর্ড করার জন্যে রয়েছে সম্মানিত লেখকবৃন্দ।

১৩-১৬. নিঃসন্দেহে সত্যানুসারীরা থাকবে পরম সুখস্বাচ্ছন্দ্যে, পাপাচারীরা থাকবে জাহান্নামে। কর্মফল দিবসেই তারা সেখানে প্রবেশ করবে। সেখানে অনুপস্থিত থাকার কোনো সুযোগ কারো থাকবে না।

১৭. কর্মফল দিবস সম্পর্কে কীভাবে তুমি ধারণা করবে?

১৮. আবার জিজ্ঞেস করি, কর্মফল দিবস সম্পর্কে কীভাবে তুমি ধারণা করবে?

১৯. আসলে এটা সেই দিন, যেদিন কোনো মানুষ কারো জন্যে কিছু করতে পারবে না। সেদিন সার্বভৌম কর্তৃত্ব হবে শুধু আল্লাহর।

http://alQuran.org.bd

৮৩. সূরা মুতাফফিফিন

রুকু ১ ॥ আয়াত ৩৬ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

সর্বনাশ হবে ওদের, যারা ওজন বা মাপে কম দেয়। ২-৩. ওরা নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় নেয় কিন্তু দেয়ার সময় মাপ বা ওজনে কারচুপি করে কম দেয়।

৪-৬. ওরা কি চিন্তা করে না যে, ওদের পুনর্জীবিত করা হবে! আর সেই পুনরুত্থান দিবসে মহাবিশ্বের প্রতিপালকের সামনে সমস্ত মানুষ হাজির হবে (এবং প্রতিটি কাজের জবাবদিহি করতে হবে)।

৭-৯. নিশ্চয়ই পাপীদের আমলনামা হবে 'সিজ্জিন'। তুমি কি জানো 'সিজ্জিন' কী? এটা হচ্ছে অমোচনীয়ভাবে লিপিবদ্ধ আমলনামা।

১০-১৩. সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে এটি হবে দুর্ভোগের দিন। ওরা কর্মফল দিবসকে অসত্য মনে করেছিল, আসলে শুধু সীমালঙ্ঘনকারী পাপিষ্ঠরাই কর্মফল দিবসকে অসত্য মনে করে। ওদের নিকট আমার বাণী শোনানো হলে ওরা বলে, 'এ-তো পুরনো দিনের কল্পকাহিনী'।

১৪. আসলে ওরা মিথ্যায় ডুবে আছে। ওদের পাপ ওদের অন্তরে মিথ্যার আস্তর সৃষ্টি করেছে।

১৫-১৭. নিশ্চয়ই সেদিন ওরা ওদের প্রতিপালকের করুণা থেকে বঞ্চিত থাকবে। এরপর ওদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর ওদের বলা হবে, এই সেই জাহান্নাম, যা তোমরা 'কল্পকাহিনী' মনে করতে।

১৮-২১. অবশ্যই সৎকর্মশীলদের আমলনামা হবে 'ইল্লিইন'। তুমি কি জানো এই 'ইল্লিইন' সম্পর্কে? এ হচ্ছে স্বমহিমায় উজ্জ্বল আমলনামা। আল্লাহর নৈকট্যলাভকারী ফেরেশতারাই এর সংরক্ষক।

২২-২৮. নিঃসন্দেহে সৎকর্মশীলরা আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামতলাভে ধন্য হবে। তারা সুসজ্জিত আসনে বসে চারপাশের সৌন্দর্য ও প্রাচুর্য উপভোগ করবে।

http://alQuran.org.bd

তাদের চেহারা সমুজ্জ্বল হবে শান্তি-সুখের আভায়। তারা পান করবে স্বর্গীয় ঝর্নাধারা তাসনিমের মিশ্রণে সমৃদ্ধ 'মিশকে আম্বর' দ্বারা মোহরকৃত অফুরন্ত তৃপ্তির উৎস পবিত্র পানীয়। আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্তরাই এ সৌভাগ্যের অধিকারী হবে। অতএব যারা বিজয়ী হতে চাও, সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করো।

২৯-৩২. সত্য অস্বীকারকারী পাপীরা দুনিয়ায় বিশ্বাসীদের উপহাস করত। তাদের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় চোখ-ইশারা করে কটাক্ষ করত। ঘরে ফিরে এসে আপনজনদের কাছে বিশ্বাসীদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করত। বিশ্বাসীদের দেখলে ওরা বলত, 'এরা আসলেই উচ্ছন্নে গেছে!'

৩৩. অথচ ওদেরকে তো বিশ্বাসীদের অভিভাবকত্ব করার দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয় নি।

৩৪-৩৬. হাঁ! আজ বিশ্বাসীদের পালা। সুসজ্জিত আসনে বসে সত্য অস্বীকারকারীদের অবস্থা অবলোকন করে তারা বলছে, ওরা কি ওদের কাজের যথাযথ প্রতিফল পাচ্ছে না?

http://alQuran.org.bd

৮৪. সূরা ইনশিকাক

রুকু ১ ॥ আয়াত ২৫ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

নিজ প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করে যথার্থ কর্তব্য হিসেবে যখন আকাশ ফেটে চৌচির হবে ৩-৫. আর যখন জমিন প্রসারিত হয়ে যথার্থ কর্তব্য হিসেবে নিজ প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করে গর্ভস্থ সবকিছু উদগীরণ করে গর্ভশূন্য হবে (তখন অবশ্যই তোমরা পুনরুত্থিত হবে)।

৬. হে মানুষ! পার্থিব জীবনের সকল দুঃখকষ্ট অতিক্রম করেই একদিন তুমি তোমার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হবে।

৭-৯. সেদিন যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, তার হিসাবনিকাশ হবে খুবই সহজ। সে তার প্রিয়জনদের কাছে আনন্দিতচিত্তে ফিরে যাবে।

১০-১৫. সেদিন যার আমলনামা পেছন দিক থেকে দেয়া হবে, সে তখন মৃত্যুকামনা করবে। আর সে ঝলসাতে থাকবে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। দুনিয়ায় সে তার স্বজনদের সাথে আনন্দেই ছিল। তখন সে ভাবত, কোনোদিনই তাকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে না। নিশ্চয়ই সে আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে, তার প্রতিপালক তার সব কাজকর্মই পর্যবেক্ষণ করছেন।

১৬-১৯. তাকাও গোধূলিলগ্নের দিকে, ভাবো রাত নিয়ে এবং যা-কিছু তা ধাপে ধাপে প্রকাশ করে; তাকাও চাঁদের দিকে যখন তা ষোলকলায় পূর্ণ হয়। নিশ্চয়ই তোমরা অস্তিত্বের এক স্তর থেকে আরেক স্তরে প্রবেশ করবে।

২০-২১. ওদের কী হয়েছে যে, এরপরও ওরা (পরকালে) বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং ওদের সামনে যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন সেজদা করে না? *[সেজদা]*

২২-২৩. আশ্চর্য! সত্য অস্বীকারকারীরা পরকালকে অস্বীকার করে। অথচ ওদের হৃদয়ে লুকানো সবকিছুই আল্লাহ ভালোভাবে জানেন।

২৪-২৫. সুতরাং (হে নবী!) ওদের কঠিন শাস্তির সংবাদ দাও। কিন্তু এর মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সৎকর্ম করবে তাদের জন্যে রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

http://alQuran.org.bd

৮৫. সূরা বুরুজ

রুকু ১ ॥ আয়াত ২২ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

তাকাও রাশিমালা শোভিত আকাশে! ২-৩. চিন্তা করো প্রতিশ্রুত কর্মফল দিবসে (তোমার অবস্থান নিয়ে)। ভাবো তাঁকে নিয়ে, যিনি সবকিছুর সাক্ষ্যদাতা এবং সকল সাক্ষ্যের উৎস।

৪-৫. বিশ্বাসীদের পুড়িয়ে মারার জন্যে যারা অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে তারা আসলে নিজেরাই নিজেদের আগুনে পুড়ে মরে। ৬-৯. প্রজ্বলিত কুণ্ডের কাছে বসে সত্য অস্বীকারকারীরা সচেতনভাবেই বিশ্বাসীদের ওপর নির্যাতন উপভোগ করে। বিশ্বাসীদেরকে নির্যাতন করার একটিমাত্র কারণ হচ্ছে যে, বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে আল্লাহকে, যিনি সকল প্রশংসার মালিক, মহাপরাক্রমশালী। আকাশ ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব শুধু তাঁর। আর আল্লাহ সবকিছুই দেখছেন।

১০. যারা বিশ্বাসী নরনারীর ওপর জুলুম-নির্যাতন করার পর অনুশোচনা বা তওবা করে নি, তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে জাহান্নামের আজাব, অভ্রভেদী দহনযন্ত্রণা। ১১. আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা। আর আসল সাফল্য এটাই। ১২. নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালকের সামনে জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া একেবারেই নিশ্ছিদ্র।

১৩. মনে রেখো, তিনি মানুষকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তাকে পুনর্জীবিত করবেন। ১৪-১৬. তিনি পরম ক্ষমাশীল, প্রেমময়। তিনি আরশের অধিপতি মহামহান। তিনি নিজ ইচ্ছানুসারেই সবকিছু করেন।

১৭-১৮. তুমি কি ফেরাউন ও সামুদের সেনাদলের পরিণতির খবর জানো না?

১৯-২০. এরপরও সত্য অস্বীকারকারীরা ক্রমাগত মিথ্যাচারে লিপ্ত। অথচ আল্লাহর ক্ষমতার বেষ্টনীর মধ্যেই ওরা রয়েছে। ২১-২২. (ওরা আল্লাহর আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করলেও) মহিমান্বিত কোরআন লিপিবদ্ধ আছে সুরক্ষিত ফলকে—লাওহে মাহফুজে।

http://alQuran.org.bd

৮৬. সূরা তারেক

রুকু ১ ॥ আয়াত ১৭ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

তাকাও আকাশে! দেখ রাতে যা আবির্ভূত হয়! ২-৪. তুমি কি ধারণা করতে পারো, রাতে যা আবির্ভূত হয়, তা কী? আসলে এ এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, যা (জীবনের) অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে। আসলে কোনো মানুষকেই জবাবদিহিতার আওতার বাইরে রাখা হয় নি।

৫-৮. সুতরাং হে মানুষ! তোমার ভাবা উচিত তোমাকে কী প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে নিক্ষিপ্ত তরল দ্রব্য থেকে, যা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বাঁকানো হাড়ের মধ্য থেকে। নিঃসন্দেহে (যিনি তাকে এভাবে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন) তিনি পুনরায় তাকে সৃষ্টি করতে সক্ষম।

৯-১০. জবাবদিহিতার দিন সকল গোপন বিষয়ই প্রকাশ করা হবে এবং তখন মানুষের কিছু করার শক্তি থাকবে না আর সে সাহায্যের জন্যেও কাউকে পাবে না।

১১-১২. তাকাও নভোমণ্ডলের দিকে যা ক্রমাগত বিবর্তনশীল, তাকাও জমিনের দিকে যা প্রতিনিয়ত বিদীর্ণ হচ্ছে উদ্ভিদে।

১৩-১৪. নিশ্চয়ই কোরআন আল্লাহর বাণী—সত্য-মিথ্যার মীমাংসাকারী, এটি কোনো কল্পকাহিনী বা বিনোদনের বিষয় নয়।

১৫-১৬. (মক্কার) সত্য অস্বীকারকারীরা মারাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আর আমিও প্রজ্ঞাপূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি।

১৭. অতএব (হে নবী!) এই সত্য অস্বীকারকারীদের একটু অবকাশ দাও, কিছু সময়ের জন্যে ওরা লিপ্ত থাকুক ওদের ষড়যন্ত্রে।

http://alQuran.org.bd

৮৭. সূরা আ'লা

রুকু ১ ॥ আয়াত ১৯ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

(হে নবী!) তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো। ২-৫. তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ও প্রতিটি জিনিসের প্রয়োজনীয় আকৃতি দিয়েছেন। তিনি প্রতিটি সৃষ্টির প্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন, গন্তব্যে পৌঁছার জন্যে পথনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি সবুজ তৃণে জমিন আচ্ছাদিত করেন, আবার তা ধূসর খড়কুটায় পরিণত করেন।

৬-৮. (হে নবী!) আমি তোমাকে কোরআন এমনভাবে আত্মস্থ করাব যে, আল্লাহ যা চাইবেন তা ছাড়া কোনোকিছুই তুমি ভুলবে না। মানুষের জানার জন্যে যা উন্মুক্ত এবং যা তার বুদ্ধির অগম্য–এ সবকিছুই আল্লাহ ভালো জানেন। এভাবে আমি তোমার জন্যে শান্তির সরলপথকে আরো সহজ করে দেবো।

৯-১৩. (অতএব হে নবী!) তুমি উপদেশ দাও, সত্যের বাণী সবার কাছে পৌঁছে দাও। সচেতন ব্যক্তি তা গ্রহণ করবে। আর যে (তার সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ না করে) সত্যকে উপেক্ষা করবে, তার নিয়তি হবে ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ড। সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না (শুধু পুড়তে থাকবে)।

১৪-১৫. নিশ্চয়ই যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সবসময় প্রতিপালককে স্মরণ করে এবং নামাজ কায়েম করে, সে ব্যক্তিই সুখী ও সফল।

১৬-১৯. (কিন্তু হে মানুষ!) এত কিছু জানার পরও তোমরা পার্থিব জীবনকেই প্রাধান্য দাও, অথচ পরকালই স্থায়ী ও মহাকল্যাণময়। (শুধু কোরআনেই নয়) ইব্রাহিম ও মুসার কিতাবসহ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে এই একই কথা বলা হয়েছে।

http://alQuran.org.bd

৮৮. সূরা গাশিয়াহ

রুকু ১ ॥ আয়াত ২৬ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

তোমার নিকট কেয়ামতের বিবরণ এসে পৌঁছেছে কি?

২-৭. সেদিন অনেকের চেহারা হবে অবনত, ভীতসন্ত্রস্ত, ক্লান্তক্লিষ্ট। ওরা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। ওদের পান করতে দেয়া হবে টগবগে ফুটন্ত পানি। ওদের খাবার হবে কাঁটাযুক্ত শুকনো ঘাস, যা থেকে ওরা না পাবে পুষ্টি, না মিটবে ওদের ক্ষুধা।

৮-১৬. সেদিন অনেক চেহারা হবে আনন্দোজ্জ্বল, অর্জনে পরিতৃপ্ত। তারা প্রবেশ করবে সুখময় জান্নাতে। সেখানে তারা কোনো বাজে কথা শুনবে না। সেখানে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা, সুসজ্জিত উচ্চাসন, মনোহর পানপাত্র, সারি সারি ঠেস-বালিশ, সুকোমল বর্ণিল বিছানা।

১৭. কেয়ামত অস্বীকারকারীরা কি তাকায় না বৃষ্টিগর্ভা মেঘমালার দিকে–কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে?

১৮. তারা কি তাকায় না আকাশের দিকে–কীভাবে তা সমুন্নত রাখা হয়েছে?

১৯. এবং পর্বতমালার দিকে–কীভাবে তা সুদৃঢ় করা হয়েছে?

২০. এবং জমিনের দিকে–কীভাবে তা বিস্তৃত করা হয়েছে?

২১-২২. অতএব হে নবী! তুমি ওদের উপদেশ দাও। তুমি বাণীবাহক মাত্র। ওদের বিশ্বাস ও কর্মের নিয়ন্ত্রক নও।

২৩-২৪. অবশ্যই যে এ বাণীকে উপেক্ষা করবে এবং সত্য অস্বীকার করবে, আল্লাহ তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন।

২৫-২৬. অবশ্যই ওদের সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে এবং সকল কাজের হিসাব দিতে হবে আমারই কাছে।

http://alQuran.org.bd

৮৯. সূরা ফজর

রুকু ১ ॥ আয়াত ৩০ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

তাকাও ঊষালগ্নে। ২-৫. ভাবো দশ রাতের বিষয়ে, চিন্তা করো বহু ও এক নিয়ে, দৃষ্টিপাত করো রাতের আঁধার যখন বিদায় নিতে শুরু করে। এ সবকিছু বিবেচনা করার পর বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির জন্যে সত্যের সপক্ষে আর কোনো সাক্ষ্যের প্রয়োজন আছে কি?

৬-১৪. তুমি কি দেখ নি, তোমার প্রতিপালক সুউচ্চ স্তম্ভের নির্মাতা আদ বংশের ইরাম গোত্রের কী পরিণতি করেছিলেন, যাদের সমতুল্য নির্মাতা এর আগে কোথাও সৃষ্টি করা হয় নি? আর সামুদ জাতির পরিণতিও কী হয়েছিল, যারা কোরা উপত্যকায় পাথর কেটে প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল? আর বহু সেনাশিবিরের অধিপতি ফেরাউনের পরিণতি? ওরা সীমালঙ্ঘন করেছিল। পৃথিবীতে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। এরপর তোমার প্রতিপালক ওদের ওপর আজাবের কষাঘাত হানলেন। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সবদিকে দৃষ্টি রাখেন।

১৫-১৬. আসলে মানুষের অবস্থা এই যে, তার প্রতিপালক যখন তাকে পরীক্ষা করার জন্যে সম্মান ও প্রাচুর্য দান করেন, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক (সঙ্গত কারণেই) আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করার জন্যে রিজিক সংকুচিত করেন, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে অসম্মান করেছেন।

১৭-২০. না, একথা সত্য নয়। আসলে (এটা তোমাদের কর্মফল) তোমরা এতিমের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করো না, অভাবী অসহায়কে অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত করো না, অন্যের উত্তরাধিকারের সম্পদ নিজেরা আত্মসাৎ করো, আর ধনসম্পত্তির প্রতি তোমাদের আকর্ষণ আসক্তিতে পরিণত হয়েছে।

http://alQuran.org.bd

২১-২৩. আসলে এই আচরণ সঙ্গত নয়। যখন জমিনকে চূর্ণবিচূর্ণ করা হবে, যখন কাতারে কাতারে ফেরেশতাদের আসল প্রকৃতি উদ্ভাসিত হবে এবং তোমাদের প্রতিপালকের মহিমা তোমাদের সামনে সমুজ্জ্বল হবে এবং জাহান্নামকে সবার সামনে দৃশ্যমান করা হবে, সেদিন মানুষ আসল সত্যকে (অর্থাৎ কী কাজ করা থেকে বিরত থাকা উচিত ছিল তা) উপলব্ধি করবে। কিন্তু তখন তার উপলব্ধি কোন কাজে লাগবে?

২৪-২৬. সেদিন সে বলবে, 'হায়! আমার পরকালীন জীবনের জন্যে যদি আগে থেকেই কিছু সৎকর্ম করে রাখতাম!' সেদিন আল্লাহ অন্যায়কারীদের যে শাস্তি দেবেন, এমন কঠিন শাস্তি আর কেউ দিতে পারবে না। আর তার মতো শক্ত বাঁধনে বাঁধারও কেউ থাকবে না।

২৭-৩০. (অপরদিকে সৎকর্মশীলদের বলা হবে) হে প্রশান্তচিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে এসো। তোমরা আজ তৃপ্ত। আমিও তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট। আমার অন্য নেক বান্দাদের মধ্যে শামিল হও। প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।

http://alQuran.org.bd

৯০. সূরা বালাদ

রুকু ১ ॥ আয়াত ২০ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

সাক্ষী এই পবিত্র ভূমি। ২. এখানে বসবাসের ব্যাপারে তুমি স্বাধীন! ৩. সাক্ষী জনক ও জাতক!

৪. আমি মানুষকে কষ্ট ও পরিশ্রমনির্ভর করে সৃষ্টি করেছি।

৫-৭. সে কি মনে করে, (অন্যায় ও পাপাচার করলেও) তাকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না? সে বলে, আমি প্রচুর অর্থ উড়িয়ে দিয়েছি। সে কি মনে করে, কেউ তা দেখে নি?

৮-১১. আমি কি তাকে দুটি চোখ, জিহ্বা ও ঠোঁট দেই নি? আমি কি তাকে (ধর্ম ও অধর্মের) দুটি পথ দেখাই নি? কিন্তু সে 'ধর্মের দুর্গে' প্রবেশ করে নি।

১২-১৮. তুমি কি জানো ধর্মের দুর্গ কী? ধর্মের দুর্গ (নেক আমল বা সৎকর্মের সুউচ্চ স্তর) হচ্ছে (এক) দাসমুক্তি (অর্থাৎ একজন মানুষকে মনোজাগতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অর্থাৎ সকল ধরনের দাসত্ব থেকে মুক্ত করা), (দুই) দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান, (তিন) নিকটবর্তী এতিম বা ধূলিমলিন মিসকিন-অসহায়কে লালন এবং (চার) বিশ্বাসীদের সাথে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে পরস্পরকে বিশ্বজনীন মমতা ও সবরে (অর্থাৎ পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্যে নিরলস প্রচেষ্টা ও আত্মসংযমে) উদ্বুদ্ধ করা। এরাই সফলকাম।

১৯-২০. আর যারা এ নির্দেশ অস্বীকার করে (নিজের খেয়ালখুশিমতো চলে) তারাই ব্যর্থ! গনগনে আগুন ওদের গ্রাস করবে।

http://alQuran.org.bd

৯১. সূরা শামস

রুকু ১ ॥ আয়াত ১৫ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

তাকাও সূর্য ও এর উজ্জ্বল কিরণের দিকে। ২-৬. তাকাও চাঁদের দিকে যখন তা সূর্যের আলোর প্রতিফলন ঘটায়। ভাবো দিন নিয়ে, যখন তা পৃথিবীর সবকিছুকে দৃশ্যমান করে। আর ভাবো রাতের কথা, যখন তা সবকিছুকে আঁধারে ঢেকে দেয়। তাকাও নভোমণ্ডলের দিকে, ভাবো এর নির্মাতার বিস্ময়কর নির্মাণশৈলী নিয়ে! তাকাও জমিনের দিকে, ভাবো তাঁর কথা, যিনি একে বিস্তীর্ণ ও বৈচিত্র্যে বর্ণিল করেছেন।

৭-৮. তাকাও মানবীয় প্রকৃতি ও সত্তার দিকে, যাকে প্রয়োজনীয় সবকিছু দিয়ে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। তারপর তাকে ভালো ও মন্দ–সমস্ত জ্ঞানে অভিষিক্ত করা হয়েছে।

৯-১০. অতএব যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে সে-ই সফল। আর যে নিজেকে কলুষিত করেছে সে-ই ব্যর্থ।

১১-১৫. সামুদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত সীমালঙ্ঘন করল। ওদের সবচেয়ে দুষ্ট ও হতভাগ্য ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে আল্লাহর রসুল ওদের বলল, সাবধান! আল্লাহর উটনীকে পানি পান করতে বাধা দিও না। কিন্তু ওরা রসুলকে অস্বীকার করল ও উটনীকে নির্মমভাবে হত্যা করল। ওদের পাপের শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ পুরো জনপদকে মাটিতে মিশিয়ে দিলেন। আসলে পাপের পরিণতি সম্পর্কে কোনো ভয়ই ওদের কারো মধ্যে ছিল না।

http://alQuran.org.bd

৯২. সূরা লাইল

রুকু ১ ॥ আয়াত ২১ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

ভাবো রাত নিয়ে, যা পৃথিবীকে আঁধারে ছেয়ে ফেলে। ২. ভাবো দিন নিয়ে, যা সবকিছুকে দৃশ্যমান করে।

৩. ভাবো নর ও নারীর সৃষ্টি নিয়ে (প্রতিটি সৃষ্টির মাঝের বৈপরীত্য ও পরিপূরকতা নিয়ে)।

৪. নিশ্চয়ই (হে মানুষ!) তোমাদের লক্ষ্যের মাঝে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য!

৫-৭. অতএব কেউ যদি দান করে, আল্লাহ-সচেতন হয় এবং ভালো ও কল্যাণকর বিষয়গুলোকে জীবনের সত্য হিসেবে গ্রহণ করে, তবে আমি সরলপথে চলাকে তার জন্যে সহজ করে দেবো।

৮-১১. আর কেউ যদি কৃপণতা করে, স্রষ্টাবিমুখ হয় এবং চিরায়ত ভালো ও সত্যকে অস্বীকার করে, তবে আমি তার জন্যে দুঃখকষ্ট ও ধ্বংসের পথে চলাকে সহজ করে দেবো। কবরে গেলে ধনসম্পত্তি তার কোন কাজে লাগবে?

১২-১৩. মনে রেখো, আমি করুণাবশত তোমাদের সত্যপথ প্রদর্শন করছি। আমি ইহকাল ও পরকালের মালিক।

১৪-১৬. তাই আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি লেলিহান অগ্নিকুণ্ড সম্পর্কে। যারা সত্যকে অস্বীকার করবে, সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, শুধু সেই হতভাগারাই সেখানে প্রবেশ করবে।

১৭-২১. আর যারা আল্লাহ-সচেতন এবং কারো কাছ থেকে প্রতিদানের প্রত্যাশা ছাড়াই শুধু মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি ও আত্মশুদ্ধির জন্যে নিজ সম্পত্তি থেকে দান করে, তারা লাভ করবে অফুরন্ত তৃপ্তি ও সন্তোষ।

http://alQuran.org.bd

৯৩. সূরা দোহা

রুকু ১ ॥ আয়াত ১১ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

ভাবো সকালের সোনালি আলো ২. আর রাতের নিকষ অন্ধকার নিয়ে।

৩-৫. (হে নবী!) তোমার প্রতিপালক কখনো তোমাকে ত্যাগ করেন নি। না তিনি কোনো ব্যাপারে তোমার ওপরে অসন্তুষ্ট। নিঃসন্দেহে তোমার পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে পরবর্তী সময় অনেক ভালো। অচিরেই তোমার প্রভু তোমাকে এমন নেয়ামত দান করবেন, যাতে তুমি পরিতৃপ্ত হবে।

৬-৮. তিনি কি তোমাকে এতিম অবস্থায় পান নি এবং তারপর তোমাকে আশ্রয় দান করেন নি? পথহারা অবস্থা থেকে তিনি কি তোমাকে সত্যপথের সন্ধান দেন নি? নিঃস্ব অবস্থা থেকে তিনি কি তোমাকে অভাবমুক্ত করেন নি?

৯-১০. অতএব তুমি এতিমের প্রতি কঠোর হয়ো না। কোনো সাহায্যপ্রার্থীকে তিরস্কার কোরো না।

১১. আর সবসময় তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করতে থাকো।

http://alQuran.org.bd

৯৪. সূরা ইনশিরাহ

রুকু ১ ॥ আয়াত ৮ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

(হে নবী!) আমি কি তোমার হৃদয় প্রশস্ত করে দেই নি? ২-৪. আমি কি তোমার ওপর থেকে দুর্বহ বোঝার ভার অপসারণ করি নি? আমি কি তোমার মর্যাদাকে সমুন্নত করি নি?

৫-৬. মনে রেখো, প্রতিটি কষ্টের ভেতরেই রয়েছে স্বস্তি! নিঃসন্দেহে প্রতিটি কষ্টের ভেতরেই রয়েছে স্বস্তি! *[অর্থাৎ প্রতিটি সমস্যার ভেতরেই রয়েছে তার সমাধান, প্রতিটি সমস্যার ভেতরেই রয়েছে নতুন সম্ভাবনা]*

৭-৮. অতএব (তুমি দৃঢ়তার সাথে কাজ করো আর) যখনই সময় পাও প্রতিপালকের কাছে একান্তভাবে নিমগ্ন হও।

৯৫. সূরা ত্বীন

রুকু ১ ॥ আয়াত ৮ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

তাকাও ডুমুর ও জয়তুনের দিকে। ২-৩. তাকাও সিনাই উপত্যকার তুর পাহাড় আর নিরাপদ নগরীর দিকে।

৪-৫. আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম (দৈহিক ও মানসিক গুণাবলির) অবকাঠামোয়। (কিন্তু সত্য অস্বীকার ও অপকর্ম করলে) আমি তাকে পৌঁছে দেই হীনতা ও পঙ্কিলতার সর্বনিম্ন স্তরে।

৬. আর যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল তাদের জন্যে রয়েছে অফুরন্ত নেয়ামত।

৭. অতএব (হে মানুষ!) কেন তোমরা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করবে?

৮. আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

http://alQuran.org.bd

৯৬. সূরা আলাক

রুকু ১ ॥ আয়াত ১৯ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

পড়ো! তোমার সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে। ২-৫. যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন নিষিক্ত ডিম্ব থেকে। পড়ো! তোমার প্রতিপালক মহান দয়ালু। তিনি মানুষকে জ্ঞান দিয়েছেন কলমের। আর মানুষকে শিখিয়েছেন, যা সে জানত না।

৬-৮. অথচ মানুষ যখনই নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মনে করতে শুরু করে, তখনই সে সীমালঙ্ঘন করে। কিন্তু মনে রেখো, প্রত্যেককে অবশ্যই তার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে।

৯-১০. তুমি কি এমন ব্যক্তির পরিণতি নিয়ে চিন্তা করেছ, যে আল্লাহর কোনো বান্দাকে নামাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে?

১১-১২. কেউ সঠিক পথে বা আল্লাহ-সচেতনতার পথে চললে তাকে বাধা দেয়া কি তুমি উচিত মনে করো?

১৩. তুমি কি মনে করো না যে, এর ফলে সে সত্যকে অস্বীকার করছে এবং সত্যবিমুখ হচ্ছে?

১৪. তবে কি সে জানে না যে, আল্লাহ সবকিছু দেখছেন?

১৫-১৬. সাবধান! সে যদি সত্যবিরোধিতা থেকে বিরত না হয়, তবে আমি এই মিথ্যাচারী পাপিষ্ঠের মাথার সামনের চুলের মুঠি ধরে টেনেহিঁচড়ে নেয়ার ব্যবস্থা করব।

১৭-১৮. (সেদিন যদি সামর্থ্য থাকে) তবে সে সাহায্যের জন্যে ডাকুক ওর সঙ্গীসাথিদের। আর আমি শুধু নির্দেশ দেবো আজাবের ফেরেশতাদের।

১৯. না, কখনো নয়, ওর কথায় কান দিও না। সেজদা করো আর আল্লাহর নৈকট্যলাভে সচেষ্ট হও! *[সেজদা]*

http://alQuran.org.bd

৯৭. সূরা কদর

রুকু ১ ॥ আয়াত ৫ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

নিশ্চয়ই আমি কোরআন নাজিল করেছি কদরের রাতে।

২. তুমি কি জানো কদরের রাত কী?

৩. কদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও সেরা।

৪. এ রাতে রুহ্ ও ফেরেশতারা নেমে আসে প্রতিপালকের
অপার অনুগ্রহ নিয়ে।

৫. ঊষালগ্ন পর্যন্ত বর্ষণ করে সমস্ত অকল্যাণ থেকে নিরাপত্তা ও শান্তি।

http://alQuran.org.bd

৯৮. সূরা বাইয়েনাহ

রুকু ১ ॥ আয়াত ৮ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

পূর্বতন কিতাবি ও শরিককারীদের একটি অংশ সত্য অস্বীকার করার ব্যাপারে যত অনমনীয় হোক না কেন, তাদের কাছে সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ না পৌঁছানো পর্যন্ত তারা পরিত্যক্ত হতে পারে না।

২-৩. তাই আল্লাহর কাছ থেকে একজন রসুল এসে তাদের কাছে পেশ করল শাশ্বত সত্য বিধিবিধানসম্বলিত পবিত্রবাণী।

৪. সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর পূর্ববর্তী কিতাবিরা এই প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল।

৫. অথচ তাদের আদেশ দেয়া হয়েছিল শাশ্বত সত্যের। সকল মিথ্যা পরিত্যাগ করে বিশুদ্ধচিত্তে একনিষ্ঠভাবে শুধু আল্লাহর ইবাদত করো, নামাজ কায়েম করো, যাকাত আদায় করো। আর এটাই সত্য সঠিক চিরায়ত ধর্মবিধান বা নৈতিক বিধিবিধান।

৬. নিশ্চয়ই (সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পরও) পূর্ববর্তী কিতাবি ও শরিককারীদের মধ্যে যারা সত্য অস্বীকারে অনড় থাকবে, তারা জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে এবং সেখানেই থাকবে চিরকাল। নিশ্চয়ই ওরা সৃষ্টির অধম।

৭. আর নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্মশীল, তারা সৃষ্টির সেরা।

৮. এরা মহান প্রতিপালকের কাছ থেকে পাবে তাদের সৎকর্মের পুরস্কার স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে থাকবে প্রবহমান ঝর্নাধারা, তারা সেখানে থাকবে চিরকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ। এই পরিতৃপ্তি তো তাদের জন্যে, যারা আল্লাহ-সচেতন ও আল্লাহর (বিরাগভাজন হওয়াকে) ভয় করে।

http://alQuran.org.bd

৯৯. সূরা জিলজাল

রুকু ১ ॥ আয়াত ৮ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

পৃথিবী যখন ভয়াবহ কম্পনে প্রকম্পিত হবে ২-৩. আর জমিন যখন তার ভেতরের সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে, তখন মানুষ বলে উঠবে, ‘এর এ কী হলো?’

৪-৫. সেদিন প্রতিপালকের নির্দেশে জমিন তার বুকের ওপর সঙ্ঘটিত সমস্ত ঘটনা বয়ান করবে।

৬. সেদিন সকল মানুষ এক এক করে আলাদাভাবে উপস্থিত হবে এবং পৃথিবীতে সে যা করেছে তার প্রতিটি কাজ তাকে দেখানো হবে।

৭. যে পৃথিবীতে অণুপরিমাণ সৎকর্ম করেছে, সে তা দেখতে পাবে।

৮. আর যে অণুপরিমাণ অন্যায় করেছে, সে তা-ও দেখবে (সুস্পষ্টভাবে)।

http://alQuran.org.bd

১০০. সূরা আদিয়াত

রুকু ১ ॥ আয়াত ১১ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

তাকাও যারা ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান ২-৫. যাদের পদাঘাতে স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়, যারা অভিযান চালায় ঊষালগ্নে, উৎক্ষিপ্ত ধূলিতে আঁধারে আচ্ছন্ন করে দিগন্ত, (অন্ধভাবে) ঢুকে পড়ে ভিড়ের মধ্যে (তছনছ করে সবকিছু নিজের স্বার্থে)।

৬-৮. আসলে মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি বড় অকৃতজ্ঞ। আর সে নিজেই এর সাক্ষী। কারণ সে ধনসম্পত্তির আসক্তিতে নিমজ্জিত।

৯-১১. কিন্তু সে কি জানে না যে, কেয়ামতের দিন কবর থেকে সবার পুনরুত্থান ঘটবে এবং সবার অন্তরে লুকানো সবকিছু প্রকাশ করা হবে? অবশ্য তাদের প্রতিপালক যে তাদের ব্যাপারে সবকিছু অবহিত ছিলেন, সেদিন তা তারা বুঝবে!

http://alQuran.org.bd

১০১. সূরা ক্বারিয়াহ

রুকু ১ ॥ আয়াত ১১ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

(হঠাৎ) মহাপ্রলয়! ২-৩. কী (ভয়াবহ) মহাপ্রলয়! তুমি কি ধারণা করতে পারো মহাপ্রলয় কী?

৪-৫. সেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো চারদিকে নিক্ষিপ্ত হবে। পর্বতমালা উড়ে যাবে পেঁজা পেঁজা ধুনা তুলার মতো।

৬-৭. তখন সৎকর্মে যার পাল্লা ভারী হবে, সে অনন্ত সুখে অবগাহন করবে।

৮-৯. আর সৎকর্মে যার পাল্লা হালকা হবে, তার নিবাস হবে হাবিয়া।

১০. তুমি কি জানো হাবিয়া কী?

১১. হাবিয়া হচ্ছে (সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক) অগ্নিকুণ্ড।

http://alQuran.org.bd

১০২. সূরা তাকাসুর

রুকু ১ ॥ আয়াত ৮ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

(অপরের তুলনায়) বেশি সুখসম্পদ লাভের আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে আমৃত্যু মোহাচ্ছন্ন করে রাখে।

৩-৪. আসলে এটা ঠিক নয়, সময় এলেই তা জানতে পারবে। আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, এটা ঠিক নয়, সময় এলেই তা জানতে পারবে।

৫. (সত্য সম্পর্কে) নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে তোমরা কখনোই মোহাচ্ছন্ন হতে না।

৬-৮. তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে। আবার বলছি, তোমরা অবশ্যই নিজ চোখে জাহান্নাম দেখবে। তোমরা নিশ্চিত থাকো, সেদিন তাঁর দেয়া নেয়ামত দিয়ে তোমরা কী করেছ, সে-সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।

১০৩. সূরা আসর

রুকু ১ ॥ আয়াত ৩ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

সময়ের শপথ! ২-৩. বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল ছাড়া প্রতিটি মানুষ অবশ্যই ক্ষতিতে নিমজ্জিত। বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলরা পরস্পরকে সত্যের পথে উৎসাহিত করে। আর (প্রতিকূলতার মুখে) ধৈর্যের উপদেশ দেয়।

http://alQuran.org.bd

১০৪. সূরা হুমাজাহ

রুকু ১ ॥ আয়াত ৯ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

দুর্ভোগ এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে, যে সামনাসামনি দুর্ব্যবহার করে এবং পেছনে নিন্দা করে।

২. (দুর্ভোগ এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে) যে (কৃপণের মতো) অর্থ জমায় আর বার বার তা গণনা করে এবং একে নিজের রক্ষাকবচ মনে করে।

৩. সে মনে করে তার অর্থ তাকে অনন্তকাল বাঁচিয়ে রাখবে। ৪. না, কখনো নয়। সে-তো (পরকালে) 'হুতামা'য় নিক্ষিপ্ত হবে। ৫. তুমি কি জানো 'হুতামা' কী? ৬-৯. হুতামা হচ্ছে বিশাল প্রজ্জ্বলিত চুল্লি, যার আগুন হৃদয়কে চূর্ণবিচূর্ণ করে দহন করবে। বিশাল স্তম্ভসমূহ পরিবেষ্টিত চুল্লির মুখও ঢেকে দেয়া হবে (দহনযন্ত্রণাকে চূড়ান্ত রূপ দেয়ার জন্যে)।

http://alQuran.org.bd

১০৫. সূরা ফীল

রুকু ১ ॥ আয়াত ৫ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

তুমি কি জানো না, হস্তিবাহিনীকে তোমার প্রতিপালক কীভাবে পর্যুদস্ত করেছিলেন? ২. তিনি কি তাদের চক্রান্ত পুরোপুরি ব্যর্থ করে দেন নি?

৩-৫. তিনি হস্তিবাহিনীর মোকাবেলায় পাঠালেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি আর ওরা নিক্ষেপ করল কঙ্কর। পরিণামে হস্তিবাহিনী মাটিতে মিশে গেল পশুর চিবানো ভুষির মতো।

১০৬. সূরা কোরাইশ

রুকু ১ ॥ আয়াত ৪ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

অতএব কোরাইশদের নিরাপত্তার জন্যে ২-৩. শীত-গ্রীষ্মের বাণিজ্যযাত্রায় নিরাপদ থাকার জন্যে, তাদের উচিত কাবাঘরের প্রতিপালকের ইবাদত করা।

৪. তিনিই তাদের ক্ষুধার আহার দিয়েছেন, নিরাপত্তা দিয়েছেন ভয়ভীতি হতে।

http://alQuran.org.bd

১০৭. সূরা মাঊন
রুকু ১ ॥ আয়াত ৭ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

তুমি কি কখনো চিন্তা করেছ, কোন ধরনের লোকেরা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে? ২-৩. এ ধরনের লোকেরা এতিমের সাথে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে, অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে কোনো আগ্রহ বোধ করে না বা অন্যকেও উৎসাহিত করে না।

৪-৭. আর দুর্ভোগ সেই নামাজীদের জন্যে, যারা সচেতনভাবেই নামাজে অমনোযোগী, শুধু লোক দেখানোর জন্যে নামাজে শামিল হয়। (দুর্ভোগ তাদের জন্যেও) যারা নিত্যপ্রয়োজনীয় ছোটখাটো সাহায্য দানেও বিরত থাকে।

১০৮. সূরা কাওসার
রুকু ১ ॥ আয়াত ৩ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

(হে নবী!) আমি অবশ্যই তোমাকে কাওসার (অনন্ত কল্যাণ) দান করেছি। ২-৩. অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের জন্যেই নামাজ পড়ো ও কোরবানি দাও। নিশ্চয়ই তোমার প্রতি যে-ই বিদ্বেষ পোষণ করবে, বিলুপ্ত হবে ওর বংশধারা।

http://alQuran.org.bd

১০৯. সূরা কাফিরুন

রুকু ১ ॥ আয়াত ৬ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

বলো, হে সত্য অস্বীকারকারীরা! ২. আমি তার ইবাদত করি না, যার ইবাদত তোমরা করো। ৩. আর তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি। ৪. তোমরা যার ইবাদত করছ আমি তার ইবাদত করতে প্রস্তুত নই। ৫. আর তোমরাও তাঁর ইবাদত করতে প্রস্তুত নও, যাঁর ইবাদত আমি করি। ৬. অতএব তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্যে আর আমার ধর্ম আমার জন্যে।

১১০. সূরা নসর

রুকু ১ ॥ আয়াত ৩ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে। ২-৩. আর (হে নবী!) তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর ধর্মবিধানে অর্থাৎ আল্লাহতে পুরোপুরি সমর্পিত হতে দেখবে, তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের অসীম মহিমা ঘোষণা করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কোরো ও তাঁর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা কোরো। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী।

http://alQuran.org.bd

১১১. সূরা লাহাব

রুকু ১ ॥ আয়াত ৫ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

ধ্বংস হবে আবু লাহাবের দুই হাত। ধ্বংস হবে সে নিজেও।

২. তার ধনসম্পত্তি ও উপার্জন কোন কাজে আসবে?

৩-৫. সময় হলেই সে লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে।
সাথে থাকবে কুটনি স্ত্রী। গলায় থাকবে শক্ত পাকানো রশি।

১১২. সূরা ইখলাস

রুকু ১ ॥ আয়াত ৪ ॥ মাক্কী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

বলো, তিনিই আল্লাহ–একক, অদ্বিতীয়।

২. আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন।

৩. না কেউ তাঁর সন্তান, না তিনি কারো সন্তান।

৪. তাঁর তুলনা শুধু তিনিই।

http://alQuran.org.bd

১১৩. সূরা ফালাক

রুকু ১ ॥ আয়াত ৫ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

বলো, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের স্রষ্টার। আশ্রয় গ্রহণ করছি তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে, রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে, গ্রন্থিতে ফুৎকারদানকারী ডাইনিদের অনিষ্ট থেকে, হিংসুকের হিংসার অনিষ্ট থেকে।

১১৪. সূরা নাস

রুকু ১ ॥ আয়াত ৬ ॥ মাদানী

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

বলো, মানুষের অন্তরে গোপনে কুমন্ত্রণাদানকারীর কুমন্ত্রণা এবং জ্বীন ও মানুষের কুমন্ত্রণার অনিষ্ট থেকে মানুষের অধিপতি, মানুষের উপাস্য, মানুষের প্রতিপালকের নিকট আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি।

http://alQuran.org.bd

আল কোরআন ॥ সেজদার ১৪টি আয়াত

৭. সূরা আরাফ	আয়াত ২০৬
১৩. সূরা রাদ	আয়াত ১৫
১৬. সূরা আন-নহল	আয়াত ৫০
১৭. সূরা বনি ইসরাইল	আয়াত ১০৯
১৯. সূরা মরিয়ম	আয়াত ৫৮
২২. সূরা হজ	আয়াত ১৮
২৫. সূরা ফোরকান	আয়াত ৬০
২৭. সূরা নমল	আয়াত ২৬
৩২. সূরা সেজদা	আয়াত ১৫
৩৮. সূরা সাদ	আয়াত ২৪
৪১. সূরা হা-মিম-সেজদা	আয়াত ৩৮
৫৩. সূরা নজম	আয়াত ৬২
৮৪. সূরা ইনশিকাক	আয়াত ২১
৯৬. সূরা আলাক	আয়াত ১৯

http://alQuran.org.bd

আয়াতুল কুরসি

আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি শাশ্বত চিরঞ্জীব। বিশ্বপ্রকৃতির সর্বসত্তার ধারক। তিনি তন্দ্রা-নিদ্রাহীন সদাসজাগ। মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুর মালিক। তাঁর সদয় অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করার সাধ্য কারো নেই। দৃশ্যমান বা অদৃশ্য, অতীত বা ভবিষ্যৎ–সৃষ্টির সবকিছুই তিনি জানেন। তিনি যতটুকু জানাবেন, এর বাইরে তাঁর জ্ঞানের সীমানা সম্পর্কে ধারণা করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তাঁর আসন, তাঁর কর্তৃত্ব পৃথিবী ও নভোমণ্ডলের সর্বত্র বিস্তৃত। আর তা সংরক্ষণে তিনি অক্লান্ত। তিনি সর্বোচ্চ সুমহান। *–বাকারা : ২৫৫*

http://alQuran.org.bd

মর্মবাণীতে ব্যবহৃত আরবি শব্দের প্রতিশব্দ

অসিয়ত	– উইল, অন্তিম উপদেশ বা নির্দেশ
আখেরাত	– পরকালে জবাবদিহিতা
আজাব	– শাস্তি
আয়াত	– সত্যবাণী, নিদর্শন, প্রমাণ, ঐশীবাণী, বিধিবিধান
ইঞ্জিল	– খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ
ইবাদত	– উপাসনা
ঈমান	– বিশ্বাস
ঈমানদার	– বিশ্বাসী
উম্মত	– যে-কোনো মত বা ধর্ম অনুসারী জনগোষ্ঠী বা জাতিসত্তা
ওহী	– ঐশীবাণী, সত্যবাণী
কাফফারা	– প্রায়শ্চিত্ত, জরিমানা
কাফের	– সত্য অস্বীকারকারী
কায়েম	– প্রতিষ্ঠা
কালাম	– আল্লাহর বাণী
কিতাব	– পবিত্র গ্রন্থ
কিতাবি	– ধর্মগ্রন্থ অনুসারী
কিসাস	– বদলা
কুদরত	– মহিমা
কুফর	– সত্য অস্বীকার
কেবলা	– নির্দিষ্ট কোনোকিছুর দিকে মুখ করা
কেয়ামত	– মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান, মহাবিচার
খলিফা	– প্রতিনিধি
গজব	– দুর্ভোগ
গায়েব	– মানবীয় বুদ্ধির অগম্য, অদৃশ্য বাস্তবতা
গুনাহ	– পাপ
জান্নাত	– বেহেশত, স্বর্গ
জালেম	– অত্যাচারী, সীমালঙ্ঘনকারী
জাহান্নাম	– দোজখ, নরক
জিজিয়া	– যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি কর
জেহাদ	– ধর্মযুদ্ধ, সর্বাত্মক সংগ্রাম, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা
তওবা	– অনুশোচনা
তকদির	– প্রকৃতি, বিকাশধারা, স্বভাব-প্রকৃতি
তাওয়াফ	– পরিক্রমণ
তাওরাত	– ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ
তাকওয়া	– আল্লাহ-সচেতনতা, স্রষ্টা-সচেতনতা
তাগুত	– অপশক্তি

http://alQuran.org.bd

দ্বীন – ধর্ম, ধর্মবিধান
নবী – আল্লাহর বাণীবাহক
নবুয়ত – আল্লাহর বাণীবাহকের দায়িত্ব
নাফরমানি – অবাধ্যতা
নাজিল – অবতীর্ণ
নেকি – পুণ্য
নেয়ামত – অনুগ্রহভাণ্ডার
পারা – খণ্ড
ফজল – অনুগ্রহ-সম্পদ
ফরজ – অবশ্যপালনীয়
ফাসেক – সত্যত্যাগী
ফিদিয়া – প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে প্রদেয়
ফেতনা – অস্থিরতা, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি
বয়ান – বলা, বর্ণনা করা
বায়াত – আনুগত্যের শপথ
মাক্কী – মক্কায় নাজিল হওয়া সূরা
মাদানী – মদিনায় নাজিল হওয়া সূরা
মুত্তাকী – আল্লাহ-সচেতন, স্রষ্টা-সচেতন
মুনাফেক – কপট, ভণ্ড, বিশ্বাসভঙ্গকারী
মুনাফেকি – কপটতা, বিশ্বাসভঙ্গ করা
মুমিন – বিশ্বাসী
মুশরেক – (আল্লাহর সাথে) শরিককারী, অংশিবাদী
রসুল – আল্লাহর বাণীবাহক
রহমত – অনুগ্রহ
রিজিক – জীবনোপকরণ
রুকু – পরিচ্ছেদ। একাধিক আয়াতের সমষ্টি
রুহ – আত্মা
লানত – আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে চিরতরে বঞ্চিত হওয়া
শিরক – আল্লাহর সাথে উপাস্য হিসেবে কাউকে শরিক করা
শুকরিয়া – কৃতজ্ঞতা
সদকা – দান, সৎকর্ম
সবর – ধৈর্য
সূরা – কোরআনে নামাঙ্কিত নির্দিষ্ট অংশ
হারাম – নিষিদ্ধ
হালাল – বৈধ
হিকমা – প্রজ্ঞা
হিজরত – দেশত্যাগ
হেদায়েত – সরলপথ

http://alQuran.org.bd

আল কোরআন হোক সবসময়ের সঙ্গী

http://alQuran.org.bd

মর্মবাণীর এই ওয়েবসাইট থেকে ফ্রি মোবাইল অ্যাপ
ডাউনলোড করুন। সাথে রাখুন সবসময়। যে-কোনো
সময় বাংলা এবং আরবিতে পড়া ও শোনার পাশাপাশি
থাকছে শব্দ বা আয়াত দিয়ে সার্চ করার সুযোগ।
যে-কোনো আয়াত বার বার পড়ার জন্যে সংরক্ষণ করুন।

প্রিয় পাঠক,

'আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী' কোরআনের বাংলা অনুবাদ নয়। আল্লাহতে সমর্পিত একজন মানুষ হিসেবে কোরআনের বাণীর যে অন্তর্নিহিত অর্থ আমি উপলব্ধি করেছি, তা-ই আন্তরিকতার সাথে মায়ের ভাষায় উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে মর্মার্থ অনুধাবনে, প্রকাশে বা মুদ্রণে কোথাও কোনো ভুল হয়ে থাকলে আল্লাহ গাফুরুর রাহীমের কাছে করজোড়ে অবনতমস্তকে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে সকল ভুলভ্রান্তি মুক্ত করে হেদায়েতের পথে পরিচালিত করুন।

প্রিয় পাঠক,

'আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী' সম্পর্কে আপনার কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকলে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাতে পারেন :

শহীদ আল বোখারী মহাজাতক
যোগ ফাউন্ডেশন
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
E-mail : info@quantummethod.org.bd

যোগ ফাউন্ডেশন
www.quantummethod.org.bd